নিউ ইয়র্ক টাইমস বেস্ট সেলার

ক্লাইভ কাসলার

ট্রেজার

অনুবাদ: মখদুম আহমেদ

ট্রেজার

মখদুম আহমেদ

রোদেলা প্রকাশনী

ট্রেজার
মূল : ক্লাইভ কাসলার
অনুবাদ : মখদুম আহমেদ

স্বত্ব © অনুবাদক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০০৮

রোদেলা ০১৯

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
সেল : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
আশফাক আহমেদ

গ্রাফিক্স
গোলাম মর্তুজা

অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপ
খোরশেদ আলম সবুজ

পেষ্টিং
শিল্পাঙ্গণ

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স

পরিবেশক
অন্বেষা প্রকাশন
৯ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ৩৫০.০০ টাকা মাত্র

TREASURE by CLIVE CUSSLER. Translated by Makhdum Ahmed.
First Published Frbruary Book Fair 2008 By Riaz Khan, Rodela Prokashani 47/1 Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

Price : Tk. 350.00 only
ISBN : 989-70117-0015-6

উ ৎ স র্গ

অনুবাদভক্ত পাঠক-পাঠিকাদের

লেখকের বক্তব্য

আলেকজান্দ্রিয়া গ্রন্থাগারের অস্তিত্ব সত্যিই ছিলো। যুদ্ধ এবং ধর্মীয় হানাহানির কারণে তা ধ্বংসপ্রাপ্ত না হ'লে প্রাচীন মিশর, গ্রিক এবং রোমান সাম্রাজ্যের বহু তথ্য আজ আমাদের জানা থাকতো। শুধু তাই নয়, ভূ-মধ্যসাগরের তীর ছাড়িয়ে বহুদূরে এক সময়ে প্রতিষ্ঠিত অনেক অজানা সভ্যতার কথাও জানা যেতো।

তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে সম্রাট থিওডোসিয়াস-এর নির্দেশে আলেকজান্দ্রিয়ার সমস্ত পুস্তক, শিল্পকর্ম, মহান গ্রিক দার্শনিকদের মূল্যবান বই পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

কথিত আছে, বেশ কিছু পরিমাণ সংগ্রহ গোপনে নিরাপদে সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো তখন। কি কি উপকরণ সরিয়ে নেয়া হয়েছিলো, রাখাই বা হয়েছে কোথায়; আজ, ষোলোশো শতাব্দি পরেও তা এক রহস্য।

পূর্বকথা

পনেরোই জুলাই, তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ।
অজানা কোনো স্থান।

গভির কালো সুড়ঙ্গপথে ছোট্ট, কাঁপা কাঁপা একটা আলো ভূতুড়ে আবহ তৈরি করেছে। লোকটার পরনে আঁটো জামা, উল দিয়ে বোনা, নেমে এসেছে হাঁটু পর্যন্ত। থামলো সে, হাতের কুপিটা মাথার ওপর উঁচু করে ধরলো। ছোট্ট শিখার আভায় আলোকিত হয়ে উঠলো মানুষের একটা দেহ, স্বর্ণ আর স্ফটিকের তৈরি একটা বাক্সের ভেতর রয়েছে ওটা। পিছনের মসৃণ দেয়ালে নৃত্য করছে কিম্ভূতকিমাকার ছায়াগুলো। আঁটো জামা পরা জুনিয়াস ভেনাটর দৃষ্টিহীন চোখজোড়ার দিকে কয়েক মুহূর্ত নীরবে তাকিয়ে থাকলেন, তারপর কুপি নামিয়ে আরেক দিকে ঘুররেন।

দীর্ঘ এক সারিতে দাঁড়িয়ে রয়েছে নিশ্চল মূর্তিগুলো যেনো মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতার ভেতর; সংখ্যায় এতো বেশি যে গুণে শেষ করা প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।

হাঁটতে শুরু করলেন জুনিয়াস ভেনাটর, অমসৃণ মেঝেতে তাঁর পায়ের ফিতে বাঁধা স্যান্ডেল খসখস আওয়াজ তুললো। ক্রমশ চওড়া হয়ে বিশাল এক গ্যালারিতে মিশেছে সুড়ঙ্গপথটা। গম্বুজ আকৃতির সিলিংটাকে অবলম্বন দেয়ার জন্যে খিলান তৈরি করায় প্রায় ত্রিশ ফুট উঁচু গ্যালারি কয়েক ভাগে ভাগ হয়ে গেছে। খানিক পর পর দেয়ালের চুনাপাথর কেটে একটা করে লম্বা ও গভীর দাগ টানা হয়েছে, ওগুলো দিয়ে ছাদের পানি নেমে এসে মেঝের চওড়া নর্দমায় পড়ে। দেয়ালের গায়ে বিভিন্ন আকৃতির গর্ত; প্রতিটিতে অদ্ভুতদর্শন, গোলাকৃতি পাত্র, ব্রোঞ্জের তৈরি। খোদাই করা বিশাল এই গুহার মাঝখানে একই আকৃতির বড় বড় কাঠের বাক্সগুলো না থাকলে ভীতিকর জায়গাটাকে রোমের নিচে পাতাল সমাধিক্ষেত্র বলে ভুল হতে পারতো।

শেষ প্রান্তে তামার পাতে মোড়া ফিতে রয়েছে প্রতিটি বাক্সের সাথে, পাতগুলোয় বাক্সের নম্বর লেখা। প্যাপিরাস খুলে কাছাকাছি একটা টেবিলে সমান করলেন ভেনাটর, তাতে লেখা নম্বর তামার পাতে লেখা নম্বরের সাথে মেলালেন। বাতাস শুকনো আর ভারী, ঘামের সাথে ধুলো মিশে কাদার মতো জমছে গায়ে। দু'ঘণ্টা পর সন্তুষ্ট বোধ করলেন তিনি, প্রতিটি জিনিসের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। প্যাপিরাসটা গুটালেন, কোমরে জড়ানো কাপড়ের ভাঁজে ঢুকিয়ে রাখলেন সেটা।

ঘুরে ঘুরে গ্যালারির চারদিকে সাজানো সংগ্রহগুলোর দিকে আরেকবার তাকালেন ভেনাটর, অতৃপ্তির একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো তাঁর বুকের ভেতর থেকে। জানেন, এ-সব আর কোনোদিন তাঁর দেখা বা ছোঁয়ার সুযোগ হবে না। ক্লান্ত ভঙ্গিতে ঘুরলেন তিনি, হাতের কুপিটা বাড়িয়ে ধরে এগোলেন ফিরতি পথে।

বয়স হয়েছে ভেনাটরের, কিছুদিনের মধ্যে সাতষট্টিতে পড়বেন। মুখের অনেক ভাঁজ আর রেখা ফুটেছে, ক্লান্ত চরণে আগের সেই ক্ষিপ্রতা নেই, বেঁচে থাকার আনন্দ এখন আর তিনি তেমন উপভোগ করেন না। তবে অনেক দিন পর আজ তাঁর সত্যি ভারি আনন্দ হচ্ছে, তৃপ্তি আর সন্তুষ্টির একটা অনুভূতি প্রাণশক্তির নতুন জোয়ার বইয়ে দিয়েছে তাঁর শরীরে। বিশাল একটা কর্মসূচি সাফল্যের সাথে শেষ করেছেন তিনি।

কাঁধ থেকে নেমে গেছে গুরুদায়িত্ব। বাকি আছে শুধু দীর্ঘ সমুদ্র পাড়ি দিয়ে রোমে ফিরে যাওয়া। কে জানে কি আছে ভাগ্যে, সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হবে কিনা তা শুধু নিয়তিই বলতে পারে।

আরও চারটে সুড়ঙ্গপথ ঘুরে পাহাড়ে বেরিয়ে এলেন ভেনাটর। ইতোমধ্যে একটা সুড়ঙ্গপথ পাথর ধসে বন্ধ হয়ে গেছে। ছাদ ধসে পড়ায় ওখানে বারোজন ক্রীতদাস পাথর চাপা পড়ে মারা গেছে। এখনও সেখানেই আছে তারা, চিড়েচ্যাপ্টা লাশগুলোর কবর হয়ে গেছে পাথরের তলায়। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন ভেনাটর। ওদের জন্যে দুঃখ করা অযৌক্তিক মনে হলো তাঁর। এখান থেকে ফিরে আবার তো সেই সম্রাটের খনিতেই কাজ করতে হত ওদেরকে। আধপেটা খেয়ে, রোগ-শোকে ভুগে ধুঁকে ধুঁকে মরার চেয়ে এ বরং ভালই হয়েছে। বেঁচে থাকাই ছিলো ওদের জন্যে অভিশাপ।

সুড়ঙ্গমুখটা এমনভাবে পাথর কেটে তৈরি যে বড় বাক্সগুলো ভেতরে ঢোকাতে কোনো অসুবিধে হয়নি। পাহাড়ে বেরিয়ে আসছেন ভেনাটর, এই সময় দূর থেকে একটা রোমহর্ষক আর্তচিৎকার ভেসে এল। কপালে উদ্বেগের রেখা নিয়ে হাঁটার গতি বাড়িয়ে দিলেন তিনি, আলোয় বেরিয়ে এসে চোখ কোঁচকালেন। থমকে দাঁড়িয়ে ক্যাম্পের দিকে তাকালেন তিনি, ঢালু একটা প্রান্তর জুড়ে সেটার বিস্মৃতি। অসভ্য কয়েকটা যুবতী মেয়েকে ঘিরে দাঁড়িয়ে রয়েছে একদল রোমান সৈনিক। সম্পূর্ণ বিবস্ত্র একটা মেয়ে আবার চিৎকার করে উঠে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিলো। সৈনিকদের পাঁচিল ভেঙে প্রায় বেরিয়ে এলো সে, কিন্তু সৈনিকদের একজন তার লম্বা কালো চুল ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো, ধুলোর ওপর ছিটকে পড়লো মেয়েটা।

দৈত্যাকার এক লোক ভেনাটরকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। ক্যাম্পের সবার চেয়ে লম্বা সে, বিশাল কাঁধ, আর শক্তিশালী বাহু, হাতের শেষ প্রান্ত ঝুলে আছে হাঁটুর কাছাকাছি।

গল জাতির লোক লাটিনিয়াস মাসার, ক্রীতদাসদের প্রধান ওভারশিয়ার সে। হাত নেড়ে অভ্যর্থনা জানাল ভেনাটরকে, কথা বললো অস্বভাবিক তীক্ষ্ণ আর কর্কশ কণ্ঠে। 'সব দেখলেন?'

মাথা ঝাঁকালেন ভেনাটর। 'হ্যাঁ, তালিকা মেলানো হয়েছে। সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করতে পারো।'

'ধরে নিন বন্ধ হয়েছে।'

'ক্যাম্পে কিসের হৈ-চৈ?'

ঘাড় ফিরিয়ে সৈনিকদের দিকে একবার তাকালো মাসার, ঘন ভুরু জোড়ার ভেতর তার লাল চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠলো যেনো, একদলা থুথু ফেরে আবার তাকালো ভেনাটরের দিকে। তার কথা থেকে জানা গেলো, বোকা সৈনিকরা অস্থির হয়ে পড়েছিলো, এখান থেকে পাঁচ লীগ উত্তরের একটা গ্রামে হামলা চালিয়ে এইমাত্র ফিরে এসেছে। এই নির্মম রক্তপাতের কোনো মানে নেই। কম করেও চল্লিশজন অসভ্য মারা গেছে। তাদের মধ্যে পুরুষ ছিলো মাত্র দশজন, বাকি সবাই শিশু আর নারী। লাভ কিছুই হয়নি, কারণ সোনা আর অন্যান্য জিনিস যা সৈনিকরা লুট করে এনেছে তার মূল্য গাধার বিষ্ঠার সমানও নয়। আর এনেছে কুৎসিত দর্শন কিছু মেয়েলোক।

চেহারা কঠোর হয়ে উঠলো ভেনাটরের। 'আর কেউ বেঁচে গেছে?'

'শুনলাম দু'জন পুরুষ নাকি জঙ্গলে পালিয়েছে।'

'তারা তাহলে অন্যান্য গ্রামে আওয়াজ দেবে। সর্বনাশ, সেভেরাস দেখছি মৌমাছির চাকে ঢিল ছুঁড়েছে!'

'সেভেরাস!' ঘৃণায় কুঁচকে উঠলো মাসারের ঠোঁটের কোণ। 'ওই ব্যাটা সেঞ্চুরিয়ন আর তার দল শুধু ঘুমোয় আর আমাদের মদ সাবাড় করে! পাছায় গরম লোহার ছ্যাঁকা দিন, তবে যদি ওদের কুঁড়েমি দূর হয়।'

'ওরা আমাদের রক্ষা করবে, সেজন্যেই ভাড়া করা হয়েছে', মনে করিয়ে দিলেন ভেনাটর।

'কার হাত থেকে রক্ষা করবে? ব্যঙ্গের সুরে জিজ্ঞেস করলো মাসার। 'ধর্মহীন বর্বরদের হাত থেকে, যারা পোকা আর সাপ-ব্যাঙ খায়?'

'ক্রীতদাসদের এক জায়গায় জড়ো করো, তাড়াতাড়ি বন্ধ করে দাও সুড়ঙ্গমুখ। খুব সাবধান, মাসার, কাজে যেনো কোনো খুঁত না থাকে। আমরা চলে যাবার পর অসভ্যরা যেনো আবার খুঁড়তে না পারে।'

'সে ভয় করবেন না। যতটুকু দেখলাম, এই অভিশপ্ত দেশে এমন কেউ নেই যে ধাতুবিদ্যা জানে।' মুখ তুলে সুড়ঙ্গপথের মাথার ওপর তাকালো মাসার, গাছের বিশাল কাণ্ড পাশাপাশি সাজিয়ে প্রকাণ্ড মাচা তৈরি করা হয়েছে, মাচার ওপর পাথর, বালি আর মাটির আকাশছোঁয়া স্তূপ। স্তূপটা হেলান দিয়ে রয়েছে পাহাড়ের গায়ে। 'মাচাটা সরিয়ে নেয়ার পর গোটা পাহাড় ধসে পড়বে, তখন যদি পাঁচশো হাতি থাকে নিচে, একটাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। আপনার মহামূল্য শিল্পকর্ম চিরকাল অক্ষতই থাকবে, ভেনাটর।'

নতুন করে আশ্বস্ত বোধ করলেন ভেনাটর। ওভারশিয়ারকে বিদায় করে দিয়ে রাগের সাথে ঘুরে দাঁড়ালেন, সেভেরাসের তাঁবুর দিকে যাচ্ছেন।

সামরিক বাহিনীর একটা প্রতীক চিহ্নকে পাশ কাটালেন ভেনাটর, বর্শার মাথায় একটা রূপালি ষাঁড়। একজন প্রহরী বাধা দিতে এগিয়ে এল, এক ধাক্কায় তাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁবুর ভেতর ঢুকলেন তিনি।

তাঁবুর ভেতর একটা ক্যাম্প-চেয়ারে বসে রয়েছে সেঞ্চুরিয়ন, কোলের ওপর নগ্ন অসভ্য নারী। জীবনে বোধ হয় কখনও গোসল করেনি মেয়েটা। সেভেরাসের দিকে মুখ তুলে দুর্বোধ্য কিচিরমিচির শব্দ করছে সে। বয়স নেহাতই কম, পনেরোর বেশি হবে না। সেভেরাসের গায়ে শুধু বুক ঢাকা আঁটো জামা। তার নগ্ন বাহু একজোড়া ব্রোঞ্জের তৈরি বন্ধনী দিয়ে অলংকৃত, দুই বাইসেপ কামড়ে আছে। একজন বীর যোদ্ধার পেশীবহুল বাহু, ঢাল আর তলোয়ার ধরায় যার রয়েছে দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা।

ভেনাটরের আকস্মিক আগমনে মুখ ফিরিয়ে তাকাবারও প্রয়োজন বোধ করলো না সেভেরাস।

'তাহলে এভাবেই তোমার সময় কাটছে, সেভেরাস?' তিরস্কার করলেন ভেনাটর, তাঁর কণ্ঠে শীতল ব্যঙ্গ। 'বিধর্মী একটা মেয়েকে নষ্ট করে ঈশ্বরের ক্রোধ অর্জন করছো?'

কঠিন কালো চোখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে ভেনাটরের দিকে তাকালো সেভেরাস। 'দিনটা আজ এতো গরম যে আপনার খ্রিস্টীয় প্রলাপ শোনার ধৈর্য হবে না। আমার ঈশ্বর আপনার ঈশ্বরের চেয়ে অনেক বেশি সহনশীল।'

'সত্যি, কিন্তু তুমি মূর্তি পূজা করো।'

'যাকে যার খুশি পূজা করতে পারে, প্রশ্নটা একান্তই বাছাইয়ের। আপনি বা আমি, কেউই আমরা নিজেদের ঈশ্বরকে মুখোমুখি কখনও দেখিনি। কে বলবে কারটা খাঁটি?'

'যীশু হলেন প্রকৃত ঈশ্বরের সন্তান।'

হাল ছেড়ে দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা দোলাল সেভেরাস। 'আপনি আমার ব্যক্তিগত সময় দখল করেছেন। সমস্যা কি, বলে বিদায় হোন।'

'তুমি যাতে বেচারি মেয়েটাকে নষ্ট করতে পারো?'

জবাব না দিয়ে চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো সেভেরাস। বুকে লেপ্টে থাকা মেয়েটাকে বস্তার মতো বিছানার ওপর ছুঁড়ে দিলো সে। 'আমার সাথে যোগ দেয়ার ইচ্ছে আছে আপনার, ভেনাটর? থাকলে বলুন, আপনাকে প্রথম সুযোগ দেব।'

সেঞ্চুরিয়নের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ভেনাটর। ভয়ের একটা ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে গেলো তাঁর শরীরে। যে রোমান সেঞ্চুরিয়ন একটা পদাতিক বাহিনীকে নেতৃত্ব দেয় তাকে অবশ্যই কঠোর হতে হবে, কিন্তু এ-লোক নির্দয় পশু। 'এখানে আমাদের কাজ শেষ হয়েছে', বললেন ভেনাটর। 'ক্রীতদাসদের নিয়ে সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করে দিচ্ছে মাসার। তাঁবু গুটিয়ে জাহাজে উঠতে পারি আমরা।'

'মিশর ছেড়েছি আজ এগারো মাস। আনন্দ-ফুর্তির জন্যে আরেকটা দিন দেরি করলে কোনো ক্ষতি নেই।'

'আমরা লুটপাট করতে আসিনি। অসভ্যরা প্রতিশোধ নেয়ার সুযোগ খুঁজবে। আমরা মাত্র ক'জন, তারা অনেক।'

'আমাদের বিরুদ্ধে যত অসভ্যই পাঠানো হোক, আমার সৈনিকরা তাদের সামলাতে পারব।'

'তোমার লোকজন দুর্বল হয়ে পড়েছে।'

'রণকৌশল তারা ভুলে যায় নি', আত্মবিশ্বাসের হাসি নিয়ে বললো সেভেরাস।

'কিন্তু তারা কি রোমের মর্যাদা রক্ষার জন্যে আত্মত্যাগ করবে?'

'কোন দুঃখে, কেনো? সাম্রাজ্যের সুদিন এসে আবার চলে গেছে। আমাদের এককালের তিলোত্তমা টাইবার আজ নোংরা বস্তিতে পরিণত হয়েছে। আমাদের শিরায় যদি রোমান রক্ত থেকেও থাকে, তা খুবই কম। আমার বেশিরভাগ লোকজন প্রদেশগুলোর আদি বাসিন্দা। আমি একজন স্প্যানিয়ার্ড আর আপনি একজন গ্রিক, জুনিয়াস ভেনাটর। আজকের এই বিশৃংখল পরিস্থিতিতে এমন একজন সম্রাটের প্রতি আধপোয়া বিশ্বস্ততাও থাকবে কেনো, যে সম্রাট বহুদূর পুবের একটা শহর থেকে শাসন করেন? এমনকি শহরটাকে আমরা কেউ দেখি নি পর্যন্ত। না, জুনিয়াস ভেনাটর, না- আমার সৈনিকরা যুদ্ধ করবে, কারণ তারা পেশাদার যোদ্ধা, কারণ তাদেরকে যুদ্ধ করার জন্যে ভাড়া করা হয়েছে।'

'কিংবা অসভ্যরা তাদেরকে বাধ্য করবে।'

'যখনকার সমস্যা তখন। সত্যি যদি অসভ্যদের দুর্মতি হয়...'

'সংঘর্ষ এড়ানো গেলে সব দিক থেকে ভাল। আমি সন্ধ্যা ঘনাবার আগেই রওনা হতে চাই...'

বিকট শব্দে বাধা পেলেন ভেনাটর, পায়ের নিচে থরথর করে কেঁপে উঠলো মাটি। ছুটে তাঁবু থেকে বেরিয়ে পাহাড়ের ওপর দিকে তাকালেন তিনি। মাচার নিচ থেকে অবলম্বনগুলো সরিয়ে নিয়েছে ক্রীতদাসরা, বিশাল আকারে কয়েকশো টন পাথরসহ মাটি আর বালিতে ঢাকা পড়ে গেছে সুড়ঙ্গমুখ। ধুলোর প্রকাণ্ড মেঘ ক্ষীণস্রোত নালার ওপর ছড়িয়ে পড়লো। পতনের প্রতিধ্বনি এখনও শোনা যাচ্ছে, শব্দটাকে ছাপিয়ে উঠলো সৈনিক আর ক্রীতদাসদের উল্লাসধ্বনি।

'যীশুর কৃপায় কাজটা শেষ হলো', আপন মনে বিড়বিড় করলেন ভেনাটর, তাঁর ক্লান্ত চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো কি এক পবিত্র আলোয়। 'বহু শতকের জ্ঞান রক্ষা পেল।'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো সেভেরাস। 'দুঃখের বিষয়, কথাটা আমাদের সম্পর্কে খাটে না।'

ঘাড় ফেরালেন ভেনাটর। 'নিরাপদে সমুদ্র পাড়ি দিয়ে যদি ঘরে ফিরতে পারি, তারপর আর ভয় কিসের?'

'শারীরিক নির্যাতন আর মৃত্যু অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে', চাঁছাছোলা ভাষায় বললো সেভেরাস। 'আমরা সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণ করেছি। সহজে ক্ষমা করার পাত্র থিয়োডোসিয়াস নন। সাম্রাজ্যের কোথাও আমাদের লুকোবার জায়গা থাকবে না। উচিত কাজ হবে বিদেশে কোথাও আশ্রয় খুঁজে নেয়া।'

'আমার স্ত্রী আর মেয়ে...এনটিওচ-এর ভিলায় তাদের সাথে আমার দেখা হওয়ার কথা...'

'ধরে নিন ইতোমধ্যে তাদেরকে সম্রাটের লোকজন বেঁধে নিয়ে গেছে। হয় মারা গেছে, নয়তো ক্রীতদাস হিসেবে বেঁচে দেয়া হয়েছে।'

'অসম্ভব!' সবেগে মাথা নাড়লেন ভেনাটর, দু'চোখে অবিশ্বাস। 'উঁচু মহলে বন্ধু-বান্ধব আছে আমার, আমি না ফেরা পর্যন্ত ওদেরকে তারা রক্ষা করবে।'

'এমনকি উঁচুমহলের বন্ধুদেরকেও ভয় দেখিয়ে কাবু করা যায়। ঘুষ দিয়ে দুর্বল করাও সম্ভব।'

অকস্মাৎ কঠোর হয়ে উঠলো ভেনাটরের চেহারা। 'আমরা যা অর্জন করেছি তার তুলনায় কোনো ত্যাগই বড় নয়। এখন শুধু দেখতে হবে আমরা যাতে অভিযানের রেকর্ড আর চার্ট নিয়ে ফিরতে পারি, তা না হলে সবই নিষ্ফল হয়ে যাবে।'

জবাবে কিছু বলতে যাচ্ছিল সেভেরাস, কিন্তু সে তার সেকেন্ড-ইন-কমান্ডকে ছুটে আসতে দেখে চুপ করে থাকলো। ঢাল বেয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে যুবক নোরিকাস, দুপুরের রোদে চকচক করছে তার ঘামে ভেজা মুখ, হাপরের মতো, হাঁপাচ্ছে সে, বার বার দূরবর্তী নিচু পাহাড়গুলোর দিকে হাত তুলে কি যেনো দেখাবার চেষ্টা করছে।

কপালে হাত তুলে রোদ ঠেকালেন ভেনাটর, পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকালেন। শক্ত কিছু নতুন রেখা ফুটল তাঁর মুখে।

'অসভ্যরা, সেভেরাস! বদলা নেয়ার জন্যে ছুটে আসছে তারা!'

পাহাড়গুলো যেনো পিঁপড়েতে ঢাকা পড়ে গেছে। কয়েক হাজার অসভ্য পুরুষ ও নারী ওপরে দাঁড়িয়ে তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারী নিষ্ঠুর লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে। সবাই তারা তীর-ধনুক সজ্জিত, হাতে চামড়ার ঢাল আর বর্শা-বর্শাগুলোর ডগা তীক্ষ্ণ করা হয়েছে কালো কাচের মতো আগ্নেয় শিলার টুকরো দিয়ে। কারও কারও হাতে কাঠের হাতলসহ পাথরের কুঠার। পুরুষদের পরনে শুধু কৌপীন। মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সবাই, যেনো কার ইঙ্গিতের অপেক্ষায়, ভাবলেশহীন, ঝড়ের পূর্ব মুহূর্তের মতো, ভীতিকর, থমথমে।

'আরেক দল অসভ্য জড় হয়েছে জাহাজ আর আমাদের মাঝখানে', হাঁপাতে হাঁপাতে বললো নোরিকাস।

ঘাড় ফেরালেন ভেনাটর, চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। 'তোমার বোকামির এই হলো ফল, সেভেরাস।' রাগে কেঁপে গেলো তাঁর গলা। 'তুমি আমাদের সবাইকে খুন করলে।' মাটিতে হাঁটু গেড়ে প্রার্থনা শুরু করলেন তিনি।

'আপনার ঈশ্বরভক্তি অসভ্যদের ঘুম পাড়াতে পারবে না, গুরুদেব', ব্যঙ্গের সুরে বললো সেভেরাস। 'খেলা দেখাবে শুধুমাত্র তলোয়ার।' নোরিকাসের দিকে ফিরে তার একটা বাহু আঁকড়ে ধরলো সে, দ্রুত কয়েকটা নির্দেশ দিলো, 'বাদককে বলো বাজনা বাজিয়ে সৈনিকদের জড় করুক। ক্রীতদাসদের হাতে অস্ত্র তুলে দিক লাটিনিয়াস মাসার। শক্ত চৌকো আকৃতি নেয়ার হুকুম দাও সৈনিকদের। নদীর দিকে আমরা ঝাঁক বেঁধে এগোব।'

ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে স্যালুট করলো নোরিকাস, ক্যাম্পের কেন্দ্র লক্ষ্য করে ছুটল।

ষাট জন সৈনিক দ্রুত ফাঁপা একটা চৌকো আকৃতি নিল। সিরিয়ান তীরন্দাজরা থাকলো আকৃতিটার দু'পাশে, সশস্ত্র ক্রীতদাসদের মাঝখানে, বাইরের দিকে মুখ করে। রোমান সৈনিকরা থাকলো আকৃতির সামনের আর পিছনে। সৈনিকদের তৈরি পাঁচিলের আড়ালে, চতুর্ভুজের ভেতর, মিশরীয় আর গ্রিক সহকারী ও মেডিকেল দলসহ থাকলেন ভেনাটর। পদাতিকদের জন্যে প্রধান অস্ত্র হলো গ্লাডিয়াস–দু'মুখো তীক্ষ্ণ ডগা তলোয়ার, বিরাশি সেন্টিমিটার লম্বা। আর আছে ছুঁড়ে মারার জন্যে দু'মিটার লম্বা বল্লম। শারীরিক নিরাপত্তার জন্যে সৈনিকরা লোহার হেলমেট পরেছে, হেলমেটের কিনারা গালের দু'পাশে ঝুলে আছে, দুটো প্রান্তকে বাঁধা হয়েছে চিবুকের কাছে। খাঁচা আকৃতির লোহার বেড় দিয়ে বুক, কাঁধ আর পিঠেরও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। হাঁটু থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত লম্বা হাড়টাকে রক্ষার জন্যে লোহার গার্ড। তাদের ডালগুলো কাঠের তৈরি।

পাহাড় থেকে হুড়মুড় করে নেমে না এসে আস্তে ধীরে কলামটাকে চারদিকে থেকে ঘিরে ফেললো অসভ্যরা। হামলা করার সময়ও তারা ব্যস্ত হলো না। প্রথমে তারা অল্প ক'জন লোক পাঠিয়ে নিবিড় ঝাঁকটা ভাঙার জন্যে একটা খোঁচা দিলো। অনেকটা কাছাকাছি এসে দুর্বোধ্য ভাষায় চেঁচামেচি করলো তারা, অঙ্গভঙ্গির সাহায্যে হুমকি দিলো। কিন্তু সংখ্যায় নগণ্য হলেও শত্রুপক্ষ ভয় পেল না বা ছুটে পালাল না।

অভিজ্ঞতা মানুষকে নির্ভয় করে, আর সেঞ্চুরিয়ন সেভেরাসের অভিজ্ঞতার কোনো অভাব নেই। লাইন থেকে কয়েক পা এগিয়ে অসভ্য যোদ্ধায় গজগিজ করা সামনের

প্রান্তরটি খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো সে। উপহাসের ভঙ্গিতে শত্রুদের উদ্দেশে হাত নাড়লো একবার। অসম যুদ্ধে আগেও বহুবার তাকে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। মাত্র ষোলো বছর বয়েসে স্বেচ্ছায় সেনাবাহিনীতে যোগ দেয় সে। সাধারণ সৈনিক থেকে ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে, দানিয়ুবের তীরে গথদের সাথে আর রাইনের তীরে ফ্রাঙ্কদের সাথে যুদ্ধ করে বীরত্বের স্বীকৃতি হিসেবে অনেক পদক পেয়েছে। সেনাবাহিনী থেকে অবসর গ্রহণের পর ভাড়াটে সৈনিক হয়েছে সে, যে বেশি টাকা দেবে তারপক্ষ নিয়ে লড়াই করতে আপত্তি নেই।

নিজের সৈনিকদের প্রতি অটল বিশ্বাস রয়েছে সেভেরাসের। তাদের খাপমুক্ত তলোয়ার আর হেলমেট রোদ লেগে ঝলমল করছে। সবাই তারা শক্তিশালী যোদ্ধা, যুদ্ধ করে অভিজ্ঞ হয়েছে, পরাজয় কাকে বলে জানে না।

বেশিরভাগ গৃহপালিত পশু, তার ঘোড়াটাসহ ঈজিপ্ট থেকে সমুদ্র অভিযানে বেরুবার পরপরই মারা গেছে। কাজেই চৌকো আকৃতির ঝাঁকের সামনে থাকলো সে–হাঁটছে, কয়েক পা এগিয়ে একবার করে ঘুরছে, যাতে চারদিকে দাঁড়ানো শত্রুপক্ষের ওপর নজর রাখা যায়।

পাহাড় প্রাচীর সমুদ্র আছড়ে পড়ার মতো বিকট গর্জন তুলে ধেয়ে এলো অসভ্যরা, ঝাঁনিয়ে পড়লো রোমানদের ওপর। জনসমুদ্রের প্রথম ঢেউটাকে লম্বা বর্শা আর তীরের বাধা পেরিয়ে আছাড় খেলো ঝাঁকের গায়ে। কাস্তে দিয়ে গম কাটার মতো সাফ করা হলো তাদের। অসভ্যদের লাল রক্তে তরোয়ালের চকচকে গেলো লাটিনিয়াস মাসার, ক্রীতদাসরা নিজেদের জায়গা ছেড়ে এক চুল নড়ল তো নাই-ই, শত্রু নিধনেও তারা যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিলো।

চারদিক থেকে বৃত্তটা ছোটো করে আনলো অসভ্যরা। লোক তারা যা হারিয়েছে, তার দশগুণ নেমে এলো পাহাড় থেকে। বাঁধ ভাঙা পানির মতো আসছে তো আসছেই, বিরতিহীন। রোমানদের ঝাঁকটা মন্থরগতিতে সামনে এগোল। অসভ্যদের তৃতীয় আক্রমণ শুরু হলো। সবুজ ঘাসমোড়া ঢালে আবার রক্তস্রোত বইল। অসভ্যদের একটা দল পিছন থেকে হামলা চালালো। সদ্য নিহত বা আহত সহযোদ্ধাদের গায়ে আছাড় খেলো তারা, পড়ে থাকা অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হলো খালি পা, নিজেদের কিভাবে রক্ষা করতে হয় জানে না। ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে অপ্রস্তুত অসভ্যদের কচুকাটা করলো রোমানরা, কাজ সেরে আবার তারা ফিরে গিয়ে চৌকো আকৃতি নিল।

এবার অন্য দিকে মোড় নিলো যুদ্ধ। বিদেশীদের বল্লম, বর্শা আর তীরের বিরুদ্ধে সুবিধে করতে পারবে না বুঝতে পেরে পিছিয়ে গেলো অসভ্যরা, জড় হলো নতুন করে। এরপর তারা ঝাঁক ঝাঁক ভোঁতা তীর আর বর্শা ছুঁড়তে শুরু করলো, মেয়েরা ছুঁড়ল পাথর।

ঢাল তুলে মাথা বাঁচাল রোমানরা, মন্থর কিন্তু অবিচল ভঙ্গিতে এগিয়ে চললো নদী আর নিরাপদ আশ্রয় জাহাজের দিকে। অসভ্যরা দূরে সরে যাওয়ায় তাদের ক্ষতি যা করার তা শুধু সিরিয়ান তীরন্দাজরাই করতে পারছে। ক্রীতদাসদের জন্যে ঢালের সংখ্যা যথেষ্ট নয়, অরক্ষিত অবস্থায় বর্শা আর তীরের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় এমনিতেই দুর্বল হয়ে পড়েছে বেচারিরা, তার ওপর

গুহার ভেতর পাথর খোঁড়ার কাজ করতে হয়েছে। তাদের মধ্যে অনেকেই পড়ে যাবার পর আর উঠতে পারলো না। ঝাঁক থেকে বেরিয়ে এসে সাহায্য করতে রোমানরা কেউ রাজি নয়। একটু পরই অসভ্যদের হাতে আহত ধরাশীয়দের শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো।

যুদ্ধ পরিস্থিতি ও শত্রুপক্ষের ভাবসাব লক্ষ করে নতুন একটা নির্দেশ দিলো সেভেরাস। স্থির হয়ে গেলো সৈনিকের ঝাঁক, সবাই তারা যে যার অস্ত্র মাটিতে ফেলে দিলো। অসভ্যরা ধরে নিল, রোমানরা আত্মসমর্পণ করতে চাইছে। বিকট রণহুঙ্কার ছেড়ে তীরবেগে ছুটে এলো তারা। একেবারে যখন কাছে চলে এসেছে অসভ্যদের বিশাল বাহিনী, শেষ মুহূর্তে আরেকটা নির্দেশ দিলো সেভেরাস–হ্যাঁচকা টানে সৈনিকরা খাপমুক্ত করলো তলোয়ার, পাল্টা হামলা শুরু করলো।

দুটো বোল্ডারের ওপর দাঁড়িয়ে নিপুণ ভঙ্গিতে তলোয়ার চালালো সেঞ্চুরিয়ন, চারজন অসভ্য তার পায়ের সামনে ধরাশায়ী হলো। তরোয়ালের চওড়া দিকটার আঘাতে আরেকজন আছড়ে পড়লো, এক কোপে তার মাথাটা ধড় থেকে আলাদা করলো সে। মাত্র অল্প কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পিছু হটতে বাধ্য হলো অসভ্যরা, কয়েকশো নিহত সঙ্গীকে ফেলে নাগালের বাইরে চলে গেলো আবার।

দম ফেলার ফুরসত পেয়ে হিসাবে মন দিলো সেভেরাস। ষাটজন সৈনিকের মধ্যে বারোজন হয় মারা গেছে নয়তো যেতে বসেছে। আরও চৌদ্দজন বিভিন্ন ধরনের আঘাত পেয়ে অচল হয়ে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ক্রীতদাসরা। অর্ধেকের বেশি হয় মারা গেছে নয়তো নিখোঁজ।

দ্রুত পায়ে ভেনাটরের দিকে এগোল সে। জামা ছিঁড়ে বাহুর একটা ক্ষত বাঁধার চেষ্টা করছেন তিনি। কোমরে জড়নো কাপড়ের ভাঁজে এখনও সাহিত্য ও শিল্পকর্মের তালিকাটা বহন করছেন গ্রিক পণ্ডিত। 'এখনও আমাদের সাথে আছেন তাহলে, গুরুদেব!'

মুখ তুলে তাকালেন ভেনাটর, তাঁর দু'চোখে উপচে পড়ছে দৃঢ় প্রত্যয়। 'আমার চোখের সামনে মারা যাবে তুমি, সেভেরাস।'

'হুমকি, ঈর্ষা, নাকি দিব্যজ্ঞান?'

'কিছু আসে যায়? দেশে ফিরে যাওয়া আমাদের কারও পক্ষেই আর সম্ভব হবে না।'

জবাব দিলো না সেভেরাস। হঠাৎ করে আবার শুরু হয়ে গেলো যুদ্ধ, সবাই মিলে অসভ্যরা এতো বেশি পাথর আর বর্শা ছুঁড়ছে যে গোটা আকাশ কালো হয়ে গেলো, ঢাল তুলে ঠেকাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো সৈনিকরা। এক ছুটে চৌকো ঝাঁকের সামনে পৌঁছে গেলো সে।

রোমানরা সাহসের সাথে যুদ্ধ করলো, কিন্তু সংখ্যায় তারা কমে গেলো। প্রায় সব ক'জন সিরিয়ান ধরাশায়ী হয়েছে। বিরতিহীন পাথর আর বর্শা-বৃষ্টি আকৃতিটাকে ছোটো করে তুললো। যারা যুদ্ধ করছে তারা সবাই আহত ও ক্লান্ত, রোদ আর পিপাসায় কাতর। তলোয়ার ধরা হাতগুলো ঝুলে পড়তে লাগলো, হাতবদল করলো বারবার।

ক্লান্ত অসভ্যরাও, তারাও বিপুলহারে ক্ষতিগ্রস্ত, তবু তারা নদীর পথে ঢাল ছেড়ে এক ইঞ্চিও নড়ল না। রোমান সৈনিকরা একজন যদি নিহত হয়, অসভ্যরা নিহত

[illegible] বারোজন। ভাড়াটে সৈনিকদের প্রতিটি লাশ পিনকুশনের মতো হয়েছে দেখতে, তীর বিদ্ধ।

দৈত্যাকার ওভারশিয়ার মাসার হাঁটু আর উরুতে দুটো তীর খেয়েছে। এখনও পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে থাকলেও, ঝাঁকের সাথে এগোতে পারছে না সে। পিছিয়ে পড়লো, আর দেখতে না দেখতে বিশজনের একটা অসভ্য বাহিনী ঘিরে ধরলো তাকে। ঘুরলো সে, অলসভঙ্গিতে, তলোয়ার চালিয়ে নিখুঁতভাবে দ্বিখণ্ডিত করলো তিনজনকে। তার শক্তি দেখে পিছিয়ে গেলো বাকি সবাই, নাগালের বাইরে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করতে লাগল। চিৎকার করে তাদেরকে সামনে এসে লড়ার আহ্বান জানালো মাসার।

ঠেকে শিখেছে অসভ্যরা, এখন আর তারা হাতের নাগালে আসছে না। দূর থেকে মাসারকে লক্ষ্য করে বর্শা ছুঁড়ল তারা। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে মাসারের শরীরের পাঁচ জায়গা থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরুল। বর্শাগুলো ধরে হ্যাঁচকা টান দিয়ে খুলে ফেললো মাসার। সে যখন এই কাজে ব্যস্ত, একজন অসভ্য ছুটে কাছে চলে এলো, তারপর ছুঁড়ে দিলো হাতে বর্শা। সরাসরি মাসারের গলায় বিঁধল সেটা। ধীরে ধীরে ধুলোর মধ্যে লুটিয়ে পড়লো সে। অসভ্য নারী-বাহিনী উন্মাদিনীর মতো ছুটে এল, পাথর ছুঁড়ে ছাতু বানিয়ে দিলো তাকে।

নদীর কিনারায় পৌঁছনোর পথে রোমানদের সামনে একমাত্র বাধা বেলে পাথরের একটা ঢাল। আরও সামনে, হঠাৎ করে দেখা গেলো নীল আকাশ রঙ বদলে কমলা হয়ে গেছে। তারপর ধোঁয়ার একটা বিশাল স্তম্ভ মোচড় খেতে খেতে মাথাচাড়া দিলো, কালো আর ভারী বাতাস বয়ে নিয়ে এলো কাঠের পোড়া গন্ধ।

বিস্ময়ের ধাক্কা খেলেন ভেনাটর, তারপর হতাশায় মুষড়ে পড়লেন। 'জাহাজ!' আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'জাহাজে ওরা আগুন ধরিয়ে দিয়েছে!'

রক্তাক্ত সৈনিকরা আতঙ্কিত হয়ে পড়লো, উন্মাদের মতো ছুটল নদীর দিকে। দু'দিক থেকে হামলা চালালো এবার অসভ্যরা। বেশ ক'জন ক্রীতদাস অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করলো, সাথে সাথে তাদেরকে মেরে ফেলা হলো। বাকিরা একটা গাছের আড়াল থেকে পাল্টা আঘাত হানার চেষ্টা করলো, কিন্তু পিছু ধাওয়ারত অসভ্যরা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের ওপর, আপতত প্রাণে বাঁচতে পারলো মাত্র একজন।

সেভেরাস আর তার আহত সৈনিকরা যুদ্ধ করতে করতে ঢালের মাথায় পৌঁছল, তারপরই হঠাৎ তারা দাঁড়িয়ে পড়লো, খেয়াল নেই চারদিকে রক্তস্রোত বয়ে যাচ্ছে। ঢাল থেকে নিচে, নদীর দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকলো তারা।

আগুনের স্তম্ভগুলো পাক খেতে খেতে উঠে গিয়ে মিশছে কালো ধোঁয়ার সাথে। জাহাজের বহর, তাদের পালানোর একমাত্র বাহন, নদীর কিনারা ধরে সার সার পুড়ছে। মিশর থেকে নিয়ে আসা বিশাল আকৃতির জাহাজগুলো অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হয়েছে।

সৈনিকদের ঠেলে সামনে চলে এলেন ভেনাটর, দাঁড়ালেন সেভেরাসের পাশে। চুপ হয়ে গেছে সেঞ্চুরিয়ন, তার জামা আর লোহার বর্ম রক্ত ও ঘামে পিচ্ছিল। সর্বনাশা আগুনের আভায় জ্বলজ্বল করছে তার চোখ দুটো।

নদীর তীরে নোঙর ফেলা জাহাজগুলো অরক্ষিত অবস্থায় ছিলো। অসভ্যদের বিশাল এক বাহিনী নাবিকদের এক জায়গায় জড় করে পায়ের তলায় পিষে মেরেছে,

তারপর আগুন দিয়েছে জাহাজে। তাদের হামলা থেকে বেঁচে গেছে একটা মাত্র ছোট্ট বাণিজ্য জাহাজ। নাবিকরা যেভাবেই হোক অসভ্যদের আক্রমণ এড়িয়ে গেছে। চারজন নাবিক পাল তোলার কাজে ব্যস্ত, বাকি কয়জন দ্রুত বৈঠা চালিয়ে গভীর পানিতে সরে যাবার চেষ্টা করছে।

নিষ্ফল রাগে হাত দুটো শক্ত মুঠো করে দাঁড়িয়ে থাকলেন ভেনাটর। সহস্র বছরের জ্ঞান আর শিল্পকর্মের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব হতে যাচ্ছে বলে তাঁর সেই আগের দৃঢ় বিশ্বাস কর্পূরের মতো উবে গেছে মন থেকে।

কাঁধে হাতের স্পর্শ পেয়ে মুখ ফেরালেন ভেনাটরন, দেখলেন তাঁর দিকে ফিরে সকৌতুকে হাসছে সেভেরাস।

'চিরকালের আশা ছিলো মারা যাবো', বললো সেঞ্চুরিয়ন, 'কোলের ওপর সুন্দরী মেয়ে আর হাতে মদের পাত্র নিয়ে।'

'কে কিভাবে মরবে তা শুধু ঈশ্বরই বলতে পারেন', অস্পষ্টস্বরে বললেন ভেনাটর।

'আমি বরং বলবো ভাগ্যের একটা বিরাট ভূমিকা রয়েছে।'

'এতো পরিশ্রম, এতো সময় ব্যয়, সব বৃথা গেলো!'

'অন্তত আপনার জিনিসগুলো নিরাপদে লুকানো থাকলো', বললো সেভেরাস। 'কেউই পালাতে পারেনি তা তো নয়। নাবিকরা সাম্রাজ্যের সেরা পণ্ডিতদের জানিয়ে দেবে এখানে কি করেছি আমরা।'

'না', বললেন ভেনাটর। 'কেউ তাদের রূপকথা বিশ্বাস করবে না।' ঘাড় ফিরিয়ে পাহাড়শ্রেণীর দিকে তাকালেন তিনি, 'ওগুলো চিরকালের জন্যে হারিয়ে গেলো।'

'আপনি সাঁতার জানেন?'

সেভেরাসের ফিরে এলো ভেনাটরের দৃষ্টি। 'সাঁতার?'

'আমার সেরা পাঁচজন লোককে আপনার সাথে দিচ্ছি। অসভ্যদের মাঝখানে দিয়ে পথ করে দেবে ওরা। সাঁতার জানলে জাহাজটায় আপনি পৌঁছবার চেষ্টা করতে পারেন।'

'আমি...আমি ঠিক জানি না।'...পানির দিকে তাকালেন ভেনাটর, নদীর কিনারা আর জাহাজের মাঝখানে দূরত্ব ক্রমশ বাড়ছে।

'পোড়া একটা কাঠ ভেলা হিসেবে ব্যবহার করতে পারেন', ঝাঁঝের সাথে বললো সেভেরাস। 'যা করার তাড়াতাড়ি করুন। সবাই আমরা আমাদের ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে যাবো আর কিছুক্ষণের মধ্যে।'

'তোমাদের কি হবে?'

'লড়ার বা দাঁড়বার জন্যে ঢালের এই মাথাটা কি?'

সেনটিউরিয়ানকে আলিঙ্গন করলেন ভেনাটর। 'ঈশ্বর তোমার সঙ্গে থাকুন।'

'তারচেয়ে বরং আপনার সাথে হাঁটুন তিনি।' ঝট্ করে সৈনিকদের দিকে ঘুরলো সেভেরাস, প্রায় অক্ষত পাঁচজন শক্তিশালী লোককে বাছাই করলো, নির্দেশ দিয়ে বললো, নদীর কিনারা পর্যন্ত ভেনাটরের পথ নির্বিঘ্ন করার জন্যে সম্ভাব্য সব কিছু করতে হবে তাদেরকে প্রয়োজনে প্রাণ দিতে হবে। তারপর বাকি সৈনিকদের নিয়ে নতুন করে ছোট্ট একটা ঝাঁক তৈরি করলো। অসম যুদ্ধের শেষাংশে অভিনয় করার জন্যে।

পাঁচজন সৈনিক ভেনাটরকে মাঝখানে নিয়ে ছোট্ট একটা বৃত্ত তৈরি করলো। সময় নষ্ট না করে নদীর কিনারা লক্ষ্য করে ছুটল তারা। রণহুঙ্কার ছাড়ল, হতচকিত অসভ্যদের মধ্যে সামনে যাকে পেল তাকেই ঘায়েল করলো তরোয়ালের আঘাতে। খেপে ওঠা ষাঁড়ের মতো তীরবেগে ছুটল তারা।

এতই ক্লান্ত যে সব রকম অনুভূতি হারিয়ে ফেলেছেন ভেনাটর, তবে তাঁর হাতে তলোয়ারটা মুহূর্তের জন্যেও স্থির হলো না বা একবারও হোঁচট খেলেন না তিনি। একজন পণ্ডিত, রূপান্তরিত হয়েছেন যোদ্ধায়। তাঁর ভেতর শুধু আশ্চর্য একটা জেদ কাজ করছে, মৃত্যুভয় ভুলে গেছেন।

অস্থির অগ্নিশিখার ভেতর দিয়ে যুদ্ধ করতে করতে এগোল তারা। মাংস পোড়ার গন্ধে বমি পেল ভেনাটরের। জামাটা আরেকবার ছিড়ে নাকে কাপড় চেপে ধরলেন তিনি। ধোঁয়ায় কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না, ঝর ঝর করে পানি ঝরছে চোখ থেকে।

এক এক করে ধরাশায়ী হলো সৈনিকরা, কিন্তু যতক্ষণ নিঃশ্বাস থাকলো ততক্ষণ তারা রক্ষা করলো ভেনাটরকে। হঠাৎ করে পায়ে ছোঁয়া পেলেন ভেনাটর। চোখে কিছুই দেখছেন না, লাফ দিলেন সামনে। ঝপাৎ করে পানিতে পড়লেন তিনি, সাথে সাথে সাঁতার কেটে দূরে সরে যাবার চেষ্টা করলেন। কাঠের একটা তক্তার স্পর্শ পাওয়া মাত্র আঁকড়ে ধরলেন সেটাকে। ধোঁয়ার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন খোলা নদীতে। তক্তার ওপর উঠলেন তিনি, পিছনে তাকাবার সাহস হলো না।

ঢালের মাথায় দাঁড়িয়ে সৈনিকরা এখনও পাথর বর্শা ঠেকাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছে। চারবার একত্রিত হয়ে রোমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার চেষ্টা করলো অসভ্যরা, প্রতিবার সৈনিকদের প্রতিরক্ষা ভেদ করে ব্যর্থ হয়ে পিছিয়ে যেতে বাধ্য হলো। নিজেদের অবস্থানে অটল থাকলেও, রোমানদের সংখ্যা কমছে। চৌকা আকৃতিটা ভেঙে পড়লো, অসহায় কয়েকজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ঢালের খোলা মাথায়, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে যুঝছে। তাদের চারপাশে আহতরা কাতরাচ্ছে, এখানে সেখানে স্তূপ হয়ে আছে লাশ। ঢাল বেয়ে গড়িয়ে নামছে রক্তের স্রোত। তবু লড়ে চলেছে রোমানরা।

এরপর আরও দু'ঘণ্টা ধরে চললো যুদ্ধ। এখন আগের মতোই শক্তি নিয়ে হামলা করছে অসভ্যরা। বিজয়ের গন্ধ পেয়েছে, শেষ একটা হামলা চালাবার জন্যে আবার তারা জড় হলো।

মাংস থেকে ফলাটা বের করতে না পেরে তীরের বেরিয়ে থাকা অংশটা ভেঙে ফেললো সেভেরাস, অক্লান্তভাবে লড়ে যাচ্ছে সে। পাশে মাত্র অল্প ক'জন সৈনিক। তারারও এবার একে একে পড়ে যাচ্ছে। পাথর, বর্শা, বল্লম ঢেকে ফেলছে তাদেরকে।

সবার শেষে পতন হলো সেভেরাসের। শরীরের নিচে ভাঁজ হয়ে গেলো পা দুটো, তলোয়ার ধরা হাতটা নড়াতে পারলো না। মাটিতে গেড়ে রয়েছে সে, কাত হয়ে যাচ্ছে শরীর, তারপরও দাঁড়াবার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু পারলো না। মুখ তুললো আকাশে, বিড়বিড় করে বললো, 'মা, বাবা, তোমাদের হাতে তুলে নাও আমাকে।'

যেনো তার আবেদনে সাড়া দিয়েই, ছুটে এসে তার সারা শরীর বর্শা গাঁথল অসভ্যরা। সমস্ত জ্বালা–যন্ত্রণার ঊর্ধ্বে উঠে গেলো সেভেরাস।

ওদিকে তক্তার ওপর শুয়ে দ্রুত হাত চালাচ্ছেন ভেনাটর পানিতে, মরিয়া হয়ে জাহাজটার কাছে পৌঁছতে চেষ্টা করছেন তিনি। কিন্তু ধীরে ধীরে হতাশা গ্রাস করলো তাকে। স্রোত আর বাতাস বাণিজ্য জাহাজটাকে আরও দূরে সরিয়ে নিল।

নাবিকদের উদ্দেশে চিৎকার করলেন ভেনাটর, একটা হাত তুলে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলেন। নাবিকদের একটা দল আর ছোট্ট একটা মেয়ে, পাশে কুকুর নিয়ে, জাহাজের পিছনদিকের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে, সবাই তারা তাকিয়ে রয়েছে তাঁর দিকে নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে, জাহাজ ঘুরিয়ে তাঁকে উদ্ধারের কোনো চেষ্টাই তারা করছে না। ভাটির দিকে এগিয়ে চললো জাহাজ, যেনো ভেনাটরের কোনো অস্তিত্বই নেই।

ওরা তাঁকে ফেলে যাচ্ছে, ভেনাটর উপলব্ধি করলেন। কেউ তাঁকে উদ্ধার করবে না। তক্তার ওপর ঘুসি মারলেন তিনি, নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে ফুঁপিয়ে উঠলেন, স্থির বিশ্বাসে পৌঁছেছেন ঈশ্বর তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন। অবশেষে তিনি ঘাড় ফিরিয়ে তীরের দিকে তাকালেন।

যুদ্ধ শেষ। দুঃস্বপ্নের মতোই নেই হয়ে গেছে সবকিছু।

প্রথম পর্ব

নেবুলা ফ্লাইট ১০৬

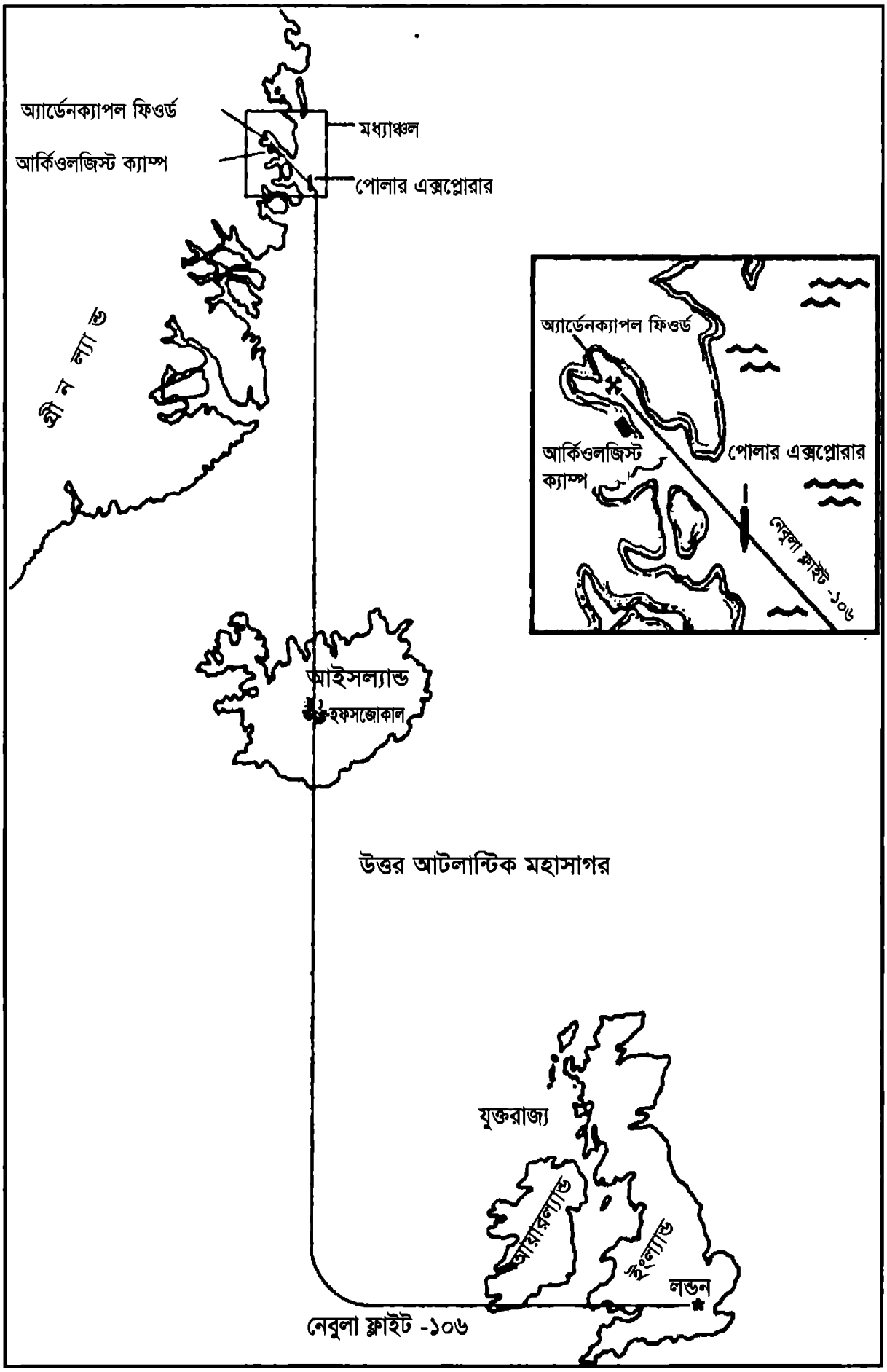
অ্যার্ডেনক্যাপল ফিওর্ড
আর্কিওলজিস্ট ক্যাম্প
মধ্যাঞ্চল
পোলার এক্সপ্লোরার
গ্রীনল্যান্ড
অ্যার্ডেনক্যাপল ফিওর্ড
আর্কিওলজিস্ট ক্যাম্প
পোলার এক্সপ্লোরার
নেবুলা ফ্লাইট -১০৬
আইসল্যান্ড
হফসজোকাল
উত্তর আটলান্টিক মহাসাগর
যুক্তরাজ্য
আয়ারল্যান্ড
ইংল্যান্ড
লন্ডন
নেবুলা ফ্লাইট -১০৬

১২ই অক্টোবর, ১৯৯১।
হিথরো এয়ারপোর্ট, লন্ডন।

এক

ভি. আই. পি. লাউঞ্জের ভেতর থেকে বাইরে উপচে পড়েছে ফটোগ্রাফার আর সাংবাদিকদের ভিড়টা। ভিড়ের কিনারা দিয়ে এগোলেও, কেউ লক্ষ করলো না পাইলটকে। চৌদ্দ নম্বর গেটের ওয়েটিং রুমে আরোহীরা অপেক্ষা করছে, তারাও কেউ খেয়াল করলো না যে ব্রীফকেসের বদলে একটা ডাফল্ ব্যাগ রয়েছে লোকটার হাতে। মাথা সামান্য নিচু করে, চোখের দৃষ্টি নাক বরাবর সামনে, হন হন করে হেঁটে এলো সে। বিশ-পঁচিশটা টিভি-ক্যামেরা সচল হয়ে রয়েছে, সতর্কতার সাথে সব কয়টাকে এড়িয়ে গেলো। অবশ্য ক্যামেরাগুলোর লক্ষ্য লম্বা এক সুন্দরী। পালিশ করা চকচকে সোনার মতো রঙ তাঁর গায়ের। আয়নার মতো মসৃণ। কয়লা-কালো চোখ দুটো একাধারে আদেশ ও আবেদন, দুটো ভাব প্রকাশেই সক্ষম। ফটোগ্রাফার, সাংবাদিক আর সিকিউরিটি গার্ডদের ভিড়টা তাঁকে ঘিরেই।

ঘেরা বোর্ডি র‍্যাম্প বেয়ে উঠে এলো পাইলট, সাদা পোশাক পরা দু'জন এয়ারপোর্ট সিকিউরিটি এজেন্ট তার পথরোধ করে দাঁড়াল। ছ্যাঁৎ করে উঠলো লোকটার বুক, মাত্র কয়েক ফুট দূরে প্লেনের দরোজা, কিন্তু মাঝখানে গার্ড দু'জনকে মনে হলো নিরেট পাঁচলি। সহজভঙ্গিতে একটা হাত নেড়ে, কাঁধের মৃদু ধাক্কায় তাদেরকে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগোবার চেষ্টা করলো সে, ঠোঁটে মিটিমিটি হাসি লেগে রয়েছে। কিন্তু কাজ হলো না, একটা হাত শক্ত করে তার বাহু আঁকড়ে ধরলো। 'এক মিনিট, ক্যাপটেন।'

থামলো পাইলট, মুখে হাসি আর চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো সে, যেনো তাকে বিব্রত করায় কৌতুক বোধ করছে সে। তার চোখের রঙ জলপাই আর খয়ের মেশানো, দৃষ্টি যেনো অন্তর ভেদ করে যায়। নাকটা কয়েকবারই ভেঙেছে। ডান চোয়ালে সরু একটা কাটা দাগ। ক্যাপের নিচে কাঁচাপাকা ছোটো করে ছাঁটা চুল আর মুখের ভাঁজ দেখে বোঝা যায় পঞ্চশের ওপরই হবে বয়স। লম্বায় সে ছয়ফুট দু'ইঞ্চি, মোটাসোটা, তবে ভুঁড়িটা বয়সের তুলনায় এখনও ছোটোই। ইউনিফর্মের ভেতর কাঠামোটা ঋজু। দেখে মনে হবে, আন্তর্জাতিক প্যাসেঞ্জার জেট চালায় এমন দশ হাজার এয়ারলাইন পাইলটদেরই একজন সে।

ব্রেস্ট পকেট থেকে পরিচয়-পত্র বের করে একজন এজেন্টকে দিলো লোকটা। 'এট্রিপে বোধহয় ভি.আই.পি. কেউ যাচ্ছেন?'

কড়া ভাঁজেরসুট পরা ব্রিটিশ গার্ড মাথা ঝাঁকাল। 'জাতিসংঘের একটা দল নিউ ইয়র্কে ফিরে যাচ্ছেন। ওঁদের সাথে নতুন সেক্রেটারি জেনারেলও আছে।'

'হে'লা কামিল?'

'হ্যাঁ।'

'এ কি কোনো মেয়েলোকের কাজ!'

'মার্গারেট থ্যাচার বেলায় সেক্স কোনো বাধা হয়ে দেখা দেয়নি।'

'তা অবশ্য। কথাটায় যুক্তি আছে।'

'হে'লা কামিলের মতো বিচক্ষণ, এমন পুরুষই বা আপনি ক'জন পাবেন? দেখবেন, চমৎকার চালিয়ে নেবেন উনি।'

মৃদু শব্দে হাসলো পাইলট। 'তবে কথা কি জানেন, তাঁর নিজের দেশের মুসলিম ধর্মান্ধরা তাঁকে বাঁচতে দিয়ে হয়।' কথার সুরেই বোঝা গেলো, পাইলট আমেরিকান।

আই.ডি. কার্ডের ফটো থেকে চোখ তুলে অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো ব্রিটিশ সিকিউরিটি এজেন্ট, তবে কোনো মন্তব্য করলো না। ফটোর দিকে আবার চোখ রেখে নামটা শব্দ করে পড়লো, 'ডেইল লেমকে।'

'কোন সমস্যা?'

'না, যাতে না হয় সে চেষ্টা করছি', ভারী গলায় বললো গার্ড।

হাত দুটো শরীর থেকে দূরে সরালো ডেইল লেমকে। 'আমাকে কি সার্চও করা হবে?'

'দরকার নেই। একজন পাইলট কেনো তার নিজের প্লেন হাইজ্যাক করতে যাবে? তবে আপনার কাগজ-পত্র চেক না করে উপায় নেই, আপনি সত্যি ক্রুদের একজন কিনা জানতে হবে।'

'ইউনিফর্মটা আমি ফ্যাশন শো-তে দেখাব বলে পরি নি।'

'আমরা আপনার ব্যাগটা দেখতে পারি?'

'কেন নয়', বলে ব্যাগটা মেঝেতে রেখে খুলল পাইলট।

ফ্লাইট অপারেশনস্ ম্যানুয়ালগুলো তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাল দ্বিতীয় এজেন্ট তারপর একটা মেকানিকাল ডিভাইস বের করে নেড়েচেড়ে দেখল, সাথে ছোটো আকৃতির হাইড্রলিক সিলিন্ডার রয়েছে। 'কিছু যদি মনে না করেন, এটা কি বলবেন?'

'অয়েল-কুলিং ডোর-এর জন্যে ওটা একটা অ্যাকটিউয়েটর আর্ম। খোলা অবস্থায় আটকে গেছে। কেনেডিতে আমাদের মেইন্টেন্যান্সের লোকেরা অনুরোধ করেছে আমি যেনো হাতে করে নিয়ে যাই, কেনো নষ্ট হলো ভালো করে বুঝে দেখা দরকার।'

শক্ত প্যাকেট করা মোটাসোটা একটা জিনিসের গায়ে খোঁচা মারল দ্বিতীয় এজেন্ট। 'আরে, এখানে এটা আমরা কি দেখছি?' মুখ তুললো সে, চোখে অদ্ভুত দৃষ্টি। 'এয়ারলাইন পাইলটরা কবে থেকে প্যারাসুট নিয়ে প্লেনে উঠছে?'

হাসলো ডেইল লেমকে। 'স্কাইডাইভিং আমার হবি। ছুটি পেলেই জাম্প করার জন্যে বন্ধুদের সাথে ক্রয়ডনে চলে যাই।'

'আপনি নিশ্চয়ই একটা জেটলাইনার থেকে লাফ দেয়ার কথা ভাবেন না?'

'পঁয়ত্রিশ হাজার ফুট ওপরে উড়ছে, নিচে আটলান্টিক, গতিবেগ পাঁচশো নট–না!' আঁতকে ওঠার ভান করলো পাইলট।

সন্তুষ্ট হয়ে পরস্পরের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলো এজেন্টরা। ডাফল্ ব্যাগ বন্ধ করা হলো, ফিরিয়ে দেয়া হলো আই.ডি. কার্ড। 'আপনাকে দেরি করিয়ে দেয়ার জন্যে দুঃখিত, ক্যাপটেন লেমকে।'

'আলাপটা আমি উপভোগ করেছি।'

'হ্যাভ আ গুড ফ্লাইট টু নিউইয়র্ক।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

প্লেনে চড়ল ডেইল লেমকে সরাসরি ককপিটে চলে এল। দরোজা বন্ধ করে কেবিনের আলো নিভিয়ে দিলো সে, এয়ারপোর্ট ভবনের জানালা থেকে কেউ যাতে তাকে দেখতে না পায়। ভালো করে রিহার্সেল দেয়া আছে, তার প্রতিটি নড়াচড়া জড়তাহীন। সীটগুলোর পিছনে হাঁটুগেড়ে বসল সে, পকেট থেকে ছোটো একটা টর্চ বের করে খুলে ফেললো ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনি। ককপিটের নিচে ইলেকট্রনিকস বেতে পৌঁছনোর পথ এটা, কবে কে জানে কোনো এক ভাঁড় ওটার নাম দিয়েছে হেল হোল। গাঢ় অন্ধকারের ভেতর মইটা নামিয়ে দিলো সে। এই সময় ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টদের চাপা গুঞ্জন ভেসে এল, তার সাথে লাগেজ টানা-হ্যাঁচড়ার শব্দ। মেইন কেবিনটাকে আরোহীদের জন্যে তৈরি করা হচ্ছে। ট্র্যাপ-ডোর দিয়ে খানিকটা নিচে নামল সে, ডাফল্ ব্যাগটা টেনে নিল। নিচে নেমে এসে পেনলাইটটা জ্বালল সে। হাতঘড়ি দেখে বুঝলো, ফ্লাইট ক্রুদের পৌঁছনোর আগে তার হাতে সময় আছে পাঁচ মিনিট। প্রায় পঞ্চাশবার অনুশীলন করেছে, প্রতিটি কাজ দ্রুত নিখুঁতভাবে সারতে অসুবিধে হলো না। ফ্লাইট ক্যাপের ভেতর লুকিয়ে নিয়ে আসা মিনিয়েচার টাইমিং ডিভাইসটার সাথে অ্যাকটিউয়েটরটা সংযুক্ত করলো। জোড়া লাগানো ইউনিটটা ছোটো একটা দরোজার কব্জায় আটকে দিলো। এই দরোজা শুধু মেকানিকরা ব্যবহার করে। এরপর প্যাকেট থেকে প্যারাসুটটা বের করলো সে।

ফার্স্ট ও সেকেন্ড অফিসার এসে দেখল, তাদের ক্যাপটেন ডেইল লেমকে পাইলটের সীটে বসে আছে, মুখটা এয়ারপোর্ট ইনফরমেশন ম্যানুয়্যাল-এর আড়ালে। স্বাভাবিক কুশলাদি বিনিময়ের পরপরই তারা রুটিন চেকে ব্যস্ত হয়ে উঠল। কো-পাইলট বা প্রকৌশলী, দু'জনের কেইউ খেয়াল করলো না যে অন্যান্যবারের চেয়ে তাদের ক্যাপটেন আজ বেশ চুপচাপ ও নির্লিপ্ত। তারা যদি জানতো এটাই তাদের জীবনের শেষ ফ্লাইট, তাহলে কি হতো বলা যায় না। অন্তত তাদের দৃষ্টি আর অনুভূতিগুলো যে আরও তীক্ষ্ণ হয়ে উঠত তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

ভি.আই.পি. লাউঞ্জে চোখ-ধাঁধানো ক্যামেরার ফ্ল্যাশ আর ঝাঁক ঝাঁক মাইক্রোফোনের দিকে মুখ করে রয়েছেন হে'লা কামিল। মনের অবস্থা যাই হোক, দৃঢ় ও ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, দৈর্যের প্রতিমূর্তি, অনুসন্ধানী রিপোর্টারদের প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

গোটা ইউরোপ জুড়ে ঝটিকা সফর শেষে নিউইয়র্কে ফিরছেন হে'লা কামিল, সরকারপ্রধানদের সাথে বিরতিহীন কথা বলেছেন, কিন্তু সে ব্যাপারে খুব কম প্রশ্নেরই উত্তর দিতে হলো তাঁকে। মৌলবাদী ধর্মীয় নেতারা তাঁর দেশের সরকারকে উৎখাত করার জন্যে যে আন্দোলন শুরু করেছে সে সম্পর্কে তাঁর মতামত জানতে চায় সবাই।

মিশরে এই মুহূর্তে ঠিক কি ঘটছে ভালো ধারণা নেই হে'লা কামিলের। মৌলবাদীদের নেতৃত্ব দিচ্ছে আখমত ইয়াজিদ, ইসলামী শাসনব্যবস্থা ও আইন সম্পর্কে সে একজন পণ্ডিত। গোটা মিশরে ভয়াবহ ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করেছে লোকটা।

অধিকার বঞ্চিত লাখ লাখ গ্রামবাসী, যারা নীল নদের তীরে বসবাস করে, আর কায়রো শহরের বস্তিবাসী, যারা মানবেতর জীবনযাপন করে, তাদের মনে কুসংস্কার আর হিংসার আগুন ভালোভাবেই জ্বলতে পেরেছে সে। আর্মি আর এয়ারফোর্সের বড় বড় অফিসাররা কোনো রকম রাখ-ঢাক না করে মৌলবাদীদের সাথে সলাপরামর্শ করছে কিভাবে সদ্য নির্বাচিত নতুন সরকারপ্রধান নাদাভ হাসানকে ক্ষমতাচ্যুত করা যায়। পরিস্থিতি যে ভয়াবহ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে প্রতি মুহূর্তের বিবরণ হে'লা কামিল পাচ্ছেন না। কাজেই স্পষ্ট করে কিছু না বলে প্রশ্নের উত্তর দিয়ে যাচ্ছেন তিনি।

দাঁড়াবার বা কথা বলার ভঙ্গিতে যতই দৃঢ়তা থাকুক, মনে মনে ভীষণ অসহায় ও নিঃসঙ্গ বোধ করছেন তিনি।

এতোই সুন্দরী তিনি, যেনো রানী নেফারতিতির পুনর্জন্ম হয়েছে। বার্লিন মিউজিয়ামে রানীর যে পোরট্রেইট আছে, একই ভঙ্গিতে পোজ দিলে হে'লা কামিল নিঃসন্দেহে উতরে যাবেন। দু'জনেরই মরালগ্রীবা, সরু নাক-আয়ত চোখ, তীক্ষ্ণ মুখাবয়ব-একবার দেখলে ভোলা যায় না। বয়স বিয়াল্লিশ বলা হ'লেও তাঁকে দেখে তা মনে হয় না। একহারা গড়ন। কালো চোখ। রেশমের মতো কালো চুল কোমর ছাড়িয়েছে। নারীজাতির সমস্ত সৌন্দর্য যেনো তাঁর ওপর ঢেলে দেয়া হয়েছে। পাঁচ ফুট এগারো ইঞ্চি লম্বা তিনি। এই মুহূর্তে ভাঁজবহুল স্কার্ট আর কোট পরে আছেন, কোটটার ডিজাইন শুধু তাঁর জন্যে করা হয়েছে প্যারিসের বিখ্যাত একটা ডিজাইন সেন্টারে।

বিখ্যাত চারজন ব্যক্তিত্বকে প্রেমিক হিসেবে পেলেও হে'লা কামিল এখনও বিয়ে করেননি। স্বামী-সন্তান তাঁর কাছে অনভিপ্রেত। দীর্ঘমেয়াদী কোনো কিছুর সাথে জড়িয়ে পড়াটাকে তিনি ভালো চোখে দেখেন না। ব্যালের টিকিট কাটার মতোই তার কাছে ভালোবাসার আনন্দ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

কায়রো শহরেই মানুষ হয়েছেন, মা স্কুল শিক্ষয়িত্রী ছিলেন, বাবা ছিলেন ছায়াছবি নির্মাতা। বাড়ি থেকে সাইকেলে আসা যাওয়া করা যায় এমন দূরত্বে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের স্কেচ আর খনন কাজে কেটেছে তাঁর কৈশোরের অবসর সময়। অত্যন্ত পাকা রাঁধুনি, ছবি আঁকতে পারেন, ভালো গান জানেন, আর রয়েছে মিশরীয় প্রত্নতত্ত্বেও ওপর একটা পি. এইচ. ডি.। প্রথম চাকরি করেন মিশরের মিনিস্ট্রি অভ কালচারে, রিসার্চার হিসেবে। পরে ডিপার্টমেন্টাল হেড হন। তারপর তথ্যমন্ত্রী। প্রেসিডেন্ট মুবারকের নজড়ে পড়লে তাকে জাতিসংঘের সাধরণ সভায় মিশরের প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেন তিনি। পাঁচ বছর পর জাতিসংঘের ভাইস চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনয়ন দেয়া হয় তাঁকে। এক বছর পর তদানীন্তন মহাসচিব দ্বিতীয় দফার জন্যে নির্বাচিত হতে না চাওয়ায় জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটার জন্যে বাছাই করা হয় হে'লা কামিলকে। তাঁর সামনে লাইনে আর যাঁরা ছিলেন তাঁরা কেউ দায়িত্ব গ্রহণে রাজি না হওয়াতেই এই সুযোগটা পেয়ে যান তিনি।

কিন্তু সব কিছু এলোমেলো করে দিতে চাইছে তাঁর দেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি। যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে যে তিনিই হবেন জাতিসংঘের প্রথম মহাসচিব যাঁর কোনো দেশ নেই।

একজন এইড এগিয়ে এসে তাঁর কানে কানে কিছু বললো। মাথা ঝাঁকিয়ে সমবেত সাংবাদিকদের উদ্দেশে একটা হাত তুললেন তিনি। 'আমাকে বলা হলো, প্লেন টেক-

অফ করার জন্যে তৈরি', স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বললেন তিনি। 'আমি আর একজনের প্রশ্নের উত্তর দেব।'

সাথে সাথে কয়েক ডজন হাত উঁচু হলো, চারদিক থেকে ছুটে এলো অসংখ্য প্রশ্ন। দোরগোড়ার কাছে দাঁড়ানো এক ভদ্রলোকের দিকে হাত তুললেন হে'লা কামিল, ভদ্রলোকের হাতে একটা টেপ রেকর্ডার রয়েছে।

'লেই হান্ট, ম্যাডাম কামিল। বিবিসি থেকে। আখমত ইয়াজিদ যদি নাদাভ হাসানের গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে ইসলামিক রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করেন, আপনি কি দেশে ফিরে যাবেন?'

'আমি একজন মিশরীয় এবং মুসলিম। আমার দেশের সরকার, তা সে যে সরকারই ক্ষমতায় থাক, যদি চায় আমি দেশে ফিরি তাহলে অবশ্যই ফিরব।'

'এমনকি আখমত ইয়াজিদ আপনাকে পাপিষ্ঠা ও বেপর্দা মেয়েলোক বলে ঘোষণা করার পরও?'

'হ্যাঁ', শান্তভাবে জবাব দিলেন হে'লা কামিল।

'যদি আয়াতুল্লাহ খোমেনির অর্ধেক পাগলামীও থাকে তার মধ্যে, আপনার দেশে ফেরা মানে আত্মহত্যা করা হতে পারে। কোনো মন্তব্য করবেন?'

নিরুদ্বিগ্ন হাসির সাথে মাথা নাড়লেন হে'লা কামিল। 'এবার আমাকে যেতে হয়। ধন্যবাদ।'

সিকিউরিটি গার্ডদের একটা বৃত্ত বোর্ডিং র‍্যাম্পের দিকে নিয়ে চললো তাঁকে। তাঁর এইডরা আর ইউনেস্কোর বড়সড় প্রতিনিধিদলটা আগেই আসন গ্রহণ করেছে। বিশ্ব ব্যাংকের চারজন পদস্থ কর্মকর্তা প্যান্টিতে শ্যাম্পেনের বোতল নিয়ে বসেছেন, নিচু স্বরে আলাপ চলছে। বাতাসে জেট ফুয়েল আর বীফ ওয়েলিংটন-এর গন্ধ ভাসছে।

জানালার ধারে একটা সোফায় বসে সীট বেল্ট বাঁধলেন তিনি। জুতো খুললেন, হেলান দিলেন সোফায়, চোখ বুজলেন। তাঁকে তন্দ্রায় ঢুলতে দেখে কফি নিয়ে এসেও ফিরে গেলো একজন স্টুয়ার্ডেস।

জাতিসংঘের চার্টার ফ্লাইট একশো ছয় রানওয়ের শেষ মাথায় চলে এল। কন্ট্রোল টাওয়ার থেকে টেকঅফ-এর অনুমতি পাবার পর থ্রাস্ট লিভার সামনে ঠেলে দিলো পাইলট, ভেজা কংক্রিটের ওপর দিয়ে ছুটতে শুরু করলো বোয়িং সেভেন-টু-জিরো/বি, হালকা কুয়াশার ভেতর উঠে পড়লো আকাশে।

সাড়ে দশ হাজার মিটার উঁচুতে উঠে এলো প্লেন, অটোপাইলট এনগেজ করলো ডেইল লেমকে। সীট বেল্ট খুলে সীট ছাড়ল সে। 'প্রকৃতির ডাক', বলে কেবিনের দরোজার দিকে এগোল।

সেকেন্ড অফিসার অর্থাৎ প্রকৌশলী সোনালি চুল ভরা মাথাটা ঝাঁকাল, ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেল থেকেচোখ না তুলেই হাসলো একটু। 'নিশ্চিন্ত মনে সাড়া দিয়ে আসুন, আমি তো আছি।'

পাল্টা হেসে প্যাসেঞ্জার কেবিনে বেরিয়ে এলো পাইলট। একটু পরই খাবার পরিবেশন করা হবে, তারই প্রস্তুতি নিচ্ছে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টরা। বীফ ওয়েলিংটন-এর গন্ধে জিভে জল এসে গেল লেমকের। হাত-ইশারায় রুবিনকে একপাশে ডাকল সে।

'আপনাকে কিছু দেব, ক্যাপটেন?'

'শুধু এক কাপ কফি', বললো ডেইল লেমকে। 'তবে ব্যস্ত হয়ো না, আমি নিজেই নিতে পারব।'

'না, ঠিক আছে।' প্যানট্রিতে ঢুকে কাপে কফি ঢালল ।

'শোনো হে।'

'স্যার।'

'কোম্পানি থেকে বলা হয়েছে, সরকার পরিচালিত একটা আবহাওয়া গবেষণায় আমাদেরকে ভূমিকা রাখতে হবে। লন্ডন থেকে আমরা যখন আটাশ হাজার কিলোমিটার দূরে থাকব, দশ মিনিটের জন্যে পনেরো হাজার মিটারে নামিয়ে আনব প্লেনটাকে–বাতাস আর তাপমাত্রা রেকর্ড করা হবে। তারপর আবার স্বাভাবিক অলটিচ্যুড-এ উঠে যাব। ঠিক আছে?'

'বিশ্বাস করা কঠিন যে কোম্পানি রাজি হয়েছে। বাপরে বাপ, কি পরিমাণ ফুয়েল নষ্ট হবে ভেবে দেখেছেন, স্যার?'

'ভেবেছ ম্যানেজমেন্টের টপ বাস্টার্ডরা ওয়াশিংটনে মোটা একটা বিল পাঠাবে না?'

'সময় হলে আরোহীদের জানাব আমি, তা না হলে ভয় পাবেন ওঁরা।'

'ঘোষণায় এ কথাও জানিয়ে দিতে পারো যে জানালা দিয়ে কেউ যদি কোনো আলো দেখে, ধরে নিতে হবে ওগুলো আছে মাছ ধরার জাহাজ থেকে আসছে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

চট করে একবার মেইন কেবিনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে নিলো লেমকে, চঞ্চল দৃষ্টি পলকের জন্যে স্থির হলো হে'লা কামিলের ঘুমন্ত মুখের ওপর। 'তোমার মনে হয় নি, সিকিউরিটি অস্বাভাবিক কড়া?' আলাপের সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'রিপোর্টারদের একজন আমাকে বললো, স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড নাকি সন্দেহ করছে মহাসচিবকে অপহরণ করা হতে পারে।'

'তাই নাকি?'

'ওদের ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে ধুলোর প্রতিটি কণায় সন্ত্রাসবাদীরা ওঁৎ পেতে আছে। আমার পরিচয়-পত্র দেখে সন্তুষ্ট হয়নি, ব্যাগটাও সার্চ করলো।'

কাঁধ ঝাঁকাল চীফ স্টুয়ার্ড। 'খারাপটা কি। শুধু তো আরোহীদের নয়, আমাদের নিরাপত্তার প্রশ্নও জড়িত।'

প্যাসেজের দু'পাশে সীটে বসা আরোহীদের দিকে একটা হাত তুললো লেমকে। 'অন্তত ওদের কাউকে দেখে সন্ত্রাসবাদী বলে মনে হচ্ছে না।'

'চেহারা দেখে সবাইকে যদি চেনা যেত!'

'তা যা বলেছ। কাজেই একটু সাবধান হতে হয়। ককপিটের দরোজা তালা দিয়ে রাখছি, বুঝলে। খুব যদি জরুরি কিছু বলতে চাও, ইন্টারকমে ডেকো আমাকে।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

কফিতে মাত্র একটা চুমুক দিয়ে কাপটা নামিয়ে রাখল লেমকে, ফিরে এলো ককপিটে। ফার্স্ট অফিসার, তার কো-পাইলট, পাশের জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে ওয়েলস-এর আরো দেখছে, তার পিছনে কম্পিউটারের সাহায্যে ফুয়েলের খরচ ও মজুদ জেনে নিচ্ছে প্রকৌশলী।

তাদের দিকে পিছন ফিরে কোটের বুক পকেট থেকে ছোটো একটা চামড়ার বাক্স বের করলো লেমকে। বাক্স খুলে হাতে একটা সিরিঞ্জ নিল, নার্ভ এজেন্ট সারিন ভরল তাতে। ক্রুদের দিকে ফিরল আবার, হাঁটতে শুরু করে হোঁচট খেলো, যেনো ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে, সামলে নেয়ার জন্যে খপ করে সেকেন্ড অফিসারের বাহু আঁকড়ে ধরলো। 'দুঃখিত, ফ্রাঙ্ক, কার্পেটে পা বেধে গিয়েছিলো।'

ফ্রাঙ্ক হার্টলির গোঁফ জোড়া ঘন আর কালো, মাথায় কাঁচা-পাকা চুল, সুদর্শন চেহারা। সূচটা এতোই সরু আর তীক্ষ্ণমুখ যে টেরই পেল না তার কাঁধে কিছু ঢুকছে। এঞ্জিনিয়ারের প্যানেলে সাজানো এক গাদা আলো থেকে চোখ তুলে হাসলো সে। 'বয়স হয়েছে, এবার কিন্তু আপনার মদ খাওয়া কমিয়ে দেয়া উচিত, ক্যাপটেন।'

'প্লেন তো সোজাই চালাই', হালকা সুরে বললো লেমকে। 'শুধু হাঁটার সময় তাল পাই না।'

মুখ খুলল ফ্রাঙ্ক হার্টলি, যেনো কিছু বলতে চায়, কিন্তু হঠাৎ করে ভাবলেশহীন হয়ে পড়লো তার চেহারা। মাথা ঝাঁকাল সে যেনো দৃষ্টি পরিষ্কার করতে চাইছে। পরমুহূর্তে উল্টে গেলো চোখ জোড়া, স্থির হয়ে গেলো শরীর।

হার্টলির গায়ে হেলান দিয়ে থাকলো লেমকে, সীট থেকে সে যাতে কাত হয়ে না পড়ে। সিরিঞ্জটা খুলে নিয়ে ব্যাগে ভরলো, বের করলো নতুন আরেকটা, দ্বিতীয়টাতে আগেই সারিন ভরে রেখেছে। 'আরে, ফ্রাঙ্কের কিছু হলো নাকি? অমন নেতিয়ে পড়লো কেনো!'

কো-পাইলটের সীটে ঝট্ করে ঘুরলো প্রকাণ্ডদেহী ফার্স্ট অফিসার জেরি অসওয়াল্ড, চোখে প্রশ্ন। 'সে কি!'

'এসে দেখো না একবার।'

সীট ছেড়ে উঠে এলো জেরি অসওয়াল্ড, ক্যাপটেনকে পাশ কাটিয়ে ঝুঁকে পড়লো সেকেন্ড অফিসারের দিকে। সূচ ঢুকিয়ে সিরিঞ্জের মাথায় চাপ দিলো লেমকে, তবে জেরি অসওয়াল্ড ব্যথাটা অনুভব করলো।

'উফ! কি ব্যাপার!' ঝট করে ঘুরতেই ক্যাপটেনের হাতে সিরিঞ্জটা দেখতে পেল সে। ফ্রাঙ্ক হার্টলির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী জেরি অসওয়াল্ড, বিষটা সাথে সাথে কাজ শুরু করেনি। নগ্ন সত্য প্রকাশ পাবার সাথে সাথে তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল, পরমুহূর্তে দু'হাত সামনে বাড়িয়ে ক্যাপটেনকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে। 'কে তুমি?' গলাটা দু'হাতে ধরে ফেলে গর্জে উঠলো। 'ডেইল লেমকে কোথায়? তার ছদ্মবেশ নিয়ে...'

ইচ্ছে থাক বা না থাক, উত্তর দেয়ার উপায় নেই ছদ্মবেশী লোকটার, কারণ জেরি অসওয়াল্ডের বিশাল দুটো হাত তার গলায় এমনভাবে চেপে বসেছে যে দম ফেলতে পারছে না সে। একটা বাল্কহেডের সাথে তাকে চেপে ধরলো জেরি অসওয়াল্ড। মারা যাচ্ছে বুঝতে পেরে মরিয়া হয়ে উঠলো ছদ্মবেশী পাইলট। ভাঁজ করা হাঁটু দিয়ে জেরি অসওয়াল্ডের তলপেটে প্রচণ্ড গুঁতো মারল সে। সামান্যই প্রতিক্রিয়া হলো, একবার শুধু গুঙিয়ে উঠলো জেরি অসওয়াল্ড। চোখে অন্ধকার দেখছে নকল পাইলট।

তারপর, ধীরে ধীরে, গলার ওপর থেকে কমে এলো চাপটা, হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে গেলো জেরি অসওয়াল্ড। মৃত্যু উপস্থিত বুঝতে পেরে আতঙ্কে বিকৃত হয়ে

উঠেছে তার চেহারা। চোখে দিশেহারা ভাব আর ঘৃণা নিয়ে পাইলটের দিকে তাকিয়ে আছে সে। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে শেষ একটা ঘুসি মাল পাইলটের পেটে।

হাঁটু ভাঁজ হয়ে গেলো লেমকের, কুঁজো হয়ে গোঙাতে লাগল। সিধে হতে শুরু করে দেখল সামনেটা ঝাপসা লাগছে। পাইলটের সীটে ধাক্কা খেয়ে কার্পেটের ওপর পড়ে গেলো জেরি অসওয়াল্ড, আর নড়ল না। কয়েক সেকেন্ড ককপিটের মেঝেতে বসে থাকলো লেমকে, সশব্দে হাঁপাচ্ছে, ব্যথা কমাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে পেটে হাত বুলিয়ে।

খানিক পর আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালো সে। দরোজার ওদিক থেকে নানা ধরনের শব্দ ভেসে আসছে। মেইন কেবিনে কোনো হৈ-চৈ নেই বলে মনে হলো তার। এঞ্জিনের শব্দকে ছাপিয়ে ককপিটের কোনো আওয়াজ দরোজার ওদিকে পৌঁছায়নি।

জেরি অসওয়াল্ডকে কো-পাইলটের সীটে বসিয়ে স্ট্র্যাপ দিয়ে বাঁধতে ঘেমে গোসল হয়ে গেলো সে। ফ্রাঙ্ক হার্টলির সেফটি বেল্ট বাঁধাই আছে, কাজেই তাকে আর ছুঁলো না। অবশেষে পাইলটের সীটে বসে প্লেনের পজিশন দেখল সে।

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর নির্ধারিত পথ থেকে প্লেনটাকে ঘুরিয়ে আরেক দিকে রওনা হলো ভুয়া পাইলট। নতুন পথটা সুমেরুর দিকে চলে গেছে।

দুই

দুনিয়ার সবচেয়ে বন্ধ্যা জায়গার একটা, এখানে কখনও ট্যুরিস্টদের আগমন ঘটে নি। গত কয়েকশো বছরে মুষ্টিমেয় কিছু এক্সপ্লোরার ও বিজ্ঞানী এই অভিশপ্ত এলাকায় মাঝে মধ্যে হাঁটাচলা করেছেন। উঁচু-নিচু তীর বরাবর সাগর দু' এক সপ্তাহবাদে বছরের বাকি সময় জমাট বেঁধে থাকে, শীতের শুরুতে তাপমাত্রা নেমে যায়–৭৩ ডিগ্রী ফারেনহাইটে। দীর্ঘ শীতের মাসগুলোয় ঠাণ্ডা আকাশটাকে গাঢ় অন্ধকার গ্রাস করে রাখে, এমনকি গরমের দিনেও চোখ ধাঁধানো রোদ এক ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে ভয়াবহ তুষার ঝাড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়।

জায়গাটা গ্রীনল্যান্ডের সর্ব উত্তরে। আরডেনক্যাপল ফিঅ্যরড-এর চারদিকে দাঁড়িয়ে আছে বরফ ঢাকা পাহাড়। বাতাস এখানে প্রতি মুহূর্তে ঝড়ের মতো বইছে। ভাবতে অবিশ্বাস্য লাগে যে প্রায় দু'হাজার বছর আগেও এখনে একদল শিকারী বসবাস করতো। ধ্বংসাবশেস থেকে পাওয়া রেডিওকার্বন পরীক্ষা করে জানা গেছে দুশো থেকে চারশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত লোকবসতি ছিলো এখানে। প্রত্নতাত্ত্বিক হিসেবে সময়টা তেমন লম্বা নয়, তবে তাদের রেখে যাওয়া গোটা বিশেক বাড়ি উৎসুক বিজ্ঞানীদের জন্যে বিরাট কৌতূহল সৃষ্টি করেছে। হিমশীতল আবহাওয়ায় আজও প্রায় অক্ষত অবস্থায় রয়েছে বাড়িগুলো।

আগে থেকে তৈরি করা অ্যালুমিনিয়ামের কাঠামো হেলিকপ্টার থেকে রশি বেঁধে নামানো হয়েছে প্রাচীন গ্রামটার মাঝখানে, কাঠামোগুলো জোড়া লাগিয়ে নিজেদের জন্যে নিরাপদ আস্তানা বানিয়ে নিয়েছে কলোরাডো ইউনিভার্সিটির বিজ্ঞানীরা। জবড়জং চেহারার হিটিং অ্যারেঞ্জমেন্ট আর ফোম-গ্লাস ইনসুলেশন রক্ত হিম করা ঠাণ্ডার সাথে অসম যুদ্ধে লিপ্ত। ঝোড়ো বাতাস বিরতিহীন গোঙালেও, তাতে শুধু ভূতুড়ে হয়ে উঠেছে পরিবেশ, গ্রামের বাইরের পাঁচিল টপকে ভেতরে সহজে ঢুকতে পারে না। শীতের শুধুতে আর্কিওলজিকাল দলটিকে চারপাশে কাজ করার বিরাট একটা সুযোগ এনে দিয়েছে এই আশ্রয়।

লিলি শার্প, কলোরাডো ইউনিভার্সিটির একজন অধ্যাপিকা, অ্যানথ্রোপলজি পড়ায়। শীত বা তুষার ঝড় গ্রাহ্য করার মেয়ে নয় সে, দলের আর সবাই তাকে এস্কিমোদের বংশধর বলে ঠাট্টা করে। প্রাচীন শিকারীদের একটা ঘরের ভেতর মেঝের ওপর হাঁটুগেড়ে বসেছে সে, হাতে ছোটো একটা তোয়ালে জড়িয়ে জমাট বাঁধা মাটি সতর্কতার সাথে আঁচড়াচ্ছে। ঘরের ভেতর সে একা, অতীত খুঁড়ে প্রাচীন যুগের নিদর্শন আবিষ্কারের কাজে মগ্ন।

লোকগুলো ছিলো সী-ম্যামল্ শিকারী, শীতের সময়টা তারা নিজেদের ঘর-বাড়িতে কাটাতো। ঘরগুলো আংশিক মাটির ভেতর গাঁথা, পাথরের তৈরি দেয়ালগুলো নিচু, ঘাস বা গাছের পাতা দিয়ে ছাওয়া ছাদ দাঁড়িয়ে আছে তিমির হাড় অবলম্বন করে। তেল দিয়ে কুপি জ্বেলে শরীর গরম রাখত তারা, দীর্ঘ অন্ধকার মাসগুলো ঘরের ভেতর অলস

বসে না থেকে নদীর স্রোত থেকে তুলে নেয়া কাঠের টুকরো, হাতির দাঁত আর হরিণের শিঙ দিয়ে কুদে মূর্তি বানাত।

গ্রীনল্যান্ডের এই অংশে যীশুর জন্মের পর প্রথম শতাব্দীতে আস্তানা গেড়েছিলো তারা। তারপর, তাদের সংস্কৃতির বিকাশ যখন তুঙ্গে, হঠাৎ করে পাততাড়ি গুটিয়ে বেমালুম অদৃশ্য হয়ে যায়। এর কোনো গ্রহণযোগ্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় নি। তবে অদৃশ্য হলেও, এখানে তারা নিজেদের বহু জিনিস ফেলে গেছে। ধ্বংসাবশেষ হিসেবে তা টিকে আছে আজও।

লিলির নিষ্ঠা আর শ্রম বৃথা গেলো না। ডিনারের পর অ্যালুমিনিয়াম কাঠামোর ভেতর তার পুরুষ সঙ্গীরা বিশ্রাম নিচ্ছে, আবিষ্কারের আনন্দ থেকে পুরোপুরি বঞ্চিত হলো তারা। ঝোড়ো বাতাস উপেক্ষা করে প্রাচীন গ্রামের ভেতর এসে কাজ করায় হরিণের শিঙের তৈরি একটা পাতিল পেয়ে গেলো সে। হঠাৎ করে লিলির হাতের তোয়ালে কিসে যেনো আটকে গিয়েই আবার মুক্ত হলো। একই জায়গায় তোয়ালেটা আবার ঘষল সে, কান দুটো সজাগ। এবার একটা শব্দও শুনল। গর্তের ভেতর হাত গলিয়ে হাতড়াল, কিন্তু কিছুই পেল না। তোয়ালে খুলে আঙুলের টোকা দিলো মাটিতে। একটা আওয়াজ হলো। পাথরের আওয়াজ চেনা আছে, সে ধরনের নয়। আবার গর্তের ভেতরটা হাতড়াল সে। জিনিসটা একটু যে চ্যাপ্টা, তবে শব্দটা ধাতব। মাটির খানিকটা আবরণ সরাতেই এবার হাতে চলে এল।

সিধে হলো লিলি। ডানে বাঁয়ে ঘুরে, আড়মোড়া ভাঙার ভঙ্গিতে, ঢিল করলো পিঠের পেশী। কোলম্যান লণ্ঠনের আলোয়, উলেন ক্যাপের বাইরে, তার দীর্ঘ লাল চুল কোমল অগ্নিশিখার মতো জ্বলজ্বল করছে। মুঠোটা খুলল সে, নীল আর সুবজ মেশানো চোখে চিকচিক করে উঠলো কৌতূহল। কয়লা-কালো মাটির প্রলেপ নিয়ে তালুতে পড়ে থাকা ছোট্ট জিনিসটা যেনো তার বুদ্ধিমত্তাকে ব্যঙ্গ করলো।

এখানে প্রাগৈতিহাসিক মানুষের নিজেকে মনে করিয়ে দিলো লিলি শার্প। লোহা বা তামার ব্যবহার তারা জানত না।

শান্ত থাকার চেষ্টা করলেও, অবিশ্বাস আর বিস্ময়ের একটা জোয়ার গ্রাস করে ফেললো তাকে। তারপর এলো উত্তেজনা, সবশেষে জরুরি তাগাদা। নখের হালকা আঁচড়ে মাটির আবরণ সরিয়ে ফেললো সে, লণ্ঠনের আলোয় চকচক করে উঠলো জিনিসটা। হাঁ করে সেটার দিকে তাকিয়ে থাকল জেনি। আর কোনো সন্দেহ নেই। একটা স্বর্ণমুদ্রা আবিষ্কার করেছে সে।

অত্যন্ত পুরানো মুদ্রা, কিনারাগুলো ক্ষয়ে গেছে। মুদ্রার গায়ে খুদে একটা গর্ত রয়েছে, চামড়ার একটা ফিতে ঝুলছে সেটা থেকে। কিছুর সাথে ঝুলিয়ে রাখা হতো ওটা, সম্ভবত ব্যক্তিগত অলঙ্কার হিসেবে কারও গলায়।

পাঁচ মিনিট পর, এখনও মুদ্রাটাকে পরীক্ষা করছে লিলি, রহস্যের কিনারা পাবার চেষ্টা করছে, এই সময় ঘরের দরোজা খুলে গেলো, ভেতরে ঢুকলেন বিশালদেহী সদয় চেহারার এক ভদ্রলোক, সাথে এক গাদা তুষার কণা নিয়ে। তাঁর নিঃশ্বাসের সাথে বেরিয়ে আসছে সাদা বাষ্প। দাড়ি আর ভুরু তুষারে সাদা হয়ে আছে।

ড. হিরাম গ্রোনকুইস্ট হাসলেন। চারজনের আর্কিওলজিস্ট দলের প্রধান তিনি। 'বাধা দেয়ার জন্যে দুঃখিত, লিলি', ভারী গলায়, মৃদু কণ্ঠে বললেন তিনি। 'তবে বড়

বেশি খাটাখাটনি করছো তুমি। একটু বিশ্রাম নাও। শেলটারে চলো, তোমাকে ব্র্যান্ডি খাওয়াবো।'

'ডক্টর গ্রোনকুইস্ট', বললো লিলি, উত্তেজনা চেপে রাখার চেষ্টা করলেও গলা কেঁপে গেলো তার। 'আপনাকে আমি অদ্ভুত একটা জিনিস দেখাতে চাই।'

এগিয়ে এসে লিলির পাশে দাঁড়ালেন হিরাম গ্রোনকুইস্ট। 'কি পেয়েছো দেখি?'

তাঁর সামনে মুঠোটা খুলল লিলি। 'দেখুন!'

পারকার ভেতর থেকে হাতড়ে চশমাটা বের করে চোখে পরলেন ড. গ্রোনকুইস্ট। মুদ্রাটার ওপর ঝুঁকে পড়লেন তিনি, নাকটা প্রায় ঠেকে গেলো সেটার গায়ে। চারদিক থেকে নেড়েচেড়ে পরীক্ষা করলেন তিনি মুদ্রাটা। তারপর মুখ তুলে লিলির দিকে তাকালেন, কৌতুকে নাচছে চোখের মণি দুটো। 'আমার সাথে ঠাট্টা করছো, তাই না?'

জেদ নিয়ে তাকালো লিলি, তারপর পেশী ঢিল করে দিয়ে মুচকি হাসলো। 'ওহ গড! আপনি ভাবছেন আমি নিজেই এটা এখানে রেখে আবিষ্কারের ভান করছি!'

'তোমাকেও স্বীকার করতে হবে, ব্যাপারটা পতিতালয়ে কুমারী খুঁজে পাবার মতো।'

'কিউট।'

লিলির কাঁধে মৃদু চাপড় মারলেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'কংগ্রাচুলেশন্স। দুর্লভ একটা আবিষ্কার।'

'কিন্তু কিভাবে এটা এলো এখানে?'

'হাজার মাইলের মধ্যে সোনার কোনো মজুদ নেই এদিকে। প্রাচীন লোক যারা এখানে ছিলো তারা খনি থেকে সোনা উদ্ধার করেছিলো, তা সম্ভব নয়। পাথুরে যুগের চেয়ে সামান্য উন্নতি করেছিলো তারা। মুদ্রাটা অবশ্যই আরও অনেক পরে অন্য কোনো উৎস থেকে এখানে এসেছে।'

'কিন্তু যেসব শিল্পকর্ম আমরা উদ্ধার করেছি তার সবই তিনশো খ্রিস্টাব্দের, সেগুলোর সাথে এটা থাকে কিভাবে–এর কি ব্যাখ্যা দেবেন আপনি?'

কাঁধ ঝাঁকালেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'নিজেকে আমার বোকা লাগছে।'

'ঠিক আছে, বোকার মতোই না হয় একটা কিছু আন্দাজ করুন।'

'বুদ্ধিতে যতটুকু কুলাচ্ছে–কোন ভাইকিং এটা বিনিময় করে বা হারিয়ে ফেলে।'

'পূর্ব তীরে ধরে এতো দূর দক্ষিণে জলদস্যুদের কোনো জাহাজ এসেছিলো, এমন কোনো রেকর্ড নেই।

'আচ্ছা, এমন হতে পারে না যে আরও কাছাকাছি সময়ের এস্কিমোদের সাথে দক্ষিণের নর্স বসতি স্থাপনকারীদের বিনিময় বাণিজ্যে হয়েছিলো? শিকারের সময় এই প্রাচীন গ্রামটা হয়তো ব্যবহার করা হয়।'

'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ড. গ্রোনকুইস্ট, চারশো খ্রিস্টাব্দের পর এদিকে লোকবসতির কোনো প্রমাণ আমরা পাই নি।'

ভুরু কুঁচকে লিলির দিকে তাকালেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'তুমি দেখছি হাল ছাড়ার পাত্রী নাও। মুদ্রাটায় তো এমনকি কোনো তারিখও দেখছি না।'

'মাইক গ্রাহাম প্রাচীন মুদ্রা বিশেষজ্ঞ, চলুন দেখি সে কি বলে।'

পারকার হুড অ্যাডজোস্ট করে নিয়ে কোলম্যান লণ্ঠনটা নিভিয়ে দিলো লিলি। টর্চ জ্বাললেন ড. গ্রোনকুইস্ট, দরোজা খুলে আগে বেরুতে দিলেন লিলিকে। অন্ধকারে কবরস্থানের ভূতের মতো গোঙাচ্ছে বাতাস। মুখের খোলা অংশে ঠাণ্ডা বাতাস যেনো মৌমাছির হুল ফুটাল। একটা রশি ধরে এগোল ওরা, শেষ প্রান্তটা অ্যালুমিনিয়াম শেলটারে বাঁধা আছে। হাঁটতে ওপরে মুখ তুললো জেনিত। পরিষ্কার আকাশ, কালো ভেলভেটের মতো লাগলো দেখতে, তারাগুলো নকশা এঁকে রেখেছে। তারার আলোয় পশ্চিমের পাহাড় পরিষ্কার চেনা গেলো। খাঁড়িতে নেমে আসছে তুষার আর বরফ সেখান থেকে উপচে বেরিয়ে আসছে খোলা সাগরে। আর্কটিকের সৌন্দর্য সুন্দরী রমণীর হাতছানির মতো। পুরুষরা কেনো যে ভালবেসে ফেলে বুঝতে তার অসুবিধে হলো না।

টর্চের আলোয় ত্রিশ গজ হেঁটে নিরাপদ আশ্রয়ের স্টর্ম করিডরে পৌছল ওরা, আরও দশ ফুট পেরিয়ে দ্বিতীয় দরোজা খুলে লিভিং কোয়ার্টারে চলে এল। বাইরের ঠাণ্ডার তুলনায় ভেতরটা উত্তপ্ত তন্দুর মনে হলো লিলির, কফির গন্ধ নাকে পারফিউমের পরশ বুলিয়ে দিলো। পারকা খুলে নিজের কাপটা ভরে নিলো সে।

স্যাম হসকিন্সের সোনালি চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে, পাকানো রশির মতো গোঁফ, একটা ড্রাফটিং বোর্ডের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। নিউইয়র্কের একজন আর্কিটেক্স, আর্কিওলজির প্রেমে অন্ধ। দুনিয়ার এমন কোনো সম্ভাব্য জায়গা নেই যেখানে খোঁড়াখুঁড়ির কাজে যেতে রাজি নয় হসকিন্স, নিজের পেশা ছেড়ে প্রতি বছরই দু'মাসের জন্যে এই কাজে গায়ের হয়ে যায় সে। সতেরোশো বছর আগে প্রাচীন গ্রামটা ঠিক কি রকম দেখতে ছিলো, তার আঁকা নকশা থেকে সেটা জানতে পেরেছে ওরা।

মাইক গ্রাহাম দলের চার নম্বর সদস্য। নিজের ছোট্ট খাটে শুয়ে অতি ব্যবহারে মলিন একটা পেপার ব্যাক পড়ছে সে। অ্যাডভেঞ্চার গল্পের পাগল। তার হাতে বা পকেটে একটা বই নেই, এমন কখনও ঘটেছে কিনা মনে করতে পারলো না লিলি। যুক্তরাষ্ট্রের অন্যতম সেরা আর্কিওলজিস্টদের একজন সে। অল্প বয়সেই মাথায় মস্ত টাক দেখা দিয়েছে।

'ওহে, মাইক গ্রাহাম', ড. গ্রোনকুইস্ট বললেন, 'লিলি কি পেয়েছে দেখো।' মুদ্রাটা তার দিকে ছুঁড়ে দিলেন তিনি। আঁতকে উঠলো লিলি। তবে, সময় মতো বই থেকে মুখ তুলে খপ্ করে সেটা ধরে ফেললো মাইক গ্রাহাম।

কয়েক মুহূর্ত পর মুখ তুললো সে। 'আমাকে বোকা বানাবার মতলব?'

মন খুলে হাসলেন ড. গ্রোনকুইস্ট। তারপর বললেন, 'না হে। গ্রামের একটা ঘর থেকে সত্যি ওটা খুঁড়ে পেয়েছে লিলি।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসটা বের করলো মাইক গ্রাহাম। লেন্সের তলায় ফেলে মুদ্রাটা ভালভাবে পরীক্ষা করলো সে।

'কি হলো?' লিলি ধৈর্য রাখতে পারছে না। 'একটা কিছু রায় দাও।'

'অবিশ্বাস্য', বিড়বিড় করলো মাইক, হতভম্ব দেখালো তাকে। 'স্বর্ণমুদ্রা! প্রায় সাড়ে তেরো গ্রাম। আগে কখনও দেখিনি আমি। অত্যন্ত দুর্লভ। একজন কালেক্টর সম্ভবত দশ থেকে পানেরো হাজার ডলারে কিনতে চাইবে।

'চেহারাটা কার সাথে মেলে বলতে পারো?'

'মেলে মানে! রোমান আর বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের সম্রাট থিয়োডোসিয়াস দ্য গ্রেটের মূর্তি ওটা, দাঁড়িয়ে আছে। ঝাপসা হয়ে গেছে, কিন্তু ভালো করে তাকালে দেখতে পাবে সম্রাটের পায়ের কাছে বন্দীরা পড়ে আছে। লক্ষ করেছ সম্রাটের হাতে দুটো জিনিস–একটা গ্লোব আর একটা ব্যানার?'

'ব্যানার?'

'ব্যানারটায় পাশাপাশি দুটো গ্রিক অক্ষর রয়েছে, XP একটা মনোগ্রামের আকৃতিতে, যার অর্থ হলো–'খ্রিস্টের নামে' খ্রিস্ট ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পর সম্রাট কনস্ট্যানটাইন মনোগ্রামটা গ্রহণ করেছিলেন, তারপর একে একে তাঁর উত্তরাধিকারীরা এটা পেয়ে এসেছে।'

'উল্টোদিকের লেখাগুলো থেকে কি বুঝছ তুমি?' প্রশ্ন করলেন ড. গ্রোনকুইস্ট।

আবার লেন্সে চোখ রাখল মাইক গ্রাহাম। 'তিনটে শব্দ। প্রথমটা মনে হচ্ছে... TRIVMFATOR বাকি দুটো পড়া যাচ্ছে না, মুছে প্রায় মসৃণ হয়ে গেছে। কালেক্টর'স ক্যাটালগ থেকে বর্ণনা আর ল্যাটিন অনুবাদ পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু সভ্য জগতে ফেরার আগে খোঁজ করতে পারছি না।'

'সময়টা আন্দাজ করতে পারো?'

চিন্তিতভাবে সিলিঙের দিকে তাকালো মাইক। 'থিয়োডোসিয়াসের শাসনকাল, যতদূর মনে হয়, তিনশো ঊনআশি থেকে তিনশো পঁচানব্বই খ্রিস্টাব্দ।'

ঝট্ করে ড. গ্রোনকুইস্টের দিকে ফিরল লিলি। 'ঠিক বলেছে!'

মাথা নাড়লেন তিনি। 'চতুর্থ শতাব্দীর এস্কিমোরা রোমান সাম্রাজ্যের সাথে যোগাযোগ করেছিলো।'

'সম্ভাবনার কথা আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না!' জেদের সুরে বললো লিলি।

'ব্যাপারটা জানাজানি হলে, দুনিয়া জুড়ে হৈ-চৈ পড়ে যাবে', বললো জোসেফ হসকিন্স, এই প্রথম মুদ্রাটা দেখছে সে।

ব্র্যান্ডির গ্লাসে ছোট্ট একটা চুমুক দিলেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'প্রাচীন মুদ্রা এর আগেও অদ্ভুত সব জায়গায় পাওয়া গেছে। কিন্তু মুদ্রার তারিখ বা কোথায় পাওয়া গেছে সে-সম্পর্কে আর্কিওলজিস্ট মহলকে সন্তুষ্ট করতে পারে এমন প্রমাণ বিরল।'

'তা হয়তো সত্যি', মৃদুকণ্ঠে বললো মাইক। 'কিন্তু এটা এখানে কিভাবে এলো জানার জন্যে আমি আমার মার্সিডিজ কনভার্টিবলটা হারাতে রাজি আছি।'

কিছুক্ষণ না বলে মুদ্রাটার দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, সবাই চিন্তিত। অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ড. গ্রোনকুইস্ট, 'তার মানে একটা রহস্যের সামনে পড়েছি আমরা। শুধু এটুকুই জানি।'

তিন

মাঝরাতের খানিক পর প্লেন ত্যাগ করার প্রস্তুতি নিলো ভুয়া পাইলট।
স্বচ্ছ পরিষ্কার বাতাস, কালো মসৃণ সাগর তীরের ওপর ম্লান একটা দাগের মতো মাথাচাড়া দিলো আইসল্যান্ড। ছোট্ট দ্বীপদেশটার আকৃতি সবুজাভ সুমেরুপ্রভায় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ধীরে ধীরে।

ছোটোবেলা থেকেই রক্তদর্শনে অভ্যস্ত সে, লাশ দেখে তার চিত্তচাঞ্চল্য ঘটে না। ভাড়াটে খুনী হিসেবে অবিশ্বাস্য মোটা টাকা পায়, তার সাথে যোগ হয়েছে ধর্মীয় উন্মাদনা। কেউ তাকে অ্যাসাসিন বা আতঙ্কবাদী বললে ভয়ানক খেপে যায়। শব্দ দুটোর মধ্যে রাজনীতি গন্ধ আছে।

বহুরূপী বলতে যা বোঝায়, সে তাই। সমস্ত কলাকৌশল জানা আছে, দ্রুত চেহারা বদলানোয় তার জুড়ি মেলা ভার। নিখুঁত কাজ তার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, একজন পারফেকমনিস্ট। ভিড় লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করা বা গাড়িতে বোমা ফিট করা তার কাছে হাস্যকর বোকামি বলে মনে হয়। তার পদ্ধতি আরও অনেক সূক্ষ্ম। আন্তর্জাতিক তদন্তকারীরা তার অনেক কীর্তিকে অ্যাক্সিডেন্ট নয় বলে প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

কামিলকে খুন করাটা টাকার বিনিময়ে একটা কাজ বলে ভাবছে না সুলেমান আজিজ। জাতিসংঘের মহাসচিবকে খুন করা তার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। আয়োজনবহুল প্ল্যানটা নিখুঁত করতে পাঁচ মাস সময় নিয়েছে সে। তারপরও ধৈর্য ধরতে হয়েছে সুবর্ণ সুযোগটির জন্যে।

প্রায় অপচয়ই বলা যায়, মুচকি হেসে ভাবল সে। হে'লা কামিল রাজরানীর সৌন্দর্য নিয়ে অকালে মারা যাচ্ছে। মেয়েলোকটা বিরাট একটা হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছিলো।

ধীরে ধীরে থ্রটল পিছিয়ে আনলো সে। একটু একটু করে নিচে নামছে প্লেন। আরোহীরা কিছু টের পাবে না। তাছাড়া, কেবিনের আরোহীরা ইতোমধ্যে নিশ্চয়ই ঘুমে ঢুলছে। এইবার নিয়ে বারো বার হেডিং চেক করলো সে। কম্পিউটার আগেই রিপ্রোগ্রাম দিয়ে রেখেছে, যেখানে সে নামতে চায় সেখানকার দূরত্ব আর সময়ের হিসাব সবই সঠিকভাবে পাচ্ছে। পনেরো মিনিট পর আইসল্যান্ডের দক্ষিণ উপকূলরেখা পেরিয়ে ভেতর দিকে চলে এলো প্লেন। কাছাকাছি কোথাও কোনো লোকবসতি নেই। নিচের দৃশ্য বলতে ধূসর রঙের পাথর আর সাদা তুষার। স্পীড কমাল সুলেমান আজিজ। ঘণ্টায় তিনশো বাহান্ন কিলোমিটার গতিতে ছুটছে প্লেন।

হফসজোকাল গ্লেসিয়ারে একটা বীকন রাখা আছে, সেটা থেকে পাঠানো সঙ্কেত রেডিওতে ধরে, সরাসরি গ্লেসিয়ারের দিকে অটোপাইলট রিসেট করলো সুলেমান আজিজ। দ্বীপের মাঝখান থেকে এক হাজার সাতশো সাঁইত্রিশ মিটার উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে হিমবাহ হফসজোকাল। এরপর অলটিচ্যুড সেট করলো সে, সংঘর্ষটা যাতে চূড়ার দেড়শো মিটার নিচে ঘটে।

এক এক করে কমিউনিকেশন আর ডাইরেকশন ইন্ডিকেটরগুলো ভাঙল সে। সাবধানের মার নেই, তাই ফুয়েল বিসর্জন দেয়ার কাজটাও শান্তভাবে সারল। হাতঘড়ি

দেখল, প্লেনে আর আট মিনিট আছে সে। ট্র্যাপ-ডোর গলে হেল হোল-এ নেমে এল, বিড়বিড় করে গান গাইছে নাকি কলমা পড়ছে সে-ই জানে। মোটা ইলাস্টিকের সোলসহ ফ্রেঞ্চ প্যারাবুট জোড়া আগেই পরে নিয়েছে। ডাফল্ ব্যাগ থেকে একটা জাম্পসুট বের করে ব্যস্ততার সাথে পরে ফেলল, স্কি মাস্ক আর স্টকিং ক্যাপ পরার পর মাথায় আর হেলমেট পরার সুযোগ থাকলো না। ব্যাগ থেকে এরপর বেরুল দস্তানা, গগলস আর একটা অলটিমিটার, শেষেরটা কব্জির সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে বেঁধে নিল। প্যারাসুটের প্রধান অংশটি কোমরের কাছে থাকলো, বাকিটুকু থাকলো শোল্ডার ব্লেডের ওপর। তৈরি হয়ে নিয়ে আবার হাতঘড়ির দিকে তাকালো সে।

এক মিনিট বিশ সেকেন্ড।

এস্কেপ ডোর খুলল সে। সগর্জনে বাতাস ঢুকল হেল হোলে। সেকেন্ডের কাঁটার ওপর চোখ রেখে কাউন্ট ডাউন শুরু করলো সে।

...পাঁচ চার, তিন, দুই, এক, শূন্য। সরু ফাঁকাটা দিয়ে লাফ দিলো সে, পা জোড়া সামনের বিমান যেদিকে ছুটছে সেদিকে মুখ। বাতাসের ঘূর্ণি ধেয়ে আসা বরফ ধসের মতো আঘাত করলো মুখে, ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো ফুসফুসের সমস্ত বাতাস। কানের পর্দা ফাটানো গর্জন তুলে এগিয়ে গেলো প্লেনটা। পরমুহূর্তে হালকা হয়ে গেলো শরীর, দীর্ঘ পতন শুরু হয়ে গেছে।

ব্যাঙের মতো হাত-পা ছড়িয়ে নামছে সুলেমান আজিজ, নিচে ঘোর অন্ধকার ছাড়া কিছুই দেখতে পেল না। সবচেয়ে খারাপ যেটা ঘটতে পারে সেটাই আন্দাজ করে নিলো সে। সঠিক জায়গায় পৌঁছতে ব্যর্থ হয়েছে তার সহকারীরা। অন্ধকারে নির্দিষ্ট টার্গেট এলাকা না থাকায় বাতাস কতদূরে বা কোন দিকে তাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে বোঝার কোনো উপায় নেই। নির্ধারিত জায়গা থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে গিয়ে পড়তে পারে সে, পড়তে চোখা কোনো বরফের মাথায়, কিংবা সরু কোনো গভীর ফাটলের ভেতর। কেউ হয়তো তাকে খুঁজেই পাবে না কোনোদিন।

দশ সেকেন্ডে প্রায় তিনশো ষাট মিটার নেমেছে। আলোকিত অলটিমিটারের ডায়ালে কাঁটা লাল ঘরে পৌঁছতে যাচ্ছে। আর তো দেরি করা যায় না। একটা পাউচ থেকে পাইলট শুটটা বের করে বাতাসে ছুঁড়ে দিলো সে। আকাশে নোঙর ফেললো সেটা, মেইন প্যারাসুটটাকে টেনে খুলে ফেলল। হাত-পা ছড়ানো ব্যাঙের আকৃতি বদলে গেলো, খাড়াভাবে নামছে এখন সুলেমান আজিজ।

হঠাৎ করে আলোর ছোট্ট একটা বৃত্ত তার ডান দিকে মাইলখানেক দূরে পিট পিট করে উঠল। তারপর আকাশে উঠে এলো একটা ফ্লেয়ার, স্থির হয়ে ঝুলে থাকলো বেশ কয়েক সেকেন্ড। বাতাসের গতি আর দিক বোঝার হলো তার। ডান দিকের স্টিয়ারিং টগল্ টেনে আলোটার দিকে নামতে শুরু করলো সে।

আকাশে আরেকটা ফ্লেয়ার উঠল। মাটির কাছাকাছি বাতাস স্থির হয়ে আছে। এতক্ষণে সহকারীদের পরিষ্কার দেখতে পেল সে। আলোর এক জোড়া সরল রেখা তৈরি করেছে ওরা, আগে দেখা বৃত্তটার দিকে চলে গেছে। স্টিয়ারিং টগল্ টেনে একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিলো সুলেমান আজিজ। মাটিতে নামার প্রস্তুতি শেষ করলো। তার সহকারীরা জায়গাটা ভালই বেছেছে। নরম তুন্দ্রায় পা দিয়ে পড়লো সে, বৃত্তের

ঠিক মাঝখানে, খাড়াভাবে। কথা না বলে স্ট্র্যাপগুলো খলল সে চোখ ধাঁধানো আলোর মাঝখান থেকে বেরিয়ে এসে মুখ তুললো আকাশে।

আকাশ ছোঁয়া হিমবাহের দিকে ছুটে চলেছে প্লেনটা। কি ঘটতে যাচ্ছে সে সম্পর্কে আরোহী বা ক্রুদের কারও কোনো ধারণা নেই। হিমবাহ আর ধাতব মেশিনের মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে।

নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকলো সুলেমান আজিজ। জেট এঞ্জিনের আওয়াজ ক্রমশ মিলিয়ে গেলো দূরে। কালো রাতের সাথে মিশে অদৃশ্য হয়ে গেলো নেভিগেশন লাইট।

চার

গ্যালির পিছনে মাথাটা একদিকে কাত করলো একজন অ্যাটেনড্যান্ট। 'ককপিটে কিসের আওয়াজ বলো তো? শুনতে পাচ্ছ?'

হাতের কাজ ফেলে প্লেনের নাকের দিকে ঘুরলো চীফ স্টুয়ার্ড, গ্যারি রুবিন। ভোঁতা, অবিচ্ছিন্ন গর্জনের মতো একটা আওয়াজ, যেনো কাছে পিঠে কোথাও গেলো হেল হোলের হ্যাচ, সেই সাথে থেমে গেলো শব্দটাও।

'কই, আর তো কিছু শুনতে পাচ্ছি না!'

'কিসের শব্দ ছিলো ওটা?'

'কি জানি। আগে কখনও শুনিনি। একবার মনে হলো, প্রেশার লিক কিনা।' অ্যাটেনড্যান্ট তার কাঁধ ছোঁয়া সোনালি চুল নেড়ে মেইন কেবিনের দিকে এগোল। 'তুমি বরং ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।'

ইতস্তত করতে লাগল। জরুরি কোনো ব্যাপার না হলে ক্যাপটেন তাঁকে বিরক্ত করতে নিষেধ করেছেন। তবে, ভাবল সে, আগে তাকে প্লেন আর আরোহীদের নিরাপত্তার দিকটা দেখতে হবে। ইন্টারকম ফোনের রিসিভার কানে তুললো সে, চাপ দিলো বোতামে। 'ক্যাপটেন, বলছি। মেইন কেবিনের সামনে থেকে অদ্ভুত একটা শব্দ শুনলাম আমরা। ওখানে কোনো সমস্যা দেখা দিয়েছে?'

কোনো জবাব এলো না। তিনবার চেষ্টা করার পরও সাড়া না পেয়ে দিশেহারা বোধ করলো, বারো বছরের চাকরিতে এটা তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন একটা অভিজ্ঞতা। কি করবে ভাবছে, এই সময় প্রায় ছুটতে ছুটতে ফিরে এলো ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট, কি যেনো বললো তাকে। প্রথমে কান দেয়নি তার কথায়, তারপর ঝট্ করে তার দিকে ঘুরলো। 'কি বললে?'

'আমাদের নিচে মাটি।'

'মাটি?'

'সরাসরি আমাদের নিচে', হাঁপাতে হাঁপাতে বললো মেয়েটা, চোখ পিটপিট করছে। 'একজন আরোহী আমাকে দেখালো।'

মাথা নাড়লো । 'অসম্ভব! সমুদ্রের মাঝখানে থাকার কথা আমাদের। সম্ভবত ফিশিং বোটের আলো দেখেছে সে। আবহাওয়া সংক্রান্ত গবেষণার জন্যে, ক্যাপটেন বলেছেন...'

'বিশ্বাস না হয় নিজেই দেখো না!' তাকে থামিয়ে দিয়ে আবেদনের সুরে বললো অ্যাটেনড্যান্ট। 'নিচের মাটি দ্রুত উঠে আসছে। আমরা বোধহয় ল্যান্ড করতে যাচ্ছি।'

গ্যালির একটা জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল, নিচে তাকালো। আটলান্টিকের কালো পানির বদলে সাদা একটা উজ্জ্বল ভাব দেখতে পেল সে। প্লেনের নিচে বরফের বিশাল একটা বিস্তৃতি পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে, খুব বেশি হলে দুশো চল্লিশ মিটার নিচে, নেভিগেশন লাইটের প্রতিফলন পরিষ্কার দেখা গেলো। আঁতকে উঠল, ঘুরে উঠলো মাথাটা। এটা যদি ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিং হয়, ক্যাপটেন মেইন কেবিনের ক্রুদের জানাননি

কেনো? সীট বেল্ট বাঁধার বা ধূমপান না করার নির্দেশ দেননি কেনো? হতভম্ব চেহারা নিয়ে অ্যাটেনড্যান্টের দিকে ফিরল সে। 'আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জাতিসংঘের প্রায় সব আরোহীই জেগে রয়েছে, পত্র-পত্রিকা পড়ছে বা কথা বলছে। শুধু হে'লা কামিল ঘুমিয়ে পড়েছেন। অর্থনৈতিক সেমিনার শেষ করে বিশ্বব্যাঙ্কের হেডকোয়ার্টারে ফিরছে প্রতিনিধিদল, প্লেনের লেজে একটা টেবিলে জড় হয়েছে তারা সবাই। প্রতিনিধিদলের নেতা, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সচিব, নিচু গলায় কথা বলছেন, থমথম করছে তাঁর চেহারা। মেক্সিকোর অর্থনীতি বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, গোটা দেশ দেউলিয়া হতে আর বেশি দেরি নেই, অথচ আর্থিক সহায়তা লাভেরও কোনো আশা কেউ তাঁরা দেখতে পাচ্ছে না।

ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো, 'ইমার্জেন্সি প্রসিডিওর শুরু করা উচিত নয়?'

'আরোহীদের কিছু জানিয়ো না। অন্তত এখুনি নয়। আগে আমাকে ক্যাপটেনের সাথে যোগাযোগ করতে দাও।'

'কিন্তু তার কি সময় আছে?'

'না-জানি না।' নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করে মেইন কেবিন ধরে হন হন করে এগোল , আরোহীদের কিছু বুঝতে না দেয়ার জন্যে মুখের সামনে একটা হাত রেখে হাই তুললো। সামনের পর্দাটা হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে ককপিটের দরোজার সামনে থামলো সে, হাতল ধরে মোচড় দিলো। ভেতর থেকে তালা মারা।

নক করলো সে। তারপর ঘুসি মারল। কোনো সাড়া নেই। ক্যাপটেনকে নিয়ে তিনজন রয়েছে ভেতরে, কি করছে তারা? মরিয়া হয়ে দরোজার গায়ে লাথি মারল সে। দরোজার কবাট হালকা বোর্ড দিয়ে তৈরি, বাইরের দিকে খোলে। দ্বিতীয় লাথিতে সেটা ভেঙে গেলো। দোরগোড়া টপকে ভেতরে ঢুকল । ঢুকেই পাথর হয়ে গেলো।

অবিশ্বাস, বিস্ময়, ভয় ও আতঙ্ক, বাঁধ ভাঙা পানির মতো একযোগে সবগুলো অনুভূতি গ্রাস করে ফেললো তাকে। ক্রুদের একজন মেঝেতে পড়ে আছে, আরেকজন তার প্যানেলে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। ক্যাপটেন ডেইল লেমকে অদৃশ্য। জেরি অসওয়াল্ডকে টপকাতে গিয়ে তার গায়ে হোঁচট খেলো , খালি পাইলটের সীটের ওপর ঝুঁকে উইন্ডশীল্ড দিয়ে বাইরে তাকালো।

পেন্নর নাকের সামনে বিপুল বিস্তার নিয়ে ঝুলে রয়েছে হফ্‌সজোকাল গ্লেসিয়ারের চূড়া, খুব বেশি হলে মাইল দশেক দূরে। তারার আলোয় সবুজাভ দেখালো বরফের গা। কি ঘটতে যাচ্ছে বুঝতে পেরে আতঙ্কে দিশেহারা বোধ করলো স্টুয়ার্ড। প্লেন কিভাবে চালাতে হয় সে সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই তার, তবু পাইলটের সীটে বসে কন্ট্রোল কলামটাকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরলো সে। নিজের কথা ভাবছে না, কিন্তু আরোহীদের বাঁচানোর শেষ একটা চেষ্টা তো করতেই হবে। হুলিটাকে নিজের বুকের দিকে টেনে আনার চেষ্টা করলো সে।

কিছুই ঘটল না।

কলাম ঢিল হতে চাইছে না অথচ আশ্চর্য, অলটিমিটারে দেখা গেলো প্লেন ধীরে ধীরে হলেও ওপর দিকে উঠছে। আবার হুইলটা নিজের দিকে টানল সে, এবার আরও জোরে। সামান্য একটু কাছে এল। দৃঢ় চাপ অনুভব করে বিস্মিত হলো সে। তার

চিন্তাশক্তি স্বাভাবিক নিয়মে কাজ করছে না। অভিজ্ঞতা এতই কম যে বুঝতে পারছে না অটোমেটিক পাইলটের ওপর আসুরিক শক্তি খাটাচ্ছে সে, যেখানে মাত্র পঁচিশ পাউন্ড চাপ-ই ওটাকে নত করতে পারে।

স্বচ্ছ ঠাণ্ডা বাতাসে গ্লেসিয়ারটাকে এতো কাছে মনে হলো যেনো হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে। থ্রটল সামনের দিকে ঠেলে দিয়ে কলামটাকে আবার কাছে টানল সে। থেমে থেমে, জেদ আর অনিচ্ছার ভাব নিয়ে, কাছে এলো বটে, কিন্তু আবার পিছিয়ে গেলো খানিকটা। যেনো যন্ত্রণাকাতর মন্থরতার সাথে ওপর দিকে নাক তুললো প্লেন, বরফ আর তুষার ঢাকা চূড়াটাকে টপকাল মাত্র একশো ফুট ওপর দিয়ে।

আসল ডেইল লেমকেকে তার লন্ডন ফ্ল্যাটে খুন করেছে সুলেমান আজিজ। ছদ্মবেশ নেয়ার ব্যাপারে সে একজন জাদুকর, বেচারা লেমকের ফ্ল্যাটে বসেই চেহারা বদলে নিয়েছে। এই মুহূর্তে বরফের রাজ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে, চোখে একজোড়া নাইট গ্লাস তুলে তাকিয়ে রয়েছে দূরে। সুমেরুপ্রভা ম্লান হয়ে এলেও আকাশের গায়ে হফ্‌সজোকালের কিনারাগুলো এখনও ঠাহর করা যায়।

উত্তেজনা আর প্রত্যাশায় টান টান হয়ে আছে পরিবেশ। দু'জন টেকনিশিয়ান আলো আর ট্র্যান্সমিটার বীকন তুলে একটা হেলিকপ্টারে ভরছে বটে, কিন্তু তারাও ঢালের ওপর দাঁড়িয়ে তাকিয়ে আছে গ্লেসিয়ারের চূড়ার দিকে। পাথুরে মূর্তির মতো স্থির হয়ে রয়েছে সুলেমান আজিজ, এক দুই করে সেকেন্ড গুণছে, আশা যে কোনো মুহূর্তে আগুনের বিস্ফোরণ দেখতে পাবে। কিন্তু কিছুই ঘটল না।

চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেললো সে। গ্লেসিয়ারের নিস্তব্ধতা চারদিক থেকে ঘিরে ধরলো তাকে, ঠাণ্ডা আর নির্বিকার। মাথার কাঁচা-পাকা পরচুলা খুলে বরফের ওপর ছুঁড়ে মারল সে। বুট জোড়া খুলল, বুটের ভেতর থেকে বের করলো শক্ত মোটা স্পঞ্জ, দৈর্ঘ্য বাড়াবার জন্যে ব্যবহার করতে হয়েছিলো। সচেতন, পাশে তার অন্ধভক্ত বন্ধু ইবনে দাঁড়িয়ে রয়েছে। 'আশ্চর্য মেকআপ, সুলেমান আজিজ, আপনাকে চেনাই যাচ্ছিল না।' লম্বা সে, রোগাটে, পাকানো রশির মতো শরীর, মাথায় বাবরি।

'ইকুইপমেন্ট সব তোলা হয়েছে?'

'জ্বী। আমাদের মিশন কি সাকসেলফুল, সুলেমান আজিজ?'

'হিসেবে ছোট্ট একটা ভুল হয়েছে। যেভাবেই হোক চূড়া টপকে বেরিয়ে গেছে প্লেন। মহান করুণাময় আল্লাহ হে'লা কামিলকে আরও কয়েক মিনিট হায়াৎ দরাজ করেছেন।'

'সুলেমান আজিজ, সভয়ে বলছি, আখমত ইয়াজিদ কিন্তু মোটেও খুশি হবেন না।'

'প্ল্যান মোতাবেকই মারা যাবে হে'লা কামিল', আত্মবিশ্বাসের সাথে বললো সুলেমান আজিজ। 'আমার কাজে কোনো ফাঁক থাকে না।'

'কিন্তু প্লেনটা যে এখনও উড়ছে!'

'এমনকি আল্লাহও ওটাকে অনন্তকাল আকাশে রাখতে পারবেন না।'

'আল্লাহর ব্যর্থতা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে', নতুন একটা কণ্ঠস্বর শোনা গেলো, 'আগে ব্যাখ্যা করো তুমি কেনো ব্যর্থ হলে?' চাপা, ক্রুদ্ধ গর্জনের মতো শোনাল কথাগুলো।

ঝট্ করে ঘুরলো সুলেমান আজিজ, মোহাম্মদ ইসমাইলকে অদূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তার পিত্তি জ্বলে গেলো। শিশুসুলভ নিরীহ ভাব ফুটে আছে প্রায় গোল চেহারায়। কালো মুক্তোর মতো একজোড়া চোখ। শুধু ঘন ভুরু জোড়া একজন পেশাদার খুনীর চেহারাতেই যেনো বেশি মানায়। দৃষ্টি কেমন যেনো আচ্ছন্ন, যেনো শুধু ছুঁয়ে যায়, গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। সুলেমান আজিজের জানা আছে, এ লোক সহজে খুন করতে ভালবাসে, কঠিন পরিশ্রমের মধ্যে যেতে চায় না, জানে না হত্যাকাণ্ডকে শিল্পের পর্যায়ে তোলা সম্ভব। সে আরও জানে, মোহাম্মদ ইসমাইলের বিরক্তিকর উপস্থিতি না মেনে নিয়ে তার কোনো উপায় নেই। কায়রো শহরের একজন মোল্লা সে, সুলেমান আজিজের ঘাড়ে প্রায় জোর করে তাকে চাপিয়ে দিয়েছে আখমত ইয়াজিদ। গোঁড়া মৌলবাদীকে বড় বেশি পছন্দ আর বিশ্বাস করে সে। অবিশ্বাস না করলেও, সুলেমান আজিজকে নিয়ে চিন্তিত মনে হয় তাকে। সুলেমান আজিজ, মৌলবাদী রাজনৈতিক নেতাদের যথাযোগ্য সম্মান দেয় না, তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সব সময় কড়া সমালোচনা করে, ইত্যাদি লক্ষ করে সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করেছে সে। সেই সতর্কতারই ফলশ্রুতি মোহাম্মদ ইসমাইল। তার চোখের সামনে, তার পরামর্শ নিয়ে কাজ করতে হয় সুলেমান আজিজকে। কোনো রকম প্রতিবাদ না করেই মোহাম্মদ ইসমাইলকে গ্রহণ করেছে সুলেমান আজিজ। ছলচাতুরি তার মজ্জাগত, মোহাম্মদ ইসমাইল নিজেও জানে না সুলেমান আজিজের পক্ষে তথ্য সরবরাহকারী হিসেবে ভূমিকা রেখে যাচ্ছে সে।

শান্তভাবে পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করলো সুলেমান আজিজ। 'যান্ত্রিক ব্যাপারে, অনেক ধরনের বিচ্যুতি ঘটতে পারে। তবে যা যা ঘটতে পারে সবই ধারণা মধ্যে ছিলো। ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। অটোমেটিক পাইলট মেরুর দিকে একটা কোর্সে লক করা আছে। আকাশ সময় খুব বেশি হলে আর মাত্র নব্বই মিনিট অবশিষ্ট আছে।'

'কিন্তু তার আগেই যদি ককপিটের লাশগুলো কেউ দেখে ফেলে? আর যদি আরোহীদের মধ্যে কেউ প্লেন চালাতে জানে?' মোহাম্মদ ইসমাইল নাছোড়বান্দা।

'আরোহীদের ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাডি করা হয়েছে। প্লেন চালানোর অভিজ্ঞতা কারও নেই। তাছাড়া, রেডিও আর নেভিগেশন ইন্সট্রুমেন্ট চুরমার করে দিয়েছি আমি। কেউ যদি প্লেনটাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে চায়, কোথায় আছে বা কোথায় যাচ্ছে কিছুই টের পাবে না। চিরকালের জন্যে আর্কটিক সাগরে হারিয়ে যাবে হে'লা কামিল আর তার জাতিসংঘের হোমরাচোমরা শয্যাসঙ্গীরা।'

'বলতে চাইছ ওদের বাঁচার কোনো উপায়ই নেই?'

'নেই', দৃঢ়কণ্ঠে বললো সুলেমান আজিজ। 'একেবারেই নেই।'

পাঁচ

একটা সুইভেল চেয়ারে পেশী ঢিল করে দিয়ে বসে আছে ডার্ক পিট, পা দুটো টানটান লম্বা করে দেয়ায় ছয়ফুট তিন ইঞ্চির আকৃতিটা সমান্তরাল তলে রয়েছে এখন। মস্ত একটা হাই তুললো, কালো ঢেউ-খেলানো চুলে আঙুল চালালো বার কয়েক।

একহারা গড়ন ওর, সুঠাম শক্ত পেশী। রোজ দশ মাইল দৌড়ে বা নিয়মিত মুগুর ভেঁজে যারা স্বাস্থ্য তৈরির জন্যে গলদঘর্ম হয় তাদের দলে পড়ে না ও। বছরের বেশিরভাগই ঘরের বাইরে থাকে, ঘুরে বেড়ায় পাহাড়-পর্বত বন-জঙ্গল আর মরুভূমিতে, রোদে পুড়ে অনেককাল আগেই তামাটে হয়ে গেছে গায়ের চামড়া। গভীর সবুজ চোখ দুটোয় উষ্ণ এবং নিষ্ঠুর অনুভূতি খেলা করে একইসঙ্গে। কিন্তু ঠোঁটের কোণে সবসময় একটা হাসি।

জীবনযাপনে আশ্চর্য একটা সাবলীল ভঙ্গি আছে পিটের, হীনম্মন্যতায় ভোগে না কখনও, যে কোনো পরিবেশে ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে সপ্রতিভ ও সহজ হতে পারে। অভিজাত আর প্রভাবশালী মহলে অবাধ যাতায়াত ওর। যে কোনো বিষয়ে, সংশ্লিষ্ট পাত্র বা পাত্রী যদি কঠিন হয়, তার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে ও।

এয়ারফোর্স একাডেমি থেকে পাশ করা সন্তান পিট, মেজর পদে উন্নিত হয়েছিলো; প্রায় ছয় বছর হতে চললো ন্যাশনাল আন্ডারওয়াটার অ্যান্ড মেরিন এজেন্সি (নুমা)-তে বিশেষ প্রজেক্ট ডিরেক্টর হিসেবে ধারে কাজ করছে। বাল্যবন্ধু অ্যাল জিওর্দিনোর সঙ্গে পৃথিবীর সব কয়টি সাগর-মহাসাগর চষে বেরিয়েছে পিট, কি পানির উপরে কি নিচে; অনেক মানুষ যে অভিজ্ঞতা সারা জীবনেও অর্জন করতে পারে না, তার দশগুণ বেশি রোমাঞ্চ ও অর্জন করেছে গত অর্ধ দশকে। নিউইয়র্কের নিচে হারিয়ে যাওয়া একটা জায়গা থেকে ম্যানহাটন লিমিটেড এক্সপ্রেস ট্রেন খুঁজে বের করেছে সে, সেইন্ট লরেন্স নদীর তলদেশ থেকে জীবিত এক হাজার যাত্রী সহ জাহাজ *এম্পায়ার অব দ্য আইল্যান্ড* উদ্ধার করেছে। হারিয়ে যাওয়া নিউক্লিয়ার সাবমেরিন *স্টারবাককে* প্রশান্ত মহাসাগরের তলদেশ থেকে খুঁজে বের করেছে পিট, ক্যারিবিয়ান সাগরের তলদেশে ভূতুরে জাহাজ *সাইক্লপ*-এর সমাধি আবিষ্কার করেছে সে। ও হ্যাঁ, *টাইটানিক* জাহাজ উত্তোলনের পেছনেও তার অবদান ছিলো।

জিওর্দিনোর মতে, ও হলো অতীতকে খুঁড়ে আনা ব্যক্তি। মাঝে-মধ্যেই ঠাট্টা করে কথাটা বলে সে।

'তুমি বোধহয় এটা দেখতে চাইবে', কামরার আরেক প্রান্ত থেকে বললো অ্যাল জিওর্দিনো।

কালার ভিডিও মনিটরের ওপর আরও কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো পিট। সার্ভে শিপ আইসব্রেকার *পোলার এক্সপ্লোরার*-এ রয়েছে ওরা। খোলের একশো মিটার নিচের দৃশ্য দেখতে পাচ্ছে ও। *পোলার এক্সপ্লোরার* ভোঁতা চেহারার বিশাল জাহাজ, বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে বরফবহুল পানিতে চলার জন্যে। বাক্স আকৃতির প্রকাণ্ড

সুপারস্ট্রাকচার পাঁচতলা অফিস ভবনের মতো দেখতে। জাহাজটাকে চালায় আশি হাজার ঘোড়ার এঞ্জিন। দেড় মিটার পুরু বরফ ভেঙে অনায়াসে এগোতে পারে।

'মনে হচ্ছে যেনো একটা গর্ত এগিয়ে আসছে। সামনে একটা কনসোল নিয়ে বসে রয়েছে অ্যাল জিওর্দিনো, সোনার রেকর্ডার স্টাডি করছে। সব কিছু মিলিয়ে তার চেহারাটা বুলডোজারের কাছাকাছি। আদি নিবাস ইটালিতে। একটা কানে ইয়াররিং লটকানো। শুধু বন্ধু নয়, অনেকক্ষেত্রেই পিটের বীমা পলিসি হিসেবে কাজ করে সে।

একটা কাউন্টারে পা ঠেকালো পিট, ভাঁজ করা হাঁটু সমান করলো সজোরে, সুইভেল চেয়ারটা ঘুরল, সেই সাথে চাকাগুলো গড়াতে শুরু করে অ্যাল জিওর্দিনোর পাশে পৌঁছে দিলো ওকে। কম্পিউটারের সাহায্য পাওয়া সোনোগ্রাফ-এর দিকে তাকিয়ে থাকলো ও, উঁচু কিনারা নিয়ে সত্যি একাটা গর্ত ধীরে ধীরে পরিষ্কার হচ্ছে। এক সময় অন্ধকার গভীর গর্তের ভেতরটারও আভাস পাওয়া গেলো। পাশ থেকে অ্যাল জিওর্দিনো মন্তব্য করলো, 'ঝপ করে নেমে গেছে খাদটা।'

চট করে একবার ইকো সাউন্ডারের ওপর চোখ বুলালো পিট। 'একশো চল্লিশ থেকে একবারেই একশো আশি মিটার।'

'অথচ কিনারা থেকে বাইরের কোনো দিকে ঢাল নেই।'

'দুশো মিটার, এখনও তল দেখা যাচ্ছে না।'

'যদি আগ্নেয়গিরি হয়, স্বীকার করতে হবে আকৃতিটা অদ্ভুত। লাভা পাথরের কোনো চিহ্ন নেই।'

বায়রন নাইট, সার্ভে ভেসেলের কমান্ডার, দরোজা খুলে ভেতরে উঁকি দিলেন। লালমুখো একটা গরিলাই বলা যায় তাঁকে। পিট আর অ্যাল জিওর্দিনো বাদে গোটা জাহাজে তিনিই শুধু ইলেকট্রনিক্স কমপার্টমেন্টে ঢুকতে পারেন। 'রাত জাগা পাখিদের কিছু দরকার থাকলে বলতে পারে।' হাসছেন তিনি।

'কফি। ধন্যবাদ, কমান্ডার', বললো পিট, মাথাটা টেনে নিয়ে বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে দিলেন বায়রন নাইট।

সোনোগ্রাফে চোখ রেখে আকৃতিটাকে বড় হতে দেখল জিওর্দিনো। 'ডায়ামিটারে প্রায় দু'কিলোমিটার।'

'তলাটা সমতল', বললো পিট।

'নিশ্চয়ই প্রকাণ্ড একটা আগ্নেয়গিরি ছিলো এক সময়...'

'উঁহুঁ, তা নয়।'

পিটের দিকে অদ্ভুতদৃষ্টিতে তাকালো জিওর্দিনো। 'তাহলে?'

'উল্কার আঘাত হতে পারে না?'

চেহারায় সন্দেহ নিয়ে চিন্তা করলো জিওর্দিনো। 'সাগরের এতো গভীরে উল্কার আঘাতে এই প্রকাণ্ড গর্ত তৈরি হতে পারে?'

'হয়তো কয়েক হাজার বা কয়েক মিলিয়ন বছর আগে পড়েছিলো, যখন সী লেভেল অনেক নিচু ছিলো।'

'তোমার এরকম ভাবার কারণ?'

'কারণ তিনটে', বললো পিট। 'গর্তের মুখটা বড় বেশি নিখুঁত, উঁচু-নিচু নয়। বাইরের দিকে কোনো ঢাল নেই। আর, ম্যাগনেটোমিরের দিকে তাকিয়ে দেখো কাঁটাটা কেমন লাফাচ্ছে, তারমানে নিচে যথেষ্ট লোহা রয়েছে।'

হঠাৎ আড়ষ্ট হয়ে গেলো জিওর্দিনো। 'আমরা একটা টার্গেট পেয়েছি!'

'কোন দিকে?'

'স্টারবোর্ড সাইডে, দুশো মিটার দূরে। গর্তের ভেতর দিকের ঢালে খাড়াভাবে রয়েছে। রিডিং খুবই আবছা। জিনিসটাকে আংশিক আড়াল করে রেখেছে জিওলজি। কমান্ডারকে খবরটা দাও। ভিডিও ক্যামেরা কি বলে?'

মনিটরগুলোর দিকে তাকালো পিট। 'রেঞ্জের মধ্যে পাচ্ছে না। পরের বার পাশ কাটানোর সময় পাবে।'

'দ্বিতীয়বার পাশ কাটালে রাশিয়ানরা সন্দেহ করবে না?'

রেকর্ডিং পেপারে সোনার ইমেজ এলো আবছা। নানা ধরনের পদার্থের আড়াল করা একটা দাগ মাত্র। তারপর এলো কম্পিউটার ইমেজ, অনেকটা পরিষ্কার ও বিশদ বিবরণসহ। ইমেজটা ফোটানো হলো কালার ভিডিও মনিটরে। এতক্ষণে একটা প্রায় স্পষ্ট আকৃতি পাওয়া গেলো। বোতাম টিপে আকৃতিটাকে আরও বড় করলো পিট স্ক্রীনে।

টার্গেটের চারদিকে আপনাআপনি একটা চতুষ্কোণ তৈরি হলো, ফলে আরও পরিষ্কারভাবে ধরা পড়লো জিনিসটার ধাঁচ আর আকৃতি। একই সময়ে আরেকটা মেশিন থেকে বেরিয়ে এলো রঙিন আকৃতি।

হন্তদন্ত হয়ে ভেতরে ঢুকলেন কমান্ডার নাইট। দিনের পর দিন গোটা এলাকা চষে ফেলেছে *পোলার এক্সপ্লোরার*, নিখোঁজ রাশিয়ান সাবমেরিনের কোনো সন্ধান না পাওয়া হতাশ হয়ে পড়েছিলেন ভদ্রলোক, পিটের আকস্মিক ডাক পেয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠেছেন। 'পেয়েছো? টার্গেট পেয়েছো?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলেন তিনি।

পিট বা জিওর্দিনো, দু'জনের কেউই জবাব দিলো না, নিঃশব্দে হাসতে লাগল। হঠাৎ বুঝতে পারলেন কমান্ডার নাইট।

'গুড গড! সত্যি আমরা পেয়েছি ওটাকে?'

'বিশাল এক গর্তের ভেতর লুকিয়ে আছে', কমান্ডারের হাতে একটা ফটো ধরিয়ে দিয়ে মনিটরের দিকে ইঙ্গিত করলো পিট। 'আলফাক্লাস সোভিয়েত সাবমেরিনের নিখুঁত একটা ইমেজ।'

ফটো আর সোনার ইমেজের ওপর চোখ বুলিয়ে মুখ তুললেন বায়রন নাইট। 'সাগরের এদিকটা কোথাও খুঁজতে বাকি রাখে নি রাশিয়ানরা। পায় নি। কেনো?'

'না পাওয়ার কারণ আছে', বললো পিট। 'ওরা যখন খোঁজ করে তখন বরফের স্তর অনেক মোটা ছিলো। পাশাপাশি সরল রেখা তৈরি করে আসা-যাওয়া করতে পারেনি ওদের জাহাজগুলো। ওদের সোনার বীম শুধু ছায়া দেখাতে পেরেছে। তাছাড়া গর্তের তলায় প্রচুর লোহা থাকায়...'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স খবর পাওয়া মাত্র ধেই ধেই করে নাচবে।'

'যদি লাল কমিউনিস্টরা চালাক হয়, তবে আর নাচতে হবে না', জিওর্দিনো বলে। 'আমাদেরকে এই জায়গায় ফিরে আসতে দেখে মনে করেছেন চুপ ক'রে ব'সে থাকবে ওদের জাহাজ গ্লোমার এক্সপ্লোরার?'

'অর্থাৎ তুমি বলছো, সাগরের তলদেশের জিওলজিক্যাল সার্ভের ব্যাপারে আমাদের ঘোষনা তারা বিশ্বাস করে নি?' কণ্ঠে কপট বিস্ময় নিয়ে জানতে চাইলো পিট।

তিক্ত একটা দৃষ্টি উপহার দিলো জিওর্দিনো, পিটকে। 'ইন্টেলিজেন্স অদ্ভুত এক ব্যাপার', সে ব'লে চলে, 'এই দেয়ালের ওপাশে বসা ক্রু রা জানে না, তুমি আমি কি করতে যাচ্ছি; কিন্তু ওয়াশিংটনে সোভিয়েত চরেরা আমাদের মিশনের উদ্দেশ্যে টের পেয়েছে বহু মাস আগে। বাধা দেয় নি, তার একটাই কারণ, আমাদের টেকনোলজি ওদের চেয়ে ঢের উন্নত। ওরা চাইছে, আমরা খুঁজে দেই ওদের জিনিস।'

'ওদের ধোঁকা দেয়ে সহজ হবে না', একমত হলেন নাইট। 'বন্দর ছাড়ার পর থেকেই ওদের দুটো ট্রলার আমাদের প্রতিটি মুভ অনুসরণ করছে।'

'সার্ভেইলেন্স স্যাটেলাইট তো অনুসরণ করছেই', যোগ করে জিওর্দিনো।

'এ জন্যেই ব্রিজে ফোন ক'রে আমি ব'লে দিয়েছি, যেই কোর্সে আছে ওটা শেষ ক'রে আবার এই স্থানে ফিরে আসতে', পিট বলে।

'ভালো চেষ্টা। কিন্তু আবার এইখানে ফিরে এলে রাশিয়ানরা সন্দেহ করবে।'

'তা করবে। কিন্তু আমরা একটা নিয়ম ধ'রে সার্চ করা থামাবো না। ওয়াশিংটনে রেডিওতে আমি জানাবো, ইকুইপমেন্টে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, কি করা উচিত এই ব্যাপারে পরামর্শও চাইবো। কয়েক মাইল পর পরই এলোমেলো ঘুরে ওদের ধাঁধায় ফেলো দেবো একদম।'

'হ্যাঁ বিশ্বাসযোগ্য হবে ব্যাপারটা, টোপটা ওরা গিলতে পারে। ওয়াশিংটনে পাঠানো আমাদের মেসেজ অবশ্যই শুনতে পাবে রাশিয়ানরা।' বায়রন নাইটের উদ্দেশ্যে বললো জিওর্দিনো।

'ঠিক আছে।' মেনে নিলেন নাইট। 'আমরা এখানে থামবো না। টার্গেটের উপর দিয়ে চ'লে যাচ্ছি, ভাব করছি যেনো এখনো সার্চ চলছে।'

'ত্রিশ মাইল দূরে ভুয়া একটা আবিষ্কারের ব্যাপারে শোরগোল তুলে বিষয়টা আরো ঘোলাটে করা যাবে', পিট পরামর্শ দেয়।

'তবে তাই হোক', বায়রন নাইট মুচকি হাসেন।

জাহাজ ঘুরে গেলো। পানিতে ডুবে থাকা রোবট, নাম *শারলক*, একজোড়া মুভি ক্যামেরা আর একটা স্টীল ক্যামেরার সাহায্যে ছবি পাঠাতে শুরু করলো। আবার গর্তের কিনারায় ফিরে এসেছে ওরা। গভীর তলদেশের ফটো দেখতে পাচ্ছে। 'ওই যে, আবার আসছে ওটা!' ফিসফিস করে বললো জিওর্দিনো।

সোনোগ্রাফের পোর্টসাইড প্রায় সবটুকু দখল করে রেখেছে রাশিয়ান সাবমেরিন। গর্তের মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে ওটা, প্রায় কাঁত অবস্থায়, গর্তের মুখের দিকে বো। তবে অক্ষত। ১৯৬০ সালে ডুবে যাওয়া মার্কিন সাবমেরিন *থ্রেসার* কিংবা *স্করপিয়নের* মতো টুকরো টুকরো হয়ে যায় নি। নিখোঁজ হবার পর দশ মাস পেরিয়ে গেছে, কিন্তু এখনও ওটার গায়ে শ্যাওলা বা মরচে ধরেনি। 'আলফা-ক্লাস যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই', বিড়বিড় করে বললেন বায়রন নাইট। 'পারমাণবিক শক্তিচালিত, খোলটা টাইটানিয়ামে তৈরি, লবণাক্ত পানিতে মরচে ধরে না, ননম্যাগনেটিক।'

'সাথে লেটেস্ট সাইলেন্ট-প্রপেলার টেকনোলজিও আছে', বললো জিওর্দিনো। 'ওটার মতো দ্রুতগামী সাবমেরিন আর নেই কোথাও।'

সোনার রেকর্ড আর ভিডিও ফটো আগেপিছে আসছে। ঘন ঘন ঘাড় ফেরাচ্ছে ওরা, যেনো টেনিস ম্যাচ দেখছে সবাই। ধীরে ধীরে ক্যামেরার আওতা থেকে পিছিয়ে

যাচ্ছে রাশিয়ান সাবমেরিন। দেড়শো ক্রু নিয়ে ডুবে যাবার পর আজই প্রথম ওটার ওপর কোনো মানুষের চোখ পড়লো, ভাবতে গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলো ওরা।

'রেডিও অ্যাকটিভিটির অস্বাভাবিক কোনো লক্ষণ দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'সামান্য একটু বেড়েছে', বললো জিওর্দিনো। 'সম্ভবত সাবমেরিনের রিয়্যাক্টর থেকে।'

'সাবমেরিনের কিছু গ'লে যায়নি?'

'রীডিং তা বলছে না।'

'গলুইয়ের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে বলে মনে হয়', বায়রন নাইট বললেন, মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে আছে তিনি। 'পোর্ট ডাইভিং প্লেন ছিঁড়ে বেরিয়ে গেছে। পোর্ট বটমে গভীর দাগ, প্রায় বিশ মিটার লম্বা।'

'বেশ গভীর', বললো পিট। 'ব্যালাস্ট ট্যাংক ভেদ করে ইনার প্রেশার-হাল-এ ছুঁয়েছে। গর্তের ভেতর নামার সময় মুখের কোথাও বাড়ি খেয়েছিলো।' ক্যামেরার রেঞ্জ থেকে হারিয়ে গেলো সাবমেরিনটা।

তারপরও মনিটরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকলো ওরা, কারও মুখে কথা নেই, তাকিয়ে আছে সাগরতলের দিকে, ধীরে ধীরে পিছিয়ে যাচ্ছে স্ক্রীন। প্রায় আধ মিনিট চুপ করে থাকলো ওরা। তারপর ঢিল পড়লো পেশীতে, যে যার চেয়ারে হেলান দিল সবাই। পিট আর জিওর্দিনোর কাজ বলতে গেলে শেষ হয়েছে। খড়ের গাদার ভেতর একটা সূচ খুঁজে পেয়েছে ওরা।

পিটকে নির্লিপ্ত চেহারা নিয়ে সিলিঙের দিকে তাকাতে দেখে জিওর্দিনো বুঝতে পারলো, কি ভাবছে ও। চ্যালেঞ্জ নেই, কাজেই ভালো লাগাও নেই। এবার অন্য কোথাও, অন্য কোনোখানে যাবার তাড়না অনুভব করছে দুঃসাহসী লোকটা।

'দারুন দেখালে, ডার্ক, আর তুমিও, অ্যাল', উচ্ছ্বাসের সুরে বললেন নাইট। 'তোমরা নুমার লোকেরা ভাই সেরা। নিজেদের কাজ বোঝো।'

'আরে, এখনই খুশি হচ্ছেন কেনো?' পিট বলে। 'কঠিন কাজ প'ড়ে আছে। রাশিয়ানদের নাকের ডগা থেকে ওটা উত্তোলন করবেন কিভাবে? গ্লোমার এক্সপ্লোরারের সাহায্য তো আর পাচ্ছেন না। পানির তলে সমস্ত কাজ সারতে হবে–'

মনিটরের দিকে ফিরল জিওর্দিনো, এক সেকেন্ড পরই চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'ওটা আবার কি! মোটাসোটা একটা জগের মনে হচ্ছে না?'

'আরে তাইতো!' বিস্ময় প্রকাশ করলেন কমান্ডার নাইট। 'কি হতে পারে?'

দীর্ঘক্ষণ মনিটরের দিকে তাকিয়ে থাকলো পিট, চিন্তিত। হঠাৎ করে কুঁচকে উঠলো ভুরু জোড়া। জিনিসটা খাড়া হয়ে রয়েছে। সরু গলার দুইপাশে বেরিয়ে রয়েছে দুটো হাতল, ক্রমশ চওড়া হয়ে গোল আকৃতি পেয়েছে। মুখ খুলল ও, 'ওটা একটা টেরাকোটা জার। রোমান আর গ্রিকরা ওগুলোয় তেল রাখত।'

'আমার ধারণা তুমি ঠিকই বলেছ', মন্তব্য করলেন বায়রন নাইট। 'মদ বা তেল নেয়ার জন্যে গ্রিক আর রোমানরা ব্যবহার করতো ওগুলো। ভূমধ্যসাগরের বহু জায়গায় এ ধরনের অনেক জার পাওয়া গেছে।'

'ওটা এখানে, গ্রীনল্যান্ড সাগরে কি করছে?' জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো। 'ওই যে, আরেকটা উঁকি দিচ্ছে, ছবির বাঁ দিকে।'

তারপর একসাথে আরও তিনটে জার বেরিয়ে গেলো ক্যামেরার তলা দিয়ে। এরপর আরো পাঁচটি।

পিটের দিকে ফিরলেন বায়রন নাইট। 'তুমি তো বেশ কয়েকটা পুরানো জাহাজ উদ্ধার করেছ, এ ব্যাপারটা কিভাবে ব্যাখ্যা করবে?'

উত্তর দেয়ার আগে ঝাড়া দশ সেকেন্ড চুপ করে থাকলো পিট। যখন কথা বললো, মনে হলো দূর থেকে ভেসে আসছে ওর গলা।

'আমার ধারণা, প্রাচীন কোনো বিধ্বস্ত জাহাজ থেকে এসেছে ওগুলো। কিন্তু ইতিহাস বলছে, জাহাজটার এই এলাকায় আসার কোনো কারণ নেই।'

ছয়

অসম্ভব কাজটা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে নিজের আত্মা বিক্রি করতেও রাজি আছে রুবিন। ঘামে ভেজা হাত স্টিয়ারিং হুইল থেকে তুলে নিতে চায় সে, ক্লান্ত চোখ বন্ধ করে মেনে নিতে চায় মৃত্যুকে, কিন্তু আরোহীদের প্রতি দায়িত্ববোধ তাকে হাল ছাড়তে দিলো না।

নেভিগেশন ইনস্ট্রুমেন্টের কোনোটাই কাজ করছে না। প্রতিটি কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট অচল। আরোহীদের কেউ জীবনে কখনও প্লেন চালায়নি। ফুয়েল গজের কাঁটা শূন্যের ঘরের কাছে কাঁপছে। দুঃস্বপ্নও বোধহয় এমন ভয়ঙ্কর হয় না। সামান্য ভুলের ফলে পঞ্চাশজন লোকের সলিল সমাধি ঘটবে অজানা এক সমুদ্রের তলদেশে। ঠিক হ'লো, নিজের মনেই বললো রুবিন, মোটেও ঠিক হ'লো না ব্যাপারটা।

অনেক প্রশ্ন মাথা কুটছে রুবিনের মনে। পাইলট কোথায় গেলেন? ফ্লাইট অফিসারদের মৃত্যুর কারণ কি? এই সর্বনাশের পিছনে কার হাত আছে?

একটাই সান্ত্বনা রুবিনের। সে একা নয়। ককপিটে আরেক লোক তাকে সাহায্য করছে। এডুরাডো ইয়াবারা, মেক্সিকো প্রতিনিধি দলের একজন সদস্য, এক সময় তার দেশের এয়ারফোর্সে মেকানিক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছে। মান্ধাতা আমলের একটা প্লেনে কাজ করার পর পেরিয়ে গেছে ত্রিশটা বছর, তবে কো পাইলটের সীটে বসার পর ভুলে যাওয়া কারিগরি জ্ঞান একটু একটু করে মনে পড়লো তার। ইনস্ট্রুমেন্টের রিডিং জানাচ্ছে সে কে, থ্রটলের দায়িত্ব নিয়েছে।

সুট পরিহিত এডুরাডো ছোট্টখাটো মানুষ, গায়ের রঙ তামাটে, মুখটা প্রায় গোল। ককপিটে তাকে একেবারেই বেমানান লাগছে। আশ্চর্য, একটুও ঘাবড়ায়নি সে, কপালে ঘাম ফোটেনি। কোট তো খোলেইনি, এমনকি টাইয়ের নটটা পর্যন্ত ঢিল করেনি। একটা হাত তুলে উইন্ডশীল্ডের বাইরে, আকাশ দেখালো সে। 'তারা দেখে যতটুকু বুঝতে পারছি, উত্তর মেরুর দিকে যাচ্ছি আমরা।'

'সম্ভবত পূর্বদিকে রাশিয়ার ওপর দিয়ে', থমথমে গলায় বললো । 'কোর্স বা দিক, কিছুই জানা নেই।'

'কিন্তু পিছনে ওটা আমরা একটা দ্বীপ ফেলে এসেছি।'

'গ্রীনল্যান্ড হতে পারে?'

মাথা নাড়লো এডুরাডো ইয়াবারা। 'গত কয়েক ঘণ্টা আমাদের নিচে পানি রয়েছে। দ্বীপটা গ্রীনল্যান্ড হলে এতক্ষণে আমরা আইসক্যাপের ওপর পৌঁছে যেতাম। আমার ধারণা, আইসল্যান্ডকে পেরিয়ে এসেছি।'

'মাই গড, তাহলে কতক্ষণ ধরে আমরা উত্তর দিকে যাচ্ছি?'

'লন্ডন-নিউইয়র্ক কোর্স থেকে ঠিক কখন সরে আসেন পাইলট কে জানে।'

তাৎক্ষণিক মৃত্যু থেকে আরোহীদের প্রায় অলৌকিকভাবে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। কিন্তু বিপদ কাটেনি। সামনে উত্তর মেরু-হিমশীতল মৃত্যুফাঁদ। বেপরোয়া মানুষ দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে পারে, ও তাই নিল। 'পোর্টের দিকে নব্বুই ডিগ্রী বাঁক নেব আমি।'

শান্তভাবে সায় দিলো ইয়াবারা। 'আর কোনো উপায় দেখছি না।'

'প্লেন যদি বরফের ওপর আছড়ে পড়ে, দু'একজন বাঁচলেও বাঁচতে পারে। কিন্তু পানিতে পড়ে ডুবে গেলে কারও কোনো আশা নেই। আর যদি মিরাকল ঘটে, অক্ষত অবস্থায় নামাতে পারি প্লেনটাকে, আরোহীরা যে ধরনের কাপড় পরে আছে, কয়েক মিনিটের বেশি বাঁচবে না কেউ।'

'বোধহয় অনেক দেরি করে ফেলেছি', মেক্সিকো প্রতিনিধি দলের সদস্য বললো। ইনস্ট্রমেন্ট প্যানেলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে সে। লাল ফুয়েল ওয়ার্কিং লাইট ঘন ঘন জ্বলছে আর নিভছে। 'আকাশে ভেসে থাকার সময় শেষ হয়েছে আমাদের।'

লাল আলোটার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকলো। তার জানা নেই, দেড় হাজার মিটার ওপরে দুশো নট গতিবেগে বোয়িং প্লেন যে পরিমাণ ফুয়েল হজম করে, সাড়ে দশ হাজার মিটার ওপরে পাঁচশো নট গতিবেগেও সেই একই পরিমাণ ফুয়েল হজম করে। সে ভাবল, যা আছে কপালে। 'পশ্চিম দিকে যেতে থাকি, তারপর যেখানে খুশি পড়ুক গে। ঈশ্বর ভরসা।'

হাতের তালু ট্রাউজারের পায়ায় মুছে নিয়ে শক্ত করে কন্ট্রোল কলাম ধরলো সে। গ্লেসিয়ারের চূড়া টপকাবার পর এই প্রথম আবার প্লেনের নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে নিল। বড় করে একটা শ্বাস টেনে চাপ দিলো 'অটোপাইলট রিলিজ বোতামে। ধীর ভঙ্গিতে ঘোরাতে শুরু করলো প্লেন।

প্লেনের নাক আবার সরল একটা কোর্স ধরতেই সে বুঝতে পারলো, কোথাও কোনো গোলযোগ ঘটে গেছে। 'চার নম্বর এঞ্জিনের আর.পি.এম. নামছে', কেঁপে গেলো ইয়াবারার গলা। 'ফুয়েলের অভাবে অচল হয়ে যাচ্ছে ওটা।'

'এঞ্জিনটা তাহলে বন্ধ করে দেয়া উচিত নয়?'

'নিয়মটা আমার জানা নেই', শুকনো গলায় বললো ইয়াবারা।

হায় ঈশ্বর, কপাল চাপড়াতে ইচ্ছে করলো রুবিনের, এক অন্ধ আরেক অন্ধকে পথ দেখাচ্ছে। অলটিমিটারে দেখা গেলো প্লেন আর সাগরের মাঝখানে দূরত্ব কমে আসছে দ্রুত। তারপর, হঠাৎ করে, কন্ট্রোল কলাম হাতের মুঠোর ভেতর নড়বড়ে হয়ে গেলো, কাঁপতে লাগলো থরথর করে।

'প্লেন স্টল করছে!' চেঁচিয়ে উঠলো ইয়াবারা, এই প্রথম ভয় পেল সে। 'নাকটা নিচে নামান!'

কন্ট্রোল কলাম সামনের দিকে ঠেলে দিলো রুবিন, জানে অবধারিত মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করছেসে। 'ফ্ল্যাপ নামাও', ইয়াবারাকে নির্দেশ দিলো।

'ফ্ল্যাপস কামিং ডাউন', বললো ইয়াবারা।

বিড়বিড় করলো, 'দিস ইজ ইট।'

খোলা ককপিটের দরোজায় একজন স্টুয়ার্ডের দাঁড়িয়ে রয়েছে, চোখ দুটো বিস্ফারিত চেহারা কাগজের মতো সাদা। জানতে চাইলো, 'আমরা কি ক্র্যাশ করছি?' কোনো রকমে শোনা গেলো।

ব্যস্ত, তাকানোর সময় নেই, কর্কশকণ্ঠে বললো, 'হ্যাঁ, সীটে বসে বেল্ট বাঁধো-যাও!'

ঘুরে দাঁড়িয়ে ছুটল স্টুয়ার্ডেস, পর্দা সরিয়ে মেইন কেবিনে ঢোকার সময় হোঁচট খেলো একবার। তার আতঙ্কিত চেহারা দেখে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট আর প্যাসেঞ্জররা

বুঝল, উদ্ধার পাবার কোনো আশা নেই। আশ্চর্যই বলতে হবে, কেউ ফুঁপিয়ে বা চেঁচিয়ে উঠলো না। লোকজন প্রার্থনাও করছে নিচু গলা।

ককপিট থেকে ঘাড় ফিরিয়ে মেইন কেবিনের দিকে তাকালো এডুরাডো ইয়াবারা। বৃদ্ধ এক লোক নিঃশব্দে কাঁদছে, তার গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন হে'লা কামিল। মহাসচিবের চেহারা সম্পূর্ণ শান্ত। সত্যি আশ্চর্য এক মহিলা, ভাবল ইয়াবারা। দুঃখজনকই বটে যে তাঁর সমস্ত সৌন্দর্য খানিক পরই নিঃশেষে মুছে যাবে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের দিকে ফিরল সে।

দুশো মিটারের ঘর ছাড়িয়ে নেমে এসেছে অলটিমিটারের কাঁটা। বিরাট একটা ঝুঁকি নিয়ে অবশিষ্ট তিনটে এঞ্জিনের ফুয়েল খরচ বাড়িয়ে দিলো ইয়াবারা। বেপরোয়া একজন মানুষের অর্থহীন কাণ্ড। এঞ্জিনগুলো এখন শেষ কয়েক গ্যালন ফুয়েল তাড়াতাড়ি পুড়িয়ে অচল হয়ে যাবে। আসলে ইয়াবারার চিন্তা-ভাবনায় এই মুহূর্তে যুক্তির কোনো অবদান নেই। কিছু না করে চুপচাপ বসে থাকতে পারছে না সে। একটা কিছু করার তাগাদা অনুভব করছিলো সে, তাতে যদি তার নিজের মৃত্যু হয় তো হোক।

বিভীষিকাময় পাঁচটা মিনিট পেরিয়ে গেলো যেনো এক পলকে। প্লেনটাকে খামচে ধরার জন্যে বিদ্যুৎ বেগে ওপর দিকে ছুটে এলো কালো সাগর। 'আ–আলো!' অবিশ্বাস আর উত্তেজনায় তোতলালো রুবিন। 'আমি আ-আলো দেখতে পাচ্ছি! নাক বরাবর সামনে!'

উইন্ডশিল্ডের ভিতর থেকে হঠাৎ করেই ইয়াবারা দেখতে পেলো সেই আলো। 'জাহাজ!' চেঁচালো সে। 'একটা জাহাজ!'

আর ঠিক সেই মুহূর্তে, আইসব্রেকার *পোলার এক্সপ্লোরার*-এর ওপর দিয়ে উড়ে গেলো বোয়িং, দশ মিটারের জন্যে রাডার মাস্টের সাথে ধাক্কা খেলো না।

সাত

রাডার আগেই সাবধান করে দিয়েছিলো ক্রুদের, একটা প্লেন আসছে। ব্রিজে দাঁড়ানো লোকজন বোয়িঙের গর্জন শুনে নিজেদের অজান্তেই মাথা নামিয়ে আড়াল খুঁজল। জাহাজের মাস্তুল প্রায় ছুঁয়ে গ্রীনল্যান্ডের পশ্চিম উপকূলের দিকে ছুটে গেলো প্লেনটা।

কমান্ডার বায়রন নাইটের সাথে ঝড়ের বেগে ব্রিজে ঢুকল পিট আর জিওর্দিনো। অপসয়মান প্লেনটার দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। 'হোয়াট দ্য হেল ওয়াজ দ্যাট?' ডিউটিরত অফিসারকে জিজ্ঞেস করলেন কমান্ডার।

'অজ্ঞাত পরিচয় একটা প্লেন, ক্যাপটেন।'

'সামরিক?'

'না, স্যার। মাথার ওপর দিয়ে যাবার সময় ডানার তলাটা দেখেছি আমি। কোনো মার্কিং নেই।'

'সম্ভবত একটা স্পাই প্লেন!'

'মনে হয় না। সব ক'টা জানালায় আলো ছিলো।'

অ্যাল জিওর্দিনো মন্তব্য করলো, 'কমার্শিয়াল এয়ার লাইনার?'

বিস্মিত কমান্ডার বললেন, 'লোকটা পাইলট, নাকি গাড়োয়ান? আমার জাহাজকে বিপদে ফেলতে যাচ্ছিল! ব্যাটা এদিকে কি করছে, শুনি? কমার্শিয়াল ফ্লাইটের পথ থেকে কয়েকশো মাইল দূরে রয়েছি আমরা!'

'প্লেনটা নিচে নামছে', বললো পিট, পুবদিকে তাকিয়ে ক্রমশ ছোটো হয়ে আসা নেভিগেশন লাইটগুলো দেখছে ও। 'আমার ধারণা, নামতে বাধ্য হচ্ছে ওরা।'

'এই অন্ধকারে ল্যান্ড করতে যাচ্ছে?' জিওর্দিনো ক্রস চিহ্ন আঁকল বুকে। 'ঈশ্বর ওদের সহায় হোন। কিন্তু তাহলে ল্যান্ডিং লাইট জ্বালেনি কেনো?'

ডিউটি অফিসার বললো, 'বিপদে পড়লে পাইলট তো ডিসট্রেস সিগন্যাল পাঠাবে। কমিউনিকেশন রুম কিছুই শোনেনি।'

'তুমি সাড়া পাবার চেষ্টা করেছ?' জিজ্ঞেস করলেন বায়রন নাইট।

'হ্যাঁ, রাডারে ধরা পড়ার সাথে সাথে। কোনো রিপ্লাই পাইনি।'

জানালার সামনে সরে গিয়ে বাইরে উঁকি দিলেন কমান্ডার। জানালার কাছে চার সেকেন্ড আঙুল নাচালেন। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে মুখোমুখি হলেন ডিউটি অফিসারের। 'যেখানে আছি সেখানেই থাকছি আমরা।'

কেউ কোনো কথা বললো না দেখে পিটই মুখ খুলল, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার নিঃসন্দেহে আপনারই, তবে সমর্থন বা প্রশংসা করতে পারছি না।'

'তুমি একটা নেভি শিপে রয়েছো, পিট', অহেতুক কর্কশ স্বরে বললেন বায়রন নাইট। 'আমরা কোস্ট গার্ড নই। তুমি জানো, এখানে এই মুহূর্তে আমরা একটা দায়িত্ব পালন করছি।'

জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে মৃতুকণ্ঠে, অনেকটা যেনো জনান্তিকে বললো পিট, 'প্লেনটায় বাচ্চা আর মহিলাও থাকতে পারে।'

'দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, তা কে বলবে? এখনও প্লেনটা আকাশে রয়েছে। উদ্ধার করো বলে কোনো সাহায্যও তারা চাইছে না। তুমি তো একজন পাইলট, তুমিই বলো, বিপদেই যদি পড়ে থাকে, *পোলার এক্সপ্লোরারকে* ঘিরে চক্কর দেয়নি কেনো ওরা?'

'মাফ করবেন, ক্যাপটেন', ডিউটি অফিসার বললো, 'বলতে ভুলে গেছি, ল্যান্ডিং ফ্ল্যাপস নামানো ছিলো।'

'তাতেও প্রমাণ হয় না যে একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে', জেদের সুরে বললেন বায়রন নাইট।

'রাখেন আপনার যুক্তি-তর্ক, ফুল স্টীম অ্যাহেড!' ঠান্ডা স্বরে বলে পিট। 'এখন যুদ্ধ চলছে না। মানবতার খাতিরে আমরা না গিয়ে পারবো না। সময়মত তৎপর হইনি বলে যদি একশো মানুষ মারা পড়ে, কিছুতেই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবো না আমি। ফুয়েল খরচ যতো হয়, হোক।'

খালি চার্ট রুমের দিকে ইঙ্গিত করলেন ক্যাপটেন, পিট আর জিওর্দিনো ঢোকার পর দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন। 'আমাদের নিজেদের একটা মিশন আছে', শান্তস্বরে নিজের মতামত জানালেন তিনি। 'অনুসন্ধান বন্ধ রাখা এক কথা, আর স্পট ছেড়ে চলে যাওয়া সম্পূর্ণ অন্য কথা-রাশিয়ানরা সন্দেহ করবে তাদের সাবমেরিন আমরা খুঁজে পেয়েছি। আমরা চলে যাবার সাথে সাথে এলাকাটা চষে ফেলবে ওরা।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে', বললো পিট। 'সেক্ষেত্রে আমাদের দুজনকে আপনি ছেড়ে দেন।'

'বলো, আমি শুনছি।'

'আফটার ডেক থেকে নুমার একটা কপ্টার নিয়ে আমি আর জিওর্দিনো রওনা হয়ে যাই, সাথে একটা মেডিকেল দল আর দু'জন ক্রু থাকুক। ঘুরে দেখে আসি প্লেনটা কোথায় পড়েছে। যদি সম্ভব হয় উদ্ধার কাজ চালানো হবে। পোলার এক্সপ্লোরার তার অনুসন্ধান চালু রাখুক।'

'আর রাশিয়ান সার্ভেইলেন্স? তারা কি ভাববে?'

'প্রথমে ওরা মনে করবে কোনো কোইনসিডেন্স। ইতিমধ্যে নির্ঘাত ব্যাপারটা নিয়ে দ্বিধায় ভুগছে ওরাও। কিন্তু ঈশ্বর না করুন, ওটা যদি সত্যি বাণিজ্যিক এয়ারলাইনার হয়, সেক্ষেত্রে উদ্ধার তৎপড়তা চালাতে যেতে হবে আপনাকে। উদ্ধার শেষে আবার নিজের কাজে ফিরে যাবে পোলার এপ্লোরার।'

'তোমাদের হেলিকপ্টারের গতিপথ ওরা পর্যবেক্ষণ করবে, জানো তো।'

'আমি আর অ্যাল খোলা চ্যানেলে আমাদের কথাবার্তা চালাবো, এতে ক'রে ওরা বুঝবে আমরা আসলেই উদ্ধার কাজে চলেছি।'

এক মুহূর্ত শূন্য চোখে তাকিয়ে কিছু একটা চিন্তা করলেন বায়রন নাইট। এরপর মুখ খুললেন, 'তাহলে দেরি করছো কেনো?' ভুরু কুঁচকালেন কমান্ডার। 'জলদি কপ্টারে গিয়ে ওঠো তোমরা, বাকি সবাইকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

পোলার এক্সপ্লোরারকে ঘিরে চক্কর না দেওয়ার পিছনে রুবিনের বেশ কয়টি কারণ আছে। প্রথমত, দ্রুত উচ্চতা হারাচ্ছিলো বিমান, আর দ্বিতীয়ত, তার নিজের পাইলট জ্ঞান অত্যন্ত স্বল্প। নিমিষে বরফের রাজ্যে প্লেন ক্রাশ ক'রে সব শেষ ক'রে দেওয়াটা কেবল সময়ের ব্যাপার।

জাহাজের আলো যেনো আশার আলো জ্বাললো মনে। এখন অন্তত একটা উদ্ধারকারী দল পাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অকস্মাৎ দেখা গেলো কালো সাগর নয়, ওদের নিচে জমাট বাঁধা নিরেট বরফ। তারার আলোয় কাছ থেকে নীলচে চকচকে দেখালো আদিগন্ত বরফের রাজ্য। সংঘর্ষ, স্পর্শ বা পতন, যাই বলা হোক, আর মাত্র কয়েক মিনিটের ব্যাপার। এই সময় হঠাৎ রুবিনের মনে পড়লো ইয়াবারাকে ল্যান্ডিং আলো জ্বালার কথা বলা দরকার।

আলো জ্বলে ওঠার সাথে সাথে হতচকিত একটা মেরু ভাল্লুককে দেখতে পেল ওরা। এক পলকে প্লেনের পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো সেটা। 'যীশুর মায়ের দিব্যি', বিড়বিড় করে উঠলো ইয়াবারা, 'ডান দিকে পাহাড় দেখতে পাচ্ছি আমি। সাগর পেরিয়ে জমির ওপর চলে এসেছি আমরা।'

অবশেষে ভাগ্যের দাঁড়িপাল্লা রুবিন আর আরোহীদের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। পাহাড় একটা নয়, এক সারিতে পাশাপাশি অনেকগুলো, গ্রীনল্যান্ডের উপকূল বরাবর দু'দিকে একশো মাইল পর্যন্ত ওগুলোর বিস্তৃতি। তবে সেদিকে প্লেনের নাক ঘোরাতে ব্যর্থ হলো রুবিন, নিজের অজান্তে আরডেনক্যাপল ফিঅ্যরড-এর মাঝখানে নামিয়ে আনছে নিজেদের। 'লোয়ার দ্য ল্যান্ডিং গিয়ার! নির্দেশ দিলো সে।

নিঃশব্দে নির্দেশ পালন করলো ইয়াবারা। সাধারণ ইমার্জেন্সি ল্যান্ডিঙের সময় এই পদ্ধতি সর্বনাশ ডেকে আনতে পারে, তবে অজ্ঞতাবশত হলেও সঠিক সিদ্ধান্ত নিয়েছে রুবিন। বরফে ল্যান্ড করার সময় দক্ষ একজন পাইলটও এই সিদ্ধান্ত নিত। ল্যান্ডিং গিয়ার নামানোর ফলে দ্রুত নিচে নামছে প্লেন। রুবিন বা ইয়াবারা, কারও কিছু করার নেই আর। দু'জনের কেউই জানে না যে নিচের বরফ মাত্র এক মিটার পুরু, একটা বোয়িং সাতশো বি-র ভার সহ্য করার জন্যে যথেষ্ট নয়।

ইনস্ট্রুমেন্ট প্যানেলের প্রায় সব আলো লাল সঙ্কেত দিচ্ছে। ওদের মনে হলো কালো একটা পর্দা ছিঁড়ে সাদা পাতালে প্রবেশ করলো প্লেন। কন্ট্রোল কলাম ধরে টানলো। বোয়িঙের গতি কমে গেলো, সেই সাথে শেষবারের মতো উঁচু হলো নাকটা- আবার আকাশের উঠতে চাওয়ার দুর্বল প্রচেষ্টা।

আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে বসে আছে ইয়াবারা। তার মাথা ঠিকমত কাজ করছে না। থ্রটল টেনে কাছে আনার কথা মনে থাকলো না, মনে থাকলো না ফুয়েল সাপ্লাই বন্ধ করা দরকার, অফ করা দরকার ইলেকট্রিক সুইচগুলো।

তারপর সংঘর্ষ ঘটল।

চোখ বুজে হাত দিয়ে নিজেদের মুখ ঢাকল ওরা। চাকা বরফ স্পর্শ করলো, পিছলে গেলো, গভীর জোড়া দাগ তৈরি হলো বরফের গায়ে। পোর্ট সাইডের ইনবোর্ড এঞ্জিন দুমড়েমুচড়ে মাউন্টি থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো, ছিটকে পড়ে ডিগবাজি খেলো বরফের ওপর। স্টারবোর্ডের দুটো এঞ্জিনই গেঁথে গেলো বরফের ভেতর, মোচড় খেয়ে বিচ্ছিন্ন হলো ডানাটা। পরমুহূর্তে সমস্ত পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হয়ে গেলো, নেমে এলো ঘোর অন্ধকার।

বরফ ঢাকা খাঁড়ির ওপর দিয়ে ধূমকেতুর মতো ছুটে চলেছে প্লেনটা, পিছনে ছড়িয়ে যাচ্ছে উত্তপ্ত ধাতব টুকরো। প্যাক আইস পরস্পরের সাথে সংঘর্ষের সময় একটা প্রেশার রিজ তৈরি হয়েছিলো, সেটাকে ধুলোর মতো উড়িয়ে দিলো বোয়িং।

নাকের গিয়ার চ্যাপ্টা হয়ে ঢুকে গেলো সামনের পেটের ভেতর, ছিঁড়ে ফেললো হেল হোল-এর আবরণ। নিচু হলো বো, বরফ খুঁড়তে খুঁড়তে এগোল, প্রতি মুহূর্তে ভেতর দিকে তুবড়ে মোটা অ্যালুমিনিয়াম শীট ককপিটে ঢুকে যাচ্ছে। অবশেষে নিজস্ব গতিবেগ হারিয়ে বিকলাঙ্গ বোয়িং স্থির হলো। বরফ ঢাকা তীর মাত্র ত্রিশ মিটার দূরে, ওখানে বড় আকারের পাথরের স্তূপ।

কয়েক মুহূর্ত মৃত্যুপুরীর নিস্তব্ধতা অটুট থাকলো। তারপর বরফ ফাটার জোরাল শব্দের সাথে শোনা গেলো ধাতব গোঙানি। ধীরে ধীরে বরফের আবরণ ভেঙে খাঁড়ির পানিতে নেমে যেতে বোয়িংটা।

আট

খাঁড়ির দিকে প্লেনটার উড়ে যাওয়ার শব্দ আর্কিওলজিস্টরাও শুনতে পেল। আশ্রয় থেকে ছুটে বেরিয়ে এসে প্লেনটার ল্যান্ডিং লাইট দেখতে পেল তারা। আলোকিত কেবিনের জানালাগুলো ধরা পড়লো তাদের চোখে। তারপরই কানে এলো পতনের শব্দ, সেই সাথে পায়ের তলায় অবিচ্ছিন্ন বরফের মেঝে কেঁপে উঠল। খানিক পর আবার সব নিস্তব্ধ হয়ে গেলো। চারদিকে গাঢ় হয়ে নামলো অন্ধকার। বাতাসের গোঙানি ছাড়া কিছু শোনা গেলো না।

'গুড লর্ড!' অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন, ড. গ্রোনকুইস্ট, 'খাঁড়িতে বিধ্বস্ত হয়েছে ওটা।'

'ভয়াবহ!' লিলির গলায় অবিশ্বাস আর বিস্ময়। 'একজনও বাঁচবে না!'

'বোধহয় পানিতে ডুবে গেছে, সেজন্যেই কোনো আগুন দেখা গেলো না', মন্তব্য করলো গ্রাহাম।

হসকিন্স জিজ্ঞেস করলো, 'কি ধরনের প্লেন, কেউ দেখেছ?'

মাথা নাড়লো গ্রাহাম। 'চোখের পলকে বেরিয়ে গেলো। তবে, বেশ বড়সড়। সম্ভবত একাধিক এঞ্জিন। বরফ জরিপের জন্যে এসে থাকতে পারে।'

'দূরত্ব আন্দাজ করো দেখি', আহ্বান জানালেন ড. গ্রোনকুইস্ট।

ম্লান চেহারা নিয়ে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে আছে লিলি। 'কথা বলে সময় নষ্ট করছি আমরা। ওদের সাহায্যে দরকার।'

'ঠিক', সায় দিলেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'এসো, আগে ঠাণ্ডা থেকে বাঁচি।'

আশ্রয়ে ফিরে এসে প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো ওরা, সেই সাথে প্ল্যানটাও তৈরি করলো। লিলি বললো, 'কম্বল লাগবে, অতিরিক্ত সবগুলো গরম কাপড় সাথে নাও। আমি মেডিকেল সাপ্লাই নিচ্ছি।'

'মাইক গ্রাহাম', ড. গ্রোনকুইস্ট নির্দেশ দিলেন, 'রেডিওতে ডেনবর্গ স্টেশনকে জানাও। থিউল-এর এয়ারফোর্স রেসকিউ ইউনিটকে খবর পাঠাবে ওরা।'

'বরফ খুঁড়ে আরোহীদের বের করতে হতে পারে, সাথে কিছু টুলস থাকা দরকার', প্রস্তাব দিলো হসকিন্স।

নিজের পারকা আর গ্লাভস চেক করে নিয়ে মাথা ঝাঁকালেন ড. গ্রোনকুইস্ট। 'আর কি দরকার হতে পারে ভেবে দেখো। একটা স্নোমোবাইলের সাথে স্লেড বেঁধে নিচ্ছি আমি।'

ঘুম ভাঙার পর পাঁচ মিনিটও পেরোয়নি, বিবেকের আহ্বান সাড়া দিয়ে গভীর অন্ধকার রাতে হিম বরফের রাজ্যে বেরিয়ে পড়লো দলটা। একটা শেডের ভেতর রয়েছে স্নোমোবাইলগুলো, শেডের ভেতর তাপমাত্রা বাইরের চেয়ে বিশ ডিগ্রী বেশি রাখা হয়েছে হিটার জ্বেলে, তারপরও প্রথম স্নোমোবাইলটা পাঁচবারের চেষ্টায় স্টার্ট নিল, দ্বিতীয়টা নিলো বত্রিশ বারের মাথায়। ইতোমধ্যে জিনিস-পত্র নিয়ে আশ্রয় থেকে বেরিয়ে এসেছে অন্যান্যরা। ড. গ্রোনকুইস্ট ছাড়া সবার পরনে পা পর্যন্ত লম্বা

আম্পসুট। সবাইকে একটা করে হেভি-ডিউটি ফ্ল্যাশ লাইট দিলেন তিনি। রওনা হয়ে গেলো দলটা। লিলির কোমর ধরে স্নোমোবাইলে তুলে নিলেন ভদ্রলোক। দ্বিতীয়টায় উঠলো মাইক গ্রাহাম আর জোসেফ হসকিন্স।

খাঁড়ির ওপর বরফের আবরণ এবড়োখেবড়ো, ঝাঁকি খেতে খেতে এগোল স্নোমোবাইল, প্রতি মুহূর্তে বিপদের ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে থাকল আরোহীরা। বরফের পাতলা আবরণ ভেঙে যেতে পারে। প্রেশার রিজগুলো আগে থেকে চেনা কঠিন, ঢাল বেয়ে ওঠার পর টের পাওয়া যায়। ড. গ্রোনকুইস্টের বিশালবপু এক হাতে বেড় দিয়ে আঁকড়ে ধরেছে লিলি শার্প, চোখ বন্ধ, মুখ গুঁজ দিয়েছে দলনেতার কাঁধে। মাঝে মধ্যে মুখ তুলে গতি কমাবার জন্যে চিৎকার করছে সে, কিন্তু তার কথায় কান না দিয়ে ফুলস্পীডে স্নোমোবাইল চালাচ্ছেন ড. গ্রোনকুইস্ট। ঘাড় ফিরিয়ে একবার পিছন দিকে তাকালো লিলি। পিছু পিছু আসছে ওরা।

দ্বিতীয় স্নোমোবাইল স্লেড টানছে না, কাজেই প্রথমটাকে পাশ কাটিয়ে গেলো অনায়াসে, দেখতে দেখতে বরফের রাজ্যে হারিয়ে গেলো মাইক আর হসকিন্স।

বেশ খানিক পর স্নোমোবাইলের আলোর শেষ প্রান্তে বড়সড় একটা ধাতব আকৃতি মাথাচাড়া দিচ্ছে দেখে পেশীতে টান পড়লো ড. গ্রোনকুইস্টের। হঠাৎ করে হ্যান্ডগ্রিপটা বাঁ দিকে ঘুরিয়ে আটকে দিলেন তিনি। সামনের স্কি-গুলোর কিনারা বরফের ভেতর গেঁথে গেলো, প্লেনের একটা বিচ্ছিন্ন ডানা এক মিটার দূরে থাকতে আরেক দিকে ঘুরে গেলো স্নোমোবাইল। বাহনটাকে সিধে করার প্রাণান্ত চেষ্টা করলেন তিনি। কিন্তু একবার কাত হতে শুরু করায় স্লেডটাকে আর সিধে করা গেলো না, জিনিসপত্র নিয়ে উল্টে পড়লো সেটা, হ্যাঁচকা টান খেয়ে আরও কাত হয়ে গেলো স্নোমোবাইলেও। তারপর কি ঘটল দু'জনের কেউই বলতে পারবে না। কামানের গোলার মতো ছিটকে পড়লেন ড. গ্রোনকুইস্ট, তাঁর আর্তনাদ শুনতে পেল লিলি। অন্ধকার শূন্যে সেও ছিটকে পড়েছে, কিন্তু কোথায় কোনো ধারণা নেই। স্লেডটা ধেয়ে এলো তার দিকে, কয়েক ইঞ্চির জন্যে ধাক্কা দিলো না। কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে পড়লো সেটা। স্নোমোবাইল ওল্টাতে গিয়েও ওল্টায়নি, ছুটে এসে লিলির পাশে থামলো সেটা, এখনও কাত হয়ে রয়েছে। তারপর সেটা পড়লো। সরাসরি লিলির একটা পায়ের ওপর। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো সে।

পিছনের দুর্ঘটনা সম্পর্কে সাথে সাথে কিছু টের পায়নি মাইক আর হসকিন্স। পিছনে ওদেরকে কতদূর ফেলে এসেছে জানার কৌতূহল নিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো মাইক। বহু পিছনে ওদের আলো নিচের দিকে মুখ করে স্থির হয়ে রয়েছে দেখে তাজ্জব বনে গেলো সে। হসকিন্সের কাঁধে হাত দিয়ে চিৎকার করে বললো, 'ওরা বোধহয় বিপদে পড়েছে!'

প্ল্যানটা ছিলো, প্লেনের চাকার দাগ ধরে অকুস্থলে পৌঁছবে ওরা। সেই দাগ খোঁজার কাজে ব্যস্ত ছিলো হসকিন্স। 'তাই নাকি!' বলেই বিরাট একটাবৃত্ত রচনা করে স্নোমোবাইল ঘোরাতে শুরু করলো সে। একদৃষ্টে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকার ফলে চোখ ব্যথা করছে, তার, ফলে ভালো করে দেখতে পায় নি সামনেটা। প্লেনের চাকার রেখে যাওয়া গভীর গর্তটা যখন দেখতে পেল তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। দু'মিটার ফাঁকাটার কিনারা থেকে শূন্যে উঠে গেলো ওদের বাহন। দু'জন আরোহীর ভার থাকায়

বাহনের নাকটা নুয়ে পড়লো নিচের দিকে, সংঘর্ষ ঘটল গর্তের অপরপ্রান্তের দেয়ালের সাথে, শব্দ শুনে মনে হলো পিস্তলের গুলি ছোঁড়া হয়েছে। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, গর্তের কিনারা টপকে বরফের ওপর আছাড় খেয়ে স্থির হয়ে গেলো দু'জনেই, যেনো অযত্নে ফেলে রাখা কাপড়ের তৈরি একজোড়া পুতুল।

ত্রিশ সেকেন্ড পর অশীতিপর বৃদ্ধের মতো নড়ে উঠলো হসকিন্স। হাঁটু আর কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঁচু হলো সে। তারপর বসল, কিন্তু আচ্ছন্ন ভাবটা কাটল না। এখনও বুঝতে পারছে না এখানে কিভাবে এলো সে। হিস হিস শব্দ শুনে ঘাড় ফেরাল।

পিঠ বাঁকা করে বসে রয়েছে মাইক, দু'হাতে পেট চেপে ধরে গোঙাচ্ছে।

প্রথম দস্তানাটা খুলে নাকে আঙুল বুলালো হসকিন্স। না, ভাঙেনি। তবে ফুটো দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে, ফলে মুখ দিয়ে বাতাস টানতে হচ্ছে ওকে। অন্য কোনো হাড়ও ভাঙেনি, কারণ মোটা গরম কাপড়ে মোড়া ছিলো শরীরটা। হামাগুড়ি দিয়ে উইনফিল্ডের কাছে চলে এলো সে। 'কি ঘটেছে?' প্রশ্ন করেই বুঝল বোকামি হয়ে গেলো।

'প্লেনের চাকা বরফের গায়ে একটা গর্ত রেখে গেছে...'

'লিলি আর ড. গ্রোনকুইস্ট...?'

'দুশো মিটার পিছনে রয়েছে ওরা', বললো মাইক। 'গর্তটাকে ঘুরে যেতে হবে আমাদের, ওদের বোধহয় সাহায্য দরকার।'

ব্যথায় গোঙাতে গোঙাতে কোনোরকমে দাঁড়ালো হসকিন্স। এক পা এক পা করে গর্তের কিনারায় এসে থামল সে। অদ্ভুত কাণ্ড, স্নোমোবাইলের হেডল্যাম্প এখনও জ্বলছে। ল্যাম্পের ম্লান আলোয় গর্তের ভেতর তলাটা দেখতে পাওয়া গেলো। খাঁড়ির পানিতে অসংখ্য বুদ্বুদ, লাফ দিয়ে উঠে আসছে বরফের মেঝে ছাড়িয়ে ছ'ফুট ওপরে। তার পাশে এসে দাঁড়ালো মাইক। একযোগে পরস্পরের দিকে তাকালো ওরা।

'মানবতার সেবক!' ঝাঁঝের সাথে বললো হসকিন্স। 'মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ব্যাকুল! যার যা কাজ তাই তার করা উচিত, বুঝলে! আমরা আর্কিওলজি বুঝি, তাই নিয়ে থাকা উচিত ছিলো!'

'চুপ!' হঠাৎ তাগাদা দিলো মাইক। 'শুনতে পাচ্ছ? একটা হেলিকপ্টার! ফিয়র্ড্যের দিক থেকে এদিকেই আসছে।'

একটা ঘোর আর বাস্তবতার মাঝখানে ভাসছে লিলি।

সে বুঝতে পারছে না, সহজ-সরলভাবে চিন্তা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে উঠছে কেনো। মাথা তুলে ড. গ্রোনকুইস্টের খোঁজ করলো সে। কয়েক মিটার দূরে অনড় পড়ে রয়েছেন তিনি। চিৎকার করে ডাকল লিলি, কিন্তু তিনি নড়লেন না, যেনো মারা গেছেন। হাল ছেড়ে দিয়ে ফুঁপিয়ে উঠলো সে, একটা পা সমস্ত অনুভূতি হারিয়ে ফেলার সাথে সাথে তার ইচ্ছে হলো ঘুমিয়ে পড়ে।

লিলি জানে, মাইক আর হসকিন্স যে কোনো মুহূর্তে ফিরে আসবে। কিন্তু সময় ধীরগতিতে বয়ে চললো। কারও দেখা নেই। ঠাণ্ডায় কাঁপছে সে। ভীষণ ভয় লাগছে। তারপর তন্দ্রা মতো এল। এই সময় শব্দটা শুনতে পেল সে। হঠাৎ করে চোখ ধাঁধানো উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত হয়ে উঠলো কালো আকাশ। ঝুরঝুরে তুষার উড়ল তার চারপাশে। যান্ত্রিক শব্দটা থেমে গেলো এক সময়। আলো ঘেরা অস্পষ্ট একটা মূর্তি এগিয়ে এলো তার দিকে।

মূর্তিটা ধীরে ধীরে ভারী পারকায় মোড়া একটা মানুষের আকৃতি নিল। মানুষটা প্রথমে তাকে ঘিরে ঘুরলো একবার, যেনো পরিস্থিতিটা বোঝার চেষ্টা করলো। তারপর একটানে তার পায়ের ওপর থেকে তুলে ফেললো স্নোমোবাইলটা। আবার তার চারদিকে ঘুরলো মানুষটা, এবার তার মুখে আলো পড়ায় চেহারাটা পরিষ্কার দেখতে পেল লিলি। এই বিপদেও বুকের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো তার, এমন ঝকঝকে সবুজ চোখ জীবনে দেখেনি সে। কাঠিন্য, কোমলতা, আন্তরিক উদ্বেগ সব যেনো খোলা বইয়ের মতো পড়া গেলো মুখটায়। সে একটা মেয়ে দেখে আগন্তুকের চোখ একটু সরু হলো। লিলি ভাবল, এই লোক এলো কোত্থেকে?

কি বলবে ভেবে না পেয়ে শুধু বললো সে, 'তোমাকে দেখে কি যে খুশি লাগছে আমার!'

'আমার নাম ডার্ক পিট', হাসিখুশি কণ্ঠ থেকে জবাব এল। 'খুব যদি ব্যস্ততা না থাকে, কাল রাতে আমার সাথে ডিনার খেতে আপত্তি আছে?'

নয়

পিটের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো লিলি, সন্দেহ হলো শুনতে ভুল করেছে। 'কোথাও যাবার অবস্থা আমার বোধহয় নেই।'

পারকার হুড মাথার পিছনে সরিয়ে দিয়ে লিলির পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো পিট, তার গোড়ালিতে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখল। 'হাড় ভাঙেনি, কোথাও ফুলেও নেই', সহাস্যে বললো ও। 'ব্যথা?'

'ঠাণ্ডায় অবশ হয়ে গেছি, ব্যথা লাগলেও টের পাব না।'

স্লেড থেকে ছিটকে পড়া একটা কম্বল তুলে নিয়ে লিলিকে ঢাকল পিট। 'তুমি প্লেনের প্যাসেঞ্জার নও। এখানে এলে কিভাবে?'

নিজেদের পরিচয় দিলো লিলি, প্লেনের শব্দ শোনার পর থেকে যা যা ঘটেছে সব বললো। সবশেষে একটা হাত তুলে উল্টে পড়া স্লেডটা দেখালো পিটকে।

হেলিকপ্টারের আলোয় দুর্ঘটনার ছবিটা চট করে দেখে নিলো পিট। এই প্রথম নজরে পড়লো, দশ মিটার দূরে আরেকজন পড়ে রয়েছে। প্লেনের বিচ্ছিন্ন ডানাটাও দেখতে পেল। 'এক মিনিট।'

হেঁটে এসে ড. গ্রোনকুইস্টের পাশে হাঁটু গেড়ে বসলো পিট। বিশালদেহী আর্কিওলজিস্ট নিয়মিত নিঃশ্বাস ফেলছেন। ব্যস্ত হাতে তাঁকে পরীক্ষা করলো ও। তীক্ষ্ণ চোখে ওকে লক্ষ করছে লিলি, জিজ্ঞেস করলো, 'উনি কি মারা গেছেন?'

'আরে না! মাথায় চোট পেয়েছেন, তা-ও সামান্য।'

উইনফিল্ডের পিছু পিছু খোঁড়াতে খোঁড়াতে এলো হসকিন্স, ঠিক যেনো একজোড়া তুষারদানব। নিঃশ্বাস বরফ হয়ে যাওয়ায় দু'জনের ফেস মাস্কই ঝাপসা হয়ে গেছে। নিজের মাস্কটা তুললো হসকিন্স, রক্তাক্ত মুখ নিয়ে তাকালো পিটের দিকে, আড়ষ্টভঙ্গিতে হাসলো সে। 'স্বাগতম, আগন্তুক। এক্কেবারে যথাসময়ে পৌঁচেছেন।'

'আপনারা...?'

'ওদের কথাই বলছিলাম', লিলি জানাল। 'আমরা একই দলে। ওরা সামনে ছিলো, তাই আমরা যে দুর্ঘটনার শিকার হয়েছি ওরা জানে না...'

'তোমরাও জানো না যে আমরাও একই দুর্ভাগ্যের শিকার', হেসে উঠে বললো মাইক।

'আপনারা প্লেনটা দেখেছেন?' হসকিন্সকে জিজ্ঞেস করলো পিট।

'নামতে দেখেছি, তবে কাছে যাবার সুযোগ হয়নি।' ড. গ্রোনকুইস্টের দিকে এগোল হসকিন্স, তার পিছু নিলো মাইক। 'কি রকম চোট পেয়েছেন উনি? সিরিয়াস?' লিলির দিকে তাকালো সে। 'তুমি?'

জবাব দিলো পিট, 'এক্স-রে করার পর নিশ্চিতভাবে জানা যাবে।'

'ওদের সাহায্য দরকার। আশা করি...'

'হেলিকপ্টারে মেডিকেল দল আছে, কিন্তু...'

পিটকে থামিয়ে দিয়ে, প্রায় ধমকের সুরে চিৎকার করে হসকিন্স বললো, 'তাহলে ছাই আপনি অপেক্ষা করছেন কি মনে করে? ডাকুন ওদের!' পিটকে পাশ কাটিয়ে নিজেই হেলিকপ্টারের দিকে এগোল সে, কিন্তু লোহার মতো শক্ত একটা মুঠো তার কব্জি চেপে ধরলো।

'আপনার বন্ধুদের অপেক্ষা করতে হবে', দৃঢ়কণ্ঠে বললো পিট। 'প্লেনটা খাঁড়িতে ডুবে গেছে বলে সন্দেহ করছি আমরা। কেউ যদি বেঁচে থাকে, সবার আগে তার চিকিৎসা দরকার। আপনাদের ক্যাম্প এখান থেকে কত দূরে?'

'দক্ষিণ দিকে এক কিলোমিটার', অভিযোগের সুরে জবাব দিলো হসকিন্স।

'স্নোমোবাইল এখনও চালানো যাবে। সঙ্গীকে সাথে নিয়ে স্লেডটা উদ্ধার করুন। আহতদের নিয়ে ফিরে যান ক্যাম্পে। সাবধানে যাবেন, কারণ ওদের শরীরের ভেতর কোথাও চোট লেগে থাকতে পারে। নিশ্চয়ই রেডিও আছে?'

গম্ভীর হসকিন্স মাথা ঝাঁকাল।

'থারটি-টু ফ্রিকোয়েন্সিতে কান রেখে তৈরি থাকবেন', বললো পিট। 'প্লেনটা যদি প্যাসেঞ্জার ভরা কমার্শিয়াল জেটলাইনার হয়, নরক সাফ করার দায়িত্ব চাপবে আমাদের ঘাড়ে।'

'আমরা তৈরি থাকব', পিটকে আশ্বাস দিলো মাইক।

হেঁটে লিলির কাছে চলে এলো পিট। মেয়েটার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো ও, বললো, 'দেখো, ডিনারের কথা আবার ভুলে যেয়ো না!' পারকা হুড মাথায় পড়ে ঝট করে ঘুরলো ও, দীর্ঘ পদক্ষেপে ফিরে চললো হেলিকপ্টারের দিকে।

জ্ঞান ফেরার পর ভাঙা পায়ের ব্যথায় অস্থির হয়ে উঠলো রুবিন। শীতল বরফের প্রচণ্ড একটা চাপ অনুভব করলো সে, তাকে পিছন দিকে ঠেলছে। চোখ মেলে চারদিকে অন্ধকার দেখল সে, তবে অন্ধকারটা ধীরে ধীরে সয়ে এল। ভাঙা উইন্ডশীল্ড দিয়ে তুষার আর বরফের ধস ঢুকছে ভেতরে, ধীরে ধীরে তার নিচে চাপ পড়ে যাচ্ছে সে। একটা পা ভেঙেছে, তুষারের নিচে কিসের সাথে যেনো আটকে আছে সেটা। তার মনে হলো, পা-টা পানিতে ডুবে আছে। পানি নয়, ভাবল সে, তার নিজের রক্ত।

আসলে পানি। বরফের আবরণ ভেদ করে খাঁড়ির পানিতে তিন মিটার ডুবে গেছে প্লেনটা, কেবিনের মেঝেতে থই থই করছে পানি, অনেকগুলো সীটও ডুবে গেছে।

ইয়াবারার কথা মনে পড়লো চীফ স্টুয়ার্ডের। অন্ধকারের ভেতর ডান দিকে ঘাড় ফেরাল সে। প্লেনের বো, স্টারবোর্ডা সাইডে, ভেঙেচুরে ভেতর দিকে দেবে গেছে প্রায় এঞ্জিনিয়ারের প্যানেল পর্যন্ত। বিধ্বস্ত টেলিস্কোপ আর তুষারের ভেতর থেকে ইয়াবারার শুধু একটা মোচড়ানো হাত বেরিয়ে থাকতে দেখল সে।

অসুস্থ বোধ করায় চোখ ফিরিয়ে নিলো । বিপদের সময় তার পাশে ছিলো লোকটা, তার মৃত্যু বড় একটা আঘাত হয়ে বাজল বুকে। উপলব্ধি করলো, কেউ যদি উদ্ধার না করে, ঠাণ্ডায় জমে সেও মারা যাবে খানিক পর।

ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করলো রুবিন।

তোবড়ানো প্লেনটার মাথার ওপর চলে এলো ওদের হেলিকপ্টার। একটা ডানা নেই, অপরটা মোচড় খেয়ে ফিউজিলাজের সাথে সেঁটে আছে। লেজের দিকটাও এমনভাবে তুবড়েছে যে চেনা যায় না। অবশিষ্ট অংশটাকে দেখে মনে হলো সাদা চাদরের ওপর স্থির হয়ে আছে পেটমোটা একটা ছারপোকা। 'ফিউজিলাজ বরফ ভেঙে পানিতে ডুবে রয়েছে', বললো পিট। 'আমি বলব, এক-তৃতীয়াংশ।'

'আগুন ধরেনি', পিটের পাশ থেকে বললো অ্যাল জিওর্দিনো। প্লেনের ওপর পড়া, হেলিকপ্টারের উজ্জ্বল আলোর প্রতিফলনে চোখ ধাঁধিয়ে গেলো তার। 'নেহাতই ভাগ্য। গা কেমন চকচক করছে দেখছ? যত্নের ছাপ। আমি বলব, ওটা একটা বোয়িং সাতশো বি। প্রাণের কোনো লক্ষণ, পিট?'

'দেখছি না', বললো পিট। 'ভাল ঠেকছে না, অ্যাল।'

'আইডেনটিফিকেশন মার্কিং?'

'খোলের গয়ে তিনটে ফিতের মতো মোটা রেখা; হালকা নীল আর নীলচে বেগুনির মাঝখানে উজ্জ্বল সোনালি।'

'পরিচিত এয়ার লাইনের সাথে রঙগুলো মেলে না।'

'আরও নিচে নেমে চক্কর দাও', বললো পিট। 'তুমি ল্যান্ডিঙের জন্যে জায়গা খোঁজো, আমি লেখাগুলো পড়ার চেষ্টা করি।'

দু'বার চক্কর দিতেই পিট বললো, 'নেবুলা। নেবুলা এয়ার।'

'জীবনে কখনও শুনিনি', বললো জিওর্দিনো, বরফের ওপর স্থির হয়ে আছে দৃষ্টি।

'শুধু ভি. আই. পি.-দের বহন করে। চার্টার করতে হয়।'

'কমার্শিয়াল ফ্লাইটের পথ ছেড়ে এখানে এটা এলো কেনো?'

'বলার জন্যে কেউ বেঁচে থাকলে একটু পরই জানতে পারব।' পিছনে বসা আটজন লোকের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো ও। হেলিকপ্টারের গরম পেটে আরাম করে বসে আছে সবাই। আর্কটিক আবহাওয়ার উপযোগী নেভি-ব্লু পোশাক সবার পরনে। একজন সার্জেন, তিনজন মেডিকেল সহকারী। বাকি চারজন ড্যামেজ-কন্ট্রোল এক্সপার্ট। ওদের পায়ের কাছে পড়ে রয়েছে মেডিকেল সাপ্লাইয়ের বাক্স, কম্বল, স্ট্রেচার আর আগুন নেভানোর উপকরণ ও যন্ত্রপাতি।

প্রধান দরোজার উল্টোদিকে একটা হিটিং ইউনিট রয়েছে, মোটা কেবল-এর সাথে সংযুক্ত, কেবলের অপর প্রান্ত মাথার ওপর ঝুলে থাকা উইঞ্চের সাথে জড়ানো। ওটার পাশেই রয়েছে ঘেরা কেবিনসহ একটা স্নোমোবাইল।

পিটের ঠিক পিছনে বসেছেন ডাক্তার জ্যাক গেইল। সদালাপী সদাহাস্যময় ভদ্রলোক মৃদু হেসে জানতে চাইলেন, 'নিজেদের বেতন হালাল করার সময় এলো ব'লে!'

ডাক্তারের হাসিখুশি মনোভাব কখনোই পাল্টায় না।

'নামার পর বুঝতে পারব', বললো পিট। 'প্লেনের চারধারে কিছুই নড়ছে না। তবে আগুনে ধরেনি। ককপিট ডুবে আছে। ফিউজিলাজ তোবড়ালেও কোথাও ফুটো হয়নি বলে মনে হচ্ছে। মেইন কেবিনে প্রায় এক মিটার উঁচু পানি উঠেছে।'

'আহত লোক যদি ভিজে গিয়ে থাকে, ঈশ্বর তার সহায় হোন।' ডাক্তার গেইল গম্ভীর হলেন। 'ফ্রিজিং ওয়াটারে আট মিনিটের বেশি বাঁচার কথা নয়।'

'ওরা যদি ইমার্জেন্সি একজিট খুলতে না পারে, প্লেনের গা কেটে ভেতরে ঢুকতে হবে।'

লেফটেন্যান্ট কর্ক সিমোন, ড্যামেজ-কন্ট্রোল টীমের নেতা, বললো, 'কাটিং ইকুইপমেন্ট থেকে আগুনের ফুলকি বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়া তেলে আগুন ধরে যেতে পারে। ভালো হয় আমরা যদি মেইন কেবিনের দরোজা দিয়ে ঢুকি। স্ট্রেচার ঢোকানোর জন্যে চওড়া জায়গা লাগবে ডাক্তার গেইলের।'

'আপনার কথায় যুক্তি আছে', বললো পিট। 'তবে মেইন কেবিনের দরোজা খুলতে অনেক সময় লাগবে। আমাদের প্রথম কাজ যে কোনো একটা ফাঁক দিয়ে হিটারের ভেন্ট পাইপ ভেতরে ঢোকানো।'

হেলিকপ্টার ল্যান্ড করলো সমতল বরফের ওপর, প্লেনের কাছ থেকে সামান্য দূরে। নামার জন্যে তৈরি হলো সবাই। রোটর ব্লেডের বাতাসে চারদিকে তুলোর মতো উড়ছে তুষার। লোডিং ডোর এক ঝটকায় খুলে লাফ দিয়ে নিচে নামল পিট, নেমেই প্লেনের দিকে ছুটল। মেডিকেল সাপ্লাই নামানোর কাজে সহায়তা করলেন ডাক্তার গেইল। বাকি সবাই ধরাধরি করে স্নোমোবাইল আর হিটিং ইউনিট বের করছে।

এক ছুটে প্লেনের ফিউজিলাজটাকে একবার চক্কর দিয়ে এলো পিট। প্রতি মুহূর্তে সজাগ থাকতে হলো কোনো ফাটলে যেনো পা গ'লে না যায়। জেট ফুয়েলের গন্ধে ভারী হয়ে আছে বাতাস। ককপিটের জানালা ছাড়িয়ে উঁচু হয়ে আছে তুষারের একটা স্তূপ, সেটার ওপর চড়ল ও। হাত দিয়ে তুষার সরিয়ে ককপিটের দিকে একটা সুড়ঙ্গ তৈরি করার চেষ্টা করলো। একটু পরই সম্ভব নয় বুঝতে পেরে নিচে নেমে এলো আবার। আলগা তুষার জমাট বেঁধে শক্ত বরফ হয়ে গেছে, হাত দিয়ে ভাঙতে কয়েক ঘণ্টা লাগবে।

হন হন করে অবশিষ্ট ডানার দিকে এগোল ও। মূল অংশটা মোচড় খেয়ে সাপোর্টিং মাউন্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, ডগাটা লেজের দিকে তাক করা। পানিতে ডুবে থাকা ফিউজিলাজের পাশে লম্বা হয়ে রয়েছে গোটা ডানা, জানালাগুলোর এক হাত নিচে। আবরণহীন পারিন ওপর ডানাটাকে সেতু হিসেবে ব্যবহার করলো পিট, একটা জানালার সামনে হাঁটুগেড়ে বসে ভেতরে উঁকি দিলো। হেলিকপ্টারের আলো প্লেক্সিগ্লাসে প্রতিফলিত হয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিলো ওর, দুই হাত দিয়ে চোখ দুটোকে আড়াল করতে হলো।

প্রথম কিছুই দেখল না পিট। শুধু অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা। তারপর হঠাৎ, জানালার উল্টোদিকে কিম্ভূতকিমাকার একটা অবয়ব উদয় হলো, পিটের মুখ থেকে মাত্র দেড় ইঞ্চি দূরে। নিজের অজান্তেই পিছিয়ে এলো ও।

একটা নারীমুখ, একটা বন্ধ চোখের নিচে লালচে কাটা দাগ, রক্তে ভিজে গেছে শরীরের একটা দিক। প্রায় ভূত দেখার মতোই চমকে উঠলো পিট।

তারপর মুখের অক্ষত অংশটার ওপর চোখ পড়লো। উঁচু চোয়াল, লম্বা কালো চুল, ধারাল নাক, অলিভ বাদামী চোখ। সুন্দরী যে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

জানালার কাচে নাক ঠেকিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ও, 'ইমার্জেন্সি হ্যাচ খুলতে পারবেন?'

সুন্দর একটা ভুরু সামান্য উঁচু হলো, কিন্তু অক্ষত চোখে কোনো ভাব ফুটল না।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?'

ঠিক সেই মুহূর্তে লে. সিমোন্সের লোকজন অক্সিলিয়ারি পাওয়ার ইউনিট চালু করলো, চারদিকে উজ্জ্বল আলোর বন্যা বইয়ে দিয়ে জ্বলে উঠলো কয়েকটা ফ্লাডলাইট। হিটার ইউনিটে পাওয়ার সংযোগ দেয়া হলো, বরফের ওপর দিয়ে টেনে আনা হলো ফ্লেক্সিবল হোস।

'এদিকে, ডানার ওপর', হাত নেড়ে লোকগুলার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পিট। 'জানালা ভাঙার জন্যে কিছু একটা আনো।'

জানালার দিকে ফিরল ও, কিন্তু ভদ্রমহিলা ইতোমধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

হিটারের হোস নিয়ে ডানায় উঠলো লোকগুলো, চোখে-মুখে গরম বাতাস পেল পিট।

'আমাদের মনে হয় দরোজা কেটে ঢুকতে হবে', বললো ও। ওকে একপাশে সরে দাঁড়াতে বলে কোটের পকেট থেকে ব্যাটারিচালিত একটা যন্ত্র বের করলো কর্ক সিমোন। সুইচ অন করতেই শেষ প্রান্তে একটা চাকা ঘুরতে শুরু করলো। 'আমেরিকান নেভির সৌজন্যে। অ্যালুমিনিয়াম আর প্লেক্সিগ্লাস মাখনের মতো কাটতে পারে।' শুধু কথায় নয়, আড়াই মিনিটের মধ্যে কাজটা করেও দেখালো সে।

কোমর বাঁকা করে ঝুঁকল পিট, সদ্য ভাঙা জানালার ভেতর হাত গলিয়ে দিয়ে টর্চ জ্বালল। প্লেনের ভেতর ভদ্রমহিলার ছায়া পর্যন্ত নেই কোথাও। খাঁড়ির ঠাণ্ডা পানিতে টর্চের আলো চকচক করছে। ছোটো ছোটো লাফ দিয়ে কাছাকাছি খালি সীটগুলোয় ওঠার চেষ্টা করছে মন্থরগতি ঢেউ। পিটের আর সিমোন দু'জন মিলে জানালা দিয়ে হোসটা ঢোকাল, তারপর ছুটল প্লেনের সামনের দিকে। ইতোমধ্যে নেভির লোকজন পানির নিচে হাত ডুবিয়ে মেইন একজিট ডোর খোলার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। যা ভয় করা হয়েছিলো তাই, আটকে গেছে ওটা। ব্যস্ততার সথে দরোজার গায়ে ড্রিল মেশিন দিয়ে ফুটো তৈরি করা হলো, ফুটোয় ঢোকানো হলো স্টেনলেস স্টীলের হুক, প্রতিটি হুক স্নোমোবাইলের সাথে কেবল দিয়ে যুক্ত। স্নোমোবাইল চালু করে খোলা হলো দরোজাটা।

প্লেনের ভেতর গাঢ় অন্ধকার। কেমন যেনো একটা অশুভ পরিবেশ। চেহারায় ইতস্তত ভাব নিয়ে পিছন দিকে তাকালো পিট। ডাক্তার গেইল তাঁর দলবল নিয়ে ওর ঠিক পিছনেই রয়েছেন। লে. সিমোন্সের লোকজন পাওয়ার ইউনিটের কেবল খুলছে প্লেনের ভেতর আলোর ব্যবস্থা করার জন্যে। 'চলুন, ঢোকা যাক', বললো ও।

খোলা দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকল পিট। পানিতে পড়লো, ডুবে গেলো হাঁটু পর্যন্ত। অনুভব করলো যেনো এক হাজার সুঁই হঠাৎ করে বিঁধে গেছে পায়ে। বাল্কহেড

ঘুরে মাঝখানের আল ধরে এগোল ও, আলের দু'পাশে প্যাসেঞ্জার কেবিনের সারি সারি সীট। ভৌতিক নিস্তব্ধতা ওর হৃৎপিণ্ডের গতি বাড়িয়ে দিলো। ঠিক ধরতে পারছে না, কিন্তু অনুভব করছে, ভয়ঙ্কর কি যেনো একটা ঘটে গেছে এখানে। পানি ঠেলে এগোচ্ছে, শুধু তারই শব্দ পাচ্ছে, আর কোনো আওয়াজ নেই।

তারপর থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পিট, সবচেয়ে বীভৎস ভয়টা বিষাক্ত ফুলের পাপড়ির মতো উন্মুক্ত হতে শুরু করলো।

পিটের দু'পাশে ওগুলো যেনো সব ভূতের মুখ, ফ্যাকাসে আর সাদা। কেউ নড়ছে না, কারও চোখে পলক নেই, কেউ কথা বলছে না। যার যার সীটে স্ট্র্যাপ দিয়ে নিজেকে আটকে রেখেছে, পিটের দিকে তাকিয়ে আছে সারি সারি লাশ।

দশ

হিমেল বাতাসের চেয়ে ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে অনুভূতি হলো পিটের ঘাড়ের পিছনে। বাইরের আলো জানালো দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে, দেয়ালগুলোয় কিম্ভূতকিমাকার ছায়া নড়াচড়া করছে। এক এক করে সীটগুলো দিকে তাকালো ও, যেনো আশা করছে চোখচোখি হলে হঠাৎ কেউ হাত বাড়াবে বা কথা বলে উঠবে। কিন্তু না, পাতাল সমাধিতে রাখা মমির চুপচাপ বসে থাকলো সবাই।

আরোহীদের একজনের ওপর ঝুঁকে পড়লো পিট। তার লালচে সোনালি চুল মাথায় ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ করা। আলোর কিনারায় একটা সীটে বসে আছে সে। তার চেহারায় ব্যথা, ভয় বা বিস্ময়ের কোনো চিহ্ন নেই। চোখ দুটো আধখোলা, যেনো ধুমে ঢলে পড়ার আগের মুহূর্তে রয়েছে। ঠোঁট জোড়া স্বাভাবিকভাবে জোড়া লাগানো। চেয়াল সামান্য একটু ঝুলে পড়া।

তার অসাড় একটা হাত ধরলো পিট। পালস্ পেল না। হার্ট বন্ধ হয়ে গেছে। 'কিছু বুঝছ?' জিজ্ঞেস করলেন ডাক্তার গেইল, পিটকে পাশ কাটিয়ে আরেক আরোহীকে পরীক্ষা করছের তিনি।

'মারা গেছেন ভদ্রলোক', জবাব দিলো পিট।

'ইনিও।'

'মৃত্যুর কারণ?'

'এখুনি বলতে পারছি না। আঘাতের কোনো চিহ্ন দেখছি না। মারা গেছে খুব বেশিক্ষণ হয়নি। প্রচণ্ড ব্যথা বা হাত-পা ছোঁড়ার কোনো লক্ষণ নেই। চামড়ার রঙ দেখে রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইড জ'মে মারা গেছেন বলেও তো মনে হচ্ছে না।'

'সেটারই সম্ভাবনা বেশি', বললো পিট। 'অক্সিজেন মাস্কগুলো এখনও ওভারহেড প্যানেলে রয়েছে।'

একের পর এক আরোহীদের পরীক্ষা করে চলেছেন ডাক্তার গেইল। 'আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে বলতে পারব।'

দোরগোড়ার মাথায় একটা আলো জ্বালার ব্যবস্থা সেরে ফেললো লে. সিমোন । বাইরের দিকে ফিরিয়ে একটা হাত ঝাঁকাল সে। প্লেনের ভেতরটা দিনের মতো আলোকিত হয়ে উঠল।

কেবিনের চারদিকে তাকালো পিট। চোখে পড়ার মতো ক্ষতি শুধু সিলিঙের হয়েছে, কয়েক জায়গায় তুবড়ে গেছে সেটা। প্রতিটি সীট খাড়া অবস্থা রয়েছে, প্রত্যেক আরোহীর সীট বেল্ট বাঁধা। 'বরফজলে অর্ধেক ডুবে বসে ছিলো, নড়াচড়া না করে হাইপোথারমিয়ায় মারা গেছে, এ অবিশ্বাস্য।' এক স্বর্ণকেশী বৃদ্ধাকে তার খোলা হাতের তালুতে লাল একটা গোলাপ।

'বোঝাই যাচ্ছে প্লেন বরফ স্পর্শ করার আগেই মারা গেছে সবাই', বললেন ডাক্তার গেইল।

সার সার সীটের ওপর আবার চোখ বুলালো পিট। 'কিন্তু কেনো?'

'বিষাক্ত গ্যাস মৃত্যুর কারণ হতে পারে।'

'কোন গন্ধ পাচ্ছেন?'

'না।'

'আমিও না।'

'আর কি হতে পারে?'

'খাদ্যে বিষ?'

ঝাড়া তিন সেকেন্ড পিটের দিকে তাকিয়ে থাকলেন ডাক্তার গেইল। 'নিঃশ্বাস ফেলছে এমন কাউকে দেখতে পেয়েছ তুমি? কোথায়?'

'দারজা ভেঙে ভেতরে ঢোকার আগে', বললো পিট, 'জানালা দিয়ে এক ভদ্রমহিলা আমার দিকে তাকিয়েছিয়েন। কোনো সন্দেহ নেই তাঁকে আমি জীবিত দেখছি। কিন্তু এখন কেনো যে দেখছি না...'

ডাক্তার গেইল কিছু বলার আগে পানি ঠেলে এগিয়ে এলো লে. সিমোন । ভয়ে আর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে আছে তার চোখ। 'ওহ্ গড!' সীটে বসা আরোহীদের দিকে পেছন ফেরার জন্যে ঘন ঘন একদিক থেকে আরেক দিকে ঘুরো দাঁড়ালো সে। 'মানুষ এভাবে মারা যায়! সত্যিই কি লাশ ওগুলো, নাকি মমি?'

'লাশ', মৃদুকণ্ঠে বললো পিট। 'তবে একজন অন্তত বেঁচে আছে। হয় ককপিটে, নয়তো লুকিয়ে আছে পেছনের কোনো বাথরুমে।'

'তাহলে আমার চিকিৎসা দরকার তার', ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ডাক্তার গেইল।

'আপনি বরং এখানেই আরোহীদের পরীক্ষা করুন', প্রস্তাব দিলো পিট। 'দেখুন সবাই মারা গেছে কিনা। সিমোন ককপিটে চলে যান, আমি বাথরুমগুলো দেখি।'

'এত লাশ', বললো লে. সিমোন, 'কি করে সরানো হবে? কমান্ডার নাইটকে জানানো দরকার না?'

'যেখানে আছে সেখানেই থাকুক', দৃঢ়কণ্ঠে, নির্দেশের সুরে বললো পিট।

'রেডিওর ধারেকাছে যাবেন না। ক্যাপটেনকে আমার নিজেরা গিয়ে রিপোর্ট করব। আপনার লোকজনদের সবাইকে বাইরে রাখুন, কেউ যেনো প্লেনের ভেতর না ঢোকে। ভালো হয় দরোজাটা সীল করে দিলে। আপনার মেডিকেল দল সম্পর্কেও একই কথা, ডাক্তার গেইল। জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কেউ কিছু স্পর্শও করবে না।'

'কিন্তু....', প্রতিবাদের সুরে শুরু করলো লে. সিমোন।

'আমাদের বোধবুদ্ধির বাইরে একটা কিছু ঘটেছে এখানে', তাকে থামিয়ে দিয়ে বললো পিট, 'দুর্ঘটনার খবর এরই মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এয়ার-ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেটর আর রিপোর্টাররা ভিড় জমাবে। উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ যোগাযোগ না করা পর্যন্ত কেউ আমরা কারও কাছে মুখ খুলব না।'

আবার কিছু বলতে গেলো লে. সিমোন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে নিজেকে সামলে নিলো সে। 'ঠিক আছে, মি. পিট।'

'তাহলে চলুন দেখা যাক কেউ বেঁচে আছে কিনা।'

বিশ সেকেন্ডের পথ বাথরুমগুলো, পানি ঠেলে পৌঁছতে দু'মিনিট লাগলো পিটের। এরই মধ্যে ওর পা অসাড় হয়ে গেছে। আঘণ্টার মধ্যে গরম করে না নিলে ওগুলো যে ফ্রস্টবাইটের শিকার হবে তা জানার জন্যে ডাক্তার গেইলের উপদেশ দরকার নেই ওর।

প্লেনের ধারণ ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হলে আরও বহু লোক মারা যেত। অনেক সীট খালি থাকা সত্ত্বেও তিপ্পান্নটি লাশ গুনল পিট। পিছনের বাল্কহেড ঘেঁষে সীটে বসা একজন মহিলা ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টকে পরীক্ষা করলো ও। তার মাথা সামনের দিকে ঝুঁকে আছে, পানিতে ঝুলে পড়েছে সোনালি চুল। পালস্ নেই।

একটা কম্পার্টমেন্টের ভেতর ঢুকল পিট, এটার ভেতরই বাথরুমগুলো। তিনটে দরোজার মাথায় 'খালি' চিহ্ন দেখে ভেতরে উঁকি দিলো ও। কেউ নেই ভেতরে। চার নম্বরটা রয়েছে 'খালি নয়' চিহ্ন, ভেতর থেকে বন্ধ। তারমানে ভেতরে কেউ আছে। সজোরে কয়েকবার নক করলো ও, তারপর ডাকাল, 'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন?' ইংরেজিতে করলো প্রশ্নটা। 'ভাষা ঠিক আছে? আমরা আপনাদেরকে সাহায্য করার জন্যে এসেছি। প্লীজ, দরোজা খোলার চেষ্টা করুন।'

কবাটে কান ঠেকালো পিট। মনে হলো কেউ যেনো ফুঁপিয়ে উঠলো নিচু গলায়। তারপরই শোনা গেলো ফিসফিসে আওয়াজ, যেনো নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছে দু'জন মানুষ।

গলা চড়াল পিট, 'পিছিয়ে যান। দরোজা ভাঙছি।'

ভেজা পা তুলে দরোজার গায়ে লাথি মারল পিট। খুব জোরে নয়, শুধু হুড়কো বা ছিটকিনি ভাঙতে চায়। কবাট ভেঙে পড়লে ভেতরে যারা আছে তারা আহত হতে পার। দ্বিতীয় লাথিতে কাজ হলো।

বাথরুমের পিছনের একটা কোণে, টয়লেট প্ল্যাটফর্মের ওপর, দু'জন ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে। একজন থরথর করে কাঁপছে, পরনে ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের ইউনিফর্ম, দ্বিতীয় ভদ্রমহিলাকে আঁকড়ে ধরে আছে সে। এক ভেঙে গেছে ইউনিফর্ম পরিহিতার, বুঝলো পিট।

অপরজনের চেহারায় সন্দেহ আর কাঠিন্য ফুটে থাকতে দেখল পিট। চিনতে পারলো ও, এঁকেই জানালায় দেখেছিলো। তখন অবশ্য মাত্র একটা চোখ খোলা ছিলো, এখন দুটোই খোলা। ঘৃণা আর সাহস নিয়ে পিটের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। মুখের একপাশ শুকনো রক্তের চাদরে ঢাকা। তাঁর গলার সুরে মারমুখো ভাব লক্ষ করে অবাক না হয়ে পারলো না ও। 'কে আপনি? কি চান?' বিশুদ্ধ ইংরেজি, উচ্চারণ ভঙ্গি খানিকটা আঞ্চলিক।

'আমার নাম ডার্ক পিট', বললো পিট, 'আমেরিকার জাহাজ পোলার এক্সপ্লোরার থেকে এসেছি।' 'যা বললেন প্রমাণ করতে পারবেন?'

'দুঃখিত, ড্রাইভিং লাইসেন্সটা ফেলে এসেছি বাড়িতে।' দরোজার গায়ে হেলান দিলো পিট। 'প্লীজ, ভয় পাবেন না', সম্মানের সুরে নরম গলায় বললো আবার। 'আমরা সাহায্য করতে এসেছি করতে এসেছি, ক্ষতি করতে নয়।'

ভদ্রমহিলার কাঁধ থেকে মাথা তুলে হিস্টিরিয়াগ্রস্থের হাসি হাসলো ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট, তারপরই আবার কি মনে করে ফুঁপিয়ে উঠল।

'ওরা সবাই মারা গেছে, খুন!'

'হ্যাঁ, জানি', শান্তসুরে বললো পিট, একটা হাত বাড়িয়ে দিলো। 'ধরুন। আপনাদের চিকিৎসা দরকার। আমাদের সাথে যাক্তার আছেন। এই ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে....'

'বুঝব কিভাবে আপনি টোরোরিস্টদের একজন নন?' আগের মতই কঠিন সুরে জিজ্ঞেসা করলেন ভদ্রমহিলা।

শব্দখেলায় বিরক্ত হয়ে পড়েছে পিট। সামনে এগিয়ে গিয়ে এক কাঁধে তুলে নিলো ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্টকে।

'পেশি ঢিল দিন, মনে করুন, আপনি নায়িকা আর আমি নায়ক– উদ্ধার পেতে যাচ্ছেন এ যাত্রা।' পিট বলে।

'নিজেকে নায়িকা ভাবতে পারছি না, চেহারা-পোশাকের যা অবস্থা।'

'আমার কাছে তো ভালোই লাগছে', সহাস্যে পিট বলে। 'চলুন না হয়, ডিনারে যাই একদিন?'

'আমার স্বামী আসতে পারবে তো?'

'যদি উনি বিল দেন, তবে।'

'আমি হাঁটতে পারব বলে মনে হয় না', বলে পিটের ঘাড় জড়িয়ে ধরলো মেয়েটা। হাসি গোপন করে তাকে দু'হাতের ওপর তুলে নিলো উদ্ধার কর্তা। ঘাড় ফিরিয়ে ভদ্রমহিলার দিকে তাকালো ও। 'দয়া করে ভুলেও পানিতে নামতে যাবেন না। এখুনি আপনার জন্যে ফিরে আসছি আমি।'

এই প্রথম হে'লা কামিল উপলব্ধি করলেন, তিনি নিরাপদ। ভয়ংকর সময়টাতে স্থির থাকলেও, এখন, এই মুহূর্তে কান্না পেলো তার।

রুবিন জানে, সে মারা যাচ্ছে। ঠাণ্ডা বা ব্যথা, কিছুই অনুভব করছে না। অচেনা কণ্ঠস্বর, আকস্মিক আলো, এ সবের কোনো অর্থ খুঁজে পেল না সে। নিজেকে তার বিচ্ছিন্ন, বিচ্যুত বলে মনে হলো। অলস মস্তিষ্কে চিন্তা শক্তি লোপ পেতে যাচ্ছে। যা কিছু ঘটছে সব যেনো অতীত থেকে উঠে আসা অস্পষ্ট স্মৃতি, কবে যেনো ঘটেছিলো।

বিধ্বস্ত ককপিট হঠাৎ সাদা উজ্জ্বলতায় ভ'রে উঠল। কোনো কোনো মানুষ দাবি করে মৃত্যুর পর পৃথিবীতে আবার ফিরে এসেছে তারা, তাহলে সেও কি তাই আসছে? শরীরবিহীন একটা কণ্ঠস্বর কাছ থেকে কথা বলে উঠল, 'শক্ত হোন, সাহস করুন, সাহায্য এসে গেছে।'

চোখমেলে অস্পষ্ট মূর্তিটাকে চেনার চেষ্টা করলো ।

'আপনি কি ঈশ্বর?'

মুহূর্তের জন্যে ভাবলেশহীন হয়ে গেলো লে. সিমোন্সের চেহারা। তারপর সকৌতুকে হাসলো সে। 'না। স্রেফ মরণশীল একজন মানুষ, ঘটনাচক্রে আপনাদের প্রতিবেশী।'

'আমি মারা যাইনি?'

'দুঃখিত, বয়স আন্দাজ করতে যদি ভুল না করে থাকি, আপনাকে আরও পঞ্চাশ বছর অপেক্ষা করতে হবে।'

'আমি নড়তে পারছি না। পা দুটো যেনো পেরেকের সাথে আটকে আছে। বোধ হয় ভেঙে গেছে...প্লীজ, বের করুন আমাকে।'

'ধৈর্য ধরুন, আপনাকে উদ্ধার করতেই এসেছি আমি', চামড়ার দস্তানা পরা হাত দিয়ে ব্যস্ততার সাথে প্রায় এক ফুট তুষার আর বরফ সরিয়ে ফেললো লে. সিমোন,

রুবিনের বুক আর পেট মুক্ত হলো, ছাড়া পেল হাত দুটো। 'এবার আপনি নাক চুলকাতে পারবেন। শাবল আর যন্ত্রপাতি নিয়ে এখুনি ফিরব আমি।'

মেইন কেবিনে ফিরে এসে সিমোন দেখল, ফ্লাই অ্যাটেনড্যান্টকে বুকে নিয়ে ভেতরে ঢুকছে পিটও। গেইলের হাতে মেয়েটাকে তুলে দিলো ও।

'ডাক্তার গেইল', বললো সিমোন । 'ককপিটে একজন বেঁচে আছে।'

'এই এলাম বলে।'

পিটের দিকে তাকালো সিমোন , 'আপনার সাহায্য পেলে ভালো হয়...'

মাথা ঝাঁকাল পিট। 'দু'মিনিট সময় দিন। বাথরুম থেকে আরো একজন কে নিয়ে আসে আগে।'

হাঁটু ভাঁজ করে নিচু হলেন হে'লা কামিল, ঝুঁকে আয়নার দিকে তাকালেন। নিজের প্রতিবিম্ব দেখার জন্যে আলোর আভা যথেষ্টই রয়েছে বাথরুমে। যে মুখটা তাঁর দিকে পাল্টা দৃষ্টি ফেলল, হঠাৎ দেখে তিনি চিনতে পারলেন না শুকনো, নির্লিপ্ত চেহারা, চোখে কোনো ভাষা নেই। ভাগ্যহত রাস্তার মেয়েদের একজন বলে মনে হলো, পুরুষের হাতে বেদম মারধর খেয়ে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আছে।

র‍্যাক থেকে টেনে কয়েকটা পেপার টাওয়েল নামালেন তিনি, ঠাণ্ডা পানিতে ভিজিয়ে মুখ থেকে রক্ত আর লিপস্টিক মুছলেন। মাসকারা আর আইশ্যাডো ও চোখের চারপাশে লেপে মুছে একাকার হয়ে গেছে, তাও পরিষ্কার করলেন। চুল মোটামুটি ঠিকটাকই আছে, শুধু আলগা প্রান্তগুলো হাত দিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় সরিয়ে দিলেন।

আয়নায় চোখ রেখে ভাবলেন, এখনও বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে চেহারা। পিটকে ফিরে আসতে দেখে জোর করে একটু হাসলেন তিনি, আশা করলেন নিজেকে অন্তত পরিবেশনযোগ্য করে তুলতে পেরেছেন।

দীর্ঘ এক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে থাকলো পিট, তারপর কৌতুক করার লোভ সামলাতে না পেরে সবিনয় কোমল সুরে জিজ্ঞেস করলো, 'মাফ করবেন, গর্জিয়াস ইয়াং লেডি, এদিকে কোনো বুড়ি ডাইনীকে দেখেছেন নাকি?'

চোখে পানি বেরিয়ে এলেও হে'লা কামিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাসলেন। 'আপনি চমৎকার মানুষ, মি. পিট। থ্যাঙ্ক ইউ।'

'আই ট্রাই, গড নোজ, আই ট্রাই।'

কয়েকটা কম্বল এনেছে পিট, সেগুলো মহাসচিবের গায়ে জড়িয়ে দিলো। তারপর একটা হাত রাখল তাঁর হাঁটুর নিচে, আরেকটা তাঁর কোমরের চারদিকে, অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো শরীরটা বাথরুম প্ল্যাটফর্ম থেকে। বাথরুম থেকে বেরিয়ে আইল ধ'রে এগোল ও, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে।

পিট একবার হোঁচট খেতেই হে'লা কামিল উদ্বেগের সাথে জানতে চাইলেন, 'আপনি ঠিক আছেন?'

'শুধু জ্যাক ডেনিয়েলস্‌ের গরম হুইস্কি পেটে পড়লে সব ঠিক', সহাস্যে জানালো পিট।

'পুরো এক বাক্স উপহার দেবো', প্রতিশ্রুতি দিলেন হে'লা কামিল।

'বাড়ি কোথায়?'

'আপাতত নিউ ইয়র্কে।'

'পরের বার আমি যখন নিউইয়র্কে যাব, আপনি আমার সাথে ডিনার খাবেন?'

'দুর্লভ একটা সম্মান বলে মনে করব, মি. পিট।'

'উল্টোটাও সত্যি, মিস কামিল।'

ভুরু জোড়া একটু ওপরে তুললেন মহাসচিব। 'এই বিধ্বস্ত চেহারায় আপনি আমাকে চিনতে পেরেছেন?'

'মানে, একটু যখন পরিবেশনের যোগ্য করেছেন চেহারাটা, তখন আর কি চিনতে পেরেছি।'

'আপনাকে কষ্ট দেয়ার জন্যে সত্যি আমি দুঃখিত। আপনার পা নিশ্চয়ই অবশ হয়ে গেছ?'

'লোককে বলতে পারব ইউ.এন. সেক্রেটারি জেনারেলকে দু'হাতে বয়ে এনেছি, তার তুলনায় কষ্টটুকু কিছুই নয়।'

অদ্ভুত, সত্যি অদ্ভুত, ভাবল পিট। আজ কার মুখ দেখে ঘুম ভেঙেছিলো ওর? এমন সাফল্য রোজ জোটে না ভাগ্যে। একই দিনে তিন তিনটে সুন্দরী মেয়েকে ডিনার খাবার প্রস্তাব দেয়ার সুযোগ কয়জন পায়। কোনো সন্দেহ নেই, এটা একটা রেকর্ড। সভ্যতা থেকে দু'হাজার মাইল দূরে, জনমানবহীন বরফের রাজ্যে, মাত্র ত্রিশ মিনিট সময়সীমার ভেতর এই সাফল্য-ভাবা যায় না। রাশিয়ান সাবমেরিন খুঁজে পাবার চেয়ে ঢের বড়ো সাফল্য এটা।

পনেরো মিনিট পর। আর ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের সাথে হেলিকপ্টারে আরাম করে বসে আছেন হে'লা কামিল। ককপিটের সামনে দাঁড়িয়ে অ্যাল উদ্দেশে হাত নাড়লো পিট, অ্যাল জিওর্দিনো পাল্টা সঙ্কেত দিলো। ঘুরতে শুরু করলো রোটর, তারপর তুষারের ঝড় তুলে আকাশে উঠে পড়লো কপ্টার। একশো আশি ডিগ্রী বাঁক নিয়ে ছুটে চললো আইসব্রেকার পোলার এক্সপ্লোরার অভিমুখে। এতক্ষণে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হিটিং ইউনিটের দিকে এগোল পিট।

পানি ভরা বুট আর ভিজে ভারী ওঠা মোজা খুলে ফেললো ও, পা দুটো ঝুলিয়ে রাখল এগজস্টের ওপর। রক্ত চলাচল নতুন করে শুরু হতে ব্যথা অনুভব করলো, সহ্য করলো মুখ বুঝে। খেয়াল করলো, পাশে এসে দাঁড়ালো লে. সিমোন।

বিধ্বস্ত প্লেনটাকে দেখছে সিমোন । 'জাতিসংঘের প্রতিনিধিদল?' অস্ফুটস্বরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'আসলেও কি তাই?'

'কয়েকজন ছিলেন সাধারণ পরিষদের সদস্য', বললো পিট। 'বাকি সবাই জাতিসংঘের বিভিন্ন এজেন্সির ডিরেক্টর বা এইড। হে'লা কামিল জানালেন, ফিল্ড সার্ভিস অর্গানাইজেশনের একটা ট্যুর থেকে ফিরছিলেন ওঁরা।'

'ওঁদের মেরে কার কি লাভ?'

মোজা জোড়া হিটার টিউবের ওপর শুকোতে দিলো পিট। 'কি করে বলব?'

'মধ্যপ্রাচ্যের সন্ত্রাসবাদীরা দায়ী?' সিমোন নাছোড়বান্দা।

'তারা বিষ খাইয়ে মানুষ মারতে শুরু করেছে, এটা আমার কাছে নতুন খবর।'

'আপনার পা কেমন?'

'ঠিকই আছে। আপনার?'

'নেভি ইস্যু ফাউল-ওয়েদার বুটজোড়াকে ধন্যবাদ। পা দুটো গরম টোস্টের মতো শুকনো। আমার ধারণা', আবার প্রসঙ্গে ফিরে এলো সিমোন, 'জীবিত তিনজনের একজন দায়ী।'

মাথা নাড়লো পিট। 'সত্যি যদি প্রমাণ হয় যে বিষক্রিয়াতেই মারা গেছেন ওঁরা, তাহলে ধরে নিতে হবে প্লেনে তোলার আগে ফুড সার্ভিস কিচেন থেকে বিষ মেশানো হয়েছে খাবারে।'

'কেন, চিফ স্টুয়ার্ড বা ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট গ্যালিতে বসে কাজটা করতে পারে না?'

'কারও চোখে ধরা না পড়ে পঞ্চাশ ষাটজন লোকের খাবারে বিষ মেশানো অত্যন্ত কঠিন।'

'খাবার না হয়ে, ড্রিঙ্কেও তো হতে পারে।'

'আপনি দেখছি দারুণ গোঁয়ার-গবিন্দ মানুষ– তর্ক করেই যাচ্ছেন।'

মনেমনে ভারি খুশি হলো সিমোন, তার একটা ধারণা গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়েছে বলে। 'তাহলে বলুন তো দেখি, মি. পিট, তিনজনের মধ্যে কাকে আপনার সবচেয়ে বেশি সন্দেহ হয়?'

'তিনজনের একজনকেও নয়।'

'তারমানে কি আপনি বলতে চাইছেন জেনেশুনে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে কালপ্রিট?' তাজ্জব হয়ে জানতে চাইলো সিমোন ।

'না, আমি চার নম্বর লোকটার কথা বলছি, যে এখন বেঁচে আছে।'

'চার নম্বর!' হাঁ হয়ে গেলো সিমোন । 'কিন্তু আমরা তো মাত্র তিনজনকে জীবিত উদ্ধার করেছি!'

'প্লেন ক্র্যাশ করার পর। তার আগে চারজন ছিলো ওরা।'

'আপনি নিশ্চয়ই ছোট্ট মেক্সিকান লোকটার কথা বলছেন না, ককপিটের সীটে যাকে দেখলাম?'

'হ্যাঁ, আমি তার কথাই বলছি।'

হতভম্ব হয়ে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকলো লে. সিমোন । 'এই উপসংহারে পৌঁছনোর পক্ষে অকাট্য কোনো যুক্তি দেখাতে পারবেন আপনি, মি. পিট?'

'উঁচুদরের রহস্যকাহিনী পড়া নেই আপনার?' মুচকি হাসলো পিট। 'জানেন না, রহস্য বা হত্যাকাণ্ডের ঐতিহ্য হলো সবচেয়ে যাকে কম সন্দেহ করা যায়, সেই শেষ পর্যন্ত খুনী প্রমাণিত হয়?'

এগার

'এমন জঘন্য তাস কে বাঁটল?'

চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে প্রশ্ন করলেন রাজনৈতিক সচিব, জুলিয়াস শিলার। কার্ডের ওপর চোখ বুলাচ্ছেন তিনি, কার্ডের কিনারা দিয়ে চুরি করে তাকাচ্ছেন অন্যান্য খেলোয়াড় সঙ্গীদের দিকে, চোখে চিকচিক করছে কৌতুক।

পোকার টেবিলে বসে পাঁচজন খেলছেন ওঁরা। কেউ ধূমপান করছেন না, তবে শিলারের হাতে একটা চুরুট রয়েছে, এখনও ধরাননি। ইয়টটা শিলারের, পঁয়ত্রিশ মিটার দীর্ঘ, নোঙর ফেলেছে পটোম্যাক নদীতে, সাউথ আইল্যান্ডের কাছাকাছি- আলেকজান্দ্রিয়া, ভার্জিনিয়ার ঠিক উল্টোদিকে।

অপর সঙ্গীদের মধ্যে একজন হলেন সোভিয়েত মিশন-এর ডেপুটি চীফ আলেক্সেই কোরোলেঙ্কো। দৈহিক গড়নের দিক থেকে লম্বায় একটু কম কিন্তু চওড়ায় বিশাল। ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সমাজে তাঁর হাসিখুশি চেহারা অত্যন্ত পরিচিত। জুলিয়াস শিলার অসন্তোষ প্রকাশ করায় তিনিই প্রথম তাঁকে সমর্থন করলেন।

'আমাদের দেশে সাইবেরিয়া বলে চমৎকার একটা জায়গা আছে, খেলাটা যদি মস্কোয় হত তাহলে ডিলারকে সেখানে পাঠানোর ব্যাপারে তদ্বির করতোম আমি।'

জুলিয়াস শিলার ডিলারের দিকে তাকালেন।

'পরের বার, ডেইল, কার্ড ভালো করে ফেটে নিয়ো, বুঝলে হে! আলেক্সেই তোমাকে সাইবেরিয়ায় পাঠাতে চাইছে, আর জর্জ হয়তো চাইবে সামরিক আইনে তোমার বিচার করতে।'

কৃত্রিম গাম্ভীর্যের সাথে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ডেইল নিকোলাস, মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট বললেন, 'এতই যদি খারাপ হয় কার্ড, রেখে দিলেই তো পারো!'

সিনেটের পররাষ্ট্র-সম্পর্ক বিষয়ক বিভাগের সভাপতি, সিনেটের জর্জ পিট উঠে দাঁড়িয়ে গায়ের জ্যাকেট খুলে ফেললে। চেয়ারের হাতলে ওটা বিছিয়ে রেখে, ইউরি ভয়স্কির দিকে তাকালেন।

'বুঝলাম না, এরা কেনো কমপ্লেইন করছে, তুমি আর আমি তো একদম জিতিনি।'

সোভিয়েত দূতাবাসের আমেরিকা বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা মাথা ঝাঁকালেন, 'মনে হচ্ছে, পাঁচবছর আগে শেষ একটা ভালো হাত পেয়েছিলাম।'

শিলারের ইয়টে সেই ১৯৮৬ সাল থেকে প্রতি বৃহস্পতিবার চলে এই পোকার খেলা। কালক্রমে শুধু তাস খেলা নয়, বন্ধুদের মিলনস্থলে পরিণত হয়েছে এই আসর। বিশ্বের বড়ো বড়ো শক্তিগুলোর প্রতিনিধিরা এক জায়গায় মিলিত হয় এখানে। কোনো অফিশিয়াল ব্যাপার নেই, প্রেসের ঝুট-ঝামেলা নেই– সবমিলিয়ে বিশ্বশান্তির জন্যে এই অনাড়ম্বর বৈঠক গুরুত্বপূর্ণ বৈকি।

'পঞ্চাশ সেন্টে শুরু করছি আমি', বললেন জুলিয়াস শিলার।

'বাড়িয়ে এক ডলার করলাম ওটাকে', বললেন আলেকসেই কোরোলেঙ্কো।

'বোঝো এবার! রাশিয়ানদের বিশ্বাস করতে নেই!' ব্যঙ্গের সুরে মন্তব্য করলেন ডেইল নিকোলাস।

জুলিয়াস শিলার, আলেক্সেই কোরোলেঙ্কোর দিকে না তাকিয়েই তাঁকে একটা প্রশ্ন করলেন 'মিশরে প্রকাশ্যে বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়তে পারে কি পারে না, এর ওপর ভবিষ্যদ্বাণী করো তো, হে।'

'প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানকে ত্রিশ দিনের বেশি সময় দেব না, এরই মধ্যে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করবে আখমত ইয়াজিদ।'

'তুমি প্রলম্বিত যুদ্ধ দেখতে পাচ্ছ না?'

'না, বিশেষ করে সামরিক বাহিনী যদি সমর্থন করে আখমত ইয়াজিদকে।'

'তুমি আছ, সিনেটর?' জিজ্ঞেস করলেন ডেইল নিকোলাস।

'শেষ পর্যন্ত।'

'ইউরি?'

পটে তিনটে চিপস্ ফেললেন ভয়স্কি, প্রতিটি পঞ্চাশ সেন্টের।

'মোবারক পদত্যাগ করার পর যেদিন থেকে হাসান ক্ষমতা পেয়েছেন, অল্প দিন হলেও, ইতোমধ্যে স্থিতিশীলতার একটা পর্যায় পর্যন্ত তুলে আনতে পেরেছেন মিশরকে', বললেন জুলিয়াস শিলার। 'আমার ধারণা, তিনি টিকে যাবেন।'

'তুমি তো ইরানের শাহ্ সম্পর্কেও এই কথাই বলেছিলে, হে।' অভিযোগের সুরে বললেন কোরোলেঙ্কো।

'মানলাম, হারু পার্টির পক্ষে বাজি ধরেছিলাম', জুলিয়াস শিলার তাস ফেলে গম্ভীর সুরে বললেন, 'আমাকে দুটো তাস দাও।'

আলেকসেই কোরোলেঙ্কো নিজের কার্ড তুলে নিয়ে বললেন, 'তোমাদের বিপুল সাহায্য তলাবিহীন ঝুড়িতে ফেলা হচ্ছে কিনা, সেটাই হলো প্রশ্ন। মিশরীয় জনতা অভুক্ত থাকার পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। এমন উৎকট অভাবের কারণেই তো বস্তি আর গ্রামগুলোয় ধর্মীয় উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়ছে আগুনের মতো। এটা-সেটা করে খোমেনিকে যেভাবে বেশি বাড়াবাড়ি করতে দাওনি, যদি ভেবে থাকো আখমত ইয়াজিদকেও কেটেছেঁটে সাইজে রাখতে পারবে তাহলে হয়তো ভুল করবে তোমরা।'

'আমার জানার কৌতূহল, মস্কোর ভূমিকা কি হবে?' প্রশ্ন করলেন সিনেটর পিট।

'আমরা অপেক্ষা করব', শান্তভাবে বললেন আলেকসেই কোরোলেঙ্কো। 'আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

নিজের কার্ডের ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে জুলিয়াস শিলার বললেন, 'যাই ঘটুক না কেনো, কেউ লাভবান হবে না।'

'কথাটা ঠিক, হারব আমরা সবাই। তোমরা হয়তো মৌলবাদীদের দৃষ্টিতে মহা শয়তান, কিন্তু কমিউনিস্ট হিসেবে আমাদেরকেও ভালবাসা হয় না। তোমাকে বলার দরকার পড়ে না, সবচেয়ে বেশি ক্ষতি হবে ইসরায়েলের। ইরানের কাছে ইরাকের পরাজয় এবং সাদ্দাম হোসেনকে মেরে ফেলার চেষ্টার পর, এখন ইরান আর সিরিয়ার পথ খোলা। ওরা মুসলিম বিশ্বকে ইসরায়েলের বিরুদ্ধে লড়তে ইন্ধন যোগাবে। এবারে ইহুদিরা শেষ।'

সন্দেহপূর্ণ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লেন সিনেটর। 'মধ্যপ্রাচ্যে সেরা যুদ্ধাস্ত্র রয়েছে ইসরায়েলের। ওরা জিতে যাবে।'

'দুই মিলিয়ন আরব যখন একসাথে হামলা করবে, আর জিততে হবে না।' ভয়স্কি সতর্ক করে দিয়ে বললেন। 'দক্ষিণে রওনা হবে আসাদের বাহিনী, আর ইয়াজিদের মিশরীয় বাহিনী উত্তর দিকে সিনাই পর্বতের দিকে আক্রমণ শানাবে। এবারে, ইরানের সেনাবাহিনীর সাহায্যও পাবে তারা। যতোই শক্তিশালী হোক, ইসরায়েল শেষ।'

'দক্ষযজ্ঞ থেমে যেতে', গম্ভীর স্বরে বললো আলেক্সেই, 'মুসলিম বিশ্ব ইচ্ছে মতো ছড়ি ঘোরাবে আমাদের উপর। তেলের দাম বাড়াতে থাকবে তারা।'

'তোমার বেট', জুলিয়াস শিলারকে বললেন ডেইল নিকোলাস।

'দু'ডলার।'

'চারে তুলে দিলাম', বললেন আলেকসেই কোরোলেঙ্কো।

ভয়স্কি হাতের কার্ড টেবিলে ফেলে দিলেন, 'আমি নেই।'

'আমিও চার', বললেন সিনেটর।

'চারদিকে নাগিনেরা ফেলিতেছে নিশ্বাস', হাসলেন ডেইল নিকোলাস। 'আমি নেই।'

'নিজেদের বোকা বানিয়ে লাভ নেই', সিনেটর বলে চলেন, 'কোনো সন্দেহ নেই, চাপে পড়লে নিউক্লিয়ার বোমা ব্যবহার করবে ইসরায়েলিরা।'

বড়ো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন শিলার। 'ওটা নিয়ে ভাবতেও ভয় লাগে।'

নক হলো দরোজায়, ভেতরে ঢুকল বোটের স্কিপার। 'মি. শিলার, আপনার একটা জরুরি ফোন।

'এক্সকিউজ মি', বলে চেয়ার ছাড়লেন জুলিয়াস শিলার। ইয়টে খেলতে বসে সবাই কয়েকটা শর্ত মেনে চলেন, তার মধ্যে একটা হলো, ভয়ানক জরুরি ফোন ছাড়া, সেটা উপস্থিত সবার জন্যে জরুরি হতে বরে, কেউ টেবিল ছেড়ে উঠতে পারবেন না।

'তোমার বাজি, আলেক্সি', সিনেটর বললেন।

'আরও চার ডলার।'

'আই কল।'

অসহায় ভঙ্গিতে কার্ড উল্টো করে টেবিলে মেলে দিলেন আলেক্সেই কোরোলেঙ্কো। শুধু একজোড়া চার রয়েছে তাঁর।

মুচকি হেসে একজোড়া ছয় দেখালেন সিনেটর।

'ওহ্, গুড লর্ড!' হায় হায় করে উঠলেন ডেইল নিকোলাস। 'একজোড়া কিং নিয়ে অফ গেছি আমি!'

'তোমার লাঞ্চের টাকাগুলো গচ্চা খেলো, আলেক্সি', সহাস্যে বললেন ভয়স্কি।

'তাহলে দু'জনই পরস্পরকে ব্লাফ দিয়েছি। এই মুহূর্তে একটা তাগাদা অনুভব করছি, কে.জি.বি. চীফকে সাবধান করে দেয়া দরকার সে যেনো ভুলেও তোমার সাহায্য না চায়।'

'সে সাবধান হবে না', ডেইল নিকোলাস হেসে উঠে বললেল। 'কারণ উল্টোটাই সত্যি বলে জানে সে।'

রুমে ফিরে এসে টেবিলে আবার বসলেন জুলিয়াস শিলার। 'যেতে হয়েছিলো বলে দুঃখিত। কিন্তু ব্যাপার হলো, এইমাত্র আমাকে জানানো হয়েছে, জাতিসংঘের চার্টার করা একটা প্লেন গ্রীনল্যান্ডের উত্তর উপকূলে বিধ্বস্ত হয়েছে। লাশ উদ্ধার করা হয়েছে পঞ্চাশের ওপর। কেউ বেঁচে আছ কিনা এখনও জানা যায়নি।'

'কোন সোভিয়েত প্রতিনিধি ছিলো?' প্রশ্ন করলেন ভয়স্কি।

'আরোহীদের তালিকা এখনও আসেনি।'

'সন্ত্রাসবাদীদের বোমা নাকি?'

'এখুনি বলা সম্ভব নয়, তবে প্রাথমিক আভাস বলা হয়েছে ব্যাপারটা দুর্ঘটনা নয়।'

'কোন্ ফ্লাইট?'

'লন্ডন টু নিউ ইয়র্ক।'

'উত্তর গ্রীনল্যান্ড?' চিন্তিতভাবে পুনরাবৃত্তি করলেন ডেইল নিকোলাস। 'কোর্স ছেড়ে হাজার মাইল দূরে সরে গেলো!'

'হাইজ্যাকিঙের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে', বললেন ভয়স্কি।

'উদ্ধারকারী দল পৌঁচেছে', ব্যাখ্যা করলেন জুলিয়াস শিলার। 'ঘণ্টাখানেকের মধ্যে আরও খবর পাওয়া যাবে।'

থমথম করছে সিনেটরের চেহারা, এতক্ষণে চুরুটটা ধরালেন তিনি। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, ওই ফ্লাইটে হে'লা কামিল আছেন। সামনের সপ্তায় সাধারণ পরিষদের অধিবেশন, ইউরোপ থেকে হেডকোয়ার্টারে ফেরার কথা তাঁর।'

'জর্জ বোধহয় ঠিকই সন্দেহ করছে', বললেন ভয়স্কি। 'আমাদেরও দু'জন প্রতিনিধি তাঁর পার্টির সাথে ভ্রমণ করছে।'

'এ স্রেফ পাগলামি', বিষণ্ন চেহারা নিয়ে মাথা নাড়লেন জুলিয়াস শিলার। 'অর্থহীন পাগলামি। প্লেন ভর্তি জাতিসংঘ প্রতিনিধিকে মেরে কার কি লাভ?'

কেউই সাথে সাথে উত্তর দিলো না। দীর্ঘ একটা নিস্তব্ধতা জমাট বাঁধতে শুরু করলো। আলেকসেই কোরোলেঙ্কো তাকিয়ে আছেন টেবিলের মাঝখানে। অনেকক্ষণ পর শান্ত সুরে তিনি শুধু উচ্চারণ করলেন, 'আখমত ইয়াজিদ।'

সিনেটর জর্জ পিট রুশ ডিপ্লোম্যাটের চোখে সরাসরি তাকালেন। 'তুমি জানতে।'

'অনুমান।'

'তোমার ধারণা আখমত ইয়াজিদ, হে'লা কামিলকে খুন করার নির্দেশ দিয়েছে?'

'আমাদের ইন্টেলিজেন্স জানতে পারে, কায়রোর একটা মৌলবাদী উপদল হে'লা কামিলকে খুন করার প্ল্যান নিয়ে ভাবছে।'

'অথচ চুপচাপ দাঁড়িয়ে মজা দেখেছ, লাভের মধ্যে পঞ্চাশজন নিরীহ মানুষ মারা গেলো!'

'হিসেবের গরমিল', স্বীকার করলেন আলেকসেই কোরোলেঙ্কো। 'কখন বা কোথায় খুন করার চেষ্টা করা হবে তা আমরা জানতে পারিনি। ধরে নেয়া হয়েছিলো, হে'লা কামিল শুধু যদি মিশরে ফেরেন তাহলে বিপদ হবে তাঁর। না, ইয়াজিদের তরফ থেকে নয়, বিপদ হবে তার ফ্যানাটিক অনুসারীদের দ্বারা। সন্ত্রাসবাদী কোনো তৎপরতার সাথে কখনোই জড়ানো সম্ভব হয়নি আখমত ইয়াজিদকে। তার সম্পর্কে তোমাদের আর আমাদের রিপোর্টে কোনো পার্থক্য নেই। প্রতিভাবান এক ধর্মীয় নেতা, নিজেকে যে মুসলিম গান্ধী বলে মনে করে।'

'এই হলো কে. জি. বি. আর সি.আই.এ-র দৌড়!' ক্ষোভের সাথে বললেন ভয়স্কি।

'হ্যাঁ, যা ভাবা হয়েছিলো, লোকটা তারচেয়ে অনেক বড় সাইকো কেস।'

জুলিয়াস শিলার সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। 'দুঃখজনক ঘটনাটার জন্যে দায়ী হতে হবে আখমত ইয়াজিদকেই। তার সমর্থন ছাড়া অনুসারীরা মতো বড় একটা ক্রাইম করতে পারে না।'

'তার মোটিভ আছে', বললেন নিকোলাস। 'হে'লা কামিল এমন একটা আকর্ষণ, তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা মিশরীয়দের পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি তাঁর একার যোগ্যতায় গোটা মিশরকে সারা দুনিয়ার চোখে দুর্লভ একটা সম্মানের আসনে বসিয়ে দিয়েছেন। শুধু জনসাধারণের মধ্যে নয়, সামরিক বাহিনীতেও তাঁর জনপ্রিয়তা প্রেসিডেন্ট হাসানের জনপ্রিয়তাকে ছাড়িয়ে গেছে। স্বাভাবিক কারণেই আখমত ইয়াজিদ তাঁকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবছে। হে'লা কামিল মারা যাবার পর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই চরমপন্থী মোল্লারা ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করবে।'

'কিন্তু হাসানের পতন হবার পর?' ঠোঁটে ধারাল হাসি নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আলেকসেই কোরোলেঙ্কো। 'হোয়াইট হাউস তখন কি করবে?'

জুলিয়াস শিলার আর ডেইল নিকোলাস দৃষ্টি বিনিময় করলেন। 'কেন, রাশিয়ানরা যা করবে আমরাও তাই করব', বললেন জুলিয়াস শিলার। 'আগুন না নেভা পর্যন্ত অপেক্ষা।'

'কিন্তু যদি চরমপন্থী মিশরীয় সরকার অন্যান্য আরব দেশগুলোকে সাথে নিয়ে ইসরায়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে?' আলেক্সেই কোরোলেঙ্কোর গলা তীক্ষ্ণ হলো।

'অবশ্যই ইসরায়েলকে আমরা সাহায্য করব, অতীতে যেমন করেছি।'

'তোমরা কি মার্কিন সৈন্য পাঠাবে?'

'বোধহয় না।'

'আর চরমপন্থী নেতারা সেটা জানে, কাজেই তারা হাতে ক্ষমতা পেলে নির্ভয়ে ইসরায়েলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'সৈন্য পাঠাব না তা ঠিক', গম্ভীর সুরে বললেন জুলিয়াস শিলার, 'কিন্তু এবার আমরা নিউক্লিয়ার উইপন ব্যবহার করতে ইসরায়েলকে বাধাও দেব না। খুব সম্ভব ওদেরকে আমরা কায়রো, দামেস্ক আর বৈরুত দখল করতে দেব।'

'তুমি বলতে চাইছ, ইসরায়েলিরা পারমাণবিক বোমা ব্যবহার করতে চাইলে তোমাদের প্রেসিডেন্ট আপত্তি করবেন না?'

'অনেকটা তাই', নির্লিপ্ত সুরে বললেন জুলিয়াস শিলার। ডেইল নিকোলাসের দিকে ফিরলেন তিনি। 'কার ডিল?'

'বোধহয় আমার', বললেন সিনেটর, ওদের আলাপ শুনলেও তাঁর চেহারা সম্পূর্ণ ভাবলেশহীন।

'পঞ্চাশ সেন্ট।'

ধীর কণ্ঠে ভয়স্কি বললেন, 'আমার কাছে ব্যাপারটা উদ্বেগজনক বলে মনে হলো।'

'মাঝে মধ্যে ভূমিকা বদলানোর দরকার পড়ে, নতুন কিছু একটা ঘটা উচিত', অজুহাত খাড়া করার সুরে বললেন ডেইল নিকোলাস। 'আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দারুণ ফল পেয়েছি আমরা-আমাদের তেলের রিজার্ভ এখন আশি বিলিয়ান ব্যারেল। প্রতি ব্যারেল যেহেতু পঞ্চাশ ডলারে উঠে যাচ্ছে আমাদের তেল কোম্পানিগুলো এখন বিশাল জায়গা জুড়ে তেল খোঁজার খরচ যোগাতে পারবে। তাছাড়া, মেক্সিকো আর

দক্ষিণ আমেরিকার রিজার্ভ থেকেও প্রচুর তেল পাব আমরা। মোদ্দা কথা হলো, তেলের জন্যে মধ্যপ্রাচ্যের ওপর নির্ভর করার কোনো দরকার নেই আমাদের। সোভিয়েত রাশিয়া যদি উপহার চায়, গোটা আরব জাহানই নিয়ে যেতে পারে তারা।'

নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছেন না আলেক্সেই। আমেরিকার নীতি তার পিলে চমকে দিয়েছে।

সিনেটর পিটের মনে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তেলে আমেরিকা স্বয়ংসম্পূর্ণতা পাবে কি না। মেক্সিকো কি আসলে আমেরিকার বন্ধু? সন্দেহ আছে।

মিশরে রয়েছে ধর্মান্ধ নেতা আখমত ইয়াজিদ। কিন্তু মেক্সিকোতেও তো রয়েছে উগ্র মৌলবাদী নেতা, টপিটজিন। আজটেক সাম্রাজ্যের মতো মেক্সিকোয় জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান চায় সে। ইয়াজিদের মতোই তার দেশেও টপিটজিনের রয়েছে বিশাল সমর্থন। বর্তমান সরকারকে উৎখাত করা এখন সময়ের ব্যাপার।

সমস্ত উন্মাদ, ধর্মান্ধ নেতাগুলো আচমকা কোত্থেকে উদয় হচ্ছে? এই শয়তানগুলোকে কে নাচাচ্ছে? হাতের কাঁপুনি বন্ধ করতে বেগ পেতে হলো সিনেটর জর্জ পিটকে।

বারো

গভীর রাতের ভৌতিক নিস্তব্ধতার ভেতর দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড মূর্তিগুলো, চোখহীন কোটর মেলে তাকিয়ে আছে দুর্গম অনুর্বর পাহাড় আর প্রান্তরের দিকে, যেনো অপেক্ষা করছে তাদের পাষাণ শরীর প্রাণ সঞ্চার করার জন্যে অজানা কোনো অস্তিত্বের উপস্থিতি ঘটবে। নগ্ন, আড়ষ্ট মূর্তিগুলো, এক একটা দোতলা বাড়ির সমান উঁচু, গম্ভীর মুখের চেহারা উদ্ভাসিত হয়ে আছে গোল চাঁদের উজ্জ্বল আলোয়।

এক হাজার বছর আগে মূর্তিগুলো একটা মন্দিরের ছাদের অবলম্বন হিসেবে ছিলো। মন্দিরটা ছিলো পাঁচ ধাপে ভাগ করা একটা পিরামিডের মাথায়। কোয়েটজালকোটল পিরামিড আজও টিকে আছে, তবে কালের আঁচড়ে ধূলিসাৎ হয়ে গেছে মন্দিরটা। জায়গাটা টুলার টলটেক শহরে। নিচু একটা পাহাড়শ্রেণীর পাশেই এই প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ, হারিয়ে যাওয়া সখের দিনে এই শহরে বাস করতো ষাট হাজার মানুষ।

খুব কম ট্যুরিস্টই আসে এদিকে, একবার এলে দ্বিতীয়বার কেউ আসতে চায় না জায়গাটার ভৌতিক পরিবেশ আর নির্জনতার জন্যে। বিধ্বস্ত শহরের আনাচেকানাচে বেঢপ ছায়াগুলো মনে সন্দেহের উদ্রেক করে, গোঙানির শব্দটা বাতাসের কিনা ঠিক বোঝা যায় না। এসব কিছু অগ্রাহ্য করে নিঃসঙ্গ একজন মানুষপিরামিডের খাড়া সিঁড়ি বেয়ে উঠে যাচ্ছে চূড়ায় বসানো মূর্তিগুলোর দিকে। ভদ্রলোকের পরনে থ্রী-পীস সুট, হাতে একটা লেদার অ্যাটাচী কেস।

পাঁচটা টেরেসের প্রতিটিতে থেমে জিরিয়ে নিলেন তিনি, পাথুরে দেয়ালের গায়ে খোদাই করা শিল্পকর্ম দেখলেন। বিশাল সরীসৃপের হাঁ করা মুখ থেকে উঁকি দিচ্ছে মানুষের মুখ, ঈগলের ঠোঁটে ক্ষতিবিক্ষত হচ্ছে মানুষের হৃৎপিণ্ড। আবার উঠতে শুরু করলেন ভদ্রলোক, পেরিয়ে এলেন মানুষের খুলি আর হাড় খোদাই করা একটা বেদি। এগুলো প্রাচীন প্রতীক চিহ্ন , ক্যারিবিয়ান জলদস্যুরা ব্যবহার করতো।

পিরামিডের মাথায় উঠে চারদিকে তাকালেন তিনি। ঘামছেন, হাঁপিয়ে গেছেন। না, নিঃসঙ্গ নন ভদ্রলোক। ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো দুটো মানুষ্য মূর্তি, সার্চ করলো তাঁকে। তারপর তারা হাত ইশারায় অ্যাটাচি কেসটা দেখালো। বিনীত ভঙ্গিতে সেটা খুললেন ভদ্রলোক। ভেতরের জিনিস-পত্র এলোমেলো করলো লোক দু'জন, কোনো অস্ত্র না পেয়ে নিঃশব্দে ঘুরে দাঁড়িয়ে মন্দির মঞ্চের কিনারা লক্ষ করে হাটা ধরলো।

পেশীতে ঢিল পড়লো গাই রিভাসের। অ্যাটাচি কেসের হাতলে লুকানো বোতামে চাপ দিরেন তিনি, ঢাকনির ভেতর আড়াল করা ছোট্ট টেপ রেকর্ডারটা চালু হলো।

দীর্ঘ এক মিনিট পর মূর্তিগুলোর একটা ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো একজন লোক। মেঝে পর্যন্ত লম্বা সাদা কাপড়ের আলখেল্লা পরে আছে সে। লম্বা চুল ঘাড়ের কাছে বাঁধা। চোখ আর নাকের ওপর গোটা কপাল জুড়ে বহুরঙা নকশা করা মখমলের গোল

একটা চাকতি, চাকতির দু'ধার থেকে দুটো চওড়া ফিতে বেরিয়েছে, পেঁচিয়ে আছে কানের ওপর দিয়ে মাথার পিছনটাকে। মাথার সামনের অংশে রেশম আর পাখির পালক খাড়া করে বাঁধা। পা দুটো আলখেল্লার ভেতর, তবে চাঁদের আলোয় বাহুতে পরা বৃত্তাকার ব্যান্ড দুটো পরিষ্কার দেখা গেলো, সোনার ওপর মণিমুক্তোখচিত।

তেমন লম্বা নয় সে, মসৃণ গোল ধাঁচের মুখাবয়ব ইন্ডিয়ান পূর্বপুরুষের কথা মনে করিয়ে দেয়। কালো চোখ দিয়ে সামনে দাঁড়ানো ভদ্রলোককে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলো সে। লোকটার বয়স ত্রিশের বেশি না। লোকটা বুকের ওপর হাত দুটো ভাঁজ করে বললো,

'আমি টপিটজিন।'

'আমার নাম গাই রিভাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট তাঁর বিশেষ দূত হিসেবে পাঠিয়েছেন আমাকে।' রিভাস আশা করেছিলেন আরও বয়স্ক হবে টপিটজিন।

নিচু একটা পাঁচিলের দিকে তাকালো টপিটজিন। 'কথা বলার জন্যে ওখানে আমরা বসতে পারি।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে গেলেন রিভাস, পাঁচিলের মাথায় বসলেন। 'সাক্ষাৎদানের জন্যে অদ্ভুত একটা জায়গা বেছে নিয়েছেন আপনি।'

'হ্যাঁ, তার কারণও আছে টুলা আমার উদ্দেশ্য পূরণ করবে।' কোনো কারণ নেই, হঠাৎ করে তার চেহারা আর গলার সুরে আক্রোশ ও ঘৃণা ফুটে উঠল। 'তোমার প্রেসিডেন্ট আমাদের সাথে প্রকাশ্যে আলোচনায় বসতে ভয় পায়। সে একটা কাপুরুষ, সে তার মেক্সিকো সিটির বন্ধুদের অসন্তুষ্ট করতে সাহস পায় না।'

টোপ এড়িয়ে যাবার অভিজ্ঞতা রয়েছে রিভাসের। তিনি নরম সুরে বললেন, 'আপনি আমাকে সাক্ষাৎদানের রাজি হওয়ায় প্রেসিডেন্ট বলেছেন আমি যেনো তাঁর কৃতজ্ঞতা আপনার কাছে পৌঁছে দিই।'

'আমি আশা করেছিলাম আপনার চেয়ে আরও উঁচু পদের কেউ আসবে।'

'আপনার শর্ত ছিলো কথা বলবেন শুধু একজন লোকের সাথে। স্বভাবতই আমরা ধরে নিই, আপনি চান না আমাদের সাথে কোনো দোভাষী থাকুক। আর, আপনি যেহেতু স্প্যানিশ বা ইংরেজি বলতে রাজি নন, অগত্যা আমাকেই পাঠানো হলো। কর্মকর্তা পর্যায়ে আমিই একমাত্র অফিসার যে প্রাচীন আযটেক ভাষা নাহুয়াটল্ জানে।'

'বলতে বেশ ভালই পারেন।'

'এসকামপো শহর থেকে আমেরিকায় চলে গিয়েছিলেন আমাদের পরিবার। খুব যখন ছোটো আমি, তখন শিখেছি।'

'এসকামপো আমি চিনি। ছোট্ট একটা গ্রাম, দম্ভপূর্ণ ওখানকার লোকেরা। কিন্তু আয়ু কম।'

'আপনি দাবি করেন, মেক্সিকো থেকে দারিদ্র চিরতরে হটিয়ে দেবেন। আমাদের প্রেসিডেন্ট আপনার প্রোগ্রাম সম্পর্কে জানতে অত্যন্ত আগ্রহী।'

'সে কি সেজন্যেই আপনাকে পাঠিয়েছে?'

মাথা ঝাঁকালেন রিভাস। 'তিনি যোগাযোগের একটা মাধ্যম খুলতে চান।'

গম্ভীর একটুকরো হাসি ফুটে উঠলো টপিটজিনের মুখে।

'অর্থনৈতিক অবস্থা যেহেতু ভেঙে পড়েছে, কাজেই তিনি জানেন আমার আন্দোলনের তোড়ে নির্বাচিত সরকার উৎখাত হয়ে যাবে। আমার ক্ষমতায় আসার উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে, তাই আগেভাগে সুসম্পর্কে তৈরি করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আবার ওদিকে সরকারের সাথেও হাত মেলানো হচ্ছে। মেক্সিকোয় আপনাদের স্বার্থ আছে, সেটা থেকে বঞ্চিত হতে চান না, এই তো?'

'প্রেসিডেন্টের মনের কথা পড়া আমার সাধ্যের অতীত।'

'সে খুব তাড়াতাড়িই জানতে পারবে যে মেক্সিকোর নির্যাতিত মানুষ শাসকশ্রেণী আর ধনীদের অনুগ্রহ নিয়ে বেঁচে থাকতে রাজি নয় আর। দুর্নীতি আর রাজনৈতিক ধোঁকাবাজি ধৈর্যের শেষ সীমায় এনে ফেলেছে তাদেরকে। বস্তি এলাকার মানুষের দুর্দশা চোখে দেখা যায় না। গ্রামে সাধারণ মানুষের কোনো কাজ নেই। কিন্তু না, আর তারা সহ্য করবে না। তাদের চুপচাপ বসে থাকার দিন শেষ হয়েছে।'

'আপনি চান, আযটেক ধুলো থেকে আদর্শ একটা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করবেন?'

'আমি বলি, আপনাদের উচিত পূর্বপুরুষদের হাতে দেশ ফিরিয়ে দেয়া।'

'পুরো আমেরিকায় আযটেকরা ছিলো সবচেয়ে বড়ো কসাই। এরকম বর্বর একটা সভ্যতার উপর ভিত্তি করে আপনি আধুনিক দেশ প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন...' থেমে পড়েন রিভাস। 'বেশ কষ্টকল্পনা নয় কি?'

টপিটজিনের গোলাকার মুখাবয়বে ছায়া ঘনায়। 'আপনার তো জানা আছে, শয়তান স্পেনীয়রা আযটেকদের উৎখাত করেছিলো। ওরা আমাদের পূর্ব পুরুষদের জবাই করেছে।'

'এরকম স্পেনীয়রা ও মুরের কথা বলবে।'

'আপনার প্রেসিডেন্ট কি চায় আমার কাছে?'

'তিনি শুধু মেক্সিকোর শান্তি আর উন্নতি চান', জবাব দিলেন রিভাস। 'এবং একটা প্রতিশ্রুতি–আপনি কমিউনিজমের দিকে এগোবেন না।'

'আমি মার্ক্সিস্ট নই। কমিউনিজমকে সে যতটুকু ঘৃণা করে, আমি তারচেয়ে কম করি না। আমার অনুসারীদের মধ্যে সশস্ত্র গেরিলা একজনও নেই।'

'শুনে তিনি খুশি হবেন।'

'আমাদের নতুন আযটেক জাতি গৌরব ও মহত্ত্ব অর্জন করবে কালো টাকার মালিক, দুর্নীতিপরায়ণ অফিসার, বর্তমান মন্ত্রিসভার সদস্য আর সামরিক বাহিনীর কর্মকর্তাদের বলি দেয়ার পর।'

রিভাসের মনে হলো তিনি শুনতে বা বুঝতে ভুল করেছেন। 'আপনি কি হাজার হাজার মানুষকে খুন করার কথা বলছেন?'

'খুন?' কর্কশ শব্দে হেসে উঠলো টপিটজিন। 'আরে না, মি. গাই রিভাস, না! আমি আমাদের দেবতাদের উদ্দেশ্য বলি দেয়ার কথা বলছি। কোয়েকজালকোটল, হুইটজিলোপোকটলি, টেজক্যাটলিপোকা-আপনি তো জানেনই, এরকম আরও অনেক দেবতা আছে আমাদের। অনেক যুগ পেরিয়ে গেছে, দেবতাদের উদ্দেশ্যে বলি উৎসর্গ করা হয় না। আমার দ্বারা সেই শুভ কাজটা এবার সম্পন্ন হবে, কথা দিচ্ছি।'

'না!' এই একটা শব্দ ছড়া গাই রিভাস আর কিছু বলতে পারলেন না।

'আমাদের আযটেক রাষ্ট্রের নাম হবে টেনোচ্‌টিকলান। আইনের অনুশাসন হবে ধর্মভিত্তিক। নাহুয়াটল হবে রাষ্ট্রীয় ভাষা। কঠোর ব্যবস্থায় কমিয়ে আনা হবে জনসংখ্যা। বিদেশী পুঁজি বা শিল্প হবে রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সীমান্তের ভেতর বাস করতে পারবে শুধু নেটিভরা। বাকি সবাইকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে।'

স্তম্ভিত বিস্ময়ের সাথে তাকিয়ে থাকলেন গাই রিভাস। তাঁরা চেহারা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে।

বিরতি না নিয়ে বলেই চলেছে টপিটজিন, 'যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে কোনো পণ্য কেনো হবে না। আপনাদের কাছে এক ফোঁটা তেলও আমরা বিক্রি করব না। বিশ্ব ব্যাংকে আমাদের সমুদয় দেনা পরিশোধযোগ্য নয় বলে ঘোষণা করা হবে। ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউ মেক্সিকো আর আরিজানায় আমাদের যেসব জায়গা আপনারা দখল করে রেখেছেন, সেগুলো ফেরত চাওয়া হবে। ফেরত পাবার স্বার্থে লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে সীমান্ত পেরোবার জন্যে লং মার্চ করব আমরা।'

'যদি ঠাট্টা না হয়', রিভাস বললেন, 'তাহলে বলবো নেহাতই পাগলামি। এ ধরনের উদ্ভট দাবির কথা শুনতে চাইবেন না আমাদের প্রেসিডেন্ট।'

ধীরে ধীরে পাঁচিল থেকে নেমে দাঁড়ালো টপিটজিন, নত হয়ে আছে অলকৃত মাথা, চোখ নিষ্পলক, বেসুরো গলায় বিড়বিড় করে বললো, 'তাহলে তো তাকে একটা মেসেজ পাঠাতে হয়, যাতে বিশ্বাস করে!'

সে তার মাথার ওর তুললো হাত দুটো, গোটা বাহু গাঢ় আকাশের দিকে খাড়া হলো। যেনো সঙ্কেত পেয়ে পাথুরে মূর্তিগুলোর গভীর ছায়া থেকে বেরিয়ে এলো চারজন মানুষ, মাথায় পট্টি ছাড়া গায়ে কোনো আবরণ নেই। চারদিক থেকে এগিয়ে এসে গাই রিভাসকে ঘিরে ফেলল, ভয় আর অবিশ্বাসে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকলেন তিনি। চারজন মিলে ধরলো তাঁকে, নিজেদের মধ্যে ধরাধরি করে নামিয়ে আনলো পাথরে বেদিতে, যেখানে মানুষের খুলি আর হাড় খোদাই করা রয়েছে পাঁচিলের গায়ে। বেদির ওপর শোয়ানো হলো তাঁকে। হাত আর পা ধরে থাকলো চারজন।

কি ঘটতে যাচ্ছে উপলব্ধি করে আরও কয়েক সেকেন্ড বোবা হয়ে থাকলেন গাই রিভাস। তারপর বাঁচার আকুতিতে চিৎকার করে উঠলেন, 'ওহ্ গড, নো! নো। নো! নো!'

আতঙ্কিত আমেরিকানকে গ্রাহ্যই করলো না টপিটজিন, বেদির একপ্রান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকলো সে। খানিক পর একবার শুধু মাথা ঝাঁকাল।

লোকগুলো রিভাসের কোট আর শার্ট খুলে নিল। বেরিয়ে পড়লো নগ্ন বুক।

টপিটজিনের হাতে হঠাৎ করে উদয় হলো লম্বা একটা ছোরা। মাথার ওপর উঁচু করে ধরলো সেটা। চাঁদের আলোয় চকচক করে উঠলো কালো ফলা। এগিয়ে এলো সে।

আর্তনাদ করে উঠলেন গাই রিভাস, সেটাই তাঁর শেষ চিৎকার।

পরমুহূর্তে ছোরার ফলাটা গেঁথে গেলো বুকে।

সার বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকা উঁচু মূর্তিগুলো নির্লিপ্ত। হাজার বছর ধরে এ ধরনের অমানুষিক নিষ্ঠুরতা বহুবার দেখেছে তারা নির্লিপ্ত চোখে।

তখনও লাফাচ্ছে গাই রিভাসের হৃৎপিণ্ড, বুকের ভেতর থেকে সেটাকে যখন বের করা হলো।

তের

চারপাশে লোকজন ও ব্যস্ততা থাকলেও হিম উত্তরের গভীর নিস্তব্ধতা পিটের গোটা অস্তিত্বে যেনো চেপে বসেছে। আর্কটিকের ঠান্ডা ওকে বিবশ করে ফেলছে একদম। এতো শান্ত সুনসান নীরবতা– সমস্ত আওয়াজ শুষে নিচ্ছে যেনো। পিটের মনে হ'তে লাগলো ও বুঝি কোনো রেফ্রিজারেটরের মধ্যে রয়েছে।

অবশেষে দিনের আলো ফুটল, ধূসর রঙের অদ্ভুত কুয়াশা ভেদ করে এতো ম্লান যে সে আলোয় ছায়া পড়ে না। আরও একটু বেলা হতে কোমল কমলা-সাদা রঙ নিলো আকাশ, হিম কুয়াশা পোড়াতে শুরু করেছে সূর্য। খাঁড়ির ওপারে দাঁড়িয়ে থাকা পাথুরে চূড়াগুলোকে তুষারের সাদা বোরখা ঢাকা নারীমূর্তি মনে হলো।

অকুস্থলের চারদিকে এখন অন্য রকম চেহারা। প্রথমে পৌঁচেছে পাঁচটা এয়ারফোর্স হেলিকপ্টার, সাথে করে এনেছে আর্মি স্পেশাল সার্ভিস ফোর্স। লোকগুলো সশস্ত্র, থমথমে কঠিন চেহারা, গোটা এলাকা তারা নিশ্চিদ্রভাবে ঘিরে ফেলল। এক ঘণ্টার পর পৌঁছুল ফেডারেল এভিয়েশন ইনভেস্টিগেটররা, বিধ্বস্ত প্লেনের বিচ্ছিন্ন অংশ কি কি সংগ্রহ করা হবে সব চিহ্নিত করে ফেললো তারা। তাদের পিছু পিছু এলো প্যাথোলজিস্টদের একটা দল, লাশগুলো হেলিকপ্টারে তুলে নিয়ে চলে গেলো এয়ারফোর্স বেস থিউল-এর মর্গে।

নেভির পক্ষ থেকে রইলেন কমান্ডার বায়রন নাইট, *পোলার এক্সপ্লোরার* পৌঁছেছে অকুস্থলে। ওটার ভেঁপুর গুরুগম্ভীর আওয়াজে সচকিত হলো সবাই।

সাইরেন বাজিয়ে ধীরে ধীরে খাঁড়ির মুখে ঢুকল পোলার এক্সপ্লোরার। গথিক দুর্গের মতো লাগলো জাহাজটাকে। আইসপ্যাক ভেঙে অনায়াসে পথ করে নিলো সেটা, অকুস্থল থেকে মাত্র পঞ্চাশ মিটার দূরে থামলো। কমান্ডার বায়রন নাইট এঞ্জিন বন্ধ করলেন, সিঁড়ি বেয়ে বরফের ওপর নেমে এলেন। নেমেই তিনি উপস্থিত উদ্ধারকর্মীদের প্রয়োজনে জাহাজের সুবিধাদি ব্যবহার করার অনুরোধ জানালেন। কৃতজ্ঞচিত্তে তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করলো সবাই। কাজে বিরতি দিয়ে ছুটল তারা জাহাজের দিকে।

সিকিউরিটির অবস্থা দেখে পিট মুগ্ধ। কোনো খবর এখনো চাউড় হয় নি। কেবল কেনেডি

আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্ট জানে জাতিসংঘের ফ্লাইট বিলম্ব করছে। অল্প কিছুক্ষণের মধ্যে অবশ্য সমস্ত খবর জানাজানি হয়ে যাবে।

'মনে হচ্ছে, চোখের মণি জমে যাবে হে', বিষণ্ন চিত্তে জিওর্দিনো বলে। নুমার হেলিকপ্টারের পাইলটের সিটে বসে এক কাপ কফি খাওয়ার চেষ্টা করছে সে।

'তুমি তো সারাদিন রাত ককপিটেই বসে আছো', পিট কটাক্ষ হানে।

'আরে, বাইরের অবস্থা দেখে এখানে বসেই আমরা ফ্রস্ট-বাইট হয়ে যাচ্ছে', জিওর্দিনো সিরিয়াস চোখে জানায়।

বাইরে তাকিয়ে কমান্ডার বায়রন নাইটকে বরফের উপর দিয়ে হেঁটে আসতে দেখলো পিট। ঝুঁকে, দরোজাটা খুলে মেলে ধরলো সে। ঠান্ডায় আরো এক দপা গুঙিয়ে উঠলো জিওর্দিনো।

শুভেচ্ছা জানিয়ে পারকার পকেট থেকে একটা কনিয়াকের বোতল বের করলেন নাইট।

'চুরি করে এনেছি বোতলটা। ভাবলাম, তোমাদের প্রয়োজন হতে পারে।'

বোতলটা হাতে ধরিয়ে দিয়ে পিট বললো, 'আপনি এইমাত্র অ্যালকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিলেন।'

বোতলটা নিয়ে ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে জিওর্দিনো বললো, 'তারচেয়ে আমি নরক পছন্দ করব।' ছিপি খুলে কয়েক ঢোক ব্র্যান্ডি খেলো সে। বোতলটা পিটকে ফিরিয়ে দিলো।

'জাহাজে ওঁরা কেমন আছেন?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'মিস কামিল বিশ্রাম নিচ্ছেন। অবিশ্বাস্য ব্যাপার, আমাকে দু'বার ডেকে তিনি দেখা করতে চেয়েছেন তোমাদের সাথে। নিউইয়র্কে ডিনার না কি যেনো একটা ব্যাপারে।'

'ডিনার?' পিটের চেহারায় কৌতুক।

'মজার ব্যাপার, ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্টের হাঁটুর চামড়ায় ওষুধ লাগানোর পর সে নাকি বলেছে, তোমার সাথে তারও একটা ডিনার ডেট ঠিক হয়ে আছে।'

ধোয়া তুলসী পাতার চেহারা নিয়ে পিট বললো, 'আমার ধারণা, ওদের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে।'

পিটের হাত থেকে বোতলটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিলো জিওর্দিনো, বললো, 'কেন যেনো মনে হচ্ছে, এ গান আগেও আমি শুনেছি!'

'আর চিফ স্টুয়ার্ড ?'

'তার অবস্থা বেশ খারাপই বলব', পিটের প্রশ্নের জবাব দিলেন নাইট। 'তবে ডাক্তার বলছেন, সেরে উঠবে। তার নাম রুবিন। ওষুধের প্রভাবে ঘুমিয়ে পড়ার সময় বিড়বিড় করে কি বললো, ভুল বকছে কিনা বুঝলাম না-ফাস্ট আর সেকেন্ড অফিসারকে খুন করেছে পাইলট, তারপর উড়ন্ত প্লেন থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে...'

'বোধহয় ভুল বকছে না', বললো পিট। 'পাইলটের লাশ এখনও পাইনি আমরা।' নাইটের দিকে তাকালো ও। 'রাশিয়ান সাবমেরিন নিয়ে কি করা হবে?'

'আপাতত এটা নিয়ে আমরা কোনো খবর জানাচ্ছি না। ভাগ্যই বলতে হয়, এই প্লেন ক্রাশ আমাদের কাজের দিক থেকে সবার চোখ সরিয়ে দিয়েছে। তবে কতক্ষণ চাপা থাকবে সংবাদটা, তাই চিন্তার বিষয়।'

'বেশি খুশি না হওয়াই ভালো', অ্যাল জিওর্দিনো বলে। 'রাশিয়ানরা এতো গাধা নয়। কখন দেখবেন সব বুঝে গেছে, তারপর দুনিয়ার জাহাজ আর উদ্ধারকারী বার্জ নিয়ে চ'লে এসেছে অকুস্থলে। ওরা দারুণ চতুর। জাহাজের পিছনে বেঁধে সোজা রাশিয়ায় নিয়ে থামবে সাবমেরিনটা।'

'যদি ধ্বংস ক'রে দেয়?' পিট জানতে চায়।

'সোভিয়েতদের ভালো উদ্ধারকারী টেকনোলজি নেই। ওরা বরঞ্চ এতেই খুশি, কেউ যেনো ওদের সাবমেরিন পরীক্ষা করে দেখতে না পারে।'

কনিয়াকের বোতল পিটের হাতে ধরিয়ে দেয় জিওর্দিনো। 'এখানে ব'সে তর্ক না করে, চলো গিয়ে জাহাজের গরম হাওয়া খাই?'

'হ্যাঁ', কমান্ডার নাইট সায় দিলেন। 'তোমরা যথেষ্ট করেছো এখানে।'

পারকা গায়ে দিয়ে নেয় পিট। 'আমার অবশ্য একটু স্কি করার শখ জেগেছে মনে।'

'তার মানে এখন জাহাজে আসছো না?'

'এই আর কি। ওই আর্কিওলজির দলটাকে একটু দেখে আসি।'

'অযথা। ডাক্তার তার কয়েকজন সাঙ্গ-পাঙ্গ পাঠিয়েছে ওখানে। ওরা ভালোই আছে।'

'তাহলে, ওরা কি খুঁড়ে বের করলো, তাই না হয় দেখি', পিট নাছোরবান্দা।

'হ্যাঁ, যাও, গ্রিক দেবী-টেবিও পেয়ে যেতে পারো।'

'অসম্ভব কি!' হাসলো পিট।

'কিন্তু প্লেন আর আরোহীদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে কি বলবে ওদেরকে?'

'আমরা এখানে একটা জিওলজিক্যাল সার্ভে প্রজেক্টে কাজ করছি', বললো পিট। 'আরোহীরা ফিউজিলাজে আটকা পড়ে, হাইপথারমিয়ায় মারা গেছে।'

'আমার জন্যে অপেক্ষা করার দরকার নেই', বলে রওনা হলো পিট।

'তাজ্জব ব্যাপার! অ্যান্টিকস সম্পর্কে ওর আগ্রহ দেখে আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি। জানতাম না, এই বিষয়েও ওর আগ্রহ আছে।' নাইট বললেন।

'আরে, ও-ই কি ছাই জানতো নাকি!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে অ্যাল।

বরফের মাঠ শক্ত আর সমতল, খাঁড়ির ওপর দিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে পিট। উত্তর-পশ্চিম দিকে কালো মেঘ, সেদিকে একটা চোখ রেখে এগোচ্ছে ও। রোদে ঝলমলে প্রকৃতি কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে চেহারা পাল্টে রুদ্রমূর্তি ধরতে পারে, শুরু হয়ে যেতে পারে ঝড়-ঝঞ্ঝার তাণ্ডব নৃত্য, জানা আছে ওর। অন্ধকার হয়ে এলে দিক চেনার কোনো উপায় থাকে না, সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। বরফের রাজ্যে পথ হারালে মৃত্যু অনিবার্য হয়ে দেখা দেবে।

দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে পিট। তীররেখা পেরিয়ে এল। ধোঁয়ার একটা ক্ষীণ রেখা পথ দেখাচ্ছে ওকে। সন্দেহ নেই, আর্কিওলজিস্টদের আশ্রয় থেকে উঠছে ধোঁয়াটা।

আশ্রয় যখন আর মাত্র দশ মিনিটের পথ, এই সময় ঝড়ের কবলে পড়লো পিট। বিশ মিটার দূরে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিল, এখন পাঁচ মিটার দূরের বরফও পরিষ্কার নয়। জগিং করার ভঙ্গিতে ছুটল ও, ব্যাকুলতার সাথে আশা করছে সরল একটা রেখা ধরেই সামনে এগোচ্ছে সে। কোনোকোনি ছুটে এসে বাম কাঁধে আঘাত করছে তুষারকণা আর বাতাস, বাতাসের গায়ে সামান্য হেলান দিয়ে ছুটল ও।

বাতাসের গতিবেগ বাড়ল। হেলান দিয়ে থাকা সত্ত্বেও ঠেলে ফেলে দিতে চাইছে ওকে। সামনে এখন প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না ও। মাথা নিচু করে পায়ের দিকে চোখ রেখেছে, প্রতিটি পদক্ষেপ গুণছে, হাত দুটো মাথার দু'পাশে ভাঁজ করা। জানে, কিছু দেখতে না পেয়ে হাঁটা মানে বৃত্তাকারে ঘোরা। হয়তো আর্কিওলজিস্টদের আশ্রয়কে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাবে, টেরও পাবে না। সবশেষে, ক্লান্ত শরীর নেতিয়ে পড়বে বরফের ওপর।

বাতাস যতই তীব্রগতি আর ঠাণ্ডা হোক, ভারী কাপড়গুলো গরম রাখছে শরীরটাকে। হার্টবিটের শব্দ শুনে বুঝতে পারছে, এখনও সে মাত্রাতিরিক্ত ক্লান্ত হয়ে পড়েনি।

আশ্রয়ের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে মনে হতে দাঁড়িয়ে পড়লো পিট। এবার সাবধানে এগোল। ত্রিশ পা এগিয়ে থামলো আবার। ডান দিকে ঘুরল, এগোল তিন মিটারের মত। উল্টোদিক থেকে ধেয়ে আসা তুষার ঝড়ের ভেতর ফেলে আসা পায়ের চিহ্ন অস্পষ্টভাবে চিনতে পারলো ও। ঘুরল, ফেলে আসা পথের সমান্তরাল রেখা ধরে এগোল এবার, এভাবে ত্রিশ মিটার পরপর দিক বদলে, একটা নকশা তৈরি করে গোটা এলাকা চষে ফেলার উদ্দেশ্য।

পাঁচবারে পাঁচটা রেখা তৈরি করলো ও। আশ্রয়ের কোনো সন্ধান পেল না। তৈরি করা রেখাগুলো ধরে ফিরে এলো মাঝখানে, অর্থাৎ তিন নম্বর রেখায়। এবার আড়াআড়িভাবে হাঁটা ধরলো ও। তিনটে নতুন রেখা তৈরি শেষ করতে যাচ্ছে, এই সময় তুষারস্তূপে হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবার উপক্রম করলো, হাতে ঠেকল একটা ধাতব দেয়াল।

দেয়াল ধরে দু'বার দুটো কোণ ঘুরলো পিট, হাতে চলে এলো একটা রশি, রশিটা পৌঁছে দিলো একটা দরোজায়। ঠেলা দিতেই খুলে গেলো সেটা। উপলব্ধিটুকু উপভোগ করলো ও, তার প্রাণ সংশয় দেখা দিয়েছিলো, তবে নিজেকে উদ্ধার করতে সমর্থ হয়েছে সে। ভেতরে ঢুকতে হতাশ বোধ করলো পিট।

এখানে কেউ বসবাস করে না। মেঝেতে স্তূপ হয়ে আছে পাথর আর মাটি, চারদিকে গর্ত। হিমাংকের খুব একটা ওপরে হবে না তাপমাত্রা। তবে ঝড়ের হাত থেকে বাঁচা গেছে, কৃতজ্ঞচিত্তে ভাবল ও।

আলো আসছে শুধু একটা কোলম্যান লণ্ঠন থেকে। প্রথমে ভাবল, কাঠামোটার ভেতর কেউ নেই। তারপর গর্ত থেকে ধীরে ধীরে উঁচু হলো একজোড়া কাঁধ আর একটা মাথা। শরীরটা ঝুঁকে আছে, পিটের দিকে পিছন ফিরে, গর্তের ভেতর একদৃষ্টে তাকিয়ে কি যেনো গভীর মনোযোগের সাথে পরীক্ষা করছে।

ছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গর্তের ভেতর উঁকি দিলো পিট। 'তুমি কি তৈরি?'

চরকির মতো আধপাক ঘুরলো লিলি, যতটা না চমকে উঠেছে তারচেয়ে বেশি বিভ্রম। 'কিসের জন্যে তৈরি?'

'শহরে যাবার জন্যে?'

এতক্ষণে সচেতন হলো লিলি। লণ্ঠনটা গর্ত থেকে তুললো সে, ধীরে ধীরে সিধে হলো। পিটের চোখে তাকিয়ে থাকলো দুই সেকেন্ড। হিসহিস শব্দ করছে কোলম্যান। সময় পেয়ে তার গাঢ় লাল চুল দেখে মনে মনে প্রশংসা করলো পিট। 'মি. ডার্ক পিট, সত্যি তো?' দস্তানা খুলে ডান হাতটা বাড়িয়ে দিলো লিলি।

পিটও একটা হাতের দস্তানা খুলে, মৃদু চাপ দিয়ে করমর্দন করলো। 'সুন্দরী মেয়েরা আমাকে শুধু ডার্ক বললে খুশি হই।'

অপ্রতিভ ছোট্ট খুকির মতো লাগলো নিজেকে, মেকআপ করা হয়নি বলে আরও অস্বস্তিবোধ করলো লিলি। তারপর লক্ষ করলো, কাপড়ে আর হাতে মাটি লেগে রয়েছে। পরিস্থিতি রীতিমত সঙ্গীন হয়ে উঠলো চেহারা লালচে হয়ে উঠছে বুঝতে পেরে।

'শার্প...লিলি', থেমে থেমে বললো সে। 'আমার সঙ্গীদের সাথে আলাপ করছিলাম, কাল রাতে যে সাহায্যে তোমার কাছ থেকে পেয়েছি, অন্তত মৌখিক একটা ধন্যবাদ দিয়ে আসা উচিত। আমরা হয়তো যেতাম, নিজে চলে এসে ভালো করেছ। ডিনারের প্রস্তাবটা ঠাট্টা মনে করেছিলাম। সত্যি যে আসবে ভাবিনি।'

'শুনতেই পাচ্ছ বাইরে কি ঘটছে', বললো পিট, 'একটা তুষার ঝড়ও আমাকে বাধা দিয়ে রাখতে পারেনি।'

'তুমি নির্ঘাত একটা উম্মাদ।'

'না, স্রেফ বোকা বলতে পারো এইজন্যে যে ভেবেছিলাম আর্কটিক ঝড় আমার সাথে পাল্লা দিয়ে পারবে না।'

দু'জনেই হেসে উঠলো একসাথে, সেই সাথে আড়ষ্ট ভাবটা দূর হয়ে গেলো। গর্ত থেকে উঠতে গেলো লিলি, তার একটা হাত ধরে সাহায্য করলো পিট। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠলো লিলি, সাথে সাথে তার হাত ছেড়ে দিলো পিট। 'পা এখনও ব্যথা করছে, তাই না? হাঁটাচলা করা উচিত হচ্ছে না।'

'একটু আড়ষ্ট হয়ে আছে, নীলচে হয়ে আছে কয়েক জায়গায়, তোমাকে দেখানো যাবে না। তবে মরবনা এখুনি।'

লিলির হাত থেকে লণ্ঠনটা নিয়ে কাঠামোর চারদিকে আলো ফেলে দেখল পিট। 'কি পেয়েছো এখানে?'

'এস্কিমোদের একটা গ্রাম, এক থেকে পাঁচশো খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এখানে তারা বাস করতো।'

'নামকরণ হয়েছে?'

'সাইটের নাম রেখেছি গ্রোনকুইস্ট বে ভিলেজ। ড. হিরাম গ্রোনকুইস্ট, আমাদের দলনেতা। জায়গাটা তিনি পাঁচ বছর আগে আবিষ্কার করেন।'

'তিনজনের মধ্যে একজন, কাল রাতে যাদের দেখলাম?'

'প্রকাণ্ড মানুষটা, অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলেন।'

'কেমন আছেন তিনি?'

'মাথায় বড় একটা কালচে দাগ থাকলেও কিরে-কসম খেয়ে বলছেন, কোনো ব্যথা নেই। ঘর থেকে বেরুবার সময় দেখে এসেছি, একটা হাঁস রোস্ট করতে বসেছেন।'

'হাঁস?' হেসে উঠলো পিট। 'তার মানে তোমাদের সাপ্লাই সিস্টেম প্রথম শ্রেণীর।'

'মিনার্ভা প্লেন, ভার্টিক্যাল লিফট। এক প্রাক্তন ছাত্র ইউনিভার্সিটিকে ধার হিসেবে দিয়েছে। থিউল থেকে দু'সপ্তাহ পরপর আসে।'

'এমন কিছু পেয়েছো, যা পাবার কথা নয়?'

ঝট্ করে মুখ তুলে পিটের দিকে তাকালো লিলি। 'কেন, এ প্রশ্ন কেনো করলে?'

'কৌতূহল।'

'মাটি খুঁড়ে আমরা প্রি হিস্টোরিক এস্কিমোদের হাতে তৈরি কয়েকশো শিল্পকর্ম পেয়েছি। লিভিং কোয়ার্টারে আছে সব, ইচ্ছে করলে পরীক্ষা করতে পারো।'

'হাঁসের রোস্ট খেতে খেতে?'

'চমৎকার হয়। গ্রোনকুইস্ট দারুণ রাঁধেন।'

'ভেবেছিলাম তোমাদের সবাইকে জাহাজের গ্যালিতে দাওয়াত দেব, কিন্তু হঠাৎ ঝড় শুরু হওয়ায় আমার প্ল্যান ভেস্তে গেছে।'

'টেবিলে নতুন মুখ দেখতে পেলে আমরা সবাই ভারি খুশি হই।'

'অস্বাভাবিক কিছু আবিষ্কার করেছ তোমরা তাই না?' হঠাৎ করে জিজ্ঞেস করলো পিট।

সন্দেহে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো চোখজোড়া। কিভাবে বুঝলে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলো লিলি।

'গ্রিক নাকি রোমান?'

'রোমান এমপায়ার, বাইজানটিয়াম।'

'বাইজানটিয়াম কি?' পিটের চঞ্চল দৃষ্টি লিলির মুখে কি যেনো খুঁজল। 'কত পুরানো?'

'একটা স্বর্ণমুদ্রা, চতুর্থ শতাব্দীর।'

পেশীতে ঢিল পড়লো পিটের। বড় করে শ্বাস টানল, ছাড়ল ধীরে ধীরে। লিলি ওর দিকে হতভম্ব দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে, চেহারায় অস্বস্তি।

সে বেসুরো গলায় বললো, 'কিছু বলতে চাও?'

'যদি বলি', ধীরে ধীরে শুরু করলো পিট, 'সাগর আর খাঁড়ির মাঝখানের একটা পথে রোমান আমলের জাহাজ ছড়িয়ে আছে?'

'জাহাজ!' সবিস্ময়ে পুনরাবৃত্তি করলো লিলি।

'আন্ডারওয়াটার ক্যামেরা দিয়ে ভিডিও টেপে জারগুলোর ফটো তুলে নিয়েছি আমরা।'

'গড! ওহ্, ডিয়ার গড! তারমানে এসেছিলো! ওরা এসেছিলো!' লিলি যেনো নেশার ঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছে। 'সত্যি ওরা আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলো! ভাইকিংদের আগে রোমানরা পা রেখেছিলো গ্রীনল্যান্ডে!'

'প্রমাণ দেখে তাই তো মনে হচ্ছে, আস্তে করে লিলির কোমর পেঁচিয়ে ধরে তাকে দরোজার দিকে হাঁটিয়ে নিয়ে চললো পিট। 'ঝড়ের মধ্যে এখানে আমরাটকা পড়েছি, নাকি রশিটা তোমাদের লিভিং কোয়ার্টারের দিকে গেছে?'

মাথা ঝাঁকাল লিলি। 'গেছে।' ঘাড় ফিরিয়ে মেঝের গর্তগুলো আরেকবার দেখল সে। 'পাইথেয়াস, গ্রিক নেভিগেটর, খ্রিস্টের জন্মের তিনশো পঞ্চাশ বছর আগে একটা মহতি অভিযান শেষ করেন। কিংবদন্তী আছে, তাঁরা উত্তর দিকে জাহাজ চালিয়ে আটলান্টিকে এসেছিলেন, সবশেষে পৌঁচেছিলেন আইসল্যান্ডে। অথচ আশ্চর্য ব্যাপার, আরও সাতশো বছর পর এতো উত্তর আর পশ্চিমে রোমানরা এসেছিলো কিনা সে সম্পর্কে কোনো রেকর্ড বা কিংবদন্তী নেই।'

'পাইথেয়াস ভাগ্যবান, গল্পটা বলার জন্যে তিনি দেশে ফিরতে পেরেছিলেন।'

'তোমার ধারণা, রোমান যারা এখানে এসেছিলো তারা ফেরার পথে জাহাজডুবিতে মারা যায়?'

'না, আমার ধারণা, এখনও তারা এখানেই আছে।' লিলির দিকে চোখ নামিয়ে আত্মবিশ্বাসের সাথে হাসলো পিট। 'তুমি আর আমি, সুন্দরী, খুঁজে বের করব ওদেরকে।'

দ্বিতীয় পর্ব

দ্য সেরাপিস

১৪ই অক্টোবর ১৯৯১,
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

চৌদ্দ

ঝিরঝির বৃষ্টির মধ্যে সতেরো পেনিসিলভানিয়া এভিনিউয়ে থামলো ট্যাক্সিটা, পুরানো একজিকিউটিভ অফিস বিল্ডিঙের ঠিক সামনে। ডেলিভারিম্যান-এর ইউনিফর্ম পরা এক লোক পিছনের সীট থেকে নেমে ড্রাইভারকে অপেক্ষা করতে বললো। ট্যাক্সির ভেতর ঝুঁকে লাল সিল্কে মোড়া একটা প্যাকেট বের করলো সে। ফুটপাথ পেরিয়ে কয়েকটা ধাপ টপকাল, দোরগোড়া হয়ে ঢুকে পড়লো মেইলরুমের রিসেপশন অংশে।

'প্রেসিডেন্টের জন্যে', ইংরেজিতে বললেও, তার বাচনভঙ্গি স্প্যানিশ।

পোস্টাল সার্ভিসের একজন সহকারী প্যাকেটের গায়ে সময় লিখে সই করলো। মুখ তুলে হাসলো সে। 'এখনও বৃষ্টি হচ্ছে?'

'ঝিরঝিরে।' বলেই চলে গেলো ডেলিভারিম্যান।

প্যাকেটটা নিয়ে ফ্লুরোস্কোপ-এর নিচে রাখল পোস্টাল সহকারী। পিছিয়ে এসে স্ক্রীনের দিকে তাকালো সে, প্যাকেটের ভেতর কি আছে দেখতে পাচ্ছে।

একটা ব্রীফকেস। কিন্তু ছবিটা তাকে অবাক করে দিলো। ব্রীফকেসের ভেতর কোনো কাগজ বা ফাইল নেই, নির্দিষ্ট কাঠামো বা কিনারাসহ কোনো শক্ত জিনিস নেই। বিস্ফোরক ধরনের কিছু হলে চেনা যেত, তাও নয়। ব্যাপারটা ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। ফোনের রিসিভার তুলে ডায়াল করলো সে।

দু'মিনিটের মধ্যে কুকরের চেইন হাতে করে একজন সিকিউরিটি অফিসার হাজির হলো। 'কি, মাতাহারির কোনো খোরাক?' সহাস্যে জানতে চাইলো এজেন্ট।

ইঙ্গিতে প্যাকেটটা দেখিয়ে দিলো পোস্টাল সহকারী। 'স্কোপে জিনিসটা কেমন যেনো দেখাচ্ছে।'

মাতাহারি ট্রেনিং পাওয়া জার্মান কুকুর। মোটাসোটা, ছোটোখাট; খয়েরি চোখ দুটো বিশাল। যেকোন বিস্ফোরকের গন্ধ চিনতে পারে সে। লোক দু'জন তাকিয়ে থাকলো, প্যাকেটটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে কুকুরটা। চেহারা বিকৃত করলো, গলার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো চাপা গর্জন।

অবাক হলো এজেন্ট লোকটা। 'কি ব্যাপার, মাতাহারি তো কখনও এরকম করে না!'

'ওটার ভেতর অদ্ভুত কিছু আছে।'

'কার নামে এসেছে?'

'প্রেসিডেন্টের।'

এগিয়ে গিয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলো এজেন্ট।

'এখানে আমাদের জিম গেরহার্টকে দরকার।'

হোয়াইট হাউসের ফিজিকাল সিকিউরিটির চার্জে রয়েছে স্পেশাল এজেন্ট জিম গেরহার্ট। লাঞ্চ ফেলে ছুটে এলো সে। দেখল প্যাকেটটাকে ঘিরে চক্কর দিচ্ছে কুকুরটা। 'কিন্তু আমি তো কোনো ওয়্যারিং বা ডিটোনেশন ডিভাইস দেখছি না।'

'না, বোমা নয়', পোস্টাল সহকারী বললো।

'ঠিক আছে, এসো খোলা যাক।'

সিল্ক আবরণ সাবধানে খোলা হলো। বেরিয়ে এলো কালো চামড়ার একটা কেস। কেসের গায়ে কোনো চিহ্ন নেই, এমনকি মডেল নম্বর বা প্রস্তুতকারকের নাম পর্যন্ত নেই। কমবিনেশন লকের বদলে চাবি ঢোকানোর জন্যে দুটো ফুটো রয়েছে। ফুটোর পাশে ইস্পাতের বোতামে চাপ দিতেই ক্লিক করে একজোড়া শব্দ হলো। 'সত্যি উন্মোচিত হবার মুহূর্ত উপস্থিত!' সতর্ক হাসি ফুটল এজেন্টের মুখে। ঢাকনির দুই কোণে দুটো হাত রেখে ধীরে ধীরে ওপর দিকে তুললো সে। ঢাকনি তোলা হয়েছে, ভেতরে কি রয়েছে সবাই ওরা দেখতে পেল।

'জেসাস!'

পোস্টাল সহকারী আঁতকে উঠে পিছন ফিরল। হোঁচট খেতে খেতে টয়লেটের দিকে ছুটল সে নাকে-মুখে হাত চাপা দিয়ে রেখেছে যাতে বমি না করে ফেলে।

'ওহ্, গড!' রুদ্ধশ্বাসে বললো গেরহার্ট। সশব্দে ঢাকনিটা বন্ধ করে দিলো সে। রক্তশূন্য চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এজেন্টের দিকে তাকালো।

'এখুনি এটাকে জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

'আসল জিনিস, নাকি এর মধ্যে কোনো চাতুরি আছে?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো এজেন্ট।

'আসল জিনিস', গম্ভীর সুরে বললো গেরহার্ট।

হোয়াইট হাউসে তাঁর নিজের অফিসে রয়েছেন ডেইল নিকোলাস, এবার নিয়ে তিনবার পড়া শেষ করলেন ফোল্ডারটা। এটা তাঁর কাছে পাঠিয়েছেন ল্যাটিন আমেরিকা বিষয়ে প্রেসিডেন্টের সিনিয়র ডিরেক্টরদের একজন, আরমান্দো লোপেজ।

ডেইল নিকোলাস ইউনিভার্সিটিতে পড়াচ্ছিলেন, প্রেসিডেন্ট বারবার অনুরোধ করায় হোয়াইট হাউসে তাঁর বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্ট হতে হয়েছে ভদ্রলোককে। অনিচ্ছার সাথে দায়িত্বটা গ্রহণ করলেও, কাজ শুরু করার পর তিনি আবিষ্কার করেছেন যে হোয়াইট হাউসের আমলাদের নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরানোর দুর্লভ একটা প্রতিভা এতদিন সুপ্ত ছিলো তাঁর ভেতর।

তাঁর কফি-ব্রাউন রঙের চুল মাথার ঠিক মাঝখানে দু'ভাগ করা। চশমার কাচ গোল আর ছোটো, তারের ফ্রেম। হাতের কাজটি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো বিষয়ে মাথা ঘামাতে অভ্যস্ত নন তিনি। ভদ্রলোক পাইপ টানেন, তবে বন্ধুবর শিলারের সাথে দেখা হলেই প্রতিজ্ঞা করেন, ধূমপান তাঁরা দু'জন একসাথে ছেড়ে দেবেন। যদিও ছাড়ার কোনো চেষ্টা দু'জনের কারও মধ্যেই দেখা যায় না।

ফোল্ডারে মেক্সিকান সংবাদপত্রের প্রচুর কাটিং রয়েছে। সেগুলোর ওপর আবার চোখ বুলাতে শুরু করলেন ডেইল নিকোলাস, পড়তে পড়তেই পাইপে আগুন ধরালেন। ফোল্ডারের বিষয় একটাই।

টপিটজিন।

মেক্সিকান সাংবাদিকরা তার সাক্ষাৎকার নিতে পারলেও, আমেরিকান সাংবাদিক বা সরকারী প্রতিনিধির সাথে কথা বলতে রাজি হয়নি সে। দেহরক্ষীদের তৈরি পাঁচিল ভেদ করে কেউ তারা তার সামনে পৌঁছতে পারেনি।

স্প্যানিশ ভাষাটা ভালই জানা আছে ডেইলের, শান্তি মিশনের সঙ্গে দুই বছর পেরু ছিলেন তিনি। কাজেই লেখাগুলো পড়তে তাঁর অসুবিধে হলো না। এবার পড়ার সময় একটা প্যাড আর কলম টেনে নিলেন তিনি, নোট রাখবেন।

এক। টপিটজিনের দাবি, দরিদ্রস্য দরিদ্রদের মধ্যে থেকে উঠে এসেছে সে। মেক্সিকো সিটিতে যেখানে আবর্জনা ফেলা হয়, সেই আস্তাকুঁড়ের কিনারায় আস্তাকুঁড় দিয়ে তৈরি একটা ঝুপড়ির ভেতর জন্ম হয়েছে তার। জন্মতারিখ, মাস বা বছর, কিছুই মনে নেই। কিভাবে সে বেঁচে গেছে বলতে পারবে না, তবে একটু বড় হবার সাথে সাথে শিখেছে কিভাবে মাছি, আবর্জনা, নর্দমা, দুর্গন্ধ, শীত আর খিদে নিয়ে বেচেঁ থাকতে হয়।

দুই। স্বীকার করে, কোনোদিন স্কুলে যায়নি। ছেলেবেলা আর টলটেক/আযটেক ধর্মের স্বঘোষিত অবতার হওয়ার মাঝখানের সময়টা সম্পর্কে তার কোনো ইতিহাস জানা যায় না।

তিন। তার মধ্যে দিয়ে দশম শতাব্দীর ধর্মীয় গুরু ও টলটেকদের শাসক টপিল্টজিন পুনরায় ধরাধামে ফিরে এসেছেন বলে দাবি করে সে। কিংবদন্তীর দেবতা কয়েট্জালকোটল আর টপিল্টজিনকে এক বলে ধারণা করা হয়।

চার। প্রাচীন সংস্কৃতি আর ধর্মের সংমিশ্রণে রাজনৈতিক দর্শন প্রচার করে টপিটজিন, যার মূল কথা হলো কোনো দল নয়, মাত্র একজন ধর্মীয় গুরু বা অবতার রাজ্য শাসন করবে। টপিটজিনের উচ্চাশা, মেক্সিকান জনসাধারণের সর্বজন শ্রদ্ধেয় পিতা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে সে। কিভাবে বিধ্বস্ত অর্থনীতিকে আবার চাঙা করবে জিজ্ঞেস সে সম্পর্কে আলোচনা করতে রাজি নয়।

পাঁচ। ভাষণে জাদু আছে। মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে। দোভাষীর সাহায্য নিয়ে শুধু প্রাচীন আযটেক ভাষায় কথা বলে সে। মধ্য মেক্সিকোয় এই ভাষা এখনও অনেকে ব্যবহার করে।

ছয়। বেশিরভাগ সমর্থক ফ্যানাটিক। বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো গোটা দেশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে তার জনপ্রিয়তা। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের বিশ্বাস, জাতীয় নির্বাচনে টপিটজিন আর তার দল শতকরা ছয় ভাগ আসনে জয়লাভ

করবে। অথচ নির্বাচনে অংশগ্রহণে রাজি নয় সে। তার বক্তব্য, তা যথার্থও বটে, যে নির্বাচনে হারলেও দুর্নীতিপরায়ণ সরকার ক্ষমতা ছাড়বে না। জনসাধারণকে সাথে নিয়ে সরকারকে উৎখাত করাই তার লক্ষ্য।

নিভে যাওয়া পাইপটা অ্যাশট্রেতে রেখে সিলিঙের দিকে তাকালেন ডেইল নিকোলাস। তারপর মন্তব্য লিখতে শুরু করলেন তিনি।

সারাংশ: টপিটজিন হয় অকাট মূর্খ নয়তো অসম্ভব প্রতিভাবান ব্যক্তি। নিজের সম্পর্কে যা বলে, যদি সে সত্যিই সেই রকম হয়, তবে টপিটজিন একজন গর্দভ। আর যদি তার সমস্ত কাজের পিছনে কোনো উদ্দেশ্যে থেকে থাকে, এবং নিজস্ব কোনো উপায়– তবে সে একজন অসামান্য প্রতিভাধর ব্যক্তি। সমস্যা! সমস্যা! সমস্যা!

লেখা শেষ হয়েছে, ঝন ঝন শব্দে বেজে উঠলো টেলিফোন। রিসিভার তুললেন ডেইল নিকোলাস।

'এক নম্বরে প্রেসিডেন্ট, স্যার', সেক্রেটারি ঘোষণা করলো।

বোতাম চাপ দিলেন নিকোলাস। 'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'গাই রিভাসের কোনো খবর পেলেন?'

'না, কোনো খবর নেই।'

প্রেসিডেন্টের প্রান্তে কয়েক সেকেন্ডের বিরতি। তারপর শোনা গেলো, 'আমার সাথে তাঁর দেখা করার সময় দু'ঘণ্টা হলো পেরিয়ে গেছে। আমি উদ্বেগ বোধ করছি। তাঁর যদি কোনো সমস্যা হয়ে থাকে, এতক্ষণে পাইলটের একটা খবর পাঠানোর কথা।'

'তিনি হোয়াইট হাউসের কোনো জেট নিয়ে মেক্সিকো সিটিতে যাননি', ব্যাখ্যা করলেন ডেইল নিকোলাস। 'গোপনীয়তা রক্ষার জন্যে কমার্শিয়াল এয়ারলাইনারে গেছেন, কোচ ক্লাসে, ট্যুরিস্ট হিসেবে।'

'বুঝলাম', বললেন প্রেসিডেন্ট। 'প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো যদি জানতে পারেন ব্যক্তিগত একজন প্রতিনিধিকে তাঁর বিরোধীপক্ষের সাথে আলোচনা করতে পাঠিয়েছি, ব্যাপারটাকে তিনি অপমান বলে মনে করবেন, ফলে আগামী সপ্তাহর আরিজানা কনফারেন্সটা ভুণ্ডল হয়ে যেতে পারে।

'ইয়েস, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'ইউ. এন. চার্টার ক্র্যাশ সম্পর্কে ব্রিফ করা হয়েছে আপনাকে?' হঠাৎ প্রসঙ্গ বদলালেন প্রেসিডেন্ট।

'না, স্যার', জবাব দিলেন ডেইল নিকোলাস। 'আমি যে একমাত্র তথ্যটি জানি, হে'লা কামিল বেঁচে গেছেন।'

'তিনি আর ক্রুদের দু'জন সদস্য। বাকি সবাই বিষক্রিয়ার মারা গেছেন।'

'বিষ?' গলায় অবিশ্বাস।

'ইনভেস্টিগেটররা তাই বলছে। তাদের বিশ্বাস, সবাইকে বিষ খাওয়ানোর চেষ্টা করে প্যারাসুট নিয়ে আইসল্যান্ডে নেমে গেছে পাইলট।'

'তাহলে নিশ্চয়ই লোকটা ভুয়া হবে।'

'একটা লাশ না পাওয়া পর্যন্ত হ্যাঁ-না কিছুই বলা যাচ্ছে না।'

'গড, ইউ এন. প্রতিনিধিদলকে মেরে কোনো আতঙ্কবাদী গ্রুপ কি অর্জন করবে?'

'এখনও কেউ কৃতিত্ব দাবি করেনি। সি.আই.এ. থেকে মারটিন ব্রোগান বলছেন, এটা যদি আতঙ্কবাদীদের কাজ হয়, তাহলে মনে করতে হবে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বদলেছে।'

'হতে পারে হে'লা কামিলই টার্গেট ছিলেন। আখমত ইয়াজিদ বহুবার বলেছে, তাকে সে দেখে নেবে।'

'সম্ভাবনাটা উড়িয়ে দেয়া যায় না।'

'প্রেস কিছু জানতে পেরেছ?'

'এক ঘণ্টার মধ্যে গোটা দুনিয়া জানবে। চেপে রাখার কোনো কারণ আমি দেখছি না।'

'আপনি আমাকে বিশেষ কিছু করতে বলেন, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'শুধু এইটুকু জানতে পারলে ভালো হয়। ইউ.এন. ফ্লাইটে মেক্সিকোর এগারোজন নাগরিক ছিলেন-ডেলিগেট ও এজেন্সি প্রতিনিধি। আমার নামে শোকবাণী পাঠান, সাহায্যের প্রস্তাব দিন। ও, হ্যাঁ, ভালো কথা, স্টেট ডিপার্টমেন্টের জুলিয়াস শিলারকে সব জানাবেন।'

'ঠিক আছে।'

'আর, মি. গাই রিভাসের কাছ থেকে খবর পাওয়া মাত্র আমাকে জানাবেন।'

'ঠিক আছে, মি. প্রেসিডেন্ট।'

রিসিভার রেখে দিয়ে ফোল্ডারটার দিকে আবার তাকালেন ডেইল নিকোলাস। ভাবলেন, ইউ. এন হত্যাকাণ্ডের সাথে টপিটজিন কোনোভাবে জড়িত নয় তো?

আসলে ঠিক কি অর্জন করতে চাইছে টপিটজিন? আযটেক মেক্সিকো? অতীতের পুনরুত্থান? সেকেলে শাসনব্যবস্থা আধুনিক যুগে অচল, এটা বোঝার মতো জ্ঞান তার নেই তা বিশ্বাস করা যায় না। তাহলে?

আসলে ডেইল নিকোলাস ডিটেকটিভ নন। তিনি বুঝতে পারছেন বটে অন্য একটা কিছু পরিচালিত করছে বা শক্তি যোগাচ্ছে টপিটজিনকে, কিন্তু সেটা কি হতে পারে কোনো ধারণা করতে পারছেন না। তিনি শুধু টপিটজিনকে একজন ভিলেন হিসেবে বিবেচনা করতে পারছেন।

আর্য রক্তের শ্রে'ত্বের স্বপ্নে বুঁদ ছিলো হিটলার। আয়াতুল্লাহ খোমেনি চেয়েছিলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রতিষ্ঠা। লেনিন চেয়েছিলো কমিউনিজমের ক্রুসেড।

টপিটজিন কি চায়?

দরোজায় নক করে ভেতরে ঢুকল তাঁর সেক্রেটারি, ডেস্কের ওপর একটা ফাইল ফোল্ডার রাখল। 'সি. আই.এ. থেকে যে রিপোর্টটা চেয়েছিলেন, স্যার। আর, তিন নম্বরে আপনার একটা কল অপেক্ষা করছে।'

'কে?'

'জিম গেরহার্ট নামে এক ভদ্রলোক', বললো মেয়েটা।

'হোয়াইট হাউস সিকিউরিটি। কি চায় বলেছে?'

'জরুরি।'

ফোনের রিসিভার তুলে বোতামে চাপ দিলেন ডেইল নিকোলাস। 'হ্যাঁ!'

'জিম গেরহা ...'

'জানি, বলুন।'

'খুব ভালো হয় আপনি যদি জর্জ ওয়াশিংটন হাসপাতালের প্যাথোলজি ল্যাবে চলে আসেন, স্যার।'

'ইউনিভার্সিটি হাসপাতালে? কেনো?'

'আমি বরং ফোনে আর কিছু বলবো না, স্যার।'

'আমি অত্যন্ত ব্যস্ত, মি. গেরহার্ট। আপনাকে আরও খোলসা করে বলতে হবে।'

ক্ষণিক নীরবতা। 'ব্যাপারটা আপনার ও মি. প্রেসিডেন্টের জন্যে উদ্বেগের বিষয়, স্যার। শুধু এইটুকু বলতে পারি।'

'কোন আভাস দিতে পারেন না?'

প্রশ্নটার জবাব না দিয়ে জিম গেরহার্ট বললো, 'আপনার অফিসের বাইরে আমার একজন লোক অপেক্ষা করছে, স্যার। সে আপনাকে ল্যাবে নিয়ে আসবে। ওয়েটিংরুমে দেখা হবে আমাদের।'

'আমার কথা শুনুন, গেরহার্ট...।' যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো, আর কিছু বলা হলো না।

ল্যাবের ওয়েটিংরুমেই পাওয়া গেলো জিম গেরহার্টকে। 'এসেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ', আনুষ্ঠানিক সুরে বললো সে, করমর্দনের কোনো আগ্রহ দেখালো না।

'আমি এখানে কেনো?' সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন ডেইল নিকোলাস।

'সনাক্ত করার জন্যে, স্যার।'

হঠাৎ বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো , ফিসফিস করে জানতে চাইলেন, 'কাকে?'

'দেখে নিয়ে আপনিই বলুন, স্যার।'

'লাশ দেখায় আমি অভ্যস্ত নই।'

'ঠিক লাশ নয়, স্যার। তবে শক্ত হবে আপনাকে।'

কাঁধ ঝাঁকালেন ডেইল নিকোলাস। 'ঠিক আছে, চলুন সেরে ফেলা যাক।'

করিডর পেরিয়ে একটা কামরায় ঢুকল ওরা। কামরার মাঝখানে একটাই স্টেনলেস স্টীলের টেবিল। সাদা, স্বচ্ছ প্লাস্টিক দিয়ে মোড়া রয়েছে লম্বা কি যেনো।

টেবিলের গা থেকে এক ইঞ্চির বেশি নয় জিনিসটার উচ্চতা। চেহারায় বিহ্বল ভাব নিয়ে গেরহার্টের দিকে তাকালেন নিকোলাস। 'কি সনাক্ত করতে হবে আমাকে?'

কথা না বলে প্লাস্টিক আবরণ সরিয়ে নিলো গেরহার্ট। তার হাত থেকে মেঝেতে পড়ে গেলো সেটা।

টেবিলে পড়ে থাকা জিনিসটার দিকে তাকিয়ে থাকলেন নিকোলাস, চিনতে পারছেন না। প্রথম মনে হলো, কাগজ কেটে মানুষের আকৃতি তৈরি করা হয়েছে। তারপর প্রচণ্ড ঘুসির মতো ধাক্কার সাথে উপলব্ধি করলেন। দু'পা পিছিয়ে দেয়ালে হেলান দিলেন তিনি, কোমর বাঁকা করে হাঁপাচ্ছেন। তাড়াতাড়ি কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটু পরই ফিরে এলো গেরহার্ট, হাতে ফোল্ডিং একটা চেয়ার ও তোয়ালে। প্রেসিডেন্টের বিশেষ অ্যাসিস্ট্যান্টকে চেয়ারটায় বসতে সাহায্য করলো সে, হাতে ধরিয়ে দিলো তোয়ালেটা।

প্রায় দু'মিনিট চেয়ারে বসে থাকলেন ডেইল নিকোলাস। মুখে তোয়ালে চেপে ধরে শুকনো বমি করলেন। খানিকটা শান্ত হয়ে মুখ তুললেন তিনি। 'গুড লর্ড! ওটা তাহলে...?'

'চামড়া', বললো গেরহার্ট। 'গা থেকে ছাড়ানো মানুষের চামড়া।'

টেবিলের দিকে জোর করে আবার তাকালেন নিকোলাস। চুপসানো বেলুনের কথা মনে পড়ে গেলো তাঁর। ছালটা কাটা হয়েছে মাথার পিছন থেকে গোড়ালি পর্যন্ত, শরীর থেকে চামড়া উঠে এসেছে ঠিক যেমন পশুদের আসে। লম্বা একটা চেরা দাগরয়েছে বুকে, সেলাই দিয়ে বন্ধ করা হয়েছে সেটা। চোখ নেই, তবে সবটুকু চামড়া আছে, হাত আর পায়েরও।

'বলতে পারেন, স্যার, কে হতে পারে?' শান্তভাবে জানতে চাইলো গেরহার্ট।

মুখ খুলতে গিয়েও খুললেন না ডেইল নিকোলাস। আবার অসুস্থ লাগলো নিজেকে। শুধু চুলগুলো তাঁর চেনা চেনা ঠেকছে। তবু তিনি জানেন। 'গাই রিভাস', ফিসফিস করে বললেন তিনি।

কথা না বলে ডেইল নিকোলাসকে ধরে দাঁড় করাল গেরহার্ট, পাশের কামরায় নিয়ে এসে একটা সোফায় বসাল। এক মিনিট পর তাঁর হাতে গরম কফির একটা কাপ ধরিয়ে দিলো সে। 'খান, এখুনি আসছি আমি।'

একটা অ্যাটাচি কেস নিয়ে ফিরে এলো গেরহার্ট। নিচু টেবিলের ওপর রাখল সেটা। 'চামড়াটা এটার ভেতরে করে আনা হয়েছে। ভাঁজ করা ছিলো। প্রথমে মনে করেছিলাম, কোনো সাইকোর কাজ হবে। কিন্তু সার্চ করতে গিয়ে মিনি একটা টেপ রেকর্ডার পেয়ে গেলাম।'

'চালিয়েছেন?'

'কিছুই বুঝিনি। দু'জনের কথা রেকর্ড করা হয়েছে, যেনো সাংকেতিক ভাষায় কথা বলছে তারা।'

'রিভাসের সাথে আমার সম্পর্ক আপনি আবিষ্কার করলেন কিভাবে?'

'ছাড়ানো চাঁমড়ার ভেতর ভদ্রলোকের আই.ডি. কার্ড ছিলো। তাঁর অফিসে গিয়ে সেক্রেটারিকে জেরা করি। সেখান থেকে জানতে পারি, এয়ারপোর্টের উদ্দেশে রওনা হবার আগে প্রেসিডেন্ট ও আপনার সাথে দু'ঘণ্টা কথা বলেছেন তিনি। কোথায় গিয়েছিলেন, সেক্রেটারি বলতে পারেনি। ধরে নিলাম ক্লাসিফায়েড কোনো মিশনে গিয়েছিলেন। তারপর আপনার সাথে যোগাযোগ করি।'

'টেপ করা কথা কিছুই তুমি বোঝো নি?'

'একেবারে কিছু বুঝিনি তা নয়। চামড়া ছাড়ানোর সময় মি. রিভাস যে চিৎকার করেন তাও টেপে আছে।'

চোখ বুজলেন ডেইল নিকোলাস, মন থেকে ছবিটা মুছে ফেলার চেষ্টা করলেন।

'তাঁর পরিবারকে জানাতে হবে', বললো গেরহার্ট। 'স্ত্রী আছেন?'

'চার-চারটে ছেলেমেয়ে নিয়ে একা হয়ে গেলো বেচারি।' নিঃশব্দে কেঁদে ফেললেন নিকোলাস।

এই প্রথম গেরহার্টের পাথুরে চেহারা নরম হলো। 'আমি দুঃখিত, স্যার।'

তার কথা ডেইল নিকোলাস শুনতে পেলেন না। দুঃস্বপ্ন দেখার আতঙ্ক কাটিয়ে উঠেছেন তিনি। এখন আর তাঁর বমি পাচ্ছে না। গাই রিভাস তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিলেন। তাঁর এই পরিণতি তিনি মেনে নিতে পারছেন না। প্রচণ্ড রাগ হচ্ছে তাঁর। এতো রাগ কখনও তাঁর হয়নি। হঠাৎ করে ডেইল নিকোলাস উপলব্ধি করলেন, তিনি দুর্বল নন। হোয়াইট হাউসের মুষ্টিমেয় যে ক'জন লোক প্রচণ্ড ক্ষমতার অধিকারী, তিনি তাদেরই একজন। অনেক অবিশ্বাস্য ঘটনা তিনি ঘটাতে পারেন, অনেক স্বাভাবিক ঘটনা তিনি ঘটতে না দেয়ার ব্যবস্থা করতে পারেন। সিদ্ধান্ত নিলেন, এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তাঁর সবটুকু ক্ষমতা ব্যবহার করবেন। এমনকি দরকার হলে অন্যায়ভাবেও।

টপিটজিনকে মরতে হবে।

পনের

মিশরীয় শহর আলেকজান্দ্রিয়া থেকে বিশ কিলোমিটার দক্ষিণে এটা একটা ব্যক্তি মালিকানাধীন এয়ারপোর্ট। ছোট্ট একটা বীচক্রাফট এক্সিকিউটিভ জেট ল্যান্ড করলো। সবুজ একটা ভোলভো গাড়ির পাশে থামলো প্লেন, গাড়ির দরোজায় ইংরেজিতে 'ট্যাক্সি' লেখা। এঞ্জিনের শব্দ থেমে যাবার সাথে সাথে ওপর দিকে উঠে খুলে গেলো প্যাসেঞ্জার ডোর।

সাদা সুট পরা লোকটা নেমে এলো নিচে। গাঢ় নীল শার্টের সাথে ম্যাচ করা টাই পরেছে সে। ছয়ফুটের সামান্য কম হবে লম্বায়, একহারা গড়ন, এক মুহূর্ত থেকে টাকা শুরু হওয়া চওড়া কপাল রুমাল দিয়ে মুছল, একটা আঙুল দিয়ে সিধে করে নিলো লম্বা আর ঘন গোঁফ জোড়া। গাঢ় রঙের সানগ্লাসের আড়ালে রয়েছে চোখ দুটো, হাতে পরেছে সাদা লেদার গ্লাভস।

লন্ডন থেকে একশো ছয় ফ্লাইটে যে পাইলট উঠেছিলো, তার সাথে সুলেমান আজিজের চেহারার কোনো মিল নেই।

শান্ত, দৃঢ় পদক্ষেপে গাড়ির পাশে এসে দাঁড়ালো সে। হুইলের পিছন থেকে সদ্য নেমে আসা ড্রাইভারকে বললো, 'গুড মর্নিং, ইবনে। ফেরার পর কোনো সমস্যা হয়েছে?'

'সব ঠিকঠাক আছে, সুলেমান আজিজ', উত্তর দিয়ে গাড়ির পিছনের দরোজা খুলে ধরলো সে, শোল্ডার হোলস্টারের পিস্তলাকৃতি শটগানটা গোপন করার কোনো চেষ্টা করলো না।

'ইয়াজিদের কাছে নিয়ে চলো আমাকে।' গাড়িতে উঠে নির্দেশ দিলো সুলেমান আজিজ। নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ইবনে।

গাঢ় টিনটেড গাড়ির কাঁচ আর বডি বুলেটপ্রুফ। আরামদায়ক নিচু একটা চেয়ার বসেছে সুলেমান আজিজ, তার সামনে একটা ডেস্ক কেবিনেট, তাতে একগাদা ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট, সেগুলোর মধ্যে রয়েছে একজোড়া টেলিফোন, একটা রেডিও ট্র্যান্সমিটার ও টিভি মনিটর, একটা কম্পিউটর। ভেতরে বার আর একজোড়া রাইফেলসহ র‍্যাকও রয়েছে।

আলেকজান্দ্রিয়ার জনাকীর্ণ পথে এঁকে-বেঁকে চ'লে সমুদ্রতীরবর্তী রাস্তায় পড়লো গাড়ি, প্রতিটি মুহূর্তে টেলিফোন ব্যস্ত থাকলো সুলেমান আজিজ। ডজনখানেকের ওপর ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে তার পুঁজি খাটছে। তার সম্পদের হিসেব একমাত্র সেই জানে। বুদ্ধিমত্তার চেয়ে নিষ্ঠুরতাই বরং তাকে ব্যবসায়িক সাফল্য এনে দিয়েছে। যদি কোনো সরকারী অফিসার বা প্রতিদ্বন্দ্বী তার সামনে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, হঠাৎ করে একদিন নিখোঁজ হয়ে যায় লোকটা, তারপর তার আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না।

বিশ কিলোমিটার ছুটে এসে একটা গেটের সামনে থামলো ভলভো গাড়ি। ভেতরে ছোটো একটা ভিলা, পাহাড়ের গায়ে। ভিলা থেকে বালুময় সৈকত দেখা যায়।

কম্পিউটরের লাভের হিসাব করছিলো সুলেমান আজিজ, বোতাম টিপে সেটা বন্ধ করলো সে, দরোজা খুলে নেমে দাঁড়াল। বালি রঙের ইউনিফর্ম পরা চারজন গার্ড ঘিরে

ধরলো তাকে, খুঁটিয়ে সার্চ করলো। তারপর তাকে একটা এক্স-রে ডিটেকটর-এর সামনে দিয়ে হাটতে বলা হলো। এ ধনের ডিটেকটর শুধু এয়ারপোর্টগুলোতেই দেখা যায়।

গেট দিয়ে ভেতরে ঢোকার সিঁড়ি বেয়ে ভিলায় উঠলো সুলেমান আজিজ। ধাপ বেয়ে ওঠার সময় কংক্রিটের ছোটো একটা উঠানকে পাশ কাটাল সে। উঠানে বসে রয়েছে ইয়াজিদের দেহরক্ষী বাহিনীর সদস্যরা। অলংকৃত খিলানটাকে পাশ কাটিয়ে এগোবার সময় আপনমনে হাসলো সুলেমান আজিজ। খিলানের দরোজা শুধুমাত্র সম্মানিত অতিথিদের জন্যে খোলা হয়। পাশের ছোট্ট একটা দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হলো তাকে। অপমানবোধ করলেও, মন থেকে তাড়াতাড়ি মুছে ফেললো অনুভূতিটা। সে জানে, কোনো কোনো ব্যাপার অত্যন্ত নীচ মানসিকতার পরিচয় দেয় আখমত ইয়াজিদ। যারা তার নোংরা কাজগুলো করে দেয়, তাদের প্রতি নির্লিপ্ত অবহেলাসূচক আচরণ করে সে, তাকে ঘিরে প্রিয় ফ্যানাটিকদের যে বৃত্তটা আছে সেখানে তাদের স্থান হয় না।

পথ দেখিয়ে তাকে একটা নগ্ন নির্জন কামরায় পাঠানো হলো। ভেতরে একটাই মাত্র কাঠের টুল। বদ্ধ বাতাস অত্যন্ত গরম লাগলো সুলেমান আজিজের। একদিকের দেয়াল জুড়ে কালো কার্পেট ঝুলছে। ঘরে কোনো জানালা নেই, আলো আসছে শুধু মাথার ওপর ভেন্টিলেটর থেকে। বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরোজা বন্ধ করে দিয়েছে গার্ড।

হাই তুললো সুলেমান আজিজ, হাতঘড়িটা এমনভাবে তুললো যেনো সময় দেখছে। এরপর সানগ্লাস খুলে চোখ দুটো রগড়াল সে। চোরা চোখে টিভি ক্যামেরার খুদে লেন্সটা দেখে ফেললো সে, ঝুলন্ত কার্পেটের সাথে ফিট করা রয়েছে।

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হলো তাকে। এরপর কার্পেট সরিয়ে নিচ একটা খিলানের তলা দিয়ে ভেতরে ঢুকল আখমত ইয়াজিদ।

মিশরীয় মুসলমানদের আধ্যাত্মিক নেতা ইয়াজিদের বয়স বেশি নয়, পঁয়ত্রিশের কাছাকাছি হবে। ছোটোখাট আকৃতি, সুলেমান আজিজের দিকে তাকানোর জন্যে ওপর দিকে মুখ তুলতে হলো তাকে। তার চেহারায় মিশরীয় বৈশিষ্ট্য নেই বললেই চলে। চিবুক আর চোয়ালের গঠনে কোমল ভাব রয়েছে, প্রায় গোল। সাদা সিল্কের পাগড়ি কপাল আর মাথাটাকে ঢেকে রেখেছে, ঝাঁটার হাতলসদৃশ শরীর ঢেকেছে সাদা ঢোলা-হাতা জামা। ছায়া থেকে আলোয় বেরিয়ে আসার সাথে সাথে তার চোকের রঙ কালো থেকে গাঢ় খয়েরিতে বদলে গেলো।

দাঁড়াল সুলেমান আজিজ। শ্রদ্ধা জানাবার ভঙ্গিতে মাথাটা মৃদু ঝাঁকাল। তাকিয়ে আছে সরাসরি ইয়াজিদের চোখে।

'ভাল তো, দোস্ত?' আবেগের সাথে বললো আখমত ইয়াজিদ। 'তোমাকে ফেরত পেয়ে আমি খুশি।'

'যেখানেই যাই, যত দূরেই যাই', বললো সুলেমান আজিজ, সেও কম খেলুড়ে নয়, 'আপনার কাছে ফিরে আসার জন্যে ব্যাকুল হয়ে থাকি, জনাব। আপনার পাশে থাকার সুযোগ হলে নিজেকে আমার ধন্য মনে হয়।'

'প্লীজ, বসো!' অনুরোধ নয়, আদেশের মতো শোনাল কথাটা।

কাঠের টুলে বসল সুলেমান আজিজ, এবার ওপর থেকে তার দিকে তাকাতে পারবে আখমত ইয়াজিদ। সুলেমান আজিজের মনে হলো, এটাও তাকে অপমান করার জন্যে। কোনো বিরতি ছাড়াই ভাষণ দেয়ার সুরে কথা বলতে শুরু করলো আখমত ইয়াজিদ, টুলটাকে ঘিরে পায়চারি করছে সে, ফলে টুলে বসা অবস্থায় প্রতি মুহূর্তে তার দিকে ঘুরতে হলো সুলেমান আজিজকে।

'প্রতি সপ্তাহয় নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হচ্ছে মেরুদণ্ডহীন প্রেসিডেন্ট হাসানকে। তার পতন ঠেকিয়ে রেখেছে সামরিক বাহিনীর বিশ্বস্ততা। সাড়ে তিন লক্ষ সৈনিকের ওপর এখনও তার কর্তৃত্ব আছে। তবে ডিফেন্স মিনিস্টার আবু হামিদের সাথে কথা হয়েছে আমার। সে আমাকে নিশ্চয়তা দিয়ে বলেছে, ইসলামিক রিপাবলিক গঠনে আমাদের আন্দোলনকে পুরোপুরি সমর্থন দেবে সে, যদি আমরা রক্তপাত না ঘটিয়ে জাতীয় রেফারেন্ডাম অর্জন করতে পারি।'

'লক্ষণ খারাপ, নাকি ভাল?' চেহারায় অজ্ঞতার ভাব ফুটিয়ে জানতে চাইলো সুলেমান আজিজ।

তার দিকে ঠাণ্ডা চোখে তাকালো আখমত ইয়াজিদ। 'লোকটার হাত পাতা অভ্যেস। যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে সাহায্য পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছে। মহাকাপরুষ আমেরিকান এইড ছাড়া দেশ চালানো সম্ভব নয় বলে তার ধারণা। আরও জেট প্লেন, হেলিকপ্টার গানশিপ আর ট্যাংক দরকার তার। ভয় পাচ্ছে, মিশরের পরিণতি ইরানের মতো না হয় আবার। হাঁদাটা বোঝাতে চেষ্টা করছে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করা গেলে বিদেশী সাহায্য যেমন আসছে তেমনি আসতে থাকবে। তা না হলে বিশ্ব ব্যাংকের লোন আর মার্কিন অনুদান বন্ধ হয়ে যাবে।'

গাঢ় চোখ মেলে সুলেমান আজিজের দিকে তাকিয়ে থাকলো আখমত ইয়াজিদ, যেনো অপেক্ষা করছে প্রতিবাদের সুরে কিছু বলবে সুলেমান আজিজ।

সুলেমান আজিজ কথা বললো না।

'আবু হামিদ আরও দাবি করছে, আমাকে কথা দিতে হবে হে'লা কামিলের ব্যাপারে আমি চোখ বন্ধ করে রাখব। জাতিসংঘের মহাসচিব থাকবে সে।'

'কিন্তু তাহলে যে আপনি আমাকে অর্ডার করলেন তাকে খুন করার জন্যে?' সুলেমান আজিজের চোখে কৌতূহল।

আখমত ইয়াজিদ হাসলো। রক্তমাংসের মুখ নয়, যেনো একটা মুখোশ হাসলো।

'জালিম সরকারকে উৎখাত করে দেশে ইসলামিক শাসনব্যবস্থা চালু করতে হলে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে হবে, সুলেমান আজিজ। কথা তো দিয়েইছি। আবু হামিদ জানবে আমি আমার কথা রেখেছি। সেজন্যেই তো দায়িত্বটা দেয়া হয়েছিলো তোমার মতো যোগ্য লোককে, যাতে কাকপক্ষীও টের না পায় যে কাজটা আমার নির্দেশে ঘটেছে।'

'কিন্তু কেনো, জনাব?' মৃদু কণ্ঠে জানতে চাইলো সুলেমান আজিজ। 'হে'লা কামিলকে খুন করে কি লাভ হলো আমাদের?'

'লাভ এই যে আমাদের বিরুদ্ধে প্রচারণায় জাতিসংঘের মহাসচিবের পদটা ব্যবহার করছে হে'লা কামিল। তার একার চেষ্টায় সারা দুনিয়ায় আমার বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। খোলাখুলিভাবে ওকে মারলে আবু হামিদ ক্ষেপে যেতো আমার উপর। এই

জন্যেই তোমাকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম, সুলেমান, আর তুমি কি না সে বাদে বাকি সবাইকে মারলে।'

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলো সুলেমান আজিজ। 'কি বলছেন, জনাব? হে'লা কামিল বেঁচে আছে?'

রাগে থরথর করে কাঁপলেও, চোখ জোড়া শীতল হয়ে গেলো ইয়াজিদের। 'এক ঘণ্টাও হয়নি খবরটা পৌঁচেছে ওয়াশিংটনে। প্লেনটা বিধ্বস্ত হয়েয়ে গ্রীনল্যান্ডে। দু'জন ক্রু আর হে'লা কামিল বাদে বাকি সবাই বিষক্রিয়ায় মারা গেছে।'

'বিষক্রিয়ায়?' হাঁ হয়ে গেলো সুলেমান আজিজ।

'মার্কিন নিউজ মিডিয়ায় আমাদের বেতনভুক সোর্স আছে, রিপোর্টটা কনফার্ম করেছে তারা। কি ভাবছ, সুলেমান আজিজ? তুমি আমাকে কথা দিয়েছিলে, প্লেনটা সাগরে তলিয়ে যাবে।'

'তারা কি জানিয়েছে কিভাবে প্লেনটা গ্রীনল্যান্ডে পৌঁছল?'

প্লেন গ্রীনল্যান্ডে নামার কিছুক্ষণ আগে থেকে যা যা ঘটেছিলো, প্রতি ঘটনার প্রায় নিখুঁত বর্ণনা দিলো আখমত ইয়াজিদ।

স্তম্ভিত বিস্ময়ে বোবা হয়ে গেলো সুলেমান আজিজ। ব্যর্থতায় অভ্যস্ত নয় সে। এতো পরিশ্রমের ফসল প্ল্যানটা বানচাল হয়ে গেছে ভাবতে গিয়ে মাথাটা ঘুরে উঠলো তার।

'নিশ্চয় বুঝতে পারছ যে যা ঘটেছে তার জন্যে আমাকে দায়ী করা হবে?' কর্কশস্বরে জিজ্ঞেস করলো আখমত ইয়াজিদ।

'ঘটনার সাথে আপনাকে বা আমাকে জড়ানো যায় এমন কোনো প্রমাণ আমি রেখে আসিনি', দৃঢ়তার সাথে জানাল সুলেমান আজিজ।

'হয়তো, কিন্তু মানুষের মুখে হাতচাপা দেবে কিভাবে? পশ্চিমা সংবাদ মাধ্যম এককভাবে আমাকে দায়ী করবে। এ থেকে রক্ষা পাবার একটাই পথ খোলা আছে আমার সামনে। তোমাকে অভিযুক্ত করা। অর্থাৎ তোমাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়ে তা কার্যকরী করলে আমার নির্দোষিত প্রমাণ হয়।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সুলেমান আজিজ। 'অত্যন্ত দুঃখজনক একটা অপচয় হবে সেটা। গোটা মধ্যপ্রাচ্যে আমিই এখনও সেরা খুনী।'

'মজুরিও পাও সবচেয়ে বেশি।'

'অসমাপ্ত কাজের জন্যে মজুরি নিতে অভ্যস্ত নই আমি, জনাব।'

'অসমাপ্ত কাজের জন্যে মজুরি দিতে আমিও কি অভ্যস্ত?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঝট্ করে ঘুরলো আখমত ইয়াজিদ, দীর্ঘ পদক্ষেপে কালো কার্পেটের সামনে গিয়ে দাঁড়াল, এক ঝটকায় সেটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে যাবে, কি মনে করে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো সুলেমান আজিজের দিকে। 'প্রার্থনার জন্যে তৈরি হতে হবে আমাকে, সুলেমান আজিজ। তুমি যেতে পারো।'

'কিন্তু হে'লা কামিল? কাজটা যে অসমাপ্ত রয়ে গেলো!'

'তাকে সরানোর দায়িত্ব আমি মোহাম্মদ ইসমাইলকে দিচ্ছি।'

'ইসমাইল?' ক্ষীণ আড়ষ্ট হাসি নিয়ে তাকালো সুলেমান আজিজ। 'মোহাম্মদ ইসমাইল তো একটা নির্বোধ।'

'তাকে বিশ্বাস করা যায়?'

'হ্যাঁ', সায় দেয়ার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল সুলেমান আজিজ। 'নর্দমা পরিষ্কার করার কাজে।'

কঠিন চোখে গনগনে আগুন নিয়ে আখমত ইয়াজিদ কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে সুলেমান আজিজের দিকে, তারপর বললো, 'হে'লা কামিলের কথা ভুলে যাও। মিশরে, আমার পাশে থাকছ তুমি। আমাদের আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্যে বিশ্বস্ত উপদেষ্টাদের সাথে আরেকটা অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আমার কথা চলছে। পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে আবার আল্লাহর প্রিয়পাত্র হওয়ার একটা সুযোগ তুমি পেতে যাচ্ছ।'

টুল ছেড়ে দাঁড়ালো সুলেমান আজিজ। 'মেক্সিকান ডেলিগেট, প্লেন চালাতে কে সাহায্য করেছে যে লোকটা। সেও কি বিষক্রিয়ায় মারা গেছে?'

মাথা নাড়লো আখমত ইয়াজিদ। 'রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ায় মারা গেছে সে।' পর্দার ওদিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে। আগের জায়গায় ঝুলে পড়লো কালো পর্দা।

ধীরে ধীরে টুলের ওপর আবার বসল সুলেমান আজিজ। একটু একটু করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলো সে। তার রাগ হওয়ার কথা। কিন্তু রাগ নয়, তার বদলে ঠোঁট ক্ষীণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। 'তাহলে জল্লাদ আমরা দু'জন ছিলাম', খালি ঘরে বিড়বিড় করে উঠলো সে। 'দ্বিতীয় জল্লাদ খাবারে বিষ মিশিয়েছে। বীফ ওয়েলিংটনে। হে খোদা, তোমার মহিমা বোঝে কার সাধ্য!'

ষোল

সোনার রেকর্ডিং পেপারে ছোট্ট একটা ঝাপসা দাগ, প্রথমে কেউ পাত্তাই দিলো না।

ছয় ঘণ্টা অনুসন্ধান চালিয়ে মানুষের তৈরি অনেক জিনিসই খাঁড়ির তলায় দেখল ওরা। তিন বছর আগে ডুবে যাওয়া একটা প্লেনের ভগ্নাশ চেনা গেলো। চেনা গেলো ডুবন্ত একটা ফিশিং ট্রলার। ঝড়ের মুখে অনেক জেলে নৌকা খাঁড়িতে আশ্রয় নিতে আসে, তাদের ফেলা হরেক রকম জিনিস রয়েছে তলায়। প্রতিটি জিনিস সনাক্ত করা সম্ভব হলো ভিডিও ক্যামেরার সাহায্য।

ঝাপসা দাগটা, যেমন আশা করা যায়, খাঁড়ির মেঝেতে নয়। জিনিসটা রয়েছে ছোটো একটা ইনলেট-এ, খাড়া পাহাড়প্রাচীর দিয়ে চারদিকেথেকে ঘেরা। জিনিসটার মাত্র একটা অংশ স্বচ্ছ পানিতে বেরিয়ে আছে, বাকি সব বরফ পাঁচিলের নিচে চাপা পড়েছে।

তাৎপর্যটা প্রথমে ধরতে পারলো পিট। রেকর্ডারের সামনে বসে আছে ও, ওকে ঘিরে রয়েছে অ্যাল জিওর্দিনো, কমান্ডার বায়রন নাইট ও আর্কিওলজিস্টরা। ট্র্যান্সমিটারে কথা বললো পিট। 'মাছটাকে ঘোরাও, বেয়ারিং ওয়ান-ফাইভ-জিরো ডিগ্রী।'

বরফ ঢাকা খাঁড়িতে এখনও স্থির হয়ে রয়েছে আইসব্রেকার পোলার এক্সপ্লোরার। লেফটেন্যান্ট কর্ক সিমোন্সের নেতৃত্বে একদল লোক আইসপ্যাকের ওপর, নেমে পড়েছে, পিটের নির্দেশ মতো পানির এখানে সেখানে ডোবাচ্ছে সেনসিং ইউনিট। মাছ, অর্থাৎ সেনসিং ইউনিট, অত্যন্ত ধীরগতিতে ঘোরানো হয়, যাতে তিনশো ষাট ডিগ্রী আওতার ভেতর যা কিছু আছে সব রেকর্ড করা যায়। আইসপ্যাকের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে দলটা, জাহাজ থেকে কেবল ছাড়া হচ্ছে।

পিটের নির্দেশ মতো কাজ করলো কর্ক সিমোন। মাছের সোনার প্রোব দেড়শো ডিগ্রী ঘুরে গেলো। 'হয়েছে?'

'এক্কেবারে টার্গেটের ওপর', জাহাজ থেকে জবাব দিলো পিট। রেকর্ডিং পেপার জিনিসটা এখন আগের চেয়ে স্পষ্ট। ফেল্ট পেন দিয়ে দাগটার চারদিকে একটা বৃত্ত আঁকল ও। 'আমার ধারণা, একটা কিছু পেয়েছি আমরা।'

ড. গ্রোনকুইস্ট পিটের কাঁধের ওপর হুমড়ি খেলেন। 'চেনার মতো স্পষ্ট নয় এখনও। আপনার কি মনে হচ্ছে?'

'পাহাড়ের মাথা থেকে অনেক জিনিস পড়েছে নিচে, সবগুলো বরফে প্রায় ঢাকা', বললো পিট। 'এটারও তাই, তবে যে অংশটুকু বেরিয়ে আছে, আমার মনে হচ্ছে...ওটা একটা কাঠের তৈরি জাহাজ। ভালো করে দেখুন, চারকোণা একটা আকৃতি বেরিয়ে আছে, স্টার্নপোস্ট হতে পারে।'

পিটের আরেক কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে লিলি। চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'হ্যাঁ', ঠিক তাই! গড! ওহ্ গড! ওগুলো চতুর্থ শতাব্দীর বাণিজ্য জাহাজে দেখা যেত!'

'উত্তেজিত হবেন না', সাবধান করে দিলেন কমান্ডার বায়রন নাইট। 'অত পুরানো আমলের নাও হতে পারে!'

ড. গ্রোনকুইস্ট পরামর্শ দিলেন, 'আমরা একটা ক্যামেরা নামিয়ে স্পষ্ট ছবি পাবার চেষ্টা করতে পারি।'

অ্যাল জিওর্দিনো সন্দেহ প্রকাশ করলো, 'বরফের ভেতর লুকানো অংশটার ছবি আপনি ক্যামেরা থেকে পাবেন না।'

'পুরুষ কর্মীর অভাব নেই আপনাদের', বললো লিলি। 'নিচের বরফ ভাঙা কোনো সমস্যা নয়।'

ব্রিজের ইলেকট্রনিক কমপার্টমেন্টে চলে গেলেন ড. গ্রোনকুইস্ট ফিরলেন আধ মিনিট পর। 'ধ্বংসাবশেষের ওপর জমাট বরফ তিন মিটার পুরু', বললেন তিনি। 'ভাঙতে কম করেও দু'দিন লাগবে।'

'আমাদের ছাড়াই আপনাদের খনন কাজ চালাতে হবে', বললেন কমান্ডার নাইট, 'ঠিক ১৮০০ ঘণ্টার আগে আমাকে চ'লে যেতে বলা হয়েছে। এতো দীর্ঘমেয়াদী কোনো কাজে লাগা সম্ভব হবে না।'

চমকে গেছেন গ্রোনকুইস্ট। 'সে তো মাত্র পাঁচ ঘণ্টা পর!'

'কিছু করার নেই, অর্ডার', অসহায়ের মতো বললেন কমান্ডার।

রেকর্ডিং পেপারে কালো ছায়াটা মনোযোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করলো পিট, এরপর বায়রন নাইটের দিকে ফিরে বললো, 'যদি আমি প্রমাণ করতে পারি, নিচে ওটা ফোর্থ সেঞ্চুরির রোমান জাহাজ, কর্তৃপক্ষের কাছে আরো দুই-এক দিন সময় চাইতে পারবেন আপনি?'

চোখ সরু করে তাকালেন নাইট, 'কি বলতে চাও?'

'আগে বলুন, সময় চাইবেন কি না?' পিট নাছোড়বান্দা।

'অবশ্যই। কিন্তু আগে নিঃসন্দেহভাবে প্রমাণ করো, ওটা হাজার বছর আগের জাহাজের ধ্বংসাবশেষ।'

'ঠিক তো?'

'কিভাবে কি করবে?'

'খুব সহজ', আমুদে কণ্ঠে পিট জানায়, 'বরফের নিচে ডুব দিয়ে দেখে আসবো।'

চেইন লাগানো করাত দিয়ে প্রথমে নিরেট আইসপ্যাকের বুকে এক মিটার গভীর একটা গর্ত করা হলো। তারপর ধীরে ধীরে বাড়ানো হলো গর্তের পরিধি। অবশেষে স্লেজহ্যামারের আঘাতে গর্তের নিচের বরফ ভাঙা হলো, টুকরোগুলো তোলা হলো গ্র্যাপলিং হুকের সাহায্যে। এবার নিরাপদে ডুব দিতে পারবে পিট।

কাজ শেষ করে ক্যানভাস ঢাকা একটা তাঁবুতে ঢুকল কর্ক সিমোন। ভেতরে হিটিং সিস্টেম কাজ করছে। একপাশে ডাইভিং ইকুইপমেন্ট দেখা গেলো। সঙ্গী আর্কিওলজিস্টদের সাথে আলোচনা করছে লিলি। ফোল্ডিং চেয়ারে বসে আছে তারা। কাগজে ড্রইং আঁকছে পিট। আঁকার দায়িত্ব নিজে নিয়ে পিটকে ডাইভের জন্যে তৈরি হবার তাগাদা দিলো লিলি।

ভেতরে ঢুকে সিমোন বললো, 'গর্ত আপনার জন্যে তৈরি, মি. পিট।'

'আর পাঁচ মিনিট', বললো অ্যাল জিওর্দিনো। মার্ক ওয়ান-এর নেভি ডাইভার মাস্কের ভালভ আর রেগুলেটর পরীক্ষা করছে সে।

স্পেশাল ড্রাই সুটটা পরে নিলো পিট। মাথায় পরল হুড, কোমরে জড়াল কুইক-রিলিজ ওয়েট বেল্ট। সেই সাথে প্রাচীন জাহাজের কাঠামো সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত জ্ঞানার্জন করছে ড. গ্রোনকুইস্টের কাছ থেকে।

'খোল-এর জন্যে সাধারণত তারা ওক ব্যবহার করতো।'

'কাঠ চিনি, কিন্তু কোনোটা কোনো গাছের বুঝি না।'

'তাহলে খোলটা পরীক্ষা করবেন। প্রাচীন খোলের বৈশিষ্ট্য হলো...'

তাঁর কথার মাঝখানে কথা বললো জিওর্দিনো, 'রিজার্ভ এয়ার বটল লাগবে তোমার পিট?'

ড. গ্রোনকুইস্টের কথায় কান, উত্তরে শুধু মাথা নাড়লো পিট। ওর মাথায় মার্ক ওয়ান মাস্কটা পরিয়ে দিলো জিওর্দিনো, ওটার সাথে কমিউনিকেশন লাইন আছে।

নেভির একজন কর্মী এয়ার সাপ্লাই হোস ও কমিউনিকেশন লাইন ঢিলে করছে, পিটের কোমরে একটা ম্যানিলা লাইফলাইন বেঁধে দিলো জিওর্দিনো, তারপর হেডসেট মাইক্রোফোনে পিটকে জিজ্ঞেস করলো, 'পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছ?'

'পরিষ্কার, তবে আস্তে', বললো পিট। 'আওয়াজ বাড়াও একটু।'

'অল সেট?'

ও. কে. সংকেত দিলো পিট। সমস্ত জড়তা ঝেড়ে ফেলে এগিয়ে এসে পিটকে আলিঙ্গন করলো লিলি শার্প, মাস্কের ভেতর পিটের চোখে চোখ রেখে বললো, 'গুড হান্টিং, অ্যান্ড বি কেয়ারফুল।'

উত্তরে চোখ মটকাল পিট। বেরিয়ে এলো তাঁবু থেকে। পিছনে লাইনে নেভির দু'জন কর্মী।

তাঁবু থেকে বেরুতে যাচ্ছে জিওর্দিনো, তার হাত চেপে ধরলো লিলি। 'ওর গলা আমরা সবাই শুনতে পাব?'

'পাবেন। স্পীকারের সাথে ওর যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছি', বললো জিওর্দিনো 'আপনি আর ড. গ্রোনকুইস্ট এখানেই থাকুন, কখন কি বলে পিট, শুনবেন। জরুরি কোনো মেসেজ থাকলে জানাবেন আমাকে, পিটকে পাঠিয়ে দেব আমি।'

দ্রুত বরফের গর্তের কাছে পৌছে গেলো পিট। বাতাসের তাপমাত্রাই শূন্যের নীচে।

কমান্ডার নাইট এসে কাঁধে একটা হাত রাখলো। 'এক ঘণ্টা তেইশ মিনিট বাকি। বুঝেছো?'

কোনো কথা বলে বুড়ো আঙুল উঁচিয়ে পানিতে তলিয়ে গেলো পিট।

পানির নিচে দৃষ্টিসীমা নাক বরাবর আশি মিটারের মতো। তিন মিটার লম্বা একটা দাড়িওয়ালা সীল চোখে কৌতূহল নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে ওর দিকে। তার উদ্দেশ্য একটা হাত লম্বা করে দিয়ে নাড়লো পিট, পালিয়ে গেলো সীল।

খাঁড়ির তলায় পা ঠেকল পিটের। মুখ তুলে ওপর দিকে তাকালো। বরফের গর্ত ম্লান আভার মতো লাগল। কম্পাস চেক করলো ও। ঝামেলা হবে ভেবে ডেপথ গজ আনেনি সাথে। 'কথা বলো আমার সাথে', যান্ত্রিক গলা পেল।

'তলায় পৌছে গেছি', বরর পিট। 'সবগুলো সিস্টেম চমৎকার কাজ করছে।' সবুজ পানির ভেতর দিয়ে তাকালোও। 'জিনিসটা আমার উত্তরে দশ মিটার দুরে। যাচ্ছি ওদিকে। লাইন ঢিঠ দাও।'

ধ্বংসাবশেষের পিছনটা ধীরে ধীরে ওর চোখের সামনে উন্মোচিত হলো। পুরু শেওলায় ঢাকা পড়ে রয়েছে পাশগুলো। গ্লাভস পরা হাত দিয়ে খানিকটা শেওলা সরাল, সবুজ মেঘ তৈরি হলো সামনে। পানি আবার স্বচ্ছ না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হলো ওকে। প্রায় এক মিনিট পর বললো, 'লিলি আর ড. গ্রোনকুইস্টকে জানাও, স্টার্ন রাডার ছাড়াই একটা খোলা দেখতে পাচ্ছি আমি, তবে স্টিয়ারিং-এর জন্যে কোনো দাঁড় নেই।'

'জানাচ্ছি।'

একটা ছুরি বের করে খোলের নিচে, কীল-এর কাছে খোঁচা মারল পিট। বেরিয়ে পড়লো নরম ধাতু। 'খোলের তলাটা সীসা দিয়ে মোড়া', ঘোষণার সুরে বললো ও।

'লক্ষণ নাকি খুব ভাল', জবাবে বললো জিওর্দিনো। 'ড. গ্রোনকুইস্ট জানতে চাইছেন স্টার্নপোস্টে কোনো খোদাই করা লেখা আছে কিনা।'

'হোল্ড অন।' খানিক পর আবার বললো পিট, 'স্টার্নপোস্টে ঢোকানো রয়েছে শক্ত কাঠের ফলকের মতো কি যেনো একটা। অক্ষরগুলো পড়তে পারছি না। একটা মুখও দেখছি।'

'মুখ?'

'মাথায় কোঁকড়ানো চুল, প্রচুর দাঁড়ি।'

'পড়ার চেষ্টা করো।'

'কি আশ্চর্য, গ্রিক আমি পড়ব কিভাবে!'

'গ্রীক, ল্যাটিন নয়?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো।

'ল্যাটিন নয়, গ্রিক।'

'ঠিক জানো?'

'আরে ভাই, গ্রিক এক মেয়ের সাথে বেশ কিছুদিন সম্পর্ক ছিলো আমার!'

'রাগ কোরো না, রাগ কোরো না! আর্কিওলজিস্টদের মাথা খারাপ করে দিয়েছ তুমি!' দু'মিনিট পর আবার গলা শুনতে পেল পিট, 'ড. গ্রোনকুইস্ট বলছেন, তোমার মতিভ্রম ঘটেছে। তবে মাইক গ্রাহাম বলছেন, কলেজে তিনি ক্লাসিকাল গ্রিক পড়েছেন, জানতে চাইছেন তুমি অক্ষরগুলোর বর্ণনা দিতে পারবে কিনা।'

'প্রথম অক্ষরটা ইংরেজি এস-এর মতে, যেনো আকাশের বিদ্যুৎ আঘাত হানতে যাচ্ছে। তারপর একটা এ, তবে সেটার ডান পা নেই। এরপর পি-সামান্য লেজ আছে। পি-র পর পঙ্গু আরেকটা এ, তারপর উল্টানো এলো বা ফাঁসিকাঠ। এবার আই, এবং শেষ অক্ষর আরেকটা বিদ্যুৎ আকৃতি এস।'

তাঁবুতে বসে স্পীকারের মাধ্যমে পিটের গলা শুনছে মাইক গ্রাহাম, লিখে নিচ্ছে কাগজে। অক্ষরগুলো পাশাপাশি সাজানেরা পর দাঁড়ালো :

লগো বসবে

লেখাটার দিকে কয়েক মুহূর্ত ভুরু কুচকে তাকিয়ে থাকলো মাইক। কি যেনো একটা ঠিক মিলছে না। স্মৃতির পাতা ওল্টাতে শুরু করলো সে। তারপর মনে পড়লো।

অক্ষরগুলো ক্লাসিকাল, তবে ঈস্টার্ন গ্রীক। চিন্তিত ভাব বদলে গিয়ে তার চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল। কাগজের ওপর খস খস করে কিছু লিখল সে, একটানে ছিড়ে লিলির দিকে সিধে করে ধরলো। আধুনিক ইংরেজি অক্ষরে লেখা শব্দটা হলো:

SARAPIS

চোখে প্রশ্ন নিয়ে তাকালো লিলি। 'এর কি বিশেষ কোনো অর্থ আছে?'

উত্তর দিলেন ড. গ্রোনকুইস্ট, 'আমার ধারণা, ওটা এক গ্রীক ঈজিপশিয়ান দেবতার নাম।'

'ভূমধ্যসাগরের আশপাশে অত্যন্ত জনপ্রিয় দেবতা উনি', একমত হলো হসকিন্স। 'আধুনিক বানানো সাধারণত লেখা হয় এস-এর পর ই দিয়ে।'

'তাহলে আমাদের জাহাজ সেরাপিস', বিড়বিড় ক'রে উঠলো লিলি।

'আমাদের বিদ্যালয় কুলোবে না', ড. গ্রোনকুইস্ট বললেন। 'একজন মেরিন আর্কিওলজিস্ট বলতে পারবেন, বিশেষ করে প্রাচীন ভূমধ্যসাগরীয় জাহাজ সম্পর্কে যদি তাঁর জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থাকে।'

বরফের নিচে জাহাজটাকে ঘিরে সাঁতার কাটল পিট। এক জায়গায় বরফ ভেতর দিকে দেবে থাকতে দেখে পায়ের ফিন দিয়ে বারকয়েক আঘাত করলো ও। বরফের আবরণ আরও ভেতর দিকে দেবে গেলো। একটা হাত গলাল ও। কি যেনো ঠেকল হাতে। সম্ভবত খোলের একটা তক্তা। সেটা ধরে নিজের দিকে টানতে শুরু করলো ও।

অনেক্ষণ চেষ্টার পর তক্তাটা বাঁকা হলো, কিন্তু ভাঙল না। হাল ছেড়ে দেবে কিনা ভাবছে পিট, এই সময় তক্তাটাই পরাজয় স্বীকার করলো, ভাঙা অংশটা নিয়ে পিছন দিকে আছাড় খেলো ও। আদর্শ একজন আর্কিওলজিস্ট উপস্থিত থাকলে পিটের চির শত্রুতে পরিণত হতেন। এ ধরনের প্রাচীন শিল্পকর্ম ভাঙা আর সাতটা খুন করা প্রায় একই কথা।

পাথরে ধাক্কা খাওয়ায় কাঁধটা ব্যথা করছে পিটের। ঠাণ্ডাও অসহ্য মনে হচ্ছে। নিচে আর বেশিক্ষণ থাকা যাবে না। 'খোলের একটা জায়গা ভাঙতে পেরেছি', হাঁপাতে হাঁপাতে বললো ও। 'একটা ক্যামেরা পাঠাও।'

'উঠে এসো, দেয়া যাবে', বললো জিওর্দিনো।

গর্তের মুখে উঠে এলো পিট। দেখল, ক্যামেরা নিয়ে গর্তের কিনারায় শুয়ে রয়েছে জিওর্দিনো। আন্ডারওয়াটার ভিডিও ক্যামেরা/রেকর্ডারটা ওর হাতে ধরিয়ে দিলো সে। 'তাড়াতাড়ি কাজ সেরে ফিরে এসো। যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছ।'

'কমান্ডার নাইট কি বলেন?'

'একটু দাঁড়াও। ওকে দিচ্ছি লাইনে।'

ইয়ারফোনে ভেসে এলো নাইটের গলা, 'ডার্ক?'

'বলুন, বায়রন।'

'তুমি কি নিশ্চিত, এক হাজার বছর পুরোনো একটা জাহাজের ধ্বংসাবশেষ পেয়েছি আমরা?'

'বেশ শক্ত প্রমাণ আছে তো।'

'কিন্তু কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট করতে হলে বেশ অকাট্য প্রমাণ লাগবে। নিদেনপক্ষে একটা দুটো প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন।'

'ঠিক আছে, দেখি কিছু আনতে পারি কি না।'

ঢেউ তুলে আবারো তলিয়ে যায় পিট।

নিচে নেমে এসে সাথে সাথে ফাঁকাটা দিয়ে জাহাজের ভেতর ঢুকল না ও। এক কি দু'মিনিট ইতস্তত করলো। কেনো, তা নিজেও বলতে পারবে না। হতে পারে কঙ্কালের একটা হাত ওকে অভ্যর্থনা জানাবে, এই আশঙ্কায়। হতে পারে মনে ভয় রয়েছে ভেতরে তেমন কিছু হয়তো পাওয়া যাবে না, শেষ পর্যন্ত বোধহয় প্রমাণিত হবে জাহাজটা অত পুরানো নয়।

অবশেষে মাথা নোয়াল পিট। কাঁধ শক্ত করলো। তারপর ধীরে ধীরে ফিন নেড়ে ঢুকে পড়লো জাহাজটার ভেতর।

অচেনা অন্ধকার একটা জগৎ আলিঙ্গন করলো ওকে।

সতের

জাহাজের ভেতর ঢোকার পর থামলো পিট, স্থির ঝুলে থাকলো, তারপর ধীরে ধীরে ভাঁজ করা হাঁটু নামিয়ে তল পাবার চেষ্টা করলো, বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের ধুকধুক শুনতে পাচ্ছে, শুনতে পাচ্ছে এজগস্ট ভালভ থেকে বুদ্বুদ বেরোবার শব্দ। একটু একটু করে চারপাশের তরল জগৎ ঠাহর করতে পারলো ক্ষীণ আভায়।

জানে না কি পাবে বলে আশা করছে ও। বাল্কহেডের কয়েকটা শেলফে টেরাকোটা জার, বড় আকারের কলসি, কাপ আর পিরিচ সুন্দরভাবে সাজানো রয়েছে। ভাঙা তক্তার ভেতর দিয়ে ঢোকার সময় হাতে ঠেকেছিলো তামার পাত্র। কালের আঁচড়ে খোলের দেয়ালগুলো সবুজ বর্ণ ধারণ করেছে।

প্রথমে ভাবল, হাঁটু দুটো ডেকের শক্ত মেঝেতে রয়েছে। কিন্তু হাতড়াতে গিয়ে দেখল টালি বিছানো চুলোর মেঝেতে হাত বুলাচ্ছে। মুখ তুলে ওপরে তাকালো ও, বুদ্বুদগুলো উঠে গিয়ে এক জায়গায় গতি হারাচ্ছে, ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। পা লম্বা করে দিয়ে সিধে হলো পিট, মাথা আর কাঁধ উঠে এলো খাঁড়ির পানি ছেড়ে পরিষ্কার বাতাসে।

'জাহাজের ভেতর ঢুকছি আমি', বরফের ওপর রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষারত দলটাকে জানাল ও। 'ওপরের অর্ধেকটা শুকনো। ক্যামেরা সচল।'

'ঠিক আছে', বললো জিওর্দিনো।

পরের ক'মিনিট গ্যালির ভেতর, পানির ওপর আর নিচটা, ভিডিও-রেকর্ডারে বন্দী করার কাজে ব্যস্ত থাকলো পিট, প্রতিটি নতুন আবিষ্কার সম্পর্কে অনর্গল বলে গেলো জিওর্দিনোকে। খোলা একটা আলমিরা দেখল, ভেতরে দারুণ সুন্দর সব কাচের পাত্র। একটা হাতে নিয়ে ভেতরে উঁকি দিলো–মুদ্রায় ভর্তি। দস্তানা পরা আঙুল দিয়ে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করলো একটা মুদ্রার। চকচক করে উঠলো মুদ্রাটা। একটু লালচে সোনালি।

রোমাঞ্চ আর বিস্ময়ে নেশা ধরে গেলো পিটের। তাড়াতাড়ি চারদিকে তাকালো, যেনো আশা করছে নাবিকদের আত্মা বা ভূত-টুত দেখতে পাবে। অন্তত এক-আধটা কঙ্কাল পানি ঠেলে এগিয়ে আসার বিচিত্র কিছু নয়, তাদের সংরক্ষিত গোপন জিনিসে হাত দিয়ে ফেলেছে পিট। কিন্তু না, ক্রুদের কাউকে দেখা গেলো না। ও একা। এই একই ডেকে একদিন যারা হাঁটাচলা করেছে, খাবার রেঁধে খেয়েছে এখানে, তারা আজ থেকে ষোলোশো বছর আগে মারা গেছে।

আজ তারা কোথায়? কি ঘটে থাকতে পারে তাদের ভাগ্যে? এরকম আরও অনেক প্রশ্ন জাগল পিটের মনে। এ-ধরনের অভিযান সম্পর্কে যাদের কোনো ধারণাই ছিলো না, তারা এতো উত্তর হিমাঞ্চলে এলই বা কেনো? মৃত্যুর কারণ যদি ধরে নেয়া হয় এক্সপোজার, তাহলে তাদের লাশগুলো গেলো কোথায়?

'তুমি বরং এবার উঠে এসো', ওপর থেকে বললো জিওর্দিনো। 'নেমেছ তো আধঘণ্টা হয়ে এল।'

'আর কিছুক্ষণ', জবাব দিলো পিট। আধঘণ্টা, ভাবল ও। যদিও মনে হচ্ছে, পাঁচ মিনিট। আঙুল গলে বেরিয়ে যাচ্ছে সময়। ঠাণ্ডা এতক্ষণে ওর ব্রেনটাকে প্রভাবিত করেছে। মুদ্রাটা কাচের পাত্রে রেখে আবার ঘুরে ফিরে দেখতে শুরু করলো চারদিকে।

মাথার ওপর মেইন ডেক, সেটাকে ছাড়িয়ে আধ মিটার উঠে গেছে গ্যালির সিলিং। ছোটো আকারের খিলান আকৃতির জানালা, সাধারণত রোদ আর বাতাস চলাচলের কাজ করে, ফরওয়ার্ড বাল্কহেডের মাথার দিকে থেকে তক্তা মেরে বন্ধ করা হয়েছে। খানিক চেষ্টা করে একটা তক্তা ভাঙতে পারলো পিট, ওপারে নিরেট বরফের দেয়াল।

মনে মনে একটা হিসেব করলো। গ্যালির সামনের দিকটায় পানির গভীরতা বেশি হবে। তার মানে জাহাজের বা আর মাঝখানের অংশটা নিশ্চয়ই পানিতে ডোবা নয়।

'আর কিছু পেলে?' অধৈর্য হয়ে জানতে চাইলো জিওর্দিনো, কৌতূহলে মরে যাচ্ছে।

'যেমন?'

'ক্রুদের অবশিষ্ট বা...?'

'দুঃখিত, কোথাও কোনো হাড় দেখছি না', পানির নিচে ডুব দিলো পিট, নিশ্চিত হবার জন্যে ডেকের ওপর চোখ বুলালো। ডেক খালি, কোথাও কিছু পড়ে নেই।

'তারা সম্ভবত আতঙ্কিত হয়ে জাহাজ ত্যাগ করেছিলো', আন্দাজ করলো জিওর্দিনো।

'তারও কোনো প্রমাণ দেখছি না', জানাল পিট। 'গ্যালির সব কিছু গুছানো রয়েছে। ব্যস্ততার ছাপ নেই।'

'জাহাজের বাকি অংশে যাওয়া যায়?'

'ফরওয়ার্ড বাল্কহেড একটা হ্যাচ আছে। ওপারে কি আছে দেখব।' ঝুঁকল পিট, সরু আর নিচু ফাঁকটা গলে ধীরে ধীরে সামনে বাড়লো, সতর্কতার সাথে লাইফ-লাইন আর এয়ার হোসটা সাথে রাখছে। ঘোর অন্ধকার, ভয় লাগারই কথা। ওয়েট বেল্ট থেকে ডাইভ লাইটের হুক খুলল ও, আলো ফেলে দেখল ছোটো একটা কমপার্টমেন্টে রয়েছে। 'এটা বোধহয় একটা স্টোররুম। পানির গভীরতা কম এখানে, শুধু হাঁটু জোড়া ডুবেছে। যন্ত্রপাতি দেখতে পাচ্ছি–হ্যাঁ–কাঠ মিস্ত্রীর যন্ত্রপাতি, অতিরিক্ত নোঙর, বড়সড় একটা দাঁড়িপাল্লা...'

'দাঁড়িপাল্লা!'

'হ্যাঁ–হুক থেকে ঝুলছে একটা ব্যালেন্স স্কেল।'

'বুঝেছি।'

'আরও রয়েছে কয়েক ধরনের কুঠার, লীড ওয়েট, মাছ ধরার জাল। দাঁড়াও, আগে ফটো তোলা হোক।'

কাঠের মইটা ওপর দিকে উঠে গেছে মেইন ডেকের ফোকর গলে। ফটো তোলা শেষ হতে মইটা পরীক্ষা করলো পিট। কাঠে এখনও পচন ধরেনি দেখে অবাক হলো। ধাপ বেয়ে ধীরে ধীরে উঠলো ও। ফোকরের ভেতর গলিয়ে দিলো মাথাটা। একটা বিধ্বস্ত ডেক কেবিন দেখতে পেল। বরফের চাপে চ্যাপ্টা হয়ে গেছে।

নিচে নেমে এসে আরেকটা মই ব্যবহার করলো পিট। এটা উঠে গেছে কার্গো হোল্ডে। ওপরে উঠে এসে স্টারবোর্ড থেকে পোর্টের দিকে ডাইভ লাইটের আলো ফেললো ও। বিস্ময়ের ধাক্কায় পাথর হয়ে গেলো সাথে সাথে।

জায়গাটা শুধু কার্গো হোল্ড নয়।

এটা একটা লুকানোর জায়গাও বটে।

চরম ঠাণ্ডা শুকনো কার্গো হোল্ডটাকে ক্রাইয়োজিনিক চেম্বারে পরিণত করেছে। জাহাজের বো-র দিকে মাঝখানে একটা লোহার তৈরি স্টোভ নিয়ে গোল হয়ে বসে আছে ওরা। আটজন মানুষ, প্রায় সম্পূর্ণ সংরক্ষিত অবস্থায়। বরফের আবরণ প্রত্যেককে ঢেকে রেখেছে, দেখে পিটের মনে হলো, সবাই ওরা নিজেদেরকে প্লাস্টিক শীট দিয়ে মুড়ে রেখেছে।

মুখের অবয়ব শান্ত, যেনো শান্তিতে সময় কাটাছিলো। চোখ খোলা সবার, খোলা অবস্থায় স্থির হয়ে গেছে, যেনো কোনো দোকানের জানালায় সাজানো ম্যানিকিন। সবাই বসে আছে, তবে প্রত্যেকের ভঙ্গি আলাদা। চারজন একটা টেবিলে বসে খাচ্ছে, এক হাতে প্লেট, আরেক হাতে ধরা কাপ মুখের কাছে তোলা। দু'জন খোলের গায়ে হেলান দিয়ে পাশপাশি বসে আছে, গুটানো কাগজ বা পার্চমেন্ট খুলে কি যেনো পড়ছে বলে মনে হলো। একজন একটা কাঠের তৈরি বাক্সের ওপর ঝুঁকে রয়েছে, শেষ ব্যক্তি নিচের দিকে ঝুঁকে কি যেনো লিখছে।

পিটের মনে হলো, যেনো একটা টাইম মেশিনে ঢুকেছে ও। ভাবতে গিয়ে প্রচণ্ড বিস্ময়বোধ করলো, চোখের সামনে যাদের দেখতে পাচ্ছে তারা এক সময় রোম সাম্রাজ্যের নাগরিক ছিলো। প্রাচীন নাবিক ওরা, যারা এমন সব বন্দরে জাহাজ ভিড়িয়েছিলো, পরবর্তী সভ্যতার আবর্জনার নিচে সে-সব বন্দর চাপা পড়ে গেছে, অতীত থেকে উঠে আসা ষাটটি প্রজন্ম আগেকার পূর্বপুরুষ।

আর্কটিক আবহাওয়ার জন্যে প্রস্তুতি ছিলো না ওদের। কারও পরনে ভারী পোশাক নেই। কর্কশ কম্বল জড়িয়েছে সবাই গায়ে। পিটের তুলনায় ওদেরকে ছোটোখাট লাগল। ছোট্ট একটা মানুষের টাক রয়েছে, শুধু মাথার দু'পাশে সাদা কিছু চুল। আরেকজনের মাথায় ঝাঁকড়া লাল চুল, মুখে চাপ দাড়ি। দাড়ি প্রায় সবারই কামানো। বরফের আবরণ থাকলেও, বয়স আন্দাজ করতে পারলো পিট। সবচেয়ে যে ছোটো তার বয়স আঠারোর মতো হবে, সবচেয়ে বয়স্ক লোকটা চল্লিশের ঘরে।

লিখতে বসে যে লোকটা মারা গেছে তার মাথায় চামড়ার একটা ক্যাপ রয়েছে, পায়ে লম্বা তুলো জড়ানো। একটা ফোল্ডিং টেবিলের ওপর ঝুঁকে রয়েছে সে, অমসৃণ টেবিলের ওপর পড়ে রয়েছে কয়েকটা মোম ট্যাবলেট। লোকটার ডান হাতে এখনও ধরা রয়েছে সূচীমুখ শলাকা অর্থাৎ কলম।

নাবিকদের দেখে মনে হলো না খাদ্যের অভাবে বা ঠাণ্ডায় ধীরে ধীরে মারা গেছে। মৃত্যু আসে হঠাৎ করে, অপ্রত্যাশিতভাবে।

কারণটা আন্দাজ করলো পিট। ঠাণ্ডা ঠেকাবার জন্যে সবগুলো হ্যাচ কভার নিশ্চিদ্রভাবে বন্ধ রাখা হয়েছিলো। ভেন্টিলেশন-এর জন্যে একমাত্র হ্যাচটা খোলা ছিলো সেটা বরফ জমে বন্ধ হয়ে যায়। শেষবার রান্না করা খাবারটা এখনও স্টোভের ওপর পাত্রে রয়েছে। উত্তাপ বা ধোঁয়ার বাইরে বেরিয়ে যাবার কোনো পথ ছিলো না। মারাত্মক কার্বন মনোক্সাইড জমা হতে থাকে বদ্ধ কার্গো হোল্ডের ভেতর। কোনো পূর্বাভাস ছাড়াই অজ্ঞান হয়ে পড়ে ওরা। যে যেখানে বসেছিলো সেখানে বসেই মারা গেছে।

মোম ট্যাবলেটগুলো বরফের আবরণ ভেঙে টেবিল থেকে তুললো পিট। বরফ খুব সাবধানে ভাঙল ও, যেনো ভয় করছে লোকগুলো জেগে উঠবে। ড্রাই সুটের একটা পকেট খুলে ট্যাবলেটগুলো রেখে দিলো। ও যে কাঁপছে, রোমকূপ দিয়ে বেরিয়ে আসছে ঘাম, এসব খেয়ালই করলো না। করুণ দৃশ্যটা এমনভাবে টেনে রেখেছে ওকে, বারবার ডাকাডাকি করেও ওর কোনো সাড়া পেল না জিওর্দিনো।

'এখনও তুমি আমাদের সাথে আছ?' পাঁচবারের বার জিজ্ঞেস করলো সে। 'জবাব দাও, ধেত্তেরি ছাই!'

দুর্বোধ্য কয়েকটা শব্দ অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ করলো পিট।

'আবার বলো! তোমার বিপদ হয়েছে?'

উদ্বেগে ব্যাকুল গলা শুনে অবশেষে ধ্যান ভাঙল পিটের। 'কমান্ডার নাইটকে জানাও', বললো ও। 'জাহাজের অ্যান্টিক মূল্য নিভের্জাল। আর, তুমি একথাও বলতে পারো যে ওঁরা যদি সাক্ষী চান, নাবিকদের হাজির করতে রাজি আছি আমি।'

আঠার

'তোমার ফোন', কিচেনের জানালা দিয়ে বললেন জুলিয়াস শিলারের স্ত্রী।

বাড়ির পিছনের আঙিনায় বার-বি-কিউ রত শিলার ঘুরে তাকালেন। 'নাম বলেছে?'

'না। তবে মনে হলো, ডেইল নিকোলাস।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলে, স্টাডিতে ঢুকে দরোজা আটকে ফোন উঠালেন শিলার।

'কে?'

'আমি ডেইল, জুলিয়াস।'

'কি খবর?'

'হে'লা কামিল। তাঁর একটা ডুপ্লিকেট পাওয়া গেছে।'

'তারমানে ওয়াল্টার রীড হাসপাতালে তাঁর মতো দেখেতে অন্য একটা মেয়ে?'

'হ্যাঁ, কড়া পুলিশী প্রহরায়।'

'কে মেয়েটা, মানে হে'লা কামিলের ভূমিকায়?'

'অভিনেত্রী টেরি রুনি, আবার কে ! তার নাকে নাক না ঠেকালে তুমি বুঝতেই পারবে না যে সে আসল হে'লা কামিল নয়, এতই চমৎকার হয়েছে তার মেকআপ। ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য করার ন্য ডাক্তারদের দিয়ে একটা প্রেস কনফারেন্সের আয়োজন করা হয়েছে, তাঁরা হে'লা কামিলের আশঙ্কানক অবস্থা ব্যাখ্যা করবেন।'

'আর হে'লা কামিল? তিনি কি করছেন?' জানতে চাইলেন আন্ডার সেক্রেটারি।

'গ্রীনল্যান্ড থেকে এয়াফোর্সের যে প্লেনে ফিরে এসেছেন সেটা থেকে নামেন নি তিনি', প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারী বললেন। 'আবার ফুয়েল নিয়ে ডেনভারের কাছে বাকলি ফিল্ডে চলে গেছে প্লেনটা। ওখান থেকে হে'লা কামিলকে নিয়ে যাওয়া হবে ব্রেকেনরিজ-এ।'

'কলোরাডোর স্কি রিসর্টে?'

'হ্যাঁ, সিনেটর জর্জ পিটের বাড়িতে। হে'লা কামিল দু'এক জায়গায় সামান্য চোট পেয়েছেন, এখন অবশ্য ভালই আছেন।'

'আমরা তাঁর দায়িত্ব নেয়ায় ভদ্রমহিলার প্রতিক্রিয়া?'

'বলা হয়েছে, আমরা শুধু নিরাপদে তাঁকে জাতিসংঘে পৌঁছে দিতে চাই, অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষ্যে সেখানে তিনি ভাষণ দেবেন। না, আমাদের সাহায্য প্রত্যাখ্যান করেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ মহল থেকে আভাস পাওয়া গেছে, ভাষণে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে জোরাল বক্তব্য থাকবে। কিন্তু সমস্যা হলো, উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পাঁচদিন পর। হে'লা কামিলকে থামাবার জন্যে পাঁচদিন চেষ্টার কোনো ত্রুটি করবে না আখমত ইয়াজিদ।'

'মঞ্চে পা রাখার আগের মুহূর্তে পর্যন্ত কোথায় আছেন তিনি তা যেনো কাকপক্ষীও টের না পায়।'

'মিশর সরকারের তরফ থেকে তোমার দপ্তর কিছু জানতে পারলো?' ডেইল নিকোলাস প্রশ্ন করলেন।

'হে'লাকামিলের ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট হাসান আমাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দিয়েছেন', জানালেন জুলিয়াস শিলার। 'দেশের অর্থনীতি নতুন করে ঢেলে সাজানোর কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত তিনি, বলা যায় চব্বিশ ঘণ্টা মিটিঙের মধ্যে আছেন। ভদ্রলোক আন্তরিক, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। ভাষণ দেয়ার আগেই যদি ইয়াজিদের পাঠানো অ্যাসাসিনের হাতে হে'লা কামিল মারা যান, তাহলে ধরে নিতে পারো, এক মাসের মধ্যে আরেকটা ইরান পাবেন।'

'শান্ত হও', আশ্বাস দিলেন ডেইল নিকোলাস। 'হে'লা কামিল কোথায় আছেন, আখমত ইয়াজিদ বা তার পাঠানো খুনীরা জানতেই পাববে না।'

'প্রহরার ব্যবস্থা যথেষ্ট...'

'সিক্রেট সার্ভিসের একদল এজেন্ট খোঁজ-খবর রাখছেন।'

জুলিয়াস শিলার বললেন, 'আরও নিশ্চিন্ত হতে পারতাম কাজটায় যদি এফ. বি. আই. সাহায্য করতো।'

'হোয়াইট হাউসের সিকিউরিটি স্টাফেরা সব দিক ভেবেই এই ব্যবস্থা করেছে। তাছাড়া, প্রেসিডেন্ট চাইছেন না পাঁচমিশালী একটা আয়োজন করা হোক।'

'দেখো, ডেইল, সাবধান-ব্যাপারটা লেজে গোবরে করে ফেলো না।'

'আরে, চিন্তা কোরো না তো! কথা দিলাম, হে'লা কামিল নির্দিষ্ট দিনে সম্পূর্ণ বহাল তবিয়তে জাতিসংঘ সদর দফতরে পৌঁছবেন।'

'সত্যি যেনো পৌঁছান।'

'সূর্য যদি পশ্চিমে ওঠে, তবুও পৌঁছবেন।'

ফোনের রিসিভার নামিয়ে রাখলেন জুলিয়াস শিলার। কোনো কারণ নেই, তবু অস্বস্তিবোধ করছেন তিনি। মনে মনে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করলেন, খারাপ কিছু যেনো না ঘটে। তারপর ভাবলেন, হোয়াইট হাউস যা করছে নির্ঘাত সব দিক ভেবে-চিন্তেই করছে।

রাস্তার ওপারে একটা ফোর্ড কোম্পানির ভ্যানে তিনজন লোক বসে আছে। ভ্যানের গায়ে লেখা-ক্যাপিটাল প্লামবিং, টোয়েনটি ফোর আওয়ার ইমার্জেন্সি সার্ভিস। ভেতরে অত্যাধুনিক আড়িপাতা যন্ত্র গিজগিজ করছে।

তিনজনই ওরা সাবেক কাউন্টার এসপিওনাজ এজেন্ট, চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে চুক্তিভিত্তিক স্বাধীন ব্যবসায় নেমেছে। এ ধরনের এজেন্টরা সাধারণত সরকারি ছাড়া অন্য কোনো কাজ গ্রহণ করে না। তবে এদের কথা আলাদা। এরা তিনজন অল্প দিনে কোনো কাজ গ্রহণ করে না। তবে এদের কথা আলাদা। এরা ইত্যাদি বিসর্জন দিয়েছে তারা। যে বেশি টাকা দেয় তার কাছেই এরা ক্লাসিফায়েড ইনফরমেশন বিক্রি করে।

শিলারের জানালার রঙিন কাচের দিকে বাইনোকুলার তাক করে তাদের একজন বললো, 'লিভিং রুম থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন উনি।'

দ্বিতীয় লোকটা মোটাসোটা, কানে ইয়ারফোন লাগিয়ে ঝুঁকে রয়েছে রেকর্ডিং মেশিনের দিকে, বললো, 'কথাবার্তা সব থেমে গেছে।'

তৃতীয় লোকটার বিশাল গোঁফ, সে একটা লেয়ার প্যারাবোলিক অপারেট করছে। জিনিসটা স্পর্শকাতর মাইক্রোফোন, ঘরের ভেতরের কণ্ঠস্বর রিসিভ করে জানালার কাচে কম্পন থেকে, তারপর সেটাকে ফাইবার অপটিক্স-এর মাধ্যমে ম্যাগনিফাই করে সাউন্ড চ্যানেলে পাঠিয়ে দেয়।

'ইন্টারেস্টিং কিছু?' প্রথমন জানতে চাইলো।

মোটাসোটা দ্বিতীয় জন এয়ারফোন নামিয়ে কপালের ঘাম মুছল। 'একটা ফিশিং বোট কেনার টাকা বোধহয় এবার পেয়ে গেলাম।'

গোঁফে তা দিয়ে তৃতীয় লোকটা জানতে চাইলো, 'তথ্যটার সম্ভাব্য ক্রেতা কে হতে পারে?'

'এক উন্মাদ ধনী, আখমত ইয়াজিদকে সাহায্য করতে চায়।'

উনিশ

নিজের ডেস্কের পিছন থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সিআইএ প্রধান, মার্টিন ব্রোগানের উদ্দেশ্যে ইশারা করলেন প্রেসিডেন্ট।

মাথার রূপালি চুলে হাত বুলিয়ে তিনি বললেন, 'আজ সকালে গুরুত্বপূর্ণ কি খবর আছে আমার জন্যে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে প্রেসিডেন্টের বসার অপেক্ষায় রইলেন ব্রোগান। এরপর লেদার মোড়া একটা ফাইল এগিয়ে দিলেন তার দিকে। 'মস্কোর সময় সকাল নয়টায় সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট জর্জি অ্যান্টেনভ তাঁর স্ত্রীর সাথে প্রেম করেছেন, গাড়ির ব্যাক সিটে!'

'তাঁর দিন শুরুর কায়দা দেখে আমি ঈর্ষান্বিত', চওড়া হেসে বললেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট।

'ওনার গাড়ির ফোন থেকে দুটো কল করেছেন তিনি; একটি রাশিয়ার মহাকাশ বিষয়ক প্রোগ্রামের প্রধানকে, অপরটি নিজের ছেলেকে। মেস্কিকো সিটির বাণিজ্যিক অংশে দূতাবাসে কাজ করে সে। পেজার নম্বর চার আর পাঁচে তাদের আলাপ-চারিতার একটা বর্ণনা পাবেন।'

চোখে রিডিং গ্লাস এঁটে চার এবং পাঁচ নম্বর পাতায় চোখ বোলালেন প্রেসিডেন্ট।

'দিনের বাকি সময় কি করলো জর্জি?'

'বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন অভ্যন্তরীণ বিষয় নিয়ে। তার অবস্থা বেশ নাজুক। সোভিয়েত অর্থনীতির অবস্থা খারাপ থেকে খারাপতর হচ্ছে। সেনাবাহিনীতে তার সমর্থন কম। ওদিকে রাশিয়ার জনতা এখন অনেক বেশি সরব। শোনা যাচ্ছে, আগামী গ্রীষ্মের আগেই জর্জি অ্যান্টোনভের পদত্যাগ করতে হতে পারে।'

'আমার নিজেরও ওই অবস্থা হতে পারে, যদি না নিজের পক্ষে জনমত জোরালো করতে পারি।'

এই কথায় স্বাভাবিকভাবেই নিশ্চুপ রইলেন ব্রোগান।

'মিশর থেকে সাম্প্রতিক কি খবর পাওয়া গেলো?' এবারে, প্রসঙ্গ বদল করে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'নাদাভ হাসান এখনও ক্ষমতায় টিকে আছেন শুধুমাত্র এয়ারফোর্সের সমর্থন নিয়ে। ব্যাপক রদবদল সত্ত্বেও সেনাবাহিনীতে তাঁর ক্ষমতা পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামরিক নেতৃবৃন্দ যে-কোন মুহূর্তে ইয়াজিদের পক্ষ অবলম্বন করতে পারেন। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আবু হামিদ, পোর্ট সাঈদ-এ গোপনে ইয়াজিদের সাথে বৈঠক করেছেন। সি.আই.এ. এজেন্টরা জানতে পেরেছে, ক্ষমতাশালী একটা পদ না পেলে আখমত ইয়াজিদকে সমর্থন দিতে রাজি হননি আবু হামিদ। মৌলবাদী মোল্লাদের অধীনে থাকার কোনো ইচ্ছে তাঁর নেই।'

'কি মনে হয়, ইয়াজিদ হাল ছেড়ে দেবে?'

মাথা নাড়লেন ব্রোগান। 'কাউকে ক্ষমতার ভাগ দেয়ার কোনো ইচ্ছে ইয়াজিদের নেই। তাঁর নিষ্ঠুরতা সম্পর্কে ভুল ধারণা পোষণ করছেন আবু হামিদ। তিনি জানেন না, তবে সি.আই.এ. জানে যে আবু হামিদের প্রাইভেট প্লেনে বোমা ফিট করার একটা ষড়যন্ত্র হয়েছিলো। ষড়যন্ত্রটা ব্যর্থ করে দেয়া হয়েছে। আবু হামিদকে ব্যাপারটা জানানোর জন্যে প্রেসিডেন্টের অনুমতি প্রার্থনা করলেন সি.আই.এ. ডিরেক্টর।

'হে'লা কামিলকে বহনকারী জাতিসংঘ বিমানের দুর্ঘটনার সঙ্গে ইয়াজিদকে বাঁধা যায়?'

প্রেসিডেন্টের প্রশ্নের উত্তরে মারটিন ব্রোগান জানালেন, জাতিসংঘ প্লেন বিধ্বস্ত হওয়ার পিছনে ইয়াজিদের হাত থাকলেও তা প্রমাণ করা যাচ্ছে না। জানা গেছে, প্লেনটাকে গ্রীনল্যান্ডে নিয়ে যাওয়ার জন্যে দায়ী হলো ভুয়া পাইলট, সুলেমান আজিজ। কিন্তু আরোহীদের খাবারে বিষ মেশানোর কাজটা তার কীর্তি নয়। এই কাজের জন্যে এডুরাডো ইয়াবারা নামে একজন মেক্সিকান প্রতিনিধিকে সন্দেহ করা হচ্ছে, প্লেন বিধ্বস্ত হবার সময় মারা গেছে সে। হে'লা কামিল বাদে সে-ই একমাত্র আরোহী, যে প্লেনে ওঠার পর কোনো খাদ্য গ্রহণ করেনি। ফ্লাইট অ্যাটেনড্যান্ট যে মেয়েটা বেঁচে গেছে তার ভাষ্য অনুসারে, এডুরাডো ইয়াবারাকে খাবার সাধা হয়েছিলো, কিন্তু পেট ভালো নেই বলে এড়িয়ে যায় সে।

'এমন তো হতে পারে, সত্যি তার পেট খারাপ ছিলো?' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'না, নিজের ব্রিফকেস থেকে তাকে একটা স্যান্ডউইচ খেতে দেখেছে বেঁচে যাওয়া ফ্লাইট অ্যাটেন্ডেন্ট।'

'তাহলে তো সে জানতো, খাবারে বিষ আছে।'

'তাই তো মনে হয়।'

'সে ছাড়া সবাই মরবে, এটা জানার পরেও বিমানে উঠলো কেনো ব্যাটা?'

'ব্যাক আপ পরিকল্পনা হিসেবে। যদি তার টার্গেট বিষ বিশ্রিত খাবার নায় খায়– তাই সে ছিলো ওখানে।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে সিলিঙে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'তো, কামিল হলো ইয়াজিদের পথের কাটা। সুলেমান আজিজের মাধ্যমে তাঁকে নিকেশ করতে চেয়েছিলো সে। কিন্তু পরিকল্পনা বেস্তে গেলো– গ্রীনল্যান্ড উপকূলে বিধ্বস্ত হলো বিমান, আর্কটিকে তলিয়ে গেলো না। বেশ রহস্যজনক। মিশরের যোগাযোগ না হয় বুঝলাম। কিন্তু মেক্সিকান প্রতিনিধির কামিলকে মেরে কি লাভ? এতোগুলো লোক মেরে কি অর্জন করতে চায় তারা? এখন তো প্রমাণের অভাবে কিছুই করা সম্ভব নয়।'

ব্রোগান বললেন, 'মেক্সিকোতে কোনো রকম সন্ত্রাসী তৎপরতার রিপোর্ট নেই।'

'টপিটজিনকে ভুলে গেলে?'

'ভুলি নি। গাই রিভাসের পরিণতির কথাও মনে আছে। একটু সুযোগ পেলেই ওকে ধরবো।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'লোকটা একটা রক্তপিপাসু উন্মাদ। মেক্সিকোর ক্ষমতা যদি পায় সে, খবর আছে আমাদের।'

'রিভাসের মরণ-চিৎকারের টেপটা আপনি শুনেছেন?' জানতে চাইলেন ব্রোগান, উত্তর তার ভালো করেই জানা।

'চারবার। দুঃস্বপ্ন দেখছি সেই থেকে।'

মারটিন ব্রোগান এবারে গুরুত্বপূর্ণ কথাটা বললেন, 'কিন্তু যদি মেক্সিকোর বৈধ সরকারকে উৎখাত করে টপিটজিন ক্ষমতা দখল করে, তখন কি হবে? আমেরিকার দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা কব্জা করার হুমকি দিয়েছে সে। মেক্সিকানরা যদি মিছিলো করে সীমান্ত পেরোতে শুরু করে?'

প্রেসিডেন্ট মৃদু গলায়, শান্তভাবে জানালেন, 'আমেরিকার মাটিতে কেউ অনুপ্রবেশ করলে তাকে গুলি করার নির্দেশ দেব আমি। বিদেশী আগ্রাসন আমি সহ্য করব না।'

সিআইএ সদর দপ্তর, ল্যাংলিতে ফিরে এলেন মার্টিন ব্রোগান। নেভির এসিসেন্ট সেক্রেটারী, এলমার শ' অপেক্ষা করছিলো তার জন্যে।

'বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। কিন্তু ইন্টারেস্টিং খবর আছে আমার কাছে।'

'বসো। কি ব্যাপার?'

'আমাদের সার্ভে জাহাজ, পোলার এক্সপ্লোরার, আর্কটিকে হারিয়ে যাওয়া আলফা ক্লাস সোভিয়েত সাবমেরিন খুঁজছিলো–'

'হ্যাঁ, জানি', থামিয়ে দিয়ে বললেন সিআইএ প্রধান।

'ওটা খুঁজে পেয়েছে তারা।'

চোখ দুটো বড়ো বড়ো হলো মার্টিন ব্রোগানের, টেবিলে চাপড় দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করলেন তিনি।

'চমৎকার! দারুণ কাজ দেখিয়েছে তোমাদের লোকজন।'

'এখনো অবশ্য আমরা কোনো হাত দিই নি ওটায়', শ' বললেন।

'রাশিয়ানরা? ওরা কি খোঁজ পেয়ে গেছে?'

'সম্ভবত, না। আসলে, জাতিসংঘের বিমান দুর্ঘটনার কারণে ওটা উদ্ধার করতে যায় আমাদের দল। এতে করে ভালো একটা ডাইভারশন পেয়ে যাই আমরা। নিশ্চিদ্র গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছে।'

'এখন কি পরিকল্পনা?'

'পানির তলায় একটা উদ্ধার অভিযানের প্রস্তুতি নিচ্ছি আমরা, দশ মাস সময় লাগবে ওতে। এদিকে আরো একটা ব্যাপার ঘটে গেছে। সোভিয়েতরা পুরো দ্বিধান্বিত হয়ে পড়বে এতে করে।'

'মানে?'

'বলা যায়, দৈবাৎ, একটা পুরোনো রোমান জাহাজ আবিষ্কার করেছে নুমার কর্মীরা, বরফের তলায়।'

'গ্রীনল্যান্ডে?' ব্রোগানের চোখে অবিশ্বাস।

'বিশেষজ্ঞরা বলছেন, কোনো সন্দেহ নেই। আমরা পোলার এক্সপ্লোরারকে ওখানে রেখেই একটা উদ্ধার অপারেশন চালাবো, এতে করে রাশিয়ানরা ভাববে, হয়তো পুরোনো জাহাজ নিয়েই আমাদের মাথা ব্যাথা। ওদের সাবমেরিন খুব কাছেই।'

'রোমান জাহাজটা থেকে কি পাব বলে আশা করছি আমরা? প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা? অমূল্য শিল্পকর্ম?'

'অতি পুরানো কিছু থেকে সবাই তো আমরা গুপ্তধন আশা করি।'

দুজনের কেউই জানেন না, বিষয়টা শুধু ইতিহাস আর গুপ্তধনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে না, আগামী আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে ওদের সবার ঘুম হারাম করে দেবে।

বিশ

আর্কিওলজিস্টরা নির্দেশ আর পরামর্শ দিলো, আইসব্রেকার পোলার এক্সপ্লোরারের ক্রুরা অত্যন্ত সতর্কতার সাথে বরফ ভেঙে খাঁড়ির তলায় পড়ে থাকা প্রাচীন জাহাজ সেরাপিসের টপ ডেক পর্যন্ত পৌঁছুল। ধীরে ধীরে বরফ-মুক্ত হলো স্টার্নপোস্ট থেকে বো পর্যন্ত সবটুকু।

খাড়ির সবাই দেখার জন্য ভিড় করেছে এক জায়গায়, কৌতূহল আর বিস্ময়ে প্রত্যেকে সম্মোহিত। শুধু পিট আর লিলিকে কোথাও দেখা গেলো না।

মোম ট্যাবলেট পরীক্ষার জন্যে পোলার এক্সপ্লোরার-এ রয়ে গেছে ওরা।

প্রাচীন জাহাজটাকে সম্পূর্ণ বরফ-মুক্ত করার পর কার্গো হ্যাচ খুলে নিচে নামল অ্যাল জিওর্দিনো, মাইক গ্রাহাম আর জোসেফ হসকিন্স। বরফের আবরণসহ মূর্তিগুলো ওদের দিকে তাকিয়ে আছে, মনে হলো গায়ে হাত দিয়ে নাড়া দিয়ে এখুনি সবাই জ্যান্ত হয়ে উঠবে। বো-র দিকে, এক কোণে, আরও দুটো মূর্তি রয়েছে, পিটের চোখে এড়িয়ে গেছে ওগুলো। দুটোর মধ্যে একটা কুকুর, অপরটি ছোট্ট এক মেয়ে।

পোলার এক্সপ্লোরার-এর ডেকে একটা নুমা হেলিকপ্টার নামল। সবুজ সোয়েটার পরা দীর্ঘদেহী এক লোক নেমে এলেন প্যাসেঞ্জার কেবিন থেকে। চারদিকে তাকিয়ে পিটের ওপর স্থির হলো ভদ্রলোকের দৃষ্টি, পিট হাত নাড়তে মৃদু হাসলেন তিনি। এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো পিট, 'ড. রেডফার্ন?'

'আপনি ডার্ক পিট?'

মাথা ঝাঁকিয়ে পিট বললো, 'ব্যস্ততার মধ্যেও সময় সরে আসতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, ড. রেডফার্ন।'

'ঠাট্টা করছেন! আপনার আমন্ত্রণ পেয়ে ক্যাঙ্গারুর মতো লাফিয়ে উঠেছিলাম, তা জানেন? আপনি যা আবিষ্কার করেছেন, তার সাথে জড়াবার জন্যে যে-কোন আর্কিওলজিস্ট তার একটা চোখ হারাতেও পিছপা হবে না। আমার তর সইছে না, কখন দেখাবেন?'

'দশ মিনিটের মধ্যে অন্ধকার হয়ে যাবে। আপনি বরং কাল সকালে দেখতে চাইলে ভালো হয়। তার আগে ড. গ্রোনকুইস্ট ব্রিফ করবেন আপনাকে। মেইন ডেক থেকে যেগুলো উদ্ধার করা হয়েছে, সে-সব আজই দেখানো যেতে পারে।'

ড. মেল রেডফার্ন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মেরিন আর্কিওলজিস্ট, পিটের আমন্ত্রণ পেয়ে এথেন্স থেকে রিকিয়াভিক-এ চলে আসেন প্লেনে চড়ে, সেখান থেকে অ্যাল জিওর্দিনো তাঁকে হেলিকপ্টারে তুলে নেয়। হ্যাচ গলে পোলার এক্সপ্লোরারের পেটে নেমে এলো ওরা। 'খোলের ভেতর কি কি পেয়েছেন, বলবেন, মি. পিট?'

'ক্রুদের দেহ ছাড়া কার্গো হোল্ডে আর কিছু পাইনি।'

'কিন্তু মেসেজে আপনি জানিয়েছেন, জাহাজটা প্রায় অক্ষত অবস্থায় পাওয়া গেছে।'

'হ্যাঁ, তা সত্যি। কিছু কিছু মেরামতের কাজ শেষ করতে পারলে, বৈঠা ঠেলে ওটাকে নিউইয়র্ক বন্দরে নিয়ে যেতে পারবেন।'

'ড. গ্রোনকুইস্ট কি ওটার সময়কাল নির্ধারণ করতে পেরেছেন?'

'মুদ্রাগুলো তিনশো নব্বই খ্রিস্টাব্দের। এমনকি জাহাজটার নামও জানি আমরা। সেরাপিস, স্টার্নপোস্টে গ্রিক ভাষায় খোদাই করা আছে।'

'সম্পূর্ণ সংরক্ষিত চতুর্থ শতাব্দীর বাইজেন্টাইন বাণিজ্য জাহাজ', বিড়বিড় করে বললেন ড. রেডফার্ন। 'যুগান্তকারী আবিষ্কার। হ্যাঁ, ছুঁয়ে দেখার জন্যে হাত দুটো নিশপিশ করছে আমার।'

অফিসার্স ওয়ার্ডরুমে চলে এলো ওরা। টেবিলে বসে মোম ট্যাবলেটে পাওয়া অক্ষরগুলো একটা কাগজে কপি করছে লিলি শার্প। ওদের পরিচয় করিয়ে দিলো পিট। চেয়ার ছেড়ে দাঁড়ালো লিলি, হাতটা বাড়িয়ে দিলো ড. রেডফার্নের দিকে। বললো, 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে সম্মানিত বোধ করছি, ড. রেডফার্ন। আমি মাটিতে কাজ করলেও, পানির নিচে আপনার কৃতিত্ব সম্পর্কে সব খবরই আমার জানা আছে, আমি আসলে আপনার একজন ভক্ত।'

'সম্মানটুকু আমার', বললেন ডক্টর।

'ডক্টর, কি খেতে ইচ্ছে করেন?' পিট জানতে চায়।

'এক গ্যালন গরম চকলেট আর পাঁচ কেজি সুপ হলেই চলবে।'

হেসে ফেলে স্টুয়ার্ডকে ডাকল লিলি।

'আমরা একটা ধাঁধায় পড়েছি', ড. রেডফার্নকে বললো পিট। 'আপনার ল্যাটিন কেমন?'

'চালিয়ে নিই। কিন্তু আপনি বললেন, জাহাজটা গ্রিক।'

'গ্রিকই', পিটের বদলে জবাব দিলো লিলি। 'তবে ক্যাপটেন মোম ট্যাবলেটে তাঁর লগ লিখেছেন ল্যাটিনে। ছয়টা ট্যাবলেটে অক্ষর পেয়েছি। সাত নম্বরটায় একটা ম্যাপ। জাহাজের ভেতর প্রথমবার ঢুকে এগুলো উদ্ধার করেছে পিট। অক্ষরগুলো কাগজে টুকেছি আমি।'

একটা চেয়ারে বসে একটা মোম ট্যাবলেট তুলে নিলেন ড. রেডফার্ন। নেড়েচেড়ে দেখে রেখে দিলেন। তারপর চোখ বুলালেন লিলির লেখা কাগজটায়।

গরম চকলেট আর সুপ দিয়ে গেলো স্টুয়ার্ড। অনুবাদ করায় এতই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন ড. রেডফার্ন, যে তাঁর আর খিদে থাকলো না। যন্ত্রচালিত রোবটের মতো কাপটা মুখে তুললেন, চোখ স্থির হয়ে আছে হাতে লেখা কাগজটার ওপর। দশ মিনিট পর নিঃশব্দে চেয়ার ছাড়লেন তিনি, পায়চারি শুরু করলেন, বিড়বিড় করে ল্যাটিন শব্দ আওড়াচ্ছেন, বিস্মৃত দর্শকদের উপস্থিতি সম্পর্কে কোনো ধারণাই যেনো নেই।

চুপচাপ বসে থাকলো পিট আর লিলি। এক চুল নড়ল না কেউ, শুধু চোখ দুটো অনুসরণ করলো ড. রেডফার্নকে। টেবিলে ফিরে এসে কাঁপা হাতে কাগজগুলো আবার পরীক্ষা করলেন ড. রেডফার্ন। প্রত্যাশায় আর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠলো পরিবেশ। আরও প্রায় পাঁচ মিনিট পর কাগজগুলো টেবিলে রেখে ধীরে ধীরে দেয়ালের দিকে তাকালেন ড. রেডফার্ন, তাঁর চোখে আচ্ছন্ন দৃষ্টি।

'কি ব্যাপার, ড. রেডফার্ন?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'কি?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'কি পেয়েছেন আপনি?'

ড. রেডফার্নের গলা কোনো রকমে শুনতে পেল ওরা। মাথা নিচু করলেন তিনি, ফিসফিস করে বললেন, 'সম্ভব। হ্যাঁ, সম্ভব। আপনারা সম্ভবত দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সাহিত্য আর শিল্পকর্মের সংগ্রহ আবিষ্কার করেছেন।'

একুশ

'আরেকটু খুলে বলবেন, প্লীজ?' শুকনো গলায় তাগাদা দিলো পিট।

বারকয়েক ঘন ঘন নেড়ে মাথাটা পরিষ্কার করার চেষ্টা করলেন ড. রেডফার্ন। 'গল্পটা...গল্প না বলে রূপকথা বললেই যেনো বেশি মানায়। গোটা ব্যাপারটা এমনই অবিশ্বাস্য আর অদ্ভুত অথচ বাস্তব সত্য যে আমার ঠিক হজম হচ্ছে না।'

লিলি জানতে চাইলো, 'ট্যাবলেটগুলো কি বলছে, গ্রিক-রোমান একটা জাহাজ বাড়ির পানি ছেড়ে এতো দূর কেনো চলে এল?'

'গ্রিক-রোমান নয়, বাইজেন্টাইন', রেডফার্ন সংশোধন করলেন। 'সেরাপিস যখন নোঙর তুলে রওনা হয়, তার আগেই সাম্রাজ্যের সিংহাসন কনস্ট্যানটাইন দ্য গ্রেটের দ্বারা রোম থেকে বসফরাসে স্থানান্তর করা হয়ে গেছে–বসফরাস, এক সময় যেখানে বাইজেন্টিয়াম শহর দাঁড়িয়ে ছিলো।'

'পরে যেটা কনস্টানটিনোপল হয়', বললো পিট।

'তারপর ইস্তাম্বুল', লিলির দিকে ফিরে বললেন ড. রেডফার্ন। 'সরাসরি উত্তর দিচ্ছি না বলে দুঃখিত। তবে হ্যাঁ, ট্যাবলেটগুলো বলছে বটে কেনো ও কিভাবে জাহাজটা এদিকে আসে। পুরোটা কাহিনী ব্যাখ্যা করতে হলে আগে আমাদের মঞ্চটা সাজাতে হবে, সেই মঞ্চে যে নাটকটা আমরা দেখব তার সূচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব তিনশো তেইশ সাল, যে-বছর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ব্যাবিলনে মারা গেলেন। তাঁর সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিলেন জেনারেলরা। তাঁদের একজন, টলেমি, সাম্রাজ্য থেকে কেটে নিলেন মিশরকে, হলেন রাজা। তিনি আলেকজান্ডারের লাশও দখল করতে সমর্থ হলেন, সোনা আর স্ফটিক দিয়ে তৈরি কফিনে মুড়ে রাখলেন সেটা। পরে লাশটা তিনি একটা মন্দির তৈরি করে সমাধিস্থ করলেন, মন্দিরের চারদিকে গড়ে তুললেন আশ্চর্য সুন্দর একটা শহর, যে সৌন্দর্য এথেন্সকেও হার মানিয়ে দিলো। টলেমি শহরটা নাম রাখলেন আলেকজান্দ্রিয়া।'

'কিন্তু এসবের সাথে সেরাপিসের কি সম্পর্ক?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো লিলি।

'প্লীজ, আমাকে শেষ করতে দিন', আবেদনের সুরে বললেন ড. রেডফার্ন। 'ছিটেফোঁটা সংগ্রহ থেকে বিশাল একটা মিউয়িাম আর লাইব্রেরি গড়ে তুললেন টলেমি। সংগ্রহের সংখ্যা বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠল। তাঁর উত্তরসুরিরা, ক্লিওপেট্রাসহ বাকি সবাই, এই মিউজিয়াম আর লাইব্রেরিতে নিজেদের সংগ্রহ জমা করেছেন। মিউজিয়ামটা হয়ে উঠলো সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সংগ্রহশালা। শুধু শিল্পকর্ম নয়, তৎকালীন ও অতীত যুগের বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, কারিগরি বিদ্যা ইত্যাদির সমস্ত নিদর্শন এই লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামে ঠাঁই পেল। জ্ঞানের এই বিশাল ভাণ্ডার কিন্তু মাত্র তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত টিকল।

'সে বছর, সম্রাট থিয়োডোসিয়াস ও আলেকজান্দ্রিয়ার গির্জাপতি থিয়োডোসিয়াস সিদ্ধান্ত নিলেন, সদ্য প্রবর্তিত খ্রিস্টান নীতি ও আদর্শের সাথে মেলে না এমন সমস্ত শিল্পকর্ম সাহিত্য পৌত্তলিকতা দোষে দুষ্ট বলে মনে করতে হবে, এবং তা অবশ্যই

ধ্বংস করে ফেলতে হবে। লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামে ছিলো পাথর ও ধাতব মূর্তি, মার্বেল ও ব্রোঞ্জের তৈরি শিল্পকর্ম, সোনা আর আইভরির তৈরি খেলনা, অবিশ্বাস্য নৈপুণ্যের সাথে তৈরি পেইন্টিং, ভেড়ার চামড়া বা প্যাপিরাস কাগজে লেখা অসংখ্য বই, বহু জ্ঞানী-গুণীর সংরক্ষিত লাশ, এমন কি সম্রাট আলেকজান্ডারের লাশও ছিলো–ঠিক হলো, সব ধ্বংস করে ফেলা হবে। হয় ভেঙেচুরে ধুলোর সাথে মিলিয়ে ফেলা হবে নয়তো পুড়িয়ে ছাই করা হবে।'

'ঠিক কি ধরনের হবে সংখ্যায়?'

'শুধু বই ছিলো কয়েক লাখ।'

হতাশায় মাথা নাড়লো লিলি। 'কী ভয়ানক ক্ষতি!'

'শুধু বাইবেল আর চার্চের যাবতীয় লেখা বাদ দিয়ে', বলে চললেন ড. রেডফার্ন, 'লাইব্রেরি আর মিউজিয়ামের বাকি সব সংগ্রহ পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেয়া হয়।'

'কয়েকশো বছর ধরে সংগ্রহ করা অসংখ্য মূল্যবান মাস্টারপীস হারিয়ে গেলো!'

'হারিয়ে গেলো', সায় দিলেন ড. রেডফার্ন। 'এতকাল পর্যন্ত ঐতিহাসিকরা সেই বিশ্বাসই পোষণ করে এসেছেন। কিন্তু এই মুহূর্তে যা পড়লাম তা যদি সত্যি হয়, সংগ্রহের সার অংশটুকু হারিয়ে যায়নি। সেসব কোথাও লুকানো আছে।'

লিলি হতভম্ব।

'আজও সেগুলোর অস্তিত্ব আছে? তারমানে কি পুড়িয়ে ফেলার আগে সেরাপিসে তুলে পাচার করা হয়েছিলো?'

'মোম ট্যাবলেটে সে-কথাই লেখা আছে।'

সন্দেহ প্রকাশ করলো পিট, 'সেরাপিস ছোট্ট জাহাজ, সংগ্রহের কতটুকুই বা আনতে পারে! আপনি যে বিপুল সংখ্যার কথা বলছেন...'

'প্রাচীন জাহাজ সম্পর্কে আপনার দেখছি ভালই ধারণা আছে', পিটের দিকে সমীহের দৃষ্টিতে তাকালেন ড. রেডফার্ন।

'আচ্ছা, তার আগে জানা যাক, গ্রীনল্যান্ডে কি করতে এলো সেরাপিস।'

লিলির কপি করা একটা কাগজ তুলে নিলেন ড. রেডফার্ন। 'চতুর্থ শতাব্দীর ল্যাটিন, আক্ষরিক অনুবাদ করতে গেলে আপনাদের বিরক্তি বাড়ানো হবে, বড় বেশি আড়ষ্ট আর আনুষ্ঠানিক। সহজ ইংরেজিতে ভাষান্তর করার চেষ্টা করছি। প্রথম এন্ট্রি-জুলিয়ান ক্যালেন্ডার অনুসারে তেসরা এপ্রিল, তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দ।'

"আমি, কুকিয়াস রাফিনাস, সেরাপিসের ক্যাপটেন, গ্রিক জাহাজ ব্যবসায়ী নিসিয়াস-এর কর্মচারী, আলেকজান্দ্রিয়ার জুলিয়াস ভেনাটরের কার্গো পরিবহনে সম্মত হয়েছি। আলোচ্য সমুদ্র অভিযানটি দীর্ঘ এবং বিপদসংকুল হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে, এবং ভেনাটর আমাদের গন্তব্য সম্পর্কে মুখ খুলতে রাজি নয়। আমার মেয়ে, হাইপেশিয়া, এই অভিযানে আমার সঙ্গিনী হচ্ছে, তার মা দীর্ঘ বিচ্ছেদের কারণে অত্যন্ত, উদ্বেগের মধ্যে থাকবে। তবে ভেনাটর স্বাভাবিক ভাড়ার চেয়ে বিশ গুণ বেশি দিচ্ছে, ফলে নিসিয়াস লাভবান হবার সাথে সাথে আমি এবং আমার ক্রুরাও লাভবান হব।

"জাহাজে কার্গো তোলা হলো রাতের অন্ধকারে, লোকচক্ষুর অন্তরালে। কার্গো তোলার সময় ক্রুসহ আমাকে ডকে থাকার নির্দেশ দেয়া হলো। সেঞ্চুরিয়ান ডোমিটিয়াস

সেভেরাসের অধীনে চারজন সৈনিককে জাহাজে পাঠানো হলো, তারাও আমাদের সাথে অভিযানে সামিল হলো।

"গোটা ব্যাপারটা আমার একদম পছন্দ হলো না, কিন্তু ভেনাটর ভাড়ার টাকা অগ্রিম দিয়ে ফেলায় চুক্তি বাতিল করা আমার দ্বারা সম্ভব হলো না।"

'বুদ্ধিমান ও সৎ লোক', বললো পিট। 'কার্গোটা কি, বুঝতে পারেনি কেনো?'

'সে প্রসঙ্গে পরে লিখেছে সে। পরের কয়েক লাইন অভিযানের লগ। প্রথম বন্দরের থামার পর থেকে পড়ছি আমি।'

"আমাদের ঈশ্বর সেরাপিসকে ধন্যবাদ। একটানা চৌদ্দ দিন নিরাপদে জাহাজ চালিয়ে কারথাগো নোভায় পৌঁছেছি আমরা, সেখানে আমরা পাঁচ দিন যাত্রাবিরতি করি এবং স্বাভাবিক সময় যে পরিমাণ সাপ্লাই তুলি তার চেয়ে পাঁচগুণ বেশি তুলেছি জাহাজে। এখানে আমরা ভেনাটরের আর সব জাহাজের সাথে যোগ দিই। সেগুলো বেশিরভাগ এক একটা দুশো টনী, কোনো কোনোটার বহন ক্ষমতা তিনশো টনের ওপর। ভেনাটরের ফ্ল্যাগশিপসহ সংখ্যায় আমরা ষোলোটা জাহাজ হলাম। ঝাঁকের মধ্যে আমাদের সেরাপিস সবচেয়ে ছোটো।"

'এক ঝাঁক জাহাজ!' চেঁচিয়ে উঠলো লিলি, চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে তার। 'তারমানে সংগ্রহগুলো সত্যিই রক্ষা পেয়েছে!'

'সবটুকু না হলেও', সহাস্যে বললেন ড. রেডফার্ন, 'একেবারে কমও নয়। ধরুন, দুটো জাহাজে রসদ আর লোকজন ছিলো। বাকি চৌদ্দটা জাহাজ মানে দু'হাজার আটশো টন, লাইব্রেরির এক-তৃতীয়াংশ বই আর মিউজিয়ামের বেশ বড় একটা অংশে ঠাঁই হবার জন্যে যথেষ্ট।'

গ্যালি কাউন্টার থেকে কফি নিয়ে এলো পিট। লিলির সামনে একটা কাপ রেখে ডোনাট খেতে খেতে আনমনে শুনতে লাগলো।

কফির কাপে চুমুক দিয়ে ড. রেডফার্ন বললেন, 'লগের শেষ দিকে কার্গো সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছে রাফিনাস ছোটোখাট মেরামতের কথা লিখেছে, লিখেছে ডক এলাকার গুজব সম্পর্কে, কারথাগো নোভার বর্ণনা দিয়েছে, এখন যেটা স্পেনে, কার্টানো নামে পরিচিত। কিন্তু আশ্চর্য, বন্দর ত্যাগ করার তারিখ সম্পর্কে কিছু লেখেনি সে। আসলে সবার চোখ এড়িয়ে, গোপনে-এ-সব লিখতে হয়েছে তাকে। কি লিখেছে পড়ছি।'

"আজ আমরা মহাসাগরের দিকে জাহাজ ছাড়লাম। দ্রুতগতি জাহাজগুলো বাকিগুলোকে টেনে নিয়ে চললো। আর লিখতে পারছি না। সৈনিকরা আমার ওপর নজর রাখছে। ভেনাটরেরর কঠোর নির্দেশ, অভিযানের কোনো রেকর্ড রাখা যাবে না।"

'নিশ্চয়ই আরও কিছু আছে', জেদের সুরে বললো লিলি। 'আমি জানি, এরপরও কপি করেছি আমি।'

'লিখেছে, হ্যাঁ, তবে নয় মাস পর', আরেকটা কাগজ তুলে নিয়ে বললেন ড. রেডফার্ন।

"জাহাজের অভিযান সম্পর্কে এখন আমি স্বাধীনভাবে, নির্ভয়ে লিখতে পারি। ভেনাটর আর তার ক্রীতদাস বাহিনী, সেভেরাস আর তার সৈনিকদল, সবগুলো জাহাজের সব কয়জন ক্রু, অসভ্যদের হাতে মারা পড়েছে, আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে জাহাজগুলো। সেরাপিস বিপদ এড়িয়ে পালিয়ে আসতে পেরেছে, কারণ ভেনাটর সম্পর্কে আমার সন্দেহ আমাকে সতর্ক থাকতে সাহায্য করেছিলো।

"জাহাজগুলোর কার্গো কি জিনিস, কোথা থেকে আনা হয়, পাহাড়ের কোথায় লুকিয়ে রাখা হয়েছে, এখন আমি সব জানি। এ ধরনের গোপন ব্যাপার মরণশীল মানুষের কাছে গোপন রাখাই শ্রেয় বলে ভেবেছিলো ভেনাটর। দেশে ফেরার পথে নিশ্চয় কয়েকজন সৈনিক ও একটা জাহাজের কয়েকজন ক্রুকে বাদ দিয়ে ভেনাটর আর সেভেরাস বাকি সবাইকে খুন করবে বলে সন্দেহ করেছিলাম আমি।

"আমি আমার মেয়ের নিরাপত্তার কথা ভেবে চিন্তিত হয়ে উঠি। আমার ক্রুদের সশস্ত্র থাকার নির্দেশ দিই, বলি তারা যেনো প্রতিটি মুহূর্তে জাহাজের কাছাকাছি থাকে, যাতে বেঈমানির আভাস পাওয়ামাত্র নোঙর তুলতে পারি। কিন্তু ভেনাটর বেঈমানী করার আগেই অসভ্যরা হামলা করে বসল, কুচকাটা করলো ভেনাটরের ক্রীতদাস আর সেভেরাসের সৈনিকদের। আমাদের প্রহরীরাও মারা পড়লো যুদ্ধে, তবে বিপদ ঘটার আগেই দড়িদড়া ছিঁড়ে গভীর পানিতে সেরাপিসকে নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলাম আমরা। ছুটে এসে পানিতে লাফিয়ে পড়ে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করলো ভেনাটর। উদ্ধার পাবার জন্যে তার ব্যাকুলতা আমরা লক্ষ করলাম। কিন্তু আমার মেয়ে ও ক্রুদের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নেয়া আমার পক্ষে সম্ভব ছিলো না। জাহাজ ঘুরিয়ে তাকে উদ্ধার করার কোনো চেষ্টাই আমরা করলাম না। স্রোতের বিরুদ্ধে কাজটা করতে গেলে সবাইকে নিয়ে আত্মহত্যা করা হত।"

এই পর্যায়ে এসে একটু বিরতি দিলেন ডক্টর রেডফার্ন। 'এখানে এসে রাফিনাস আচমকা পিছনের ঘটনা বর্ণনা শুরু করেছে, সেই কার্টাজেনা বন্দর থেকে।

"এর পিছন থেকে আমাদের গন্তব্য সেই অদ্ভুত জগতে পৌঁছতে আটান্ন দিন লাগল। পিঠে বাসাতের ধাক্কা সহ আবহাওয়া ছিলো অনুকূল। আমাদের ভাগ্যকে এই সহায়তাদানের বিনিময়ে দেবতা সেরাপিস উৎসর্গ দাবি করলেন। অচেনা রোগে মারা গেলো আমাদের দু'জন ক্রু।"

'নির্ঘাত স্কার্ভি', বললো লিলি।

'স্পেনীয়দের দীর্ঘ যাত্রার আগে স্কার্ভির প্রাদুর্ভাব দেখা যায় নি। অন্য যে কোনো রোগ হওয়া বিচিত্র না', জানালো পিট।

'বাঁধা দেওয়ার জন্যে দুঃখিত। প্লিজ, পড়ে যান', লিলি ক্ষমা প্রার্থনা করে।

"প্রথমে আমরা বড় একটা দ্বীপে পা ফেললাম, সেখানকার অসভ্যরা সেদিয়ানদের মতো দেখতে, তবে গায়ের রঙ আরও অনেক কালো। তারা আমাদের সাথে বন্ধুর মতো ব্যবহার করলো, সাহায্য করলো জাহাজ মেরামতের কাজে, রসদ সংগ্রহেও সহযোগিতা কর।

"আরও দ্বীপ দেখলাম আমরা। তবে ফ্ল্যাগশিপ থামলো না। একমাত্র ভেনাটর জানে জাহাজগুলো কোথায় যাচ্ছে। অবশেষে আমরা নমানবশূন্য একটা সৈকত দেখতে পেলাম, জাহাজ নিয়ে পৌঁছলাম একটা নদীর চওড়া মুখে। আমাদের অনুকূলে বাতাস বইবে, এই অপেক্ষায় পাঁচ দিন পাঁচ রাত অপেক্ষা করলাম আমরা। তারপর পাল তুরে নদী বরাবর এগোলাম, মাঝে মধ্যে বৈঠা চালালাম, যতক্ষণ না পৌঁছলাম রোমের পাহাড়ে।"

'রোমের পাহাড়!' অন্যমনস্কভাবে বিড়বিড় করলো লিলি। 'ধাঁধা মনে হচ্ছে।'

'আসলে বোধহয় রোমের পাহাড়ের সাথে তুলনা করেছে রাফিনাস', ধারণা করলো পিট।

'কঠিন ধাঁধা', স্বীকার করলেন ড. রেডফার্ন।

"ওভারশিয়ার ল্যাটিনিয়াস মাসেরের অধীনস্থ ক্রীতদাসরা নদীর ওপর পাহাড়ে সুড়ঙ্গ তৈরি করলো। আটমাস পর জাহাজগুলো থেকে লুকানোর জায়গায় বয়ে নিয়ে যাওয়া হলো কার্গো।"

'লুকানোর জায়গার বর্ণনা দিয়েছে?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

একটা কপি তুলে নিয়ে মোম ট্যাবলেটের লেখার সাথে মেলালেন ড. রেডফার্ন। 'একজোড়া শব্দ অস্পষ্ট। আন্দাজ করে নিয়ে পড়তে হবে।

"এভাবে গোপন জিনিসের গোপনীয়তা ক্রীতদাসদের তৈরি করা সুড়ঙ্গের ভেতর সুরক্ষিত করা হলো। বেড়া থাকায় জায়গাটা দেখতে পাওয়া যায় না। কার্গোর প্রতিটি জিনিস পাহাড়ের ভেতর ঢোকানোর পর অসভ্য হামলাকারীরা ঝাঁপিয়ে পড়লো। সময়মত সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করা সম্ভব হয়েছিলো কিনা আমি বলতে পারব না। সৈকত থেকে ঠেলে আমার জাহাজটাকে পানিতে নামানোর কাজে ব্যস্ত ছিলাম আমরা।"

'দূরত্ব জানাতে ব্যর্থ হয়েছে রাফিনাস', বললো পিট। 'দিক নির্দেশও দেয়নি। কে জানে অসভ্যরা পাহাড় খুঁড়ে সংগ্রহগুলো নষ্ট করেছে কিনা।'

'এত হতাশ হয়ো না তো!' ধমকের সুরে বললো লিলি। 'ভেনাটর নিশ্চয়ই সুড়ঙ্গমুখ বন্ধ করেছিলেন। এই বিপুল সংগ্রহ এমনভাবে হারিয়ে যেতে পারে না যেনো সেগুলোর কোনো অস্তিত্বই ছিলো না। অন্তত কিছু কিছু নিশ্চয়ই উদ্ধার করা যাবে।'

'জায়গাটা কোথায়, নির্ভর করছে তার ওপর', বললো পিট। 'সেরাপিস টাইপের জাহাজ, আটান্ন দিনে চার হাজার নটিক্যাল মাইল পাড়ি দিতে পারে।'

'যদি সোজা একটা রেখা ধরে এগোয়', বললেন ড. রেডফার্ন। 'কিন্তু রাফিনাস জানায়নি তারা তীর ঘেঁষে গিয়েছিলো কিনা। শুধু লিখেছে আটান্ন দিন পর প্রথ একটা

দ্বীপে পা ফেলে। তবে আমার ধারণা, সম্ভাব্য একটা জায়গা হতে পারে পশ্চিম আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূল। ফিফথ্ সেঞ্চুরি বি. সি-তে একদল ফিনিশিয়ান ক্রু ঘড়ির কাঁটা ঘোরার আদলে আফ্রিকাকে চক্কর দিয়ে এসেছিলো। রাফিনাসের সময়ে গোলাকাটার বেশিরভাগই চার্ট করা হয়ে গেছে। স্ট্রেইটস অভ জিব্রালটার পেরোবার পর কেপ্টেন তার জাহাজগুলোকে দক্ষিণ দিকে নিয়ে যায়, এটাই যেনো যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হয়।'

'কিন্তু রাফিনাস দ্বীপের কথা বলছে', মনে করিয়ে দিল পিট।'

'মদেইরা হতে পারে, হতে পারে ক্যানারি বা কেপ ভার্দ দ্বীপপুঞ্জ।'

'চিড়ে ভিজছে না', হেসে উঠে বললো পিট। 'আফ্রিকার ডগা থেকে অর্ধেক দুনিয়া ঘুরে সেরাপিস গ্রীনল্যান্ডে চলে এল, এর কি ব্যাখ্যা দেবে? তুমি আট হাজার মাইল দূরত্বে কথা বলছ।'

'মি. পিট ঠিক বলছেন', নিজের ভুল ধরতে পারলেন ড. রেডফার্ন।

'তাহলে উত্তরের পথ ধরেছিলো ওরা', বললো লিলি। 'দ্বীপগুলো হতে পারে শেটল্যান্ড বা ফারো। তাই যদি হয়, যে পাহাড়টার কথা বলা হয়েছে সেটা নরওয়ের উপকূলে বা আইসল্যান্ডে কোথাও থাকতে পারে।'

'আমি তোমাকে চ্যালেঞ্জ করছি না', বললো পিট। 'এ থেকে হয়তো ওদের গ্রীনল্যান্ডে আটকা পড়ার একটা ব্যাখ্যা বেরিয়ে আসবে।'

এরপর কি বলছে রাফিনাস, অসভ্যদের হাত থেকে বাঁচার পর কি ঘটল?' চকলেটের কাপে চুমুক দিলেন ড. রেডফার্ন। 'পড়ি।'

"খোলা সাগরে পৌঁছলাম আমরা। জাহাজা চালানো কঠিন হয়ে উঠল। নক্ষত্রগুলোকে অচেনা অবস্থানে দেখতে পেলাম আমরা। সূর্যও তার প্রকৃতি বদলেছে। দক্ষিণ দিকে ধেয়ে এলো ভীষণ ঝড়। দশ দিনের দিন একজন ক্রু পানির তোড়ে ভেসে গেলো। আগের মতই উত্তর দিকে চলেছি আমরা। একত্রিশ দিন পর আমাদের দেবতা পথ দেখিয়ে নিরাপদ একটা বে-তে নিয়ে এলো আমাদের। এখানে আমরা মেরামতের কাজ সারলাম। তীর থেকে যতটুকু যা রসদ পাওয়া যায় তোলা হলো। জাহাজে আমরা কিছু পাথর তুললাম, অতিরিক্ত ব্যালাস্ট হিসেবে। সৈকত থেকে খানিকটা সামনে খর্বকায় পাইন গাছের বন দেখলাম। লাঠির সামান্য খোঁচা দিতেই বালি থেকে মিষ্টি পানি বেরুল।

"ছ'দিন নির্বিঘ্ন জাহাজ চালাবার পর আবার একটা ঝড় আঘাত হানল। আমাদের পাল ছিঁড়ে গেলো। ভেঙে গেলো মাস্তুল। ভেসে গেলো দাঁড়। নির্দয় বাতাসের ধাক্কায় অনেকগুলো দিন অসহায়ের মতো ভেসে চললাম আমরা। দিনের হিসাব হারিয়ে ফেললাম। ঘুমানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রচণ্ড শীত অনুভব করছি, এমন আবহাওয়ার কথা কেউ আমরা কখনও শুনিনি। ডেকের ওপর বরফ জমে যাচ্ছে। জাহাজ স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে। ঠাণ্ডায় কাতর ও ক্লান্ত ক্রুদের নির্দেশ দিলাম, পানি আর মদের জারগুলো জাহাজ থেকে ফেলে দাও।"

'এই জারগুলোই তুমি পেয়েছো সমুদ্রের তলে', রেডফার্ন পিটের উদ্দেশ্যে বললেন।

"সেই দীর্ঘ বে-তে ঢোকার কিছু সময় পর সৈকতে জাহাজ ভেড়াতে সমর্থ হলাম আমরা, তারপর দু'দিন দু'রাত মড়ার মতো ঘুমালাম।

"দেবতা সেরাপিস নিষ্ঠুর হলেন। শীত এসে গেলো, বরফে আটকা পড়লো জাহাজ! সাহসে বুক বেঁধে গ্রীষ্মের জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কোনো উপায় থাকলো না। বে-র ওপারে অসভ্যদের গ্রাম, তারা আমাদের সাথে বিনিময় বাণিজ্যে রাজি হলো। আমরা খাবার সংগ্রহ করলাম। তারা আমাদের স্বর্ণমুদ্রা তুচ্ছ গহনা হিসেবে ব্যবহার করলো, ওগুলোর আসল মূল্য সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। তাদের কাছ থেকে শিকলাম দৈত্যাকার কটা মাছের তেল পুড়িয়ে কিভাবে গরম থাকতে হয়। আমাদের সবার পেট ভরা, আশা করি এই বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারব।

"সময় পেলেই প্রতিদিন কিছু কিছু লিখছি। আজ আমি স্মরণ করব সেরাপিসের হোল্ড থেকে ভেনাটর কি ধরনের কার্গো তার ক্রীতদাসদের দিয়ে বের করেছিলো। গ্যালি থেকে লুকিয়ে সব আমি দেখেছিলাম। জিনিসটা ছিলো প্রকাণ্ড, সেটাকে বের করার সাথে সাথে সবাই হাঁটু গেড়ে সম্মান প্রদর্শন করে।"

'কি বোঝাতে চেয়েছে রাফিনাস?' প্রশ্ন করলো লিলি।

'ধৈর্য ধরুন', বলরেন ড. রেডফার্ন। 'শুনুন।'

"তিনশো বিশটা তামার টিউব, জিওলজিকাল চার্ট লিখে চিহ্নিত করা। তেষট্টিটা পর্দা। সোনা আর কাঁচ দিয়ে তৈরি কফিনের সাথে ছিলো ওগুলো। কফিনটা আলেকজান্ডারের। আমার হাঁটু কাঁপতে লাগল। আমি তাঁর মুখ দেখতে পেলাম..."

'খতম, আর কিছু লেখেনি রাফিনাস', বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ড. রেডফার্ন। 'এমনকি বাক্যটিও শেষ করেনি সে। শেষ মোম ট্যাবলেটে একটা নক্সার সাহায্যে দেখানো হয়েছে তীর আর সৈকতের সাধারণ আকৃতি আর নদীর গতিবিধি।'

'আলেকজান্ডার দি গ্রেটের নিখোঁজ কফিন, ফিসফিস করে বললো লিলি। 'তাহলে কি আজও তিনি কোনো এক পাহাড়ের ভেতর সুড়ঙ্গে শুয়ে আছেন?'

'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির মাঝখানে?' প্রশ্নটা যোগ করলেন ড. রেডফার্ন। 'আশা করতে দোষ কি!'

পিটের প্রতিক্রিয়া অন্য রকম হলো। চেহারায় দৃঢ় আত্মবিশ্বাস নিয়ে বললো, 'আশা জিনিসটা শুধু দর্শকদের জন্যে। আমরা ধারণা, চেষ্টা করলে ত্রিশ দিনের মধ্যে লাইব্রেরিটা খুঁজে বের করা সম্ভব...না, বিশ দিনের মধ্যেই পারা যাবে।'

ড. রেডফার্ন আর লিলির চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। পিট যেনো রাজনৈতিক নেতা, নির্বাচনে দাঁড়িয়ে দ্রব্যমূল্য কমাবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে। ওরা কেউ তার কথা বিশ্বাসই করলো না।

পিট বললো, 'অমন হাঁ করে তাকিয়ে থেকো না এটাকে একটা কাজ হিসেবে দেখলে অসম্ভবের কিছু নেই। দেখি তো নক্সাটা।'

মোম ট্যাবলেট দেখে নক্সাটা বড় করে এঁকেছে লিলি, তার আঁকাটাই পিটের হাতে ধরিয়ে দিলেন ড. রেডফার্ন। তেমন কিছু নেই ওতে, আঁকাবাঁকা কয়েকটা রেখা ছাড়া। 'এ থেকে কোনো সাহায্য পাওয়া যাবে বলে মনে করি না', বললেন তিনি।

নক্সাটা দেখে মুখ তুললো পিট। 'এই-ই যথেষ্ট', দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বললো ও। 'এটাই আমাদের সদর দরোজা পর্যন্ত পৌঁছে দিবে।'

ভোর চারটের সময় পিটের ঘুম ভাঙানো হলো।

ঘুমজড়িত চোখে পিট বুঝলো, কেউ একজন আলো জ্বেলেছে ওর কক্ষের।

'দুঃখিত, বাছা, তোমাকে এখনই ঘুম ভেঙে ছুটতে হচ্ছে।'

হাসলেন কমান্ডার নাইট।

'কেনো?'

'উপর থেকে নির্দেশ এসছে। এই মুহূর্তে ওয়াশিংটনের উদ্দেশ্যে উড়তে হবে তোমাকে।'

'কেনো?'

'কেনো বলে নি, ওরা হলো গে পেন্টাগন, সিআইএ– কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।'

উঠে বসে, খাটের পাশে পা ঝুলিয়ে বসলো পিট। 'আমি আরো ভাবলাম, এখানে থেকে একটু জাহাজ উত্তোলনের ব্যাপারটা দেখেবো।'

'ভাগ্য খারাপ– তুমি, অ্যাল আর ডক্টর শার্পকে এখনই চ'লে যেতে হচ্ছে।'

'লিলি?' উঠে দাঁড়িয়ে আড়মোড়া ভাঙে পিট। 'সোভিয়েত সাবমেরিনের কারণে আমাকে আর অ্যালকে দরকার, বুঝলাম। কিন্তু লিলিকে দিয়ে ওদের কি দরকার?'

'এই বিষয়ে আমিও তোমার মতো অজ্ঞ।'

'যাওয়ার কি ব্যবস্থা?'

'রেডফার্ন যেমন করে এলেন। হেলিকপ্টারে করে এস্কিমো গ্রাম, আবহাওয়া স্টেশন। নেভি বিমানে করে আইসল্যান্ড, এরপর এয়ারফোর্সের বি ৫২ বোমারু বিমানে করে ওয়াশিংটন।'

টুথ ব্রাশ দিয়ে মাথায় টোকা দিলো পিট। 'একটা বুদ্ধি এসেছে। ওদের জানান, অর্ধেক পথ নুমার হেলিকপ্টার দিয়ে পাড়ি দিয়ে থিউল এয়ারফোর্স বেজে দেখা করবো আমরা। সরকারি জেট বিমান ছাড়া ওখান থেকে আমি যাবো না।'

'লাভ নেই, পিট।'

হতাশার ভঙ্গি করে হাত উঁচায় পিট। 'কেনো যেনো আমার প্রতিভার উপযুক্ত মর্যাদা পেলাম না কখনো!'

বাইশ

সারাটা পথ শুধু আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কথা ভেবেছে পিট। ভেবেছে সেরাপিসের বরফে পরিণত ক্রুদের কথা। স্কিপার রাফিনাস, তার মেয়ে হাইপেশিয়া। অন্ধকার হোল্ডের অন্ধকার কোণে হাইপাতিয়া আর তার সঙ্গী কুকুরটাকে দেখতে পায়নি পিট, তবে ভিডিও ক্যামেরায় ঠিকই ধরা পড়েছিলো। লম্বা চুলো এক কুকুরকে জড়িয়ে ধরে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট এক মেয়ে।

হাইপেশিয়াকে হয়তো শেষ পর্যন্ত একটা মিউয়িামে ঠাঁই পেতে হবে, যুগ যুগ ধরে কৌতূহলী মানুষ দেখতে তাকে। তারপর পিট নক্সাটার কথা ভেবেছে। মোমের গায়ে আঁকা, আবহাওয়ার কারণে সেটা বিকৃত অবস্থায় পেয়ে থাকতে পারে ওরা। ড. রেডফার্ন আর লিলির সন্দেহই হয়তো ঠিক, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সন্ধান কোনোদিন না-ও পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু, মনের বল আগের মতই অটুট আছে ওর। চেষ্টা করে দেখবে ও। খুঁজে বের করার চেষ্টা করবে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানের ভাণ্ডার। রীতিমত একটা চ্যালেঞ্জ অনুভব করছে পিট। প্রতিদ্বন্দ্বী সময় আর প্রকৃতি।

এন্ড্রু এয়ারফোর্স বেসে নামল প্লেন। ওদের জন্যে একটা গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করছে একজন ড্রাইভার।

'প্ল্যানটা কি হে?' ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে জানতে চাইলো পিট।

'অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের ক্লাবে তাঁর সাথে ডিনার।'

'অ্যাডমিরালটা আবার কে?' লিলি জানতে চায়।

'নুমায় আমাদের বস্', জিওর্দিনো বললো। 'নির্ঘাত সাবাশি দেওয়ার জন্যে ডাকছেন। যা কাজ দেখালাম এবার!

জর্জটাউনের একটা আবাসিক এলাকায় যখন ঢুকলো গাড়ি, ততক্ষণে অন্ধকার ঘনিয়েছে। পাঁচ ব্লক পেরিয়ে লাল ইটের ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের একটা বাড়ির খোয়া বিছানো উঠোনে থামলো ড্রাইভার।

সিল্ক সুট পরিহিত একজন ছোট্ট মানুষ এগিয়ে এলেন ওদের দিকে। রাজকীয় হাবভাব চলাফেরায়, মাথা ভর্তি গাঢ় লাল চুল।

'বাছারা, তোমাদের দেখে ভালো লাগছে', গর্জে উঠে ঘোষণা করলেন অ্যাডমিরাল জেমস স্যানডেকার।

লিলির সাথে তাঁর পরিচয় করিয়ে দিলো পিট।

'বসো, সবাই বসো', লিলির সাথে করমর্দন শেষ করে বললেন অ্যাডমিরাল।

'আপনারা কথা বলুন, আমি একটু লেডিস রুম থেকে তাজা হয়ে আসি।'

'ডান দিকে প্রথম দরোজাটা', হাত ইশরায় দেখিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল।

লিলি অদৃশ্য হবার সাথে সাথে পিট আর জিওর্দিনোকে নিয়ে ছোট্ট রুমটায় বসে, দরোজা আটকে দিলেন।

'তোমরা রাশিয়ার সাবমেরিনটা আবিষ্কার করে দারুণ কাজ দেখিয়েছো, সাধুবাদ জানাই। নেভির সেক্রেটারির সঙ্গে দেখা করতে কিছুক্ষণের মধ্যে রওনা হবো আমি। প্রেসিডেন্ট নিজে তোমাদের ধন্যাবাদ জানাতে বলেছেন।'

'রাশান সাবমেরিনের উদ্ধার কাজ শুরু করবো কবে থেকে?'

'আমাদের কর্তৃপক্ষ চাইছেন ওটা নিয়ে তাড়াহুঁড়ো না করতে', অ্যাডমিরাল জানালেন।

'কতোদিন অপেক্ষা করতে চাইছেন তারা?'

'হয়তো, এক বছর। ওটা নয়, তোমাদের দুজনের জন্যে ভালো একটা কাজ পেয়েছি আমি।'

'সোভিয়েত নেভির মারণাস্ত্র থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ কি হতে পারে?' চিন্তাপূর্ণ স্বরে বললো পিট।

'এই ধরো– একটা স্কি হলিডে! আগামীকাল সকালে একটা বাণিজ্যিক ফ্লাইটে ডেনভার রওনা হচ্ছো তোমরা, ড. শার্প থাকবে সাথে।'

পিটের দিকে চাইলো জিওর্দিনো, কাঁধ ঝাঁকিয়ে পিট জানতে চাইলো, 'পুরস্কার না নির্বাসন?'

'ধরে নাও, ওয়ার্কিং হলিডে। বাকি ব্যাপার স্যাপার সিনেটর পিট বুঝিয়ে বলবেন।'

'বাবা?'

'এই সন্ধ্যায় তোমাকে বাড়িতে আশা করছেন উনি।' পকেট থেকে সোনার ঘড়ি বের করে সময় দেখলেন অ্যাডমিরাল। 'একজন ভদ্রোমহিলাকে অপেক্ষায় রাখা ঠিক হচ্ছে না।'

দরোজার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন জেমস স্যানডেকার। কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে আছে পিট আর অ্যাল।

'কথা পেটে রেখে লাভ হবে না, অ্যাডমিরাল। পুরোটা না শুনে এক পাও নড়ছি না আমি', ঘোষণার সুরে বললো পিট। অ্যাল জিওর্দিনো সায় দেয়।

'আসল কথা হলো, পিট', জেমস স্যানডেকার ভ্রু উঁচালেন। 'রাশিয়ান সাবমেরিন নয়, তোমার আগ্রহ আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি নিয়ে। নয় কি?'

'আপনার ধারণা নির্ভুল', পিট বলে। 'আমি চেয়েছিলাম সেরাপিসের লগ বইয়ে চোখ বোলাতে। এখন দেখছি, কেউ আমাকে হারিয়ে দিয়েছে।'

'কমান্ডার নাইট। ড. রেডফার্নের অনুবাদ নেভি হেডকোয়ার্টারে পাঠিয়েছেন তিনি, সেখান থেকে জানানো হয়েছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে। তারপর প্রেসিডেন্টকে। জাদুর বাক্স খুঁজে বের করেছো তুমি। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির রাজনৈতিক ভুমিকা কম নয়। তোমার বাবা, সিনেটর পিট, সব ব্যাখ্যা করবেন।'

'এখানে লিলি এলো কোথা থেকে?'

'তোমাদের ছদ্মবেশের একটা অনুষঙ্গ হিসেবে। কেজিবি সন্দেহ করছে, হয়তো সাবমেরিনটা পাওয়া গেছে। মার্টিন ব্রোগান চাইছে, তোমাদের সাথে একজন সত্যিকারের প্রত্নতত্ত্ববিদ রেখে পুরো ব্যাপারটাকে আরো গ্রহণযোগ্য করতে। এজন্যেই ক্লাবে দেখা করলাম তোমার সাথে। তোমার বাবা, বাসায় বসে বলবেন। তোমাদের আচরণে কোনো অফিশিয়াল ব্যাপার যেনো না থাকে।'

'বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে।'

'ব্যুরোক্রেসি বেশ রহস্যময় উপায়ে কাজ করে। চলো, টেবিলে যাই। ক্ষিধেয় পেট ডাকছে।'

ডিনার শেষে জেফারসন হোটেলে তুলে দিলো ওরা লিলিকে। বিদায় দেয়ার মুহূর্তে আলিঙ্গন করলো সে ওদের দুজনকে, তারপর পোর্টারের পিছু পিছু হোটেলের লবি ধরে এগালো।

লিলির হোটেল থেকে বেরিয়ে নুমা হেডকোয়ার্টার চলে এলো পিট। কমপিউটর সেকশনটা টপ ফ্লোরে, উঠে এসে এক কামরা থেকে আরেক কামরায় ঘুর ঘুর করতে লাগল। প্রতিটি কামরায় ইলেকট্রনিক ইকুইপমেন্ট আর কমপিউটার হার্ডওয়্যার গিজগিজ করছে। পরিচিত অনেকের সাথে দেখা হলো, অন্যমনস্কতার ভান করে সবাইকে এড়িয়ে গেলো পিট। তারপর যাকে খুঁজছে পেয়ে গেলো তাকে।

'কি হে, জাদুকর, দিনকাল কেমন কাটছে?'

একটা মিনি টেপ রেকর্ডার নাড়াচাড়া করছিলো হিরাম ইয়েজার। ঝট্ করে মুখ তুলেই হাসলো সে। 'আরে পিট যে!' তারপর অবাক হলো সে। 'তুমি ওয়াশিংটনে! তা কিভাবে সম্ভব!'

ক্যালিফোর্নিয়ার সিলিকন ভ্যালি নামে এক কমপিউটর কারখানা থেকে হিরাম ইয়েজারকে ভাগিয়ে এনেছেন স্যানডেকার। আজ নুমার যে ডাটা কমপ্লেক্স গড়ে উঠেছে তা ইয়েজারের একক অবদান বললে বাড়িয়ে বলা হবে না। দুনিয়ার সমুদ্র নিয়ে যত গবেষণা বা বই লেখা হয়েছে, সেগুলোর সমস্ত তথ্য রয়েছে ইয়েজারের কাছে। বোতাম টিপে যে-কোন তথ্য মুহূর্তেই সরবরাহ করতে পারে সে।

'ওটা নিয়ে কি করছো?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'আছাড় মেরে ভেঙে ফেলব কিনা ভাবছি', রাগের সাথে বললো ইয়েজার, ঠকাস করে টেবিলে রেখে দিলো রেকর্ডারটা। 'ইচ্ছে করলে রান্নাঘরের জিনিসপত্র দিয়ে ওরকম একটা তৈরি করতে পারি, কিন্তু মেরামত করতে পারছি না।'

'গোটা কমপ্লেক্স তোমার হাতে গড়া, আর বলছ কি যে সামান্য একটা টেপ রেকর্ডার মেরামত করতে পারো না?'

'কাজটায় আমার মন নেই', ম্লান গলায় বললো ইয়েজার। 'যদি কখনও উৎসাহ পাই, ওটাকে আমি বদলে একটা টকিং ল্যাম্প বানাব।'

'উৎসাহ পাবে এমন একটা কাজ করতে চাও?' প্রসঙ্গটা তুললো পিট।

পিটের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো ইয়েজার। 'কি ধরনের কাজ?'

'রিসার্চ।'

টেবিলের দেরাজ খুলে কাগজ-পত্র হাতড়াতে শুরু করলো ইয়েজার। একটা কাগজ তুলে নিয়ে বিড়বিড় করে কি পড়লো বোঝা গেলো না। 'সেরাপিস সম্পর্কে, তাই না?' মুখ তুলে প্রশ্ন করলো সে।

'তুমি জানো?'

'দুনিয়ার সমস্ত পত্র-পত্রিকা ওটা নিয়ে লিখালিখি করছে।'

'আমার হাতে এটা ড. রেডফার্নের অনুবাদ।'

'কি করাতে চাও আমাকে দিয়ে?'

'চাই নক্সাটা সাথে নিয়ে ওই কাগজটাই ভালো করে দেখো।'

অনুবাদ আর নক্সার ফটো কপি পাশাপাশি রেখে ঝুঁকে পড়লো ইয়েজার। 'তুমি জিওগ্রাফিকাল লোকেশন খুঁজছে?'

'যদি সন্ধান দিতে পারো।'

'এতে খুব একটা কিছু নেই', বললো ইয়েজার। 'কি এটা?'

'একটা সাগরের তীররেখা আর একটা নদী।'

'কবে আঁকা হয়েছে?'

'তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে।'

'আমাকে বরং আটলান্টিসের রাস্তাগুলোর নাম কি জিজ্ঞেস করতে পারতে।'

'কেন, তোমার ইলেকট্রনিক খেলনাগুলো দিয়ে জাহাজটার কোর্স বের করাতে পারো না, ভেনাটরের ফ্লীট কার্টাজেনা ত্যাগ করার পর? কিংবা জাহাজটা গ্রীনল্যান্ডে যেখানে অচল হয়ে পড়লো, সেই জায়গা থেকে পিছন দিকের কোর্সটা বের করতে পারো না?'

'তুমি বুঝতে পারছ, নদীটার অস্তিত্ব আজ আর না-ও থাকতে পারে?'

'ভেবেছি।'

'অ্যাডমিরালের অনুমতি লাগবে আমার।'

'কাল সকালে পেয়ে যাবে।'

'ঠিক আছে, চেষ্টা করে দেখতে পারি। সময়সীমা?'

'সাফল্য না আসা পর্যন্ত চেষ্টা করে যাও', বললো পিট। 'ওয়াশিংটনের বাইরে যেতে হচ্ছে আমাকে, কাল বাদে পরশু খবর নেব কেমন এগোচ্ছে তোমার কাজ।'

'একটা প্রশ্ন করবো?'

'হ্যাঁ, করো।'

'ব্যাপারটা কি গুরুত্বপূর্ণ?'

'সম্ভবত আমি আর তুমি যা ভাবছি, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।'

তেইশ

ম্যাসাচুসেটসট অ্যাভিনিউয়ে, খাকি একটা সোয়েটার পরিহিত সিনেটর জর্জ পিট তার মেরিল্যান্ডের বাড়ির দরোজা খুললেন। দামী বেশ-ভূষার জন্যে ইতোমধ্যে সিনেটে বেশ নাম কিনেছেন তিনি।

'ডার্ক!' ছেলেকে উষ্ণ আলিঙ্গন করলেন সিনেটর। 'কতো কম আজকাল দেখা হয় আমাদের, ভেবে দেখেছো!'

বাপের কাঁধে হাত জড়িয়ে রাখলো পিট। বাপ-পেটা মিলে এবারে হেঁটে গেলো বাড়ির ভিতরে। মেঝে থেকে সিলিঙ পর্যন্ত উঁচু হয়ে আছে সিনেটরের বইয়ের সংগ্রহ–ভারী ওক কাঠের শেলফে।

ছেলেকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে ছোট্ট বারের দিকে হেঁটে গেলেন সিনেটর।

'বোম্বে জিন-মার্টিনি–তাই না?'

'জিন খাবার জন্যে আবহাওয়াটা একটু বেশি ঠান্ডা; তারচেয়ে বরঞ্চ একটা কড়া জ্যাক ডেনিয়েলস্ দাও।'

'ঠিক আছে।'

'মা-র কি খবর?'

'ক্যালিফোর্নিয়ায় গেছে, তোমার নানীর ফার্মে। ওজন কমানোর জন্যে হাঁটাহাঁটি করবে নাকি। নিশ্চিত জানি, কাল যখন ফিরবে, দেখবো, দুই পাউন্ড ওজন বেড়েছে উল্টো!'

'মা কখনো হাল ছাড়ে না।'

ছেলেকে বুরবন ধরিয়ে দিয়ে নিজের গ্লাস উঁচু করে ধরেন সিনেটর পিট। 'কলোরাডোয় সফল একটা সফরের কামনায়।'

ভ্রু কুঁচকে গেলো পিটের। 'আমাকে স্কি করতে পাঠানোর চমৎকার পরিকল্পনাটা মূলত কার?'

'আমার।'

জ্যাক ডেনিয়েলস্ থেকে এক চুমুক দিয়ে কঠোর চোখে বাপের দিকে তাকায় পিট। 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির আর্টিফ্যাক্ট নিয়ে তোমার এতো মাথাব্যথা কেনো?'

'দারুণ মাথা ব্যাথা, যদি সত্যিই ওগুলোর অস্তিত্ব থাকে।'

'নাগরিক হিসেবে বলছো, নাকি কূটনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে?'

'একজন দেশপ্রেমিকের দৃষ্টিকোণ থেকে।'

'ঠিক আছে', দীর্ঘশ্বাস ফেলে পিট বলে, 'বলো তো, ধ্রুপদি শিল্পকর্ম, সাহিত্য-কর্ম, আলেকজান্ডারের কফিন দিয়ে আমেরিকার কি লাভ?'

'ওগুলোর কোনোটাতেই লাভ নেই', সিনেটর জর্জ পিট বললেন, 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, পৃথিবীর বিভিন্ন এলাকার খনিজ সম্পদের মানচিত্র। ফারাওদের হারিয়ে যাওয়া সোনার খনি, পান্নার খনি, যেটা ক্লিওপেট্রার বলে দাবি করা হয়। গোপন রহস্যে ভরা উপকথার সেই পান্ট নগরী-রূপো, সুর্মা আর অদ্ভুত সবুজাভ সোনার জন্যে

বিখ্যাত–দুই তিন হাজার বছর আগে নগরীর অবস্থান জানা থাকলেও, আজ মানুষ তার ঠিকানা হারিয়ে ফেলেছে। তারপর ধরো, অফি-র রাজ্যের কথা। শুধু গুজব নয়, রাজ্যের বিপুল সম্পদ আর মহামূল্যবান দুর্লভ পাথর রেকর্ড করা ঐতিহাসিক সত্য-সেটারও অবস্থান নিয়ে নানাজনের নানা মত। কোথায় গেলো রাজা সলোমনের খনিগুলো? ব্যাবিলনের নেবুচাদনেজার? সাবা-র রানী, শেবার ঐশ্বর্য আর রাজ্য আজ শুধু অতীত স্মৃতি। এককালে এসবের অস্তিত্ব ছিলো, মধ্যপ্রাচ্যের মাটির নিচে আজও সেসব নিশ্চয়ই কোথাও না কোথাও লুকানো আছে।'

'বুঝলাম, মানচিত্রে খনিজ সম্পদের উল্লেখ আছে। পুরানো দিনের খনি বা সম্পদ যাই পাওয়া যাক, তাতে আমাদের সরকারের কি লাভ?'

'দরাদরি করার জন্যে দরকার আছে', বলে চলেন সিনেটর। 'যদি ওগুলোর হদিশ আমাদের হাতে থাকে, তো যৌথ উদ্ধার–অভিযানের ব্যাপারে আলাপ করা যাবে। বিভিন্ন জাতীয় নেতার সাথে আলাপ-চারিতার সুযোগ মিলবে।'

মাথা নেড়ে যেনো ধ্যানে মগ্ন হয় পিট। 'কংগ্রেস বিভিন্ন দেশের সাথে সুসম্পর্কের জন্যে এতোকিছু করছে– আমি ঠিক হজম করতে পারছি না। নিশ্চই অন্য কোনো ব্যাপার আছে।'[

ছেলের অন্তর্দৃষ্টিতে মনে মনে গর্ব বোধ করলেন সিনেটর। 'অবশ্যই অন্য ব্যাপার আছে। স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ট্র্যাপ কথাটা শুনেছ কখনও? জানো বিষয়টা কি নিয়ে?'

'আমারই তো জানা উচিত', মুচকি হাসে পিট। 'কয়েক বছর আগে কুইবেক প্রদেশে, ল্যাব্রাডোর সাগরের নিচে আমি খুঁজে পেয়েছিলাম ওরকম একটা।'

'হ্যাঁ। সম্ভবত ডুডলবার্গ প্রজেক্টে।'

'আবিষ্কারের অপেক্ষায় ভয়ানক দুর্গম তেল খনি, তাকে বলা হয় স্ট্র্যাটিগ্রাফিক ট্র্যাপ। সাধারণ সাইজমিক এক্সপ্লোরেশনের সাহায্যে ওগুলো খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ কয়েক জায়গায় আবিষ্কার হওয়ার পর দেখা গেছে প্রতিটি খনিতে বিপুল পরিমাণ তেল রয়েছে।'

'এখানেই বিটুমিনের কথা এসে যায়। হাইড্রোকার্বনের মতো টার বা অ্যাসফলট, পাঁচ হাজার বছর আগে মেসোপটেমিয়ায় ব্যবহার করা হত-বাড়িঘরের ছাদে, রাস্তায়, এমনকি ক্ষতস্থানেও। আরও পরে, উত্তর আফ্রিকার উপকূলের কথা লিখে গেছে গ্রিকরা, গোটা উপকূলে তেলের স্রোত বইত। রোমানরা সিনাই-এ একটা জায়গার সন্ধান পায়, নাম ছিলো পেট্রল মাউন্টেইন। বাইবেলে দেখো নি, ঈশ্বর জ্যাকবকে নির্দেশ দিয়ে বলছেন, চকমকি পাথরে মুখ দিয়ে তেল চোষো। বাইবেলেই বর্ণনা দেয়া আছে, সিদ্দিম উপত্যকায় আঠালো পদার্থ ভরা বহু গভীর গর্ত আছে, আমরা ধরে নিতে পারি ওগুলো আসলে টার খনি।'

'এসব এলাকা ইতিমধ্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব হয়নি বা ড্রিল-ও করা হয়নি?' পিটের প্রশ্ন।

'ড্রিল করা হয়েছে, তবে আজ পর্যন্ত তেমন কিছু পাওয়া যায়নি। জিওলজিস্টরা দাবি করছে, শুধু ইসরায়েলের মাটিতেই পাঁচশো মিলিয়ন ব্যারেল ক্রুড পেট্রোলিয়াম পাবার শতকরা নব্বই ভাগ সম্ভাবনা রয়েছে। দুঃখজনক যে পুরানো দিনের সাইটগুলো হারিয়ে গেছে, চাপ পড়ে গেছে কয়েকশো বছরের ভূমিকম্পে।'

'তো, প্রধান উদ্দেশ্যে ইসারায়েলে তেলের বিশাল খনি আবিষ্কার?'

'হ্যাঁ, তাই।'

চুপচাপ বসে রইলো বাপ-বেটা। এক মিনিট কোনো কথা নেই। ইয়েজার তার কম্পিউটারের মাধ্যমে কোনো সূত্র খুঁজে না পেলে এগোনোর কোনো উপায় নেই, পিট ভাবলো। শিল্পকর্ম আর সাহিত্য নয়, তেল আর সোনায় ওয়াশিংটনের কর্তাব্যাক্তিদের উৎসাহ, এটা সে বিলক্ষণ বুঝেছে।

বেজে উঠলো টেলিফোন। উঠে গিয়ে ফোন ধরলেন সিনেটর। কিছুক্ষণ নীরবে শুনে ফিরে এলেন চেয়ারে।

'কলোরাডোতে হারানো লাইব্রেরি খুঁজে পাবো বলে মনে করার কোনো কারণ নেই', শুষ্ক গলায় মন্তব্য করে পিট।

'পেলেই বরঞ্চ আমরা সবাই অবাক হবো', সিনেটর দমে যাবার পাত্র নন। 'একজন বিশেষজ্ঞের সাথে তোমার দেখা করার ব্যবস্থা করেছি। কলোরাডো ইউনিভার্সিটিতে ক্লাসিকাল হিস্ট্রি পড়ান ভদ্রলোক, আমার পরিচিত, বলতে গেলে সারাটা জীবন আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি নিয়ে গবেষণা করছেন। লাইব্রেরিটা খুঁজে বের করার ব্যাপারে তিনি তোমাকে সাহায্য করতে পারবেন। ভদ্রলোকের নাম ডক্টর বেরট্রাম রোথবার্গ।'

'আমার তাঁর কাছে যেতে হবে কেনো? বরঞ্চ তিনি ওয়াশিংটনে এলেই ল্যাঠা চুকে যায়।' একগুঁয়ের মতো বলে পিট।

'অ্যাডমিরাল স্যানডেকারের সঙ্গে কথা হয়েছে তোমার?'

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চই বুঝতে পারছো, তোমার আর অ্যালের এই মুহূর্তে সোভিয়েত সাবমেরিনের থেকে যতোটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে। এইমাত্র যে ফোনটা পেলাম, সেটা এফবিআই-এর একজন এজেন্ট করেছিলো, সে একজন কে.জি.বি.এজেন্টকে ফলো করছে। কে.জি.বি. এজেন্ট লোকটা তোমাকে ফলো করছিলো।'

'নিজের জনপ্রিয়তার কথা শুনে ভালোই লাগছে।'

'সন্দেহজনক কোনো কাজ করবে না তুমি।'

মাথা ঝাঁকায় পিট। 'বেশ, বুঝলাম। কিন্তু যদি রাশিয়ানরা টের পায় আমাদের মিশনের কথা? আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি খুঁজে পেলে ওরাও তো লাভবান হবে?'

'হতে পারে। কিন্তু সম্ভাবনা খুবই কম। মোমের টেবলেটগুলো হিফাজতে রেখেছি আমরা।'

'আরেকটা প্রশ্ন আছে আমার।'

'বলো।'

'আমার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে', পিট বলে। 'সেক্ষেত্রে, ডক্টর রোথবার্গের কাছে যাওয়ার সময় যদি কেজিবি অনুসরণ করে আমাকে?'

'আমরা তো তা-ই চাই।'

'অর্থাৎ, আমার এই যাত্রা লোক-দেখানো?'

'ঠিক তাই।'

'কিন্তু কেনো?'

'তোমার এল-২৯ কর্ড গাড়িটার জন্যে।'

'আমার গাড়ি?'

'ডেনভারে যে ক্ল্যাসিক গাড়িটা রেখেছো তুমি। যে লোকটা তোমার গাড়িটা ভাড়ায় খাটাচ্ছিলো, সে গতকাল ফোন করে জানিয়েছে, কাজ ফুরিয়েছে তার। গাড়ির অবস্থাও টিপটপ।'

'আচ্ছা। সবার সামনে দিয়ে কলোরাডো ভ্রমণ করবো আমি, নিজের অ্যান্টিক গাড়ি দিয়ে দৃষ্টি কাড়বো, স্কি করবো বরফের ঢালে, আর পার্টি করবো ডক্টর শার্পের সঙ্গে।'

'ঠিক তাই', জোর দিয়ে বললেন সিনেটর। 'ব্রেকেনরিজ হোটেলে উঠবে তুমি। ডক্টর রোথবার্গের সাথে কেমন করে দেখা করবে, সেই সম্পর্কিত একটা বার্তা পাবে ওখানে।'

বুরবন শেষ করে হাতের গ্লাসটা ম্যান্টলের উপর নামিয়ে রাখলো পিট। 'আমাদের পারিবারিক লজটা ব্যবহার করতে পারি?'

'বরঞ্চ দূরে থাকো ওটা থেকে।'

'আশ্চর্য, ওটা আমার নিজের বাড়ি!'

'মোটেও আশ্চর্য নয়', সিনেটর বললেন। 'সদর দরোজা খুলে ঢোকার সাথে সাথে গুলি করা হবে তোমাকে।'

পঁয়তাল্লিশ মিনিট পর। নিজের অদ্ভুত বাসস্থান, একটা প্লেন হ্যাঙারে রয়েছে পিট। গায়ে রোব জড়িয়ে টিভি দেখছিলো। এমন সময় ইন্টারকম বেজে উঠলো। অ্যাল জিওর্দিনোর গলা শুনবে মনে করে, স্পিকার অন করলো পিট।

'কে?'

'গ্রীনল্যান্ড খাদ্য-পরিবহন', নারী কণ্ঠ উত্তর দেয়।

হেসে, সুইচ টিপে সাইড ডোর খুলে বারান্দায় এসে দাঁড়ায় পিট।

বড়ো একটা পিকনিক ঝুড়ি সঙ্গে নিয়ে হেঁটে আসছে লিলি। চারপাশের অ্যান্টিক গাড়িগুলো দেখে থমকে গেছে ও।

'অ্যাডমিরাল স্যানডেকার অবশ্য বলেছিলো, জায়গাটা অদ্ভুত, এখন দেখছি তিনি কিছুই বলতে পারেন নি।'

সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এলো পিট। পিকনিক ঝুড়িটা নিতে গিয়ে ফেলে দিয়েছিলো প্রায়। 'বাপরে! এতো ভারী! ভিতরে কি?'

'ডিনার।'

লিলির দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হাসি হাসলো পিট। প্রাণবন্ত মুখ, চোখ দুটো উজ্জ্বল। চুলগুলো সমান করে আঁচড়ানো, পিঠ খোলা কালো একটা পোশাক পরনে। গ্রীনল্যান্ডের সেই ভারী কোট না থাকায়, দারুণ ভরাট লাগছে বুক জোড়া। পাতলা কোমড়। লম্বা পায়ে মোহনীয় ভঙিমা।

লিভিং রুমে ঢুকে হাতের ঝুড়ি নামিয়ে রাখলো পিট। হাত ধরলো লিলির। 'পরে খেলে হয় না?' নরমস্বরে বললো ও।

ধীরে, দৃষ্টি নিচে নামিয়ে আবার পিটের চোখে চোখ রাখে লিলি। খুব দুর্বল বোধ হতে লাগলো তার, যেনো পা দুটো ওজন বইতে পারছে না। কেঁপে উঠলো।

লজ্জা পাচ্ছে কেনো? নিজের কাছেই অবাক লাগছে লিলির। এ সব কিছুই তো ওর পরিকল্পনা করা– ওয়াইন, পোশাক, কালো লেস দেয়া ব্রা আর প্যান্টি। তবে?

ধীরে, ওর পোশাকের ফিতে খুলে দেয় পিট। ঝলমলে কালো পোশাকটা লিলির গোড়ালির কাছে স্তুপ হয়ে পড়ে থাকে। ওর কোমড় আর হাঁটুর নিচে হাত রেখে কোলে তুলে নেয় পিট।

শোবার ঘরের দিকে যখন এগুচ্ছে পিট, ওর বুকে মুখ ডুবিয়ে লিলি বললো, 'নিজেকে আমার ঝকঝকে বেশ্যা মনে হচ্ছে!'

যত্ন করে ওকে বিছানায় শুইয়ে দিয়ে তাকায় পিট। নিজের ভিতরে কামনার আগুন জ্বলছে।

'ভালোই হলো', রুদ্ধ স্বরে ও বলে, 'দেখি তো, ওদের মতো পারো কি না!'

চব্বিশ

নিজের ভিলার খাবার ঘরে প্রবেশ করলো ইয়াজিদ।

'বন্ধুরা, আশা করি খানাটা উপভোগ করেছেন!' তার ভারী কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠল।

মোহাম্মদ আল-হাকিম, প্রখ্যাত মৌলানা ও ইয়াজিদের ছায়া হিসেবে পরিচিত, চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল। 'আপনার আতিথেয়তার কোনো তুলনা হয় না, জনাব ইয়াজিদ। তবে আমরা আপনার সম্মানজনক উপস্থিতি থেকে বঞ্চিত হয়েছি।'

'পেট ভরা থাকলে আল্লাহ তাঁর ইচ্ছা আমার কাছে প্রকাশ করেন না', ক্ষীণ হাসির সাথে বললো আখমত ইয়াজিদ। পালা করে টেবিল ঘিরে দাঁড়ানো পাঁচজন লোকের দিকে তাকালো সে। তার প্রতি শ্রদ্ধায় আর ভক্তিতে মাথা নত করে আছে সবাই।

তাদের মধ্যে দুজনের পোশাক একইরকম। কর্নেল নাগিব বশির, সামরিক বাহিনীতে ইয়াজিদের যারা সমর্থক সেই সব অফিসারদের নেতা সে, পরে আছে ঢোলা আলখেল্লা, কাপড়ের বাড়তি অংশটুকু দুই কাঁধ থেকে উঠে এসে মুখ ঢেকে রেখেছে। কায়রো থেকে আসার সময় চেহারা গোপন করার দরকার ছিলো। তার মাথার সাদা পাগড়িটাও সাহায্য করেছে এ-কাজে। মোহাম্মদ আল-হাকিমের পরনেও আলখেল্লা, তার পাগড়িটা সোনালি।

মুসা মোহাইদিন পরেছে ট্রাউজার আর স্পোর্টস শার্ট। সে একজন সাংবাদিক ইয়াজিদের প্রধান প্রচারিবদ। খালেদ ফৌজি, জেহাদ আহ্বানকারী কমিটির সামরিক উপদেষ্টা, তার পরনে ব্যাটল ফেটিগ। একা শুধু সুলেমান আজিজের পরনে সাফারি সুট।

'আপনারা নিশ্চয়ই ভাবছেন, কেনো আজ আমি হঠাৎ করে জরুরি মিটিং ডেকেছি', টেবিলের মাথায় চেয়ারটা খালি পড়ে ছিলো, সেটায় বসল আখমত ইয়াজিদ, তার ইঙ্গিতে বাকি সবাইও আসন গ্রহণ করলো। 'আপনারা তো জানেনই আল্লাহ আমাকে বিশেষ সুনজরে দেখেন। তিনি স্বয়ং আমাকে একটা প্ল্যান দিয়েছেন–একটি মাত্র আঘাতে আমরা অযোগ্য নাদাভ হাসান আর তার দুর্নীতিপরায়ণ মন্ত্রিসভার সদস্যদের উৎখাত করতে পারব। প্লীজ, কফি খেতে শুরু করুন আপনারা।'

কেউ কফির কাপে চুমুক দিলো, কেউ দিতে যাচ্ছে, এই সময় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লো আখমত ইয়াজিদ। তার সম্মানে আবার সবাইকে দাঁড়াতে হলো। শান্ত পায়ে হেঁটে একটা দেয়ালের সামনে চলে এলো সে। হাত বাড়িয়ে চাপ দিলো বোতামে। বড় একটা রঙিন ম্যাপ সিলিং থেকে মেঝের দিকে নেমে এল। চিনতে পারলো সুলেমান আজিজ, দক্ষিণ আমেরিকার মানচিত্র-উরুগুয়ের উপকূল শহর পান্টা ডেল এসটে-কে লাল বৃত্ত এঁকে দেখানো হয়েছে। ম্যাপের বাকি অর্ধেকের নিচে টেপ দিয়ে আটকানো একটা আধুনিক প্রমোদতরীর এনলার্জ করা ফটো।

টেবিলে ফিরে এসে আখমত ইয়াজিদ বসল আবার, দেখাদেখি অন্যান্যরাও। প্রত্যাশায় ও উত্তেজনায় মনে মনে সবাই অস্থির হলেও, কেউ নল না বা কথা বললো না। সবাই তাকিয়ে আছে ইয়াজিদের দিকে, আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহপ্রাপ্ত তাদের নেতা

কি বলে শোনার আশায় উন্মুখ। ইয়াজিদের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আর ভক্তিতে কোনো খাদ নেই। শুধু সুলেমান আজিজ তার মনোভাব গোপন রাখল। তার বাস্তব বুদ্ধি এতই প্রখর যে পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি, আল্লাহর বিশেষ রহমত ইত্যাদি সে একদমই বিশ্বাস করে না।

'আজ থেকে ছয়দিন পর আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে পান্টা ডেল এসটে শহরে', আবার গমগম করে উঠলো ইয়াজিদের কণ্ঠস্বর। 'ঋণগ্রস্ত দেশগুলো একজোট হয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, মিশর বাদে, সব ধরনের বকেয়া ঋণ পরিশোধ করতে অস্বীকার করবে তারা। সেই সাথে একটা নিষেধাজ্ঞা জারি করে বহুজাতিক কোম্পানিগুলোকে দেশ থেকে লভ্যাংশ নিয়ে যেতে বাধা দেবে। ঘোষণা দুটো জারি হলে, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের কয়েকশো ব্যাংক রাতারাতি লালবাতি জ্বালবে।

'পশ্চিমা ব্যাংকগুলোর প্রতিনিধি আর উন্নত রাষ্ট্রগুলোর অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা রাত দিন চব্বিশ ঘণ্টা বৈঠক করছে আসন্ন সর্বনাশ ঠেকানোর জন্যে। তাদেরকে সাহায্য করছে পুঁজিবাদীদের পা-চাটা কয়েকটা কুকুর, তাদের মধ্যে আমাদের প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান একজন। হাসান ঋণগ্রস্ত তৃতীয় বিশ্ব ও মুসলিম দেশগুলোকে বোঝাতে চেষ্টা করছে, আরে ভাই, পাওনা টাকা শোধ না দিলে আল্লাহ নারাজ হবেন–টাকা শোধ দাও, তারপর আবার চড়া সুদে ঋণ নাও। নাদাভ হাসান একজন অন্তর্ঘাতক, তার ষড়যন্ত্র আমরা সফল হতে দিতে পারি না। মিশর পুঁজিবাদী দুনিয়ার দালালি করবে, এ অসহ্য।'

'আমি বলি কি, অত্যাচারীকে খুন করে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলা হোক', আক্রোশে কেঁপে গেলো খালেদ ফৌজির গলা। তার বয়স কম, কৌশল জ্ঞানের ভারি অভাব। নবিশ বিপ্লবীদের দ্বারা অসময়ে একটা অভ্যুত্থান ঘটাতে গিয়ে এরই মধ্যে সত্তরজনের প্রাণহানি ঘটিয়েছে সে। তার সদা চঞ্চল দৃষ্টি টেবিলের চারদিকে থেকে ঘুরে এল। 'হাসানের প্লেন উরুগুয়ের পথে আকাশে ওঠার সাথে সাথে একটা গ্রাউন্ড-টু-এয়ার মিসাইল ছুঁড়ে দিই, খেল খতম!'

'তাতে শুধু প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে ক্ষমতা দখলের সুযোগ করে দেয়া হবে, কারণ দায়িত্ব গ্রহণের জন্যে যে প্রস্তুতি দরকার তা এখনও শেষ করিনি আমরা', বিরোধিতা করলো মুসা মোহাইদিন। সে একজন জনপ্রিয় লেখকও বটে, বয়স পঞ্চান্ন, টেবিলে যারা উপস্থিত তাদের মধ্যে একমাত্র তাকেই শ্রদ্ধা করে সুলেমান আজিজ।

কর্নেল নাগিব বশিরের দিকে তাকালো আখমত ইয়াজিদ। 'কথাটা কি ঠিক, নাগিব?'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'মুসা ঠিক বলেছে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী হামিদ, জনগণের ম্যান্ডেট গ্রহণের শর্ত দিয়ে আসলে আপনাকে দেরি করিয়ে দিচ্ছে। সে যে উচ্চাভিলাষী তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তার স্বপ্ন, সেনাবাহিনীর সমর্থন নিয়ে প্রেসিডেন্ট হওয়া।'

মুসা মোহাইদিন বললো, 'আমার কাছে তথ্যও আছে। আবু হামিদের ঘনিষ্ঠ একজন অফিসার গোপনে আমাদের আন্দোলনে শরিক হয়েছেন। তিনি আমাকে জানিয়েছেন, জনসাধারণের সমর্থন পাবার জন্যে চমৎকার একটা বুদ্ধি বের করেছে আবু হামিদ। হে'লা কামিলের জনপ্রিয়তাকে কাজে লাগাবে সে।'

'কিভাবে?'

'হে'লা কামিলের পাণিপ্রার্থী হয়ে, তাকে বিয়ে করে!'

ঠোঁট টিপে হাসলো আখমত ইয়াজিদ। 'প্রতিরক্ষামন্ত্রী বালির দুর্গ গড়তে চাইছে। বিয়ের আসরে হে'লা কামিলকে পাবে না সে।'

'কথাটা কি নিশ্চয় করে বলা যায়?' জিজ্ঞেস করলো সুলেমান আজিজ।

'হ্যাঁ, যায়', আধবোজা চোখে, মৃদুকণ্ঠে বললো আখমত ইয়াজিদ, তার চেহারায় তৃপ্তির একটা ভাব ফুটে উঠল। 'আল্লাহ ইচ্ছে করেছেন, কাল সূর্য ওঠার আগেই হে'লা কামিলকে তিনি দুনিয়ার বুক থেকে তুলে নেবেন।'

'হে শ্রদ্ধেয় নেতা, হে মহা বুজর্গ পীর, দয়া করে সব কথা আমাদেরকে খুলে বলুন!' ব্যাকুল কণ্ঠে অনুরোধ জানাল ইয়াজিদের ছায়া অর্থাৎ মৌলানা আল-হাকিম।

ধীরে ধীরে ব্যাখ্যা করলো আখমত ইয়াজিদ। বিশ্বস্ত মেক্সিকো সূত্র থেকে জানতে পেরেছে সে, ট্যুরিস্টদের অপ্রত্যাশিত ভিড় হওয়ায় পান্টা ডেল এসটে-তে অভিজাত কোনো হোটেল খালি নেই। জায়গার অভাবে শীর্ষ সম্মেলন আয়োজন করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতে রাজি নয় উরুগুয়ে সরকার, তাই বন্দরে নোঙর করা একটা জাহাজ ভাড়া করেছে তারা। ব্রিটিশ প্রমোদতরী লেডি ফ্ল্যামবরোয় অবস্থান করবে প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান ও তার সহকারীরা। তার সাথে মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো ও স্টাফরাও থাকবে জাহাজে। পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করার পর আখমত ইয়াজিদ চোখ বুজে ধ্যানমগ্ন হবার ভান করলো, তারপর থেমে থেমে বললো, 'পরম করুণাময় আল্লাহ স্বয়ং আমার কাছে এসেছেন। তিনি এসে আমাকে আদেশ করেছেন, আমি যেনো জাহাজটা কব্জা করি।'

'সকল প্রশংসা আল্লাহর!' হুঙ্কার ছাড়ল খালেদ ফৌজি।

বাকি সবাই চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর তারা, সবাই প্রায় একযোগে, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে ইয়াজিদের দিকে তাকালো, তবে কেউ কোনো প্রশ্ন উচ্চারণ করলো না।

'তোমাদের হাবভাব দেখে বুঝতে পারছি, শিষ্য এবং বন্ধুরা, আমার দিব্যদৃষ্টি সম্পর্কে তোমাদের সন্দেহ আছে।'

'সন্দেহ নেই বা কোনো কালে ছিলো না', বললো মোহাম্মদ আল-হাকিম। 'কারণ আমরা জানি আপনি সদা সত্য কথা বলেন। তবে আমরা ভাবছি, আল্লাহর নির্দেশ আপনি বুঝতে ভুল করেননি তো?'

'না, আদেশটা স্পষ্ট ছিলো, শুনতে আমার ভুল হয়নি। প্রেসিডেন্ট হাসান সহ জাহাজটাকে অবশ্যই দখল করতে হবে।'

'কি উদ্দেশ্য?' প্রশ্ন করলো মৌলানা আল-হাকিম।

'দৃশ্যপট থেকে হাসানকে সরিয়ে রাখার জন্যে, যাতে সে কায়রোয় ফিরতে না পারে, আর সেই সুযোগে আল্লাহর প্রিয় ইসলামিক ফোর্স ক্ষমতা দখল করবে।'

কর্নেল নাগিব বশির বললো, 'কিন্তু নিশ্চিতভাবে আমি জানি যে নিজে ছাড়া আর কেউ ক্ষমতা দখল করার চেষ্টা করলে আবু হামিদ তার সেনাবাহিনী নিয়ে বাধা দেবে।'

'মানুষের ঢল আর স্রোতকে ঠেকাবে কিভাবে আবু হামিদ?' জিজ্ঞেস করলো আখমত ইয়াজিদ। 'নাগরিক অসন্তোষ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে গেছে। ঋণ শোধ করতে

হচ্ছে, এই অজুহাতে সব রকম সাবসিডি দেয়া বন্ধ করে দিয়েছে সরকার, ফলে সাধারণ মানুষ সুদখোর ঋণ-দাতাদের ওপর ভয়ানক খেপে আছে। ঋণদাতা সংস্থাগুলোর নিন্দা না করে নিজেদের গলায় ফাঁস পরেছে হাসান আর আবু হামিদ। সবাই জানে, মিশরকে এখন শুধু নির্ভেজাল ইসলামী আইন রক্ষা করতে পারে।'

লাফ দিয়ে চেয়ার ছাড়ল খালেদ ফৌজি মুঠো করা হাত তুললো মাথার ওপর, বজ্রকণ্ঠে বললো, 'আমাকে শুধু হুকুম করুন, হে ইসলামের খেদমতগার! আপনার এক কথায় বিশ লাখ মানুষকে আমি রাস্তায় মিছিলো করার। আপনি শুধু তাদেরকে নেতৃত্ব দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিন, হে আল্লাহর পেয়ারা দোস্ত!'

সারা মুখে পবিত্র হাসি নিয়ে চুপ করে থাকলো আখমত ইয়াজিদ। ধর্মীয় ভাবাবেগে একটু একটু কাঁপছে সে। তারপর সে বললো, 'জনতা, নেতৃত্ব দেবে। আমি তো গরিবের বন্ধু। জনতা নেতৃত্ব দেবে, আমি তাদের অনুসরণ করব।'

'আল্লাহ আমার গুনাহ মাফ করুন!' প্রায় কেঁদে ফেললো মৌলানা আল-হাকিম। 'তাঁর নেক বান্দা জনাব আখমত ইয়াজিদকে আমি ভুল বুঝেছিলাম!'

'তুমি মৌলানা একটা কাপুরুষ!' খালেদ ফৌজি চেঁচিয়ে বললো।

'মোহাম্মদ আল-হাকিম তোমার চেয়ে জ্ঞানী', শান্তভাবে বললো খালেদ ফৌজি। 'তিনি জানেন, ঢিল একবার ছোঁড়া হয়ে গেলে আর কিছু করার থাকে না। আল্লাহর নির্দেশ যখন এসেছে, সেটা নিখুঁতভাবে পালন করতে হলে নানা দিক খতিয়ে চিন্তা করার দরকার আছে।'

কর্নেল নাগিব বশির কথা বললো, 'সন্ত্রাসবাদীদের মতো পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটালে আমাদের আন্দোলনের জন্যে তা মঙ্গল ডেকে আনবে না।'

'কর্নেল, তুমি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করতে চাও?' সরাসরি প্রশ্ন করলো আখমত ইয়াজিদ, চেহারা দেখে মনে হলো ভারি বিস্মিত হয়েছে সে।

সবাই একযোগে কথা বলতে শুরু করলো, প্রত্যেকেই নিজের কথা ছাড়া আর কিছু শুনতে আগ্রহী নয়। একা শুধু সুলেমান আজিজ নির্লিপ্ত থাকলো। সব কয়টা গাধা, ভাবল সে, সব কয়টা। মুখ ফিরিয়ে ম্যাপের গায়ে সাঁটা প্রমোদতরীর দিকে তাকালো সে। মাথার ভেতর কাজ চলছে।

'আমরা শুধু মিশরীয় নই', বলে চলেছে কর্নেল নাগিব বশির, 'সেই সাথে আমরা আরবও। আমরা যদি আমাদের অফিসারদের পাইকারীভাবে খুন করি, অন্যান্য আরব দেশগুলো আমাদের বিরুদ্ধে চলে যাবে। আল্লাহর নির্দেশ ইত্যাদি বলে তাদেরকে বোঝানো যাবে না, ব্যাপারটাকে তারা রাজনৈতিক সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখবে।'

মুসা মোহাইদিন ইঙ্গিত মৌলানা আল-হাকিমকে দেখালো। 'মৌলানার কথায় যুক্তি আছে। বিদেশী একজন প্রেসিডেন্টের সামনে হাসানকে খুন করার চেয়ে তাকে বরং দেশের মাটিতে খুন করা হোক।'

'খুনটা করতে গিয়ে যদি বিদেশী প্রেসিডেন্ট বা তার সহকারীরা মারা পড়ে, সারা দুনিয়ায় আমাদের বিরুদ্ধে কথা উঠবে', চিন্তিত সুরে বললো মৌলানা আল-হাকিম।

খালেদ ফৌজি চিৎকার করে বললো, 'আপনারা সবাই আবু হামিদের দালাল! আমি আবারও বলছি, জাহাজটা আক্রমণ করা হোক, দুনিয়া দেখুক আমরা কতটা শক্তি রাখি।' যদিও মারমুখো তরুণের কথায় কান দিলো না কেউ।

'আপনি বুঝতে পারছেন না, জনাব ইয়াজিদ?' আবেদনের সুরে বললো কর্নেল হুয়াদানী। 'পান্টা ডেল এসটে-র সিকিউরিটি পেনিট্রেট করা প্রায় অসম্ভব। চারদিকে গিজগিজ করবে উরুগুয়ের পেট্রল বোট। প্রত্যেকটি জাহাজে, যেগুলোয় নেতারা থাকবেন, সশস্ত্র গার্ড থাকবে। আপনি কি সুইসাইড স্কোয়াড পাঠাবার কথা ভাবছেন?'

'আমি কি ভাবছি না সব যদি তোমাদেরকে জানাতে পারতাম!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললো আখমত ইয়াজিদ। 'আল্লাহর গোপন ইচ্ছে জানার এই হলো বিপদ, মন খুলে সব কথা বলা যায় না। শুধু এইটুকু তোমাদেরকে জানাই, একটা বিশেষ উৎস থেকে সাহায্যের প্রস্তাব দেয়া হয়েছে আমাকে।' সুলেমান আজিজের দিকে ফিরল সে। 'তুমি, সুলেমান আজিজ, আন্ডারকাভার অপারেশন সম্পর্কে একজন এক্সপার্ট। কারও চোখে ধরা না পড়ে আমাদের সেরা যোদ্ধাদের একটা দলকে যদি লেডি ফ্ল্যামবোরোয় তুলে দেয়া সম্ভব হয়, তারা কি জাহাজটা দখল করতে পারবে, দখল করার পর নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারবে, যতক্ষণ না আমরা মিশরকে ইসলামিক রিপাবলিক বলে ঘোষণা করি?'

'হ্যাঁ', জবাব দিলো সুলেমান আজিজ, এখনও তাকিয়ে আছে ম্যাপে সাঁটা লেডি ফ্ল্যামবোরোর দিকে। তার গলা শান্ত, তবে বিশ্বাসে দৃঢ়। 'দরকার হবে দশজন অভিজ্ঞ যোদ্ধা আর পাঁচজন অভিজ্ঞ নাবিক। যদি বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে পারা যায়, কোনো রক্তপাত ঘটবে না।'

আখমত ইয়াজিদের চোখ দুটো চকচক করে উঠল। 'জানতাম! জানতাম, তোমার ওপর ভরসা করা যায়।'

'অসম্ভব!' প্রতিবাদ জানাল কর্নেল নাগিব। 'সন্দেহ না জাগিয়ে উরুগুয়েতে এতগুলো লোককে তুমি পাচারই করতে পারবে না। আর যদি জাদু দেখিয়ে জাহাজটা তুমি দখল করতেও পারো, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পশ্চিমা দুনিয়ার অ্যাসল্ট দলগুলো খুঁজে বের করে ফেলবে ওটাকে। জিম্মিদের খুন করার হুমকি দিলেও তারা থামবে না।'

'এসো তাহলে বাজি হয়ে যাক', প্রস্তাব দিলো সুলেমান আজিজ। 'আমি দু'সপ্তাহর জন্যে গায়ের করে দেব লেডি ফ্ল্যামবোরোকে।'

মাথা নাড়লো কর্নেল নাগিব। 'তুমি স্বপ্নের জগতে বাস করছো।'

'কি করে সম্ভব, বলবে আমাদের?' জিজ্ঞেস করলো খালেদ ফৌজি। 'উরুগুয়ে সরকার যে কড়া সিকিউরিটির ব্যবস্থা করবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। প্রহরার দায়িত্ব নেবে উরুগুয়ে সেনাবাহিনীর কমান্ডো ইউনিট। তারা অভিজ্ঞ, তাই না? কিভাবে তুমি তাদের সাথে লড়ে জিততে চাও?'

'কে বললো আমি লড়তে চাই, লড়ে জিততে চাই?' মুচকি হেসে পাল্টা প্রশ্ন করলো সুলেমান আজিজ।

'একি পাগলামি!' বললো আখমত, বিব্রত বোধ করছে।

'পাগলামি নয়', আশ্বস্ত করলো সুলেমান আজিজ। 'কৌশল জানা থাকলে পানির মতো সহজ।'

'কৌশল?'

'অবশ্যই', আবার ঠোঁট টিপে হাসলো সুলেমান আজিজ। 'বুঝতেই পারছেন, আমার প্ল্যান হলো–লেডি ফ্ল্যামবোরোকে, তার ক্রু ও প্যাসেঞ্জারসহ, গায়েব করে দেয়া।'

· পঁচিশ

'আমার এটা আনঅফিশিয়াল ভিজিট', হে'লা কামিলকে বললেন জুলিয়াস শিলার, সিনেটর পিটের স্কি লজের সিটিংরুমে ঢুকলেন ওঁরা। 'সবাই জানে এই মুহূর্তে কী ওয়েস্টে মাছ ধরছি আমি।'

'বুঝতে পারছি', হে'লা কামিল বললেন। 'কুক আর সিকিউরিটি গার্ডদের সাথে কত আর কথা বলা যায়, আপনি আসায় আমি খুশি হয়েছি।' আইসল্যান্ডে তৈরি খয়েরি রঙের সোয়েটার জ্যাকেট আর ম্যাচ করা প্যান্ট পরে জুলিয়াস শিলারকে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন তিনি, জুলিয়াস শিলার যেমন স্মরণ করতে পারেন তার চেয়ে অনেক কম লাগলো বয়স।

পরনে বিজনেস সুট, তার সাথে পায়ে ছুঁচাল ডগার জুতো আর হাতে অ্যাটাচি কেস থাকায়, স্কি রিসর্ট-এ কেমন যে বেমানান লাগছে ভদ্রলোককে। 'আপনার নিরাপদ সময়টা আরও সহনীয় করার জন্যে আমার যদি কিছু করার থাকে, মিস কামিল...'

'না, ধন্যবাদ। কোনো কাজে হাত দিতে পারছি না, এটাই অস্থির করে তুলেছে আমাকে।'

'আর তো মাত্র কয়টা দিন।'

'আপনাকে কিন্তু মোটেও আশা করিনি', দাঁড়িয়ে পড়লেন হে'লা কামিল, সরাসরি তাকালেন শিলারের দিকে।

'মিশরের স্বার্থ আছে এমন একটা ব্যাপারে কথা বলতে চাই আপনার সাথে। আমাদের প্রেসিডেন্ট ভাবছেন, সব কথা আপনাকে জানানো দরকার।'

ইঙ্গিতে একটা সোফা দেখিয়ে বসলেন হে'লা কামিল। চোখে প্রশ্ন, নির্লিপ্ত চেহারা।

'আপনার সহযোগিতা পেলে তিনি ভারি কৃতজ্ঞ বোধ করবেন।'

'কোন্ ব্যাপারে?'

সোফায় বসে হাঁটুর ওপর রেখে অ্যাটাচি কেসটা খুললেন জুলিয়াস শিলার, ভেতর থেকে একটা ফোল্ডার বের করে বাড়িয়ে দিলেন হে'লা কামিলের দিকে। বেয়ারা চা দিয়ে গেলো।

ফোল্ডারের শেষ পাতাটি পড়া শেষ করে মুখ তুললেন হে'লা কামিল। তাঁর চোখে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি। 'এটা কি এখন পাবলিক নিউজ?'

মাথা ঝাঁকালেন জুলিয়াস শিলার। 'আজ বিকেলে ঘোষণা করা হবে যে, জাহাজটা পাওয়া গেছে। তবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কথাটা গোপন রাখা হচ্ছে।'

জানালা দিয়ে বাইরে, দূরে তাকালেন হে'লা কামিল। 'ষোলোশো বছর আগে আমাদের লাইব্রেরি হারানো আর আজ আপনাদের ওয়াশিংটন আর্কাইভ ও ন্যাশনাল আর্ট গ্যালারি পুড়িয়ে দেয়া দুটো প্রায় সমর্থক, তাই না?'

মাথা ঝাঁকালেন জুলিয়াস শিলার। 'সমার্থক।'

'প্রাচীন বইগুলো উদ্ধার পাবার কোনো আশা আছে?'

'এখনও আমরা জানি না। মোম ট্যাবলেগুলো অস্পষ্ট কিছু সূত্র দিতে পারছে মাত্র। আইসল্যান্ড আর দক্ষিণ আফ্রিকার মাঝখানে যে-কোন জায়গায় লাইব্রেরিটা থাকতে পারে।'

'তবে আপনারা খুঁজে দেখতে চাইছেন', বললেন হে'লা কামিল, আগ্রহের সাথে সিধে হয়ে বসলেন তিনি।

'হ্যাঁ, একটা দল গঠন করা হয়েছে, কাজও শুরু করেছে তারা।'

'আর কে জানে?'

'প্রেসিডেন্ট, আমি, টীমের লোকজন, সরকারি দু'চারজন কর্মকর্তা, আমাদের এক কি দু'জন বিশ্বস্ত বন্ধু।'

'আমাদের প্রেসিডেন্টকে না জানিয়ে আমাকে জানানোর কথা ভাবলেন কেনো?'

সোফা ছেড়ে কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে গেলেন জুলিয়াস শিলার, তারপর হে'লা কামিলের দিকে ফিরলেন। 'প্রেসিডেন্ট হাসান অদূর ভবিষ্যতে ক্ষমতায় না-ও থাকতে পারেন। তাঁকে জানানোর চেষ্টা করা হলে তথ্যটা ভুল লোকের হাতে পৌঁছে যেতে পারে।'

'আখমত ইয়াজিদ।'

'সত্যি কথা বলতে কি, হ্যাঁ।'

'কিন্তু পর হলেও আখমত ইয়াজিদকে তথ্যটা আপনারা জানাবেন। লাইব্রেরির খোঁজ পাওয়া গেলে সেটা মিশরকে ফিরিয়ে দেয়ার দাবি জানাবে সে। প্রতিটি মিশরবাসীর দাবি হবে সেটা। আমিও তাই চাইব।'

'ব্যাপারটা আমরা বুঝি', বললেন জুলিয়াস শিলার। 'সে ব্যাপারে কথা বলার জন্যেই আপনার কাছে আমার আসা। আমাদের প্রেসিডেন্ট চান, আপনার ভাষণে আবিষ্কারের কথাটা আপনি ঘোষণা করুন।'

কঠোর হলো হে'লা কামিলের দৃষ্টি। 'তাতে কি লাভ?'

'আমরা চাইছি আবিষ্কারটা যেনো আপানাদের বর্তমান প্রেসিডেন্টের পক্ষে জনমত তৈরিতে সাহায্য করে। মিশরকে কয়েকশো বিলিয়ন ডলারের খনিজ সম্পদের নক্সা উপহার দিতে পারে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি।'

রাগে লালচে হলো হে'লা কামিলের চেহারা। 'খোঁজ পেতে যেখানে কয়েক বছর লাগতে পারে, সেখানে কি করে আপনারা আশা করেন দেশবাসীকে আমি বলব, দাঁড়াও, তোমাদের সুদিন এসে গেছে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির বদৌলতে আমরা ধনী হয়ে গেছ? মি. শিলার, মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে অনেক বাজে খেলা খেলেছেন আপনারা, এটাও সেরকম একটা নোংরা খেলা। মিশরবাসীকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেয়ার জন্যে আমাকে আপনারা ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করতে পারবেন, এতটা আশা করে বসে আছেন?'

ধীরে ধীরে ফিরে এসে সোফায় আবার বসলেন জুলিয়াস শিলার। কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

'আপনি ভুল করেছেন, মি. শিলার। আমি আমার সরকারের পতন দেখব, মোস্তাফা ইয়াজিদের পাঠানো খুনীদের হাতে মারা যাবার ঝুঁকি নেব, কিন্তু দেশবাসীকে মিথ্যে তথ্য সরবরাহ করতে পারব না।'

'মহৎ ভাবাবেগ', শান্তকণ্ঠে বললেন জুলিয়াস শিলার। 'আপনার নীতির প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রকাশ করছি। তবে, এখনও আমার বিশ্বাস, প্ল্যানটা সব দিক থেকে ভাল।'

'দেশের কাছে আমি মিথ্যেবাদিনী হয়ে যাব, বুঝতে পারছেন না? শেষ পর্যন্ত যদি লাইব্রেরিটার সন্ধান পাওয়া না যায়? পাওয়া না গেলে আপনারাও দুর্নামের ভাগীদার হবেন। এমনিতেও আপনাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি।'

একটা হাত তুলে বাধা দিলেন জুলিয়াস শিলার। 'হ্যাঁ, কিছু ভুল আমরা করেছি। কিন্তু, মিস কামিল, এখানে আমি আপনার সাথে মধ্যপ্রাচ্য নীতি নিয়ে কথা বলতে আসিনি।'

'দুঃখিত। আপনাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারলাম না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে জুলিয়াস শিলার বললেন, 'বেশ। প্রেসিডেন্টকে আপনার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে জানাব আমি। তিনি যে ভীষণ হতাশ হবেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' অ্যাটাচি কেস হাতে নিয়ে সোফা ছাড়লেন তিনি, দরোজার দিকে পা বাড়ালেন।

'দাঁড়ান!' তীক্ষ্ণ আদেশের সুরে বললেন জাতিসংঘ মহাসচিব।

দাঁড়ালেন জুলিয়াস শিলার, ধীরে ধীরে ঘুরলেন। 'প্লীজ?'

সোফা ছেড়ে দাঁড়ালেন হে'লা কামিল, কিন্তু এগিয়ে এলেন না। 'প্রমাণ করুন, লাইব্রেরির সন্ধান পাবার মতো পজিটিভ সূত্র আপনাদের হাতে আছে, হোয়াইট হাউসের অনুরোধ রক্ষা করব আমি। সূত্রগুলো নির্ভেজাল কিনা সেটা আমি নিজে বুঝব।'

'ভাষণে উল্লেখ করবেন?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু ভাষণের আর মাত্র চারদিন বাকি। এতো অল্প সময়ে...'

'ওটাই আমার শর্ত।'

গম্ভীরভাবে মাথা ঝাঁকালেন জুলিয়াস শিলার। 'ঠিক আছে।' ঘুরে দাঁড়িয়ে হন হন করে এগোলেন তিনি।

শিলারের গাড়িটা প্রাইভেট রোড থেকে হাইওয়ে নাইনে বেরিয়ে এল। গাড়ি বা আরোহীকে চিনতে না পারলেও, এই প্রাইভেট রোড ধরে খানিক দূর গেলেই যে সিনেটর পিটের লজ দেখা যাবে তা ভালো করেই জানে মোহাম্মদ ইসমাইল। মার্সিডিটা চলে গেলো স্কি শহর ব্রেকেনরিজ-এর দিকে।

মার্সিডিজটা যে সরকারি গাড়ি, বুঝতে পারলো মোহাম্মদ ইসমাইল। প্রাইভেট রোডের ওপর সশস্ত্র লোকন হাঁটাচলা করছে, মাঝে মধ্যে কথা বলছে রেডিও ট্র্যান্সমিটারে, রাস্তার মুখেই দাঁড়িয়ে রয়েছে একটা ডজ ভ্যান। এসব দেখে মোহাম্মদ ইসমাইলের বুঝতে বাকি থাকলো না, ওয়াশিংটন থেকে ইয়াজিদের এজেন্টরা যে তথ্য সংগ্রহ করেছে তা মিথ্যে নয়।

একটা মার্সিডিজ-বেঞ্জ ডিলে সিডানের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোহাম্মদ ইসমাইল, গাড়ির ভেতর বসা লোকটাকে আড়াল করে রেখেছে সে, চোখে বাইনোকুলার নিয়ে খোলা জানালা দিয়ে প্রাইভেট রোডটার দিকে তাকিয়ে লোকাটা।

গাড়ির ছাদে একটা র‍্যাক, তাতে কয়েক সেট স্কি। মোহাম্মদ ইসমাইলের পরনে সাদা স্কি সুট, মুখেও সে একটা স্কি মাস্ক পরেছে। স্কি র‍্যাক অ্যাডজাস্ট করার ছলে আরেক দিকে মুখ ফেরাল সে, জিজ্ঞেস করলো, 'দেখা হলো?'

'আর এক মিনিট', বললো লোকটা। লজটা দেখছে সে, গাছের ফাঁক দিয়ে কোনো রকমে দেখা যাচ্ছে। লোকটার মুখ ভর্তি দাঁড়ি, মাথায় ঝাঁকড়া চুল।

'তাড়াতাড়ি করো ঠাণ্ডায় কাঁপ ধরে যাচ্ছে। কি রকম বুঝছ?'

'সব মিলিয়ে মাত্র পাঁচজন গার্ড। তিনজন বাড়ির ভেতর, দু'জন গাড়িতে। মাত্র একজন লোক বাড়িটাকে ঘিরে চক্কর দিয়ে আসছে ত্রিশ মিনিট পরপর। ঠাণ্ডা বলে কেউই বেশিক্ষণ বাইরে থাকছে না। তুষারের ওপর দিয়ে প্রতিবার একই পথ ধরে টহল দিচ্ছে ওরা। টিভি ক্যামেরার কোনো চিহ্ন দেখছি না। তবে, ভ্যানের ভেতর থাকতে পারে একটা, বাড়ির ভেতর নর রাখছে।'

'হামলাটা করা হবে দু'দিক থেকে', মোহাম্মদ ইসমাইল প্ল্যান দিলো। 'একদল বাড়িটা দখল করবে, দ্বিতীয় দলটা টহল গার্ড আর ভ্যানটাকে সামলাবে-হামলা হবে পিছন থেকে, যেদিক থেকে বিপদের সবচেয়ে কম সম্ভাবনা।'

'আপনি কি আজ রাতেই হামলা করার চিন্তা করছেন?' চোখ থেকে বাইনোকুলার নামিয়ে জিজ্ঞেস করলো লোকটা।

'না, কাল। সকালে যখন আমেরিকান শুয়োরগুলো নাস্তা খাবে।'

'কিন্তু দিনের বেলা...বিপদ হতে পারে।'

'আমরা কাপুরুষ নই যে অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে কাজ সারব', রেগে গেলো মোহাম্মদ ইসমাইল।

'কিন্তু এয়ারপোর্টে ফেরার সময় শহরের মাঝখান দিয়ে যেতে হবে', প্রতিবাদ জানাল লোকটা। 'ট্রাফিক আর কয়েকশো স্কিয়ার থাকবে রাস্তায়। এ-ধরনের অহেতুক ঝুঁকি নিতে রাজি হবেন না সুলেমান আজিজ।'

চরকির মতো আধপাক ঘুরে ঠাস করে লোকটার গালে চড় কষাল মোহাম্মদ ইসমাইল। 'এখানে নেতৃত্ব দিচ্ছি আমি!' চাপা গলায় গর্জে উঠলো সে। 'আমার সামনে ফের যদি তার নাম মুখে এনেছ তো খুন করে ফেলব! তার মাতব্বরি করার দিন শেষ হয়ে গেছে!'

লোকটা ভয়ও পেল না, নতও হলো না। তার কালো চোখে ঘৃণা ফুটে উঠল। 'আপনি আমাদের সবাইকে খুন করবেন!' শান্তভাবে বললো সে।

'বিনিময়ে যদি হে'লা কামিল খুন হয়, তাতেও আমার আপত্তি নেই!' হিস হিস করে বললো মোহাম্মদ ইসমাইল।

ছাব্বিশ

'অসাধারণ!' পিট বলে।

'অভিজাত, সত্যি অভিজাত', বিড়বিড় করে বলে লিলি।

মাথা নাড়িয়ে সায় দেয় জিওর্দিনো, 'একটা জিনিস!'

দুর্লভ গাড়ির একটা রিস্টোরেশন শপে দাঁড়িয়ে ওরা।

গাড়িটা দর্শনীয় বটে। উনিশশো ত্রিশ সালে তৈরি, এল-টোয়েনটিনাইন কর্ড টাউন করে শোফারের জন্যে গাড়ির সামনের অংশটা খোলা। রক্তবর্ণ শরীর, ফেন্ডার হালকা হলুদ, প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টের ওপর চামড়ার তৈরি ছাদও তাই। গাড়িটা লম্বা, সুন্দর অভিজাত চেহারা ফ্রন্ট হুইল ড্রাইভ। আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত সাড়ে পাঁচ মিটার লম্বা পিটের কার্ড। প্রায় অর্ধেকটাই হুড দিয়ে ঢাকা, শুরু হয়েছে রেস-কার-টাইপ গ্রিল দিয়ে আর শেষ হয়েছে সরু উইন্ডশীল্ড দিয়ে।

ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে কর্ডে চেপে বসল ওরা তিনজন। পিট ড্রাইভিং সীটে, ছাদের নিচে প্যাসেঞ্জার কমপার্টমেন্টে লিলিকে নিয়ে জিওর্দিনো। ইন্টারস্টেট সেভেনটি-তে বেরিয়ে এলো অ্যান্টিক কার কর্ড। তুষার ঢাকা রকি পাহাড়ের দিকে যাচ্ছে ওরা। হুড ফেলে নিজেকে ঢাকল না পিট, মুখে ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা ভালো লাগছে। আট সিলিন্ডার এঞ্জিনের আওয়াজ শুনছে ও, শুনছে এগজস্টের শব্দ। মেরামত করার পর কোথাও কোনো ত্রুটি নেই। মনটা খুশি হয়ে উঠলো ওর। জানে না অদূর ভবিষ্যতে কি অপেক্ষা করছে ওদের জন্যে। জানলে, সোজা গাড়ি ঘুরিয়ে ডেনভারের পথ ধরতো।

হোটেলে পৌঁছে রিসেপশন থেকে দুটো মেসেজ পেল পিট। পড়ে পকেটে রেখে দিলো। 'ড. রোথবার্গ তাঁর বাড়িতে ডিনার খাবার আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। রাস্তার ওপারেই তাঁর বাড়ি।'

'কখন?' পেটে হাত বুলিয়ে আগ্রহের সাথে জানতে চাইলো জিওর্দিনো।

'সাড়ে সাতটায়।'

হাত ঘড়িতে চোখ বুলালো লিলি। 'শাওয়ার নিয়ে চুল ঠিক করতে মাত্র চল্লিশ মিনিট সময় পাচ্ছি, আমি বরং কামরায় ঢুকি।'

পোর্টারের পিছু নিয়ে লিলি চলে যাবার সাথে সাথে জিওর্দিনোকে সাথে আসার ইঙ্গিত দিয়ে ককটেল লাউঞ্জে চলে এলো পিট। বারমেইড অর্ডার নিয়ে সরে যাবার পর পকেট থেকে দ্বিতীয় মেসেজটা বের করে হাত ধরিয়ে দিলো।

জিওর্দিনো নিচু গলায় পড়লো, 'তোমাদের লাইব্রেরি প্রজেক্ট টপ প্রায়োরিটি পেয়ে গেছে। আগামী চারদিনের মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়ার ঠিকানা খুঁজে বের করাটা অত্যন্ত জরুরি। লাক, ড্যাডি।' মুখ তুলে পিটের দিকে তাকালো সে। 'পড়তে ভুল করিনি তো? মাত্র চারদিনের মধ্যে? স্কি করার কথা ভুলে যাও।'

'ব্যস্ত হয়ে কি লাভ?' বললো পিট। 'ইয়েজারের ভাগ্যে শিকে না ছেঁড়া পর্যন্ত আমাদের কিছু করার নেই।' চেয়ার ছাড়াল ও। 'তার একটা খবর নেয়া দরকার।'

হোটেলের লবি থেকে ফোন করলো পিট। 'ইয়েজার, পিট বলছি। কতদূর এগোরে?'

'এগোচ্ছি।'

'কিছু পেলে?'

'কয়েকটা কমপিউটার কাজ করছে, ব্যাংকগুলোর জিওলজিকাল ডাকা, ক্যাসাব্লাঙ্কা থেকে জাঞ্জিবার পর্যন্ত, তন্নতন্ন করে যাচাই করা হচ্ছে। আফ্রিকা উপকূলে এমন কোনো স্পট নেই যা তোমার নক্সার সাথে মেলে। তিনটে অস্পষ্ট বা ক্ষীণ সম্ভাবনা ছিলো, কিন্তু পরে আমি সেগুলোও বাতিল করে দিয়েছি। ষোলোশো বছরে ল্যান্ডমাস ট্রান্সফরমেশন অবশ্যই ঘটেছে, সম্ভাবনাগুলোর সাথে তার হিসেব ধরলে কোনো মিলই আর পাওয়া যায় না।'

'তোমার পরবর্তী পদক্ষেপ?'

'উত্তর দিকে সার্চ করব। সময় আরও বেশি লাগবে। কারণ ব্রিটিশ দ্বীপগুলো ছাড়াও বাল্টিক সী আর সাইবেরিয়া স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলোর উপকূল রেখা ধরে কাজ করতে হবে আমাকে।'

'চারদিনের মধ্যে শেষ করতে পারবে?'

'তুমি তাগাদা দিলে ভাড়াটে কর্মীদের সংখ্যা বাড়াতে পারি।'

'তাগাদা খুব জোরাল বলে ধরে নাও। আর্জেন্ট প্রায়োরিটি।'

'ঠিক আছে, সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'ব্রেকেনরিজ, কলোরাডোয় রয়েছি আমরা। যদি কিছু পাও, ব্রেকেনরিজ হোটেলে খবর দেবে।' ইয়েজারকে রুম আর ফোন নম্বর দিলো পিট। 'ভাল কথা, তোমাকে এতো খুশি লাগছে কেনো?'

'নদীটা কোথায় এখনও তা আমি জানি না', জবাব দিলো হিরাম ইয়েজার, 'কিন্তু জানি কোথায় সেটা নেই।'

হোটেল থেকে বেরিয়ে রাস্তা পেরোল ওরা, সাদা পাউডারের মতো তুষারে ঢাকা পড়ে গেলো জামা-কাপড়। অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের ২২ বি নম্বরে থাকেন ড. বেরট্রাম রোথবার্গ। দরোজা খুলে দিয়ে এমন আন্তরিকতার সাথে ওদেরকে তিনি অভ্যর্থনা জানালেন যেনো কত বছরের পরিচয়। সিটিংরুমে, আগুনের চারপাশে বসালেন ওদেরকে। 'নিজে রান্না করতে শিখিনি, রেস্তোরাঁ থেকে দিয়ে যায়–আজ আটটার সময় দেবে। তার আগে একটু গরম হয়ে না, বাছারা!' তিনি নিজেই সবার হাতে হুইস্কির গ্লাস ধরিয়ে দিলেন। পিট নিজেদের পরিচয় দিলো না। সন্দেহ নেই, সিনেটর পিট আগেই ওদের সবার বর্ণনা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

'বাবা বলছিলেন আপনি নাকি সারা জীবন ধরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ওপর গবেষণা করছেন।'

ছোটোখাট মানুষটা, মোটা সোয়েটার আর ট্রাউজার পরে আছেন, দাড়ি আর গোঁফে ঢাকা পড়ে আছ ছোট্ট মুখটা। সলজ্জভাবে একটু হাসলেন তিনি। 'বত্রিশ বছর। ধুলো ঢাকা বুকশেলফ আর প্রাচীন পাণ্ডুলিপি ঘেঁটে শুধু চোখ নষ্ট করেছি, বোধহয় বিয়ে করে সংসারী হলেই ভালো করতাম। তবে সাবজেক্টটা আমার কাছে রক্ষিতার

মতোকখনও কিছু চায় না, শুধু দেয়। আমি যে তার প্রেমে পড়ে গেছি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।' গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন প্রৌঢ় ইতিহাসবেত্তা। তারপর লিলির দিকে ফিরে বললেন, 'একজন আর্কিওলজিস্ট হিসেবে তুমি আমার অনুভূতি বুঝতে পারবে।'

'লাইব্রেরিটা সম্পর্কে বলবেন আমাদের, প্লীজ?' অনুরোধ জানাল জিওর্দিনো।

ফায়ারপ্লেসের আগুনটা উসকে দিয়ে এলেন ড. রোথবার্গ। 'প্রাচীন দুনিয়ার একটা বিস্ময় ছিলো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। গোটা সভ্যতার সমস্ত দলিল-পত্র আর নমুনা ওখানে সংগ্রহ করে রাখা হয়েছিলো।' আধবোজা চোখে বলে গেলেন তিনি, যেনো তাঁকে সমাহিত করা হয়েছে।'

'গ্রিক ঈজিপশিয়ান আর রোমানদের মহৎ শিল্প আর সাহিত্য ইহুদিদের পরিবত্র বাণী, প্রাচীন দুনিয়ার সেরা মেধাসম্পন্ন মনীষীদের জ্ঞান আর কীর্তি, দর্শনের বিস্ময়কর তত্ত্ব, সুর আর সঙ্গীতের অপূর্ব সব আবিষ্কার, প্রাচীন বেস্টসেলার, বিজ্ঞান আর মেডিসিনের যুগান্তকারী সব কৃতিত্ব, কী না জমা ছিলো লাইব্রেরিটায়!'

'ওটা কি সাধারণ মানুষের জন্যে খোলা থাকত?'

'মূর্খ বা ভিখিরীদের অবশ্যই প্রবেশাধিকার ছিলো না', বললেন ড. রোথবার্গ। 'তবে গবেষক আর পণ্ডিতরা নিয়মিত যেতেন লাইব্রেরিতে-পরীক্ষা, যাচাই, অনুবাদ, সংশোধন করতেন তাঁরা; ক্যাটালগ তৈরি করতেন। শুধু সংগ্রহশালা বললে ভুল হবে, ওটা ছিলো দুনিয়ার প্রথম রেফারেন্স লাইব্রেরি। প্রতিটি আইটেম ক্যাটালগে তোলা ছিলো, সুন্দরভাবে সাজানো-গোছানো রাখা হত।

'পরবর্তী সম্রাটরা এবং বহু জাতি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ঋণ মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছে। প্রাচীন যুগে আর কোনো প্রতিষ্ঠানে এতো জ্ঞান-সম্পদ ছিলো না। প্লিনী, প্রখ্যাত রোমান পণ্ডিত, প্রথম খ্রিস্টাব্দে এনসাইক্লোপিডিয়া রচনা করেন। অ্যারিসটোফানেস, খ্রিস্টের জন্মের দুশো বছর আগে লাইব্রেরির প্রধান ছিলেন-তোমরা জানো, তিনিই প্রথম অভিধান রচনা করেন। ক্যালিম্যাচাস গ্রিক ট্র্যাজেডির বিখ্যাত লেখক, সবার আগে রচনা করেন হু'জ হু। পণ্ডিত, অঙ্কশাস্ত্রবিদ ইউক্লিড জ্যামিতির ওপর প্রথম টেক্সটবুক লেখেন। সুষ্ঠুভাবে সাজিয়ে ব্যাকরণের নিয়মকানুন প্রথম প্রকাশ করেন ডাইয়োনাইসিয়াস। 'আর্ট অভ গ্রামার' তাঁর একটা মহৎ সৃষ্টি, প্রায় সব ভাষার জন্যে ওটা একটা মডেল হয়ে ওঠে। এই সব মনীষীরা, আরও হাজার হাজার পণ্ডিতদের সাথে বসে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে কাজ করেছেন।'

'আপনি যেনো একটা ইউনিভার্সিটির বর্ণনা দিচ্ছেন', মন্তব্য করলো পিট।

'ইউনিভার্সিটিই তো ছিলো সেটা। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানভাণ্ডার। তখনকার দিনে লাইব্রেরি আর মিউজিয়ামটাকে এক করে বলাও হত তাই-হেলেনিস্টিক দুনিয়ার ইউনিভার্সিটি। সাদা মার্বেল পাথরের তৈরি বিশাল সব কাঠামোর মধ্যে পিকচার গ্যালারি ছিলো, মূর্তিগুলোর জন্যে ছিলো আলাদা হলঘর, কবিতা পাঠের আসর বসত থিয়েটার হলে, পণ্ডিতরা জ্ঞানগর্ভ লেকচার দিতেন মঞ্চে দাঁড়িয়ে। লাইব্রেরির সাথে ডরমিটরি, ডাইনিং হল, চিড়িয়াখানা আর বোটনিক্যাল গার্ডেনও ছিলো। প্রকাণ্ড আকারের দশটা হলঘরে রাখা হত বই আর পাণ্ডুলিপি। সেগুলোর কয়েক হাজার ছিলো হাতে লেখা, হয় প্যাপিরাসে নয়তো পার্চমেন্ট। লেখার পর সেগুলো গুটিয়ে ব্রোঞ্জ টিউবে ঢুকিয়ে রাখা হত।'

'দুটোর মধ্যে পার্থক্য কি?' প্রশ্ন করলো অ্যাল।

'প্যাপিরাস ট্রপিকাল প্ল্যান্ট। মিশরীয়রা ওটার কাণ্ড থেকে লেখার জন্যে কাগজের মতো এক ধরনের জিনিস তৈরি করতো। পার্চমেন্ট, ভেল্যাম-ও বলা হয়, তৈরি হত পশুর চামড়া থেকে–হাতি গরু ছাগল বা ভেড়ার বাচ্চার চামড়াই ব্যবহার করা হত সাধারণত।

'এতদিনে ওগুলো নষ্ট হয়ে যাবার কথা নয়?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'প্যাপিরাসের চেয়ে বেশিদিন টেকার কথা পার্চমেন্টের', বললেন ড. রোথবার্গ। পিটের দিকে তাকালেন তিনি। 'ষোলোশো বছর পর ওগুলোর অবস্থা কি হয়েছে নির্ভর করে কোথায় রাখা হয়েছে তার ওপর। মিশরীয় সমাধি থেকে পাওয়া তিন হাজার বছরের পুরানো প্যাপিরাসের লেখাও তো পড়া গেছে।'

'গরম আর শুকনো আবহাওয়া।'

'ধরুন, সুইডেন বা রাশিয়ার উত্তর উপকূল কোথাও আছে ওগুলো।'

চিন্তিতভাবে মাথা নিচু করলেন ড. রোথবার্গ। 'শীত ওগুলোকে সংরক্ষণ করবে, কিন্তু গরমের দিনে পচে যেতে পারে।'

লাইব্রেরিটাকে অক্ষত খুঁজে পাবার সম্ভাবনা ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে আসছে বুঝতে পেরে মন খারাপ হয়ে গেলো পিটের। কিন্তু লিলি ওর মতো হাতাশ নয়। সে কণ্ঠস্বরে উত্তেজনা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যদি জুনিয়াস ভেনাটর হতেন, ড. রোথবার্গ, কি ধরনের বই আপনি রক্ষা করতে চাইতেন?'

'কঠিন প্রশ্ন', চোখ পিট পিট করে লিলির দিকে ফিরলেন ড. রোথবার্গ। 'আমি শুধু আন্দাজ করতে পারি। সোফোক্লিস, ইউরিপেডিস, অ্যারিস্টটল আর প্লেটোর সমগ্র রচনা তো থাকবেই। আরও থাকবে, অবশ্যই, হোমার। তিনি বই লিখেছেন চব্বিশটা, কিন্তু অল্প দু'চারটে হাতে পেয়েছি আমরা। আমরা ধারণা, গ্রিক, এট্রাসক্যান, রোমান ও ঈজিপশিয়ান মিলিয়ে পঞ্চাশ হাজার ভলিউম ইতিহাস অবশ্যই সাথে নিয়েছিলেন ভেনাটর, কারণ জাহাজের সংখ্যা তো আর কম ছিলো না। ঈজিপশিয়ান বইগুলো অত্যন্ত মূল্যবান হবে, কারণ ওগুলো শুধু আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে ছিলো বলে প্রাচীন মিশরে জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে কিছুই আমরা আনতে পারি নি। এট্রাসক্যান সভ্যতা সম্পর্কেও প্রায় কিছুই আমরা জানি না অথচ ক্লডিয়াস তাদেরকে নিয়ে বড়সড় একটা ইতিহাস লিখেছিলেন–সেটাও নিশ্চয়ই লাইব্রেরির কোনো শেলফে আছে। ভেনাটরের জায়গায় আমি হলে হিব্রু আর খ্রিস্টান আইন ও ঐতিহ্য সম্পর্কে লেখাগুলোও সাথে নিতাম। ওগুলোয় হয়তো এমন সব তথ্য ও উপাদান আছে যা আজকের খ্রিস্টান ধর্মের পণ্ডিতদের বেকায়দায় ফেলে দিত।'

'বিজ্ঞান?'

'বিজ্ঞানের ওপর অসংখ্য বই লেখা হয়েছে সে যুগে। ভেনাটর সেগুলো না নিয়ে পারেন না।'

'রান্নার বইয়ের কথা ভুলে যাবেন না', লিলি বলে।

হেসে উঠলেন ড. রোথবার্গ। 'ভেনাটর অত্যন্ত বিবেচক ও বুদ্ধিমান মানুষ ছিলেন, জ্ঞানের কোনো শাখাই তাঁর চোখ এড়িয়ে যায় নি। শুধু রান্নাবান্না কেনো, দৈনন্দিন

প্রয়োজনের ওপর বা ঘর-গেরস্থালির ওপর লেখা বইও তিনি জাহাজে তুলেছিলেন বলে ধরে নেয়া যায়। সবার জন্যেই কিছু না কিছু নিয়েছিলেন তিনি।'

'বিশেষ করে প্রাচীন জিওলজিকাল ডাটা', বললো পিট।

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা, এ কথা কি জানা গেছে, মানুষটা কেমন ছিলেন তিনি?' লিলির প্রশ্ন।

'ভেনাটর?'

'হ্যাঁ।'

'তাঁর যুগে তিনি সেরা বুদ্ধিজীবীদের অন্যতম ছিলেন। এথেন্সে পণ্ডিত বলে খ্যাতি ছিলো তাঁর, সেখানে তিনি শিক্ষকতা করতেন। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি ও মিউজিয়ামের কিউরেটর হিসেবে ভাড়া করে নিয়ে আসা হয় তাঁকে। আমরা জানি, রাজনীতি আর সামাজিক বিষয় নিয়ে একশোর ওপর বই লিখেছেন তিনি, আজ থেকে চার হাজার বছরের পুরানো পটভূমি সন্ধানও সেসব বইতে পাওয়া যায়। কিন্তু তাঁর কোনো বই-ই রক্ষা পায় নি।'

'তাঁর সম্পর্কে আর কি জানেন আপনি?' পিটের প্রশ্ন।

'খুব বেশি না। ভেনাটরের অনেক মেধাবী ছাত্র ছিলেন, যাঁরা পরে বিখ্যাত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে একজন অ্যানটিওক-এর ডায়োক্লেস। ডায়োক্লেস তাঁর একটা রচনায় ভেনাটরের কথা উল্লেখ করেছেন–তাঁর শিক্ষক নতুন কিছু প্রবর্তন বা আবিষ্কারের প্রতি নিবেদিত ছিলেন, এমন সব বিষয়ে গবেষণা চালাতেন তিনি, অন্যান্য পণ্ডিতরা সেসব বিষয়ে গবেষণা করতে ভয় পেতেন। যদিও খ্রিস্টান ছিলেন, তবে ধর্মকে তিনি সমাজবিজ্ঞান হিসেবে দেখতেন। আলেকজান্দ্রিয়ার বিশপ থিয়োফিলোস-এর সাথে এই নিয়েই তাঁর বিরোধ দেখা দেয়। ভেনাটরের বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লাগেন থিয়োফিলোস, রায় দিয়ে বসেন লাইব্রেরি আর মিউজিয়াম পৌত্তলিক ধ্যান-ধারণার ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করছে। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্রাট থিয়োডোসিয়াসকে লাইব্রেরি আর মিউজিয়াম পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দিতে রাজি করান। সম্রাট ছিলেন গোঁড়া খ্রিস্টান। পোড়ানোর সময় খ্রিস্টান আর অখ্রিস্টানদের মধ্যে তুমুল মারামারি শুরু হয়ে যায়। ধরে নেয়া হয়েছিলো, থিয়োফিলোস-এর ফ্যানাটিকাল অনুসারীদের হাতে নিহত হন ভেনাটর।

'কিন্তু এখন আমরা জানি সংগ্রহের ভালো একটা অংশ নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিলেন তিনি', বললো লিলি।

'রাস্তার ঝাড়ুদার লটারিতে এক মিলিয়ন ডলার পেলে যেমন খুশি হয়, সিনেটর পিটের মুখে গ্রীনল্যান্ডে তোমরা কি আবিষ্কার করেছ শুনে আমিও ঠিক সেরকম খুশি হয়েছি।'

'ভেনাটর ওগুলো কোথায় রাখত পারেন, আপনি কোনো ধারণা দিতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

দীর্ঘ এক মিনিট চুপ করে থাকলেন ড. রোথবার্গ। তারপর শান্ত গলায় তিনি বললেন, 'জুনিয়াস ভেনাটর সাধারণ একজন মানুষ ছিলেন না। তিনি তাঁর নিজের পথ অনুসরণ করছিলেন। জ্ঞানের পাহাড় ছিলো তাঁর হাতে। বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি, অমূল্য সম্পদ ভাবী বংশধরদের জন্যে সংরক্ষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি তিনি ব্যবহার

করেছেন। ষোলোশো বছর পেরিয়ে যেতে চললো অথচ আজও লাইব্রেরিটার কোনো সন্ধান আমরা পাইনি, এ থেকেই কি প্রমাণ হয় না যে লুকিয়ে রাখার ব্যাপারে অত্যন্ত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি?' পরাজয় স্বীকার করার ভঙ্গিতে হাত দুটো মাথার ওপর তুললেন তিনি। 'আমি কোনো সূত্র দিতে অপরাগ। ভেনাটরের বুদ্ধির নাগাল পাওয়া আমার সাধ্যের অতীত।'

'কিন্তু আন্দাজ করতে অসুবিধে কি?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

ফায়ারপ্লেসে আগুন জ্বলছে, নৃত্যরত শিখাগুলোর দিকে দীর্ঘ কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলেন ড. রোথবার্গ। 'আমরা ধারণা, ভেনাটর ওগুলো এমন এক জায়গায় রেখেছেন যেখানে খোঁজার কথা ভাববে না কেউ।'

সাতাশ

মোহাম্মদ ইসমাইলের হাতঘড়িতে সাতটা আটান্ন মিনিট। একটা ঝোপের আড়ালে শুয়ে, পাতার ফাঁক-ফোকর দিয়ে লজটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সে। দুটো চিমনির একটা থেকে ধোঁয়া বেরুচ্ছে। হে'লা কামিল, সে জানে, সকাল সকাল ঘুম থেকে ওঠেন, রাঁধতেও জানেন ভালো। তার অনুমানটাই ঠিক, গার্ডদের জন্যে ব্রেকফাস্ট তৈরি করছেন তিনি।

মরুর মানুষ, হিম শীতল ঠাণ্ডা তার সহ্য হচ্ছে না। গোড়ালি ব্যথা করছে, হাত-পায়ের আঙুল দস্তানার ভেতর অসাড় হয়ে যাচ্ছে। হাঁট চলা করা সুযোগ থাকলে খুশি হতো সে। ধীরে ধীরে ভয়টা বাড়ছে তার, এভাবে তুষারের ওপর পড়ে থাকলে ক্ষিপ্রতা হারাবে সে। অপারেশনটা ভেস্তে যেতে পারে, কোনো উদ্দেশ্য পূরণ না করেই খুন হয়ে যেতে পারে প্রতিপক্ষের হাতে।

এ সবই আসলে অনভিজ্ঞতার ফল। মিশনের সংকটময় মুহূর্তে অস্থির হয়ে উঠছে সে। হঠাৎ তার সন্দেহ হলো, আমেরিকান গার্ডরা তার উপস্থিতির কথা জেনে ফেলে নি তো? নার্ভাস হয়ে পড়ায় দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়ার বা উপস্থিত বুদ্ধি খাটাবার ক্ষমতা হারাচ্ছে মোহাম্মদ ইসমাইল।

সাতটা ঊনষাট মিনিট। প্রাইভেট রোডে ঢোকার মুখে চট করে একবার তাকালো সে। ভ্যানটা সেই আগের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে। চার ঘণ্টা পর পর পালা বদল, লজ থেকে ভ্যানে আসে দু'জন, ভ্যান থেকে লজে ফিরে যায় অপর দু'জন। সময় ঘনিয়ে এসেছে, লজ থেকে দু'জন, যেকোন মুহূর্তে বেরিয়ে আসবে। লজ থেকে ভ্যানটা একশো মিটার দূরে।

বাড়ির পাশ ঘেঁষে একজন গার্ড টহল দিচ্ছে। বরফের ওপর দিয়ে ধীর পায়ে হাঁটছে সে। মোহাম্মদ ইসমাইলের দিকে আসছে লোকটা। নিঃশ্বাস বাষ্প হয়ে যাচ্ছে বেরিয়েই। সতর্ক দৃষ্টি বেমানান কিছু দেখার জন্যে ছটফট করছে।

চারপাশের বৈচিত্র্যহীন দৃশ্য বা হাড় কাঁপানো শীত সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টকে নিস্তেজ করতে পারে নি। দৃষ্টিপথের প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখে নিয়ে এগোচ্ছে সে। ডানে বাঁয়ে তাকাচ্ছে। আর এক মিনিটও নেই, তুষারের ওপর মোহাম্মদ ইসমাইলের পায়ের দাগ দেখতে পাবে সে।

ভাগ্যকে অভিশাপ দিলো মোহাম্মদ ইসমাইল, নড়েচড়ে তুষারের ভেতর আরও সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করলো। ঝোপের আড়ালে থাকলে কি হবে, সরু পাতা আর চিকন ডালের ফাঁক দিয়ে অবশ্যই তাকে দেখতে পাবে লোকটা। ওগুলো বুলেটও ঠেকাতে পারবে না।

কাঁটায় কাঁটায় আটটা বাজল। সেই সাথে লজের সামনের দরোজা খুলে বেরিয়ে এলো দু'জন লোক। তাদের মাথায় ক্যাপ, গায়ে স্কি কোট। রাস্তা ধরে হেঁটে আসছে তারা, শান্তভাবে কথা বলছে, চোখ ঘুরিয়ে দেখে নিচ্ছে তুষার ঢাকা আশপাশ।

পালাবদলের মুহূর্তে ভ্যানে লোক থাকবে চারজন, ইসমাইলের প্ল্যান ছিলো ঠিক তখনই হামলা করবে তরা। হিসেবে ভুল হয়েছে তার, পজিশনে পৌঁছে গেছে সময়ের

আগে। প্রাইভেট রোড ধরে পঞ্চাশ মিটারের মতো এগিয়েছে লোক দু'জন, এই সময় টহলরত গার্ড ইসমাইলের পায়ের ছাপ দেখতে পেল।

দাঁড়িয়ে পড়লো সে, ট্র্যান্সমিটার ধরা হাতটা উঠে গেলো ঠোঁটের কাছে। ঠোঁট ফাঁকই হলো শুধু, কোনো আওয়াজ বেরুল না, তার আগেই ইসমাইলের হেকলার অ্যান্ড কোচ এমপি-ফাইভ সাবমেশিন গানের গুলিতে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেলো তার গলা।

অনভিজ্ঞ ইসমাইল অসময়ে অ্যাকশন শুরু করতে বাধ্য হলো। পেশাদার কেউ হলে সাইলেন্সার লাগানো সেমিঅটোমেটিক ব্যবহার করতো, গুলি করতো মাত্র একটা, সেটা লাগত গার্ডের দুই চোখের ঠিক মাঝখানে। দশ রাউন্ড গুলি করে গার্ডের গলা আর বুক ঝাঁঝরা করে দিয়েছে সে, আরও বিশ রাউন্ডের মতো ছড়িয়ে পড়েছে সামনের বনভূমিতে। তার সঙ্গীদের একজন ব্যস্ততার সাথে ভ্যান লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছুঁড়ল একের পর এক, আরেকজন ভ্যানের দু'পাশে এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ল। একটা গ্রেনেড উইন্ডশীল্ড দিয়ে ভেতরে ঢুকল, জোরালো আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো সেটা। সিনেমায় যেমন দেখা যায় তেমন কিছু ঘটরো না, আগুনের কুন্ডলী নিয়ে বিস্ফোরিত হলো না গ্যাস ট্যাংক। ভ্যানের শরীর ফুলে উঠল, ফেটে গেলো, যেনো পাকা একটা ফল।

আরোহীদের দু'জনেই সাথে সাথে মারা গেছে।

রক্ততৃষ্ণায় অধীরে দুই খুনী, কারও বয়সই বিশের বেশি নয়, বিধ্বস্ত ভ্যানের ওপর বার বার আঘাত হানল, রাস্তার ওপর যে আরও দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট রয়েছে তাদের কথা ভুলে গেছে। ইতোমধ্যে গাছের আড়ালে গা ঢাকা দিয়েছে তারা, কাঁধ থেকে উজি নামিয়ে অব্যর্থ নিশানায় ঘায়েল করলো আনাড়ি দুই আতঙ্কবাদীকে। ভ্যানের ভেতর সঙ্গী যারা রয়েছে তাদের আর সাহায্য দরকার নেই, বুঝতে পেরে লজের দিকে দ্রুত পিছু হটতে শুরু করলো তারা, একজন ইসমাইলের সাথে গুলি বিনিময় করছে। কাছেপিঠে একটা বড় পাথর পেয়ে তার আড়ালে কাভার নিয়েছে ইসমাইল।

ইসমাইলের প্ল্যানটা মার খেলো আরও একটা কারণে। কথা ছিলো, গুলির শব্দ হবার সাথে সাথে দশজন আতঙ্কবাদী লজের পিছনের দরোজার দিকে ছুটবে। হাঁটু সমান উঁচু, আলগা তুষার বাধা দিলো তাদেরকে। অনেক দেরি করে ফেললো তারা, লজের ভেতর থেকে সিক্রেট সার্ভিস এজেন্টরা ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ে ঠেকিয়ে দিলো তাদের।

সন্ত্রাসবাদীদের একজন লজের উত্তর দেয়ালের নিচে অল্প সময়ের জন্যে আশ্রয় পেল। গ্রেনেডের পিন খুলে জানালা লক্ষ্য করে ছুঁড়ে দিলো সে। জানালার কাচ কতটা পুরু ধারণা করতে পারে নি, ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো গ্রেনেড। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হবার আগে আতঙ্কে শুধু চেহারাটা বিকৃত করার সময় পেল সে।

লাফ দিয়ে ধাপ পেরোল এজেন্ট দু'জন, সদর দরোজা স্যাঁৎ করে ঢুকে পড়লো ভেতরে। বিরামহীন গুলি করছে সন্ত্রাসবাদীরা, একজনের পিঠে একটা বুলেট ঢুকলো। পড়ে গেলো লোকটা, তার শুধু পা দুটো দোরগোড়ায় দেখা গেলো। এক সেকেন্ড পর টেনে ভেতরে ঢোকানো হলো তাকে, দড়াম করে বন্ধ হয়ে গেলো দরোজা।

অবিরাম গুলিবর্ষণের সব কয়টা জানালার কাচ ভেঙে পড়লো, কিন্তু শক্ত কাঠের দেয়ালগুলোর তেমন কোনো ক্ষতিই হলো না। এজেন্টরা ইসমাইলের আরও দু'জন

লোককে ফেলে দিলো, তবে বাকি সবাই আড়াল নিয়ে এগিয়ে এলো লজের আরও কাছাকাছি। এরপর তারা বিশ্ব মিটার দূর থেকে একের পর এক গ্রেনেড ছুঁড়তে শুরু করলো জানালা লক্ষ্য করে।

লজের ভেতর কারও মুখে কথা নেই। একজন এজেন্ট নির্দয় ধাক্কা দিয়ে আনছে সে, ইচ্ছে ফায়ারপ্লেসের মুখটা আড়াল করবে, এই সময় এক ঝাঁক বুলেট ঢুকলো ঘরের ভেতর। দেয়ালে পিছলে তিনটে বুলেট ছুটে এল, লোকটার শিরদাঁড়া ভেঙে ভেতরে ঢুকলো একটা, বাকি দুটো হৃৎপিণ্ড ফুটো করলো। ডেস্কের আড়ালে বলে কিছুই দেখতে পেলেন না হে'লা কামিল, তবে কাঠের মেঝেতে পতনের শব্দটা তিনি শুনতে পেলেন।

গ্রেনেডগুলো বিপজ্জনক করে তুললো পরিস্থিতি। কাছ থেকে গ্রেনেডের টুকরো রাইফেল বুলেটের চেয়ে অনেক বেশি ক্ষতিকর। এজেন্টরা অভিজ্ঞ, নিশানাভেদে অব্যর্থ, কিন্তু এ ধরনের ব্যাপক হামলার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিলো না। অ্যামুনিশন শেষ হয়ে এসেছে, হাতে আর মাত্র কয়েকটা ক্লিপ।

ইসমাইল প্রথম গুলি করার সাথে সাথে ট্র্যান্সমিটারের মাধ্যমে সাহায্য চাওয়া হয়েছে, কিন্তু জরুরি আবেদনটা ডেনভার সিক্রেট সার্ভিস অফিস হয়ে স্থানীয় শেরিফের কাছে পৌঁছতে মাঝখানে অপচয় হয়েছে মূল্যবান কয়েকটা মিনিট।

স্টোররুমে বিস্ফোরিত হলো একটা গ্রেনেড, রঙ ভর্তি বড় একটা টিনের পাত্রে আগুন ধরে গেলো। স্প্রোয়ারে ভরার জন্য যে গ্যাস ক্যানটা ছিলো, বিস্ফোরিত হলো সেটা। দেখতে দেখতে লজের এক দিকের পুরোটা দেয়ালে আগুন ধরে গেলো।

আগুন ভালো করে ছড়াবার সাথে সাথে গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেলো। চারদিক থেকে বৃত্তটাকে ছোটো করে আনলো সন্ত্রাসবাদীরা। তাদের অটোমেটিক রাইফেল প্রতিটি জানালা আর দরোজার দিকে তাক করা। আগুনের পুড়ে মরার ভয়ে লজের বাসিন্দারা বেরিয়ে আসতে বাধ্য হবে, ধৈর্যের সাথে সেই আশায় অপেক্ষা করছে।

এজেন্টদের মাত্র দু'জন এখনও নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভাঙাচোরা, উল্টে পড়া ফার্নিচারের সাথে রক্তাক্ত স্তূপের মতো পড়ে আছে বাকি সবাই। আগুনের শিখা সগর্জনে কিচেন হয়ে পিছন দিককার সিঁড়ি লক্ষ্য করে ছুটলো, ছড়িয়ে পড়লো ওপরতলার বেডরুমগুলোয়। এরই মধ্যে আয়ত্তের বাইরে চলে গেছে, ফায়ারব্রিগেড ছাড়া আর কারও নেভাবার সাধ্য নেই। নিচের তলায় যারা রয়েছে, মৃত্যুর প্রহর গুণছে সবাই। আর বেশিক্ষণ এখানে তারা টিকতে পারবে না।

শহরের দিক থেকে ভেসে আসা সাইরেনের আওয়াজ উপত্যকায় প্রতিধ্বনি তুললো।

এজেন্টদের একজন ফায়ারপ্লেসের সামনে থেকে উল্টে পড়া ডেস্কটা সরাল। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলেন হে'লা কামিল। এজেন্টের সাথে ক্রল করে নিচু একটা জানালার দিকে এগোলেন তিনি।

'লোকাল শেরিফের ডেপুটিরা আসছেন', হাঁপাতে হাঁপাতে বললো এজেন্ট। 'সন্ত্রাসবাদীরা ওদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে। সেই সুযোগে লজ থেকে বেরোব আমরা। তা না হলে পুড়ে মরতে হবে।'

হে'লা কামিল শুধু নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাতে পারলেন। কানেও তিনি ভালো শুনতে পাচ্ছেন না। গ্রেনেডগুলোর বিস্ফোরণ তাঁর কানে তালা লাগিয়ে দিয়েছে। তবে চেহারায়

ভয় বা হতাশার চিহ্ন মাত্র নেই, শুধু চোখ দুটো ভিজে রয়েছে। তাঁকে রক্ষার জন্যে এজেন্টদের অকাতরে প্রাণ দিতে দেখেছেন তিনি, তাদের জন্যে প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করতে পারেন নি। একটা রুমাল দিয়ে চোখ দুটো চেপে ধরলেন, ধোঁয়ায় ভরে আছে ঘরের ভেতরটা।

বাইরে তুষারের ওপর শুয়ে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছে মোহাম্মদ ইসমাইল। গোটা লজ দেখতে দেখতে অগ্নিকুণ্ডে পরিণত হলো। জানালা দিয়ে ধোঁয়া আর শিখা বেরিয়ে আসছে। কেউ যদি এখনও বেঁচে থাকে, এখুনি বেরিয়ে না এলে পুড়ে মরতে হবে তাকে।

কিন্তু ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করার সময় নেই, বুঝতে পারলো ইসমাইল। লাল আর নীল আলোর ঝলক দেখে টের পেয়ে গেছে সে, পুলিশের গাড়ির হাইওয়েতে পৌঁছে গেছে।

টীমে ছিলো বারোজন, তাকে নিয়ে সাতজন বেঁচে আছে। কেউ আহত হলে তাকে মেরে ফেলতে হবে, আমেরিকান ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা যেনো ইন্টারোগেট করতে না পারে। সাংকেতিক ভাষায় নিজের লোকদের নির্দেশ দিলো সে। বৃত্ত ভেঙে পিছিয়ে এলো লোকগুলো, তারপর এন্ট্রান্স রোডের দিকে ছুটলো।

ডেপুটিদের প্রথম দলটা পৌঁছেই লজে ঢোকার রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করর। একজন রেডিও যোগে রিপোর্ট অপরজন সতর্কতার সাথে জ্বলন্ত লজটার দিকে তাকালো, শক্ত করে ধরে রিভলভারটা ওদের কাজ হলো দেখা রিপোর্ট করা, ব্যাকআপ টীমের জন্যে অপেক্ষায় থাকা।

সশস্ত্র ক্রিমিনালদের বিরুদ্ধে কৌশলটা ভালো। কিন্তু অদৃশ্য আতঙ্কবাদীদের একটা বাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো কাজে লাগলো না, কারণ তারা হঠাৎ করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলো। পাল্টা আঘাতে হানার সুযোগ দেয়া হলো না, তার আগেই ডেপুটি দু'জন গুলি খেয়ে মারা পড়লো।

এজেন্টদের একজন জানালা পথে উঁকি দিয়ে বাইরেটা দেখছে, তার ইঙ্গিতে হে'লা কামিল নিচু জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে বাইরের তুষারের ওপর পড়লেন। তিনি দাঁড়াবার আগেই এজেন্টরা লাফ দিলো। দু'জন তাঁর দু'পাশে পাঁচিল তৈরি করলো, তাঁর দুটো হাত ধরে ছুটিয়ে নিয়ে চললো কোনোকোনি পথ ধরে হাইওয়ের দিকে।

মাত্র ত্রিশ পা এগিয়েছে ওরা, ইসমাইলের একজন লোক দেখতে পেয়ে চিৎকার করে উঠল। ছুটন্ত, পলায়নরত মানুষগুলোর চারদিকে বুলেট-বৃষ্টি শুরু হলো। এজেন্টদের একজন আচমকা মাথার ওপর খাড়া করলো হাত দুটো, যেনো আকাশটাকে খামচে চাইছে। হোঁচট খেয়ে তিন পা এগোল সে। আছাড় খেল সটান। সাদা তুষার টকটকে লাল হয়ে উঠল।

'ওরা চেষ্টা করছে আমরা যেনো হাইওয়ের দিকে যেতে না পারি।' হাঁপাতে হাঁপাতে, ধমকের সুরে কথা বলছে সে, 'আমি আপনাকে কাভার দেব, ওদেরকে ঠেকাবো। আপনি একা হাইওয়েতে পৌঁছতে চেষ্টা করবেন।'

এজেন্টের দিকে তাকিয়ে কিছু বলার চেষ্টা করলেন হে'লা কামিল, কিন্তু লোকটা তাঁর কাঁধ ধরে ঘুরিয়ে দিলো, তারপর পিঠে হাত রেখে ঠেলে দিলো সামনের দিকে। 'দৌড়ান, ফর গডস সেক, দৌড়ান!' আর্তনাদ করে উঠলো সে।

কিন্তু এজেন্ট দেখল, এরই মধ্যে অনেক দেরি হয়ে গেছে। নিজেদের অজান্তেই হাইওয়েতে পৌঁছনোর জন্য ভুল একটা পথ বেছে নিয়েছে তারা। পথের শেষে, রাস্তার কাছাকাছি, জঙ্গলের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটো মার্সিডিজ বেঞ্চ সেডান। উদভ্রান্ত এজেন্ট উপলব্ধি করলো, গাড়ি দুটো আতঙ্কবাদীদের। দিশেহারা বোধ করলেও, লোকটা তার কতর্ব্য ভুলল না। সন্ত্রাসবাদীরা হে'লা কামিলকে বাধা দেয়ার জন্যে কোনোকোনি একটা পথ ধরে ছুটে আসছে। ওদেরকে সে ঠেকাতে পারবে না, জানে। নিজের প্রাণের মায়া ত্যাগ করতে পারলে দেরি করিয়ে দিতে পারবে। সেই সুযোগে, ভাগ্য যদি সহায়তা করে, হে'লা কামিল রাস্তায় উঠে যেতে পারবেন। ভাগ্য যদি আরেকটু সহায়তা করে, হাইওয়ের কোনো গাড়ি হয়তো তাঁকে দেখে দাঁড়াতে পারে।

মৃত্যুকে তুচ্ছ জ্ঞান করে আতঙ্কবাদীদের দিকে সরাসরি ছুটলো এজেন্ট, উজির ট্রিগারে আঙুল, কামানের গোলার মতো মুখ থেকে বেরিয়ে আসছে অশ্রাব্য খিস্তি।

মুহূর্তের জন্যে ইসমাইল আর তার দল থমকে গেলো, কারণ তাদের মনে হলো খোদ শয়তান ওদেরকে লক্ষ্য করে ছুটে আসছে। অবিশ্বাস্য দুটো সেকেন্ড পেরিয়ে গেলো। তারপর তারা সবাই একেযোগে গুলি ছুঁড়ল। অকুতোভয় সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট বুলেটের আঘাতে ছিটকে পড়লো তুষারের ওপর। তবে তার আগে তিনজন শত্রুকে ধরাশায়ী করতে পেরেছে সে।

গাড়ি দুটোকে হে'লা কামিলও দেখলেন। আরও দেখলেন, সন্ত্রাসবাদীরা তাঁর দিকে ছুটে আসছে। পিছন থেকে কান ফাটানো গুলিবর্ষণের আওয়াজ পেলেন তিনি। লম্বা পা ফেলে ছুটছেন, হাঁপাচ্ছেন, হোঁচট খেয়ে ছোটো একটা গর্তের ভেতর আছাড় খেলেন। জগিং করা অনেক দিনের অভ্যেস, লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে আবার ছুটলেন তিনি। দেখলেন সামনেই কালো অ্যাসফল্ট। ছোটার গতি কমালেন না, যদিও জানেন অবধারিত মৃত্যুকে তিনি শুধু দেরি করাতে পারছেন, এড়াতে পারছেন না। নিশ্চিতভাবে জানেন, দু'চার মিনিটের মধ্যে তাঁরও লাশ পড়ে থাকবে।

আঠাশ

ব্রেকেনরিজ থেকে হাইওয়ে ধরে রওনা হলো কর্ড। পুরানো গাড়ি হলে কি হবে, নতুন রঙ করা হয়েছে, সকালের রোদ লেগে চকমক করছে গা। লিফটের দিকে হেঁটে যাচ্ছে স্কিয়ারা, ষাট বছরের পুরানো গাড়িটাকে দেখে সহাস্যে হাত নাড়লো তারা। ঘেরা অংশে, পিছনের সীটে বসে ঝিমুচ্ছে অ্যাল জিওর্দিনো। লিলি বসেছে পিটের সাথে বাইরে।

ভোরে ঘুম ভেঙেছে পিটের ইতস্তত একটা ভাব নিয়ে। ব্রেকেনরিজে এসেছে অথচ স্কি করবে না, তা কি হয়? এর আগে যতবার এখানে এসেছে ও, তুষার ঢাকা পাহাড় আর প্রান্তরের ওপর ছুটোছুটি করে পাঁচ বা সাতটা করে দিন মহাআনন্দে কাটিয়েছে। এবারের আসাটা অবশ্য কাজ নিয়ে, ড. ফোরম্যানের পরামর্শ দরকার ছিলো। তাগাদা দেয়া হয়েছে, দু'চারদিনের ভেতরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির হদিশ বের করতে হবে। কিন্তু হিরাম ইয়েজার কোনো সূত্র না দেয়া পর্যন্ত পিটের কিছু করার নেই। করার যখন কিছু নেই, স্কি করার সুযোগটা গ্রহণ করা উচিত নয়?

ঘুম থেকে তুলে প্রস্তাবটা দিতে যা দেরি, লিলি আর জিওর্দিনো লাফিয়ে উঠল। কোনো রকমে শাওয়ার সেরে, নাকেমুখে ব্রেকফাস্ট গুঁজে বেরিয়ে পড়েছে ওরা, যাচ্ছে স্কি সরঞ্জাম ভাড়া করার জন্যে পরিচিত একটা দোকানে।

'এতো সকালে আতসবাজি পোড়ায় কে?' হঠাৎ অবাক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'আতসবাজি নয়', বললো পিট, গুলিবর্ষণের তীক্ষ্ণ শব্দ আর গ্রেনেড বিস্ফোরণের ভোঁতা প্রতিধ্বনি আগেই ওর কানে গেছে। 'মনে হচ্ছে যেনো পদাতিকে বাহিনী যুদ্ধে নেমেছে।'

'আওয়াজটা আসছে ওদিকের জঙ্গল থেকে', একটা হাত তুলে দেখালো লিলি। 'রাস্তার ডান দিক থেকে।'

কর্ডের গতি বাড়িয়ে দিলো পিট, ডিভাইডার উইন্ডোর গায়ে নক করলো। তন্দ্রা ছুটে গেলো, সীটের ওপর সিধে হয়ে বসে জানালার কাচ সরালো সে। 'শোনো', বললো পিট।

মুখে ঠাণ্ডা বাতাস লাগায় চোখ কোঁকাল জিওর্দিনো। কানের পিছনে হাত রাখল একটা। ধীরে ধীরে বিস্ময় ফুটে উঠলো চেহারায় 'রাশিয়া ছত্রীসেনা পাঠিয়েছে?'

'দেখো, দেখো-ওহ্, গড!' চেঁচিয়ে উঠলো লিলি। 'জঙ্গলে আগুন ধরে গেছে?'

গাছপালার মাথার ওপর হঠাৎ ভাসতে দেখা গেলো কালো ধোঁয়া; ধোঁয়ার নিচে কমলা রঙের লকলকে শিখা। 'বড় বেশি ঘন, তাই না, ধোঁয়াটা?' মন্তব্য করলো জিওর্দিনো, 'আমি বলব, গাছপালা নয়, নিরেট কোনো কাঠামোয় আগুন ধরেছে–হয় কোনো বাড়ি, নয়তো দোচালায়।'

'হ্যাঁ', শান্ত সুরে বললো পিট। 'কি ঘটছে না বুঝে নামা উচিত হবে না। প্রথমে পাশ কাটিয়ে যাবো আমরা। অ্যাল, সামনে চলে এসো। লিলি, পিছনে বসো, মাথা নিচু করে থাকবে।'

'কেন, আমাকে সামনে বসতে হবে কেনো?'

'তোমার প্রাণ প্রিয় বন্ধুকে কাভার দেয়ার জন্যে', বললো পিট। 'তড়াতাড়ি করো!' ধমক লাগলো ও। 'আমি সন্দেহ করছি, গোলাগুলি আর আগুন ধরাবার সাথে সন্ত্রাসবাদীরা জড়িত থাকতে পারে।'

'সন্ত্রাসবাদী! কি বলছ! পিট, তুমি কি দুঃস্বপ্ন দেখছ?'

পিট জবাব দিলো না। তাতেই যা বোঝার বুঝে নিলো জিওর্দিনো। লিলিকে পিছনে আসতে সাহায্য করলো সে, নিজে সামনে গিয়ে বসলো।

প্রাইভেট রোডের মুখ থেকে আধ মাইল দূরে, হাইওয়ের পাশে থেমে আরোহীরা যার যার গাড়ির আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে উঁকি মারছে, কালো ধোঁয়ার দিকে তাকিয়ে অটোমেটিক রাইফেলের আওয়াজ শুনছে। শেরিফের অফিস থেকে এখনও কেউ পৌঁছায়নি দেখে অবাক হলো পিট। তারপরই ওর চোখ পড়লো বুলেটের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত ভ্যানটার ওপর। প্রাইভেট রোডের মুখে একটা বাধা হয়ে রয়েছে ভ্যানটা।

ডান দিকে তাকালো পিট, ধোঁয়া আর আগুন ছাড়িয়ে আরও সামনে কিছু দেখার চেষ্টা করলো। এমন সময় হঠাৎ জঙ্গলের কিনারা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো একটা মূর্তি, সরাসরি কর্ডের দিকে ছুটে এলো সে।

ব্রেকের ওপর দাঁড়িয়ে পড়লো পিট, ডান দিকে স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাল। নব্বই ডিগ্রী বাঁক নিয়ে রাস্তার ওপর আড়াআড়ি ঘুরে গেলো কর্ড। পেভমেন্টের সাথে ঘষা খেলো টায়ার। অবধারিত দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়ে স্থির পাথর হয়ে গেছে মূর্তিটা, ড্রাইভারের কাছ থেকে মাত্র এক মিটার দূরে।

পিটের হার্টবিট বেড়ে গেলো। সীট থেকে ঝুঁকে নারীমূর্তির দিকে ভালো করে তাকালো ও, চোখে ফুটে উঠলো সমীহ আর অকৃত্রিম বিস্ময়।

'আ-আপনি।' হে'লা কামিল হাঁপিয়ে উঠলেন। 'সত্যিই কি আপনি?'

'মিস কামিল?' শূন্য চোখে চেয়ে আছে পিট।

'ওহ্, থ্যাঙ্ক গড!' ফিসফিস করে বললেন হে'লা কামিল। 'প্লীজ, সাহায্য করুন আমাকে! সবাইকে ওরা মেরে ফেলেছ! ওরা আ-আমাকে খুন করতে আসছে!'

পিট হুইলের পিছন থেকে, আর লিলি প্যাসেঞ্জার কম্পার্টমেন্ট থেকে নেমে পড়লো। পিছনের সীটে উঠতে হে'লা কামিলকে সাহায্য করলো ওরা। 'কারা?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'আখমত ইয়াজিদের ভাড়াটে লোক। সিক্রেট সার্ভিসের সব কয়জন এজেন্টকে মেরে ফেলেছে। গাড়ি ছাড়ুন, প্লীজ। এখুনি এসে পড়বে ওরা!'

'শান্ত হোন', তার একটা হাত ধরে মৃদু চাপ দিলো লিলি, এই প্রথম লক্ষ করলো মহাসচিবের কাপড়চোপড় ধোঁয়া লেগে কালো হয়ে আছে, চুল এলোমেলো। 'আপনাকে আমরা সরাসরি একটা হাসপাতালে নিয়ে যাব।'

'তাড়াতাড়ি!' জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে রুদ্ধশ্বাসে বললেন হে'লা কামিল। 'দেরি করলে আপনারাও মারা পড়বেন।'

হে'লা কামিলের দৃষ্টি অনুসরণ করে ঘাড় ফেরাল পিট, আর ঠিক সেই সময় ঝোঁপ-ঝাড় ফুঁড়ে হাইওয়েতে বেরিয়ে এলো মার্সিডিজ দুটো। এর সেকেন্ডের বেশি দেখল না ও, লাফ দিয়ে উঠে পড়লো ড্রাইভিং সীটে। ফার্স্ট গিয়ার দিয়েই মেঝের

সাথে চেপে ধরলো অ্যাকসিলারেটর, কর্ড ঘোরাল ওর জন্যে খোলা একমাত্র দিকটায়- ব্রেকেনরিজ-এর ফিরতি পথ ধরে ছুটল গাড়ি।

স্পেয়ার টায়ারের মাথায় একটা আচ্ছাদন রয়েছে, সেটার ওপর বসানো রিয়ার ভিউ মিররে তাকালো পিট। মার্সিডিজ দুটো পিছু নিয়েছে, মাত্র তিনশো মিটার দূরে ওগুলো। পরমুহূর্তে দৃশ্যটা চুরমার হয়ে গেলো একঝাঁক বুলেট ছুটে এসে আয়নার কাচ গুঁড়িয়ে দেয়ায়।

'মেঝের সাথে সেঁটে থাকুন!' চিৎকার করলো পিট।

পিছনের অংশে ড্রাইভ শ্যাফট না থাকায় মেঝেতে প্রচুর জায়গা, হে'লা কামিলকে নিয়ে সেখানে কুণ্ডলী পাকাল লিলি।

'চিন্তা করবেন না', অভয় দিয়ে বললো ও। 'একবার শহরে পৌছতে পারলে আমরা নিরাপদ।'

মাথা নাড়লেন হে'লা কামিল। 'এ যাত্রা আমাদের কেউ বাঁচতে পারবে না। আমরা ফ্যানাটিকাল আতঙ্কবাদীদের পাল্লায় পড়েছি।'

সামনের সীটে কুঁকড়ে যতটা সম্ভব ছোটো হয়ে গেছে অ্যাল জিওর্দিনো। 'এটার টপ স্পীড কত? তুমি জানো, এখনও আমি বিয়ে করিনি!'

'এল-টোয়েনটি নাইনের টপ স্পীড রেকর্ড করা হয়েছে সাতাত্তর', জবাব দিলো পিট, 'ওগুলো কি?'

ঝট করে ঘুরলো জিওর্দিনো, দরোজার ওপর ঝুঁকে উঁকি দিলো পিছনে। 'সামনে থেকে দেখে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কোনো মডেলেরর মার্সিডিজ, তবে সম্ভবত থ্রী হানড্রেড এস.ডি. এল.।'

'ডিজেল?'

'টার্বো চার্জড ডিজেল, ঘণ্টায় দুশো বিশ কিলোমিটার ছুটতে পারে।'

'দূরত্ব কমছে?'

'ছারপোকাকে বানর তাড়া করলে দূরত্ব কমে না বাড়ে?' ঝাঁঝের সাথে পাল্টা প্রশ্ন করলো জিওর্দিনো। 'শেরিফের অফিস অনেক দূরে থাকতেই ওরা আমাদেরকে ধরে ফেলবে।'

পায়ের চাপ দিয়ে মেঝের সাথে সেঁটে ধরলো পিট ক্লাচ। গিয়ার বদলে থার্ডে দিলো। 'কোথাও না থেমে নাগালের বাইরে থাকার চেষ্টা করব। থামতে যাচ্ছি দেখলেই এলোপাতাড়ি গুলি করবে ওরা, তাতে বহু নিরীহ মানুষ মারা পড়তে পারে। খুন করা ওদের এক ধরনের নেশা।'

আবার একবার পিছন দিকে তাকালো জিওর্দিনো। 'ওদের চোখের সাদা অংশটুকুও আমি দেখতে পাচ্ছি।'

হাতের অস্ত্র জ্যাম হতেই ভাগ্যকে গালি দিলো মোহাম্মদ ইসমাইল, মার্সিডিজ থেকে হাইওয়ের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিলো সেটা। পিছনে বসা এক সঙ্গীর হাত থেকে আরেকটা অস্ত্র ছিনিয়ে নিলো সে, জানালার দিকে ঝুঁকে এক ঝাঁক গুলি ছুঁড়ল কর্ড লক্ষ্য করে। মাজল থেকে মাত্র পাঁচটা শেল বেরুল, অ্যামুশিন ক্লিপ খালি হয়ে গেছে। আরেকটা ক্লিপের সন্ধানে পকেট হাতড়াতে শুরু করে আবার গাল দিলো সে, ক্লিপটা বের করে স্লটে ঢোকাল।

'উত্তেজিত হয়ো না', শান্তভাবে বললো ড্রাইভার। 'সামনের এক কিলোমিটারের মধ্যেই ওদেরকে ধরে ফেলব। কর্ডের বাঁ দিকে থাকব আমরা, দ্বিতীয় মার্সিডিজ নিয়ে সাদ্দাম থাকবে ডান দিকে। দু'দিক থেকে গুলি করে সব ক'টাকে পাঠিয়ে দেব জাহান্নামে।

'মাঝখানে যারা বাদ সেধেছে তাদের আমি নিজের হাতে মারতে চাই!' গর্জে উঠলো ইসমাইল।

'সুযোগ তুমি পাবে। ধৈর্য ধরো।'

বলা যায়, বায়না ধরা শিশুর মতো, যার আবদার রক্ষা করা হয়নি, হাঁড়িপানা মুখ নিয়ে ধপাস করে সীটের ওপর বসে পড়লো ইসমাইল, চোখ পিট পিট করে তাকিয়ে থাকলো সামনের গাড়িটার দিকে।

মোহাম্মদ ইসমাইল নিকৃষ্টতম খুনীদের একজন। অপরাধবোধের সাথে তার পরিচয় নেই। হাসতে হাসতে একটা মাতৃসদন উড়িয়ে দিতেও তার বাধবে না। প্রথমশ্রেণীর খুনীরা তাদের কাজের ধরন-ধারণ নিয়ে মাথা ঘামায়, কাজটা সারার পর ত্রুটি-বিচ্যুতি নিয়ে চিন্তা করে, আরও নিখুঁত হবার চেষ্টা করে পরবর্তী কাজটায়। মোহাম্মদ ইসমাইলের কাছে এ-সবের কোনো গুরুত্ব নেই। যথেষ্ট সময় আর মেধা খরচ না করায় তার প্ল্যানে স্থূল সব ভুল থেকে যায়, সেজন্যে অঘটনও কম ঘটে না। ইতিমধ্যে দু'বার দু'জন মানুষকে মারতে গিয়ে তাদের বদলে অন্য দু'জনকে মেরে এসেছে সে। এধরনের ঘটনা ইসমাইলের মতো খুনদের আরও বিপজ্জনক করে তোলে। উত্তেজিত হাঙরের মতো অস্থিরমতি, কখন কি করবে ধারণা করা যায় না, ঘটনাচক্রে বাধা হয়ে দাঁড়ালে পাইকারী হারে নিরীহ মানুষজনকে খুন করবে। তার প্রেরণার উৎস হলো ধর্ম। তার ধারণা, ধর্মের নামে কাফেরদের খুন করে বিপুল সওয়াব হাসিল করছে সে। খুন করে ভারি মজা পায় মোহাম্মদ ইসমাইল, আরও খুন করা প্রেরণা অনুভব করে, ধরে নেয় আল্লাহ তার প্রতি বিশেষভাবে সন্তুষ্ট বলেই তাকে এতো আনন্দ দান করছেন।

'গাড়ি আরও জোরে চালাও!' ড্রাইভারকে তাগাদা দিলো সে। 'মনে থাকে যেনো, সব কয়টার মাথায় গুলি করতে চাই আমি! বেজন্মাদের আমি দেখিয়ে দেব!'

ওরা বোধহয় অ্যামুনিশন বাঁচাচ্ছে', কৃতজ্ঞচিত্তে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল জিওর্দিনো।

'আমাদেরকে মাঝখানে রেখে স্যান্ডউইচ তৈরি করতে চাইছি', বললো পিট। 'যাতে মিস না করে।' রাস্তার দিকে চোখ, তবে মাথার ভেতর পালানোর পথ খোঁজার কাজ চলছে দ্রুত।

'একটা রকেট লঞ্চার পেলে আমি আমার রাজ্য হারাতেও রাজি আছি।'

'ভাল কথা মনে করেছ। সকালে গাড়িতে ওঠার সময় কি যেনো একটা ঠেকেছিলো পায়ে, ঠেলে সীটের তলায় পাঠিয়ে দিই', বললো পিট।

মেঝের দিকে ঝুঁকে পিটের সীটের নিচেটা হাতড়াল জিওর্দিনো। ঠাণ্ডা, শক্ত কি যেনো একটা ঠেকল হাতে। চেহারা ব্যাজার হয়ে উঠলো তার। 'স্রেফ একটা সকেট রেঞ্চ, এ দিয়ে কিছুই হবে না।'

'সামনে একটা জীপ ট্রেইল, স্কি রান-এর চূড়ায় উঠে গেছে। সাপ্লাই আর ইকুইপমেন্ট নিয়ে দু'চারটে গাড়ি মাঝে মধ্যে যায় ওদিকে। জঙ্গল বা নালায় গা ঢাকা দেয়ার সুযোগ এনে দিতে পারে। হাইওয়েতে থাকলে বাঁচার কোনো আশা নেই।'

'সামনে কতদূর?'

'পরবর্তী বাঁকের কছাকাছি।'

'কিন্তু হাইওয়ে ছাড়লে আমাদের স্পীড আরও কমবে', বললো জিওর্দিনো। 'ব্যাপারটা ফাঁদ হয়ে উঠবে না তো?'

'তুমিই বলো।'

তৃতীয়বার পিছন দিকে তাকালো জিওর্দিনো। 'পঁচাত্তর মিটার দূরে ওরা, দূরত্ব প্রতি মুহূর্তে কমছে।'

'ওদের গতি মন্থর করতে হবে।'

'তুমি অনুমতি দিলে আমি আমার কুৎসিত চেহারাটা ওদেরকে দেখাতে পারি, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করতেও আপত্তি নাই', শুকনো গলায় প্রস্তাব রাখল জিওর্দিনো।

'তাতে কাজের কাজ কিছুই হবে না, ওরা আরও বরং খেপে উঠবে। না হে, তার চেয়ে এক নম্বর কাজে লাগাও।'

'ব্রিফিংটা আমি মিস করেছি', ব্যাঙ্গের সুরে বললো জিওর্দিনো।

'ছোঁড়াছুঁড়িতে তোমার হাত কেমন?'

বুঝতে পেরে মাথা ঝাঁকাল জিওর্দিনো। 'বাহনটাকে একটা সরলরেখায় ধরে রাখো, অ্যাল জিওর্দিনো-বম্ব এখন প্রতিপক্ষের ওপর নিক্ষিপ্ত হবে।'

খোলা টাউন কার আদর্শ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে চমৎকার উতরে গেলে। পিছন দিকে মুখ করে সীটে হাঁটু সাঁটিয়ে সিধে হলো জিওর্দিনো, ছাদের ওপর উঁচু হলো তার কাঁধ আর মাথা। লক্ষ্যস্থির করলো সে, হাত তুললো, ছুঁড়ে দিলো রেঞ্চটা। ধনুকের মতো বাঁকা একটা পথ তৈরি করে ছুটল হাতিয়ার, সামনের মার্সিডিজটাকে লক্ষ্য করে।

পলকের জন্যে থেমে গেলো হৃৎপিণ্ড। রেঞ্চ টার্গেটে পৌঁছনোর আগেই বড় বেশি নিচে নেমে যাচ্ছে। টার্গেটে নয়, পড়লো হুডের ওপর। তবে পড়ে ছিটকে গেলো, উইন্ডশীল্ডটা নিখুঁতভাবে চুরমার করে ঢুকে পড়লো ভেতরে।

আতঙ্কবাদী ড্রাইভার জিওর্দিনোকে জিনিসটা ছুঁড়তে দেখেছিলো। তার ক্ষিপ্রতা ভালো হলেও প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট ভালো নয়। ব্রেকে চাপ দিলো সে, বন বন করে হুইল ঘোরাল রেঞ্চের পথ থেকে সরে যাবার জন্যে, ঠিক তখনই হাজারটা টুকরো হয়ে গেলো উইন্ডশীল্ডের কাচ, ছড়িয়ে পড়লো তার মুখে। স্টিয়ারিং হুইলের গায়ে বাড়ি খেয়ে মোহাম্মদ ইসমাইলের কোলের ওপর পড়লো রেঞ্চটা।

দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার ইসমাইলের ঠিক পিছনেই ছিলো, সে দেখতেই পায় নি বাতাস চিরে একটা মিসাইল ছুটে আসছে। সামনের হেডলাইট হঠাৎ করে লাল হয়ে উঠতে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেলো সে। পিছনে থেকে প্রথম মার্সিডিজকে ধাক্কা দেয়ার সময় অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো, দেখল ধাক্কা খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে গাড়িটা, চোখের পলকে উল্টো দিকে অর্থাৎ তার দিকে মুখ করলো সেটা।

'তুমি কি ঠিক এটাই চাইছিলে?' ফুর্তির সাথে জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো।

'অক্ষরে অক্ষরে। শক্ত হও, অ্যাল, বাঁকের কাছে এসে পড়েছি।' স্পীড কমালো পিট, সরু একটা তুষার ঢাকা পথে ঘুরিয়ে নিলো কর্ডকে। পথটা আঁকাবাঁকা, কোনো

কোনো বাঁকের পর উল্টো দিকে বিস্তৃত হয়েছে, তবে শেষ পর্যন্ত পৌঁছেছে পাহাড়ের চূড়ায়।

পিচ্ছিল, অমসৃণ পথ। ভারী গাড়িটাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে একশো পনেরো ঘোড়ার স্ট্রেইট-এইট এঞ্জিনের ওপর খুব ধকল যাচ্ছে। স্প্রিংবহুল চেসিস সবাইকে নিয়ে টেনিস বলের মতো খেলতে লাগল।

মেঝে থেকে তুলে নিজেদেরকে সীটের ওপর বসিয়েছে মহিলা আরোহীরা, দু'জোড়া পা ডিভাইডার পার্টিশনটাকে পেঁচিয়ে রেখেছে, সিলিঙের স্ট্র্যাপ ধরে ঝুলে আছে।

ছয়মিনিট পর জঙ্গলটাকে পিছনে ফেলে এলো ওরা। রাস্তার দু'ধারে এখন বড়বড় বোল্ডার আর গভীর তুষার। পিটের প্রথম ইচ্ছে ছিলো কর্ড ফেলে পালাবে ওরা, পাথর আর জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে কেটে পড়বে। কিন্তু ইচ্ছেটা বাতিল করে দিতে হলো পাউডার-মিহিতুষার দেখে, পা ফেলামাত্র হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাবে। বিকল্প উপায় একটাই আছে, চূড়ায় উঠে যাওয়া, তারপর একটা চেয়ার লিফট নিয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে শহরে নামা, হারিয়ে যাওয়া ভিড়ের মধ্যে।

'আমরা ফুটছি', ঘোষণা করলো জিওর্দিনো।

র‍্যাডিয়েটর ক্যাপের চারদিকে থেকে বাষ্প উঠছে, আগেই দেখেছে পিট। টেমপারেচার গজের কাঁটাও উঠে গেছে 'হট' লেখা ঘরে। 'এভাবে দৌড় খাটানো হবে ভেবে তৈরি করা হয়নি গাড়িটা, বললো ও। 'এখনও যে ভেঙে চারখানা হয়ে যায়নি সেটাই আশ্চর্য।'

'রাস্তা শেষ হয়ে গেলে? কি করব আমরা?'

'দু'নম্বর প্ল্যানটা কাজে লাগাব। চেয়ার লিফটে চড়ে ধীরেসুস্থে নেমে যাবো কাছাকাছি একটা সেলুনে।'

'তোমার স্টাইলটা পছন্দ হলেও, না বলে পারছি না যে যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি', পিছন দিকে ইঙ্গিত করলো জিওর্দিনো। 'বন্ধুরা ফিরে এসেছে।'

এতো ব্যস্ত ছিলো পিট, অনুসরণকারীদের খবর রাখার সময় পায়নি। দুর্ঘটনা সামলে নিয়ে দুটো মার্সিডিজই আবার নতুন উদ্যমে কর্ডটাকে ধাওয়া শুরু করেছে। ঘাড় ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকাবারও অবসর পেল না ও পিছনের জানালার কাচ, হে'লা কামিল আর লিলির মাথার মাঝখানে, এক ঝাঁক বুলেটের আঘাতে গুঁড়িয়ে গেলো, সামনের উইন্ডশীল্ড ফুটো করে বেরিয়ে গেলো ঝাকটা। চোখের সামনে তিনটে ফুটো দেখতে পেল পিট, কিনারাগুলো এবড়োথেবড়ো। মহিলা আরোহীদের কিছু বলতে হলো না, আবার তারা আশ্রয় নিলো গাড়ির মেঝেতে। এবার তারা চেষ্টা করলো মেঝে ফুটো করে ভেতরে সেঁধোবার।

'আমরা সন্দেহ হচ্ছে, রেঞ্চটা ছুঁড়ে দেয়ায় ওদের খুব রাগ হয়েছে', আঁচ করলো জিওর্দিনো।

'আমরা গাড়িটাকে যেভাবে ঠেলছে ওরা, আমারও খুব রাগ হচ্ছে!'

চুলের কাঁটার মতো তীক্ষ্ণ একটা বাঁক নিলো পিট, গাড়ি সিধে করার সময় চুরি করে তাকালো ধাওয়ারত মার্সিডিজগুলোর দিকে। দৃশ্যটার মধ্যে বিপদের উপাদান যথেষ্ট পরিমাণেই রয়েছে।

সামনের মার্সিডিজ এঁকেবেঁকে ছুটে আসছে। কর্ডের চাকা তুষারের ওপর গভীর গর্ত তৈরি করেছে, সেই গর্তের ফাঁদে পড়ার কোনো ইচ্ছে নেই ড্রাইভারের, উন্মত্ততার

সাথে সারাক্ষণ হুইল ঘোরাচ্ছে সে। প্রতিটি বাঁকে পিছলে রাস্তা থেকে সরে যাওয়ার ঝুঁকি নিতে দ্বিধা করছে না। প্রায়ই তুষারের স্তূপে আটকা পড়ছে চাকা। মার্সিডিজে স্নো টায়ার লাগানো নেই দেখে অবাক হলো পিট। ওর জানা নেই, নিজেদের পরিচয় গোপন রাখার জন্যে গাড়িগুলো মেক্সিকো সীমান্ত দিয়ে চালিয়ে এনেছে সন্ত্রাসবাদীরা। অস্তিত্বহীন একটা টেক্সাটাইল কোম্পানির নামে রেজিস্ট্রি করা ওগুলো, হে'লা কামিলের জান কবচ করার পর দুটোকেই ফেলে যাওয়া হবে ব্রেকেনরিজ এয়ারপোর্টে।

যা দেখল, মোটেও, খুশি হতে পারলো না পিট। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমছে। ওরা মাত্র পঞ্চাশ মিটার পিছনে। পছন্দ হলো না অটোমেটিক রাইফেল হাতে লোকটাকেও, সামনের মার্সিডিজের ভাঙা উইন্ডশীল্ডের ফাঁক দিয়ে ব্যারেল বের করে ওদের দিকে লক্ষ্যস্থির করার চেষ্টা করছে সে।

'ভগ্নদূতেরা আসছে!' চেঁচাল পিট, হুইলের নিচে মাথা লুকাল, ড্যাশবোর্ডের কিনারা দিয়ে কোনো রকমে দেখতে পাচ্ছে সামনের রাস্তা। 'সবাই নিচু হও!'

কথাগুলো মুখ থেকে বেরুতে যা দেরি, কর্ডের গায়ে আঘাত করলো এক ঝাঁক বুলেট। প্রথম বিস্ফোরণে ডান দিকের ফেন্ডার মাউন্টিঙের ওপর শাখা স্পেয়ার টায়ার আর হুইল ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলো। পরের ঝাঁক ছাদটাকে ফুটো করলো। নিজের অজান্তেই মাথাটা আরও নামিয়ে নিলো পিট। পিছনের দরোজা থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেলো কব্জাগুলো, দরোজাটাও উড়ে গেলো বাতাসে ডানা মেলে। একটা গাছের সাথে ঘষা খেলো কর্ড। বৃষ্টির মতো ঝরল কাচের টুকরো। মহিলা আরোহীদের একজন আর্তনাদ করে উঠল, দু'জনের মধ্যে কে বোঝা গেলো না। ড্যাশবোর্ডে গাঢ় রক্তের পোচ দেখতে পেল পিট। পরমুহূর্তে উপলব্ধি করলো, একটা কান এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় করে দিয়েছে বুলেট। কী আশ্চর্য, কৌতুকপ্রবণ ইটালিয়ান যুবক টু-শব্দটিও করলো না।

নির্লিপ্তভাবে ক্ষতটা স্পর্শ করলো জিওর্দিনো, ভাবটা যেনো ওটা অন্য কারও কান। তারপর মাথা কাত করে পিটের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসলো। 'আমার সন্দেহ হচ্ছে, কাল রাতে খাওয়া মদটুকু ফুটো দিয়ে বেরিয়ে আসছে।'

'সিরিয়াস?'

'দু'হাজার ডলার লাগবে প্লাস্টিক সার্জারী করাতে, ফুটো হয়েছিলো কিনা টেরও পাবে না। মহিলাদের কোনো খবর জানো?'

না তাকিয়েই জিজ্ঞেস করলো পিট, 'লিলি, তোমরা ঠিক আছে তো?'

'কাঁচের টুকরো চামড়ায় দু'একটা দাগ কেটেছে', প্রায় সাথে সাথে, উঁচু গলায় জবাব দিলো লিলি। 'তাছাড়া আমরা অক্ষতই আছি।'

কর্ডের র‍্যাডিয়েটর থেকে বাষ্প এবার সশব্দ প্রতিবাদের সাথে বেরুচ্ছে। এঞ্জিনের শক্তি কমছে, টের পেল পিট। সামনে শেষ বাঁক, তারপর চূড়া। গাড়িটাকে ঘোরানোয় মন দিলো ও। পিছনের বাম্পারে প্রায় সেঁটে আছে প্রতিপক্ষরা।

অতিরিক্ত উত্তাপে এঞ্জিনের বেয়ারিংগুলো প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আরও এক ঝাঁক বুলেট বামদিকের পিছনের ফেন্ডার গুঁড়িয়ে দিলো, চ্যাপ্টা করে দিলো টায়ারটাকে। কর্ডের পিছনের অংশ রাস্তা থেকে নেমে যেতে চাইছে, ধরে রাখার জন্যে হুইলের সাথে যুদ্ধ করছে পিট। রাস্তার পাশে অসংখ্য বোল্ডার, গাড়ি ধাক্কা খেলে ছাতু হয়ে যাবে আরোহীরা।

হুডের নিচ থেকে নীল ধোঁয়া বেরুতে দেখে পিট বুঝল, মারা যাচ্ছে কর্ড। রাস্তার কিনারায় পড়ে থাকা একটা পাথরকে এড়াতে পারেনি ও, অয়েল প্যানে খোঁচা লাগায় গর্ত তৈরি হয়েছে, এঞ্জিনের নিচ থেকে ঝরে পড়ছে তেল। অয়েল প্রেশার গজ দ্রুত শূন্যের ঘরে নেমে এল। পাহাড় চূড়ায় পৌঁছনোর আশা ত্যাগ করাই ভাল।

পিছলানো চাকা নিয়ে সামনের মার্সিডিজ শেষ বাঁকটা ঘুরতে শুরু করলো। কর্ডের হুইল শক্ত করে ধরে অনবরত ঘোরাচ্ছে পিট। ধাওয়ারত শত্রুদের চেহারায় উল্লাস কল্পনা করতে পারলো ও, তারা বুঝে ফেলেছে পালানোর কোনো উপায় নেই শিকারের।

চারদিকে উদভ্রান্তের মতো তাকিয়ে আশ্রয়ের কোনো সন্ধান দেখল না পিট। পা সম্বল কোথাও বেশিদূর যাওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। রাস্তার একদিকে তুষার আর বোল্ডার, আরেকদিকে ঝপ্ করে নেমে গেছে গভীর খাদ, মাঝখানের সরু রাস্তায় আটকা পড়েছে ওরা। এঞ্জিন অচল হয়ে পড়েছে, একেবারে দাঁড়িয়ে পড়ার আগেই ঘটে যাবে যা ঘটার।

মরিয়া হয়ে উঠলো পিট, মেঝের সাথে চেপে ধরলো অ্যাকসিলারেটর-পেড়াল গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে, সেই সাথে বিধাতা সাহায্য চেয়ে আবেদন জানাল ওপর মহলে।

আশ্চর্যে, যুদ্ধবিধ্বস্ত প্রাচীন বাহনের এখনও কিছু দেয়ার আছে। জ্যান্ত একটা প্রাণীর মতো, লোহা আর ইস্পাতসহ কুঁকড়ে গেলো কর্ড। এঞ্জিনের আওয়াজ বদলে গেলো, সামনের চাকাগুলো দেবে গেলো তুষারের ভেতর, পরমুহূর্তে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মতো সামনে লাফ দিলো কর্ড, একবারের চেষ্টাতেই উঠে এলো চূড়ায়।

পিছনে নীল ধোঁয়া আর সাদা বাষ্পের মেঘ উঠল, খোলা স্কি রান-এর মাথায় পৌঁছে গেলো ওরা। ট্রিপল-চেয়ার স্কি লিফট ওদের একশো মিটার দূরেও নয়। কর্ডের সরাসরি নিচের ঢালে কেউ স্কি করছে না দেখে প্রথমে ভারী অবাক হলো পিট। লোকজন চেয়ার থেকে নেমে পড়ছে, ঘুরে যাচ্ছে লিফটের উল্টোদিকে, তারপর ছুটছে সমান্তরাল স্কি ট্রেইল ধরে।

তারপর লক্ষ করলো ও, ওর দিকের ঢালটা রশি দিয়ে আলাদা করে রাখা হয়েছে। বিপজ্জনক বলে এদিকে কাউকে স্কি করতে নিষেধ করা হয়েছে, রশির সাথে ঝুলে থাকা রঙিন বোর্ডগুলোয় তাই লেখা।

'রাস্তার এটাই শেষ মাথা', হতাশ কণ্ঠে বললো জিওর্দিনো।

তার সাথে একমত হয়ে পিট বললো, 'লিফটের দিকে যাব, তা সম্ভব নয়। দশ মিটার পেরোবার আগেই গুলি করে আমাদের সব কয়টাকে ফেলে দেবে ওরা।'

'তুষারের বল তৈরি করে ছুঁড়ে মারা যায়। নাকি আত্মসমর্পণ করার কথা ভাবছ?'

'তিন নম্বর প্ল্যানের কথাটা ভুলে গেছ?' তিরস্কার করলো পিট।

কৌতূহল নিয়ে পিটকে দেখল জিওর্দিনো। 'প্রথম দুটোর চেয়েও খারাপ হবে সেটা, এ আমি বিশ্বাস করি না।' তারপরই তার চোখ বিস্ফারিত হয়ে উঠল। 'তুমি কি ভাবছ...ওহ্, গড, নো!'

মার্সিডিজ দুটো পৌঁছে গেলো, প্রতিপক্ষ থুথু ছুঁড়লেও ওদের গায়ে লাগবে। কর্ডের দু'পাশে চলে এসেছে প্রায়। হুইল মোচড় দিলো পিট, গাড়িটাকে নামিয়ে দিলো স্কি রান-এ, অর্থাৎ বিপজ্জনক ঢালে।

উনত্রিশ

'আল্লাহ সহায় হোন! উন্মাদ! ওরা উন্মাদ!' বিড়বিড় করে বললো ইসমাইলের ড্রাইভার। 'ওদেরকে ধরা সম্ভব নয়।'

'তাড়া করো!' হুঙ্কার ছাড়ল ইসমাইল। 'যদি পালায়, তোমাকে আমি খুন করব!'

'পালিয়ে যাবে কোথায়!' হিসহিস করে বললো ড্রাইভার। 'দেখছ না, আত্মহত্যা করছে ওরা? পাহাড়ের মাথা থেকে সচল গাড়ি নিয়ে নামতে চেষ্টা করলে কেউ বাঁচে?'

অটোমেটিক রাইফেলের ব্যারেলটা স্যাঁৎ করে ঘোরালো ইসমাইল, ড্রাইভারের কানে মাজল্ চেপে ধরলো। 'বেজন্মা শুয়োর, ওদের ধর, নয়তো আল্লাহর কাছে পাঠিয়ে দেব তোকে!'

ইতস্তত করলো ড্রাইভার, বুঝতে পারছে ধাওয়া করলেও, মৃত্যুর ঝুঁকি নিতে হবে, না করলেও। হাল ছেড়ে দিয়ে কর্ডের পিছু নিলো সে, কিনারা থেকে ঢালে নামিয়ে আনলো মার্সিডিজকে। 'আল্লাহ, অন্তত আমাকে তুমি রক্ষা করো!'

ভাঙা উইন্ডশীল্ডের ভেতর রাইফেলের ব্যারেল লম্বা করে ইসমাইল বললো, 'গাড়ি সিধে করে রাখো।' দ্বিতীয় গাড়ির ড্রাইভার ইতস্তত করেনি, প্রথমটার পিছু পিছু নেমে এসেছে ঢালে।

জমাট বাঁধা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে তীরবেগে নামছে কর্ড, প্রতি মুহূর্তে আরও বাড়ছে গতি। হুইলটা আলতোভাবে ছুয়ে আছে পিট, প্রায় ঘোরাচ্ছেই না। ব্রেকের ওপরও কোনো চাপ দিচ্ছে না। একটু এদিক ওদিক হলেই চরকির মতো ঘুরতে শুরু করবে কর্ড। যদি আড়াআড়িভাবে পিছলাতে শুরু করে, অবধারিত পরিণতি হবে ঘন ঘন ডিগবাজি খাওয়া, পাহাড়ের গোড়ায় পৌঁছবে কিছু ভাঙা হাড় আর লোহালক্কড়।

'সীট বেল্টের প্রশ্ন তোলার জন্যে এটা কি আদর্শ সময় নয়?' জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো।

মাথা নাড়লো পিট। 'উনিশশো ত্রিশে সে-ধরনের কিছু ছিলো না।'

বুলেটে ঝাঁঝরা পিছনের চাকার রাবার খসে যাওয়ায় ভাগ্যকে ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিলো ও। চুপসে যাওয়া টায়ার থেকে মুক্ত হয়ে কাঠামোর জোড়া কিনারা বরফের গায়ে ভালভাবে কামড় বসাতে পারছে, ভারসাম্য রক্ষায় সাহায্য পাচ্ছে পিট।

স্পীডমিটারের কাঁটা ষাটের ঘরে উঠে গেলো, এই সময় এক ঝাঁক মুঘলকে ছুটে আসতে দেখল ও। তুষারের অতিকায় স্তূপ, দক্ষ স্কিয়াররা এধরনের বাধা পেরোতে ভালোবাসে। স্কি নিয়ে ঢাল পেরোবার সময় বাধাগুলো পিটেরও খুব প্রিয়। কিন্তু দু'হাজার একশো বিশ কিলোগ্রাম ওজনের গাড়ি নিয়ে মুঘলদের মাঝখান দিয়ে পথ করে নেয়ার কথা ভাবতে পারে শুধু পাগলরা। অ্যাল ধারণা, পিট বর্তমানে তাদের ভূমিকাতেই অভিনয় করছে।

আলতো স্পর্শে ট্রেইল থেকে সামান্য সরিয়ে দিলো পিট গাড়িটাকে, চলে এলো মসৃণ বরফে। সামনের পরীক্ষাটা সূচের ফুটোয় অলিম্পিক মশাল ঢোকানোর সাথে

তুলনা করা যায়। আপনা থেকেই শরীরের পেশী শক্ত হয়ে গেলো, ঝাঁকি খাবার জন্যে তৈরি। এক চুল এদিক ওদিক হলে ছাতু হয়ে যাবে সবাই ওরা।

একপাশে অনেকগুলো তুষার স্তূপ, আরেক পাশে সারি সারি গাছ, মাঝখান দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। কোনোটার সাথে ঘষা লাগলো না, সরু পথ ধরে পরিষ্কার বেরিয়ে এলো কর্ড। চওড়া, বাধাহীন ঢালে বেরিয়ে এসেই ঝট্ করে পিছন দিকে তাকালো পিট।

প্রথম মার্সিডিজের ড্রাইভার কাণ্ডজ্ঞানের চমৎকার পরিচয় দিলো। মুঘলদের এড়াবার জন্যে কর্ডের ফেলে আসা চাকার দাগ অনুসরণ করলো সে। দ্বিতীয় মার্সিডিজের ড্রাইভার হয় মুঘলদের দেখেনি বা বিপজ্জনক বলে মনে করেনি। নিজের ভুল বুঝতে পারলো অনেক দেরিতে, ব্যস্ততার সাথে সংশোধনের জন্যে গাড়িটাকে ঘন ঘন ডানে বাঁয়ে ঘোরাল সে। এভাবে তিন কি চারটে মুঘলকে এড়াতে সফল হলো লোকটা, তারপর একটার সাথে মুখোমুখি ধাক্কা খেলো। গাড়ির সামনের অংশ তুষারের ভেতরে ঢুকে গেলো, উঁচু হলো পিছনটা। নব্বই ডিগ্রী কোণ সৃষ্টি করে বুঝলে থাকলো সেটা। তারপর শুরু হলো ডিগবাজি খাওয়া। নিরেট বরফে পড়লো, খাড়া হলো, আবার পড়লো, আবার খাড়া হলো–প্রতিবার গাড়ি থেকে কিছু না কিছু ছিটকে পড়ছে, শুধু আরোহীরা বাদে, কারণ ডিগবাজি খাওয়ায় চ্যাপ্টা হয়ে গেছে বডি, জ্যাম হয়ে গেছে দরোজা। গাড়ি থেকে ছিটকে পড়লে আরোহীরা হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত।

মাউন্টিং থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেলো এঞ্জিন, ছিটকে জঙ্গলের দিকে চলে গেলো। চাকা, ফ্রন্ট সাসপেনশন, রিয়ার-ড্রাইভ ট্রেন, এক এক সবগুলো চেসিস থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে সবেগে নামতে শুরু করলো।

'যদি বলি একটা খতম, ব্যাকরণ সম্মত হবে কি?' প্রশ্ন করলো জিওর্দিনো।

'খুশি হবার কিছু নেই', দাঁতে দাঁত চেপে বললো পিট। 'সামনে তাকাও।'

সামনে তাকিয়ে উত্তেজিত হয়ে উঠলো জিওর্দিনো। সামনে নতুন একটা ট্রেইল শুরু হতে যাচ্ছে, সেখানে উজ্জ্বল রঙের স্কি সুট পরা অনেক লোকের ভিড়। উইন্ডশীল্ড ফ্রেমের কিনারা ধরে সটান খাড়া হলো সে, উন্মত্তের মতো হাত নেড়ে চিৎকার জুড়ে দিলো। কর্ডের জোড়া হর্ন বাজাচ্ছে পিট।

চমকে উঠে ওদের দিকে ফিরল স্কিয়াররা। দেখল, দুটো ছুটন্ত গাড়ি প্রায় তাদের ঘাড়ের ওপর এসে পড়েছে। মাত্র কয়েক সেকেন্ড সময় আছে, ছিটকে একপাশে সরে গেলো সবাই, কর্ডটাকে পাশ কাটাতে দেখল, দেখল তীরবেগে সেটাকে ধাওয়া করছে একটা মার্সিডিজ।

ট্রেইলে উঁচু হয়েছে একটা স্কি জাম্প, নেমেছে একশো মিটার দূরে। তুষার ঢাকা র‍্যাম্প ঠিক কোথায় পাহাড়ের গায়ে মিশেছে, দেখার অবসর নেই পিটের। কোনো রকম ইতস্তত না করে স্টার্টিং ড্রপ-অফ-এর দিকের র‍্যাডিয়েটর অর্নামেন্ট তাক করলো ও।

'লাফ দেবে, না?' তাজ্জব জিওর্দিনো প্রশ্ন করলো।

'চার নম্বর প্ল্যান', তাকে আশ্বস্ত করলো পিট। 'শক্ত হও। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলতে পারি।'

'আছে নাকি যে হারাবে?'

অলিম্পিক কমপিটিশনের জন্যে যে-ধরনের কাঠামো তৈরি করা হয়, এটা তার চেয়ে অনেক ছোটো। এটা শুধু অ্যাক্রবেটিক আর হটডগ প্রদর্শনীর জন্যে ব্যবহার করা হয়। তবে র‍্যাম্পটা কর্ডকে ধারণ করার জন্যে যথেষ্ট চওড়া, খানিকটা জায়গা পড়েও থাকবে। ক্রমশ উঁচু হয়েছে ঢালটা, তারপর সমতল খানিকটা বিস্তৃতি, সবশেষে দেবে গেছে র‍্যাম্প, ত্রিশ মিটার এগিয়ে গ্রাউন্ড-এর বিশ মিটার ওপরে হঠাৎ করে শেষ হয়ে গেছে।

স্টার্টিং গেটের দিকে গাড়ি তাক করলো পিট, কর্ডের চওড়া বডির আড়ালে লুকিয়ে রাখল স্কি জাম্প। সাফল্য নির্ভর করছে সময়জ্ঞান আর প্রয়োজন মতো স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানোর ওপর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, সামনের চাকা স্টার্টিং লাইন পেরোবার আগেই, স্টিয়ারিং হুইল ঘোরানোর ওপর।

একেবারে শেষ মুহূর্তে, সামনের চাকা স্টার্টিং লাইন পেরোবার আগেই, স্টিয়ারিং হুইলে মোচড় দিলো পিট। কর্ডের পিছনটা ঘুরে গেলো, চরকির মতো পাক খেতে শুরু করে র‍্যাম্পটাকে এড়িয়ে গেলো গাড়ি। কর্ডের আকস্মিক অস্থিরতা লক্ষ করে ঘাবড়ে গেলো ইসমাইলের ড্রাইভার, সংঘর্ষ এড়াবার জন্যে সরলরেখা থেকে সরিয়ে নিলো মার্সিডিজকে, স্টার্টিং গেট দিয়ে ভেতরে ঢুকল নিখুঁতভাবে।

কর্ডকে সোজা পথে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে পিট, ঘাড় ফিরিয়ে মার্সিডিজের দিকে তাকিয়ে আছে জিওর্দিনো। সমস্ত নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে কিনারা থেকে নেমে গেলো গাড়িটা। মুহূর্তের জন্যে সেটাকে আকাশের গায়ে ডানাবিহীন মোটাসোটা একটা পাখির মতো লাগল। র‍্যাম্পের কিনারা ছাড়ার মুহূর্তে ঘণ্টায় একশো বিশ কিলোমিটার বেগে ছুটছিলো ওটা। নিচে পড়ে প্রথমে ওটা চ্যাপ্টা হলো, তারপর গড়িয়ে নামার সময় খুলে খুলে পড়লো একেকটা পার্ট। পাইন গাছের সারিতে ধাক্কা খাওয়ার আগেই আরোহীরা সবাই দলা পাকিয়ে গেছে।

'আরেকটু হলে আমরাও আকাশে উড়তাম!' ঢোক গিলে পিটকে তিরস্কার করলো জিওর্দিনো।

'তার বদলে সম্ভবত পাতালে নামতে যাচ্ছি!' সতর্ক করলো পিট। গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরতি পথ ধরতে গিয়ে সফল হলেও, কর্ডের চাকা ঢালে নেমে এসে পিছলাতে শুরু করেছিলো। স্টিয়ারিং হুইল ঘুরিয়ে পিছলানো সামলে নিয়েছে পিট, কিন্তু ঢাল বেয়ে পতনের গতি কমাতে পারছে না। ঢালের অর্ধেকটা পেরিয়ে আসতেই ব্রেকের শূন্য পুড়ে গেলো, স্টিয়ারিং টাই রড বেঁকে গেছে, সেটাও একটা থ্রেড-এর মাথায় ঝুলছে। কর্ড ছুটে চলেছে তার অবধারিত পথে, সরাসরি একটা স্কি ফ্যাসিলিটি আর রেস্তোরাঁ বিল্ডিঙের দিকে, চেয়ার লিফটের গোড়ায়। একটা কাজই করার আছে রানর, করছেও তাই, বাচ্চাদের মতো অনবরত হর্ন বাজাচ্ছে।

মহিলা আরোহীরা দ্বিতীয় মার্সিডিজের ধ্বংস চাক্ষুষ করেছে নির্দয় কৌতূল আর বিশাল স্বস্তিকর অনুভূতি নিয়ে। স্বস্তিটুকু ক্ষণস্থায়ী। ভবনটা সবেগে ছুটে আসছে দেখে আঁতকে উঠলো তারা।

'মি. পিট, কিছুই কি আমাদের করার নেই?' পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলেন হে'লা কামিল প্রশ্নটা প্রায় বুলেটের তো ছুটে এল।

'পরামর্শ দেয়ার অধিকার ইচ্ছে করলেই আপনি প্রয়োগ করতে পারেন, পাল্টা গুলি ছুঁড়ল পিট। পরমুহূর্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলো বাচ্চাদের তৈরি খেলাঘর এড়বার জন্যে, খেলাঘরের চারপাশে তারা স্কি নিয়ে ছুটাছুটি করছে।

স্কিয়ারদের প্রধান অংশটা মার্সিডিজের পতন দেখেছে, কর্ডের আওয়াজও তাদের কানে গেছে। ট্রেইলের একপাশে দ্রুত সরে গেলো তারা, হাঁ করে পাশ কাটাতে দেখল গাড়িটাকে।

চেয়ার লিফটের উঁচু প্রান্তটা থেকে ফোনে একাধিক গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে, বেস এরিয়া থেকে লোকজনকে সরিয়ে রয়েছে, স্কি ইনস্ট্রাকটররা। স্কি সেন্টারের ডান দিকে অগভীর একটা পুকুর রয়েছে, বরফে জমাট বাঁধা। পিটের ইচ্ছে, ওই পুকুরের ওপর পৌঁছানো। জমাট বাঁধা বরফ ভেঙে গেলে কর্ডের রানিং বোর্ড পর্যন্ত ডুবে যাবে, স্থির হবে গাড়ি। কিন্তু সমস্যা হলো, লোকজন কি ঘটে দেখার লোভে এমনভাবে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়েছে যে তাদের মাঝখানে রেস্তোরাঁ ভবন পর্যন্ত একটা করিডর তৈরি হয়েছে, পুকুরের দিকে যাবার কোনো পথ খোলা রাখে নি।

'আশা করতে পারি', গম্ভীর সুরে জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো, 'এবার তুমি ঝোলা থেকে পাঁচ নম্বর প্ল্যানটা বের করবে?'

'প্ল্যান সব শেষ', বললো পিট। 'দুঃখিত।'

হে'লা কামিল গলা লম্বা করে তাকিয়ে আছেন সামনের দিকে। তাঁকে মিথ্যে অভয় দেবে, সে উৎসাহও পাচ্ছে না লিলি। সংঘর্ষ অনিবার্য, আর দেরিও নেই, বুঝতে পেরে পরস্পরকে তারা জড়িয়ে ধরলো, তারপর একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়লো ড্রাইভিং সীটের পিছনে।

স্কি আর পোল রাখা হয় র‍্যাকগুলোয়, কয়েকটার সাথে ধাক্কা খেলো কর্ড। টুথপিকের মতো চারদিকে উড়ে গেলো স্কি আর পোলগুলো। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো তুষারের ভেতর চাপা পড়েছে গাড়ি, তারপর বিস্ফোরণের মতো বেরিয়ে এসে আবার ছুটল সেটা, কংক্রিটের সিঁড়ি বেয়ে সরাসরি উঠে পড়লো বারান্দায়, এড়িয়ে গেলো রেস্তোরাঁটাকে, কাঠের দেয়াল ভেঙে ঢুকে পড়লো ককটেল লাউঞ্জে।

রুমটা খালি করা হয়েছে, রয়ে গেছে শুধু পিয়ানো বাদক। সে তার কী-বোর্ডের সামনে বসে আছে, বিস্ময়ে পঙ্গু। এক সেকেন্ড পর দেখা গেলো আরও একজন রয়ে গেছে। বার-এর নিচ থেকে ধীরে ধীরে মাথা তুললো বারটেন্ডার, কর্ডটা ভেতরে ঢুকছে দেখে আবার ঝপ্ করে বসে পড়লো সে। চেয়ার-টেবিল গুঁড়িয়ে উন্মাত্ত হাতির মতো ছুটে এলো কর্ড, উল্টোদিকের দেয়াল ভেঙে নিচে লাফ দেয়ার পাঁয়তারা করলো। দেয়ালের বিশ ফুট নিচে শক্ত বরফ।

আশ্চর্যই বটে, দেয়াল ভাঙার পর গর্তের ভেতর খানিকটা নাক গলিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে গেলো কর্ড, বোঝা গেলো লাফ দেয়ার কোনো ইচ্ছে ওটার নেই।

র‍্যাডিয়েটরের হিসহিস শব্দ ছাড়া কামরার ভেতর ভৌতিক নিস্তব্ধতা নেমে এলো। উইন্ডশীল্ড ফ্রেমের সাথে মাথাটা ঠুকে গেছে পিটের, চুলের আড়ালে সদ্য তৈরি ক্ষত থেকে গাল বেয়ে নেমে আসছে রক্ত। দেয়ালের দিকে ফিরল ও। দেয়ালের দিকে তাকিয়ে এমন স্থিরভাবে বসে আছে সে, যেনো পাথরের মূর্তিতে পরিণত হয়েছে। ঘাড়

ফিরিয়ে পিছন দিকে তাকালো পিট। মহিলা আরোহীদের দু'জনের চেহারাতেই প্রশ্নসূচক 'এখনও আমরা বেঁচে আছি!' ভাব।

বারটেন্ডার এখনও লুকিয়ে আছে, কাজেই পিয়ানো বাদকের দিকে ফিরল পিট। তিন পায়াওলা একটা টুলে হতভম্ব চেহারা নিয়ে বসে আছে সে। তার মাথায় কাত হয়ে রয়েছে ডার্বি হ্যাট, ঠোঁটের কোণে ঝুলে রয়েছে আধপোড়া সিগারেট, ছাইটুকু এখনও ঝরে পড়েনি। কী-র ওপর তাক করা রয়েছে তার হাত দুটো, গোটা শরীর আড়ষ্ট। রক্তাক্ত আগন্তুকের দিকে তাকালো সে, আগন্তুক হাসলো।

'ক্ষমা করবেন, ভাই', সবিনয়ে বললো পিট। 'একটু বাজিয়ে শোনাবেন নাকি–ফ্লাই মি টু দ্য মুন?'

তৃতীয় পর্ব

দ্য
লেডি ফ্ল্যামবোরো

আর্জেন্টিনা
চিলি
আটলান্টিক মহাসাগর
পান্টা
অ্যারেনাস
টিয়েরা ডেল ফুগো
সান্তা
ইনেজ
দ্বীপ
মধ্যাঞ্চল
প্রশান্ত মহাসাগর

গ্লেইন সাট
গ্লেসিয়ার
লেডি
ফ্ল্যামবোরো
ক্রাসিংমিল
রেল রোড
পাইয়ার
সান্তা
ইনেজ
দ্বীপ
ফিওর্ড

১৯ অক্টোবর, ১৯৯১
উক্সমাল, ইউকাটান

ত্রিশ

চারদিকে বহুবর্ণ ফ্লাডলাইটের ছড়াছড়ি। অতিকায় কাঠামোর প্রতিটি পাথর শিল্পকর্ম, সেগুলোয় প্রতিফলিত হয়ে উজ্জ্বল আলো অতিপ্রাকৃত একটা আভা বিকিরণ করছে। প্রকাণ্ড পিরামিডের দেয়ালগুলো নীল করা হয়েছে, পিরামিডের মাথার ওপর জাদুকরের মন্দির গোলাপি আভায় উদ্ভাসিত। লাল স্পটলাইট দ্রুত ওঠানামা করছে সিঁড়ি বেয়ে, প্রতিবার রক্ত ঢেলে দেয়ার একটা ছবি ফুটে উঠছে ধাপগুলোর ওপর। উপরে, মন্দিরের ছাদে, সাদা কাপড়ে মোড়া একটা মূর্তি।

নিজের দু'দিকে হাত দুটো মেলে দিলো টপিটজিন, মুঠো খুলল– তার এই ভঙ্গি পবিত্রতার প্রতীক হিসেবে জনপ্রিয়তা পেয়েছে অনেক আগেই। সামনের দিকে সামান্য একটু ঝুঁকে নিচে তাকালো সে।

ইউকাটান পেনিনসুলায় প্রাচীন মায়ান শহর উক্সমাল, মন্দির আর পিরামিডের চারদিকে গিজগিজ করছে মানুষ, হাজার হাজার ভক্ত মুখ তুলে তাকিয়ে আছে তার দিকে। টপিটজিন তার ভাষণ শেষ করলো প্রতিবারের মতোই কীর্তন গাওয়ার সুরে আযটেক গান গেয়ে। সুরটা ধরতে পারলো বিশাল জনতা, একযোগে গেয়ে উঠলো তারাও।

'এই জাতির শক্তি, সাহস আর সাফল্য নিহিত রয়েছে আমাদের মধ্যে, আমরা যারা কখনোই অভিজাত বা ধনী হব না। আমরা অভুক্ত থাকি, মেহনত করি সেই সব নেতাদের জন্যে যারা আমাদের চেয়ে কোনো অর্থেই বড় বা সৎ নয়। অবৈধ সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত কোনো রকম মহত্ত্ব বা গৌরবের অস্তিত্ব মেক্সিকোয় থাকবে না। আর নয় দাসত্ব। আর নয় মুখ বুজে শোষণ আর অত্যাচার সহ্য করা। ভদ্রবেশী অভিজাত আর ধনীদের শায়েস্তা করার জন্যে, তাদের দুর্নীতি থেকে জাতিকে চিরকালের জন্যে উদ্ধার করার জন্যে, আবার একজোট হয়েছেন দেবতারা। তাঁরা আমাদের জন্যে নতুন এক সভ্যতা উপহার হিসেবে নিয়ে এসেছেন। সেটা আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে।'

ভাষণ শেষ হবার সাথে সাথে বহুরঙা আলো ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে এল, শুধু উজ্জ্বল সাদা আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে থাকলো একা টপিটজিন। তারপর অকস্মাৎ সাদা স্পটলাইটও নিভে গেলো, সেই সাথে অদৃশ্য হলো মূর্তিটা।

খোলা প্রান্তরে বহ্ন্যুৎসব জ্বলে উঠলো ট্রাক বহর থেকে হাজার হাজার কৃতজ্ঞ ভক্তদের মধ্যে বিলি করা হলো বক্স ভর্তি খাবার। প্রতিটি বাক্সে নরম, সুস্বাদু রুটি আর মাংস আছে, আর আছে একটা করে পুস্তিকা। পুস্তিকাটা কার্টুন পত্রিকার মতো, প্রচুর ছবি, ক্যাপশন কম। ছবিতে দেখানো হয়েছে দৈত্য-দানবের চেহারা নিয়ে মেক্সিকো ছেড়ে পালাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো আর তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্যরা, সীমান্তের ওপারে শয়তানরূপী আংকল স্যাম দু'বাহু বাড়িয়ে তাদেরকে আলিঙ্গন করার জন্যে তৈরি হয়ে আছে। প্রেসিডেন্ট আর তার সঙ্গীদের তাড়া করছে দেবতার চেহারা নিয়ে টপিটজিন, তার সাথে রয়েছে আরও চারজন আযটেক দেবতা।

পুস্তিকায় নির্দেশের একটা তালিকাও স্থান পেয়েছে, বুদ্ধি দেয়া হয়েছে শান্তিপূর্ণ উপায়ে কিন্তু কার্যকরীভাবে সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করার।

খাবার বাক্স বিলি করার সময় স্বেচ্ছাসেবক যুবক-যুবতীরা টপিটজিনের নতুন শিষ্য সংগ্রহ ও তাদেরকে তালিকাভুক্ত করার দায়িত্বও পালন করলো। গোটা ব্যাপারটার আয়োজন করা হয়েছে পেশাদারী দক্ষতার সাথে। মেক্সিকো সিটি দখল করে সরকারকে উৎখাত করার জন্যে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে টপিটজিন। শুধু উক্সমালে নয়, আরও বহু প্রাচীন আযটেক শহরে ভাষণ দিয়েছে সে। নিজের পক্ষে জনমত সৃষ্টিতে তার প্রতিটি ভাষণ অবিশ্বাস্য অবদান রাখছে। তবে আজ পর্যন্ত আধুনিক কোনো শহরে সমাবেশের আয়োজন করেনি সে।

সন্তুষ্ট জনতা টপিটজিনের নামে জয়ধ্বনি দিতে শুরু করলো। কিন্তু তাদের সে জয়ধ্বনি তার কানে গেলো না। স্পটলাইট নেভার সাথে সাথে দেহরক্ষীরা তাকে নিয়ে পিরামিডের পিছন দিকের সিঁড়ি বেয়ে নেমে এসেছে বড়সড় একটা ট্রাক তথা সেমিট্রেইলর-এর পাশে। তাড়াহুড়ো করে ট্রাকে উঠে পড়লো টপিটজিন। স্টার্ট নিলো এঞ্জিন। ট্রাকের সামনে একটা প্রাইভেট কার থাকলো, পিছনে থাকলো আরেকটা। জনতার ভিড়ের মাঝখান দিয়ে ধীরগতিতে এগোল গাড়িগুলো, উঠে এলো হাইওয়েত, বাঁক নিয়ে রওনা হলো ইয়ুক্যাটান রাজ্যের রাজধানী মারিডার দিকে।

ট্রেইলরের ভেতরে দামী ফার্নিচার; একপাশে কনফারেন্স রুম, পার্টিশনের অপর দিকে টপিটজিনের লিভিং কোয়ার্টার।

ঘনিষ্ঠ ভক্তদের সাথে আগামীকালের শিডিউল নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলো টপিটজিন। বৈঠক শেষ হলো, এই সময় দাঁড়িয়ে পড়লো ট্রাক, শুভরাত্রি জানিয়ে বিদায় নিলো সবাই। প্রাইভেট কারে উঠে মারিডার একটা হোটেলে চলে গেলো তারা।

দরোজা বন্ধ করে দিয়ে লিভিং কোয়ার্টার ঢুকল টপিটজিন। মাথা থেকে পালকের মুকুট খুলল সে, খুলল সাদা আলখেল্লা, পরনে থাকলো একজোড়া স্ল্যাকস আর একটা স্পোর্টস শার্ট। কেবিনেট থেকে দামী একবোতল হুইস্কি বের করলো। প্রথম দু'বার তাড়াতাড়ি গলায় ঢালল তৃষ্ণা নিবারণের জন্যে, তারপর আয়েশ করে ছোটো ছোটো চুমুক দিলো গ্লাসে।

পেশীতে ঢিল পড়ার পর ছোট্ট একটা খুপরিতে ঢুকল টপিটজিন, ভেতরে নানা ধরনের কমিউনিকেশন ইকুইপমেন্ট রয়েছে। একটা হোলোগ্রাফিক টেলিফোনের কোড করা নাম্বারে চাপ দিয়ে ঘুরলো সে, খুপরির ঠিক মাঝখানে মুখ করলো হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দিয়ে অপেক্ষায় আছে। ধীরে ধীরে অস্পষ্ট একটা ত্রিমাত্রিক মূর্তি ফুটে উঠতে শুরু করলো। একই ভাবে হাজার মাইল দূরে টপিটজিনকেও দেখা যাচ্ছে।

এক সময় পরিষ্কার হলো ছবিটা। আরেকজন লোক একটা আরাম কেদারায় বসে তাকিয়ে রয়েছে টপিটজিনের দিকে। তার গায়ের রঙ গাঢ়, ব্যাকব্রাশ করা চুলে চকচক করছে তেল। শক্ত, দামী পাথরের মতো ঝলমলে তার চোখ জোড়া। পা'জামার ওপর আলখেল্লা পরেছে সে। টপিটজিনের স্ল্যাকস আর শার্ট ভুরু কুঁচকে লক্ষ করলো লোকটা, লক্ষ করলো হাতে মদের গ্লাসটাও। 'বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছ তুমি। এতটা বেপরোয়া হওয়া কি উচিত?' ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো সে, বাচনভঙ্গি আমেরিকান। 'এরপর মেয়েমানুষের দিকে ঝুঁকবে, কি বলো?'

হেসে উলল টপিটজিন। 'শোনো ভাই, আমাকে লোভ দেখিয়ে না! বিজাতীয় কাপড়ে চব্বিশ ঘণ্টা নিজেকে ঢেকে রাখা, পোপের মতো আচরণ করা, তার ওপর কৌমার্য অক্ষুণ্ন রাখা, প্রায় অসম্ভব একটা কাজ।'

'কেন, একই কাজ তো আমাকেও করতে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ, তা হচ্ছে। কিন্তু আর যে পারি না!'

'সাফল্য নাগালের মধ্যে চলে এসেছে, এখন তোমার অসতর্ক হওয়া সাজে না।'

'হতে চাই না, হচ্ছিও না। আমার প্রাইভেসিতে নাক গলাবে এমন সাহস কারও নেই। যখন একা থাকি, ভক্তরা ধরে নেয় ঈশ্বরের সাথে যোগাযোগ করছি আমি।'

দ্বিতীয় লোকটা নিঃশব্দে হাসলো। 'ব্যাপারটার সাথে আমিও পরিচিত।'

'কাজের কথা শুরু করবে?' জিজ্ঞেস করলো টপিটজিন।

'ঠিক আছে। বলো কি ব্যবস্থা করেছ?'

'সংশ্লিষ্ট লোকজন ছাড়া কাকপক্ষীও আয়োজনটার কথা জানে না। নির্দিষ্ট সময়ে সবাই যে যার জায়গায় উপস্থিত থাকবে। সমাবেশের জায়গাটা কোথায় জানার জন্যে দশ মিলিয়ন পেসো ঘুস দিয়েছি আমি। বোকার দল তাদের কাজ শেষ করবে, তারপর তাদের বলি দেওয়া হবে। শুধু যে তাদের মুখ বন্ধ করাই উদ্দেশ্য তা নয়, আমাদের নির্দেশ পালনের জন্যে যারা অপেক্ষা করছে তাদেরকে সতর্কও করা হবে।'

'আমার অভিনন্দন গ্রহণ করো। তোমার কাজ অত্যন্ত নিখুঁত।

'কৌশল আর বুদ্ধিমত্তা দেখানোর সুযোগ তোমাকে ছেড়ে দিয়েছি আমি।'

টপিটজিনের মন্তব্যের পর কয়েকটা মুহূর্তে নিস্তব্ধতার ভেতর কাটল, দু'জনেই যে যার চিন্তায় মগ্ন। অবশেষে নড়ে উঠলো দ্বিতীয় লোকটা, গাউনের ভেতর থেকে ব্র্যান্ডির একটা বোতল বের করলো, উঁচু করে দেখালো টপিটজিনকে। 'তোমার স্বাস্থ্য।'

হেসে উঠে হুইস্কির গ্লাসটা টপিটজিনও উঁচু করলো। 'যৌথ অভিযানের সাফল্য কামনায়।'

'আমি দেখার অপেক্ষায় আছি, আমাদের মেধা আর পরিশ্রমের ফল ভবিষ্যতকে কিভাবে বদলে দেয়।'

একত্রিশ

ডেনভারের অদূরে বাকলি এয়ারফিল্ড থেকে আকাশে উঠে পড়লো চিহ্ন বিহীন বীচক্রাফট জেট বিমানটা। এঞ্জিনের গর্জন কমেছে কিছুটা। তুষার ঢাকা রকি পর্বতমালার চূড়াগুলো পিছিয়ে পড়লো, বীচক্রাফট জেট আকাশের আরও ওপরে উঠে এল।

'প্রেসিডেন্ট শুভেচ্ছা জানিয়েছেন, আপনি যাতে তাড়াতাড়ি সেরে ওঠেন', ডেইল নিকোলাস বললেন। 'ঘটনার বর্ণনা শোনার পর ভয়ানক অসন্তুষ্ট হয়েছেন তিনি...'

'তিনি উপলব্ধি করেছেন আপনার ওপর দিয়ে কি রকম বিশ্রী একটা ধকল গেছে', মন্তব্য করলেন জুলিয়াস শিলার।

'এবং তিনি আমাদের সবার পক্ষ থেকে ক্ষমাপ্রার্থনা করেছেন। বলেছেন, আপনার নিরাপত্তার জন্যে সম্ভাব্য যে-কোন ব্যবস্থা নিতে তৈরি আছে মার্কিন প্রশাসন।'

'তাঁকে বললেন, আমি কৃতজ্ঞ', হে'লা কামিল উত্তর দিলেন। 'আমার তরফ থেকে তাঁর প্রতি একটাই অনুরোধ, আমার প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে যারা মারা পড়েছে তাদের পরিবারকে যেনো উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়।'

জুলিয়াস শিলার নিশ্চয়ই দিয়ে বললেন, সে-ব্যাপারে অবহেলা করা হবে না।

একটা বিছানায় শুয়ে আছেন হে'লা কামিল, পরনে সাদা স্যুইট-সুট। তাঁর ডান গোড়ালি প্লাস্টার করা হয়েছে। এক এক করে জুলিয়াস শিলার, ডেইল নিকোলাস ও সিনেটর পিটের দিকে তাকালেন তিনি। 'আমি সম্মানিত বোধ করছি, আপনাদের মতো ব্যক্তিত্ব নিউইয়র্কের পথে আমাকে সঙ্গদান করছেন।'

'আপনি কিন্তু বিড়ালকেও হার মানিয়েছেন', মুচকি হেসে এই প্রথম কথা বললেন সিনেটর।

হে'লা কামিলের ঠোঁট জোড়া সামান্য ফাঁক হলো। 'দ্বিতীয় ও তৃতীয় জীবন দান করার জন্যে আপনার ছেলের কাছে আমি ঋণী। অদ্ভুত সময়ে হাজির হওয়ার বিরল ক্ষমতা আছে ওর।'

'ডার্কের পুরোনো গাড়িটার অবস্থা দেখেছি স্বচক্ষে। কেমন করে বেঁচেছেন সবাই, কে জানে।' সিনেটর পিট বললেন।

'অত্যন্ত সুন্দর একটা বাহন ছিলো', আফসোসের সুর ধ্বনিত হলো হে'লার কণ্ঠে। 'নষ্ট হয়ে গেলো।'

কাশি দিয়ে ডেইল নিকোলাস বললেন, 'জাতিসংঘে আপনার ভাষণ প্রসঙ্গে কথা বলতে পারি, মিস কামিল?'

'আপনার লোকেরা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি সম্পর্কে নিরেট তথ্য প্রমাণ কিছু কি সংগ্রহ করতে পেরেছে?' হেলার কণ্ঠে তীক্ষ্ণতা।

চট করে জুলিয়াস শিলার আর জর্জ পিটের সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন ডেইল নিকোলাস। জবাব দিলেন সিনেটর, 'ভাল করে সার্চ করার সময় পাইনি আমরা। চারদিন আগে যেখানে ছিলাম, আজও প্রায় সেখানে...'

ডেইল নিকোলাস ইতস্তত ভাব নিয়ে শুরু করলেন, 'প্রেসিডেন্ট বলেছেন,...তিনি আশা প্রকাশ করেছেন...'

'সময় নষ্ট করার দরকার নেই, মি. নিকোলাস', হে'লা কামিল বাধা দিয়ে বললেন। 'আপনারা শান্ত হোন। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ভাষণে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কথা বলব।'

'আপনি মতো পাল্টেছেন জেনে আমি আনন্দিত।'

'যা ঘটে গেলো, আমি আপনাদের কাছে অন্তত এইটুকু ঋণী।'

ডেইল নিকোলাস স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'আপনার ঘোষণা প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানকে কিছু রাজনৈতিক সুবিধে এনে দেবে, অর্থাৎ আখমত ইয়াজিদ বেশ খানিকটা বেকায়দায় পড়বে। আমার তো ধারণা, ধর্মীয় মৌলবাদের বদলে জাতীয়তাবাদী চেতনার প্রসার ঘটবে মিশরে।'

'খুব বেশি কিছু আশা করো না', সতর্ক করলেন সিনেটর। 'দুর্গটা ধসে পড়ছে, আমরা শুধু ফাঁক-ফোকরগুলো ভরার চেষ্টা করছি।'

জুলিয়াস শিলার আশঙ্কা প্রকাশ করে বললেন, 'আমার ভয়, আখমত ইয়াজিদ মিস হে'লা কামিলের বিরুদ্ধে আরও মরিয়া হয়ে লাগবে।'

'আমি তা মনে করি না', দ্বিমত পোষণ করলেন ডেইল নিকোলাস। 'নিহত আতঙ্কবাদীদের সাথে ইয়াজিদের যোগাযোগ যদি এফ.বি.আই. আবিষ্কার করতে পারে, আর যদি ষাট জন প্লেন আরোহীর মৃত্যুর জন্যে তাকে দায়ী করা সম্ভব হয়, সাধারণ মিশরীয়রা তার ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবে। সারা দুনিয়া যদি তার সন্ত্রাসী তৎপরতার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, মিস হে'লা কামিলের ওপর আবার আঘাত হানতে সাহস পাবে না সে।

'একটা কথা ঠিক, মিশরীয়রা সুন্নী মুসলমান, শিয়া ইরানীদের মতো রক্ত পিপাসু নয়–আমরা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে ধীরে ধীরে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে চাইব। তবে আপনার দ্বিতীয় ধারণাটি ঠিক নয়। আমি বেঁচে থাকা পর্যন্ত আখমত ইয়াজিদ ক্ষান্ত হবে না। একের পর এক চেষ্টা করে যাবে সে, তাকে আমি সেধরনের ফ্যানাটিক হিসেবেই চিনি। হয়তো এই মুহূর্তেও আমাকে খুন করার প্ল্যান করছে সে।'

'উনি ঠিক বলেছেন', সিনেটর একমত হলেন। 'আখমত ইয়াজিদের ওপর আমাদের কড়া নজর রাখা দরকার।'

'জাতিসংঘে ভাষণ দেয়ার পর আপনার প্ল্যান কি?' জিজ্ঞেস করলেন জুলিয়াস শিলার।

'আজ সকালে, হাসপাতাল ছাড়ার আগে, প্রেসিডেন্ট হাসানের একটা মেসেজ পেয়েছি আমি', বললেন হে'লা কামিল। 'তিনি আমার সাথে দেখা করার ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন।'

ডেইল নিকোলাস সাবধান করে দিয়ে বললেন, 'আমাদের চৌহদ্দি থেকে বেরিয়ে গেলে আমরা কিন্তু আপনার নিরাপত্তার ব্যাপারে কোনো রকম গ্যারান্টি দিতে পারব না, মিস কামিল।'

'আপনাদের উদ্বেগের কোনো কারণ নেই', মৃদু হেসে হে'লা কামিল বললেন, 'প্রেসিডেন্ট সাদাত আততায়ীদের হাতে নিহত হবার পরে আমার দেশের সিকিউরিটি সিস্টেম বেশ সজাগ।'

'জানতে পারি, মিস কামিল, সাক্ষাৎকারটি কোথায় অনুষ্ঠিত হবে?' খোঁজ নিলেন জুলিয়াস শিলার। 'নাকি অনধিকার চর্চা হয়ে গেলো?'

'গোপন কোনো ব্যাপার নয়। দুনিয়ার সবাই জানবে। উরুগুয়ের পান্টা ডেল এসটে-তে মিলিত হব আমরা, আমি এবং প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান।'

তোবড়ানো, বুলেটে ঝাঁঝরা কর্ডটাকে গ্যারেজে নিয়ে আসা হয়েছে। চোখে অবিশ্বাস নিয়ে গাড়িটার চারদিকে ঘুরলো একবার এসবেনসন। 'গাড়ির অবস্থা যদি এই হয়, আপনারা বেঁচে আছেন কিভাবে?'

'গাড়রি মালিককে জিজ্ঞেস করো', পরামর্শ দিলো অ্যাল জিওর্দিনো। তার একটা হাত স্লিঙে ঝুলছে, গলায় একটা পট্টি বাঁধা হয়েছে, ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়েছে কানে।

ছয়টা সেলাই পড়েছে, তবে সবগুলো চুলের ভেতর আড়ালে, তাছাড়া অক্ষতই বলা যায় পিটকে। গাড়ির নাকে হাত বুলাচ্ছে ও, ওটা যেনো একটা পোষা প্রাণী।

অফিসঘর থেকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরিয়ে এলো লিলি। তার বাম গালে আঁচড়ের দাগ, ডান চোখে নিচটা ফুলে আছে।

'টেলিফোনে হিরাম ইয়েজার।'

মাথা ঝাঁকিয়ে এগিয়ে এলো পিট। এসবেনসনের কাঁধে এক হাত রেখে বললো, 'আমার গাড়িটাকে আগের চেয়ে সুন্দর করে দাও।'

'কমপক্ষে ছয় মাস, সঙ্গে প্রচুর টাকা লাগবে।' জানালো এসবেনসন।

'সময়, টাকা কোনোটাই সমস্যা নয়', পিট বলে, 'সরকার দেবে বিল।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে, অফিস ঘরে ঢুকে টেলিফোন উঠালো সে, 'হিরাম, আমার জন্যে কোনো খবর আছে?'

'বাল্টিক সাগর আর নরওয়ে উপকূল বাদ দিয়েছে আমি।'

'কারণ?'

'সেরাপিস লগ যে জিওলজিকাল বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে ওই এলাকার বৈশিষ্ট্য মেলে না। রাফিনাস যে অসভ্যদের বর্ণনা দিয়েছে তার সাথে প্রথম দিককার ভাইকিংদেরও কোনো মিল নেই। সে যাদের কথা লিখেছে, তাদের সাথে বরং বেশ খানিকটা সিদিয়ানদের মিল খুঁজে পাওয়া যায়, তবে গায়ের রঙ আরও গাঢ়।'

'কিন্তু সিদিয়ানরা এসেছিলো সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে', বললো পিট। 'সোনালি চুল বা ফর্সা চামড়া কোত্থেকে পাবে তারা!' এক সেকেন্ড চিন্তা করলো ও। 'আচ্ছা, আইসল্যান্ডের কথা ভেবেছ? আরও প্রায় পাঁচশো বছর ভাইকিংরা ওখানে বসবাস করেনি। রাফিনাস হয়তো এস্কিমোদের কথা বলে থাকতে পারে।'

'সম্ভব নয়', বললো ইয়েজার। 'চেক করে দেখেছি। এস্কিমোরা কখনোই আইসল্যান্ডে মাইগ্রেট করেনি। রাফিনাস পাইন বনের বর্ণনা দিয়েছে, আইসল্যান্ডে পাচ্ছ না। তাছাড়া, ভুলো না, ছয়শো মাইল লম্বা সাগর পাড়ি নিয়ে কথা বলছি আমরা, তার মধ্যে কয়েকটা সাগর সাংঘাতিক অশান্ত। ঐতিহাসিক মেরিন রেকর্ড বলছে, রোমান জাহাজের ক্যাপটেনরা তীরভূমিকে সাধারণত দু'দিনের বেশি চোখের আড়াল করতো না।'

'এখন তাহলে কোথায় খোঁজ করব আমরা?'

'ভাবছি আবার একবার পশ্চিম আফ্রিকার উপকূলে তল্লাশি চালাব। কিছু হয়তো চোখ এড়িয়ে গেছে।'

'অসভ্যদের সন্ধান পেতে চাইছ তুমি', বললো পিট। 'কিন্তু সেরাপিস গ্রীনল্যান্ডে এলো কি করে, এলো কি ব্যাখ্যা দেবে?'

'কমপিউটর আমাদের বাতাস স্রোতের হিসেবে দিলে বলতে পারব।'

'আজ রাতে আমি ওয়াশিংটন যাচ্ছি', বললো পিট। 'কাল তোমার সাথে দেখা করব।'

'ঠিক আছে', ম্লান কণ্ঠে বললো ইয়েজার।

ফোন রেখে অফিস থেকে বেরিয়ে এলো পিট। ওর চেহারা দেখে লিলি বুঝলো, আশাজাগানিয়া কিছু ঘটে নি।

'ভাল কোনো খবর নেই, তাই না?' পিটের পিছন থেকে জিজ্ঞেস করলো সে।

তার দিকে ফিরে কাঁধ ঝাঁকাল পিট। 'যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, আবার সেখানেই ফিরে এসেছি।'

পিটের বাহু ধরে মৃদু চাপ দিলো লিলি। 'হতাশ হয়ো না তো। ইয়েজার পারবে, তুমি দেখো।'

'কিন্তু সে তো আর জাদুকর নয়!'

অফিসঘরে উঁকি দিলো জিওর্দিনো। 'প্লেন ধরতে হলে এখুনি বেরিয়ে পড়তে হয়, পিট।'

হেঁটে এসে এসবেনসনের উদ্দেশ্যে মৃদু হাসলো পিট। 'ওকে ভালো করে দাও, আমাদের সবার জীবন বাঁচিয়েছে গাড়িটা।'

'তা করবো', এসবেনসন বলে, 'কিন্তু কথা দিতে হবে বুলেট আর স্কি ঢালের থেকে দূরে থাকবে!'

'ঠিক হ্যায়!'

বত্রিশ

পাবলিক গ্যালারিতে প্রশংসা আর হাততালির ঝড়; প্রধান ফ্লোরে বসে থাকা কূটনৈতিক নেতাদের সামনে কোনো রকম সাহায্য ছাড়াই মঞ্চে উঠে এলেন হে'লা কামিল। ক্রাচের সাহায্য নিয়ে হাঁটছেন তিনি। মাইকের সামনে একটু থেমে, জোরালো গলায় ভাষণ শুরু করলেন। স্পষ্ট, কাটা কাটা শব্দে। ধর্মের নামে নিরীহ লোকজনকে হত্যা থেকে বিরত থাকতে সবাইকে অনুরোধ জানালেন প্রথমে।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি আবিষ্কারের সমূহ সম্ভাবনা ঘোষণা করার পর গুঞ্জন উঠলো পুরো হল জুড়ে। তাঁকে হত্যা-প্রচেষ্টার জন্যে সরাসরি আখমত ইয়াজিদকে দায়ী করলেন হে'লা।

এরপর, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে তিনি বললেন, যে কোনো ভয়-ভীতি দেখিয়ে তাঁকে জাতিসংঘের মহাসচিবের পদ থেকে সরানো যাবে না।

মঞ্চ থেকে হে'লা নেমে যাওয়ার বহুক্ষণ পরেও চলতে থাকলো হাততালি।

'দারুণ এক মহিলা', প্রশংসা করে বললেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট। 'তাঁর মতো কাউকে পেলে মন্ত্রীসভায় থাকার জন্যে অনুরোধ জানাতাম আমি।' রিমোট কন্ট্রোলের বোতাম টিপে টিভি সেট বন্ধ করে দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'চমৎকার বললেন মহিলা', সিনেটর পিট সায় দিলেন। 'শব্দচয়ন তুলনাহীন। আখমত ইয়াজিদকে একেবারে ধুয়ে দিয়েছেন।'

'হ্যাঁ', প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমাদের জন্যে সেরা একটা ভাষণ।'

সিনেটর জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি জানেন নিশ্চয়ই, মিস কামিল প্রেসিডেন্ট হাসানের সাথে আলোচনা করার জন্যে উরুগুয়ে যাচ্ছে?'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'ডেইল নিকোলাস জানিয়েছে আমাকে। সার্চ কেমন এগোচ্ছে, সিনেটর?'

'লোকেশন খুঁজে বের করার জন্য নুমার কমপিউটর ফ্যাসিলিটি কাজ করছে।'

'এগিয়েছে কতদূর?'

'চারদিন আগে যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি আমরা।'

'পেন ইউনিভার্সিটির একজনকে চিনি আমি, ট্রিপল-এ রিসার্চার বলা হয় তাঁকে, যদি মনে করেন তাঁর সাহায্য নিতে পারেন আপনারা', পরামর্শ দিলেন প্রেসিডেন্ট।

'আজই যোগাযোগ করব আমি', বললেন সিনেটর।

ধীর ভঙ্গিতে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানের কাছে আর্টিফ্যাক্ট দেয়ার সময় ধীরে আখমতকে সরিয়ে দিলে কেমন হয়?'

'আমিও তাই মনে করি। কিন্তু ইয়াজিদ যেনো-তেনো লোক নয়।'

'নিশ্চই নিখুঁতও নয়।'

'তা বটে। কিন্তু আয়াতুল্লাহ খোমেনির মতো উন্মাদ নয় সে। চালাক লোক।'

সিনেটরের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট। 'তার সম্পর্কে খুব কম জানি আমরা।'

'সে দাবি করে, জীবনের প্রথম ত্রিশ বছর সিনাই মরুতে একা একা ঘুরে বেড়িয়েছে, আলাপ করেছে আল্লাহর সাথে।'

'লোকটার উচ্চাশা আছে, মানতে হবে', তিক্ত হাসি ফুটল প্রেসিডেন্টের মুখে। 'পয়গম্বর হতে চায়। তার সম্পর্কে একটা রিপোর্ট তৈরি করতে বলেছিলাম সি. আই. এ. চীফকে। বিশেষ করে ব্যাকগ্রাউন্ড সম্পর্কে। দেখা যাক, কতোদূর কি করলো ওরা।' ইন্টারকমে কথা বললেন তিনি, 'ডেইল, একটু আসবে?'

পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে ওভাল অফিসে চলে এলেন ডেইল নিকোলাস।

'আমরা আখমত ইয়াজিদকে নিয়ে আলাপ করছিলাম', তাকে জানালেন প্রেসিডেন্ট। 'সিআইএ কি ওর জীবন-বৃত্তান্ত পেয়েছে?'

'ঘণ্টাখানেক আগে মার্টিন ব্রোগানের সাথে আমরা কথা হয়েছে। গবেষকরা এক কি দু'দিনের মধ্যে ফাইল তৈরির কাজটা শেষ করতে পারবে বলে জানিয়েছে।'

'শেষ হলেই সেটা আমি দেখতে চাই।' সোফা ছেড়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট।

'ধরুন', বললেন সিনেটর, 'আগামী কয়েক সপ্তাহর মধ্যে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির অস্তিত্ব আবিষ্কার হলো। আমরা সম্ভবত লাইব্রেরির শিল্পকর্ম আর নক্সাগুলো মিশরকে ফিরিয়ে দেব। কিন্তু তার আগে, আনঅফিশিয়ালি, গোটা ব্যাপারটা সম্পর্কে আগেই যদি একটা আভাস দিয়ে রাখি প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানকে, কেমন হয় সেটা?'

'হ্যাঁ, তাঁর জানা দরকার। আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে আমার পক্ষ থেকে ব্যাপারটা তাকে জানান আপনি, সিনেটর।'

কাঁধ ঝাঁকালেন সিনেটর পিট। 'সরকারি বিমান পেলে মঙ্গলবার আমেরিকা ছেড়ে মিশরে উড়ে যেতে পারি আমি। প্রেসিডেন্ট হাসানকে গোটা ব্যাপারটা জানিয়ে আবার ফিরে আসবো ওইদিন বিকেলেই।'

'প্রেসিডেন্ট হাসানকে ব্যাক্তিগতভাবে বলবেন, ইয়াজিদের বিরুদ্ধে তিনি যদি কোনো অ্যাকশন নিতে চান, আমি তাকে সর্বাত্মক সাহায্য করতে প্রস্তুত।'

'বাজে আইডিয়া', সিনেটর পিট বললেন, 'এই প্রস্তাব ফাঁস হলে আপনার সরকার টলে যাবে।'

'আপনার সততার প্রতি আমার আস্থা আছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন সিনেটর। 'লাইব্রেরির বই-পুস্তক, শিল্পকর্ম বিষয়ক কথা-বার্তা আমি বলবো। কিন্তু ইয়াজিদকে দুনিয়ার বুক থেকে সরিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে আমার পক্ষে কিছু বলা সম্ভব নয়।'

নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন প্রেসিডেন্ট। সিনেটরের সঙ্গে হাত মেলালেন।

'আমি কৃতজ্ঞ, বন্ধু। বুধবার আপনার রিপোর্টের আশায় থাকবো।'

'বিদায়, প্রেসিডেন্ট।'

ওভাল অফিস ছেড়ে বেরুনোর সময় সিনেটর পিটের মনে হলো, বুধবার সন্ধ্যেয় নির্ঘাত একা একা ডিনার করবেন প্রেসিডেন্ট।

তেত্রিশ

আর মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যে মূল ভূখণ্ডের পশ্চিমে ডুব দেবে সূর্য, এই সময় পান্টা ডেল এসটে-র ছোট্ট বন্দরে সাবলীল ভঙ্গিতে ঢুকে পড়লো প্রমোদতরী লেডি ফ্ল্যামবোরো। মৃদুমন্দ দেখিনা বাতাসে উড়ছে ব্রিটেনের পতাকা।

সুশোভিত, সুদর্শন একটা জাহাজ, দেখামাত্র চোখ জুড়িয়ে যায়। কখনোই একশোর বেশি আরোহী তোলা হয় না। তাদের সেবা করার জন্যে রয়েছে সমান সংখ্যক ক্রু সদস্য। সান হুয়ান থেকে আসার সময় এবার অবশ্য কোনো আরোহী নিয়ে আসেনি লেডি ফ্ল্যামবোরো।

'টু ডিগ্রীজ পোর্ট', কৃষ্ণাঙ্গ পাইলট বললো।

'টু ডিগ্রীজ পোর্ট', সাড়া দিলো হেলমসম্যান।

খাকি শর্টস আর শার্ট পরে আঙুলের মতো লম্বা মাটির বাড়তি অংশটির ওপর হিসেবি চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকলো পাইলট, মাটির বাড়তি এই অংশটাই আড়াল করে রেখেছে বে-কে। ধীরে ধীরে সেটাকে ছাড়িয়ে এলো লেডি ফ্ল্যামবোরো।

'স্টারবোর্ডের দিকে ঘুরতে শুরু করো–হোল্ড স্টেডি অ্যাট জিরো এইট জিরো।'

নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করলো হেলমসম্যান, অত্যন্ত ধীরগতিতে নতুন কোর্স ধরলো জাহাজ।

আরও অনেক রঙচঙে প্রমোদতরী ও ইয়ট রয়েছে বন্দরে। অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন উপলক্ষ্যে ভাড়া করা হয়েছে অনেক জাহাজ, বাকিগুলো তাদের আরোহীদের নামাচ্ছে।

নোঙর করার স্থান থেকে আধ কিলোমিটার দূরে থাকতে পাইলট নির্দেশ দিলো 'ডেড স্টপ!'

শান্ত পানি কেটে আপন গতিতে এগোল লেডি ফ্ল্যামবোরো, দূরত্ব কমিয়ে এনে ধীরে ধীরে থামছে। সন্তুষ্ট হয়ে পোর্টেবল ট্রান্সমিটারে পাইলট জানাল, 'পজিশনে পৌঁছেছি আমরা। হুক ফেলো।'

নির্দেশটা বো-র দিকে পাঠানো হলো, সাথে সাথে পানিতে ফেলা হলো নোঙর। এতক্ষণে এঞ্জিন বন্ধ করার নির্দেশ দিলো পাইলট।

সাদা ইউনিফর্ম পরা এক ভদ্রলোক ঋজু ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, সহাস্য বদনে করমর্দনের জন্যে পাইলটের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। 'প্রতিবারের মতই নিখুঁত, মি. ক্যাম্পোস।' ক্যাপটেন অলিভার কলিন্স বিশ বছর ধরে পাইলট হ্যারি ক্যাম্পোসকে চেনেন।

'আর যদি ত্রিশ মিটার লম্বা হতে জাহাজটা, কোনোমতেই বন্দরে ঢোকাতে পারতাম না।' তামাকের দাগে কালো দাঁত বের করে হাসলো ক্যাম্পোস। 'তবে আমরা ওপর নির্দেশ আছে, বন্দরেই নোঙর ফেলতে হবে, জেটিতে ভিড়তে পারব না।'

'অবশ্যই নিরাপত্তার কারণে, আন্দাজ করা যায়', ক্যাপটেন বললেন।

আধপোড়া একটা চুরুট ধরাল পাইলট। 'শীর্ষ সম্মেলনের প্রস্তুতি গোটা দ্বীপটাকে ওলটপালট করে ছেড়েছে। সিকিউরিটি পুলিসের হাবভাব দেখে মনে হয় প্রতিটি পাম গাছের আড়ালে একজন করে স্নাইপার লুকিয়ে আছে।'

ব্রিজের জানাল দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার জনপ্রিয় খেলার মাঠের দিকে তাকালেন ক্যাপটেন। 'আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সম্মেলন চলার সময় এই জাহাজে মেক্সিকো আর মিশরের প্রেসিডেন্ট থাকবেন।'

'তাই?' বিড়বিড় করে বিস্ময় প্রকাশ করলো পাইলট। 'তাহলে সেজন্যেই তীর থেকে দূরে রাখতে বলা হয়েছে আপনাকে।'

'আসুন না, আমার কেবিনে বসে গলাটা ভিজিয়ে নেবেন, আমন্ত্রণ জানালেন ক্যাপটেন কলিন্স।'

'অসংখ্য ধন্যবাদ', মাথা নেড়ে বললো ক্যাম্পোস। বন্দরের জাহাজগুলোর দিকে একটা হাত তুললো সে। 'আজ অনেক কাজ, আরেক দিন হবে।'

কাগজ-পত্র সেই করিয়ে নিয়ে বন্দর পাইলট ক্যাম্পোস নিজের বোটে নেমে গেলো। হাত নাড়লো সে, তাকে নিয়ে চলে গেলো বোট।

'এত আনন্দ আর কখনও পাই নি', কলিন্সের ফার্স্ট অফিসার মাইকেল ফিনি বললো। 'ক্রুরা সবাই হাজির, কিন্তু আরোহী বলতে কেউ নেই। ছয়দিন ধরে আমার মনে হচ্ছে, মারা যাবার পর স্বর্গে পাঠানো হয়েছে আমাকে।'

কোম্পানির নির্দেশ, ক্রুরা যতটা সময় জাহাজ চালানোয় ব্যয় করবে, সেই একই পরিমাণ সময় ব্যয় করতে হবে আরোহীদের মনোরঞ্জনের জন্যে। এই দায়িত্ব পছন্দ নয় মাইকেল ফিনির। অত্যন্ত দক্ষ একজন নাবিক সে, মেইন ডাইনিং সেলুনের কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে সরে থাকে, খাওয়া দাওয়া সারে সঙ্গী অফিসারদের সাথে, সারাক্ষণ জাহাজের খবরদারিতে ব্যস্ত থাকতে পছন্দ করে। শরীরটা তার প্রকাণ্ড, ড্রাম আকৃতির ধড়, আঁটসাঁট ইউনিফর্ম ছিঁড়ে সেটা যেনো প্রতি মুহূর্তে বিস্ফোরিত হতে চাইছে।

'নেতাদের গাল-গল্প নিশ্চয়ই তুমি শুনতে চাইবে', কৌতুক করে বললেন ক্যাপটেন।

চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে মাইকেল ফিনি বললো, 'ভি. আই. পি. প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতা সুখকর নয়। একই প্রশ্ন বারবার করা তাঁদের একটা বদঅভ্যেস।'

'কিন্তু আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে আরোহী মাত্রেই শ্রদ্ধেয়, মাইক। আগামী কয়েকটা দিন নিজের আচরণের প্রতি লক্ষ রেখো, প্লীজ। অতিথি হিসেবে এবার আমরা বিদেশী নেতা আর রাষ্ট্রপ্রধানদের পাচ্ছি।'

জবাব দিলো না মাইকেল ফিনি, সৈকতের দিকে তাকিয়ে আকাশ ছোঁয়া ভবনগুলো দেখছে। 'পুরানো শহরটায় যখনই আসি, প্রতিবার নতুন একটা হোটেল দেখতে পাই।'

'হ্যাঁ, তুমি তো উরুগুয়েরই লোক।'

'মন্টিভিডিয়োর সামান্য পশ্চিমে জন্ম আমার।'

'বাড়ি ফেরার আনন্দটুকু উপভোগ করছো না?'

'এ শহরে, শুধু শহরে কেনো, এ দেশে আপন বলতে কেউ নেই আমরা। ষোলো বছর বয়স থেকে জাহাজে চাকরি নিয়ে সাগরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, সাগরই আমার আসল ঠিকানা।' মাইকেল ফিনি-র চেহারা হঠাৎ বিরূপ হয়ে উঠল। জানালার দিকে একটা হাত তুলে দেখালো সে। 'ওই যে, ব্যাটারা আসছে–কাস্টমস আর ইমিগ্রেশন ইন্সপেক্টরের দল।'

'প্যাসেঞ্জার নেই, ক্রুরাও কেউ তীরে নামছে না, রাবার স্ট্যাম্প মেরেই চলে যাবে ওরা।'

'হেলথ ইন্সপেক্টরকে বিশ্বাস নেই, প্যাঁচ কষলেই হলো!'

'পারসারকে জানাও, মাইক। তারপর ওদেরকে নিয়ে আমার কেবিনে চলো এসো।'

'মাফ করবেন, স্যার, একটু বেশি খাতির করা হয়ে যাবেনা? স্রেফ কাস্টমস ইন্সপেক্টরদের ক্যাপটেনের কেবিনে ডাকা কি উচিত?'

'হয়তো একটু বেশি হচ্ছে, তবে বন্দরে থাকার সময় বিশেষ করে ওদের সাথে সদ্ভাভ রাখতে চাই আমি', ক্যাপটেন বললেন। 'বলা তো যায় না কখন আমাদের উপকার দরকার হয়।'

'ইয়েস স্যার!'

লেডি ফ্ল্যামবোরোর গায়ে বোট ভিড়ল, মই বেয়ে উঠে এলো অফিসাররা। ইতোমধ্যে সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। হঠাৎ করে জাহাজের আলো জ্বলে উঠে ঝলমলে করে তুললো আপার ডেক আর সুপারস্ট্রাকচার। শহর আর অন্যান্য জাহাজের আলোকমালার মাঝখানে নোঙর করা লেডি ফ্ল্যামবোরোকে গহনার বাক্সে হীরের একটা টুকরো মনে হলো।

উরুগুয়ের সরকারি অফিসারদের নিয়ে পাইলটের কেবিনের দিকে এগিয়ে আসতে দেখা গেলো ফার্স্ট অফিসার মাইকেল ফিনিকে। তাকে অনুসরণরত পাঁচজন লোককে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন ক্যাপটেন। অভিজ্ঞ মানুষ, তাঁর চোখকে ফাঁকি দেয়া সহজ নয়। প্রায় সাথে সাথেই বুঝলেন তিনি, কোথায় কি যেনো একটা মিলছে না। অন্তত পাঁচজনের মধ্যে একজনকে অদ্ভুত লাগলো তাঁর। লোকটার মাথায় স্ট্র হ্যাট, এতো চওড়া আর নিচে নেমে আছে যে তার চোখ দুটো দেখা গেলো না। পরে আছে একটা জাম্পসুট। বাকি সবার পরনে স্বাভাবিক ইউনিফর্ম। ক্যারিবিয়ান দ্বীপগুলোর বেশিরভাগ অফিসারই এই ইউনিফর্ম পরে।

অদ্ভুত লোকটা তার সঙ্গীদের পিছু পিছু আসছে মাথা নিচু করে। সবাইকে নিয়ে দোরগোড়ায় পৌঁছল মাইকেল ফিনি, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে অফিসারদের আগে ঢোকার সুযোগ করে দিলো।

সামনে বাড়লেন ক্যাপটেন কলিন্স। 'গুড ইভনিং, জেন্টলমেন। লেডি ফ্ল্যামবোরোয় আপনাদের স্বাগত জানাই। আমি ক্যাপটেন অলিভার কলিন্স।'

কি ব্যাপার, অফিসাররা কেউ নড়ছে না বা কথা বলছে না কেনো! মাইকেল ফিনির সাথে দৃষ্টি বিনিময় করলেন ক্যাপটেন। এই সময় জাম্পসুট পরা লোকটা এক পা সামনে বাড়লো। পা থেকে ধীরে ধীরে জাম্পসুটটা খুলে ফেললো সে, ভেতরে দেখা

গেলো সোনার কাজ করা সাদা ইউনিফর্ম, হুবহু ক্যাপটেন কলিন্স যেমন পরে আছেন। মাথা থেকে স্ট্র হ্যাটটা নামাল সে, পরল একটা ক্যাপ, ইউনিফর্মের সাথে মানানসই।

সাধারণত কোনো ব্যাপারেই দিশেহারা হন না ক্যাপটেন, কিন্তু আজ চোখের সামনে এ-ধরনের একটা ঘটনা ঘটতে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন। তাঁর মনে হলো, তিনি যেনো একটা আয়নায় তাকিয়ে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখছেন। আগন্তুককে তাঁর যমজ ভাই বলে অনায়াসে চালিয়ে দেয়া যায়।

'কে আপনি?' বাকশক্তি ফিরে পেয়ে কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ক্যাপটেন। 'কি ঘটছে এখানে?'

'নাম জেনে আপনার কাজ নেই', সবিনয় হাসির সাথে বললো সুলেমান আজিজ। 'আপনার জাহাজের দায়িত্ব এখন থেকে আমি নিলাম।'

চৌত্রিশ

চোরাগুপ্তা হামলার সাফল্য নির্ভর করে হতচকিত করে দেয়ার ওপর। সুলেমান আজিজ আর তার অনুচররা কাজটা এমন নিখুঁতভাবে সারল যে ক্যাপটেন, ফার্স্ট অফিসার আর পারসার ছাড়া জাহাজের আর কেউ জানতেই পারলো না তাদের জাহাজে বেদখল হয়ে গেছে। ওদের তিনজনকে ফার্স্ট অফিসার মাইকেল ফিনি-র কেবিনে নিয়ে যাওয়া হলো, বাঁধা হলো হাত-পা, মুখে টেপ লাগানো হলো, বন্ধ দরোজার ভেতর পাহারায় থাকলো সশস্ত্র একজন লোক।

সুলেমান আজিজের সময়ের হিসেবটাও নিখুঁত। উরুগুয়ের নির্ভেজাল কাস্টমস অফিসাররা মাত্র বারো মিনিট পর হাজির হলো জাহাজে। মাইকেল কলিন্সের প্রায় নিখুঁত ছদ্মবেশ নিয়েছে সে, অফিসারদের অভ্যর্থনা জানাল এমনভাবে যেনো তাদের সাথে তার কতকালের পরিচয়। মাইকেল ফিনি আর পারসারের ভূমিকায় যে দুজনকে বেছে নিয়েছে, বেশিরভাগ সময় ছায়ায় ভেতর থাকলো তারা। দু'জনেই তারা অভিজ্ঞ নাবিক, যাদের ভূমিকায় নামানো হয়েছে তাদের সাথে চেহারার মিলও যথেষ্ট। তিন মিটারের বেশি দূর থেকে খুব কম লোকই তাদের চেহারার পার্থক্য ধরতে পারবে।

অনুসন্ধান শেষ করে কাস্টমস অফিসাররা বিদায় নিল। কলিন্সের সেকেন্ড আর থার্ড অফিসারকে ক্যাপটেনের কেবিনে ডেকে পাঠাল সুলেমান আজিজ। এটাই হবে তার প্রথম ও কঠিনতম পরীক্ষা। এই দুই অফিসারের চোখকে যদি ফাঁকি দিতে পারা যায়, নিরীহ ও অজ্ঞ সহযোগী হিসেবে তার স্বার্থে আগামী চব্বিশ ঘণ্টা অমূল্য অবদান রাখবে তারা।

প্লেন হাইজ্যাক করার আগে, ক্যাপটেন ডেইল লেমকের ভূমিকা গ্রহণের সময়, ছদ্মবেশ নেয়ার পদ্ধতিটা ছিলো অন্যরকম। ডেইল লেমকেকে খুন করার পর অনায়াসে তার মুখের একটা প্লাস্টিক ছাঁচ তৈরি করে নিয়েছিলো সে। লেডি ফ্ল্যামবোরোর ক্যাপটেন অলিভার কলিন্সকে খুন করার সুযোগ হয়নি তার, কাজেই তাঁর ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে মাইকেল কলিন্সের আটটা ফটো সংগ্রহ করে সে। কণ্ঠস্বর কলিন্সের সমান পর্দায় তোলার জন্যে বিশেষ একধরনের মেডিসিন ইঞ্জেকশনের মাধ্যমে শরীরে গ্রহণ করতে হয়েছে তাকে।

দক্ষ একজন শিল্পীকে ভাড়া করে সুলেমান আজিজ, কলিন্সের ফটোগুলো দেখে লোকটা তাকে বানিয়ে দেয় একটা মূর্তি। ভাস্কর্যটি থেকে নারী ও পুরুষ, দু'ধরনের ছাঁচ তৈরি করা হয়। সেই ছাঁচ মুখোশ হিসেবে কাজে লাগায় সুলেমান আজিজ। কলিন্সের মুখের রঙ আনার জন্যে মুখোশে ব্যবহার করা হয় গাছের দুধসাদা নির্যাস। ফোমের তৈরি কান লাগিয়েছে সুলেমান আজিজ। কলিন্সের চোখের রঙ পাবার জন্যে কন্টাক্ট লেন্স ব্যবহার করেছে। দাঁতে পরেছে টুথক্যাপ।

'ক্ষমা করবেন, জেন্টলমেন, ঠাণ্ডা লেগে গলাটা বসে গেছে।'

'জাহাজের ডাক্তারকে খবর দেব?' সেকেন্ড অফিসার হারবার্ট পারকার জিজ্ঞেস করলো। দীর্ঘদেহী সে, রোদে পোড়া তামাটে রঙ গায়ের, শিশুসুলভ নিরীহ চেহারা।

ভুল হয়ে গেছে, ভাবল সুলেমান আজিজ। ক্যাপটেন কলিন্সকে চেনে ডাক্তার, কাছ থেকে পরীক্ষা করলেই মুখোশটা চিনে ফেলতে পারে। 'এর মধ্যে তিনি আমাকে এক গাদা ট্যাবলেট দিয়েছেন, এখন ভালর দিকে।'

থার্ড অফিসার, স্কটল্যান্ডের অধিবাসী, নাম আইজ্যাক জোন্স, কপাল থেকে লাল চুল সরিযে গলাটা সামনের দিকে লম্বা করলো। 'আমাদের কিছু করার আছে, স্যার?'

'হ্যাঁ, আছে বৈকি, মি. জোন্স!' অফিসারদের ফটো দেখা আছে, নাম-ধামও জানা কাজেই আলাপ চালিযে যেতে সুলেমান আজিজের কোনো অসুবিধে হচ্ছে না। 'আমাদের ভি.আই. পি. প্যাসেঞ্জাররা কাল বিকেলে আসছেন। অভ্যর্থনা কমিটির নেতৃত্ব দেবে তুমি। একসাথে দু'জন প্রেসিডেন্টকে অতিথি হিসেবে পাওয়া দুর্লভ একটা সম্মান, স্বভাবতই কোম্পানি আশা করবে প্রথমশ্রেণীর আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করব আমরা।'

'ইয়েস স্যার', দৃঢ়কণ্ঠে বললে জোন্স। 'ভরসা রাখতে পারেন।'

'মি. পারকার।'

'ক্যাপটেন।'

'এক ঘণ্টার মধ্যে একটা বোট আসছে, কোম্পানির কার্গো নিয়ে। তুমি লোডিং অপারেশনের চার্জে থাকবে। আজ সন্ধ্যায় সিকিউরিটি অফিসারদের একটা দলও আসছে। তাঁদের থাকার জন্যে উপযুক্ত ব্যবস্থা করবে, প্লীজ।'

'কার্গো নিতে হবে? নোটিশটা আরও আগে পেলে ভালো হত না, স্যার? আর, আমি ভেবেছিলাম, মিশরীয় ও মেক্সিকোর সিকিউরিটি অফিসাররা আসবেন কাল সকালে।'

'আমাদের কোম্পানীর ডিরেক্টররা চিরকাল রহস্যময় আচরণ করেন', খানিকটা অভিযোগের সুরে বললো সুলেমান আজিজ। 'সশস্ত্র অতিথিদের কথা যদি বলেন, এ ক্ষেত্রেও কোম্পানির আদেশ কাজ করছে। সাবধানের মার নেই ভেবে তারা নিজেদের লোক রাখতে চাইছে।'

'তার মানে একদল সিকিউরিটি অফিসার আরেকদল সিকিউরিটি অফিসারের ওপর নজর রাখবে?'

'অনেকটা তাই। আমার ধারণা, লয়েডস ব্যাঙ্ক অতিরিক্ত সাবধানতা অবলম্বন করা দাবি জানিয়েছে, তা না হলে বীমার রেট বাড়িয়ে দেবে।'

'বুঝতে পারছি।'

'কোন প্রশ্ন, জেন্টলমেন?'

কারও কোনো প্রশ্ন নেই, অফিসাররা চলে যাবার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল।

'হারবার্ট, আরেকটা কথা', বললো সুলেমান আজিজ। 'কার্গো লোড করবে যতটা সম্ভব চুপচাপ আর তাড়াতাড়ি, প্লীজ।'

'ঠিক আছে, স্যার।'

ডেকে বেরিয়ে গিয়ে হারবার্ট পারকার, আইজ্যাক জোন্সের দিকে তাকালো। 'শুনলে? উনি আমার নামের প্রথম অংশ ধরে ডাকলেন। ব্যাপারটা অদ্ভুত নয়?'

জোন্স নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'উনি বোধহয় সত্যি খুব অসুস্থ।'

ঠিক এক ঘণ্টা পরই লেডি ফ্ল্যামবোরোর পাশে এসে থামলো লোডিং ক্রাফট, সাথে সাথে একটা সেতুবন্ধন রচনা করা হলো।.কার্গো লোড করার সময় কোনো বিঘ্ন ঘটল না। সুলেমান আজিজের বাকি লোকরাও, সবার পরনে বিজনেস সুট, পৌঁছল জাহাজে। চারটে খালি স্যুইট ছেড়ে দেয়া হলো তাদেরকে

মাঝরাতের দিকে মাল খালাস করে অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো ল্যান্ডিং ক্রাফট। লেডি ফ্ল্যামবোরোর সেতু তুলে নেয়া হলো। হোল্ডের ভেতর ঠাঁই পেয়েছে কার্গো, হোল্ডের বিশাল ডাবল ডোর বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

মাইকেল ফিনি-র দরোজায় তিনবার টোকা দিলো সুলেমান আজিজ। সামান্য ফাঁক হলো কবাট, ভেতর থেকে উঁকি দিলো সশস্ত্র গার্ড। কার্পেট মোড়া প্যাসেজওয়ের দু'দিকে চট করে একবার তাকালো সুলেমান আজিজ, কেউ কোথাও নেই। তাড়াতাড়ি কেবিনের ভেতর ঢুকে পড়লো সে।

গার্ডের দিকে তাকিয়ে ইঙ্গিত করলো সে। নিঃশব্দে এগিয়ে গেলো গার্ড। ক্যাপটেন মাইকেল কলিন্সের মুখ থেকে টেপটা খুলে দিলো সে।

'কষ্ট দিতে হচ্ছে, সেজন্যে সত্যি আমি দুঃখিত, ক্যাপটেন', বললো সুলেমান আজিজ। 'কিন্তু ধরুন, যদি আপনাকে আটকে না রেখে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে দিতাম, আপনি পালাতে চেষ্টা করতেন না? বা ক্রুদের সাবধান করতেন না?'

একটা চেয়ার আড়ষ্ট ভঙ্গিতে বসে আছেন ক্যাপটেন, হাত আর পা চেয়ারের সাথে বাঁধা, চোখে আগুন ঝরা দৃষ্টি। 'তুমি একটা নর্দমার কীট!'

'তোমরা ব্রিটিশরা, জুতসই গাল দিতেও জানো না!' হেসে উঠলো সুলেমান আজিজ। 'আমেরিকানরা এ ব্যাপারে ওস্তাদ। তারা চার অক্ষরের শব্দ ব্যবহার করে যা বলে তারচেয়ে খারাপ খিস্তি আর হয় না।'

'তুমি আমার ক্রুদের কোনো সাহায্য পাবে না।'

'কিন্তু আমি যদি আমার লোকদের অর্ডার দিই, আপনার মহিলা ক্রুদের গলা কেটে সাগরে ফেলে দিতে? এদিকের পানিতে হাঙর আছে তা তো আপনি জানেনই।'

হাত-পা বাঁধা থাকলেও, রাগের মাথায় সুলেমান আজিজের দিকে লাফিয়ে পড়তে চাইলো মাইকেল ফিনি। তার তলপেটে রাইফেলের মাজল চেপে ধরে বাঁধা দিলো গার্ড চেয়ারে পিছিয়ে গেলো ওয়েট, ব্যথায় কুঁচকে উঠলো তার চেহারা।

ক্যাপটেন একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সুলেমান আজিজের দিকে। 'যা খুশি করতে পারো তুমি, টেরোসিস্টদের সাথে কোনো সহযোগিতার প্রশ্ন ওঠে না', দৃঢ়কণ্ঠে বললেন তিনি।

'সন্ত্রাসবাদী বলুন আর যাই বলুন, প্রথমশ্রেণীর প্রফেশনাল আমরা', শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলো সুলেমান আজিজ। 'কাউকে খুন করার কোনো ইচ্ছেই আমাদের নেই। টাকা চাই, আর তাই আমরা প্রেসিডেন্ট হাসান ও প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোকে আটক করব। আপনারা যদি বাঁধা হয়ে না দাঁড়ান, দুই সরকারের সাথে একটা সমঝোতায় আসব আমরা, টাকা নিয়ে চলে যাব।'

সুলেমান আজিজের মুখোশ আঁটা চেহারা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন ক্যাপটেন কলিন্স, লোকটা মিথ্যে বলছে কিনা বুঝতে চাইছেন। তাঁর মনে হলো, লোকটা সত্যি কথাই বলছে। ভদ্রলোকের জানা নেই, সুলেমান আজিজের রয়েছে দুর্লভ অভিনয় প্রতিভা।

'তা না হলে তুমি আমার ক্রুদের খুন করবে?'

'তাদের সাথে আপনাকেও।'

'কি চাও তুমি?'

'প্রায় কিছুই না। মি. পারকার আর মি. জোন্স আমাকে ক্যাপটেন কলিন্স বলে বিশ্বাস করে নিয়েছেন। কিন্তু আমার দরকার ফার্স্ট অফিসারের সার্ভিস। আপনি তাকে আমার নির্দেশ মানার হুকুম দিন।'

'কেন, মি. ফিনির সার্ভিস কেনো দরকার তোমার?'

'আপনার কেবিনে ডেস্ক ড্রয়ারটা খুলে অফিসারদের পার্সোনাল রেকর্ড পড়েছি আমি', বললো সুলেমান আজিজ। 'মি. মাইকেল ফিনি এদিকের পানি সম্পর্কে জানেন।'

'ঠিক কি চাইছ?'

'একজন পাইলটকে জাহাজে ডাকার ঝুঁকি আমরা নিতে পারি না', ব্যাখ্যা করলো সুলেমান আজিজ। 'কাল সন্ধের পর হেলম-এর দায়িত্ব ফিনিকে নিতে হবে, জাহাজটাকে চালিয়ে চ্যানেল থেকে বের করে নিয়ে যাবেন উনি খোলা সাগরে।'

শান্তভাবে প্রস্তাবটি বিবেচনা করলেন ক্যাপটেন। খানিক পর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন তিনি। 'বন্দর কর্তৃপক্ষ খবর পাওয়ামাত্র প্রবেশপথ বন্ধ করে দেবে, ক্রুদের তোমরা খুন করার ভয় দেখাও আর নাই দেখাও।'

'টের পাবে না। কালো রঙ করা একটা জাহাজ কালো রাতে অনায়াসে কর্তৃপক্ষের চোখকে ফাঁকি দিতে পারে।'

'কতদূর যেতে পারবে বলে মনে করো? দিনের আলো ফোটার সাথে সাথে লেডি ফ্ল্যামবোরোর একশো মাইল ঘিরে চারদিকে গিজগিজ করবে পেট্রল বোট।'

'তারা আমাদের খুঁজে পাবে না', আশ্বস্ত করার সুরে বললো সুলেমান আজিজ।

সামান্য অস্থির দেখালো ক্যাপটেনকে। 'বললেই তো হবে না। লেডি ফ্ল্যামবোরোর মতো একটা জাহাজকে কেউ লুকিয়ে ফেলতে পারে না।'

'সত্যি কথা', বললো সুলেমান আজিজ, সবজান্তর হাসি ফুটে উঠলো তার ঠোঁটে। 'অন্যের বেলায় সত্যি। কিন্তু আমি এটাকে গায়েব করে দিতে পারি।'

কাল সকালে অভ্যর্থনা অনুষ্ঠান, নিজের কেবিনে বসে নোট লিখছে আইজ্যাক জোন্স। দরোজায় নক করে ভেতরে ঢুকল হারবার্ট পারকার। ক্লান্ত সে, ইউনিফর্ম ঘামে ভিজে আছে।

ঘাড় ফিরিয়ে তার দিকে তাকালো জোন্স। 'লোডিং ডিউটি শেষ হলো?'

'হ্যাঁ, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'

'ঘুমোবার আগে এক ঢোক চলবে নাকি?'

'তোমার স্কটিশ মল্ট হুইস্কি?'

ডেস্ক ছেড়ে উঠলো আইজ্যাক জোন্স, ড্রেসারের দেরাজ থেকে একটা বোতল বের করলো। দুটে গ্লাসে হুইস্কি ভরে ফিরে এলো সে। 'ব্যাপারটাকে এভাবে দেখো–ভোররাতে নোঙর পাহারা দেয়ার দায়িত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছো।'

'কার্গো লোডিঙের চেয়ে সেটাই ভালো ছিলো', ক্লান্ত সুরে বললো মার্টিন। 'তোমার কি খবর?'

'এইমাত্র ডিউটি শেষ হলো।'

'তোমার পোর্টে আলো না দেখলে ভেতরে ঢুকতাম না।'

'সকালের অনুষ্ঠানটা সুন্দর হওয়া চাই, তাই খুঁটিনাটি বিষয়গুলো লিখে রাখছিলাম।'

'ফিনিকে কোথাও দেখতে পেলাম না, তাই ভাবলাম তোমার সাথেই কথা বলি।'

এই প্রথম জোন্স লক্ষ করলো পারকারের চেহারায় কেমন যেনো একটা দিশেহারা ভাব। 'কি ব্যাপার, কি হয়েছে তোমার?'

গলায় হুইস্কি ঢেলে খালি গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে থাকলো পারকার। 'এ-ধরনের কার্গো আগে কখনও তুলিনি আমরা। এটা একটা প্রমোদতরী, তাই না?'

'এ-ধরনের কার্গো মানে? কি তুলেছ তোমরা?' কৌতূহলী হয়ে উঠলো জোন্স। চুপচাপ বসে থাকলো পারকার, শুধু এদিক ওদিক মাথা নাড়লো। তারপর মুখ তুলে তাকালো সে, বললো, 'পেইন্টিং গিয়ার। এয়ার কমপ্রেসার, ব্রাশ, রোলার আর পঞ্চাশটা ড্রাম-বোধহয় রঙ ভর্তি।'

'রঙ?' জোন্স দ্রুত জিজ্ঞেস করলো। 'কি রঙ?'

মাথা নাড়লো পারকার। 'তা বলতে পারব না। ড্রামের লেখাগুলো স্প্যানিশ।'

'এরমধ্যে আশ্চর্য হবার কি আছে? রিফিটের সময় লাগবে মনে করে কোম্পানী ওগুলো হাতের কাছে রাখতে চাইতে পারে।'

'আহা, সবটুকু আগে শোনোই না। শুধু ওগুলো নয়, প্লাস্টিকের বিশাল আকারের অনেকগুলো রোলও আমরা তুলেছি।'

'প্লাস্টিক?'

'প্লাস্টিক আর প্রকাণ্ড আকারের অনেকগুলো ফাইবারবোর্ড', বললো পারকার। 'অন্তত কয়েক কিলোমিটার তো হবেই। লোডিং ডোর দিয়ে বহুকষ্টে ঢোকানো গেছে। ভেতরে গুঁজতেই বেরিয়ে গেছে তিন ঘণ্টা।'

জোন্স তার খালি গ্লাসের দিকে আধবোজা চোখে তাকিয়ে থাকলো। 'তোমার কি ধারণা, কোম্পানী ওগুলো নিয়ে কি করবে?'

চোখে বিস্ময় নিয়ে তার দিকে তাকালো পারকার, কপাল কুঁচকে উঠল। 'কি জানি! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।'

পঁয়ত্রিশ

সূর্য ওঠার খানিক পরই পৌঁছে গেলো মিশরীয় ও মেক্সিকোন সিকিউরিটি এজেন্টরা। জাহাজে ওঠার সাথে সাথে কাজ শুরু করলো তারা। প্রথমে বিস্ফোরকের খোঁজে তল্লাশি চালালো জাহাজের প্রতিটি কোণে, তারপর সম্ভাব্য আতাতায়ীকে খুঁজে বের করার জন্যে ক্রুদের রেকর্ড চেক করলো। পাকিস্তানী ও ভারতীয় ক্রু অল্প কয়েকজন, বেশিরভাগই ব্রিটিশ, তাদের কারও মিশর বা মেক্সিকো সরকারের শত্রুতা নেই।

সুলেমান আজিজ সহ আতঙ্কবাদী গ্রুপের সবাই অনর্গল স্প্যানিশ বলতে পারে, সিকিউরিটি এজেন্টদের প্রতি অত্যন্ত সহযোগিতার মনোভাব দেখালো তারা। প্রত্যেকের কাছে ভুয়া ব্রিটিশ পাসপোর্ট আর ইনস্যুরেন্স-সিকিউরিটি ডকুমেন্ট রয়েছে, চাওয়ামাত্র দেখাতে ইতস্তত করলো না।

প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো জাহাজে পৌঁছুলেন আরও খানিক পর। ছোটোখাট মানুষটার বয়স হয়েছে, পাকা চুল ক'টাও ঝরো ঝরো, চোখ জোড়া বেদনাকাতর, বুদ্ধিজীবীসুলভ তীক্ষ্ণ চেহারা।

প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোকে অভ্যর্থনা জানাল সুলেমান আজিজ, মাইকেল কলিন্সের ভূমিকায় তার অভিনয় চমৎকার উতরে গেলো। জাহাজের অর্কেস্ট্রা মেক্সিকোর জাতীয় সঙ্গীত বাজাল, তারপর মেক্সিকোর নেতা আর তাঁর স্টাফকে পথ দেখিয়ে পৌঁছে দেয়া হলো লেডি ফ্ল্যামবোরোর স্টারবোর্ড সাইডে, যার যার আলাদা স্যুইটে।

দুপুরের খানিক পর জাহাজের গায়ে এসে ভিড়ল অদ্ভুত সুন্দর একটা ইয়ট। ইয়টের মালিক একজন মিশরীয় কোটিপতি, রফতানী তাঁর প্রধান ব্যবসা। ইয়ট থেকে লেডি ফ্ল্যামবোরোয় পা রাখলেন প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান। ভদ্রলোকের বয়স যাই হোক, চুলে পাক ধরলেও, চেহারা আর স্বাস্থ্য দেখে মনে হবে এখনও তিনি যৌবনকে ধরে রাখতে পেরেছেন। তাঁর হাড়গুলো চওড়া, চামড়ার নিচে অতিরিক্ত মেদ জমতে দেননি, দাঁড়াবার ভঙ্গিটা টান টান।

মিশরের জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হলো। তারপর অতিথিদের পৌঁছে দেয়া হলো পোর্ট সাইডের স্যুইটে।

তৃতীয় বিশ্বের প্রায় পঞ্চাশজন সরকার প্রধান পান্টা ডেল এসট শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে এসেছেন। কেউ কেউ তাঁদের জাতীয় নাগরিকদের কেনো প্রাসাদতুল্য অট্টালিকায় উঠেছেন, কেউ পাঁচতারা হোটেলে, আবার কেউ বা তীর থেকে দূরে নোঙর করা প্রমোদতরীতে।

রাস্তা ও রেস্তোরাঁগুলো আগন্তুক কূটনীতিক আর সাংবাদিকে ভরে উঠল। হঠাৎ করে চলে আসা বিদেশী ব্যক্তিত্বের এই ভিড় সামলাতে পারবে কিনা ভেবে উরুগুয়ে কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন। এমনিতেই এসময়টায় পান্টা ডেল এসটে-তে প্রচুর ট্যুরিস্ট আসে, এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্যে জাতীয় সামরিক বাহিনী ও পুলিশ সাধ্যমত সবকিছু করলেও, মানুষের বিরতিহীন মিছিলে তাদের উপস্থিতি নগণ্য হয়ে পড়লো। প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়ালো যানবাহন নিয়ন্ত্রণ। প্রায় প্রতিটি

রাস্তায় যানজট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাগলো ছাড়াতে। সব দায়িত্ব কাঁধ থেকে ঝোড়ে ফেলে অবশেষে তারা শুধু সরকারপ্রধানদের নিরাপত্তার দিকটা দেখবে বলে সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলো।

স্টারবোর্ড ব্রিজ উইংয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সুলেমান আজিজ, চোখে বাইনোকুলার, তাকিয়ে আছে শহরের দিকে। চোখ থেকে সেটা একবার নামিয়ে হাতঘড়ি দেখল সে।

পাশে দাঁড়িয়ে তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে বিশ্বস্ত ভক্ত ও বন্ধু ইবনে। 'আপনি কি রাত নামার অপেক্ষায় আছেন?'

'তেতাল্লিশ মিনিট পর সূর্য ডুববে', না তাকিয়েই বিড়বিড় করে বললো সুলেমান আজিজ।

'পানিতে বড় বেশি ব্যস্ততা', বললো ইবনে। বন্দরের চারদিকে ছুটোছুটি করছে ছোটো ছোটো অসংখ্য বোট, একটা হাত তুলে দেখালো সে। প্রায় প্রতিটি বোটে সাংবাদিকরা রয়েছে, ডেকে দাঁড়িয়ে হৈ-চৈ করছে তারা-সরকার প্রধানদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করতে চায়।

'মেক্সিকান বা মিশরীয় ডেলিগেট, যারা প্রেসিডেন্টদের স্টাফ, শুধু তাদেরকে জাহাজে উঠতে দেবে', ইবনেকে নির্দেশ দিলো সুলেমান আজিজ। 'আর কেউ যেনো উঠতে না পারে।'

'আমরা বন্দর ত্যাগ করার আগে কেউ যদি তীরে যেতে চায়?'

'অনুমতি দেবে', বললো সুলেমান আজিজ। 'জাহাজের রুটিন স্বাভাবিক থাকা চাই। শহরের বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি আমাদের উপকারে আসবে। ওরা যখন খেয়াল করবে আমরা নেই, ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

'বন্দর কর্তৃপক্ষকে বোকা মনে করা ঠিক নয়। সন্ধ্যের পর আমাদের আলো না জ্বললে খোঁজ নেবে ওরা।'

'ওদের জানানো হবে আমাদের মেইন জেনারেটর মেরামত করা হচ্ছে।' আরেকটা প্রমোদতরীর দিকে হাত তুললো সুলেমান আজিজ, তীর থেকে আরও খানিক দূরে লেডি মেরেয়েটা আর ধনুক আকৃতির পেনিনসুলার মাঝখানে নোঙর ফেলেছে সেটা। 'ওটার আলো তীর থেকে মনে হবে আমাদের আলো।'

'যদি না কেউ কাছ থেকে দেখে।'

কাঁধ ঝাঁকাল সুলেমান আজিজ। 'খোলা সাগরে পৌঁছুতে মাত্র এক ঘণ্টা লাগবে আমাদের। দিনের আলো ফোটার আগে উরুগুয়ে সিকিউরিটি বন্দরের বাই সার্চ করবে না।'

'মেক্সিকান আর মিশরীয় সিকিউরিটি এজেন্টদের যদি সরাতেই হয়, এখুনি আমাদের কাজ শুরু করা দরকার', বললো ইবনে।

'তোমরা সবাই তোমাদের অস্ত্রে সাইলেন্সার লাগিয়েছো তো?'

'বুঝতেই পারবে না যে গুলি হয়েছে, মনে হবে হাততালির শব্দ।'

কঠিন দৃষ্টিতে ইবনের দিকে তাকালো সুলেমান আজিজ। 'চুপিচুপি, নিঃশব্দে ইবনে। যেভাবেই হোক আলাদা করো ওদেরকে, প্রতি বার একজনকে শেষ করতে হবে। কোনো রকম চিৎকার বা ধস্তা ধস্তি হওয়া চলবে না। জাহাজ থেকে পালিয়ে গিয়ে কেউ যদি তীরে উঠে পুলিশকে জানায়, আমরা মারা পড়ব। ব্যাপারটা তোমার লোকজন ভালভাবে বুঝেছে কিনা নিশ্চিত হও।'

'সবাইকে সব বলা আছে, জনাব। আরেকবার সাবধান করে দেব আমি।'

'আখমত ইয়াজিদের নুন খাচ্ছি আমরা, কথাটা যেনো কেউ না ভোলে। তার ঋণ শোধ করার সময় হয়েছে। আমরা তাকে মিশরের শাসক হিসেবে দেখতে চাই।'

প্রথমে মরতে হবে মিশরীয় সিকিউরিটি এজেন্টদের। সুলেমান আজিজের ভুয়া ইনস্যুরেন্স-সিকিউরিটি এজেন্টদের আতঙ্কবাদী হিসেবে সন্দেহ করার কোনো কারণ ঘটেনি, প্রতিপক্ষদের তারা সহজেই ভুলিয়া-ভালিয়ে খালি প্যাসেঞ্জার স্যুইটগুলোয় নিয়ে আসতে পারলো। শুরু হলো নির্মম হত্যাযজ্ঞ।

একজন সিকিউরিটি এজেন্টকে বলা হলো, তাদের একজন কর্মকর্তা ফুড পয়জনিংয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, জাহাজের ক্যাপটেন ভাবছেন তার উপস্থিতি দরকার। খালি প্যাসেঞ্জার স্যুইটের দোরগোড়া পেরোনো মাত্র দরোজা বন্ধ করে দেয়া হলো, এক হাত দূর থেকে গুলি করা হলো তা হৃৎপিণ্ডে। এভাবে কোনো না কোনো বিশ্বাস্য অজুহাত দেখিয়ে কেবিন থেকে এক এক করে বের করে আনা হলো তাদের। কাজ ভাগ করা আছে, সাথে সাথে মেঝে থেকে মুছে ফেলা হলো সমস্ত রক্ত, এক এক করে পাশের কামরায় জমা হতে লাগলো লাশগুলো।

এরপর মেক্সিকান সিকিউরিটি এজেন্টদের পালা। প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোর দু'জন গার্ডের মনে সন্দেহ দেখা দিলো, প্যাসেঞ্জার স্যুইটে ঢুকতে অস্বীকৃতি জানাল তারা। এ-ধরনের পরিস্থিতির জন্যেও তৈরি হয়েছে সন্ত্রাসবাদীরা। তর্ক বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে চারজন লোক ঘিরে ধরলো দু'জনকে, ঘ্যাঁচ ঘ্যাঁচ করে ছোরা মারা হলো পেটে আর বুকে। খালি প্যাসেজওয়েতে লুটিয়ে পড়লো তারা, চিৎকার করার সুযোগ হলো না।

একজন দু'জন করে সিকিউরিটি এজেন্টদের সংখ্যা কমতে লাগল। এক সময় লাশের সংখ্যা দাঁড়ালো বারোয়। বাকি থাকলো দু'জন মিশরীয় আর তিনজন মেক্সিকান গার্ড, সবাই তারা যার যার নেতার স্যুইটের বাইরে পাহারা দিচ্ছে।

চারদিক অন্ধকার হয়ে আসছে, ক্যাপটেনের সাদা ইউনিফর্ম খুলে ফেলে কালো উলের একটা জাম্পসুট পরল সুলেমান আজিজ। ক্যাপটেনের অবয়বও ত্যাগ করলো সে, তার বদলে পরল ভাঁড়ের একটা মুখোশ। ভারী একটা বেল্ট জড়াল কোমরে, তাতে দুটো অটোমেটিক পিস্তল আর একটা পোর্টেবল রেডিও আটকানো রয়েছে। নক করে কেবিনে ঢুকল ইবনে।

'দারুণ, তোমার ওপর আমি খুশি', বললো সুলেমান আজিজ। ইবনের দিকে একদৃষ্টে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো সে। 'এখন আর গোলযোগের ভয় করার দরকার নেই। চালাও হামলা, তবে তোমার লোকদের সতর্ক থাকতে বলো। আমি চাই না প্রেসিডেন্ট হাসান বা প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোর দুর্ঘটনায় মারা পড়ুন।'

মাথা ঝাঁকিয়ে দোরগোড়া পর্যন্ত হেঁটে গেলো ইবনে, বাইরে দাঁড়ানো নিজের লোককে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিলো। তারপর আবার ফিরে এসে সুলেমান আজিজের সামনে দাঁড়ালো সে। 'ধরে নিন, জাহাজ সম্পূর্ণ আমাদের নিয়ন্ত্রণে চলে এসেছে।'

ক্যাপটেন কলিন্সের ডেস্কের খানিকটা ওপরে একটা ক্রোনোমিটার রয়েছে, ইঙ্গিতে সেটা দেখালো সুলেমান আজিজ। 'সাঁইত্রিশ মিনিটের মধ্যে রওনা হব আমরা।

জাহাজের প্রকৌশলীদের বাদ দিয়ে সব ক'জন প্যাসেঞ্জার এক জায়গায় জড় করো। এঞ্জিন-রুম ক্রুদের তৈরি থাকতে বলো, যাতে আমি নির্দেশ দিলেই জাহাজ রওনা হতে পারে। বাকি সবাইকে জড় করো মেইন ডাইনিং সেলুনে।'

কথা না বলে দাঁড়িয়ে থাকলো ইবনে, নিঃশব্দ হাসিতে ফলের মতো ফেটে পড়লো তার চেহারা, বেরিয়ে বত্রিশটা দাঁত। তারপর সে বললো, আল্লাহ আমাদেরকে সাত রাজার ধন দিয়ে আশীর্বাদ করেছেন।'

'সত্যি আশীর্বাদ করেছেন কিনা আজ থেকে পাঁচ দিন পর জানা যাবে।'

'আপনাকে আমি একশো ভাগ নিশ্চয়তা দিয়ে বলছি, জনাব-সত্যি তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে চেয়েছেন। মেয়েলোকটাকে আমরা হাতে পেয়েছি।'

'মেয়েলোক? কার কথা বলছ তুমি?'

'হে'লা কামিল।'

প্রথমে বুঝতে পারলো না সুলেমান আজিজ। তারপর বিশ্বাস করতে পারলো না। 'হে'লা কামিল? কি বলছ? সে এই জাহাজে?'

'দশ মিনিটও হয়নি জাহাজে পা রেখেছে, জনাব', ঘোষণা করলো এখলা, হাসতে হাসতে তার ফর্সা চেহারা লালচে হয়ে উঠল। 'মহিলা ক্রুদের কোয়ার্টার রেখেছি তাকে, কড়া পাহারায়।'

'আল্লাহ সত্যি পরম দয়ালু!' কৃতজ্ঞতায় নুয়ে পড়লো সুলেমান আজিজের মাথা।

'তিনি মাকড়সার কাছে পতঙ্গ পাঠিয়েছেন, জনাব', চাপা স্বরে বললো ইবনে। 'আখমত ইয়াজিদের নামে তাকে খুন করার আবার একটা সুযোগ পেয়ে গেছেন আপনি।'

সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে এই সময় এক পশলা ঝির ঝির বৃষ্টি ঝরিয়ে উত্তর দিকে সরে গেলো এক টুকরো মেঘ। পান্টা ডেল এসটে শহর ও বন্দর নবরূপে সাজতে বসেছে, জ্বলে উঠেছে আলোগুলো। বন্দরের সবগুলো জাহাজ আলোকমালায় সাজানো। শুধু একটা বাদে।

তবে মাত্র একজনই ব্যাপারটা লক্ষ করলেন।

লেডি ফ্ল্যামবোরোর অস্পষ্ট কাঠামো ছাড়া আর কিছু দেখতে না পেয়ে বিস্মিত হলেন সিনেটর জর্জ পিট। লেডি ফ্ল্যামবোরোর পিছনে আরও একটা জাহাজ রয়েছে, উজ্জ্বল আলোয় উদ্ভাসিত সেটা, সেই আলোর আভায় কোনো রকমে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে দেখতে পেলেন তিনি।

একটা লঞ্চে রয়েছেন সিনেটর পিট। লেডি ফ্ল্যামবোরোকে শুধু অন্ধকার নয়, পরিত্যক্ত বলে মনে হলো তাঁর। জাহাজটার বো-র সামনে দিয়ে এগোল লঞ্চ, বোর্ডিং স্টেয়ার-এর পাশে এসে থামলো।

হাতে শুধু একটা ব্রীফকেস, হালকা ছোট্ট লাফ দিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলেন তিনি। মাত্র দুটো ধাপ বেয়ে উঠেছেন, লঞ্চটা ঘুরে গিয়ে ডকের দিকে ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেলো। ডেকে পৌঁছে দেখলেন, তিনি একা। কোথাও মারাত্মক কিছু একটা ঘটেছে। প্রথমে তাঁর ধারণা হলো, ভুল করে অন্য কোনো জাহাজে উঠে পড়েছেন।

শব্দ আসছে শুধু সুপাস্ট্রাকচারের দিক থেকে, সম্ভবত একটা স্পীকার সিস্টেম অন করা হয়েছে। খোলের গভীর থেকে জেনারেটরের গুঞ্জন শোনা গেলো। তাছাড়া আর

কোনো শব্দ নেই। ঘুরলেন তিনি, গলা চড়িয়ে লঞ্চটাকে ডাকবেন, কিন্তু এরইমধ্যে বেশ অনেকটা দূরে চলে গেছে সেটা। এই সময় হঠাৎ করে কালো জাম্পসুট পরা একটা মূর্তি ঘনছায়া থেকে বেরিয়ে এল, হাতের অটোমেটিক রাইফেলটা সরাসরি সিনেটর পিটের তলপেট লক্ষ্য করে ধরা।

'এটা কি লেডি ফ্ল্যামবোরো নয়?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর পিট।

'কে আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন হলো কণ্ঠস্বর এতো সতর্ক ও নিচু যে কোনো রকমে শুনতে পেলেন সিনেটর পিট। 'কি বললেন, সিনেটর পিট আপনি? আমেরিকান? কিন্তু আপনাকে আমরা আশা করছি না।'

'প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান জানেন আমি আসব', গম্ভীর সুরে বললেন সিনেটর পিট, রাইফেলটা যে তাঁর দিকে তাক করা রয়েছে তা যেনো তিনি দেখেও দেখছেন না। তবে এরই মধ্যে তিনি সতর্ক হয়ে গেছেন, রাইফেল ধরার ভঙ্গিটাই তাঁকে বলে দিয়েছে ওটার পিছনে দাঁড়ানো লোকটা প্রফেশনাল। 'আমাকে তার কাছে নিয়ে চলুন', বললেন তিনি, অনেকটা নির্দেশের সুরেই।

তীর থেকে আসা আলোয় চকচক করে উঠলো গার্ডের চোখ, সন্দেহের দোলায় দুলছে সে। 'আপনার সাথে আর কেউ এসেছে?'

'না, আমি একা।'

'আপনাকে তীরে ফিরে যেতে হবে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে লঞ্চটাকে দেখিয়ে দিলেন সিনেটর পিট। 'আমার বাহন চলে গেছে।'

মনে হলো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করছে গার্ড। অবশেষে রাইফেলের ব্যারেল নিচু করলো সে, কয়েক পা হেঁটে একটা দরোজার সামনে থামলো। খালি হাত লম্বা করে ব্রীফকেসটার দিকে ইঙ্গিত করলো সে। 'এখানে', ফিসফিস করে বললো। 'হাতের কেসটা আমাকে দিন।'

'এতে সরকারি ডকুমেন্ট আছে', শান্ত ভাবে বললেন সিনেটর পিট, সেটা আরও শক্ত করে ধরে গার্ডকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে দরোজার দিকে এগোলেন।

ভারী, কালো পর্দাটা সরিয়ে ভেতরে ঢুকে সিনেটর পিট দেখলেন, বিশাল একটা বলরুম/ডাইনিং সেলুনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তিনি। কামরাটা চারকোনা, দু'হাজার বর্গমিটারের কম হবে না। ভেতরে প্রচুর লোকজন, কেউ দাঁড়িয়ে, কেউ বসে কারও পরনে বিজনেস সুট, কেউ পরে আছে ক্রু ইউনিফর্ম; সবাই তারা মুখ ফিরিয়ে একযোগে তাঁর দিকে তাকালো, টেনিস ম্যাচে তিনি যেনো একটা বল।

চারদিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রয়েছে ন'জন লোক, মারমুখো থমথমে চেহারা সবার, প্রত্যেকের পরনে কালো জাম্পসুট, পায়ে কালো জিগং শু, প্রত্যেকে তার হাতের অটোমেটিক রাইফেল বন্দীদের দিকে অনবরত ঘোরাচ্ছে।

'স্বাগতম', স্টেজের ওপর, মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়ানো লোকটা বললো, যান্ত্রিক কণ্ঠস্বর গমগম করে উঠলো কামরার ভেতর। সশস্ত্র ন'জনের মতো একই কাপড় আর জুতো পরেছে সে, পার্থক্য শুধু আর কারও মুখেমুখোশ নেই। 'আপনার পরিচয় দিন, প্লীজ।'

'কি ঘটছে এখানে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর পিট।

'আপনি কি দয়া করে আমার প্রশ্নের উত্তর দেবেন?' ঠাণ্ডা ভদ্রতার সাথে জিজ্ঞেস করলো সুলেমান আজিজ।

'আমি সিনেটর জর্জ পিট, কংগ্রেস সদস্য।' বললেন সিনেটর পিট, 'মিশরের প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানের সাথে কথা বলার জন্যে এসেছি। আমাকে বলা হয়েছে, তিনি এই জাহাজে আছেন।'

'একটু কষ্ট করে তাকালে দেখতে পাবেন, সামনের সারিতেই বসে আছেন তিনি।'

স্টেজে দাঁড়ানো সুলেমান আজিজের দিক থেকে সিনেটর পিট চোখ সরালেন না। 'সবার দিকে এই লোকগুলো রাইফেল তাক করে আছে কেনো?'

'বুঝতে পারছেন না?' বিস্ময় প্রকাশ করলো সুলেমান আজিজ। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোকে হাউজ্যাক করা হয়েছে!'

প্রচণ্ড রাগে এক সেকেন্ডের জন্যে দিশেহারা বোধ করলেন সিনেটর পিট। নিজেকে সামলে নিয়ে সুলেমান আজিজের আপাদমস্তক খুঁটিয়ে দেখলেন। তারপর এমন দৃঢ়তার সাথে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, তাতে শুধু তাচ্ছিল্য আর অবজ্ঞাই প্রকাশ পেল। সামনের সারিতে বসা লোকগুলোর দিকে তাকালেন তিনি। এগোলেন।

ক্যাপটেন কলিন্স আর তাঁর অফিসারদের পাশ কাটিয়ে এলেন সিনেটর পিট, তাদের পাশে বসে থাকতে দেখলেন প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান ও প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোকে। তারপর হে'লা কামিলকে দেখতে পেয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

লোকজন মারা যাবে উপলব্ধি করে মনে মনে প্রমাদ গুণলেন তিনি।

নিঃশব্দে একটা হাত বাড়িয়ে হে'লা কামিলের কাঁধে রাখলেন, চাপ দিলেন মৃদু, তারপর চরকির মতো আধপাক ঘুরে সুলেমান আজিজের দিকে ফিরলেন। 'খোদার নামে বলছি, কি করছো তুমি জানো?'

'অবশ্যই জানি। খুব ভালো করে জানি।' সিনেটরের মুখের ওপর হাসলো সুলেমান আজিজ। 'আল্লাহর আমার সাথে প্রতিটি পদক্ষেপ হেঁটেছেন। উপরি পাওনা হিসেবে পেয়েছি জাতিসংঘ মহাসচিবকে। সঙ্গে মার্কিন সিনেটর।'

বিশাল কামরার ভেতর গমগম করে উঠলো সিনেটরের ভারী গলা 'জীবনের সবচেয়ে বড় ভুলটা করে বসেছ, হে। নিজেদের ভালো চাইলে, এখনও সময় আছে, পালিয়ে যাও। তা না হলে পস্তানোরও সময় পাবে না।'

'তাই না কি? কিন্তু আমি সফল হবোই!'

'অসম্ভব!'

'ধৈর্য ধরুন, নিজের চোখেই দেখতে পাবেন সব।'

ছত্রিশ

বিকেল পাঁচটার খানিক পর অফিস থেকে বিদায় নেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন ডেইল নিকোলাস, এই সময় সি. আই. এ. হেডকোয়ার্টার থেকে তাঁর সাথে দেখা করতে এলো এক লোক। কিথ ফার্কার কে তিনি চেনেন, সি. আই. এ. চীফের বিশেষ প্রতিনিধি। বলার অপেক্ষায় না থেকে একটা চেয়ারে বসল সে, হাতের ব্রীফকেসটা কোলের ওপর ফেলে প্রথমে তারা খুলল, তারপর একটা বোতাম টিপে ভেতরে লুকানো বিস্ফোরক আপাতত অকেজো করলো। কেস থেকে মোটা একটা ফাইল বের করে ডেইল সামনে ডেস্কের ওপর রাখল সে।

'চীফ আপনাকে বলতে বলেছেন, আখমত ইয়াজিদ সম্পর্কে নিরেট তথ্য পাওয়া দুষ্কর জন্ম, পিতা-মাতা, পূর্ব-পুরুষ, লেখাপড়া, বিয়ে, বাচ্চাকাচ্চা, কিংবা আইনগত কোনো ব্যাপার, তা ক্রিমিনালই হোক বা সিভিল, বলতে গেলে এ-সবের প্রায় কোনো অস্তিত্বই নেই। মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের সূত্র থেকে যেসব তথ্য পাওয়া গেছে তাও লোকজনকে, মানে তাকে যারা এক সময় চিনত বলে দাবি করে তাদের জিজ্ঞেস করে। দুর্ভাগ্য যে তারা সবাই, কোনো না কোনো কারণে ইয়াজিদের শত্রু হয়ে ওঠে। কাজেই তাদের বক্তব্য নিরপেক্ষ মনে করা যায় না।'

'আপনাদের সাইকোলজিকাল সেকশন কি বলছে?' জিজ্ঞেস করলেন ডেইল নিকোলাস।

'তারা আবছা একটা প্রোফাইল তৈরি করেছে। তাকে ঘিরে আছে সিকিউরিটির দুর্ভেদ্য দেয়াল। আখমত ইয়াজিদ মানেই একটা রহস্য। তার আশপাশের লোকজনের সাথে সাংবাদিকরা কথা বলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু প্রশ্নের উত্তর সবাই তারা শুধু কাঁধ ঝাঁকায়, মুখ খোলে না।'

'রহস্য আরও বাড়ে।'

'নিঃশব্দে হাসলো কিথ ফার্কার। 'চীফ বলছেন, ছলমনাময় মরীচিকা।'

'ফাইলটা নিয়ে আসার জন্যে ধন্যবাদ, বার্নস', ডেইল নিকোলাস বললেন। 'হ্যাভ আ নাইস ইভনিং।'

'ইউ টু', বলে বিদায় নিলো কিথ ফার্কার।

ডেইলের সেক্রেটারি বাইরে থেকে বন্ধ করে দিলো দরোজা। বাক্স থেকে একটা চুরুট বেছে নিয়ে দাঁতের ফাঁকে গুঁজলেন ভদ্রলোক, কিন্তু ধরালেন না। ফাইলটা খুলে ধীরে ধীরে পড়তে শুরু করলেন।

কিথ ফার্কার কিছু বাড়িয়ে বলেনি। ফাইলটা যথেষ্ট মোটা হালেও, তাতে শুধু হত ছয় বছরের তথ্যই বেশি, আখমত ইয়াজিদ দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার আগের দীর্ঘ সময় সম্পর্কে লেখা হয়েছে মাত্র ছোট্ট একটা প্যারাগ্রাফ। আখমত ইয়াজিদ প্রথম খবর হয়ে ওঠে ছোট্ট একটা ঘটনার মধ্যে দিয়ে। কায়রোর একটা পাঁচতারা হোটেলের সামনে ভুখানাঙ্গা কিছু লোক অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে, সেখান থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়, কারন লোকগুলোকে সেই নেতৃত্ব দিচ্ছিল। কাগজে লেখা হয়, সে নাকি বেশ কিছুদিন থেকে নোংরা বস্তি এলাকায় নিয়মিত বক্তৃতা দিয়ে আসছিলো।

আখমত ইয়াজিদের দাবি, কায়রো শহরের একপ্রান্তে, যেখানে দুনিয়ার আবর্জনা ফেলা হয়, তার পাশে ছোট্ট একটা মাটির ঘরে তার জন্ম। পরিবারের সদস্যরা কোনোদিন খেতে পেত, কোনোদিন পেত না। অপুষ্টিজনিত রোগে ভুগে তার দুই বোন আর বাবা মারা যায়। ছেলেবেলায় তার স্কুলে যাওয়া হয়নি, কৈশোরে মৌলভীদের কাছ থেকে ধর্মীয় শিক্ষা অর্জন করে সে, যদিও কেউ তারা তার ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নিতে রাজি হয়নি। আখমত ইয়াজিদ আরও দাবি করে, দুনয়ার শেষ পয়গম্বর হযরত মোহাম্মদ (স) তাকে দেখা দেন এবং তার সাথে কথা বলেন। তিনিই নাকি তাকে আদেশ দিয়ে বলেছেন, ঈমানদার লোকদের সাথে নিয়ে মিশরকে ইউটোপিয়ান ইসলামিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলো।

অদ্ভুত সুন্দর ভাষণ দিতে পারে সে। শ্রোতারা তার কথার জাদুতে মুগ্ধ হয়ে যায়। শ্রোতাদের ধর্মীয় আবেগ উসকে দিতেও তার জুড়ি নেই। তার দাবি, পশ্চিমা দর্শন মিশরের সামাজিক/অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান করতে পারবে না।

মুখে সন্ত্রাসবাদের নিন্দা করলেও, একাধিক ঘটনা থেকে আভাস পাওয়া যায় যে তার ধর্মীয় আন্দোলনের স্বার্থে সন্ত্রাসী তৎপরতার আশ্রয় প্রায়ই সে নিয়ে থাকে। একটা ঘটনায় এয়ারফোর্সে একজন জেনারেল খুন হন। আরেক ঘটনায় নিহত হন কায়রো ইউনিভার্সিটির চারচন অধ্যাপক, তারা ইসলামী অর্থনীতির বিরুদ্ধে ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির পক্ষে বক্তব্য রাখছিলেন। তৃতীয় ঘটনায় ভাগ্যক্রমে কেউ মারা যায়নি, সোভিয়েত দূতাবাসের সামনে বিস্ফোরিত হয় একটা ট্রাক। তদন্ত চালাতে গিয়ে দেখা গেছে প্রতিটি ঘটনার পিছনে গোপনে জড়িত ছিলো আখমত ইয়াজিদ। নিশ্চিতভাবে কিছু প্রমাণ করা সম্ভব না হলেও, মুসলমান সূত্রের মাধ্যমে সি.আই.এ. জানতে পেরেছে প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানকে খুন করার জন্যে একটা পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে আখমত ইয়াজিদ। তার প্রকৃত উদ্দেশ্য, জনতা তাকে চায়, একথা বলে সরকারকে উৎখাত করা।

ফাইল বন্ধ করে অবশেষে চুরুটটা ধরালেন ডেইল নিকোলাস। কি যেনো তাঁর চোখে পরিষ্কার ভাবে ধরা পড়েনি, সেজন্যে অস্বস্তিবোধ করছেন। চিন্তা করতে গিয়ে নিজের ভুল বুঝতে পারলেন। না, ধরা পড়েনি নয়, কি যেনো একটা পরিচিত বলে মনে হয়েছে তাঁর। ফাইলটা আবার খুলে ইয়াজিদের ফটোগ্রাফ দেখলে। ক্যামেরার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে সে।

হঠাৎ করে ব্যাপারটা উপলব্ধি করলেন তিনি। খুবই সহজ একটা ব্যাপার, কিন্তু মহা বিস্ময়কর! তাড়াতাড়ি হাত বাড়িয়ে ফোনের রিসিভার তুলে নিলেন ডেইল নিকোলাস। সরাসরি একটা লাইন পাবার জন্যে কোড করা নম্বরে চাপ দিলেন। ডেস্কের গায়ে আঙুল নাচাচ্ছেন, অপরপ্রান্ত থেকে সাড়া পাওয়া গেলো।

'সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার।'

সি.আই.এ. প্রধান, মার্টিন ব্রোগান-এর গলা চিনতে পারলেন ডেইল নিকোলাস। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, তুমি এখনও অফিসে আছে।'

মার্টিন ব্রোগান-ও ডেইল গলা চিনতে পারলেন। 'কি ব্যাপার, ডেইল? তোমাকে উত্তেজিত মনে হচ্ছে? ইয়াজিদের ফাইলটা পেয়েছো?'

'হ্যাঁ, ধন্যবাদ', বললো ডেইল নিকোলাস। 'ফাইলটা পড়তে গিয়েই তো একটা সন্দেহ ঢুকল মনে। তুমি আমাকে সাহায্য করতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই, কি ব্যাপার?'

'দু' সেট ব্লাড টাইপ আর ফিঙ্গারপ্রিন্ট দরকার আমার।'

'ফিঙ্গারপ্রিন্ট?'

'হ্যাঁ।'

'আজকাল আমরা জেনেটিক কোড আর ডি.এন.এ. ট্রেসিং ব্যবহার করি', মার্টিন ব্রোগান জানালেন। 'নির্দিষ্ট কোনো কারণ আছে, ডেইল?'

ভাবনাগুলো গুছিয়ে নেয়ার জন্যে চুপ করে থাকলেন ডেইল নিকোলাস, তারপর বললেন, 'কারণটি যদি তোমাকে বলি, ঈশ্বরের দিব্যি, আমাকে তুমি বদ্ধ উন্মাদ ভাববে!'

'ভুলে যেয়ো না', রাগের সুরে বললো হিরাম ইয়েজার, 'আমরা ষোলোশো বছরের পুরানো একটা ট্রেইল খুঁজছি। কমপিউটর তো আর অতীতে গিয়ে দেখে আসতে পারে না কেমন ছিলো সেটা।'

'শিল্পকর্মগুলো দেখলে ড. গ্রোনকুইস্ট হয়তো একটা ধারণা দিতে পারতেন', বললো লিলি।

পিট বললো, 'খানিক আগে তাঁর সাথে আমার রেডিওতে কথা হয়েছে।' নুমার অ্যামফিথিয়েটারে বসে রয়েছে ওরা, পিট বসেছে ওদের দু'সারি চেয়ে সীটে, বাঁ দিক ঘেঁষে। 'তাঁর ধারণা, ভূমধ্যসাগরের বাইরে কোথাও আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি থাকতে পারে না।'

একটা চিত্রে ফুটে রয়েছে আটলান্টিক মহাসাগর, তাতে তীরের উত্থান-পতন ও ভাঁজগুলো পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। স্টেজের ওপর একটা স্ক্রীন জুড়ে রয়েছে সাগরতলের বৈশিষ্ট্য। গভীর ধ্যানমগ্ন দৃষ্টিতে সেটার দিকে তাকিয়ে রয়েছে সবাই। সবাই, শুধু একজন বাদে।

অ্যাডমিরাল স্যানডেকার যখন ছোট্ট অ্যামফিথিয়েটারে ঢোকেন, অ্যাল জিওর্দিনো তাড়াতাড়ি চুরুটটা লুকিয়ে ফেলে। সেই থেকে বারবার তার হাতের দিকে চোরা চোখে তাকাচ্ছেন তিনি। একসময় আর থাকতে পারলেন না, ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওটা কি?'

'আমাকে কিছু বলছেন, বস?'

'তোমার হাতে ওটা কি?'

'জ্বী?' বিব্রত বোধ করলো জিওর্দিনো। 'জ্বী, একটা চুরুট।'

'এত লম্বা?' অবাক হলেন অ্যাডমিরাল। 'বেশ দামী সিগার।'

'জ্বী-না। নাম জানি না।'

'কোত্থেকে পেলে?' রীতিমত জেরা শুরু করলেন স্যানডেকার।

'বাল্টিমোরের একটা দোকান থেকে কিনেছি।'

আর কোনো সন্দেহ থাকলো না অ্যাডমিরালের, জিওর্দিনোই তাঁর চুরুট চুরি করছে। চুরিটা অনেক দিন থেকেই হচ্ছে, কিন্তু কে করছে বা কিভাবে করছে ধরা যাচ্ছিল না। বক্স থেকে প্রতি সপ্তাহয় দুটো করে চুরুট খোয়া যায়। ঠিক আছে, মনে

মনে ভাবলেন অ্যাডমিরাল, কে চুরি করছে তা যখন জানা গেছে, কিভাবে চুরি করছে তাও সময়মত জানা যাবে।

'হ্যাঁ, কি যেনো বলছলে তুমি?' পিটকে জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'আমরা ভুল দৃষ্টিকোণ থেকে সমস্যাটা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি', বললো পিট।

'তুমি বলতে চাও, আরও একটা দৃষ্টিকোণ থাকতে পারে?' প্রায় চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো হিরাম ইয়েজার।

'দিক-নির্দেশনা না থাকায় কাজটা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে', বললো লিলি।

'দুঃখজনক হলো রাফিনাস তার দৈনন্দিন পজিশন বা কতটা পথ পাড়ি দিলো সে সম্পর্কে কিছু লেখেনি', অ্যাডমিরাল হতাশা ব্যক্ত করলেন।

'তার ওপর কড়া নির্দেশ ছিলো, কিছু রেকর্ড করা যাবে না।'

'তবে কি তখনকার দিনে পজিশন জানা থাকলে নির্দিষ্ট একটা জায়গা খুঁজে বের করতে পারতো তারা?' জিওর্দিনো জিজ্ঞেস করলো।

মাথা ঝাঁকাল লিলি। গ্রিক হিপারচাস, খ্রিস্টের জন্মের একশো ত্রিশ বছর আগে, ল্যান্ডমার্ক-এর পজিশন নির্ধারণ করতেন ওগুলোর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ আর পিছনে ফেলে আসা ল্যান্ডমার্কের দূরত্ব আন্দাজ করে।

রিডিং গ্লাসটা নাকের ডগায় নেমে এসেছে, ফ্রেমের ওপর দিয়ে পিটের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'তোমার চোখের উদভ্রান্ত দৃষ্টি আমি চিনি। কি যেনো বিরক্ত করছে তোমাকে।'

সীটের ওপর নড়েচড়ে বসল পিট। 'এত কিছু নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি আমরা, কিন্তু আসল লোকটার কথা ভুলে বসে আছি। স্মাগলিংয়ের প্ল্যানটা ছিলো তাঁর।'

'জুনিয়াস ভেনাটর?'

'তাঁর সম্পর্কে বলা হয়েছে, একজন বেপরোয়া আবিষ্কারক ও গবেষক। অন্যান্য পণ্ডিতরা যেসব বিষয় নিয়ে কাজ করতে সাহস পেতেন না, তিনি বিশেষ করে সেসব বিষয়ে মাথা ঘামাতেন। সমস্যাটাকে এভাবে চিন্তা করতে হবে–আমরা যদি ভেনাটর হতাম, আমাদের সময়কার লাইব্রেরি সম্পদ কোথায় নিয়ে গিয়ে লুকাতাম আমরা?'

'এখনও আমি বলবো আফ্রিকায়', দৃঢ়তার সাথে জানাল ইয়েজার। 'পূর্বতীরের কোথাও।'

'অথচ তোমার কমপিউটর কোনো মিল দেখাতে পারছে না।'

'সেটা কমপিউটরের দোষ নয়, কারণ ষোলোশো বছরে জমিন সম্পূর্ণ বদলে গেছে।'

'আচ্ছা, ভেনাটর উত্তর-পূর্ব দিকে অর্থাৎ কৃষ্ণসাগরের দিকে যেতে পারেন না?' প্রশ্নটা লিলির।

'রাফিনাস স্পষ্ট করে জানিয়েছে, যেতে আটান্ন দিন লেগেছিলো তাদের', বললো জিওর্দিনো।

চুরুট ধরিয়ে অ্যাডমিরাল বললেন, 'হ্যাঁ, কিন্তু জাহাজ বহর যদি খারাপ আবহাওয়ায় পড়ে থাকে? ওই সময়ের মধ্যে হয়তো হাজার মাইলও পেরোতে পারে নি।'

তর্ক-বিতর্ক চলতেই থাকলো, কোনো সমাধান আসছে না। এমন সময় পিট বললো, 'এমন কি হতে পারে না, ভেনাটর তার জাহাজবহর নিয়ে পশ্চিমে, এই আমেরিকায় এসেছিলেন?'

লিলি পিটের বিপক্ষে বললো, 'আমেরিকার সাথে কলম্বাসের আগে আর কেউ যোগাযোগ করেছিলো, এমন আর্কিওলজিকাল রেকর্ড নেই, পিট।'

'প্রথম কথা, সেরাপিসকে দেখে পরিষ্কার বোঝা যায়, দূরের পথ পাড়ি দেয়ার মতো করেই ওটাকে তৈরি করা হয়', বললো পিট। 'মায়ান আর্ট ও কালচারের কথাই ধরো, এশিয়া আর ইউরোপের আর্ট ও কালচারের সাথে এমন সব মিল আছে, এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। আমার শুধু একার নয়, অনেকেরই ধারণা, কলম্বাসের আগে আমেরিকায় আরও অনেকেই এসেছিলো।'

'আর্কিওলজিস্টরা তোমার কথায় কান দেবে না, পিট', বললো লিলি।

অ্যাডমিরাল প্রস্তাব দিলেন, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে-পিটের যুক্তিটাও পরীক্ষা করে দেখা যাক।'

ইয়েজার জানতে চাইলো, 'কোথাকার তীর তুমি দেখতে চাও হে?'

গাল চুলকাল পিট। দু'দিন দাড়ি কামানো হয়নি। 'গ্রীনল্যান্ড খাঁড়ি থেকে শুরু করো, দক্ষিণ দিকে এগিয়ে পানামায় এসো।' চার্ট প্রজেকশনের দিকে তাকিয়ে আছে ও। 'ওখানে কোথাও লাইব্রেরিটা থাকতেই হবে।'

সাইত্রিশ

ব্রিজ ব্যারোমিটার আঙুলের একটা টোকা দিলেন ক্যাপটেন অলিভার কলিন্স। তীর থেকে আসা অস্পষ্ট আলোয় কাঁটাটা কোনোমতে দেখা গেলো। মনে মনে হতাশ হলেন তিনি। আবহাওয়া শান্ত থাকবে। যদি ঝড় উঠত, ভাবলেন তিনি, জাহাজ নিয়ে বন্দর ত্যাগ করা সম্ভব হত না। ক্যাপটেন কলিন্স প্রথমশ্রেণীর নাবিক হলেও, মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর ভালো ধারণা নেই।

নব্বই নট বেগে বাতাস বইলেও লেডি ফ্ল্যামবোরোকে নিয়ে খোলা সাগরে বেরুবে সুলেমান আজিজ। ব্রিজ উইন্ডোর পিছনে, ক্যাপটেনের সীটে বসে আছে সে, টান টান হয়ে আছে পেশীগুলো, জুলফি আর মাথার পিছনের চুল থেকে গড়িয়ে পড়া ঘামের ধারা মুছছে বার বার।

স্যাঁতসেঁতে ব্রিজে হেলম-এর দায়িত্ব নিয়েছে আতঙ্কবাদীদের একজন, চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে তার দিকে। দু'জন সশস্ত্র লোক ব্রিজের দরোজা পাহারা দিচ্ছে, তাদের অস্ত্র ক্যাপটেন আর ফার্স্ট অফিসার মাইকেল ফিনি-র দিকে তাক করা। দু'জনেই ওরা দাঁড়িয়ে আছে সুলেমান আজিজের হেলমসম্যানের পাশে।

জোয়ার আসার পর নোঙরের মাথায় ঘুরে গেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো, বন্দর এন্ট্রান্সের দিকে মুখ করে রয়েছে জাহাজ। চোখে বাইনোকুলার তুলে শেষ একবার বন্দরের চারদিকটা দেখে নিলো সুলেমান আজিজ, তারপর একটা হাত তুলে সঙ্কেত দিলো মাইকেল ফিনিকে, কথা বললো পোর্টেবল রেডিওতে। 'তৈরি হও, এখুনি', নির্দেশ দিলো সে।

রাগে বিকৃত হয়ে আছে মাইকেল ফিনি-র চেহারা ঝট করে ক্যাপটেনের দিকে ফিরল সে। ম্লান চেহারা নিয়ে ক্যাপটেনের শুধু মৃদু কাঁধ ঝাঁকালেন। অগত্যা বাধ্য হয়ে নোঙর তোলার নির্দেশ দিলো ফার্স্ট অফিসার।

দু'মিনিট পর কালো পানি থেকে জাহাজে উঠে এলো নোঙর। হুইলের পাশে দাঁড়িয়ে থাকলেও স্পোক ধরার কোনো চেষ্টা করলো না হেলমসম্যান। আধুনিক জাহাজ সাধারণত শুধু খারাপ আবহাওয়ায় ম্যানুয়ালি চালানো হয়, কিংবা পাইলটের সাহায্যে কোনো বন্দর ত্যাগ করার সময় বা বন্দরে ঢোকার সময়। লেডি ফ্ল্যামবোরোয় রয়েছে অটোমেটিক কন্ট্রোল সিস্টেম, বোতাম টিপে সব কাজ সমাধা করা হয়। দায়িত্বে রয়েছে ফার্স্ট অফিসার, রাডার স্ক্রীনের ওপরও তীক্ষ্ণ একটা চোখ রেখেছে সে।

হাইজ্যাক করা জাহাজটাকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে সুলেমান আজিজ। সন্ধ্যার পর চারদিকে গাঢ় হয়ে নেমেছে অন্ধকার, প্রমোদতরীর কাঠামোটা অস্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে শুধু অপর তীরের আলোর পথে বাধা হয়ে দাঁড়ালে। কি ঘটে যাচ্ছে কেউ লক্ষ করলো না। ধীরগতিতে এগোল ফ্ল্যামবোরো, সাবধানে অন্যান্য নোঙর করা জাহাজগুলোকে পাশ কাটিয়ে এল। চ্যানেলে বেরিয়ে এসে ঘুরে গেলো খোলা সাগরের দিকে।

ব্রিজ ফোনের রিসিভার তুলে নিয়ে কমিউনিকেশন রুমের সাথে যোগাযোগ করলো সুলেমান আজিজ। 'কিছু বলার আছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে।

'এখনও কিছু ঘটছে না', তার একজন অনুচর জবাব দিলো, উরুগুয়ে নেভীর পেট্রল বোটগুলোর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সী মনিটর করছে সে।

'কোন সঙ্কেত পেলেই ব্রিজ স্পীকারে রিলে করবে।'

'জ্বী, জনাব।'

'ছোট একটা বোট আমাদের বো-র সামনে দিয়ে পার-হচ্ছে', জানাল মাইকেল ফিনি। 'আমাদের দিক বদলাতে হবে।'

অটোমেটিক পিস্তলের মাজলটা মাইকেল ফিনি-র খুলির গোড়ায় চেপে ধরলো সুলেমান আজিজ। 'কোর্স আর স্পীড যা আছে তাই থাকবে।'

'ধাক্কা লাগবে! প্রতিবাদ করলো মাইকেল ফিনি। 'আমাদের আলো নেই, ওরা আমাদের দেখতে পাচ্ছে না!'

উত্তরে মাজলটা আরও জোরে চেপে ধরলো সুলেমান আজিজ।

ক্রমশ এগিয়ে আসছে বোটটা, লেডি ফ্ল্যামবোরো থেকে সবাই তারা পরিষ্কার দেখতে পেল ওটাকে। বেশ বড় একটা মোটর ইয়ট, লম্বায় চল্লিশ মিটারের কম হবে না, আন্দাজ করলেন ক্যাপটেন কলিন্স। চওড়া হবে আট মিটার। খুব সুন্দর দেখতে, উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করছে। ইয়টে সম্ভবত জমজমাট পার্টি চলছে, ডেকে প্রচুর লোকজন, বাজনার তালে তালে একদল নারী-পুরুষ নাচছে। রাডার অ্যান্টেনা ঘুরছে না দেখে শিউরে উঠলেন কলিন্স।

'হর্ন বাজিয়ে সতর্ক করো ওদের', তাড়াতাড়ি অনুরোধ করলেন তিনি। 'সময় থাকতে ওদেরকে সরে যাবার একটা সুযোগ দাও।'

অবজ্ঞার সাথে চুপ করে থাকলো সুলেমান আজিজ।

দুঃসহ সেকেন্ডগুলো পেরিয়ে যেতে লাগল। এক সময় সবাই উপলব্ধি করলো, সংঘর্ষ অবধারিত। ইয়টের ডেকে যারা নাচানাচি করছে বা যে লোকটা হেলমের দায়িত্বে রয়েছে, কেউ তারা টের পায় নি অন্ধকারের ভেতর থেকে ইস্পাতের তৈরি প্রকাণ্ড একটা দানব তাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

'অমানবিক! হাঁপিয়ে উঠলেন কলিন্স। 'এ স্রেফ অমানবিক!'

ইয়টের স্টারবোর্ড সাইডে সরাসরি বোর ধাক্কা মারল লেডি ফ্ল্যামবোরো। বড় কোনো ঝাঁকি লাগলো না। লেডি ফ্ল্যামবোরোর চারতলা সমান উঁচু বোর নিচে চাপা পড়ে গেলো ইয়ট। সামান্য একটু কাঁপুনি অনুভব করলো ব্রিজে দাঁড়ানো লোকজন। বোর নিচে চাপা পড়ো ইয়ট পানির নিচে নেমে গেছে, মাঝখান থেকে দু'টুকরো হয়ে গেছে আগেই।

ফরওয়ার্ড ব্রিজে রেইলিং ধরে থরথর করে কাঁপছেন ক্যাপটেন কলিন্স, ইয়টের ভাঙাচোরা অংশ লেডি ফ্ল্যামবোরোর পাশ দিয়ে ভেসে যেতে দেখছেন তিনি, নারীকণ্ঠের করুণ আর্তনাদ পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছেন। কোনো একটা অংশও পঞ্চাশ মিটার যেতে পারলো না, তার আগেই ডুবে গেলো। লেডি ফ্ল্যামবোরোর পিছনে আলোড়িত পানিত লাশ ভাসতে দেখলেন তিনি।

হতভাগা মাত্র কয়েকজন আরোহী ইয়ট থেকে ছিটকে পড়েছে দূরে, সাঁতার কেটে আরও দূরে সরে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে তারা। তাদের মধ্যে যারাহত, সাঁতার কাটতে পারবে না, কিছু একটা ধরার জন্য হাতড়াচ্ছে চারদিকে। হঠাৎ অন্ধকারে হারিয়ে গেলো তারা।

'ইউ খুনী হারামজাদা!' চিৎকার করে উঠলো মাইকেল ফিনি, এক দলা থুথু ছুঁড়ে দিলো সুলেমান আজিজের দিকে।

'ন্যায়-অন্যায় বিচার কারার মালিক একা শুধু আল্লাহ', শান্তভাবে, নির্লিপ্ত সুরে বললো সুলেমান আজিজ। মাইকেল ফিনি-র খুলি থেকে অটোমেটিকটা সরিয়ে নিলো সে। 'চ্যানেল থেকে বেরুবার পর হেডিং হবে ওয়ান-ফাইভ ডিগ্রী ম্যাগনেটিক। অটোমেটিক পাইলট এনগেজ করবে।

রেলিঙ ছেড়ে সুলেমান আজিজের দিকে ফিরলেন ক্যাপটেন। 'ফর গডস সেক, সী রেসকিউ সার্ভিসকে রেডিও মেসেজ পাঠাও। কয়েকজনক এখনও বাঁচানো যাবে।'

'না।'

'রেসকিউ সার্ভিসকে নিজের পরিচয় না দিলেও পারো তুমি।'

মাথা নাড়লো সুলেমান আজিজ। 'আমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? রেসকিউ সার্ভিস দুর্ঘটনার রিপোর্ট দেবে না সিকিউরিটি ফোর্সকে? আমাদের অনুপস্থিতি টের পেতে এক ঘণ্টাও লাগবে না তদন্ত টীমের। দুঃখিত, ক্যাপটেন, কোথাও কোনো খবর পাঠানো যাচ্ছে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পান্টা ডেল এসটে থেকে দূরে সরে যেতে চাই আমি।'

কয়েক সেকেন্ড একদৃষ্টে সুলেমান আজিজের দিকে তাকিয়ে থাকলেন কলিন্স। তারপর তিনি জানতে চাইলেন, 'জাহাজ ফেরত পাবার আগে আর কি দেখতে হবে আমাদের?'

'আপনারা যদি আমার কথা শোনেন, আপনাদের কারও কোনো ক্ষতি হবে না।'

'আর প্যাসেঞ্জারদের? প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো আর প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান? তাঁদের স্টাফ? ওদের জন্যে কি ভেবেছ তুমি?'

'শেষ পর্যন্ত ওরা মুক্তি পাবে, টাকার বিনিময়ে।'

'কিন্তু আমার তা মনে হচ্ছে না', তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন ক্যাপটেন। 'তুমি টাকা পাবার আশায় ওদেরকে কিডন্যাপ করোনি।'

চোখে বিদ্রুপ নিয়ে হাসলো সুলেমান আজিজ। 'জাহাজ চালাতে জানেন, আবার মানুষের মনও পড়তে পারেন?'

'দেখেই চেনা যায়', বললেন ক্যাপটেন, 'তোমার লোকজন সবাই মধ্যপ্রাচ্যের। আমার ধারণা, আমার মিশরীয় অতিথিদের তুমি খুন করতে চাও।'

গলা ছেড়ে হেসে উঠলো সুলেমান আজিজ। তারপর সে বললো, 'মানুষের ভাগ্য নির্ধারণ করেন একমাত্র আল্লাহ। আমি শুধু নির্দেশ পালন করি।'

'তোমার নির্দেশের উৎস কি?'

সুলেমান আজিজ জবাব দেয়ার আগে ব্রিজ স্পীকার থেকে যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'জিরো টু-থারটি-তে হন্দেভো, কমান্ডার।'

পোর্টেবল ট্রান্সমিটারে মেসেজের প্রাপ্তির স্বীকার করলো সুলেমান আজিজ। তারপর ক্যাপটেনের দিকে তাকালো। 'আলোচনা সময় নেই, ক্যাপটেন। সকালের মধ্যে অনেক কাজ সারতে হবে আমাদের।'

'কিন্তু আমার জাহাজের কি হবে?' জেদের সুরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপটেন। 'আমার জাহাজ আর ক্রুদের সম্পর্কে অবশ্যই জানতে হবে আমাকে।'

'হ্যাঁ, সে অধিকার আপনার আছে', আরেক দিকে ফিরে বিড়বিড় করলো সুলেমান আজিজ, যেনো অন্য কোনো বিষয় নিয়ে চিন্তা করছে সে। 'কাল সন্ধ্যায় এই সময়, আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যমগুলো রিপোর্ট করবে, লেডি ফ্ল্যামবোরোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। সবাই ধরে নিতে বাধ্য হবে, সমস্ত প্যাসেঞ্জার আর ক্রু নিয়ে জাহাজটা দুশো ফ্যাদম পানির নিচে তলিয়ে গেছে।'

আটত্রিশ

'কিছু শুনতে পেলে, কার্লোস?' বুড়ো জেলে শক্ত হাতে ধরে আছে প্রাচীন ফিশিং বোটের মরচে ধরা হুইলটা, কোঁচকানো চেহারায় উদ্বেগ।

কানের পাশে হাত রেখে বোর সামনে অন্ধকারের ভেতর তাকালো ছেলে। একটু পর হেসে উঠে বললো সে, 'তোমার কান আমার চেয়ে ভাল, পাপা। আমি শুধু আমাদের এঞ্জিনের আওয়াজ পাচ্ছি।'

ভুল শুনলাম?' বিড়বিড় করলো বুড়ো। 'মনে হলো যেনো একটা মেয়ের গলা। বাঁচাও! বাঁচাও!'

মেয়ের গলা? মুখের হাসি নিভে গেলো ছেলের। আরেকবার সামনে তাকালো সে। তারপর কাঁধ ঝাঁকালো। 'কউ, আমি তো কিছুই শুনতে পাচ্ছি না।'

'না, ভুল শুনিনে।' বুড়ো লুই শাভেজ শার্টের আস্তিন দিয়ে দাঁড়ি মুছল, অলসভঙ্গিতে থ্রটল টেনে কমিয়ে আনলো বোটের গতি। মন-মেজাজ আজ তার দারুণ ভাল। রোজ বেরুলেও, সব দিন মাছ পাওয়া যায় না। আজও অবশ্য হোল্ড মাত্র অর্ধেক ভরেছে, তবে জালে ধরা পড়েছে বিভিন্ন ধরনের সব দামী মাছ, হোটেল-রেস্তোরাঁর শেফ-রা যেকোন দামে কিনতে রাজি হবে ওগুলো। আনন্দে এরই মধ্যে ছ-বোতল বিয়ার গিয়ে ফেলেছে বুড়ো।

'পাপা, পানিতে কি যেনো দেখতে পাচ্ছি!'

'কোথায়?'

হাত তুললো কার্লোস। 'পোর্ট বো ছাড়িয়ে। ভাঙা বোটের অংশ হতে পারে।'

রাতে আজকাল বুড়ো ভালো দেখতে পায় না। তারপর রানিং লাইটের ধরা পড়লো ভাঙা টুকরোগুলো। তার মধ্যে অনেকগুলোই সাদা রঙ করা কাঠ। অভিজ্ঞতা থেকে আন্দাজ করলো বুড়ো, ওগুলো শুধু একটা ভাঙা ইয়টের অংশ হতে পারে। বিস্ফোরণে বিধ্বস্ত হয়েছে? নাকি সংঘর্ষে? পোর্টের সবচেয়ে কাছের আলোটাও দু'কিলোমিটার দূরে, বিস্ফোরণ ঘটলে তীর থেকে শুনতে পাবার কথা। অথচ চ্যানেলে কোনো রেসকিউ বোটের আলো দেখা যাচ্ছে না।

ইয়টের ভাঙাচোরা টুকরোগুলো ভাসছে, সেগুলোর মাঝখানে ঢুকে পড়ছে ফিশিং বোট, এই সময় আবার সেই আওয়াজটা শুনতে পেল বুড়ো জেলে। প্রথমে যেটাকে চিৎকার বলে মনে হয়েছিলো, এখন সেটাকে ফোঁপানোর শব্দ মনে হলো। এবার একেবারে কাছ থেকে ভেসে এল।

'গ্যালি থেকে রাউল, জাস্টিরো আর ম্যানুয়ালকে ডেকে আনো। জলদি, বাপ, জলদি! ওদের বলো, উদ্ধার করার জন্যে পানিতে নামতে হবে।'

ছুটল কার্লোস। গিয়ার লিভার 'স্টপ'-এ টেনে আনলো বুড়ো লুই শাভেজ। হুইলহাউস থেকে বেরিয়ে এসে বোতাম টিপে স্পটলাইট জ্বালা সে, ধীরে ধীরে পানিতে ঘোরাল আলোটা।

বিশ মিটার দূরেও নয়, চওড়া কেটা তক্তা দেখল লুই শাভেজ, সন্দেহ নেই কোনো ইয়টেরই ভাঙা ডেক। টুকরোটার ওপর জড়াজড়ির করে রয়েছে দুটো দেহ। একজন পুরুষ, তার বোধ হয় জ্ঞান নেই। দ্বিতীয়জন নারী, পুরুষটাকে এক হাতে বুকের সাথে জড়িয়ে ধরে রেখেছে, আলোর দিকে ফির অপর হাতটা ঘন ঘন নাড়লো সে, পা ছুঁড়ল পানিতে, উন্মাদিনীর মতো চিৎকার শুরু করলো।

'শান্ত হও!' অভয় দিলো বুড়ো লুই শাভেজ। 'ভয় পেয়ো না! আমরা আসছি!' ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ পেয়ে পিছন ফিরল সে। ছুটে এসে দু'পাশে ভিড় করলো ক্রুরা।

'কিছু দেখতে পাচ্ছেন?' জিজ্ঞেস করলো লুইস।

'একটা তক্তার ওপর দু'জন বেঁচে আছে। ওদেরকে তোলার জন্যে প্রস্তুতি নাও।'

'আজ কেউ আমরা পানিতে নামছি না।' একজন মাল্লা বললো শান্ত স্বরে।

তার বলার সুরে এমন একটা কিছু ছিলো, ঝট্ করে তক্তাটার দিকে ফিরল লুই শাভেজ। লম্বা ফিন্ দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো তার বুক। মেয়েটা বুকের সাথে আরও জোরে চেপে ধরেছে পুরুষটাকে, আতঙ্কে বিস্ফোরিত চোখ জোড়া রাক্ষুসে হাঙরের কুৎসিত মাথার ওপর স্থির।

মস্ত চোয়ালটা খুলছে আর বন্ধ করছে হাঙর, তার কুতকুতে চোখ দুটো স্থির হয়ে আছে পানিতে নেমে আসা মেয়েটার পায়ের ওপর। বুড়ো লুই শাভেজ শিউরে উঠল, ইচ্ছে হলো মুখটা অন্য দিকে ফিরিয়ে নেয়, কিন্তু পারলো না। আর্তনাদ করে উঠলো মেয়েটা, চোয়ালের মাঝখানে তার পা আটকে নিয়ে নিচের দিকে টানছে হাঙর। এরপর যে দৃশ্যটা বুড়ো দেখল, জীবনে কখনও ভুলবে না। তক্তা থেকে অর্ধেক নেমে গেছে মেয়েটা, বুঝতে পারছে বাঁচার কোনো আশা নেই। বুক থেকে পুরুষটাকে ফেলে দিলো সে, দু'হাত দিয়ে ঠেলে তক্তার কিনারা থেকে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করলো অজ্ঞান দেহটাকে, হাঙর যাতে তার নাগাল না পায়। পরমুহূর্তে সড়াৎ করে পানির নিচে তাকে টেনে নিলো হাঙর। ভারসাম্যে ব্যাঘাত সৃষ্টি হওয়ায় তক্তাটা কাত হলো সামনের দিকে, গড়িয়ে পানিতে নেমে গেলো অজ্ঞান দেহটাও। এক ঝাঁক হাঙর ঝাঁপিয়ে পড়লো দু'জনের ওপর।

এর প্রায় ঘণ্টাখানেক পর।

ব্যাটল ড্র পরা একদল অফিসারের সামনে কর্নেল হোসে রোয়েস দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক যেনো খাড়া একটা লোহার রড। উরুগুয়ের সামরিক স্কুল থেকে গ্র্যাজুয়েট হবার পর ব্রিটেনে গিয়ে রণকৌশলের ওপর ট্রেনিং নিয়েছে সে, সেই থেকে হাতে একটা খাটো ছড়ি রাখা অভ্যাস পরিণত হয়েছে, এটা তার আত্মবিশ্বাস অনেক গুণ বাড়িয়ে দেয়।

একটা টেবিলের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে কর্নেল, টেবিলের ওপর পান্টা ডেল এসটে শহরের একটা মডেল, সাগর-সৈকতসহ। অফিসারদের উদ্দেশে কথা বলছে সে, 'ডক এলাকায় টহল দেব আমরা তিন দলে ভাগ হয়ে, প্রতি দলে চারজন করে লোক, প্রতি পালায় আট্ ঘণ্টা করে ডিউটি।'

কথা বলার সময় নাটকীয় ভঙ্গিতে হাতের তালুতে ছড়ির বাড়িয়ে মারছে। 'মনে রাখতে হবে, ব্যাকআপ ফোর্স হিসেবে কাজ করছি আমরা, সন্ত্রাসবাদীরা হামলা করেছে

শুনলেই অকুস্থলে ছুটে যাবার জন্যে প্রতি মুহূর্তে তৈরি থাকতে হবে। জানি, লোকের চোখে ধরা না পড়ে টহল দিয়ে বেড়ানো কঠিন, তবু চেষ্টা করে যাও। রাতের বেলা ছায়ার ভেতর থাকবে, দিনের বেলা ভিড়ের মধ্যে মিশে যাবে। ট্যুরিস্টদের আমরা ভয় পাওয়াতে চাই না, তারা যেনো আবার ভেবে না বসে যে উরুগুয়ে একটা পুলিশী রাষ্ট্র। কোনো প্রশ্ন?'

লেফটেন্যান্ট এডুরাডো ভেজকুইজ হাত তুললো। 'কর্নেল?'

'এডুরাডো?'

'কাউকে দেখে যদি সন্দেহ হয়, কি করব আমরা?'

'কিছুই করবে না, শুধু তার কথা রিপোর্ট করবে। হয়তো দেখা যাবে লোকটা ইন্টারন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্টদের একজন।'

'কিন্তু তাকে যদি আমরা সশস্ত্র অবস্থায় দেখি?'

সশব্দে নিঃশ্বাস ফেললো কর্নেল। 'তাহলে তো জানতেই পারলে লোকটা সিকিউরিটি এজেন্ট। আন্তর্জাতিক যে কোন ব্যাপার কূটনৈতিকদের ওপর ছেড়ে দেয়াই ভাল। পরিষ্কার?'

আর কোনো হাত উঠলো না।

অফিসারদের বিদায় করে দিয়ে বন্দর মাস্টারের বিল্ডিংয়ে চলে এলো কর্নেল হোসে রোয়েস, এখানেই অস্থায়ী অফিস দেয়া হয়েছে তাকে। মেশিন থেকে কাপে কফি ঢালছে, পাশে এসে দাঁড়ালো তার এইড।

'ক্যাপটেন ফ্লোরেস, ন্যাভাল অ্যাফেয়ার্স', বললো সে। 'জানতে চাইছে আপনি তার সাথে দোতলায় দেখা করতে পারবেন কিনা।'

'কেন, বলেছে?'

'বললো জরুরি।'

হাতে কফির কাপ, সিঁড়ি না ধরে এলিভেটরে চড়ে নিচে নামল কর্নেল রোয়েস। তার জন্যে দোতলায় অপেক্ষা করছে ক্যাপটেন ফোরেস, পরনে নেভির ধবধবে সাদা ইউনিফর্ম। কোনো ব্যাখ্যা না দিয়ে কর্নেলকে পথ দেখিয়ে রাস্তায় বের করে আনলো সে, রাস্তা পেরিয়ে ঢুকল বড়সড় একটা দোচালার ভেতর। পানি থেকে উদ্ধার করা বোট ইত্যাদি রাখা হয় এখানে। ভেতরে ঢুকে কর্নেল দেখল, কয়েকজন লোক তোবড়ানো, ভাঙা কিছু টুকরো পরীক্ষা করছে। টুকরোগুলো কোনো বোটের অংশ হতে পারে বলে মনে হলো তার।

তার সাথে কার্লোস আর লুই শাভেজের পরিচয় করিয়ে দিলো ক্যাপটেন ফোরেস। 'টুকরোগুলো একটা বিধ্বস্ত ইয়টের বলে সন্দেহ করছে ওরা। চ্যানেলে পেয়েছে। ওদের ধারণা, বড় কোনো জাহাজের সাথে ধাক্কা লেগে ডুবে গেছে ইয়টটা।'

'ইয়ট অ্যাক্সিডেন্টের ঘটনা', বললো কর্নেল, 'স্পেশাল সিকিউরিটি কেনো মাথা ঘামাতে যাবে?'

বন্দর মাস্টার ছোটোখাট মানুষটা, ম্লান গলায় বললো, 'শীর্ষ সম্মেলন চলছে, দুর্ঘটনাটা শোকের ছায়া ফেলতে পারে। অকুস্থলে রেসকিউ বোট পাঠানো হয়েছে। এখনও জীবিত কাউকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।'

'ইয়টের পরিচয় জানতে পেরেছেন?'

'উনি একটা টুকরো পেয়েছেন', বন্দর মাস্টার চোখ-ইশারায় লুই শাভেজকে দেখালো। 'ইয়টের একটা নেমপ্লেট। তাতে *লোলা* লেখা রয়েছে।'

মাথা নাড়লো কর্নেল রোয়েস। 'আমি সৈনিক। প্রমোদতরীর সাথে পরিচয় নেই। নামটার কি বিশেষ কোনো তাৎপর্য আছে?'

'*লোলা* হলো ভিক্টর রিভেরার স্ত্রীর নাম', ক্যাপটেন ফোরেস বিড়বিড় করে বললো। 'আপনি তাঁকে চেনেন, কর্নেল?'

আড়ষ্ট হয়ে গেলো কর্নেল। 'আইনসভার স্পীকারকে চিনব না! ইয়টটা কি তাঁর?'

'তাঁর নামে রেজিস্ট্রি করা', মাথা ঝাঁকিয়ে বললো ক্যাপটেন ফোরেস। 'ইতিমধ্যে আমরা তাঁর সেক্রেটারির সাথে বাড়িতে যোগাযোগ করেছি। কোনো তথ্য দিইনি। শুধু জানতে চেয়েছি মি. রিভেরার কোথায় আছেন বলতে পারবে কিনা। মেয়েটা জানাল, সে শুধু জানে আর্জেন্টিনিয়ান, ও ব্রাজিলিয়ান ডিপ্লোম্যাটদের সম্মানে নিজের ইয়টে তিনি একটা পার্টি দিচ্ছেন।'

'কত জন?' জানতে চাইলো কর্নেল রোয়েস, বুকের ভেতর মাথাচাড়া দিচ্ছে একটা আতঙ্ক।

'মি. রিভেরার আর তাঁর স্ত্রী, তেইশজন অতিথি, আট-দশজন ক্রু–সব মিলিয়ে ত্রিশ-বত্রিশজন।'

'নাম?'

'বাড়িতে সেক্রেটারি কোনো তালিকা রাখেনি। তাকে আমি স্পীকারের অফিসে খোঁজ করতে বলেছি।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চেপে কর্নেল হোসে রোয়েস বললো, 'তদন্তের দায়িত্ব এখন থেকে আমি নিলে ভালো হয়।'

সাথে সাথে ক্যাপটেন ফোরেস প্রস্তাব দিলো, 'নেভি যে কোনো সাহায্য করার জন্যে প্রস্তুত।'

বন্দর মাস্টারের দিকে ফিরল কর্নেল। 'জাহাজটার নাম কি?'

'সেটা একটা রহস্য। গত দশ ঘণ্টায় বন্দরে কোনো জাহাজ আসা-যাওয়া করেনি।'

'আপনাকে না জানিয়ে কোনো জাহাজের পক্ষে আসা সম্ভব?'

'পাইলটকে না ডেকে সে চেষ্টা করা নেহাতই বোকামি হবে ক্যাপটেনের।'

'সম্ভব কিনা?' আবার জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'না', দৃঢ়কণ্ঠে জানাল বন্দর মাস্টার। 'আমি জানতে পারব না অথচ একটা জাহাজ নোঙর ফেলল, সম্ভব নয়।'

মেনে নিলো কর্নেল। 'আর নোঙর তুলে বেরিয়ে যাওয়া?'

প্রশ্নটা নিয়ে কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলো বন্দর মাস্টার। তারপর মাথা ঝাঁকাল সে। 'আমাকে না জানিয়ে ডক থেকে কেউ যেতে পারবে না। তবে জাহাজটা যদি তীর থেকে দূরে নোঙর ফেলে থাকে, যদি জাহাজটার ক্রুর আর ক্যাপটেনের কছে চ্যানেলটা পরিচিত হয়, আর তারা যদি কোনো আলো না জ্বালে–হ্যাঁ, কারও চোখে ধরা না পড়ে খোলা সাগরে বেরিয়ে যেতে পারে।'

'নোঙর করা জাহাজের তালিকা', বললো কর্নেল, 'ক্যাপটেন ফোরেসের হাতে কতক্ষণের মধ্যে দিতে পারবেন?'

'দশ মিনিটের ভেতর।'

'ক্যাপটেন ফোরেস?'

'কর্নেল।'

'নিখোঁজ জাহাজ নেভির মাথাব্যথা, কাজেই আমার ধারণা, তদন্তের দায়িত্বটা আপনি নিলে ভালো হয়।'

'ধন্যবাদ, কর্নেল। কাজ দেখাবার সুযোগ পেয়ে খুশি হলো ক্যাপটেন ফোরেস। 'এখুনি শুরু করছি আমি।'

থমথমে চেহারা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালো কর্নেল হোসে রোয়েস। জানে, আজ রাতে আকাশ ভেঙে পড়বে মাথায়।

মাঝরাতের খানিক আগে কর্নেলকে রিপোর্ট দিলো ক্যাপটেন। ইতোমধ্যে বন্দর ও চ্যানেলের বাইরের জলসীমায় তন্নতন্ন করে তল্লাশি চালিয়েছে সে। রিপোর্টে বলা হলো, একটা মাত্র জাহাজকে পাওয়া যাচ্ছে না। সেটার নাম লেডি ফ্ল্যামবোরো।

লেডি ফ্ল্যামবোরোর ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জার লিস্ট দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলো কর্নেল রোয়েস। সাথে সাথে একটা ফলো-আপ ইনভেস্টিগেশনের নির্দেশ দিলো সে, মনে ক্ষীণ ভঙ্গুর আশা যে মেক্সিকো ও মিশরের প্রেসিডেন্ট ও জাতিসংঘ মহাসচিব তীরে কোথাও রাত কাটানোর জন্যে জাহাজ ত্যাগ করে থাকতে পারেন। গভীর রাতে নেতিবাচক রিপোর্ট পাওয়া গেলো। জাহাজের সাথে তাঁরাও নিখোঁজ হয়েছেন। সেই সাথে দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে উঠল, লেডি ফ্ল্যামবোরোকে হাইজ্যাক করে নিয়ে গেছে সন্ত্রাসবাদীরা।

ভোর রাত থেকে বিপুল আয়োজনের সাথে তল্লাশির কাজ শুরু হলো। উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিল বিমানবাহিনীর যতগুলো প্লেন হাতের কাছে পাওয়া গেলো, সবগুলোকে তুলে দেয়া হলো আকাশে। দক্ষিণ আটলান্টিকের চার লক্ষ বর্গমাইল জুড়ে অনুসন্ধান চালাবার পরও লেডি ফ্ল্যামবোরোর কোনো সন্ধান পাওয়া গেলো না।

যেনো সাগর গিলে খেয়ে ফেলেছে জাহাজটাকে।

উনচল্লিশ

শার্টের ভেতর, বুকে আর পিঠে, একজোড়া হাত নড়াচাড়া করছে। গভীর ঘুম থেকে ধীরে ধীরে সজাগ হলো পিট, স্বপ্ন দেখছে পানির তলা থেকে ওপরে ওঠার চেষ্টা করছে ও, কিন্তু পারছে না। চোখ রগড়াল, দেখল নুমার হেডকোয়ার্টারে ওর জন্যে বরাদ্দ করা কামরাতেই একটা কাউচে শুয়ে রয়েছে ও। পুরোপুরি চিৎ হলো, দেখতে পেল সুগঠিত একজোড়া মেয়েলি পা।

কাউচের ওপর উঠে বসল পিট, চোখ পিট পিট করে লিলি শার্পের দুষ্ট হাসিমাখা মুখের দিকে তাকালো। হাতঘড়ি দেখার জন্যে কব্জিটা চোখের সামনে তুললো, তারপর মনে পড়লো হাতঘড়ি, মানিব্যাগ আর চাবি ডেস্কে রেখে চোখ বুজেছিলো। 'কয়টা বাজে বলো তো?'

'সাড়ে পাঁচটা', ফিক করে অকারণ হাসির সাথে বললো লিলি, পিটের কাঁধের ওপর ঝুঁকে ওর ঘাড় আর পিঠের পেশী ডলছে দুই হাতে।

'রাত নাকি দিন?'

'শেষ বিকেল। মাত্র তিন ঘণ্টা ঘুমিয়েছ।'

'তোমার কি ঘুম বলে কিছু নেই?'

'প্রতি চব্বিশ ঘণ্টায় চারঘণ্টা ঘুমালেই চলে আমার।'

মুখের সামনে হাত রেখে হাই তুললো পিট। 'তোমার ভবিষ্যৎ স্বামীর প্রতি আমার গভীরতম সহানুভূতি রইল।'

'এখানে কফি দিলাম।' পিটের নাগালের মধ্যে টেবিলের ওপর কাপে কফি ঢালল লিলি।

পায়ে জুতো গলিয়ে শার্টের কিনারা ট্রাউজারের ভেতর গুঁজল পিট। 'কমপিউটর জাদুকর ইয়েজার পেল কিছু?'

'বলছে তো।'

স্থির হয়ে গেলো পিটের হাত। 'নদীটা?'

'না, ঠিক তা নয়। ইয়েজার ভারি রহস্যময় আচরণ করছে, তবে বলছে তোমার কথাই নাকি ঠিক। কলম্বাস বা ভাইকিংদের আগে নাকি ভেনাটর আটলান্টিক পাড়ি দিয়েছিলেন।'

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মুখ বাঁকাল পিট। 'একি! এ তো নিরেট চিনি!'

বিব্রত হলো লিলি। 'কিন্তু অ্যাল যে বললো, কফিতে তুমি চার চামচ চিনি নাও।'

'মিথ্যে বলেছে! এক চামচই বেশি হয়ে যায় আমার!'

'আমি দুঃখিত', মুচকি হেসে বললো লিলি। 'বোঝা যাচ্ছে, প্র্যাকটিকাল জোকারের পাল্লায় পড়েছিলাম।'

'তুমিই প্রথম নও', বলে দরোজার দিকে পা বাড়াল পিট।

ইয়েজারের ডেস্কে পা তুলে দিয়ে চেয়ারে বসে দোল খাচ্ছে অ্যাল জিওর্দিনো। মুখভর্তি স্যান্ডইউচ, একহাত দিয়ে নাকের কাছে ধরে আছে টোপোগ্রাফিক ম্যাপটা। ম্যাপে বিশদভাবে দেখানো হয়েছে একটা উপকূল রেখা।

কুঁজো হয়ে বসে আছে হিরাম ইয়েজার, চোখ দুটো লাল, নাকটা কমপিউটর মনিটরের দিকে তাক করা, একটা প্যাডে খস করে নোট নিচ্ছে। পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাতে হলো না তাকে স্ক্রীনেই দেখতে পেল কারা ঢুকল কামরায়। 'বাধাটা টপকানো গেছে', বলার সুরে খানিকটা সন্তুষ্টি প্রকাশ পেল।

'কি পেয়েছো?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'সেরাপিসকে গ্রীনল্যান্ডে যেখানে পাওয়া গেছে, সেখান থেকে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে না এগিয়ে, ব্যাঙের মতো আমি একটা লাফ দিই দক্ষিণ দিকে, একেবারে মেইন-এ। তার রাফিনাসের বর্ণনার সাথে মিল খুঁজতে শুরু করি।'

'অমনি কপাল খুলে গেলো?'

'সত্যি গেলো। তোমার মনে আছে, রাফিনাস লিখেছে, ভেনাটরকে ফেলে চ'লে আসার পর একত্রিশ দিন ঝড়ের কবলে পড়েছিলো তারা। তারপর একটা নিরাপদ বে খুঁজে পায়, মেরামতের কাজ সারে সেখানে। পরের ঝড়ে তাদের পাল ছিঁড়ে যায়, ভেঙে যায় দাঁড়। দিনের কোনো হিসেব দেয়া হয়নি, ভাসতে ভাসতে একদিন গ্রীনল্যান্ডের খাঁড়িতে পৌঁছায় জাহাজ।' থামলো ইয়েজার, একটা বোতামে চাপ দিলো, মনিটরে ফুটে উঠলো আমেরিকাসহ উত্তর আটলান্টিকের চার্ট। এরপর তার আঙুলগুলো কোড নাম্বারের একটা সিরিজে চাপ দিলো। মনিটর স্ক্রীনে ছোটো একটা রেখা ফুটে উঠল, গ্রীনল্যান্ডের পূর্ব উপকূল থেকে ভাঙাচোরা, আঁকাবাঁকা পথ ধরে রওনা হলো সেটা দক্ষিণ দিকে, নিউ ফাউন্ডল্যান্ডকে ঘুরে, নোভা স্কটিয়া আর নিউ ইংল্যান্ডকে ছাড়িয়ে, থামলো গিয়ে আটলান্টিক সিটির সামান্য ওপরে।

'নিউ জার্সি?' বিড়বিড় করে উঠলো পিট, চেহারায় হতচকিত ভাব।

'সঠিকভাবে বললে, বার্নেগ্যাট বে', জানাল জিওর্দিনো। টোপোগ্রাফিক ম্যাপটা নিয়ে এসেছে সে, একটা টেবিলে ফেলে রেড মার্কার দিয়ে উপকূলের একটা অংশকে বৃত্তের মধ্যে আটকাল।

'বার্নেগ্যাট বে, নিউ জার্সি?' আবার প্রশ্ন করলো পিট।

'তিনশো একানব্বইয়ে উপকূল রেখা অন্য রকম ছিলো', বললো ইয়েজার।

'আরও এবড়োখেবড়ো ছিলো তীরভূমি, বে ছিলো আরও গভীর ও আড়াল পিট।

'বে-র বর্ণনা দিতে গিয়ে রাফিনাস খর্বকায় পাইন বনের কথা বলেছে, সেখানে লাঠি দিয়ে খোঁচা দিলেই মিষ্টি পানি বেরিয়ে আসে, মনে আছে? সেরকম বেঁটে পাইন গাছের একটা বন নিউ জার্সিতে রয়েছে। বনভূমির নাম, পাইন ব্যারেন্স, পূর্ব উপকূল থেকে রাজ্যের দক্ষিণ মধ্যভাগ পর্যন্ত বিস্তৃতি ওটার। মাটির ঠিক নিচেই পানি পাওয়া যায়। বর্ষা মরশুমে লাঠি দিয়ে খোঁচা মারো, পানি পাবে।'

'আশার কথা', সতর্ক মন্তব্য করলো পিট। 'কিন্তু রাফিনাস তো স্টোন ব্যালাস্ট-এর কথাও বলেছিলো।'

'ব্যাপারটা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। তাই আর্মি এঞ্জিনিয়ারিং কোর-এর একজন আর্কিওলজিস্টকে ডাকি আমি। সে আমাকে পাথরের একটা খনি দেখিয়ে দেয়, ফলে ধরে নিতে পারি সেরাপিসের ক্রুরা ঠিক ওই জায়গাতেই নেমেছিলো।'

'চমৎকার', কৃতজ্ঞচিত্তে বললো পিট। 'ঠিক পথেই এগোচ্ছ তুমি।'

'কিন্তু এখান থেকে কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'আমি দক্ষিণ দিকেই যেতে থাকি', বললো ইয়েজার। 'সেই সাথে আমার সহকারীরা কমপিউটরের সাহায্যে স্পেন থেকে পশ্চিম দিকে ভেনাটরের আনুমানিক কোর্স নির্ধারণ করার চেষ্টা করুক। ভূমধ্যসাগর ত্যাগ করার পর, ধরে নেয়া চলে, জাহাজের বহরটা প্রথম নোঙর ফেলেছিলো ওয়েস্ট ইন্ডিজে। নিউ জার্সি থেকে সেরাপিসের পথ, আর স্পেন থেকে আমেরিকার দিকে ভেনাটরের পথ, দুটো কোথাও এক জায়গায় ক্রস করবে, তার পাঁচশো মাইলের মধ্যে রয়েছে আমাদের সাধনার নদীটি।'

সন্দেহ প্রকাশ করলো লিলি, 'ভেনাটরের পথ আপনি কিভাবে খুঁজে পাবার আশা করেন–তিনি তো দিক, স্রোত, বাতা ও দূরত্বের কোনো হিসেবই রাখতে দেননি।'

ওটা কোনো সমস্যাই নয়', হেসে উঠে বললো ইয়েজার। 'কলম্বাসের নিউ ওয়ার্ল্ড অভিযানের লগ ডাটা ব্যবহার করব আমি। তাঁর জাহাজ আর হাজার বছরের পুরানো বাইজ্যানটাইন জাহাজের খোল, রিগিং, সেইল আলাদা ছিলো, সব মনে রেখে হিসেব করলেই বেরিয়ে আসবে...?

'শুনে মনে হচ্ছে পানির মতো সহজ একটা কাজ?'

'বিশ্বাস করো, তা নয়। আমরা হয়তো লক্ষ্যের দিকে এগোচ্ছি, তবে সেখানে পৌঁছাতে নিরেট আরও চারটে দিন গাধার খাটনি খাটতে হবে।'

'তাহলে শুরু করো', বললো পিট। 'খুঁজে বের করো লাইব্রেরিটা।'

সাক্ষাৎ করার অনুরোধ পেয়ে পিট ভাবল, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার বোধহয় তল্লাশির খবর জানতে চান। কিন্তু চেম্বারে পর থমথমে চেহারা দেখে বুঝল, গুরুতর কিছু ঘটে গেছে। সবচেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন করে তুললো ভদ্রলোকের ভোঁতা ও কোমল দৃষ্টি, তাঁর চোখে সাধারণত কাঠিন্য মেশানো তীক্ষ্ণ দৃষ্টিই দেখা যায়।

ডেস্কের পিছন থেকে ছেড়ে এগিয়ে এলেন স্যানডেকার, পিটের সামনে দাঁড়িয়ে ভারী হাত দুটো এর কাঁধে তুলে দিলেন। মুখ তুলে তাকালো পিট, অন্যদিকে ফিরলেন অ্যাডমিরাল, যেনো মুখ লুকাতে চান, তারপর ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে একটা কাউচে বসালেন, নিজেও বসলেন পাশেরটায়। সাহসে বুক বাঁধলো পিট, জানে খারাপ কিছু শুনতে হবে।

'এইমাত্র হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা পেলাম', অ্যাডমিরাল বললেন। 'বুঝতেই পারছ, পিট, মাই বয়, তোমাকে আমি কোনো সুখবর দিতে যাচ্ছি না। প্রমোদতরী লেডি ফ্ল্যামবোরো হাইজ্যাক হয়েছে। প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান ও প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো আছেন জাহাজে। ওরা উরুগুয়ের পান্টা ডেল এসটে-তে ছিলেন, ওখানে অর্থনৈতিক শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছে।'

এটা খবরের একটা অংশ মাত্র, উপলব্ধ করলো পিট। 'শুনে দুঃখ পেলাম', বললো ও। 'তবে ব্যাপারটা নুমা-র কোনো মাথাব্যথা নয়, তাই না? আর আমি তো আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি নিয়ে এতো ব্যস্ত যে নতুন কোনো অ্যাসাইনমেন্টের কথা ভাববারও সময় নেই।'

'হে'লা কামিলও রয়েছেন জাহাজটায়।'

'সর্বনাশ!'

'এবং তোমার বাবা।'

'বাবা?' থ মেরে গেলো পিট, অনুভব করলো গায়ের রোম দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। বিড়বিড় করে বললো, 'পরশু রাতে বাবার সাথে ফোনে কথা হয়েছে আমার, উরুগুয়েতে যাবার কথা কিছু বলেননি তো।'

'প্রেসিডেন্ট হাসান দেখা করার অনুরোধ জানিয়েছিলেন। শোনা যাচ্ছে, মিশরীয় প্রেসিডেন্টের জন্যে আমাদের প্রেসিডেন্টের একটা মেসেজও নাকি সাথে করে নিয়ে গেছেন জর্জ।'

কাউচ ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো পিট। খানিক পর আবার বসে পড়লো। 'পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'কাল রাতে লেডি ফ্ল্যামবোরো, ব্রিটিশ প্রমোদতরী, পাল্টা ডেল এসটে বন্দর থেকে নিখোঁজ হয়েছে।'

'নিখোঁজ হয়েছে?'

'আমরা ধারণা করছি, হাইজ্যাক করার পর ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে', পিটের চোখে চোখ রেখে মৃদুকণ্ঠে বললেন অ্যাডমিরাল। 'এয়ার সার্চ কোনো সন্ধান দিতে পারেনি। উদ্ধারকর্মীদের বিশ্বাস, পানির ওপরে ওটা নেই।'

'নিশ্চিতভাবে প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত আমি তা মানব না।'

'আমি তোমার দলে।'

'আবহাওয়া?'

'শান্ত-বাতাস, শান্ত সাগর।'

'জাহাজ নিখোঁজ হয় ঝড়ে', বললো পিট। 'শান্ত সাগরে হয় না বললেই চলে।'

অসহায় ভঙ্গিতে হাত নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'আরও বিস্তারিত তথ্যের অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

বাবা মারা গেছেন, ভাবতেই পারলো না পিট। ঘটনার আবছা বর্ণনা থেকে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব নয়। 'হোয়াইট হাউস এ-ব্যাপারে কিছু করছে কি?'

'ইচ্ছে থাকলেও করার কিছু নেই প্রেসিডেন্টের', গম্ভীর সুরে জানালেন অ্যাডিমরাল। 'বর্তমানে ওদিকে কোনো ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হচ্ছে না, তাই দক্ষিণ আটলান্টিকে আমাদের একটাও ন্যাভাল ইউনিট নেই।'

আবার দাঁড়ালো পিট, জানালা দিয়ে আলো ঝলমলে ওয়াশিংটনের দিকে তাকালো হঠাৎ দ্রুতবেগে আধপাঁক ঘুরল, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি স্থির হলো অ্যাডমিরালের মুখের ওপর। 'আপনি আমাকে বলছেন, মার্কিন সরকার তল্লাশির সাথে জড়িত হচ্ছে না?'

'সেরকমই দেখাচ্ছে ব্যাপারটা।'

'কিন্তু নুমার তল্লাশি চালাতে বাধা কোথায়?'

'আমাদের কোস্ট গার্ড বিমান কিংবা জাহাজ নেই।'

'আমাদের *সাউন্ডার* রয়েছে', বললো পিট।

কয়েক সেকেন্ড চিন্তা করলেন অ্যাডমিরাল। তারপর জানতে চাইলেন, 'আমাদের একটা রিসার্চ ভেসেলের কথা বলছ?'

'দক্ষিণ ব্রাজিলের খানিক দূরে রয়েছে ওটা', বললো পিট। 'কন্টিনেন্টাল শেলফের সোনার ম্যাপিং প্রজেক্টে কাজ করছে।'

মনে পড়লো অ্যাডমিরালের। মাথা ঝাঁকালেন তিনি। 'ঠিক আছে। তবে, সাউন্ডার অত্যন্ত মন্থরগতি। কি কাজে লাগবে ওটা?

'লেডি ফ্ল্যামবোরোকে যদি পানির ওপর পাওয়া না যায়, পানির তলায় খুঁজব আমি।'

'তোমাকে সম্ভবত এক হাজার বর্গমাইল চষে ফেলতে হবে। কিংবা তারো বেশি।'

'সাউন্ডারের সোনার গিয়ার দু'মাইলের বেশি নাগাল পায়', বললো পিট। 'সাথে একটা সাবমার্সিবলও থাকছে। আপনি আপত্তি না করলে আমি ওটার কমান্ড নিতে পারি।'

'দু'একজনের সাহায্য লাগবে তোমার।'

'জিওর্দিনো আর রুডি গান। আমাদের দলটা দারুণ।'

'ডিপ-সী মাইনিং অপারেশনে ক্যানারী দ্বীপে রয়েছে রুডি।'

'আঠারো ঘণ্টার মধ্যে উরুগুয়েতে পৌঁছানো তার জন্যে কোনো সমস্যা হবে না।'

মাথার পিছনে দু'হাত এক করে সিলিংয়ের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। অন্তরের গভীরে তিনি উপলব্ধি করলেন, মরীচিকার পিছনে ছুটতে চাইছে পিট। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপলেন তিনি, বললেন, 'সমস্ত ক্ষমতা দেয়া হলো তোমাকে। দেখো চেষ্টা করে।'

'ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল', বললো পিট। 'আমি কৃতজ্ঞ।'

'তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির কি হবে?'

'ইয়েজার আর ডক্টর শার্প সমাধানের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছে, আমরা থাকলে ওদের কাজে বরং বাধা সৃষ্টি করব।'

দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল, এগিয়ে এসে পিটের দু'কাঁধে হাত রাখলেন আবার। 'উনি না-ও মারা যেতে পারে, বুঝতে পারছ তো?'

'মারা না গেলেই ভালো করবে বাবা', গম্ভীর ক্ষীণ হাসির সাথে বললো পিট। 'এভাবে চলে গেলে তাঁকে আমি কোনো দিন ক্ষমা করতে পারব না।'

চল্লিশ

'দুত্তোরি, মার্টিন!' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোকে হাইজ্যাক করা হবে, খবরটা আগে আগে জানতে পারেনি সি.আই.এ?'

সি.আই.এ ডিরেক্টর মারটিন ব্রোগান বিচলিত হলেন না। পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তে বড় ধরনের আতঙ্কবাদী হামলা হলেই অভিযোগটা শুনতে হয় তাঁকে। শান্ত ভাবে, ধীরে ধীরে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করলেন তিনি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ সিকিউরিটি এজেন্টদের নাকের সামনে থেকে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুসহ হাইজ্যাক করা হয়েছে জাহাজটাকে। যার মাথা থেকেই প্ল্যানটা বেরিয়ে থাকুক, সে যে একটা প্রতিভা তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কারণ সম্পূর্ণ নতুন পদ্ধতি ব্যবহার করেছে সে, যে পদ্ধতির সাথে কারও কোনো পরিচয় নেই।

তাকে সমর্থন করে মুখ খুললেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যালান মারসিয়ার–

'আমাদের আড়িপাতা নেটওয়ার্কও মধ্যপ্রাচ্য থেকে আগাম কোনো খবর সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হয়েছে।'

'সিনেটর জর্জ পিটকে তাহলে নিজে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছি আমি', অনুতাপের সাথে বললেন প্রেসিডেন্ট। টেবিলে আবার ঘুসি মারলেন প্রেসিডেন্ট।

'নিশ্চিতভাবে এখনও আমরা কিছু জানতে পারিনি', অ্যালান মারসিয়ার বললেন।

'ক্রু ও প্যাসেঞ্জারসহ একটা প্রমোদতরীকে গায়েব করে দেয়া সম্ভব নয়, অ্যালান।'

'এখনও সম্ভাবনা আছে।'

'মিথ্যে সান্ত্বনা পাবার চেষ্টা কোরো না! কিসের সম্ভাবনা? বোঝাই তো যাচ্ছে, সুইসাইড মিশন ছিলো ওটা। জাহাজ যখন ডোবে, প্যাসেঞ্জাররা সম্ভবত কেবিনের ভেতর বন্দী ছিলেন। সন্ত্রাসবাদীরা পালাবার কোনো চেষ্টা করেনি। তারাও স্বেচ্ছায় ডুবে মরেছে।'

অ্যালান মারসিয়ার তবু আশা ছাড়তে রাজি নন। 'এখনও সমস্ত তথ্য আমরা পাইনি।'

'ঠিক কতটুকু জানি আমরা?' প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট।

উত্তর দিলেন সিআইএ প্রধান মারটিন ব্রোগান। 'সিআইএ এজেন্টরা পাল্টা ডেল এসটে-তে উরুগুয়ে সিকিউরিট এজেন্টদের সাথে যোগ দিয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে রহস্যের সমাধান পাওয়া যায়নি। তবে, ধারণা করা হচ্ছে হাইজ্যাকের জন্যে আরব একটা গ্রুপ দায়ী। দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সাক্ষ্য পাওয়া গেছে, ল্যান্ডিং বার্জ থেকে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে কার্গো গ্রহণ করতে দেখেছে তারা। দুই জাহাজের ক্রুদেরই আরবিতে কথা বলতে শুনেছে। তল্লাশি চালিয়ে ল্যান্ডিং বার্জটাকে কোথাও পাওয়া যায়নি, সন্দেহ করা হচ্ছে বন্দরে কোথাও ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে সেটাকে।'

'কার্গো সম্পর্কে কিছু জানা গেছে?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যালান মারসিয়ার।

'অনেকগুলো ড্রাম দেখেছে তারা', সিআইএ প্রধান জানালেন। 'আরেকটা তথ্য পেয়েছি আমরা। লেডি ফ্ল্যামবোরো থেকে বন্দর মাস্টারকে জানানো হয়, জাহাজের মেইন জেনারেটরে যান্ত্রিক গোলযোগ দেখা দিয়েছে, মেরামত না হওয়া পর্যন্ত তারা শুধু নেভিগেশন লাইট জ্বালাবে। এরপর কি ঘটেছে আন্দাজ করে নিতে পারি আমরা। সন্ধ্যের অন্ধকারে নোঙর তোলে লেডি ফ্ল্যামবোরো, চ্যানেল থেকে বেরুবার সময় ছোটো একটা ইয়টকে ধাক্কা দেয়। ইয়টে দক্ষিণ আমেরিকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়ী ও কূটনীতিক ছিলেন। আতঙ্কবাদীদের গোটা পরিকল্পনায় এটাই একমাত্র খুঁত। ইয়টটাকে ডুবিয়ে দেয়ার পর লেডি ফ্ল্যামবোরোর কি হয়েছে, কোথায় গেছে বা আছে, কিছুই আমরা জানতে পারিনি।'

'হে'লা কামিলের ওপর দ্বিতীয়বার হামলা চালিয়ে ব্যর্থ হয় সন্ত্রাসবাদীরা', অ্যালান মারসিয়ার বললেন। 'অত্যন্ত কাঁচা ছিলো অপারেশনটা। সেটার সাথে এটার কোনো সাদৃশ্য দেখছি না।'

সিআইএ প্রধান মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে সমর্থন করলেন। 'দুটো আলাদা গ্রুপ।'

এই প্রথম মুখ খুললেন ডেইল নিকোলাস, 'দ্বিতীয় হামলার জন্যে সরাসরি আখমত ইয়াজিদকে দায়ী করেছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ। আততায়ীরা খুব একটা সতর্ক ছিলো না। লাশের সাথে মিশরীয় পাসপোর্ট পাওয়া গেছে। লীডারের লাশটা সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে, সে একজন মোল্লা, ইয়াজিদের ফ্যানাটিক অনুসারী।'

'তোমার কি ধারণা, হাইজ্যাকিংয়ের সাথেও আখমত জড়িত?'

'তার মোটিভ তো অবশ্যই আছে', সিআইএ প্রধান বললেন। 'পথের কাঁটা নাদাভ হাসানকে দূর হলে সরকারকে হটিয়ে গদিতে বসা তার জন্যে পানির মতো সহজ হয়ে যাবে।'

'প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো, টপিটজিন আর মেক্সিকোর ব্যাপারেও একই কথা', শুকনো গলায় বললেন ডেইল নিকোলাস।

'দু'চারজন সি.আই.এ. এজেন্টকে উরুগুয়েতে পাঠানো ছাড়া আর কি কিছু করার নেই আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোকে খুঁজে বের করার কাজে আমরা সাহায্য করছি না কেনো?'

কারণটা ব্যাখ্যা করলেন মারটিন ব্রোগান। তারপর জানালেন, উরুগুয়ের সিকিউরিটি চীফরা হয় আমেরিকায় নয়তো ব্রিটেনে ট্রেনিং পেয়েছেন, তাদের তল্লাশিতে কোনো খুঁত থাকার কথা নয়। এরই মধ্যে রিপোর্ট পেয়েছেন তিনি, তারা আয়োজন ও চেষ্টা কোনো ত্রুটি করছে না। উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ও ব্রাজিলের আশিটার ওপর সামরিক ও বাণিজ্যিক প্লেন সেই ভোর রাত থেকে সাগরের ওপর তল্লাশি চালাচ্ছে, ওগুলোর সাথে কাজ করছে কম করেও চৌদ্দটা জাহাজ।

যা-ও বা ক্ষীণ একটু আশা ছিলো, সেটা নিঃশেষে মুছে যেতে বসেছে দেখে এরকম মুষড়েই পড়লেন প্রেসিডেন্ট। 'অথচ এখনও তারা জানতে পারেনি লেডি ফ্ল্যামবোরোর কপালে কি ঘটছে।'

'আরেকটু সময় নেবে ওরা', বললেন অ্যালান মারসিয়ার। 'তবে জানতে ঠিকই পারবে।'

'জাহাজের ভাঙা অংশ আর লাশ অবশ্যই পাওয়া যাবে', দৃঢ়তার সাথে বললেন মারটিন ব্রোগান! 'পিছনে কোনো চিহ্ন না রেখে অত বড় একটা জাহাজ স্রেফ বাতাসে মিলিয়ে যেতে পারে না।'

'প্রেস জানে?' প্রেসিডেন্টের সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন।

'আমাকে জানানো হয়েছে, ঘণ্টাখানেক হলো প্রচার করছে ওরা', ডেইল নিকোলাস বললেন।

'কংগ্রেস যদি জানে, শিকারের তালিকায় তাদের একজন সিনেটর রয়েছেন, নরক ভেঙে পড়বে।' বললেন প্রেসিডেন্ট।

'সিনেটর পিটের ওখানে উপস্থিতিই কানা-ঘুষা হওয়ার মতো ব্যাপার', নিকোলাস বললেন।

'একটা কিছু তো বলতে হবে। কোনো সিনেটর ওই জাহাজে গেলেন– এটা নিয়ে কথা উঠবেই', অ্যালান বলে উঠলেন।

'আরে, মিশর আর মেক্সিকোর সমস্যার তুলনায় ওটা কিছুই নয়', ডেইল বলে উঠলেন। 'পশ্চিমা দুনিয়া মিশরকে হারাবে, কারণ ইয়াজিদের মৌলবাদী সরকার আরো ইরানে পরিণত করবে মিশরকে', বললেন ডেইল নিকোলাস 'তারপর, মেক্সিকো...ধরে নিতে পারি, আমাদের সীমান্তে একটা টাইম বোমা তৈরি হচ্ছে।'

'তুমি কি পরামর্শ দাও, কি করা উচিত আমাদের?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

কিছু সময় চিন্তা করে ডেইল নিকোলাস বললেন, 'লেডি ফ্ল্যামবোরো আর তার প্যাসেঞ্জারদের সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু না জানা পর্যন্ত অপেক্ষা করব আমরা।'

'কিন্তু যদি নিশ্চিতভাবে কিছু জানা না যায়? আমরা অপেক্ষা করলেও, প্রতিপক্ষ অপেক্ষা করবে না। আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিন মিশর আর মেক্সিকোয় রক্তস্রোত বইয়ে দেবে, বসে বসে তাই দেখব আমরা? তাদেরকে থামানোর পথ কি?'

'আততায়ী পাঠিয়ে কিছু করার কথা আমরা ভাবতে পারি না, কারণটা সবার জানা- দুনিয়ার মানুষ সেটা সমর্থন করবে না।' মাথা চুলকালেন ডেইল নিকোলাস। 'তবে সবচেয়ে খারাপটার জন্যে প্রস্তুতি নিতে পারি আমরা।'

'কি সেটা?'

'মিশরের আশা ছেড়ে দিতে পারি', বললেন ডেইল নিকোলাস। 'আর আক্রমণ করতে পারি মেক্সিকোকে।'

একচল্লিশ

ঝম ঝম বৃষ্টিতে ভিজছে উরুগুয়ের রাজধানী মন্টিভিডিও। মেঘ থেকে খসে পড়লো ছোটো একটা জেট প্লেন, ছুটে এসে সিধে হলো রানওয়ে বরাবর। টারমাক স্পর্শ করার পর কমার্শিয়াল টার্মিন্যালকে পিছনে ফেরে এক সার হ্যাঙ্গারের দিকে এগোল প্লেনটা, হ্যাঙ্গারগুলোর বাইরে অনেকগুলো ফাইটার জেট দাঁড়িয়ে রয়েছে। গায়ে সামরিক প্রতীক চিহ্ন নিয়ে উদয় হলো একটা ফোর্ড সিডান, প্লেনটাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে এলো পার্কিং এরিয়ায়, জায়গাটা ভি.আই.পি. এয়ারক্রাফটের জন্যে আলাদা করা।

একটা হ্যাঙ্গার অফিসের ভেতর দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল হোসে রোয়েস, ভিজে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে আছে। প্লেনটাকে থাকতে দেখল, ফিউজিলাজে লেখা রয়েছে নুমা। এঞ্জিনের আওয়াজ থেকে গেলো, এক মিনিট পর প্লেন থেকে নেমে এলো তিনজন লোক। বৃষ্টি মথায় করে ছুটল তারা, তাড়াতাড়ি উঠে পড়লো সিডানে। তাদের নিয়ে হ্যাঙ্গারে ঢুকল গাড়ি।

অফিস কামরার দরোজা থেকে ওদেরকে খুঁটিয়ে লক্ষ করলো কর্নেল। তরুণ এক লেফটেন্যান্ট পথ দেখিয়ে নিয়ে আসছে। তিনজনের মধ্যে একজন তেমন লম্বা নয়, বুকটা ড্রামের মতো, মাথা ভর্তি ঝাঁকড়া চুল, হাত পা যেনো বুনো একটা ভাল্লুকের কাছ থেকে ধার করা। চোখজোড়া কুঁতকুঁতে, তবে ঠোঁট দুটোর মাঝখানটা চকচকে সাদা, অকারণ ব্যঙ্গের হাসি ফুটে আছে।

রোগা-পাতলা দ্বিতীয় লোকটা চশমা পরে আছে। কোমর সরু, কাঁধ সরু, দেখে মনে হয় একজন অ্যাকাউন্ট্যান্ট। তার এক-হাতে একটা ব্রিফকেস, বগলে দুটো বই। সে-ও হাসছে, তবে হাসিটা যতটা না ব্যঙ্গাত্মক তার চেয়ে অনেক বেশি সকৌতুক। লোকটা সাদাসিধে এবং অত্যন্ত যোগ্য বলে মনে হলো কর্নেলের।

পিছনের দীর্ঘদেহী তরুণের চুল ঢেউ-খেলানো, লাল রঙের। রোদে পোড়া তামাটে চামড়া, চেহারায় পাথুরে মূর্তির মতো শীতল নির্লিপ্ত ভাব স্থির হয়ে আছে। কর্নেলকে বোকা বানানো সহজ নয়, তরুণের অন্তর্ভেদী দৃষ্টিই তার পরিচয় ফাঁস করে দিলো। হেঁটে আসার সময় বাকি দু'জন হ্যাঙ্গারের এদিক ওদিক তাকালেও, এই লোক সোজা চেয়ে রয়েছে কর্নেলের চোখের দিকে, যেনো জোড়া ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর দিয়ে দুটো সূর্য কড়া নজর রাখছে তার ওপর।

দৃঢ়, ঋজু ভঙ্গিতে সামনে এক পা বাড়াল সে, অভিবাদনের পর বললো, 'ওয়েলকাম টু উরুগুয়ে, জেন্টলমেন। কর্নেল হোসে রোয়েস অ্যাট ইওর সার্ভিস।' এর দীর্ঘদেহী তরুণের সামনে দাঁড়ালো সে, বিশুদ্ধ ইংরেজিতে বললো, 'ফোনে কথা হওয়ার পর থেকে আপনার সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছি, মি. পিট।'

এগিয়ে, এসে দুই বন্ধুর মাঝখানে দাঁড়ালো পিট, করমর্দন করলো কর্নেলের সাথে। 'আমাদের জন্যে সময় দিতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ।' চশমা পরা

লোকটার দিকে ফিরে পরিচয় করিয়ে দিলো ও। 'রুডি গান। আর আমার ডান দিকে ক্রিমিনাল বলে মনে হচ্ছে যাকে, সে হলো অ্যাল জিওর্দিনো।'

সামান্য বাউ করলো কর্নেল, নিখুঁতভাবে ভাঁজ করা প্যান্টের পায়ায় ছড়ি দিয়ে মৃদু আঘাত করছে। 'আগোছাল পরিবেশের জন্যে ক্ষমা করবেন, প্লীজ। আসলে হাইজ্যাকিংয়ের পর আমাদের দেশে হামলা চালিয়েছে দুনিয়ার সাংবাদিকরা। ওরা আপনাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে ভেবে পথ দেখিয়ে এখানে আনা হয়েছে আপনাদেরকে।'

'ভাল করেছন', বললো পিট, অপ্রয়োজনীয় কথায় সময় নষ্ট হচ্ছে দেখে মনে মনে বিরক্তি বোধ করলো। 'এখন যদি আপনি...'

'হ্যাঁ, অবশ্যই। আপনাদের বিশ্রাম দরকার, এই তো? সব ব্যবস্থা করা আছে।'

'বিশ্রাম?' আকাশ থেকে পড়লো পিট। 'আমরা পরিস্থিতি স্পর্কে জানতে চাই, কর্নেল–অ্যাট দিস মোমেন্ট!'

'তাহলে এদিকে আসুন, আপনাদের আমি সার্চ অপারেশন সম্পর্কে ব্রিফ করব।'

অফিসে ঢুকে ক্যাপটেন ফোরেসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলো সে। বড় একটা টেবিলে বসাল ওদেরকে, টেবিলের ওপর গাদা হয়ে রয়েছে নটিক্যাল চার্ট আর স্যাটেলাইট ফটো। ব্রিফিং শুরু করার আগে কর্নেল বললো, 'জাহাজে আপনার বাবা রয়েছেন শুনে সত্যি আমি দুঃখিত, মি. পিট। ফোনে কথা বলার সময় সম্পর্কটার কথা আপনি কিছু বলেননি।

'কিন্তু তবু আপনি জেনেছেন।'

'মার্কিন প্রেসিডেন্টের সিকিউরিটি অ্যাডভাইজার প্রতি ঘণ্টার যোগাগে করছেন।'

'আপনি শুনে খুশি হবেন, ওয়াশিংটনে যারা আমাকে ব্রিফ করেছে, আপনার প্রশংসায় তারা পঞ্চমুখ।'

খুশিটা গোপন রাখতে হিমশিম খেয়ে গেলো কর্নেল। 'কিন্তু দুঃখিত, আপনাকে আমি কোনো ভালো খরব শোনাতে পারছি না। আপনি আমেরিকা ছাড়ার পর নতুন কোনো তথ্য এখনও আমরা হাতে পাইনি। কফি, নাকি ব্র্যান্ডি, মি. পিট?

'আমার জন্যে কফি।'

জিওর্দিনো আর রুডি ব্র্যান্ডি চাইলো। টেবিল ছেড়ে উঠে গেলো ক্যাপটেন ফোরেস। স্যাটেলাইট ফটোগুলো সাজিয়ে মোজাইকসদৃশ একটা নকশা তৈরি, করলো কর্নেল, উপকূলের তিনশো কিলোমিটার এক নজরে ধরা পড়লো ওদের চোখে।

প্রথম মন্তব্য এলো রুডির কাছ থেকে, 'আপনারা দেখছি আর্থ রিসোর্সের টেক স্যাটেলাইট ব্যবহার করেছেন।'

'হ্যাঁ, ঠিক ধরেছেন-ল্যান্ডস্যাট।'

'সাগরে জাহাজ দেখানো জন্যে ব্যবহর করেছেন পাওয়ারফুল গ্রাফিক সিস্টেম।'

'বলতে পারেন, ভাগ্যগুণে', জবাব দিলো কর্নেল। 'প্রতি ষোলো দিনে একবার পোলার কক্ষপথ পাড়ি দেয় ল্যান্ডস্যাট, উরুগুয়ের সাগর ওটার পথেই পড়ে। এবার ওটা ঠিক সময় মতো এসে পড়েছে?'

'ল্যান্ডস্যাট সাধারণত জিওলজিক্যাল সার্ভের কাজ করে', বললো রুডি। 'সাগরের ওপর দিয়ে যাবার সময় ক্যামেরা বন্ধ রাখা হয়, এনার্জি বাঁচাবার জন্যে। ফটোগুলো পেলেন কিভাবে?'

'আমেরিকানরা কি আর এমনি আমার প্রশংসা করেছে!' হেসে উঠলো কর্নেল। 'গর্ব করছি মনে হলে ক্ষমা করবেন, প্লীজ। তল্লাশির নির্দেশ পেয়ে কাজ শুরু করলাম, হঠাৎ আমার মনে পড়লো ল্যান্ডস্যাটের কথা। খোঁজ নিতেই জানলাম, ওটার আসার সময় হয়েছে। মার্কিন সরকারকে ফোনে অনুরোধ করলাম, ল্যান্ডস্যাটের ক্যামেরাগুলো যেনো চালু করা হয়। স্পটে পৌঁছানোর এক ঘণ্টা আগে চালু হয়ে যায় ক্যামেরা, বুয়েনস আয়ার্সের রিসিভিং সেন্টারে সিগন্যাল পাঠায়।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরো আকারের একটা টার্গেট কি ল্যান্ডস্যাট ইমেজে ধরা পড়বে?' জানতে চাইলো জিওর্দিনো।

'ডিফেন্স ইন্টেলিজেন্স স্যাটেলাইট যেমন বিশদ দেখাতে পারে, ল্যান্ডস্যাট তা পারবে না', বললো পিট। 'তবে দেখা যাবে।'

'নিজেদের চোখেই দেখুন না', বললো কর্নেল, ল্যান্ডস্যাট ফটো মোজাইকের খুদে একটা অংশের ওপর ম্যাগনিফায়েড ভিউইং লেন্স ধরলো সে।

প্রথমে তাকালো পিট। 'দুটো... না, তিনটে জাহাজ দেখতে পাচ্ছি।'

'তিনটেকেই আমরা সনাক্ত করেছি।'

ঘাড় ফিরিয়ে ক্যাপটেন ফোরেসের দিকে ফিরল কর্নেল, একটা কাগজ থেকে সশব্দে পড়তে শুরু করলো সে, ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে। 'বড় জাহাজটা চিলির, ওর ক্যারিয়ার, নাম *ক্যাবো গ্যালাগোস*, পান্ট্রা আরেনাস থেকে ডাকার যাচ্ছে, কয়লা নিয়ে।'

'উত্তরমুখো জাহাজটা?' জিজ্ঞেস করলো পিট। 'ফটোর কিনারায় স্রেফ দেখা দিতে শুরু করেছে?'

'হ্যাঁ', বললো ফ্লোরেস একম হলেন। 'ওটাই ক্যবো গ্যালাগোস। উল্টোদিকে, মাথার কাজে, দক্ষিণমুখো জাহাজটা *জেনারেল ব্রাভো*। মেক্সিকোতে রেজিস্ট্রি করা ওটা, কন্টেইনার শিপ, সান পারলো-তে সাপ্লাই আর অয়েল-ড্রিলিং ইকুইপমেন্ট নিয়ে যাচ্ছে।'

'সান পাবলো কোথায়?' প্রশ্ন করলো জিওর্দিনো।

'আর্জেন্টিনার ডগায় ছোট্ট একটা বন্দর নগরী', জবাব দিলো কর্নেল। 'খবরের কাগজে পড়েন নি, গত বছর ওখানে তেল খনির শ্রমিকরা ধর্মঘট করেছিলো?'

ক্যাপটেন ফোরেস বললো, 'ও-দুটো মাঝখানে, তীরের কাছাকাছি জাহাজটা, লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

ট্রেতে করে কফি আর ব্র্যান্ডি নিয়ে হাজির হলো কর্নেলের এইড।

কাপে চুমুক দিলো পিট। 'এত ছোটো, কোনো দিকে মুখ বুঝতে পারছি না।'

'পান্টা ডেল এসটে থেকে বেরিয়ে পূর্ব দিকে রওনা হয় লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

'বাকি জাহাজ দুটোর সাথে আপনি যোগাযোগ করেছেন?'

মাথা ঝাঁকাল ক্যাপটেন। 'ওরা কেউ জাহাজটাকে দেখেনি।'

'স্যাটেলাইট কখন গেছে?'

'কাঁটায় কাঁটায় ০৩ : ১০ ঘণ্টায়।'

'তল্লাশি চালাবার জন্যে প্লেগুলো আকাশে উঠলো কখন?'

'ভোরের প্রথম আলোয়। দুপুরে ল্যান্ডস্যাট ফটো পাই আমরা। লেডি ফ্ল্যামবোরোর কোর্স আর স্পীড হিসেব করে জাহাজ আর প্লেনগুলোকে সেদিকে পাঠাই।'

'কিন্তু তারা ওটাকে খুঁজে পায়নি?'

'না।'

'ভাঙা কোনো অংশও নয়?'

জবাব দিলো ক্যাপটেন ফোরেস, 'আমাদের পেট্রল বোট কিছু আবর্জনা দেখতে পায়।'

'সনাক্ত করা গেছে?'

'পানি থেকে তুলে পরীক্ষা করা হয়েছে। জিনিসগুলো প্রমোদতরী থেকে আসেনি, এসেছে কোনো কার্গো শিপ থেকে।'

'কি করে বুঝলেন?'

একটা ব্রীফকেস টেনে নিয়ে খুলল ক্যাপটেন, ভেতর থেকে মোটা একটা ফাইল বের করলো। 'সার্চ ভেসেলের ক্যাপটেন আমাকে একটা তালিকা দিয়েছে। একটা মান্ধাতা আমলের চেয়ার, পুরানো একজোড়া লাইফজ্যাকেট, কাঠের কয়েকটা বক্স, একটাতেও কিছু লেখা নেই, ফুড কন্টেইনার, তিনটে খবরের কাগজ–একটা মেক্সিকোর, আরেকটা ব্রাজিলের–.

'তারিখ?' বাধা দিলো পিট।

চোখে প্রশ্ন নিয়ে পিটের দিকে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো ফ্লোরেস, তারপর ওর দৃষ্টি এড়াবার চেষ্টা করলো। 'তারিখ তো দেয়নি।'

'ভুল হয়ে গেছে, তবে সংশোধন করা হবে', তাড়াতাড়ি বললো কর্নেল।

'এগুলো ভাঙা জাহাজের অংশ হতে পারে না', বললো ক্যাপটেন। 'আবর্জনাই বলা যায়।'

'নটিক্যাল চার্টে জাহাজগুলোকে সাজাতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলো পিট। 'যেমন দেখা যাচ্ছে স্যাটেলাইট ফটোতে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে কাজ শুরু করলো ক্যাপটেন। এক মিনিট পর হাতের ডিভাইডা রখে দিয়ে চার্টের ওপর পেন্সিলের উল্টো দিকটা ঠুকল সে। 'কাল সকাল ০৩ : ১০ ঘণ্টায় এই তিন অবস্থানে ছিলো জাহাজগুলো।'

টেবিলের সামনে সরে এসে চার্টের ওপর ঝুঁকে পড়লো সবাই।

'কোর্স দেখে বোঝা যায়, তিনটে জাহাজই এক সময় পরস্পরের কাছাকাছি চলে আসবে', বললো রুডি গান। পকেট থেকে ছোটো একটা ক্যালকুলেটর বের করে বোতাম টিপতে শুরু করলো সে। 'আনুমানিক স্পীড ধরতে পারি–লেডি ফ্ল্যামবোরোর

ত্রিশ নট, ক্যবো গালাগাস-এর আঠারো নট আর জেনারেল ব্রাভোর বাইশ নট...', কণ্ঠস্বর নিস্তেজ হয়ে এল, চার্টের ওপর হিসেবটা লিখছে সে। কয়েক মিনিট পর সিধে হয়ে পিছিয়ে এলো এক পা। 'কয়লা নিয়ে চিলিয়ান জাহাজটা লেডি ফ্ল্যামবোরোকে দেখতে পায়নি, পাবার কথাও নয়। প্রমোদতরীর বো-র চৌষট্টি কিলোমিটার সামনে দিয়ে পুব দিতে চলে গেছে ওটা।

চার্টের গায়ে আঁকা রেখাগুলোর দিকে চিন্তিতভাবে তাকিয়ে আছে পিট। 'তবে মেক্সিকান কন্টেইনার জাহাজটা লেডি ফ্ল্যামবোরোর তিন কি চার কিলোমিটার কাছ দিয়ে গেছে।'

'তবু দেখতে পায়নি, কারণ লেডি ফ্ল্যামবোরোয় কোনো আলো ছিলো না।'

ক্যাপটেন ফোরেসের দিকে ফিরল পিট। 'চাঁদের আকৃতি মনে পড়ে?'

'চাঁদ ছিলো আধখানা।'

মাথা নাড়লো জিওর্দিনো। 'সরাসরি না তাকালে এই আলোয় দেখতে পাবার কথা নয়।'

'ধরে নিচ্ছি, এই পয়েন্ট থেকে তল্লাশি শুরু করেন আপনারা?' জিজ্ঞেস করলো পিট।'

'হ্যাঁ', বললো ক্যাপটেন। 'পুব, উত্তর আর দক্ষিণ দিকে দুশো মাইল জুড়ে তল্লাশি চালিয়েছে পাইলটরা।'

'কোন হদিশ নেই?'

'শুধু কন্টেইনার শিপ আর ওর ক্যারিয়ারকে পাওয়া গেছে।'

'ফিরতি পথে কিছুদূর এসে, তারপর আবার দক্ষিণ বা উত্তর দিকে যেতে পারে লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

'কথাটা আমরাও ভেবেছি', বললো ক্যাপটেন। 'ফুয়েল নিতে আসার সময় পাইলটরা সেদিকও খোঁজ করেছে।'

'তাহলে ধরে নিতে হবে', ম্লান গলায় বললো রুডি, 'নিচের দিকে তলিয়ে গেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

'শেষ অবস্থান জেনে নাও, রুডি', তাকে নির্দেশ দিলো পিট। 'সার্চ প্লেন আসার আগে কতদূর যেতে পারে হিসেব করো।'

কর্নেলের চেহারায় আগ্রহ ফুটে উঠল। 'কি করতে চান বলবেন আমাকে, মি. পিট? তল্লাশি চালিয়ে আর তো কোনো লাভ নেই।'

কর্নেল যেনো একটা স্বচ্ছ বস্তু, ভেদ করে গেলো পিটের দৃষ্টি। 'রুডি যেমন বললো, ধরে নিতে হয় পানির তলায় তলিয়ে গেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো। ওখানেই আমরা খুঁজব।'

'আমি কিভাবে সাহায্যে আসতে পারি?'

নুমার রিসার্চ ভেসেল সাউন্ডার-এর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলো পিট, তারপর বললো, 'আজ সন্ধ্যায় আসছে ওটা। খুব সুবিধে হয় আপনি যদি একটা হেলিকপ্টারে করে জাহাজে পৌঁছে দেন আমাদের।'

মাথা ঝাঁকিয়ে রাজি হলো কর্নেল। তারপর বললো, 'নিশ্চয় বুঝতে পারছেন, দশ হাজার বর্গ কিলোমিটার সাগর থেকে নির্দিষ্ট একটা মাছকে খুঁজে পাবার চেষ্টা করছেন আপনি। এতে আপনার সারাটা জীবন লেগে যেতে পারে।'

'না', শান্ত দৃঢ়তার সাথে বললো পিট। 'খুব বেশি হলে বিশ ঘণ্টা লাগবে।'

কর্নেল রোয়েস বাস্তববাদী মানুষ, লাগাম ছাড়া কল্পনাকে প্রশ্রয় দেয় না। জিওর্দিনো আর রুডির দিকে তাকায় সে, আশা, ওদের চেহারায় সন্দেহ দেখতে পাবে। সন্দেহ নয়, সমর্থন লক্ষ করে অবাক হলো সে। বললো, 'আপনারা নিশ্চয়ই এই সময়সীমা বিশ্বাস করেন না?'

চোখের সামনে একটা হাত তুলে নখগুলো মনোযোগ দিয়ে পরীক্ষা করলো জিওর্দিনো। 'আমার অভিজ্ঞতা বলছে, সময়সীমা বাড়িয়ে ধরেছে ডার্ক।'

বিয়াল্লিশ

উরুগুয়ের একটা সামরিক হেলিকপ্টার সাউন্ডারের ল্যান্ডিং প্যাডে নামিয়ে দিলো ওদেরকে। ঠিক চৌদ্দ ঘণ্টা বিয়াল্লিশ মিনিট পর লেডি ফ্ল্যামবোরোর সাথে মিল আছে এমন একটা আকৃতির সন্ধান পাওয়া গেলো এক হাজার বিশ মিটার পানির নিচে।

পোলার এক্সপ্লোরার-এ ছিলো পাঁচ মিলিয়ন ডলার মূল্যের ভিউইং সিস্টেম, সাউন্ডারে তা নেই। পিছনে ঝুলে থাকা সোনার সেনসর-এ সেই কালার ভিডিও ক্যামেরা। সাউন্ডারের ইলেকট্রনিক গিয়ার মানুষের তৈরি ডুবে যাওয়া জিনিসের ছবি দূর থেকে তুলতে পারে, ক্লোজ-আপ ছবি তোলার সামর্থ্য তার নেই।

'আবছা হলেও, আকৃতিটা একই রকম দেখাচ্ছে', বললো রুডি। 'পিছনের সুপারস্ট্রাকচার চিমনিটা একদিকে যেনো একটু কাত হয়ে আছে। জাহাজের পাশগুলো উঁচু আর সোজা। খাড়াভাবে রয়েছে, খুব বেশি হলে দশ ডিগ্রী কাত হয়ে আছে।'

'পজিটিভ আইডেনটিফিকেশনের জন্যে ওটার দিকে ক্যামেরা তাক করতে হবে', বললো জিওর্দিনো।

পিট কোনো মন্তব্য করলো না। সাউন্ডারের পিছন দিকে টার্গেট সরে যাবার পরও অনেকক্ষণ ধরে সোনার রেকর্ডিঙের দিকে তাকিয়ে আছে ও। বাবাকে জীবিত ফিরে পাবার আশা মুছে যাচ্ছে মন থেকে।

ওর কাঁধে হাত রাখল জিওর্দিনো। 'দারুণ, পিট। সরাসরি টার্গেটে নিয়ে এসেছে আমাদের।'

'কোথায় খুঁজতে হবে, আগে থেকে আপনারা জানলেন কিভাবে?' চ্যালেঞ্জের সুরে প্রশ্ন করলো সাউন্ডারের স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট।

'আমি ধরে নিই, জেনারেল ব্রাভোর ইনসাইড পাথ ক্রস করার পর লেডি ফ্ল্যামবোরো কোর্স বদলায়নি', বললো পিট। 'আর ক্যাবো গ্যালাগাসের আউটসাইড কোর্সের সামনে কোথাও সার্চ এয়ারক্রাফটের পাইলটরা দেখতে পায়নি জাহাজটাকে। কাজেই আমি সিদ্ধান্ত নিই, ল্যান্ডস্যাট থেকে জানা লেডি ফ্ল্যামবোরোর সর্বশেষ হেডিং থেকে পূর্ব দিকে তল্লাশি চালাব।'

'ক্রু রা রিমোট কন্ট্রোল চালিত বাহন, *ডিপ রোভার*-কে আধ ঘণ্টার মধ্যে তৈরি করতে পারবে, আপনি অপারেটর হিসেবে থাকছেন?' জিজ্ঞেস করলো স্কিপার।

পিট বললো, 'ওকে নিয়ে আমি নিজেই পানিতে নামব।'

'এক হাজার মিটার', চিন্তিতভাবে বললো স্কিপার। 'আপনি ওটার ডেপথ রেটিঙের শেষ সীমায় পৌছে যাবেন।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে মৃদু কাঁধ ঝাঁকাল পিট। ম্লান হাসলো জিওর্দিনো।

সোনার রেকর্ডিঙের ভিডিও টেপ দেখছে রুডি, একটা ইমেজ স্থির করলো সে, চিন্তিতভাবে পরীক্ষা করছে সেটা। 'দেখছ, খোলটা একেবারে অক্ষত দেখাচ্ছে। তাহলে লেডি ফ্ল্যামবোরো ডুবল কিভাবে?'

'পানির ওপরই বা কিছু ভাসছে না কেনো?' প্রশ্ন।

'জাহাজটা ঝড়ের মধ্যেও পড়েনি', বললো পিট।

'বেয়াড়া, অপ্রত্যাশিত কোনো বড় ঢেউ ধাক্কা দেয়নি তো?' আবার প্রশ্ন।

'এমন হতে পারে, ডুবো পাহাড়ে লেগে জাহাজটার তলা গুঁড়িয়ে গেছে?'

'একটু পরই জানা যাবে', শান্তভাবে বললো পিট। 'দু'ঘণ্টার মধ্যে ওটার মেইন ডেকে পৌঁছে যাবো আমরা।'

ডিপ রোভারের আকৃতি মঙ্গলগ্রহবাসীদের পছন্দ হবার কথা। গভীর সাগরতলের চেয়ে বাহনটাকে যেনো অসীম মহাশূন্যেই বেশি মানাতো। দুশো চল্লিশ সেন্টিমিটার গোলকটাকে বড় একটা বৃত্তাকার রিঙ ভাগ করেছে বসে আছে চৌকো একটা পড-এ, তাতে রয়েছে একশো বিশ ভোল্ট ব্যাটারি। গোলকের পিছন থেকে বেরিয়ে আছে দুরিয়ার সব যন্ত্রপাতি–থ্রাসটার, মটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, কার্বন ডাই-অক্সাইড, রিমুভার ক্যানিস্টার, ডকিং মেকানিজম, ক্যামেরা সিস্টেম, স্ক্যানিং সোনার ইউনিট ইত্যাদি। তবে যে-কোন আত্মমর্যাদাসম্পন্ন রোবটকে ঈর্ষাকাতর করে তুলবে গোলকের সামনের দিতে বেরিয়ে থাকা ম্যানিপুলেটরগুলো। ওগুলোকে যান্ত্রিক হাত বলা যেতে পারে।

দু'জন প্রকৌশলী শেষবারের মতো পরীক্ষা করছে ডিপ রোভারকে, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে পিট আর জিওর্দিনো। গুহা আকৃতির একটা চেম্বারে, ক্রেডলের ওপর বসে আছে ওটা, চেম্বারটাকে বলা হয় মুন পুল। একটা প্ল্যাটফর্মে বসানো হয়েছে ক্রেডলটা, সেটা সাউন্ডারের খোলেরই একটা অংশ, পানির নিচে বিশ ফুট পর্যন্ত নামানো যায়।

প্রকৌশলীদের একজন মাথা ঝাঁকাল। 'সব ঠিক আছে। আপনারা রওনা হতে পারেন।'

জিওর্দিনোর পিঠে মৃদু চাপড় মারল পিট। 'পিছনে আছি আমি।'

'ঠিক আছে, আমি ম্যানিপুলেটর আর ক্যামেরার দায়িত্ব নেব', বললো জিওর্দিনো। 'তুমি ড্রাইভ করবে।'

'আমার ডিপ রোভারকে অক্ষত ফিরিয়ে আনুন, রাজকীয় ডিনার খাওয়ার বাজি জিতে নিন', ঘোষণা করলো সাউন্ডারের স্কিপার।

স্কিপারের প্রতি কৃতজ্ঞ বোধ করলো পিট, নিচে গিয়ে কি দেখবে এই চিন্তা থেকে ওর মনটাকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে লোকটা। একজোড়া এয়ারফোন কানে গুঁজতে গুঁজতে এগিয়ে এলো রুডি গান। 'তোমাদের অডিও লোকেটর বীকন আর কমিউনিকেশন মনিটর করব আমি', বললো সে। 'তলাটা দেখতে পাবার সাথে সাথে তিনশো ষাট ডিগ্রী ঘুরতে শুরু করবে তোমরা, যতক্ষণ না সোনারে ধরা পড়ে জাহাজ। তারপর তোমাদের হেডিং জানাবে আমাকে। কি করছো না করছো সব আমি প্রতি মুহূর্তে জানতে চাই।

রুডির বাগানো হাতা ধরে ঝাঁকি দিলো পিট।

'ঠিক জানো আমার বদলে তোমার যাওয়াটা উচিত হচ্ছে?' বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলো রুডি।

'আমাকে নিজের চোখে দেখতে হবে, রুডি।'

'গুড লাক', বিড়বিড় করে বললো রুডি গান, মাই বেয়ে উঠে এলো মুন পুল থেকে।

পাশাপাশি দুটো আর্মচেয়ারে বসেছে পিট আর জিওর্দিনো। প্রকৌশলীরা গোলকের অর্ধেক অর্থাৎ চাকরিটা বুত্তাকার রিঙের সাথে জোড়া লাগিয়ে ক্ল্যাম্প এঁটে দিলো।

'পাওয়ার অন', নিশ্চিত করলো জিওর্দিনো।

'পাওয়ার অন', নিশ্চিত করলো পিট।

'রেডিও?'

'আমাদের সাড়া পাচ্ছ, রুডি?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'লাউড অ্যান্ড ক্লিয়ার', জবাব দিলো রুডি গান।

'অক্সিজেন?'

'টোয়েনটি-ওয়ান-পয়েন্ট-ফাইভ পার্সেন্ট।'

সব কিছু চেক করার পর জিওর্দিনো জানাল, 'আমরা তৈরি, সাউন্ডার।'

'টেকঅফের অনুমতি দেয়া গেলো, ডিপ রোভার', স্বভাবসুলভ কর্কশ গলায় বললো স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট। 'মি. পিট, পুরস্কার জিততে হলে গোটা কয়েক গলদা চিংড়ি আনতে হবে।'

ডিপ রোভারের পাশে দু'জন ডাইভার সম্পূর্ণ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো, তাদেরকে নিয়েই ধীরে ধীরে সাগরে নামল প্ল্যাটফর্ম। ঘিরে ধরলো পারি, তারপর ডেকে ফেললো বাহনটাকে। মুখ তুলে তাকালো পিট, মুন পুল-এর কাঁপা কাঁপা আলোয় ব্যালকনিতে দাঁড়ানো মূর্তিগুলোকে ভাঙাচোরা লাগলো চোখে। ওশেনোগ্রাফারদের গোটা দলটা রুডি গান-এর চারদিকে ভিড় জমিয়েছে, ডিপ রোভার থেকে পাঠানো রিপোর্ট শোনার আশায়। অ্যাকুয়ারিয়ামের ভেতর পিট যেনো একটা মাছ।

গোলকটা পুরোপুরি ডুবে যাবার পর ক্রেডল থেকে সেটাকে মুক্ত করলো ডাইভাররা। তাদের একজন হাত তুলে ও.কে. সঙ্কেত দিলো। হাত নেড়ে সাড়া দিলো পিট। থ্রাস্টার ঠেলে নাম বরাবর সামনে ত্রিশ ফুটের মতো সরিয়ে আনলো ডিপ রোভারকে। দিক নির্ণয়ের জন্যে কমপাস বেয়ারিং অ্যাডজাস্ট করার পর থ্রাস্টার ঠেলে নামতে শুরু করলো নিচের দিকে।

ক্ষীণ আলো থাকায় চারদিকের পানি নীলচে সবুজ দেখালো, আরও গভীরে নামার পর বদলে গিয়ে ছাই আর সীসা হয়ে উঠলো পানির রঙ। ছোটো একটা নীল হাঙর, লম্বায় এক মিটার হবে, নির্ভয়ে এগিয়ে এলো সাব-এর দিকে, ওটাকে ঘিরে একবার চক্কর দিলো, আকর্ষণীয় কিছু না দেকে নিঃসঙ্গ অভিযানে হারিয়ে গেলো কারছে গভীরতায়।

ওরা কোনো গতি অনুভব করছে না। শব্দ বলতে শুধু রেডিওর ঘড়ঘড় আওয়াজ। ডিপ রোভারের নিজস্ব আলোর বাইরে ঘোর অন্ধকার।

'চারশো মিটার পেরিয়ে যাচ্ছি', রিপোর্ট করলো পিট।

'চারশো মিটার', রুডি আওড়াল। সাধারণত গোলকের ভেতর হাসি ঠাট্টার জোয়ার বয়ে যায়, সময় কিভাবে কেটে যায় টেরই পায় না ওরা। আজকের কথা আলাদা, ডার্ক বা জিওর্দিনো একদম চুপ। প্রয়োজনেও দু'একটা শব্দ ছাড়া কেউ কথা বলছে না।

'দেখছ?' জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো।

দু'জন একইসাথে দেখতে পেয়েছে মাছটাকে। পানির গভীরতায় যারা বসবাস করে তাদের মধ্যে সবচেয়ে কুৎসিতদর্শন প্রাণী। লম্বা, ঈল আকৃতির শরীর, কাঠামোর

কিনারায় নিওন সাইনের মতো আলো জ্বলছে। হাঁ করা স্থির চোয়াল কখনোই পুরোপুরি বন্ধ হয় না, ভেতরে এবড়োখেবড়ো দাঁত। 'চোয়ালের ভেতর তোমার একটা হাত ঢুকে গেলে কেমন লাগবে?'

জিওর্দিনো কিছু বলার আগে রুডি গান বললো, 'বিজ্ঞানীদের একজন জানতে চাইছেন, কি নিয়ে কথা বলছ তোমরা?'

'ড্রাগন ফিশ', বললো পিট।

'উনি বর্ণনা পেলে খুশি হন।'

'ওপরে উঠে এঁকে দেখাব', অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে বললো পিট। 'আটশো মিটার ছাড়িয়ে যাচ্ছি।'

'সাবধান, তলার সাথে আবার ধাক্কা খেয়ো না। তোমাদের অক্সিজেনের কি অবস্থা?'

'সব ঠিক আছে।'

'কাছাকাছি পৌঁছে গেছ, তাই না?'

অধোগতি কমিয়ে আনলো পিট। সামনের দিকে ঝুঁকে নিচে তাকালো জিওর্দিনো, পাথর খুঁছে। 'নিচে নেমে এসেছি আমরা', গোষণা করলো সে। 'গভীরতা, ওয়ান থাউজেন্ড ফিফটিন মিটারস।'

সাগরতলের পাথুরে মেঝে তিন মিটার দূরে তাকতে ডিপ রোভারকে থামাল পিট। 'সোনার ঘুরছে।'

'ওয়ান-ওয়ান-জিরো ডিগ্রী বা কাছাকাছি কোথাও পাবে জাহাজটা', বললো ।

তিন সেকেন্ড পর জবাব দিলো পিট, 'দুশো বিশ মিটার দূরে সোনার টার্গেট, বেয়ারিং ওয়ান ওয়ান টু ডিগ্রী।'

'আমি শুনছি, ডিপ রোভার।'

অ্যালের দিকে ফিরল পিট। 'চলো দেখা যাক।'

কমপাসে চোখ রেখে দিক নির্দেশ দিলো জিওর্দিনো, পাওয়ার বাড়িয়ে সামনে এগোল পিট।

'বাম দিকে দু'পয়েন্ট সরো, বেশি হয়ে গেলো .... হ্যাঁ, ঠিক আছে সোজা এগোও।'

ভাবাবেগের লেশমাত্র নেই পিটের চোখে। ওর মুখ যেনো পাথর কেটে তৈরি করা হয়েছে। বুক ভরা ভয়, না জানি কি দেখতে হবে। মনে মনে প্রার্থনা করছে, বাপের লাশ পানিতে ভাসছে, এই দৃশ্যটা যেনো ওকে দেখতে না হয়। শিউরে উঠে এক সেকেন্ডের জন্যে চোখ দুটো বন্ধ করে ফেললো ও।

'ডান দিকে কি যেনো দেখতে পাচ্ছি', বললো জিওর্দিনো।

সামনের দিকে খুঁকল পিট। 'একটা ড্রাম। দুশো লিটারের। আরও কয়েকটা রয়েছে, ওটার বাম পাশে।'

'চারদিকে শুধু ড্রাম আর ড্রাম', বললো জিওর্দিনো।

'গায়ে কোনো মার্কিং নেই?' জানতে চাইলো রুডি।

'স্প্যানিশ ভাষায় স্টেনসিল করা। সম্ভবত ওজন আর ভলিউম সম্পর্কে তথ্য।'

'সামনের একটার কাছাকাছি যাচ্ছি', বললো পিট। 'ভেতরে যাই থাকুক, বেরিয়ে ওপর দিকে উঠে যাচ্ছে।' ড্রামটার কয়েক ইঞ্চি দূরে থামলো ডিপ রোভার। উজ্জ্বল আলোয় ওরা দেখল, ড্রেইন হোল থেকে গাঢ় কি যেনো একটা জিনিস বেরিয়ে আসছে।

'তেল?' জিজ্ঞেস করলো জিওর্দিনো।

মাথা নাড়লো পিট। 'অন্য কিছু মনে হচ্ছে। তেল লাল হয় না। মাই গড! তেল নয় রঙ!'

'পাশে ওটা কি, সিলিন্ডার আকৃতির?'

'তুমি বলো।'

'আমার ধারণা, প্লাস্টিক শীটের রোল ওটা।'

'বোধহয় ঠিকই ধরেছ।'

'পরীক্ষার জন্যে সাউন্ডারে তোলা যেতে পারে, কি বলো? স্থির হও। ম্যানিপুলেটর দিয়ে ধরি।'

ডিপ রোভারকে স্থির করলো পিট। গুটানো প্লাস্টিক যান্ত্রিক দুই হাতের মধ্যে চলে এল। ডিপ রোভার নিয়ে পরিষ্কার পানিতে উঠে এলো পিট। কয়েক সেকেন্ড পর জিওর্দিনো বললো, 'জাহাজটা আমরা দেখতে পাচ্ছি।'

জাহাজের খোল থেকে সাত মিটার দূরে ডিপ রোভারকে থামাল পিট। তারপর ধীরে ধীরে ফোরডেকের দিকে এগোল। 'আরে, একি!' হঠাৎ বললো ও। 'রুডি, লেডি ফ্ল্যামবোরোর রঙ কি?'

'দাঁড়াও।' দশ সেকেন্ড পর জবাব দিলো রুডি গান, 'খোল আর সুপারস্ট্রাকচার হালকা নীল।'

'এই জাহাজটার খোল লাল, ওপর দিকটা সাদা।'

সাথে সাথে কিছু বললো না রুডি। তারপর তার ক্লান্ত গলার শোনা গেলো, 'দুঃখিত, পিট। আমরা বোধহয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ডুবে যাওয়া জাহাজ থেকে বুদ্বুদ বেরুতে দেখছি।

'না।' জিওর্দিনো বলে, 'খুব বেশি হলে এক সপ্তাহ আগে ডুবেছে, এটা এমন একটা জাহাজের লাশ।'

'নেগেটিভ', রেডিওতে ভেসে এলো এবার স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্টের কণ্ঠস্বর। 'গত ছ'মাসে আটলান্টিকের এদকিটায় শুধু লেডি ফ্ল্যামবোরো নিখোঁজ হয়েছে।'

'কিন্তু এটা লেডি ফ্ল্যামবোরো নয়', তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললো জিওর্দিনো।

'থামো একটু', বললো পিট। 'পিছন দিকে গিয়ে দেখি।'

জাহাজটার পাশ ঘেঁষে পিছন দিকে চলে এলো ওরা। জাহাজের গায়ে নাম লেখা রয়েছে।

'ওহ, মাই গড।' আঁতকে উঠলো জিওর্দিনো। আমাদের বোকা বানানো হয়েছে।'

অবিশ্বাসে স্তম্ভিত হয়ে বসে থাকলো না পিট। উন্মাদের মতো হাসতে শুরু করলো সে। রহস্যটা যে ভেদ করা গেছে তা নয়, তবে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেছে। জাহাজের গায়ে সাদা অক্ষরে লেখা নামটা *লেডি ফ্ল্যামবোরো* নয়।

নামটা হলো *জেনারেল ব্রাভো*।

তেতাল্লিশ

যাদের হাতে তৈরি, চারশো মিটার দূর থেকে তারাও এখন আর চিনতে পারবে না লেডি ফ্ল্যামবোরোকে। চিমনিটাকে নতুন আকৃতি দেয়া হয়েছে, বদলে ফেলা হয়েছে প্রতিটি বর্গ ইঞ্চির রঙ। সামনের চেহারা বদলাবার জন্যে মরচের গুঁড়ো দিয়ে আঁকাবাঁকা দাগ টানা হয়েছে খোলের গায়ে। সুপারস্ট্রাকচার, স্টেটরুমের সবগুলো জানালা আর ডেকগুলো ফাইবার বোর্ড দিয়ে সম্পূর্ণ আড়াল করা, দূর থেকে দেখে মনে হবে ওটা একটা কার্গো কন্টেইনার।

প্রমোদতরীর ব্রিজ সরানো বা লুকানো সম্ভব হয়নি, কাঠের চৌকো কাঠামো দিয়ে আড়াল করা হয়েছে সেটাকে, কাঠামোর ওপর ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে মোটা ক্যানভাস। রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে নকল পোর্ট হোল আর হ্যাচ কাভার।

পাল্টা ডেল এসটের আলো পিছনে অদৃশ্য হবার সাথে সাথে সুলেমান আজিজের সশস্ত্র লোকজন বন্দি ক্রু আর আরোহীদের কা করতে বাধ্য করে। সারা রাত ধ'রে চলে জাহাজটার চেহারা পাল্টানোর কাজ। প্রথমে বাধ্য করা হয় জাহাজের অফিসার, প্রকৌশলী, স্টুয়ার্ড, শেফ আর ওয়েটারদের। তরপর ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের ডাকা হয়। প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান আর প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোকে দেয়া হয় কাঠ মিস্ত্রীর কাজ, ব্যক্তিগত স্টাফ আর উপদেষ্টারা তাঁদেরকে সাহায্য করেন। জাতিসংঘ মহাসচিব আর সিনেটর জর্জ পিটকে দেয়া হয় রঙ লাগানোর দায়িত্ব।

নির্ধারিত সময়ে জেনারেল ব্রাভোর সাথে মিলিত হলো লেডি ফ্ল্যামবোরো, ইতোমধ্যে কার্গো কন্টেইনার জেনারেল ব্রাভোর প্রায় হুবহু চেহারা পেয়ে গেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো। ওয়াটার লাইনের ওপরটা দেখে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে নিঃসন্দেহে জেনারেল ব্রাভো বলে চালানো যাবে। আকাশ থেকে তাকালে দু'একটা ত্রুটি বা অমিল চোখে পড়তে পারে।

আঠারো জন ক্রু সহ ক্যাপটেন হুয়ান ম্যাকাডো, জেনারেল ব্রাভো ছেড়ে চলে এসেছে লেডি ফ্ল্যামবোরোয়, আসার আগে জাহাজটার সবগুলো সীকক আর কার্গো ডোর খুলে দিয়েছে, বাছাই করা কয়েক জায়গায় ছোটো ছোটো বিস্ফোরণ ঘটিয়ে গর্ত করা হয়েছে খোলের গায়ে। সাগরতলে তলিয়ে গেছে জেনারেল ব্রাভো।

নতুন সূর্য নিয়ে পূর্ব আকাশ উজ্জ্বল হতে শুরু করলো, নতুন চেহারা নিয়ে জেনারেল ব্রাভোর গন্তব্য অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো লেডি ফ্ল্যামবোরো। আর্জেন্টিনার সান পাবলো বন্দর যখন স্টারবোর্ড সাইডে চল্লিশ কিলোমিটার দূরে, বন্দরটাকে এড়িয়ে দক্ষিণ দিকেই যেতে থাকলো জাহাজটা।

সাফল্যের মুখ দেখল সুলেমান আজিজের প্ল্যান। তিন দিন পেরিয়ে যাচ্ছে, দুনিয়ার মানুষ এখনও বিশ্বাস করে লেডি ফ্ল্যামবোরো আটলান্টিকের অতল তলে তলিয়ে গেছে।

চার্ট টেবিলে বসে জাহাজের সর্বশেষ পজিশন চিহ্নিত করছে সুলেমান আজিজ। চূড়ান্ত গন্তব্য পর্যন্ত লম্বা একটা রেখা টানল সে, ক্রস এঁকে চিহ্নিত করলো সেটাকে।

সন্তুষ্টচিত্তে একটা সিগারেট ধরিয়ে সশব্দে ধোঁয়া টানল। আরও ষোলো ঘণ্টা পর সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হতে পারবে সে। তখন জাহাজটাকে এমনভাবে লুকানো সম্ভব হবে যে কেউ আর সেটাকে খুঁজে বের করতে পারবে না।

নাচের ভঙ্গিতে ব্রিজ থেকে চার্টরুমে এসে ঢুকলো ক্যাপটেন ম্যাকাডো, হাতে একটা ট্রে। 'কফি চলবে তো?' বিশুদ্ধ ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো সে।

'ধন্যবাদ, ক্যাপটেন।' তারপর তার মনে পড়লো। 'ইয়াল্লা, পান্টা ডেল এসটে ছাড়ার পর এখনও কিছু মুখে দেইনি আমি।'

'আমরা জাহাজে আসার পর থেকে আপনাকে ঘুমাতেও দেখিনি।'

'এখনও কত কাজ বাকি।'

'এবার বোধ হয় আমাদের মধ্যে খোলাখুলি আলাপ হওয়া দরকার', বললো ক্যাপটেন ম্যাকাডো। 'আনুষ্ঠানিক পরিচয় পর্বটা সেরে ফেললে মন্দ হয় না।'

'আপনি কে আমি জানি, অন্তত জানি কি নামে ডাকা হয় আপনাকে', নির্লিপ্ত, ঠান্ডা সুরে বললো সুলেমান আজিজ। 'তার বেশি কিছু জানার দরকার আছে কি?'

'আপনার প্ল্যানটা সম্পর্কে বলবেন আমাকে? জেনারেল ব্রাভোকে ডুবিয়ে দেয়ার পর লেডি ফ্ল্যামবোরোয় উঠতে হবে, এর বেশি কিছু জানানো হয়নি আমাকে। মিশনের পরবর্তী কাজ সম্পর্কে জানতে চাই আমি। বিশেষ করে জানতে চাই, আমাদের দুই জাহাজের ক্রু কিভাবে লেডি ফ্ল্যামবোরো ত্যাগ করবে বা কিভাবে আন্তর্জাতিক সামরিক বাহিনীর চোখকে ফাঁকি দেবে।'

'দুঃখিত ব্যস্ত থাকায় আপনাকে জানানো হয়নি।'

'এখন যদি সময় করতে পারেন ভালো হয়', চাপ দিলো ক্যাপটেন ম্যাকাডো।

কফির কাপে ধীরে ধীরে চুমুক দিলো সুলেমান আজিজ, মুখোশ পরে থাকায় তার মুখভাব বোঝা গেলো না। তারপর ম্যাকাডোর দিকে তাকালো সে। 'এখুনি জাহাজ ছাড়ার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। আমার নেতা ও আপনার নেতা আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, লেডি ফ্ল্যামবোরোকে যতটা সম্ভব দেরি করে ধ্বংস করতে হবে, অন্তত যতক্ষণ না পরিস্থিতি থেকে ফায়দা তোলার সুযোগ তাঁরা পান।'

ধীরে ধীরে শিথিল হলো ম্যাকাডোর পেশী। মুখোশ পরা সুলেমান আজিজের স্থির চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে। ভাবল, লোকটা ইস্পাতের মতো কঠিন। 'আমার তাতে কোনো আপত্তি নেই', বললো সে। 'আরও কফি দেব?'

খালি কাপটা ট্রের ওপর রাখল সুলেমান আজিজ। 'জাহাজ ডোবানো ছাড়া আর কি করেন আপনি।'

'রাজনৈতিক হত্যাকান্ডে হাত পাকিয়েছি', শান্ত সুরে বললো ম্যাকাডো। আমরা দু'জন একই পেশায় আছি, সুলেমান আজিজ।' মুশোশের ভেতর ভুরু জোড়া কুঁচকে উঠলেও তা দেখতে পেল না সে, তবে জানে কুঁচকে উঠেছে।

'আমাকে খুন করার জন্যে পাঠানো হয়েছে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করলো সুলেমান আজিজ, সিগারেটের ছাই ঝাড়ার জন্যে শান্তভাবে ঝুঁকল সে, পরমুহূর্তে তার হাতের তালুতে বেরিয়ে এলো একটা অটোমেটিক পিস্তল।

মুচকি হেসে বুকে হাত বাঁধল ম্যাকাডো। 'শান্ত হোন। আমাকে পাঠানো হয়েছে আপনার সাথে একমত হয়ে কাজ করার জন্যে।' ০

ডান আস্তিনের নিচে স্প্রিং-নিয়ন্ত্রিত একটা খারে ভেতর পিস্তলটা রেখে দিলো সুলেমান আজিজ।' 'আমাকে আপনি চেনেন কিভাবে?'

'আমাদের নেতারা নিজেদের মধ্যে প্রায় কিছুই গোপন করেন না।'

আখমতর ওপর ভরসা রাখা যায়না, রাগের সাথে ভাবল সুলেমান আজিজ। তার পরিচয় ফাঁস করে দিয়ে বেঈমানী করেছে সে। ম্যাকাডো যে মিথ্যেকথা বলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। পথের কাঁটা নাদাভ হাসান অস্তিত্ব হারাবার পর ভাড়াটে খুনীকে আর দরকার হবে না ইয়াজিদের। উঁহু, মেক্সিকান হিটম্যান ম্যাকাডোকে তার পালানোর প্ল্যান জানতে দেবে না সুলেমান আজিজ। এটা কথা ভেবে মনে মনে সন্তুষ্ট বোধ করলো সে–ম্যাকাডোকে যখন খুশি খুন করতে পারে সে, কিন্তু তাকে খুন করতে হলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ম্যাকাডোকে।

সুলেমান আজিজ জানে কোথায় সে দাঁড়িয়ে আছে। কফির কাপটা ট্রে থেকে তুলে উঁচু করে ধরলো সে, বললো, 'আখমত ইয়াজিদের সাফল্য কামনায়।'

ম্যাকাডোও নিজের কাপটা উঁচু করলো। 'টপিটজিনের সাফল্য কামনায়।'

তালা মারা একটা স্যুইটের ভেতর প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানের সাথে আটকে রাখা হয়েছে হে'লা কামিল আর সিনেটর পিটকে। কেউই ঘুমাতে পারছেন না। ঘাড়, পিঠ, কাঁধ আর হাত ব্যথা করছে। খিদেতে চোঁ চোঁ করছে পেট।

লেডি ফ্ল্যামবোরো উরুগুয়ে ছাড়ার পর থেকে কাউকে কিছু খেতে দেয়া হয়নি। বার কয়েক উঠে গিয়ে বাথরুম থেকে পানি খেয়ে এসেছেন ওরা। তাপমাত্রা দ্রুত নামতে শুরু করায় কষ্ট আরও বেড়ে গেছে ওঁদের।

পরিত্যক্ত একটা বস্তার মতো বিছানার ওপর নেতিয়ে আছেন প্রেসিডেন্ট হাসান। পিঠে একটা ব্যথা আগে থেকেই ছিলো, একটানা দশ ঘণ্টা কায়িক পরিশ্রম করার পর সেটা অসহ্য রকম বেড়ে গেছে।

মাঝে মধ্যে নড়াচড়া না করলে হে'লা কামিল আর সিনেটর পিটকে কাঠের মূর্তি বলে ভুল হতে পারতো। একটা টেবিলে বসে আছেন হে'লা কামিল, চিবুক ঠেকে আছে হাতের তালুতে। চোখে ক্লান্তি, এলোমেলো চুল, কাপড় চোপড়ে ভাঁজ, তারপরও অদ্ভুত সুন্দর আর আশ্চর্য পবিত্র লাগছে তাঁকে।

একটা কাউচে আধশোয়া ভঙ্গিতে রয়েছেন সিনেটর পিট, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন সিলিংয়ের দিকে। চোখের পাতা নড়ছে দেখে বোঝা যায় বেঁচে আছেন তিনি।

'যদি কিছু একটা করতে পারতাম!' হে'লা ফিসফিস করে বললেন।

'মুখোশ আঁটা শয়তানটাকে কি মনে করেন আপনি?' পাল্টা প্রশ্ন করলেন সিনেটর। 'সব দিকে ওর কড়া নজর। আমাদের না খাইয়ে রেখেছে, যাতে দুর্বল হয়ে পড়ি। সবাইকে এক জায়গায় রাখা হয়নি, ফলে আমরা পরামর্শ করতে পারছি না। সে বা তার আতঙ্কবাদী গ্রুপের কোনো সদস্য দু'দিন ধরে আমাদের সামনে আসেনি, তারমানে বোঝাতে চেষ্টা করছে আমরা কত অসহায়।'

'দরোজা ভাঙার চেষ্টা করতে পারি', বললেন কামিল।

'বাইরে অবশ্যই সশস্ত্র গার্ড আছে, চৌকাঠ মাড়ালেই গুলি খেতে হবে।'

'যদি একটা লাইফবোট চুরি করতে পারি?'

মাথা নাড়লেন সিনেটর।

'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। শত্রুরা সংখ্যায় এখন দ্বিগুণ, মেক্সিকো কার্গো শিপের ক্রুরা হাত মিলিয়েছে আতঙ্কবাদীদের সাথে।'

নতুন একটা বুদ্ধি দিলেন হে'লা, 'যদি একটা জানালা ভাঙি, তারপর এক এক করে ফার্নিচারগুলো ফেলতে থাকি পানিতে?'

'ফার্নিচার কেনো, বোতলে হাতে লেখা কাগজ ভরেও ফেলা যায়। কিন্তু স্রোত ওগুলোকে সকালের মধ্যে একশো কিলোমিটার দূরে সরিয়ে নেবে।' মাথা নাড়লেন সিনেটর পিট। 'উদ্ধারকর্মীরা সময় মতো একটাও পাবে না।'

'কেউ আমাদেরকে খুঁজছে না। আমার মতো আপনিও স্বীকার করুন। দুনিয়া ভাবছে, লেডি ফ্ল্যামবোরো ডুবে গেছে, আমাদের সলিল সমাধি ঘটেছে। ইতিমধ্যে সম্ভবত খোঁজাখুঁজির পালা শেষ হয়েছে।'

'একজনের কথা জানি, যে হাল ছাড়বে না।'

'কে?' জাতিসংঘ মহাসচিব ও মিশরীয় প্রেসিডেন্ট একযোগে জানতে চাইলেন।

'আমার ছেলে– ডার্ক', ছোট্ট করে বললেন সিনেটর পিট।

চেয়ার ছেড়ে নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ালেন হে'লা কামিল, খোঁড়াতে খোঁড়াতে খোলা জানালার সামনে চলে এলেন। সামনে ফাইবার বোর্ডের আড়াল থাকায় বাইরের দুনিয়ার কিছুই দেখতে পেলেন না। 'আপনি নিশ্চয়ই ওকে নিয়ে খুব গর্বিত। আমিও জানি, সে ভারি সাহসী ও বুদ্ধিমান যুবক। কিন্তু মানুষ তো। তার পক্ষে আতঙ্কবাদীদের চাতুরী আঁচ করা সম্ভব নয়।' হঠাৎ থেকে বোর্ডের একটা খুদে ফুটোর ভেতর তাকালেন তিনি। ওদিকে খানিকটা সাগর দেখা গেলো। 'আরে, ব্যাপার কি, বলুন তো?' বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন। 'জাহাজের পাশ দিয়ে ওগুলো কি ভেসে যাচ্ছে?'

কাউচ ছেড়ে উঠে এলেন সিনেটর। হে'লা কামিলের পাশে দাঁড়িয়ে ফুটোর ভেতর দিয়ে তাকালেন। নীল সাগরের পানিতে সাদা জিনিসগুলো দেখতে পেলেও তিনিও প্রথমে চিনতে পারলেন না। তারপর ফোঁস করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন তিনি। 'তাই তো বলি! এতো ঠাণ্ডা লাগার কারণটা বোঝা গেলো। ওগুলোর বরফ। নির্ঘাত আমরা দক্ষিণ মেরুর দিকে যাচ্ছি।'

সিনেটরের গায়ে ঢলে পড়লেন হে'লা কামিল, তাঁর বুকে মুখ গুঁজলেন। 'আর কোনো আশা নেই আমাদের', হাল ছেড়ে দিয়ে বিড়বিড় করে বললেন তিনি। 'ওখানে আমাদের খোঁজ করার কথা ভাববে না কেউ।'

চুয়াল্লিশ

কারও ধারণা ছিলো না সাউন্ডার এতো দ্রুত ছুটতে পারে। এঞ্জিনের শব্দের সাথে তাল রেখে রিসার্চ শিপের ডেক কাঁপতে শুরু করলো, ঢেউগুলোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার মুহূর্তে ঝাঁকি খেলো গোটা খোল। জাহাজটার চারশো হর্স পাওয়ার ডিজেল এঞ্জিন খুব বেশি হলে চৌদ্দ নট গতিসমিয় পৌঁছাতে পারে, তবে স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট আর তার ক্রুরা কিভাবে কে জানে ওটার কাছ থেকে আদায় করে নিচ্ছে সতেরো নট।

লেডি ফ্ল্যামবোরোর পিছনে একা শুধু সাউন্ডার লেগে আছে, মাঝখানের দূরত্ব কমিয়ে আনার সম্ভাবনা প্রায় নেই বলনেই চলে। আর্জেন্টিনা নেভির যুদ্ধজাহাজ আর ফকল্যান্ডে নোঙর করা ব্রিটিশ ন্যাভাল ইউনিটগুলো পলায়নরত লেডি ফ্ল্যামবোরোকে সামনে থেকে বাধা দিতে পারতো, কিন্তু তাদেরকে সতর্ক করা হয়নি।

লেডি ফ্ল্যামবোরোকে নয়, সাগরের তলায় জেনারেল ব্রাভোকে পাওয়া গেছে, এই খবর কোড করা মেসেজের মাধ্যমে পিটের কাছ থেকে যথাসময়েই পেয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। হোয়াইট হাউসে জরুরি বৈঠক হয়েছে, জয়েন্ট চীফ অব স্টাফ ও ইন্টেলিজেন্স চীফরা প্রেসিডেন্টকে জোরাল পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, সংশ্লিষ্ট এলাকায় ইউ.এস. স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স না পৌঁছানো পর্যন্ত এই আবিষ্কার সম্পর্কে চুপ থাকতে হবে।

কাজেই, রিসার্চ শিপ সাউন্ডার একাই ধাওয়া করছে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে। ওদের মধ্যে উচ্চপদস্থ কোনো কর্মকর্তা নেই। নাবিক, বিজ্ঞানী আর ক্রুরা প্রচন্ড উত্তেজনায় ছটফট করছে। সবাই ব্যাপারটাকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে নিয়েছে, যেভাবেই হোক, নাগাল পেতে হবে লেডি ফ্ল্যামবোরোর!

জাহাজের ডাইনিং রুমে রয়েছে পিট আর জিওর্দিনো। ওদের সামনে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরের একটা ম্যাপ মেলে দিয়েছে রুডি গান। ম্যাপের কিনারায় কয়েকটা কফি কাপ বসানো, পিনের কাজ করছে ওগুলো।

'তোমার বিশ্বাস দক্ষিণে যাচ্ছে ওরা?' পিটকে জিজ্ঞেস করলো রুডি।

'ইউ আকৃতির একটা বাঁক নিয়ে যদি উত্তরে যেত, সার্চ গ্রিডের মধ্যে ফিরে আসত লেডি ফ্ল্যামবোরো', বললো পিট। 'আমরা জানি, তা আসেনি। আর পশ্চিমে ঘুরে গিয়ে আর্জেন্টিনা উপকূলের দিকে যাওয়া সম্ভব নয়।'

'খোলা সাগরের দিকে যেতে পারে।'

'তাহলে, তিন দিন এগিয়ে থাকায়, ইতোমধ্যে ওরা আফ্রিকার পথে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে', বললো জিওর্দিনো।

'ওদিকে ওরা যাবে না, কারণ তাহলে খুব বেশি ঝুঁকি নিতে হয়', বললো পিট। 'নাটকের পরিচালক যেই হোক, তার খুলির ভেতর হলুদ পদার্থের কোনো কমতি নেই। পূর্ব দিকে ঘুরে সাগর পাড়ি দিলে শুধু সার্চ প্লেনের নয়, অন্যান্য জাহাজেরও চোখে পড়ে যাবার ভয় আছে। উঁহু, সন্দেহ এড়াবার একমাত্র উপায় তার, জেনারেল ব্রাভোর পথে থাকা।'

'কিন্তু জাহাজ পৌঁছাতে দেরি হচ্ছে দেখলে সান পাবলোর বন্দর কর্তৃপক্ষ খবরটা ছড়িয়ে দেবে না?'

'লোকটাকে ছোটো করে দেখো না। বাজি ধরতে পারি, সান পাবলোর বন্দর মাস্টারকে জানানো হয়েছে এঞ্জিন নষ্ট হয়ে যাওয়ায় পৌঁছাতে দেরি হবে জেনারেল ব্রাভোর।'

'আমি বিশ্বাস করি.' বললো রুডি। 'অনায়াসে আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা হাতে পেতে পারে সে।'

'বেশ', মেনে নেয়ার সুরে বললো জিওর্দিনো। 'বাকি থাকলো কি? কোথায় যেতে পারে সে? ওদিকে জনবসতিহীন হাজারখানেক দ্বীপ আছে, কোথায় তাকে খুঁজব আমরা?'

'অথবা...', শব্দটা উচ্চারণ করার পর কয়েক মুহূর্ত বিরতি নিলো রুডি, তারপর বললো, 'অথবা অ্যান্টার্কটিকের দিতে যেতে পারে সে। তার হয়তো ধারণা ওখানে কেউ তাকে খুঁজবে না।'

'এমন হতে পারে, এরই মধ্যে কোনো পরিত্যক্ত খাঁড়িতে ঢুকে নোঙর ফেলেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো', বললো পিট।

'আমরা তার চালাকি ধরে ফেলেছি', বললো জিওর্দিনো। 'পরের বার পাশ কাটানোর সময় ল্যান্ডস্যাট ক্যামেরা চালু থাকবে–লেডি ফ্ল্যামবোরোর ওরফে জেনারেল ব্রাভো ধরা পড়তে বাধ্য।'

পিটের মন্তব্য শোনার আশায় ঘাড় ফেরাল রুডি গান, কিন্তু সিলিংয়ের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো পিট। এই মুহূর্তে সাউন্ডারে নেই ও, চলে গেছে লেডি ফ্ল্যামবোরোর ব্রিজে, আতঙ্কবাদী লীডারের মাথার ভেতর ঢোকার চেষ্টা করছে। কাজটা সহজ নয়। ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জার সহ একটা প্রমোদতরীকে হাইজ্যাক করার তিন দিন পরও যে লোক সবার চোখকে ফাঁকি দিতে পারছে, তাকে পিট নিজের যোগ্য প্রতিযোগী বলে মেনে নিল। শত্র হলেও, লোকটার প্রতি শ্রদ্ধা জাগল মনে। মৃদুকণ্ঠে মন্তব্য করলো পিট,

'লোকটা জানে।'

'কি জানে?' রুডি জিজ্ঞেস করলো, প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে সে।

'স্যাটেলাইট ফটোতে তাকে ধরা হবে।'

'তারমানে সে জানে সে ছুটতে পারে, কিন্তু লুকাতে পারে না।'

'আমার ধারণা, লুকোতেও পারে।'

'কিভাবে জানতে পারলে খুশি হতাম', হাসিমাখা ব্যঙ্গের সাথে বললো রুডি।

চেয়ার ছাড়ল পিট। আড়মোড়া ভাঙল। 'হাত-পায়ে মরচে ধরে গেলো, যাই, খানিক হাঁটাহাঁটি করে আসি।'

'তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দাওনি', উত্তেজনার অস্থির হয়ে উঠেছে রুডি।

টলে উঠলো পিট, টেবিল ধরে জাহাজের ঝাঁকিটা সামলে নিল, তারপর রুডির দিকে ফিরে মুচকি একটু হাসলো। 'লোকটার জায়গায় আমি হলে', যেনো এমন এক লোক সম্পর্কে কথা বলছে যাকে দীর্ঘদিন ধরে চেনে ও, 'জাহাজটাকে দ্বিতীয়বার গায়েব করে দিতাম।'

হা হয়ে গেলো রুডি গান। নিঃশব্দে, চেহারায় সবজান্তার ভাব নিয়ে, ওপর নিচে মাথা দোলাল জিওর্দিনো। ওরা কেউ কিছু বলার আগেই ডাইনিং রুম থেকে বেরিয়ে গেলো পিট।

জাহাজের সামনের দিকে চলে এসে মই বেয়ে মুন পুলে নামল ও। ডিপ রোভারের চারপাশে হাঁটল, থামলো সাগরের তলা থেকে তুলে আনা প্লাস্টিক শিটের সামনে দড়ির সাথে ক্লিপ দিয়ে খাড়াভাবে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে প্লাস্টিকের টুকরোটাকে, লম্বায় পিটের প্রায় সমান হবে। ঝাড়া মিনিট পাঁচেক জিনিসটা দেখল ও, একবার হাত বুলালো। ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ওর চেহারা, যেনো গোপন কি একটা জেনে ফেলেছে।

'পেয়েছি!'

ফিসফিস করে বললো ও, কয়েক মিটার দূরে ওঅর্ক বেঞ্চের সামনে দাঁড়ানো প্রকৌশলী লোকটাও শুনতে পেল না ওর কথা।

পঁয়তাল্লিশ

লেডি ফ্ল্যামবোরো সংকট সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য পাহাড়ী ঢলের মতো টেলিটাইপ আর কমপিউটরের মাধ্যমে এসে জমা হচ্ছে পেন্টাগনের মিলিটারি কমান্ড সেন্টার, স্টেট ডিপার্টমেন্টের অপারেশনস সেন্টার আর পুরানো এক্সিকিউটিভ অফিস বিল্ডিঙের ওঅর গেমস রুমে। তিন জায়গাতেই প্রায় বিদ্যুৎগতিতে সাজানোর পর পর্যালোচনা করা হচ্ছে ডাটাগুলো। তারপর, সংক্ষিপ্ত সারবস্তু, সুপারিশ সহ, হোয়াইট হাউসের বেসমেন্টে অর্থাৎ সিচুয়েশন রুমে চূড়ান্ত বিশ্লেষণের জন্যে পাঠানো হচ্ছে।

সিচুয়েশন রুমে ঢুকে লম্বা কনফারেন্স টেবিলের এক মাথায় বসলেন প্রেসিডেন্ট। স্ল্যাকস আর টার্টলনেক পরে আছেন ভদ্রলোক। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানার পর উপদেষ্টাদের পরামর্শ চাইতে পারেন তিনি, যদিও কি করা হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার একক ক্ষমতা ও অধিকার রয়েছে তাঁর।

মিশর থেকে পাওয়া ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট প্রায় সবগুলোই খারাপ। গোটা দেশ জুড়ে অরাজকতা শুরু হয়ে গেছে, প্রতি ঘণ্টায় আরও অবনতি ঘটছে পরিস্থিতির। পুলিশ আর সামরিক বাহিনী ব্যারাক ছেড়ে বেরোয়নি, হরতালের ডাক দিয়েছে ইয়াজিদের অনুসারীরা। মন্দের ভালো এইটুকুই যে তারা এখনো সহিংস আন্দোলনে যায় নি।

স্বরাষ্ট্র সচিব, ডগলাস ওটস্-এর সামনে তাঁর এইড একটা রিপোর্ট রাখল, সেটার ওপর চোখ বুলিয়ে বিড়বিড় করে তিনি বললেন, 'এইটুকুই বাকি ছিলো।'

নিঃশব্দে তাঁর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট।

'মৌলবাদী বিদ্রোহীরা খানিক আগে কায়রোর টিভি স্টেশন দখল করে নিয়েছে।'

'স্ক্রীনে দেখা গেছে আখমত ইয়াজিদকে?'

একসার কমপিউটর মনিটরের দিকে পিছন ফিরলেন সি.আই.এ. চীফ। 'না, এখনও সে মুখ দেখাচ্ছে না। শেষ ইন্টেলিজেন্স রিপোর্ট পেয়েছি, আলেকজান্দ্রিয়ার কাছে সে তার নিজের ভিলায় বসে আছে, অপেক্ষা করছে পরিস্থিতি সামলাতে না পেরে কখন পদত্যাগ করবে সরকার।'

'তার বোধহয় আর বেশি দেরিও নেই', একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন প্রেসিডেন্ট, তারপর জিজ্ঞেস করলেন, 'ইসরাইল কি করছে?'

'পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ। আখমত ইয়াজিদকে এখনো বড়ো কোনো হুমকি বলে ভাবছে না তারা', স্বরাষ্ট্র সচিব বললেন।

'আখমত ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি ছিঁড়ে ফেললে তখন টের পাবে।' সি.আই.এ. চীফের দিকে কঠিন দৃষ্টিতে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তাকে আমরা বের করে আনতে পারি?"

'পারি.' ম্লান গলায় বরলেন সিআইএ প্রধান।

'কিভাবে?'

'আপনার প্রশাসনের ওপর সমস্ত দায়-দায়িত্ব চাপতে পারে, তাই পদ্ধতিটা আপনাকে আমি জানাতে চাই না মি. প্রেসিডেন্ট।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে কাজটা করতে হলে সি.আই.এ. কে আমার নির্দেশ পেতে হবে।'

'আততায়ী পাঠানোর ঘোর বিরোধী আমি', সি.আই.এ. চিফ বললেন।

'ডগলাস ওটস্ ঠিক বলছে', জুলিয়াস শিলার মন্তব্য করলেন। 'আপনার ভাবমূর্তি দারুণ ভাবে ক্ষুণ্ন হবে আততায়ী পাঠালে।'

'আর কংগ্রেসে যে কি হৈ-চৈ হবে, বলার নয়', ডেইল নিকোলাস যোগ করলেন। 'পত্রিকা অলারা আপনার পিন্ডি চটকাবে।'

কিছু সময় চিন্তা করে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ঠিক আছে, পরে ভাবা যাবে ওটা নিয়ে।'

প্রসঙ্গ বদল করলেন তিনি, 'মেক্সিকো থেকে কিছু জানা গেলো?'

'ওখানকার পরিস্থিতি অস্বাভাবিক শান্ত', সিআইএ প্রধান মারটিন ব্রোগান জবাব দিলেন। 'কোন বিক্ষোভ মিছিলো বা দাঙ্গা হয়নি। টপিটজিন তার ভাইয়ের মতই অপেক্ষায় আছে।'

ঝট করে মুখ তুললেন প্রেসিডেন্ট, চেহারায় হতচকিত ভাব। 'আমি কি ঠিক শুনলাম? ভাই?'

চোখ ইশারায় ডেইল দিকে ইঙ্গিত করলেন মারটিন ব্রোগান। 'সন্দেহ হওয়ায় চমৎকার একটা পরীক্ষা চালিয়ে বাজিমাত করেছে ডেইল। আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিন পরস্পরের আপন ভাই, তারা কেউই জন্মসূত্রে মেক্সিকান বা মিশরীয় নয়।'

'পারিবারিক সম্পর্ক নিঃসন্দেহে প্রমাণ করা গেছে?' সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন জুলিয়াস শিলার। 'কোন সন্দেহ নেই?'

'আমাদের অপারেটররা তাদের জেনেটিক কোড সংগ্রহ করে মিলিয়ে দেখেছে।'

'এই প্রথম শুনলাম', প্রেসিডেন্টের বলার সুরে অসন্তোষ প্রকাশ পেল। 'আমাকে আরও আগে জানানো হয় নি কেনো?'

'চূড়ান্ত প্রমাণ সাজানোর কাজ চলছে, ল্যাংলি থেকে সরাসরি আপনার কাছে পাঠানো হবে। দু:খিত, প্রেসিডেন্ট, নিশ্চিদ্র প্রমাণ ছাড়া আপনাকে জানাতে চায় নি আমরা।'

নিকোলাস এবারে জিজ্ঞেস করলেন, 'ওদের জেনেটিক কোড জোগাড় হলো কিভাবে?'

'দু'জনেই আত্মপ্রচার পছন্দ করে', ব্যাখ্যা করলেন মারটিন ব্রোগান। 'আমাদের জালিয়তি বিষয়ক বিভাগ আখমত ইয়াজিদের কাছে পবিত্র কোরানের একটা কপি পাঠায়, আর টপিটজিনের কাছে পাঠায় আযটেক পোশাক পরা তারই একটা ফটো, সেই সাথে দু'জনকে অনুরোধ করা হয়, তারা যেনো সংক্ষিপ্ত প্রার্থনা লিখে ওগুলো ফেরত দেয়। ওগুলো পাঠানো হয় ওদের পরিচিত বিদেশী ভক্তদের নামে, যাদের হস্তাক্ষর আখমত ইয়াজিদ ও টপিটজিন চেনে। দু'জনেই ওরা টোপ গেলে। প্রার্থনা লিখে ডাকযোগে ফেরত পাঠায় ওগুলো। নির্দিষ্ট ঠিকানায় পৌঁছানোর আগে মাঝপথ থেকে ওগুলো আমরা সংগ্রহ করি।'

দীর্ঘ কাহিনী, স্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখলেন সিআইএ প্রধান। 'ফেরত আসা পবিত্র কোরআন থেকে কয়েক জোড়া হাতের ছাপ পাওয়া যায়। বছর কয়েক আগে কায়রোয় একবার গ্রেফতার হয়েছিলো আখমত ইয়াজিদ, মিশরীয় পুলিশ বিভাগের কাছ থেকে তার হাতের ছাপ আগেই যোগাড় করেছে সি.আই.এ. সেটার সাথে মিলে গেলো কোরআনে পাওয়া একটা ছাপ। ফিঙ্গারপ্রিন্ট অয়েল থেকে তার ডি.এন. এ. স্টেট করে ল্যাব কর্মীরা।

'টপিটজিনের আঙুলের ছাপ মেলানো অত সহজ হয়নি। মেক্সিকোয় কখনও গ্রেফতার হয়নি সে। তবে ফেরত আসা ফটোয় পাওয়া অনেকগুলো প্রিন্টের মধ্যে থেকে একটার সাথে মিলে যায় ইয়াজিদের কোড। এরপর ইন্টারপোল-এর প্যারিস, হেডকোয়ার্টারে বসে ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল রেকর্ড ঘাঁটিতে গিয়ে সি.আই.এ. অপারেটররা চমকপ্রদ একটা তথ্য পেয়ে যায়। ভোজবাজির মতো বেরিয়ে আসে অবিশ্বাস্য একটা পারিবারিক কাহিনী।

'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর এই পারিবারিক সংগঠন অপরাধ জগতে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে। একশো মিলিয়ন ডলার পুঁজি নিয়ে চুটিয়ে অবৈধ ব্যবসা ফেঁদে বসে মা-বাবা, তিন ভাই আর এক বোন। মা-বাবা নীতি নির্ধারণ করে, ভাই-বোনেরা অপারেশনের দায়িত্বে থাকে। চাচা-মামা, খালা-খালু, চাচাতো-খালাতো ভাইবোন, বরক্ত সূত্রে বা বিবাহ সূত্রে বা বিবাহ সুত্রে নিকটাত্মীয়রা অপরাধ সাম্রাজ্যের এক একজন মন্ত্রী। ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া সংগঠনে বাইরের কেউ না থাকায় আন্তর্জাতিক ইনভেন্টিগেটরদের পক্ষে তদন্ত চালানো অসম্ভব হয়ে ওঠে।'

'ওদের নাম?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'ক্যাপেসটার', বললেন মার্টিন ব্রোগান। 'মা জোসেফিন ক্যাপেসটার, বাবা রোলান্ড ক্যাপেসটার। বড় ছেলেও নাম রবার্ট ক্যাপেসটার, যাকে আমরা টপিটজিন বলে জানি। মেজো ছেলে পল।'

'অর্থাৎ, আখমত ইয়াজিদ?'

'হ্যাঁ।'

'সি.আই.এ. আর কি জানে, শুনতে বোধহয় ভালোই লাগবে আমাদের', বললেন প্রেসিডেন্ট।

কাহিনীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শুরুতেই মারটিন ব্রোগান স্বীকার করলেন, সব তথ্য এখনও তাঁর জানা নেই। কার্ল আর ম্যারি, অর্থাৎ ছোটো ভাই আর বোন কোথায় আছে বা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনদের নাম-ঠিকানা জানা সম্ভব হয়নি। হাতের কাছে ফাইল নেই, যতটুকু মনে করতে পারলেন, বলে গেলেন তিনি।

'ক্যাপেসটাররা অপরাপধপ্রবণ একটা পরিবার, তাদের এই ঐতিহ্য আশি বছরের পুরানো। ক্যাপেসটারে বাবা ফ্রান্স ত্যাগ করে ক্যারিবিয়ার অঞ্চলে চলে যায়, সেখানে চোরাচালান ব্যবসা শুরু করে সে–পণ্যসংকটের যুগে আমেরিকায় মদ সরবরাহ করতো, চুরি করা জিনিস পাচার করতো বিভিন্ন দেশে। প্রথমে সে পোর্ট অভ স্পেন থেকে ব্যবসা করতো, পরে কাছাকাছি একটা দ্বীপ কিনে সেটাকে হেডকোয়ার্টার বানায়। বাবা মারা যাবার পর রোলান্ড ক্যাপেসটার, স্ত্রীকে নিয়ে বসবাস শুরু করে দ্বীপটায়। কারও কারও ধারণা, অপরাধ সাম্রাজ্যের ব্রেন হলো তার স্ত্রী, জোসেফিন ক্যাপেসটার। স্বামীর

সাথে এসেই, শ্বশুর যা করেনি বা করতে পারেনি, তাই করলো সে, ড্রাগ ব্যবসা ধরলো। নিজেদের দ্বীপে প্রথম তারা কলার চাষ করলো। ভালই লাভ হত তাতে। এরপর তারা দুটো করে ফসল তোলার ব্যবস্থা করলো–একটা কলা, অপরটি মারিজুয়ানা। কলা গাছের তলায় মারিজুয়ানার চাষ হত, যাতে কেউ দেখতে না পায়। দ্বীপে তারা একটা বিশুদ্ধকরণ ল্যাবরেটরীও বসায়।'

'আমি কি পরিষ্কার একটা ছবি দিতে পারছি?' জিজ্ঞেস করলেন মারটিন ব্রোগান।

মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট। 'বলে যাও, মার্টিন।'

'নিজেদের জায়গায় মারিজুয়ানা চাষ করলো, বিশুদ্ধ করলো, তারপর পাচার করলো', বললেন মার্টিন ব্রোগান। 'প্রতিটি কাজে অংশগ্রহণ করলো ক্যাপেসটার পরিবারের লোকজন, বাইরের কাউকে ভাড়া করা হলো না। আশ্চয়ই বলতে হবে, ইউরোপ আর পূবের দেশগুলোতে মারিজুয়ানা বিক্রি করলো তারা, আমেরিকায় নয়।'

'ড্রাগস এখনও কি তাদের প্রধান ব্যবসা?' ডেইল নিকোলাস জানতে চাইলেন।

'না।' মাথা নাড়লেন মারটিন ব্রোগান। 'নিজেস্ব সূত্র থেকে এই পরিবার খবর পায়, ওয়েস্ট ইন্ডিজের কয়েকটা সিকিউরিটি ফোর্স একসাথে তাদের দ্বীপে হানা দেবে। তাড়াহুড়ো করে মারিজুয়ানার খেত পুড়িয়ে ফেললো তারা, রাখল শুধু কলা বাগানটা, তারপর অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে এমন সব করপোরেশন পাইকারী হারে কিনে ফেলল। ব্যবসা বুদ্ধিতে কারও চেয়ে কম যায় না, প্রতিটি করপোরেশন সঙ্কট কাটিয়ে উঠল, ক্যাপেসটার পরিবারের সঞ্চয় দাঁড়ালো বারোশো মিলিয়ন ডলার। বলাই বাহুল্য, ব্যবসা পরিচালনায় নিজেদের কৌশল খাটায় তারা।'

'নিজেদের কৌশল, সেটা কি রকম?' প্রশ্নটা ডেইলের ।

'ব্ল্যাকমেইল, ঘুষ আর হত্যাকাণ্ড', জবাব দিলেন মারটিন ব্রোগান। 'প্রতিযোগী কোনো কোম্পানি ক্যাপেসটাররেদ স্বার্থের বিরুদ্ধে হুমকি হয়ে দেখা দিলে প্রথমে কোম্পানির বড় কোনো কর্মকর্তাকে মোটা টাকা ঘুষ দেয়ার চেষ্টা করা হয়। হয়তো দেখা গেলো, নিজেদের বিরাট কোনো স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে কোম্পানিটি ক্যাপেসটারদের সাথে একা চুক্তিতে এসেছে। ক্যাপেসটার পরিবারের রয়েছে নামকরা সব উকিল, তাদের কাজই হলো প্রতিযোগী অন্যান্য কোম্পানির বিরুদ্ধে প্রতি মাসে একটা দুটো করে মামলা ঠোকা। প্রতিপক্ষ কোম্পানির ডিজাইনার, পরিচালক, প্রোডাকশন ম্যানেজার বা এক্সিকিউটিভ নিজেদের দায়িত্ব ঠিকমত পালন করে না, কারণ তারা ক্যাপেসটারদের কাছ থেকে মাসোহারা পায়। কেউ যদি মাসোহারা নিতে অস্বীকার করে, বেড়াতে গিয়ে তার স্ত্রী বা ছেলে খুন হয়ে যায় সাগরসৈকতে, কিংবা সে নিজেই গাড়ির তলায় চাপা পড়ে। অনেকে স্রেফ গায়েব হয়ে যায়। অথবা কারও বাড়িতে আগুন লাগে।'

'মাফিয়া পরিবারগুলোর মতো একটা সংগঠন, বুঝলাম', বললেন প্রেসিডেন্ট।

'সঠিক তুলনা', মার্টিন ব্রোগান সায় দেন, 'এভাবেই আন্তর্জাতিক ব্যবসা জগতে নিজেদের আসন পাকাপোক্ত করে নিয়েছে ক্যাপেসটার পরিবার। সরকারি হিসেবেই তাদের মূলধনের পরিমাণ এখন বারোশো মিলিয়ন ডলার।'

'বিলিয়ন– মানে 'বি' দিয়ে যেটা বানান করতে হয়?' স্বরাষ্ট্র সচিব হতভম্ব। 'গির্জার প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেললাম আমি!'

কাঁধ ঝাঁকালেন জুলিয়াস শিলার, 'কে বলে– অপরাধে অর্থ নেই?'

'কিন্ত দুই ছেলেকে মেক্সিকো আর মিশরে কেনো তারা পাঠাল? ছেলে দুটো স্থানীয় বলে পরিচিতিই বা পেল কিভাবে?'

'দু'জনেরই গায়ের রঙ শ্যামলা, তার কারণ ওদের মায়ের পূর্বপুরুষরা কৃষ্ণকায় ক্রীতদাস ছিলো। বিশদ ইতিহাস জানার সুযোগ নেই, তবে আন্দাজ করতে অসুবিধে হয় না যে রোলান্ড আর জোসেফিন ক্যাপেসটার অন্তত চল্লিশ বছর আগে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখে ও পরিকল্পনা তৈরি করে। ছেলেরা জন্ম নেয়ার আগেই বিদেশের মাটিতে কোথায়, কিভাবে তাদেরকে পাঠিয়ে মানুষ করা হবে, সব ঠিক করে ফেলা হয়। পল, ওরফে আখমত ইয়াজিদকে আরবি ভাষা শেখানো হয়, তখনও সে ভালো করে হাঁটতে শেখেনি, রবার্ট, ওরফে টপিটজিনকে শেখানো হয় প্রাচীন আযটেক ভাষা। বয়স বাড়ার পর ওদেরকে সম্ভবত মেক্সিকো আর মিশরের প্রাইভেট স্কুলে ভর্তি করা হয়, নাম পাল্টে।'

'চমৎকার প্ল্যান', গম্ভীর সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'জন্মের পরপরই বাচ্চাদের ট্রেনিং দেয়া শুরু হলো, যাতে তারা দুটো রাষ্ট্রের ক্ষমতা দখল করতে পারে। বিপুল সম্পদ, অসীম ক্ষমতা, উদ্ভট উচ্চাকাঙ্ক্ষা পরিবারটিকে বেপরোয়া করে তোলে। আমি তাদের জেদ আর ধৈর্যের প্রশংসা করলে অন্যায় হবে কি।'

'প্রশংসা না করে উপায় কি', স্বরাষ্ট্র সচিব ডগলাস ওটস্ বললেন। 'ওদের পরিকল্পনা যে সফল হতে চলেছে সে তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি। তৃতীয় বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দুটো দেশের শাসনভার চলে যাচ্ছে ক্যাপেসটার পরিবারের হাতে।'

'সেরকম কিছু আমরা ঘটতে দিতে পারি না', দৃঢ়কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'রবার্ট ক্যাপেসটার সরকারপ্রধান হওয়ার পর যদি বিশ লাখ মেক্সিকানকে আমাদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেয়, সেনাবাহিনী না পাঠিয়ে আমাদের কোন উপায় থাকবে না।'

'আক্রমণাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণের বিপক্ষে আমি', ভারী গলায় বললেন স্বরাষ্ট্র সচিব। 'বিশ্ববিবেক সব সময় আক্রমণকারীর নিন্দা করে এসেছে। আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিনকে খুন করলে বা মেক্সিকো আক্রমণ করলে সমস্যার দীর্ঘস্থায়ী কোনো সমাধান হবে না।'

'তা হয়তো হবে না', প্রেসিডেন্ট বললেন, 'তবে তাকে আমরা পরিস্থিতি হালকা করার সময় পাব হাতে।'

'আরেকটা সমাধান থাকতে পারে', ডেইল নিকোলাস বললেন। 'ক্যাপেসটার পরিবারের মধ্যে ভাঙন ধরানো যায় না? ওরা যদি নিজেদের মধ্যে ঝগড়া বাধায়?'

'আমি ক্লান্ত', চেহারায় বিরক্তি নিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'হেঁয়ালি বাদ দিতে পারো না?'

সমর্থনের আশায় মার্টিন ব্রোগানের দিকে তাকালেন ডেইল নিকোলাস। 'ওরা তো ড্রাগ ব্যবসায়ী, তাই না? নিশ্চয়ই ওরা ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল, ঠিক?'

'ড্রাগ ব্যবসায়ী, হ্যাঁ। ওয়ান্টেড ক্রিমিনাল, না। ওদেরকে সাধারণ অপরাধী ভাবলে ভুল হবে। গোটা পরিবারটার ওপর কয়েক যুগ ধরে তদন্ত চলছে। আজ পর্যন্ত একজনও গ্রেফতার হয়নি। কোনো অভিযোগই তোলা যায় নি। দুনিয়ার শ্রেষ্ঠ লইয়ারদের চাকরি দিয়ে রেখেছে ওরা। বন্ধুত্ব আর যোগাযোগ আছে বিশজন

সরকারপ্রধানের সাথে। ওদের কাউকে গ্রেফতার করে হাজতে পাঠানোর কথা ভাবাই যায় না, তারচেয়ে কাঁটাচামচ দিয়ে পিরামিড ভাঙা অনেক সহজ।'

'সেক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে ওদের আসল পরিচয় ফাঁস করা হোক', পরামর্শ দিলেন ডেইল নিকোলাস।

'কোন লাভ নেই', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'মিথ্যে প্রচারণা বলে ওরা বিবৃতি প্রচার করবে।'

'ডেইলর পরামর্শটা ভেবে দেখা যেতে পারে', বললেন জুলিয়াস শিলার, তিনি বলার চেয়ে শোনেন বেশি। 'ওদের কুকীর্তি ফাঁস করলে কাজ হতে পারে।'

শিলারের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। 'পরিষ্কার করে বলো।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরো ', বললেন জুলিয়াস শিলার। 'জাহাজাটাকে হাইজ্যাক করার পিছনে আখমত ইয়াজিদ দায়ী, এটা যদি প্রমাণ করা যায়, ক্যাপেসটার পাঁচিলটাকে ভেঙে দেয়া কোনো সমস্যা নয়।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালেন সিআইএ প্রধান। 'তা যদি প্রমাণ করা যায়, আখমত ইয়াজিদ আর ম্যানুয়ের টপিটজিনের ধর্মীয় মুখোশ খসে পড়বে। একটা কুকীর্তি ফাঁস করা গেলে, পরিবারের আরও হাজারটা অপরাধ বেরিয়ে আসবে।'

'নিউজ মিডিয়া হয়ে উঠবে ক্ষুধার্ত হাঙর', মন্তব্য করলেন ডগলাস ওটস্।

'কিন্তু একটা কথা সবাই ভুলে যাচ্ছি', বললেন ডেইল নিকোলাস। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোর নিখোঁজ হওয়ার সাথে ক্যাপেসটার পরিবারের সম্পর্ক এখনও প্রমাণিত হয়নি।'

মার্টিন ব্রোগান জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রেসিডেন্ট হাসান, প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো আর হে'লাকে কিডন্যাপ করার মোটিভ আর কার থাকতে পারে?'

'মোটিভ শুধু ক্যাপেসটার পরিবারের আছে', বললেন জুলিয়াস শিলার।

'এক মিনিট', বললেন প্রেসিডেন্ট। 'ডেইলের কথায় যুক্তি আছে। রা কিন্তু টিপিকাল মিডল ইস্ট আতঙ্কবাদীদের মতো আচরণ করছে না। এখনও তারা কৃতিত্ব দাবি করেনি। স্বীকার করতে বাধ্য হচ্ছি, ওদের এই চুপ করে থাকাটা দুঃস্বপ্নের মতো লাগছে আমার কাছে।'

'আমিও স্বীকার করছি, রা উদ্ভট আচরণ করছে', বললেন মার্টিন ব্রোগান। 'আমার ধারণা, ক্যাপেসটার পরিবার অপেক্ষার খেলা খেলছে, আশা করছে প্রেসিডেন্ট হাসান আর প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোর অনুপস্থিতিতে ওঁদের সরকারের পতন ঘটবে।'

'সিনেটর পিটের ছেলে, ডার্ক, জাহাজ বদলের ব্যাপারটা বুঝে ফেলার পর থেকে কি ঘটছে?' ওটস্ প্রশ্ন করলেন।

'শেষ খবর পেয়েছি, লেডি ফ্ল্যামবোরো টিয়েরা ডেল ফুগো-তে রয়েছে', জবাব দিলেন জুলিয়াস শিলার। 'তীরবেগে ছুটছে দক্ষিণ দিকে। স্যাটেলাইট থেকে চোখ রাখা হয়েছে ওটার ওপর, আশা করি এই সময় কাল সকালে কোণঠাসা করা যাবে।'

প্রেসিডেন্ট খুশি হতে পারলেন না। 'ততক্ষণে আরোহীদের সবাইকে রা সম্ভবত খুন করে ফেলবে।'

'এখনও যদি না করে থাকে', বললেন মার্টিন ব্রোগান।

'ওদিকে আমাদের ফোর্স বলতে কিছুই কি নেই?'

'নেই বললেই চলে, মি. প্রেসিডেন্ট', স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বললেন। 'থাকার মধ্যে আছে শুধু কয়েকটা এয়ারফোর্স ট্রান্সপোর্ট প্লেন, পোলার রিসার্চ স্টেশনে সাপ্লাই আনা-নেওয়া করে। লেডি ফ্ল্যামবোরোর কাছাকাছি মার্কিন জাহাজ মাত্র একটাই আছে, সাউন্ডার। ওটা নুমার একটা ডিপওয়াটার সার্ভে শিপ।'

'ডার্ক পিট যেটায় আছে?'

'জ্বী, স্যার।

'আমাদের স্পেশাল ফোর্স কি করছে?'

'বিশ মিনিট আগে পেন্টাগনে ফোন করে জেনারেল কিথের সাথে কথা বলেছি', জবাব দিলেন জুলিয়াস শিলার। 'ঘণ্টাখানেক আগে কার্গো জেটে উঠে রওনা হয়ে গেছে একটা এলিট দল, ইকুইপমেন্ট সহ। ওদের সাথে অ্যাসল্ট এয়ারক্যাফও আছে। চিলির পান্টা অ্যারেনাস-এ ল্যান্ড করবে ওরা, প্ল্যান বদলের দরকার না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই ঘাঁটি গাড়বে।

'দূরের পথ', শান্তভাবে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কখন পৌঁছুবে তারা?'

'পনেরো ঘণ্টার মধ্যে। আগে পৌঁছালেও লাভ হত না, কারণ লেডি ফ্ল্যামবোরোকে কোণঠাসা করার পর উদ্ধার কাজ শুরু করতে পারবে স্পেশাল ফোর্স।'

ওটসের উদ্দেশ্যে এবারে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'চিলি এবং আর্জেন্টিনার সরকারের সাথে কথা বলো, ডগলাস।'

মার্টিন ব্রোগান বললেন। 'আমাদের সবচেয়ে কাছের ক্যারিয়ার শিপটাও রয়েছে পাঁচ হাজার মাইল দূরে। পুরোমাত্রার আকাশ এবং সমুদ্র সন্ধান এক কথায় অসম্ভব।'

'কোন পরিত্যক্ত খাঁড়িতে যদি লুকায়, লেডি ফ্ল্যামবোরোকে খুঁজে বের করতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে', আশঙ্কা প্রকাশ করলেন জুলিয়াস শিলার। 'অ্যান্টার্কটিক কোস্ট লাইনে অনেক গুহা আছে, সবগুলো পরীক্ষা করতে হলে এক বছর লেগে যাবে, তারপর আছে কুয়াশা, তুষারপাত আর নিচু মেঘ।'

'কেউ আমাকে জানাবেন আপনারা', প্রেসিডেন্ট ব্যাখ্যা চেয়ে বসলেন, 'মার্কিন সরকার এরকম দিগম্বর অবস্থায় ধরা পড়ে কেনো? ঈশ্বরের দিব্বি, সব কিছু আমরা শুধু লেজেগোবরে করে ছাড়ি। দুনিয়ার সেরা ডিটেকশন সিস্টেম আবিষ্কার করেছি আমরা, কিন্তু যখন ওগুলো দরকার, দেখা যাবে ভুল জায়গায় রাখা হয়েছে সব।'

কেউ কথা বললেন না, কেউ নড়লেন না। পরস্পরের দিকে কেউ তাকালেনও না।

অবশেষে নিস্তব্ধতা ভাঙলেন ডেইল নিকোলাস, 'জাহাজটাকে আমরা ঠিকই ধরতে পারব, মি. প্রেসিডেন্ট। ওদেরকে জীবিত ফিরিয়ে আনতে পারলে একমাত্র স্পেশাল ফোর্সই পারবে।'

'জানি, এ ধরনের মিশনের জন্যে উঁচু দরের ট্রেনিং নেয়া আছে ওদের', ম্লান কণ্ঠে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কিন্তু আমি শুধু ভাবছি, ওরা পৌঁছে উদ্ধার করার মতো কাউকে পাবে কিনা। এমন তো নয় যে, স্পেশাল ফোর্সকে আমরা লাশ উদ্ধার করতে পাঠাচ্ছি?'

ছেচল্লিশ

স্ত্রীর জন্মদিনের পার্টি থেকে হঠাৎ উঠে আসতে হওয়ায় কর্নেল মরটন হোলিসের মনটা বিশেষ বিক্ষিপ্ত।

ভেনিজুয়েলার ওপর দিয়ে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছে সি-১৪০ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেনটা। বিশেষভাবে সাজানো অফিস কমপার্টমেন্টে একটা ডেস্কের সামনে বসে রয়েছে কর্নেল মরটন হোলিস, হাতে লম্বা হাভানা চুরুট। প্লেন আকাশে ওঠার পর থেকে সমস্যাগুলো নিয়ে দশবার চিন্তা করেছে সে, প্রতিবার অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলার ওয়েদার রিপোর্ট আর বরফ মোড়া উপকূল রেখার ফটোগ্রাফের ওপর চোখ বুলিয়েছে। স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স সদ্য গঠিত হয়েছে, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কমান্ডো ইউনিটের তুলনায় কয়েক গুণ কঠিন ট্রেনিং পেলেও, তাদের অভিজ্ঞতার ঝুলি এখনও ভারী হয়ে ওঠেনি। লেডি ফ্ল্যামবোরো থেকে আরোহীদের উদ্ধার করার দায়িত্ব যোগ্য টীমের হাতে পড়েছে, তবে এই মাপের অভিযানে এই প্রথম হাত দিচ্ছে তারা।

নক করে ভেতরে ঢুকল সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, মেজর জন ডিলিঞ্জার। 'প্ল্যান তৈরি করছেন কর্নেল?'

'ছয়ছটা প্ল্যান রয়েছে মাথায়, একটা জাহাজে কিভাবে উঠতে হয় চুপিসারে, বলো তো এঁকেও দেখাতে পারি।' হাসলো কর্নেল মরটন হোলিস। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোর ডিজাইন আর ডেক লেআউট হাতের উল্টোপিঠের মতই চিনে ফেলেছি। কিন্তু প্যারাসুট ব্যবহার করব নাকি স্কুবা, অথবা বালি বা শক্ত বরফের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে হবে কিনা, এসব জানা না থাকায় কোনো প্ল্যানটা কাজে লাগবে বুঝতে পারছি না।'

'মিশরের প্রেসিডেন্ট, জাতিসংঘ মহাসচিব, মেক্সিকোর প্রেসিডেন্ট– উনারা কেউ আমাদের গোলাগুলির মধ্যে না পড়ে', মন্তব্য করলো মেজর।

'হেলিকপ্টার থেকে নামার প্রশ্ন ওঠে না, শব্দ শনেই ঝাঁক ঝাঁক গুলি ছুঁড়বে ওরা। ভেতরে ঢুকতে হবে আমাদের রা কিছু টের পাবার আগেই।

'যদি রাতের অন্ধকারে প্যারাসুট নিয়ে নামি?'

'সম্ভব।'

একটা ক্যানভাস সীটে বসল জন ডিলিঞ্জার। 'নাইট ল্যান্ডিং এমনিতেই ডেঞ্জারাস, তার ওপর যদি অন্ধকার একটা জাহাজে অন্ধ সেজে নামতে হয়, ব্যাপারটা পাইকারী আত্মহত্যা হয়ে উঠতে পারে। চল্লিশজনের মধ্যে পনেরোজন টার্গেট মিস করে সরাসরি সাগরে পড়বে। বিশজন হাজাজের এটা-সেটার সাথে ধাক্কা খেয়ে আহত হবে। যুদ্ধ করার অবস্থায় পাঁচজনকে পেলেও ভাগ্যবান বলবো নিজেকে।'

'তবু হয়তো শেষ পর্যন্ত তাই করতে হবে আমাদের।'

'আরও তথ্যের জন্যে অপেক্ষা করা যাক', মৃদুকণ্ঠে বললো জন ডিলিঞ্জার। 'কোথায় জাহাজটাকে পাওয়া যাবে তার ওপর সব কিছু নির্ভর করছে। কোথাও থেকে আছে না সচল, দুটোর মধ্যে মেলা পার্থক্য। কিছু একটা জানা গেলেই আপনাকে আমি একটা শক্ত অ্যাসল্ট প্ল্যান দেবে অনুমোদনের জন্যে।'

'ভেরি গুড। লোকজনদের খবর কি?'

'হোমওয়ার্ক করছে। পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছাবার আগেই লেডি ফ্ল্যামবোরোর সব কিছু মুখস্ত করে ফেলবে ওরা।'

'পেন্টাগন থেকে জানানো হয়েছে...' হঠাৎ থেকে উতেস্তত করলো কর্নেল হোলিস, '.. জেনারেল ব্রাভোর ক্রুরা ফ্ল্যামবোরোয় ঠাঁই পেয়েছে ধরে নিয়ে, সব মিলিয়ে সন্ত্রাসবাদীদের সংখ্যা আমাদের সমান হতে পারে।'

'চল্লিশজন।' প্রায় আঁতকে উঠলো জন ডিলিঞ্জার।

'প্রচুর লোক হুমকির মুখে পড়বে এই খেলা শেষ হওয়ার আগে।'

ওয়াশিংটন ডি.সি.। একটা পাহাড়ের নিচে কংক্রিট বাঙ্কারের ভেতর নিজের অফিস কামরায় পায়চারি করছেন মেজর জেনারেল ফ্রাঙ্ক ডজ। দরোজায় নক করে ভেতরে ঢুকল একজন লেফটেন্যান্ট স্যামুয়েল টি. জোন্স। মেজর জেনারেল তাঁর কয়েকজন স্টাফকে নিয়ে সর্বশেষ স্যাটেলাইট ইমেজ পাওয়ার অপেক্ষায় আছেন, টিয়েরা ডেল ফুগোর দক্ষিণ জলভাগ দেখতে পাওয়া যাবে ইমেজটায়। লেফটেন্যান্টকে দেখেই হুঙ্কার ছাড়লেন মেজর জেনারেল ডজ। 'আট মিনিট আগে পৌঁছানোর কথা তোমার।'

খালি হাত দিয়ে মাথা চুলকে লেফটেন্যান্ট বললো, 'দুঃখিত, স্যার।'

লেফটেনেন্টের হাত থেকে ছোঁ দিয়ে স্যাটেলাইট ইমেজটা নিলেন মেজর জেনরেল, লম্বা ওয়ালবোর্ডের গায়ে আটকালেন পিন দিয়ে, বোর্ডের মাথায় এক সারে হুড পরানো অনেকগুলো স্পটলাইট রয়েছে। এর আগের একটা ইমেজও ঝুলছে কাছাকাছি, তাতে লেডি ফ্ল্যামবোরোর সর্বশেষ পজিশন দেখানো হয়েছে লাল বৃত্ত এঁকে, ফেলে আসা পথটা সরু রেখা দিয়ে বোঝানো হয়েছে আর কমলা রঙের বিন্দুগুলো সম্ভাব্য পরবর্তী কোর্স।

জেনারেলের দু'পাশে ভিড় জমাল স্টাফরা, খুদে বিন্দু অর্থাৎ লেডি ফ্ল্যামবোরোকে দেখতে পাবার জন্যে সবাই ভারি ব্যাকুল।

'কেপ হর্ন-এর একশো কিলোমিটার দক্ষিণে শেষবার দেখা গিয়েছিলো লেডি ফ্ল্যামবোরোকে', একজন মেজর বললো, আগের চার্ট থেকে কোর্সটা ট্রেস করলো সে। 'ইতোমধ্যে ড্রেক প্যাসেজ ছাড়িয়ে যাওয়ার কথা ওটার, সম্ভবত অ্যান্টার্কটিক পেনিনসুলা পেরিয়ে দ্বীপপুঞ্জের কাছে পৌঁছে গেছে।'

ঝাড়া এক মিনিট ফিসফাস করলো সবাই, তারপর ঝট করে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরলেন মেজর জেনারেল। 'ফটোটা তুমি দেখেছ, লেফটেন্যান্ট?' বন্ধ অফিসরুমে গমগম করে উঠলো তাঁর গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'না, স্যার। অযথা সময় নষ্ট করিনি। হাতে পেয়েই ছুটে এসেছি।'

'তুমি ঠিক জানো এটাই লেটেস্ট ট্র্যান্সমিশন?'

হতচকিত দেখার লেফটেন্যান্টকে। 'জ্বী, স্যার।'

'কোন ভুল নেই?'

'ভুল হতে পারে না, স্যার। নুমার সীস্যাট স্যাটেলাইট এরিয়াটা রেকর্ড করেছে ডিজিটাল ইলেকট্রনিক ইমপালস-এর সাহায্যে, রেকর্ড করার সাথে সাথে পাঠিয়ে

দিয়েছে গ্রাউন্ডে। আপনি যে ইমেজটা দেখছেন, খুব বেশি হলে ছয়মিনিট আগে পৌঁছেছে ওটা।'

'পরবর্তী ফটো কখন আসবে?'

'এলাকাটার ওপর দিয়ে ল্যান্ডস্যাট যাবে চল্লিশ মিনিট পর।'

'আর ক্যাসপার?'

লেফটেন্যান্ট হাতঘড়ির দিকে তাকালো। 'যদি সময় মতো ফেরে, ফিল্মের ওপর চোখ বুলাব আমরা এখন থেকে চার ঘণ্টা পর।'

'পৌঁছাবার সাথে সাথে নিয়ে আসবে আমার কাছে।'

'ইয়েস, স্যার।'

স্টাফদের দিকে ফিরলেন মেজর জেনারেল ফ্রাঙ্ক ডজ। 'ওয়েল, জেন্টলমেন – বুঝতেই পারছ, হোয়াইট হাউস ব্যাপারটা পছন্দ করবে না।' এগিয়ে গিয়ে তিনি একটা ফোনের রিসিভার তুললেন।

বিশ সেকেন্ডের মধ্যে জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, 'আশা করি ভালো কোনো খবর শোনাবে, ফ্রাঙ্ক।'

'দুঃখিত, না', মেজর জেনারেল কোনো রকম ভণিতা করলেন না। 'দেখা যাচ্ছে প্রমোদতরী ....'

'ডুবে গেছে?' বাধা দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন উপদেষ্টা।

'নিশ্চিতভাবে কিছু বলতে পারছি না।'

'তাহলে কি বলতে পারছ?'

বড় করে শ্বাস টানলেন মেজর জেনারেল। 'প্রেসিডেন্টকে জানান, প্লীজ, লেডি ফ্ল্যামবোরো আবার গায়েব হয়ে গেছে।'

সাতচল্লিশ

ছবি বা কোনো তথ্য বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে পৌছানোর জন্যে মাইক্রোওয়েভের মাধ্যমে উপগ্রহের ব্যবহার ১৯৯০ সাল থেকেই বিশ্বব্যাপি প্রচলিত। খুঁটিনাটি সহ মুহূর্তের মধ্যে রঙিন ছবি পাঠানো যায় যে কোনো খানে।

দশ মিনিট পর, ওভাল অফিসে একটা ডেস্কের ওপর হুমড়ি খেয়ে সীস্যাট ইমেজটা দেখছেন প্রেসিডেন্ট ও ডেইল নিকোলাস।

'এবার হয়তো সত্যি জাহাজটা ডুবে গেছে', বললেন ডেইল নিকোলাস, ক্লান্ত ও উদভ্রান্ত দেখালো তাঁকে।

'আমি তা বিশ্বাস করতে রাজি নই', দৃঢ়কণ্ঠে বরলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর চেহারা রাগে লাল হয়ে আছে। 'পাল্টা ডেল এসটে পেরুবার পর জাহাজটাকে ধ্বংস করার সুযোগ পেয়েছিলো রা, তা না করে জেনারেল ব্রাভোর পথ ধরে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে নিয়ে পালিয়ে গেছে ওরা। এখন কেনো ডোবাবে?'

'সাবমেরিনে করে পালায়নি তো?'

'সাউন্ডার থেকে কি বলা হয় শোনার জন্যে অপেক্ষা করবো আমি।'

কিছুই যেনো শুনছেন না প্রেসিডেন্ট। 'এই কান্ডটার পিছনে আমাদের অযোগ্যতা কম দায়ী নয়।'

'সত্যি, একেবারে অপ্রস্তুত অবস্থায় ধরা খেয়ে গেছি আমরা', নিকোলাস বললেন।

'জর্জ পিটের কাছে আমার অনেক দেনা, জানি না, কেমন করে নিজেকে ক্ষমা করবো।' দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট।

সি-১৪০ এই মুহূর্তে বলিভিয়ার উপর দিয়ে উড়ছে। প্লেনের ভেতর সবাই খুব হতাশ। খানিক আগে লেয়ার রিসিভারের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ইমেজ পৌঁছেছে, তাতে প্রমোদতরী লেডি ফ্ল্যামবোরোর চিহ্নমাত্র নেই।

'গেলো কোথায়! একাধারে বিস্ময় ও উষ্মা প্রকাশ পেল কর্নেল হোলিসের চেহারায়।

জন ডিলিঞ্জার শূন্য দৃষ্টিতে তাকালো। 'কোথাও নিশ্চয়ই আছে, একবারে নেই হয়ে যেতে পারে না।'

'তাই তো হয়েছে। নিজের চোখেই তো দেখতে পাচ্ছ।'

'টার্গেট যদি এভাবে লুকোচুরি খেলতে থাকে ...', অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বাক্যটা অসমাপ্ত রাখল জন ডিলিঞ্জার। 'আমার ধারণা, লেডি ফ্ল্যামবোরো ডুবে গেছে। ফটোয় ওটার না থাকার আর কোনো ব্যাখ্যা নেই।'

'চল্লিশজন একসাথে আত্মহত্যা করতে রাজি হয়েছে, এ আমি বিশ্বাস করতে পারি না।

'এখন কি করা হবে?'

'রেডিনেস কমান্ড থেকে নির্দেশ চাওয়া ছাড়া আর তো কিছু ভেবে পাচ্ছি না আমি।'

'আমরা কি মিশন বাতিল করব?' জিজ্ঞেস করলো জন ডিলিঞ্জার।

'নির্দেশ না পেলে করব না।'

'তার মানে যেমন যাচ্ছি যেতে থাকি।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকাল কর্নেল মরটন হোলিস।

সবার শেষে জানল পিট। মড়ার মতো ঘুমাচ্ছে ও, কেবিনে ঢুকে ওর ঘুম ভাঙালো রুডি।

'জ্যান্ত হও হে', ব্যস্ত সুরে বললো সে, 'জটিলতা দেখা দিয়েছে।'

ঘুমে ভারী হয়ে থাকা একটা চোখ মেলে হাতঘড়ি দেখল পিট। 'কি ব্যাপার, পান্টা অ্যারেনাসে এখুনি পৌঁছে গেলাম?'

'বন্দরে ঢুকতে আরও এক ঘণ্টা দেরি আছে....'

'তাহলে আর বিরক্ত কোনো না, আরেকটু ঘুমিয়ে নিতে দাও', বলে পাশ ফিরে শুলো পিট।'

'গেট সিরিয়াস।' গম্ভীরকণ্ঠে বললো রুডি। 'জাহাজের রিসিভারে খানিক আগে লেটেস্ট স্যাটেলাইট ফটো এসেছে। আবার অদৃশ্য হয়েছে তোমার লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

'সত্যি?'

'এটা কি ঠাট্টা করার বিষয়? এইমাত্র অ্যাডমিরালের সাথে কথা বলেছি আমি। হোয়াইট হাউস আর পেন্টাগনে মহা হৈ-চৈ বেধে গেছে। স্পেশাল ফোর্সের একটা দলকে পাঠানো হয়েছে, আশা-পরিষ্কার এরিয়াল ফটো পাওয়া যাবে।'

পিট চোখ খুলল না, রুডির দিকে ফিরলও না। 'অ্যাডমিরালকে জিজ্ঞেস করে দেখো, বিশেষ সেই দল ল্যান্ড করার সাথে সাথে নেতা আর আমার মধ্যে একটা মিটিং হতে পারে কিনা।'

'কি আশ্চর্য! অ্যাডমিরালের সাথে তুমি কেনো কথা বলছ না?'

'এইজন্যে যে আমি এখন ঘুমাব', বলে বিশাল একটা হাই তুললো পিট।

রুডি গান হতভম্ব। 'জাহাজটায় না তোমার বাবা আছেন? তোমার কিছু আসে যায় না?'

'হ্যাঁ', চিৎ হলো পিট, সিলিঙের দিকে তাকালো, 'আসে যায়। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার কিছু করার আছে বলে তো মনে হচ্ছে না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে সিধে হলো রুডি, ভারী গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'অ্যাডমিরালকে আর কিছু বলতে হবে?'

চাদর দিয়ে মাথা ঢাকতে যাচ্ছিল পিট, চোখ খুলে রুডির দিকে তাকালো। 'হ্যাঁ, একটা কথা ইচ্ছে হলে বলতে পারো তাঁকে। বলতে পারো, আমি জানি কিভাবে লেডি ফ্ল্যামবোরো অদৃশ্য হয়েছে। কোথায় ওটা লুকিয়েছে, তা-ও বেশ আন্দাজ করতে পারি।'

কথাগুলো আর কেউ উচ্চারণ করলে রুডি তাকে চাপাবাজ ভাবত। পিটকে অবিশ্বাস করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। 'দু' একটা ক্লু চাইলে কিছু মনে করবে?'

চোখ বুজল পিট। 'তুমি তো এক ধরনের আর্ট কালেক্টর, তাই না, রুডি?'

'আমার অ্যাবস্ট্র্যাক্ট সংগ্রহ নিউইয়র্ক মিউজিয়াম অভ মডার্ন আর্ট-এর সাথে তুলনা করা যাবে না, তবে বন্ধুমহলে ওটারও খ্যাতি আছে।' কৌতুহলে পিটের দিকে আবার ঝুঁকে পড়লো রুডি। 'আর্টের সাথে কি সম্পর্ক?'

'আমার যদি ভুল না হয়, খুব আয়োজন করে দাঁড় করানো একটা শিল্পকর্মের সাক্ষাৎ পাব আমরা অচিরেই।'

'সে শিল্পকর্ম আমি বুঝব?'

'ক্রিস্টো একজন বিখ্যাত শিল্পী তাই না?' পাশ ফিরে শুলো পিট। 'তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে একটা ভাস্কর্য নির্মাণ করা হয়েছে।'

আটচল্লিশ

দুনিয়ার সর্বদক্ষিণের সবচেয়ে বড় শহরের উপরে ঝরছে হালকা তুষার। পানামা খাল তৈরি হবার আগে বন্দর হিসেবে নাম ছিলো পান্টা অ্যারেনাসের, পরে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে। শহরের লোকজন এতদিন ভেড়া পেলে রুজি-রোজগার করেছে, ইদানিং কাছাকাছি তেলখনি আবিষ্কার হওয়ায় আবার জমে উঠছে শহর।

জেটির ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে কর্নেল মরটন হোলিস আর জন ডিলিঞ্জার, সাউন্ডারে চড়ার জন্যে অস্থির হয়ে আছে তারা। ফ্রিজিং পয়েন্টের কয়েক ডিগ্রী নিচে নেমে গেছে তাপমাত্রা, হালকা তুষারপাত শুরু হয়েছে, কর্কশ ঠাণ্ডা কামড় বসাচ্ছে নিরাবরণ মুখে, আর্কটিকে উটের মতো লাগছে নিজেদের। চিলি কর্তৃপক্ষের সহায়তায় নিজেদের পরিচয় গোপন করেছে তারা, ব্যাটল ড্রেসের বদলে পরেছে ইমিগ্রেশন অফিসারদের ইউনিফর্ম।

সময় মতই, তখনই অন্ধকার ছিলো আকাশ, কাছাকাছি একটা সামরিক এয়ারপোর্টে ল্যান্ড করেছে ওদের প্লেন। তুষারপাত শুরু হওয়ায় ভালই হয়েছে, প্লেন থেকে ওদেরকে কেউ নামতে দেখেনি। চিলির মিলিটারি কমান্ডের সৌজন্যে সি-১৪০ ও অ্যাসল্ট এয়ারক্রাফট ঠাঁই পেয়েছে লোকচক্ষুর আড়ালে একটা হ্যাঙ্গারের ভেতর। এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়ে একটা অয়্যার হাউসে ঢোকে ওরা, দূর থেকে দেখতে পা'য় নোঙর ফেলছে রিসার্চ শিপ সাউন্ডার। সাউন্ডারের ব্রিজ উইং-এ বেরিয়ে এলো এক যুবক, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পরনে স্কি জ্যাকেট। মুখের সামনে চোঙ তৈরি করলো হাত দিয়ে। জিজ্ঞেস করলো, 'সিনর লোপেজ?'

'জ্বী', মাথা ঝাঁকাল কর্নেল মরটন হোলিস।

'আপনার বন্ধুটি কে?' স্প্যানিশ ভাষায় জিজ্ঞেস করলো যুবক।

একই ভাষায় উত্তর দিলো কর্নেল, 'আমার বন্ধু সিনর জোন্স।'

বিড়বিড় করে জন ডিলিঞ্জার বললো, 'এমনকি চীনা রেস্তোরাঁয়ও এরচেয়ে ভালো স্প্যানিশ শুনেছি আমি।'

'প্লীজ, উঠে আসুন জাহাজে', বললো যুবক। 'মেইন ডেকে ওঠার পর ডান দিকে একটা মই পাবেন, ওটা বেয়ে ব্রিজে চলে আসুন।'

'ধন্যবাদ।'

মই বেয়ে ওঠার সময় কৌতুহলের মাত্রা বেড়ে গেলো কর্নেলের। যুবকের কথা শুনে তাকে আমেরিকান বলে মনে হয়নি। পরিচয় আন্দাজ করতে গিয়ে ব্যর্থ হলো সে। আসলে এখনও অন্ধকারে রাখা হয়েছে তাকে। পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছাবার এক ঘণ্টা আগে জেনারেল ডজের কাছ থেকে কোড করা জরুরি একটা মেসেজ পেয়েছে সে, নুমার সার্ভে শিপ সাউন্ডার নোঙর ফেললে তাতে চড়তে হবে তাকে। ব্যস, এইটুকু। আর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া হয়নি। পরবর্তী নির্দেশও পায়নি সে। ভার্জিনিয়া ব্রিফিং থেকে তার শুধু জানা আছে রিসার্চ শিপ আর তার ক্রুরা কিভাবে যেনো একটা অসম্ভবকে সম্ভব করেছে–লেডি ফ্ল্যামবোরোকে জেনারেল ব্রাভো বলে চালাবার চেষ্টা করেছিলো, সেটা

তারা ধরে ফেলে। আর কিছু জানা নেই কর্নেলের। তাকে এখন জানতে হবে পান্টা অ্যারেনাসে এস.ও.এফ. দল যখন পৌছাল, একই সময়ে হঠাৎ করে সাউন্ডার-ও পৌঁছাল কেনো? অন্ধকারে থাকতে পছন্দ করে না কর্নেল, কাজেই তার মেজাজও খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই।

যুবককে ব্রিজ উইংয়েই পাওয়া গেলো। তার ঘন সবুজ, ওপাল পাথরের মতো চোখ দুটো খুঁটিয়ে দেখল কর্নেল মরটন হোলিস।

তার কলো চুলে তুষারের সাদা কণা জমেছে। পাঁচ সেকেন্ড অফিসার দু'জনকে দেখল সে, তারপর কোট পকেট থেকে হাত বের করে বাড়িয়ে ধরলো। 'কর্নেল মরটন হোলিস, মেজর ডিলিঞ্জার, আমি ডার্ক পিট।'

'দেখা যাচ্ছে, আমরা আপনার সম্পর্কে কিছু জানি না, কিন্তু আপনি আমাদের সম্পর্কে অনেক কিছু জানেন, মি. পিট।'

'বৈষম্যটা দূর করা হবে', কথা দেয়ার সুরে বললো পিট, মুখটা হাসি হাসি। 'আসুন, ক্যাপটেনের কেবিনে যাওয়া যাক।'

কৃতজ্ঞচিত্তে তুষার আর হিম ঠাণ্ডা পিছনে ফেলে পিটকে অনুসরণ করলো অফিসাররা, এক ডেক নিচে নেমে স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্টের কেবিনে ঢুকল পিট। ভেতরে ঢুকে সবার সাথে হ্যান্ডশেক করলো অফিসাররা, খুশিমনে ধূমায়িত কফির কাপে চুমুক দিলো।

'বসুন আপনারা', ওদেরকে চেয়ার দেখালো স্কিপার।

মেজর ডিলিঞ্জার বসল, তবে মাথা নাড়লো কর্নেল মরটন হোলিস।

'ধন্যবাদ', বললো সে। 'আমি বরং দাঁড়িয়ে থাকতেই পছন্দ করব।' এক এক করে নুমার চারজন লোকের দিকে তাকালো সে। 'সরাসরি জিজ্ঞেস করলে যদি কিছু মনে না করেন, কি ঘটছে বলবেন আমাকে?'

'বুঝতেই পারছেন, ব্যাপারটা লেডি ফ্ল্যামবোরোকে নিয়ে', জবাব দিলো পিট।

'আলোচনার আছেটা কি? জানা কথা আতঙ্কবাদীটা ওটাকে ডুবিয়ে দিয়েছে।'

দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে বললো পিট, 'এখনও ওটা পানির ওপর দিব্যি ভাসছে।'

'আমাকে উল্টোটা জানানো হয়েছে, কুঠিন সুরে বললো কর্নেল মরটন হোলিস। 'লেটেস্ট স্যাটেলাইট ফটোতে জাহাজটা নেই।'

'আমার কথার ওপর ভরসা রাখুন।'

'আপনি আমাকে প্রমাণ দেখান।'

'আপনি এখানে হুকুম চালাবেন না। নাকি চালাবেন?'

'দল নিয়ে এখানে আমি এসেছি মানুষের প্রাণ বাঁচানোর জন্যে', কর্কশ সুরে বললো কর্নেল। 'কেউ, এমনকি আমার ঊর্ধ্বতন অফিসাররাও, আমাকে বলেননি যে লেডি ফ্ল্যামবোরোর আরোহীদের এখনও বাঁচানো যেতে পারে।'

'আপনাকে বুঝতে হবে, কর্নেল', হঠাৎ চাবুকের মতো শব্দ করলো পিটের কণ্ঠস্বর, 'প্রতিপক্ষরা সাধারণ গান-হ্যাপী আতঙ্কবাদী নয়। অত্যন্ত বুদ্ধিমান এক লোক ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। দুনিয়ার সেরা সিকিউরিটি মেধাগুলোকে বোকা বানিয়ে চলেছে সে।'

'অথচ কেউ একজন তার সব চালাকি বুঝে ফেলতে পারছে', প্রশংসাই করলো কর্নেল, তবে তীব্র ব্যঙ্গের সুরে।

'আমাদেরকে সহায়তা করেছে ভাগ্য। সাগরের ওই অংশে সার্ভে করছিলো সাউন্ডার, তা না হলে জেনারেল ব্রাভোকে খুঁজে পেতে এক মাস লেগে যেত। সময়টা কমিয়ে এনেছি আমরা, তারপরও এক কি দেড় দিন এগিয়ে আছে লেডি ফ্ল্যামবোরো।'

নরম না হয়ে উপায় দেখল না কর্নেল। তার সামনে দাঁড়ানো লোকটা এক ইঞ্চি জায়গা ছাড়তেও রাজি নয়। 'জাহাজটা কোথায়?' সরাসরি জানতে চাইলো সে।

'আমরা জানি না', জবাব দিলো রুডি।

'আনুমানিক পজিশনও জানা নেই?'

'শুধু একটা যুক্তিসঙ্গত ধারণা দিতে পারি', বললো জিওর্দিনো।

'কিসের ওর ভিত্তি করে?'

পিটের দিকে তাকালো জিওর্দিনো, মৃদু হেসে বলটা নিজের নিয়ন্ত্রণে নিলো পিট। 'ইনটুইশন।'

কর্নেলের আশা গুঁড়িয়ে যেতে শুরু করলো। 'আপনারা কি যাদু দণ্ড ব্যবহার করছেন, নাকি ক্রিসটাল বল?'

'সত্যি কথা বলতে কি, আমার পছন্দ চায়ের পাতা', উত্তর দিলো পিট, মনে মনে বললো, টিট ফর ট্যাট।

শীতল, দীর্ঘ নিস্তব্ধতা নেমে এলো কেবিনের ভেতরে। কর্নেলের উপলব্ধিতে কোনো ভুল নেই, চোটপাট দেখিয়ে এখানে সুবিধে করা যাবে না। কফি শেষ করে খালি কাপটা বারবার হাত বদল করলো সে। অবশেষে সে-ই নিস্তব্ধতা ভাঙল,

'ঠিক আছে। মানলাম, আমি একটু তাড়াহুড়ো করে ফেলেছি। আসলে সিভিলিয়ানদের সাথে মেলামেশা করে অভ্যস্ত নই।'

ব্যঙ্গ বা তাচ্ছিল্যের কোনো ভাব নয়, পিটের চেহারায় শুধু নির্মল কৌতুক। 'শুনে যদি স্বস্তি বোধ করেন, তাহলে বলি, এয়ারফোর্সের একজন মেজর আমি।'

ভুরু কুঁচকে পিটের আপাদমস্তক নিরিক্ষণ করলো কর্নেল। 'জানতে পারি, নুমার মতো একটা প্রতিষ্ঠানের জাহাজে কি করছেন আপনি?'

'সে অনেক কথা', বললো পিট। 'সব শোনার ধৈর্য হবে না আপনার।'

মেজর ডিলিঞ্জার ধরতে পারলো ওর পরিচয়। বিভিন্ন ব্যাপার নিয়ে মাথা জ্যাম না থাকলে কর্নেল হোলিসও আগেই বুঝতেন।

'আপনি কি সিনেটর পিটের কেউ হন?'

'সিনেটর আমার বাবা।'

ধপ করে একটা চেয়ারে বসে পড়লো কর্নেল মরটন হোলিস।

'ঠিক আছে, মি. পিট। এবারে বলুন, কি খুঁজে পেয়েছেন আপনি?'

মেজর ডিলিঞ্জার সময় নষ্ট না করে প্রসঙ্গটা ফিরিয়ে আনলো, 'শেষ রিপোর্টে দেখা গেছে, লেডি ফ্ল্যামবোরো অ্যান্টার্কটিকার দিকে যাচ্ছে। আপনি বলছেন, জাহাজটা এখনও পানির ওপর আছে। নতুন ফটোগুলোয় ভাসমান বরফের মধ্যে নিশ্চয়ই ওটাকে দেখা যাবে।'

'ফটোগুলো যদি এসআর-নাইনটি ক্যাসপার থেকে তোলা হয়, দেখা যাবে না', বললো পিট।

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো কর্নেল মরটন হোলিস। 'কি বলছেন আপনি, মি. পিট। এক লাখ কিলোমিটার দূর থেকে এসআর নাইনটি ত্রিমাত্রিক ইমেজ এতো পরিষ্কার ধরতে পরে যে একটা ফুটবলের সেলাই পর্যন্ত আলাদাভাবে চিনতে পারবেন আপনি।'

'কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি বলটাকে পাথরের মতো দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়?'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না–'

'দেখালে বুঝবেন', বললো পিট। 'আমার সাথে ডেকে চলুন, সব আয়োজন করে রেখেছে ক্রুরা।'

জাহাজের পিছন দিকে খোলা ডেক বড় ও স্বচ্ছ একটা সাদা প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে, প্রতিটি প্রান্ত শক্তভাবে আটকানো, ফলে জোরাল বাতাসেও সেটা ফুলে উঠছে না। একটা ফায়ার হোস হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে দু'জন ক্রু, তাদের পাশে রয়েছ স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট।

জেনারেল ব্রাভোর চারদিকে তল্লাশি চালাতে গিয়ে প্লাস্টিকের টুকরোটা পাওয়া গেছে, ব্যাখ্যা করলো পিট। দুটো জাহাজ মিলিত হবার সময় সম্ভব সম্ভবত দুর্ঘটনাবশত টুকরোটা পানিতে পড়ে যায়। ওটার আশপাশে অনেকগুলো খালি ব্যারেল ছিলো, ব্যারেলগুলোয় ছিলো রঙ, প্রমোদতরী লেডি ফ্ল্যামবোরোকে জেনারেল ব্রাভোর চেহারা দেয়ার জন্যে ওই রঙ ব্যবহার করে রা। প্রমাণটাকে ধ্রুব সত্য বলে মেনে নেয়া যায় না। পিটের ধারণার ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে। তবে, এসব থেকে বেরিয়ে আসে রূপ বদলের আকেটা সম্বাবনা। সর্বশেষ স্যাটেলাইট ফটোতে কিছু দেখা যায়নি, কারণ সংশ্লিষ্ট সবগুলো চোখ একটা জাহাজকে খুঁজছিলো। অথচ লেডি ফ্ল্যামবোরোকে এখন আর কোনো জাহাজের মতো দেখাচ্ছে না। সন্ত্রাসবাদীদের নেতা নির্ঘাত একজন শিল্পরসিক ও সমঝদার আদমি। ভাস্কর ক্রিস্টোন শিল্পকর্ম অবশ্যই তাকে অনুপ্রাণিত করেছে। ক্রিস্টো, প্লাস্টিক দিয়ে ভাস্কর্য তৈরিতে যিনি সিদ্ধহস্ত, ঈর্ষণীয় খ্যাতিও অর্জন করেছেন। আউটডোর স্কাল্পচার-এর তিনি একজন বিশেষজ্ঞ। রা তাঁর পদ্ধতি অনুকরণ করে গোটা জাহাজটাকে প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে ফেলেছে।

প্রমোদতরী বিশাল কোনো জাহাজ নয়। ওটার খোলের কাঠামো খুঁটি ও মাচার সাহায্যে প্রয়োজন মতো বদলে নেয়া সম্ভব। ওটার খোলের কাঠামো খুঁটি, প্রতিটিতে নম্বর দিয়ে নিলে, গোটা জাহাজ মুড়ে ফেলা তেমন কঠিন কোনো কাজ নয়, খুব বেশি হলে ঘণ্টা দশেক লাগবে। কাজটা তারা করছিলো ল্যান্ডস্যাট যখন মাথার ওপর দিয়ে যাচ্ছে। ক্রুদের ব্যস্ত তৎপরতার বিস্তারিত বিবরণ ফটোতে ধরা পড়েনি, পড়ার কথাও নয়। বারো ঘণ্টা পর সীস্যাটের তোলা ফটোতে জাহাজটা সম্পূর্ণ গায়েব হয়ে যায়, জাহাজের কোনো আকৃতিই ধরা পড়েনি। ব্যাখ্যা শেষে জিজ্ঞেস করলো পিট, 'আমি খুব তাড়াতাড়ি বলছি?'

'না–' ধীরে ধীরে বললো কর্নের মরটন হোলিস। 'তবে কিছুই তেমন বোধগম্য হচ্ছে না।'

'ওনাকে তাহলে দেখাই?' পিটের অনুমতি প্রার্থনা করলো জিওর্দিনো।

স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্টের উদ্দেশে ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল পিট।

'ঠিক আছে, বয়েজ', ক্রুদের বললো স্কিপার। 'প্রথমে হালকাভাবে।'

ক্রুদের একজন ভালভ ঘোরাল, অপরজন তাক করলো হোস পাইপে মুখ। প্লাস্টিকের ওপর ছড়িয়ে পড়লো পানির অনেকগুলো সরু ধারা। প্রথমদিকে বাতাসের ধাক্কায় উড়ে গেলো ধারাগুলো। ক্রুরা হোসের মুখ ঘোরাল, এরপর প্লাস্টিকের গায়ে পানির একটা স্তর তৈরি হলো।

এক মিনিটও পেরুল না, প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় শক্ত বরফ হয়ে গেলো পানির পাতলা স্তরটা।

ধৈর্য ধরে রূপান্তরটা লক্ষ্য করলো মরটন হোলিস। হঠাৎ এগিয়ে এলো সে, খপ করে পিটের একটা হাত ধরে হ্যান্ডশেক করলো। 'মুগ্ধ হলাম, মি. পিট। আপনি আমাকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন।'

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে তাকিয়ে থাকলো জন ডিলিঞ্জার। 'একটা আইসবার্গ', প্রচণ্ড রাগের সাথে, যদিও নিচু গলায়, বিড়বিড় করলো সে, 'বেজন্মা রা লেডি ফ্ল্যামবোরোকে আইসবার্গ বানিয়ে ফেলেছে।'

ঊনপঞ্চাশ

ঠাণ্ডায় হি হি করতে করতে ঘুম ভাঙল হে'লা কামিলের। অনেকক্ষণ আগে সকাল হয়েছে, তবু চারদিকে রয়ে গেছে আবছা অন্ধকার। ফাইবার বোর্ড আর প্লাস্টিক শীটের গায়ে বরফ জমায় লেডি ফ্ল্যামবোরোর দিনের আলো তেমন প্রবেশ করতে পারছে না। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন। ভি.আই.পি. সুইটে রয়েছেন তিনি, পাশের বিছানায় প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান ও প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেলেন, একটা চাদরের তলায় জড়াজড়ি করে শুয়ে আছেন তাঁরা। তাঁদের নিঃশ্বাস বাষ্পের মতো উঠে আসছে মাথার ওপর, তারপর দেয়ায়ে জমাট বাঁধছে।

শুধু ঠান্ডা তবু সহ্য করা যায়, কিন্তু অতিরিক্ত আর্দ্রতার সাথে হিমাঙ্কের নিচের তাপমাত্রা অসহনীয় হয়ে উঠেছে। বেঁচে থাকা আরও দুষ্কর হয়ে উঠেছে পাল্টা ডেল এসটে ছাড়ার পর থেকে পেটে কিছু না পড়ায়। প্যাসেঞ্জার বা ক্রুদের কিছুই খেতে দেয়নি রা। আর সুলেমান আজিজের নিষ্ঠুরতা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে সবাই। শরীর ও মন প্রতি মুহূর্তে দুর্বল হয়ে পড়ছে, সময় কাটছে দুঃস্বপ্নের ভেতর, অজানা ভয়ে সবাই কাহিল।

প্রথম দিকে বাথরুমে পানি ছিলো, তা-ই খেয়েছে সবাই। তারপর পাইপের ভেতর পানি বরফ হয়ে গেছে। খিদের সাথে অসহ্য হয়ে উঠেছে পিপাসা।

ঘুম সবারই ভেঙেছে, তবে নড়াচড়া করার বা কথা বলার শক্তি নেই কারও। দেন-দরবার করে কোনো লাভ হয়নি, অতিরিক্ত চাদর দিতে রাজি হয়নি সুলেমান আজিজ। কেবিন আর স্যুইটগুলো গরম রাখার জন্যে হিটিং সিস্টেম চালু করার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে সে। বাধা দিয়ে বা জোর খাটিয়ে কোনো লাভ নেই জেনে, ক্যাপটেন কলিন্স বিনা প্রতিবাদে পরিস্থিতি মেনে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন ক্রুদের। তাঁর সিদ্ধান্তই ঠিক, এখনকার একমাত্র কর্তব্য হলো কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে থাকা।

সিনেটর পিটকে রুমে ঢুকতে দেখে একটা ভুরু সামান্য উঁচু করলেন হে'লা কামিল।

নীল ডোরাকাটা শার্টের ওপর অ্যাশ কালারের বিজনেস সুট পরেছেন তিনি। হে'লা কামিলকে অভয় দিয়ে হাসলেন বটে, তবে হাসিটা প্রায় সাথে সাথে ম্লান হয়ে গেলো। পাঁচদিনের ধকলে তাঁর ছিমছাম, চোখা চেহারা বিধ্বস্ত হয়ে গেছে। 'কেমন বুঝছেন, মিস কামিল?'

'এক কাপ গরম চা পেলে ডান হাতটা খোয়াতে রাজি আছি', ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে উৎসাহ দেখানোর চেষ্টা করলেন হে'লা কামিল।

'কমপিটিশন হলে আমি জিতবো, হাতের সাথে আমি একটা পা হারাতেও রাজি', কৌতুক করলেন সিনেটর পিট।

বিছানায় উঠে বসলেন দো লরেঞ্জো, পা দুটো ডেকে নামালেন। 'আমি কখনও ভাবিনি।'

'আমিও না', বললেন হে'লা কামিল।

পাশ ফিরে শুলেন নাদাভ হাসান, মৃদু গোঙালেন, তারপর বালিশ থেকে মাথা তুলে তাকালেন ওদের দিকে।

'পিঠটা বুঝি আবার ভোগাচ্ছে আপনাকে?' জিজ্ঞেস করলেন দো লরেঞ্জো, চেহারায় উদ্বেগ ফুটে উঠল।

'দেশে কি ঘটছে ভাবতে গেলে শুধু মাথা ঘোরে, ব্যথা টের পাই না', জবাব দিলেন মিশরীয় প্রেসিডেন্ট। দো লরেঞ্জোর দিকে তাকালেন তিনি, মৃদু হাসলেন। 'আপনার সাথে অন্য কোনো পরিস্থিতিতে পরিচয় হলে ভালো হত।'

'শুনেছি আমেরিকানরা বলে, পলিটিক্স মেকস্ স্ট্রেঞ্জ বেডফেলোজ। আমরা যেনো আক্ষরিক দৃষ্টান্ত।'

'এই বিপদ থেকে উদ্ধার পেলে অবশ্যই আপনি আমার অতিথি হবেন মিশরে।'

মাথা ঝাঁকালেন দো লরেঞ্জো। 'আমন্ত্রণ আমার তরফ থেকেও রইল।'

'দুর্লভ সম্মান হিসেবে নিলাম আমন্ত্রণটা।'

তারপর হঠাৎ করে হে'লা কামিল জানালেন, 'এঞ্জিন বন্ধ হয়ে গেছে।'

মাথা ঝাঁকিয়ে তাঁকে সমর্থন করলেন সিনেটর পিট। 'এইমাত্র নোঙর ফেলা হয়েছে। আমরা দাঁড়িয়ে পড়েছি।'

'তার মানে মাটির কাছাকাছি কোথাও রয়েছি আমরা।'

'পোর্ট উইন্ডো খোলা না থাকায় কি করে বলি।'

'ওরা আমাদেরকে অন্ধ করে রেখেছে', নাদাভ হাসান ক্ষোভ প্রকাশ করলেন।

'আপনাদের একজন যদি দরোজা পাহারা দেন', দো লরেঞ্জোকে বললেন সিনেটর পিট, 'জানালা ভাঙার একটা চেষ্টা করতে পারি আমি। গার্ডদের না জানিয়ে যদি কাঁচ ভাঙতে পারি, ফাইবার বোর্ডে একটা গর্ত করা সম্ভব। ভাগ্য ভালো হলে দেখতে পাব কোথায় আমরা রয়েছি।'

'ঠিক আছে', বললেন হে'লা কামিল, 'আমি দরোজায় কান পাতবো।'

কিন্তু মেক্সিকান প্রেসিডেন্ট উৎসাহ দেখালেন না। 'এমনিতেই জমে যাচ্ছি, ফাইবার বোর্ড ফুটো করলে ঠাণ্ডা আরও বাড়বে।'

মাথা নেড়ে দ্বিমত পোষণ করলেন সিনেটর পিট। 'ভেতরে-বাইরে টেমপারেচার একই।'

তর্কে সময় নষ্ট করতে চান না, সিটিংরুমের জানালার সামনে চলে এলেন তিনি। কাঁচের গায়ে টোকা দিলেন। ভোঁতা আওয়াজ শুনে বুঝলেন, যথেষ্ট পুরু। 'কারও আঙুলে হীরের আঙটি আছে?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

রেইনকোটের পকেট থেকে হাত দুটো বের করে চোখের সমনে আঙুলগুলো তুললেন হে'লা কামিল। দুটো আঙটি পরে আছেন তিনি, রিঙের সাথে পাথরও আছে, তবে সেগুলো দুধসাদা ওপাল আর নীলকান্তমণি। 'মুসলমান পাণিপ্রার্থীরা মূল্যবান উপহার দিয়ে মেয়েদের লোভী করে তুলতে রাজি নয়।'

লালচে আঙুল থেকে নিজের আঙটি খুলে নাদাভ হাসান বললেন, 'এটা তিন ক্যারেট, সিনেটর।'

ম্লান আলোয় পাথরটা পরীক্ষা করলেন সিনেটর পিট। 'এতেই হবে। ধন্যবাদ, নাদাভ।'

সাবধানে, যতটা সম্ভব দ্রুত কাজ করে গেলেন তিনি। নিঃশব্দে ছোট্ট একা গর্ত তৈরি করছেন কাচের গায়ে, যাতে আঙুল ঢুকতে পারে। হাতে ফুঁ দেয়ার জন্যে খানিক পরপর থামতে হলো তাঁকে। আঙুলগুলো অসাড় হয়ে এলে বগলের নিচে ঢুকিয়ে গরম করে নিলেন।

ধরা পড়লে রা কি করবে তাঁকে নিয়ে? চিন্তাটা মাথায় বারকয়েক এল, ঝেড়ে ফেলে দিলেন সিনেটর পিট। তবু, অসতর্ক মুহূর্তে, নিজের লাশটা তিনি ভাসতে দেখলেন বরফ-জলে।

মাঝখানের ফুটোটার চারধারে একটা বৃত্তাকার রেখা তৈরি করলেন তিনি। রেখাটাকে ধীরে দীরে গভীর করছেন। বিপজ্জনক কাজটা হলো, কাঁচের ভাঙা কোনো টুকরোকে নিচে পড়তে না দেয়া। ইস্পাতের খোলে লেগে শব্দ করবে ওটা।

ফুটোয় একটা আঙুল ঢুকিয়ে সেটা বাঁকা করলেন তিনি, ধীরে ধীরে নিজের ওপর নামিয়ে রাখলেন সেটা। ফাঁকটা যথেষ্ট বড় হয়েছে, অনায়াসে এবার মাথাটা বাইরে বের করতে পারবেন।

জানালা থেকে আধ হাত দূরে ফাইবার বোর্ডের আবরণ, জাহাজের মাঝখানে সুপারস্ট্রাকচার পুরোটা ঢেকে রেখেছে। সদ্য তৈরি ফাঁকটা দিয়ে সাবধানে মাথা গলিয়ে দিলেন সিনেটর পিট, একটু অসতর্ক হলেই ধারাল কাঁচের কিনারায় লেগে কান কাটা পড়বে। এদিক ওদিক তাকিয়ে ফাইবার বোর্ড আর ইস্পাতের খাড়া দেয়াল ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না। মুখ তুললেন ওপর দিকে। আলো দেকে বোঝা গেলো ওখানে আকাশ আছে; কিন্তু এতো ম্লান, যেনো কুয়াশা সব শুষে নিয়েছে। নিচে তাকিয়ে সচল পানি দেখতে পাবার কথা, কিন্তু পানির বদলে বিশাল একটা প্লাস্টিকের আবরণ দেখতে পেলেন। জিনিসটার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে থাকলেন তিনি, ওখানে ওটা কি কাজে লাগছে বুঝতে পারলেন না।

তবে নিজেকে নিরাপদ মনে হলো তাঁর। ডেকে যারা পাহারা দিচ্ছে তাদেরকে যদি তিনি দেখতে না পান, তারাও তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

সিটিংরুম থেকে বেডরুমে ফিরে গেলেন সিনেটর পিট, সুটকেস খুলে ব্যস্তভাবে হাতড়াতে শুরু করলেন।

কাজে ফিরে যাবার আগে হাত দুটো গরম করে নিলেন। ছুরির লাল হাতলটা শক্ত করে ধরলেন, কাঁচের ফাঁক দিয়ে বের করে দিলেন হাতটা, ফাইবারবোর্ডের গায়ে ছোটো ফলাটাকে ড্রিল হিসেবে ব্যবহার করলেন, বড় ফলাটা দিয়ে কাটলেন।

ধৈর্য আর নৈপুণ্যের পরীক্ষা দিচ্ছেন সিনেটর পিট। খুব সাবধানে ছুরির ছোটো ফলাটা ঘোরাতে হচ্ছে, যাতে ফাইবারবোর্ডের ওদিকে ফলাটার ডগা বেরিয়ে না পড়ে। নিচের গার্ডরা ছুরির ডগা দেখে ফেলতে পারে। ফাইবারবোর্ডের একটা করে স্তর চেঁছে তুলতে হচ্ছে।

আঙুলগুলো অসাড় হয়ে গেলো, তবু ওগুলো গরম করলেন না। ছোটো ছুরিটা তাঁর হাতেরই একটা অংশ হয়ে উঠেছে যেনো। অবশেষে খুদে একটা ফুটো তৈরি হলো। জানালার বাইরে মাথা বের করে দিয়ে ফাইবারবোর্ডের গায়ে মুখ ঠেকালেন তিনি, ফুটোয় চোখ রেখে ভালো করে দেখলেন বাইরেটা।

দৃষ্টিপথে কি যেনো একটা বাধা হয়ে রয়েছে। ফুটোয় একটা আঙুল ঢুকিয়ে ঘোরালেন, অনুভব করলেন জিনিসটা-স্বচ্ছ প্লাস্টিকের আবরণ। এতক্ষণে তিনি উপলব্ধি করলেন, আক্ষরিত অর্থেই গোটা জাহাজ প্লাস্টিক দিয়ে মুড়ে রাখা হয়েছে।

দুঃখের মধ্যেও হাসি পেল তাঁর। ফাইবারবোর্ড কাটার সময় অতটা সতর্ক না হলেও চলত। প্লাস্টিকের পর্দা থাকায় নিচ থেকে ছুরির ফলা কেউ দেখতে পেত না। সুবিধেটা সাথে সাথে গ্রহণ করলেন তিনি, ফাইবারবোর্ডের গায়ে বড় একটা গর্ত বানালেন। কেটে ফেললেন খানিকটা প্লাস্টিক। তারপর তাকালেন। না সাগর, না তীরচিহ্ন, কিছুই তিনি দেখতে পেলেন না। দেখতে পেলেন বরফের পাঁচিল, এতো উঁচু যে শেষ সীমা পর্যন্ত দৃষ্টি পৌঁছাল না। চকচকে পাঁচিলটা এতো কাছে, যেনো লম্বা করা একটা ছাতা দিয়ে নাগাল পাওয়া যাবে।

তাকিয়ে আছেন, ড্রাম পেটানোর মতো গুরুগম্ভীর ভোঁতা আওয়াজ ঢুকল কানে। সাধারণত ভূমিকম্প হলে এ ধরনের আওয়াজ শোনা যায়।

দ্রুত পিছিয়ে এলেন সিনেটর, চেহারায় হতচকিত ভাব।

তাঁকে আড়ষ্ট হয়ে উঠতে দেখলেন হে'লা কামিল। 'কি?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'কি দেখেছেন আপনি?'

হে'লা কামিলের দিকে ফিরলেন সিনেটর পিট, কিছু বলতে গিয়েও পারলেন না, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। ছুটে এসে তাঁর হাত আঁকড়ে ধরলেন হে'লা কামিল। নাদাভ হাসানও বিছানা থেকে নেমে এলেন । প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো দাঁড়িয়ে পড়েছেন ডেকে।

'প্রকাণ্ড একটা গ্লেসিয়ারের গায়ে নোঙর ফেলেছে ওরা', বিড়বিড় করে বললেন সিনেটর পিট। 'যে-কোন মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে বরফের পাঁচিল। যদি পড়ে, চিঁড়ের মতো চ্যাপ্টা হয়ে যাবে জাহাজ।'

পঞ্চাশ

মুখোশ পরা সুলেমান আজিজের চোখ দুটোর ওপর দৃষ্টি স্থির রাখলেন ক্যাপটেন কলিন্স। সন্ত্রাসবাদীদের নেতা লোকটার চোখে পশু সুলভ কি যেনো একটা আছে। আকৃতিটা মানুষেরই বটে, কিন্তু যার চোখথেকে অশুভ আভা বেরোয় তার ভেতর মানবিক কোনো গুণ থাকতে পারে না।

'আমাকে জানতে হবে, আপনি কখন আমার জাহাজ ছেড়ে যাবেন?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে দাবি জানালেন তিনি।

পিরিচ চায়ের কাপটা নামিয়ে রাখল সুলেমান আজিজ, আলতোভাবে ঠোঁটে ন্যাপকিন ছোঁয়াল, তারপর নির্লিপ্ত দৃষ্টিতে তাকালো ক্যাপটেনের দিকে। 'আপনাকে চা পান করার পর কথা বলতে পারি?'

'প্রথমে আমার প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের অফার করতে হবে', শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন কলিন্স। সাদা ইউনিফর্ম পরে আছেন তিনি, শিরদাঁড়া টান টান, প্রচণ্ড শীত বা ঠাণ্ডা হিম বাতাস তাঁকে কাবু করতে পারেনি।

'ঠিক একই উত্তরই আমি আপনার কাছ থেকে আশা করেছিলাম।' খালি কাপটা উল্টো করে রাখল সুলেমান আজিজ। 'আপনি একজন দরদী ক্যাপটেন। শুনে খুশি হবেন, কাল সন্ধ্যের দিকে কোনো এক সময় আমরা চলে যাব। যদি কথা দেন, আমরা বিদায় নেয়ার আগে আপনারা কোনো রকম বোকামি করবেন না, মানে জাহাজ দখলের চেষ্টা করবেন না বা পালিয়ে কাছাকাছি তীরে যাবেন না, তাহলে আমিও কথা দেব, আপনাদের কারও কোনো ক্ষতি করা হবে।'

'আমি চাই এই মুহূর্তে জাহাজে হিটিং সিস্টেম চালু করা হোক, খেতে দেয়া হোক সবাইকে। গরম কাপড়ের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে আমার লোকজন। কয়েক দিন ধরে কেউ কিছু খায়নি। পাইপে জমে গেছে পানি। স্যানিটেশনের কথা নাই বা বললাম।'

হাসলো সুলেমান আজিজ। 'কষ্ট করলে আত্মা বিশুদ্ধ হয়।'

ক্যাপটেনের দৃষ্টিতে আগুন ঝরল। 'আবর্জনা।'

অসহায় ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল সুলেমান আজিজ। 'দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ।'

'গুড গড, ম্যান, বিনা দোষে নিরীহ মানুষজন মারা যেতে বসেছে এখানে!'

'আরে, দূর! আপনি বাড়িয়ে বলছেন। দু'চার দিন খেতে না পেলে মানুষ বুঝি মারা যায়? তাছাড়া, ঠাণ্ডা দেশের মানুষ আপনারা, শীতে মারা যাবেন, তা কি হয়। আমরা তো চলেই যাবো কাল, খুব বেশি হলে আরও ত্রিশ ঘণ্টা একটু কষ্ট করতে হবে আপনাদের।'

'তার আগে যদি গ্লেসিয়ারটা ভেঙে পড়ে?'

'ভেঙে পড়বে কেনো? দেখে তো নিরেট বলেই মনে হচ্ছে।'

'বিপদটা বুঝতে চেষ্টা করুন', আবেদনের সুরে বললেন ক্যাপটেন। 'যে-কোন মুহূর্তে বড় একটা অংশ ধসে পড়তে পারে। দশতলা ভবন একটা গাড়ির ওপর ভেঙে পড়লে যা হয়, লেডি ফ্ল্যামবোরোর সেই অবস্থা হবে। আপনারাও কেউ রক্ষা পাবেন না। প্লীজ-জাহাজটা সরিয়ে নিন।'

'ঝুঁকি আছে, মানলাম, কিন্তু ঝুঁকিটা এড়াবার কোনো উপায় নেই আমার। জাহাজ সরাতে গেলেই প্লাস্টিকের ওপর জমা বরফের প্রলেপ গ'লে যাবে, ফাঁস হয়ে যাবে আমাদের লোকেশন–স্যাটেলাইটের ইনফ্রারেড ক্যামেরায় ধরা পড়ে যাবে আমাদের বিকিরিত তাপ।'

'হয় আপনি একটা গর্দভ, নয়তো উন্মাদ।' রাগে চেঁচিয়ে উঠলেন কলিন্স। 'এতগুলো মানুষের প্রাণের ওপর ঝুঁকি নিয়ে কী আপনি অর্জন করতে চান? জিম্মিদের ছেড়ে দেয়ার বিনিময়ে টাকা চান? তাহলে সে-কথা জানাচ্ছে না কেন? স্বদেশী আতঙ্কবাদীদের কোথাও থেকে মুক্ত করতে চান? তা-ও তো বলছেন না। আমাদের ছেড়ে দিয়ে চলে যাবেন, তাহলে লাভটা কি হলো আপনার?'

'আপনার কৌতুহল ভারি অস্বস্তিকর, ক্যাপটেন। তবে, জাহাজটা হাইজ্যাক করার কারণ একটা অবশ্যই আছে, সময় মতো সেটা আপনি জানতেও পারবেন।' ক্যাপটেনের পিছনে দাঁড়ানো গার্ডকে ইঙ্গিত করলো সে। 'ক্যাপটেনকে নিয়ে গিয়ে আটকে রাখো।'

নিজের জায়গা ছেড়ে নড়লেন না কলিন্স। 'কেন আপনি গরম কফি, সুপ, চা ইত্যাদিদিতে চাইছেন না?'

আগেই পিছন ফিরেছে সুলেমান আজিজ, ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে সে। 'বিদায়, ক্যাপটেন। আমাদের আর দেখা হবে না।'

সরাসরি কমিউনিকেশন রুমে চলে এলো সুলেমান আজিজ। যান্ত্রিক গুঞ্জনের সাথে একটা টেলিঠাইপ থেকে সর্বশেষ অয়্যার-সার্ভিস নিউজ বেরিয়ে আসছে, পাশে দাঁড়িয়ে দেখছে ইবনে। সামনে রেডিও নিয়ে বসে রয়েছে অপারেটর, ইনকামিং ট্র্যান্সমিশন শুনছে, একটা ভয়েস রেকর্ডার কাগজে কপি করছে সেটা। রেডিও আর টেলিটাইপে শক্তি যোগাচ্ছে একটা পোর্টেবল জেনারেটর।

পায়ের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফেরাল ইবনে, সুলেমান আজিজকে দেখে শ্রদ্ধার সাথে সালাম দিলো, টেলিটাইপ থেকে খুলে নিলো লম্বা একটা কাগজ।

'মিশরের খবর কি?'

'খুশি হবার মতো কিছু নয়। হাসানের মন্ত্রিসভা এখনও সরকার পরিচালনা করছে। গোঁয়ারের মতো এখনও ক্ষমতা আঁকড়ে রয়েছে তারা। দাঙ্গা থামাবার জন্যে রাস্তায় সেনাবাহিনী না নামিয়ে সাংঘাতিক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে তারা। বড় ধরনের রক্তপাত ঘটেছে মাত্র এক জায়গায়। মোল্লারা ভুল করে একটা বাসে বোমা ছোঁড়ে, চল্লিশজন আলজেরিয়ান মারা গেছে, কায়রোয়। সবাই তারা ফায়ার সার্ভিসের লোক, একটা কনভেনশনে যোগ দিতে এসেছিলো। মোল্লারা সন্দেহ করেছিলো, বাসে পুলিশ আছে। এই ঘটনার পর কায়রো রেডিও থেকে প্রচার করা হয়েছে, ইয়াজিদের আন্দোলন দেশকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবে। আমাদের সাধারণ সমর্থকরাও ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারছে না। বিক্ষোভ মিছিলের সংখ্যা কমে যাবার সেটাও একটা কারণ। মন্ত্রিসভা বাতিল করার জন্যে জনসাধারণের তরফ থেকে তেমন কোনো চাপ নেই।'

'বাসে বোমা মারার জন্যে নিশ্চয়ই গর্দভ খালেদ ফৌজি দায়ী', খেঁকিয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ। 'সামরিক বাহিনী,তারা কি করতে চাইছে?'

'প্রেসিডেন্ট হাসান আর হে'লা কামিল মারা গেছেন বিশ্বাস করাতে হলে তাদের লাশ দেখাতে হবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী আবু হামিদকে', বললো ইবনে। 'তার আগে পর্যন্ত নিজের কোনো মতামত দিতে সে রাজি নয়।'

'তার মানে বিজয়ীর বেশে আবির্ভূত হতে এখনও দেরি আছে আখমত ইয়াজিদের।'

মাথা ঝাঁকাল ইবনে তার চেহারা অস্বাভাবিক গম্ভীর হয়ে উঠল। 'খবর আরও একটা আছে, জনাব। আখমত ইয়াজিদ ঘোষণা করেছে, প্রমোদতরী ধ্বংস হয়নি, প্যাসেঞ্জার ও ক্রুরাও বহার তবিয়তে বেঁচে আছে। সে প্রস্তাব দিয়েছে, আতঙ্কবাদীদের সাথে ব্যক্তিগতভাবে যোগাযোগ করে সবাইকে মুক্ত করার চেষ্টা করবে। এতদূর গেছে সে, বলেছে, সিনেটর জর্জ পিটকে বাঁচাবার জন্যে দরকার হলে নিজের জান পর্যন্ত কোরবান করতে দ্বিধা করবে না।'

প্রথমে নিজের কানকেই বিশ্বাস করতে পারলো না সুলেমান আজিজ। তরপর প্রচণ্ড রাগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়লো সে। তার শরীর কাঁপতে লাগল। অবস্থা দেখে এক পা পিছিয়ে গেলো ইবনে।

'আল্লাহ আমাকে দিয়ে পাইকারী হত্যাকাণ্ড ঘটাতে চান।' বিড়বিড় করে বললো সুলেমান আজিজ। ইবনের দিকে তাকালো সে। 'বুঝতে পারছ তো, আখমত ইয়াজিদ সরাসরি বেঈমানী করছে আমাদের সাথে।'

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকাল ইবনে। 'আপনাকে ব্যবহার করেছে, উদ্দেশ্য হাসিল হবার পর এখন আপনাকে শেষ করার চেষ্টা করছে।'

'তাইতো বলি হাসান আর হে'লা কামিলকে খুন করার নির্দেশ দিতে এতো কেনো দেরি করছে সে! তোমাকে, আমাকে, আমাদের দলকে ম্যাকাডো খুন করবে, এই আশায় অপেক্ষা করছে আখমত ইয়াজিদ।'

'কিন্তু জনাব, জিম্মিদের বাঁচিয়ে রেখে আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিনের লাভ কি?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলো ইবনে।

'দু'জন প্রেসিডেন্ট আর জাতিসংঘের মহাসচিবের ত্রাণকর্তা সেজে জগৎজোড়া সম্মান কুড়াতে চায় আখমত ইয়াজিদ। মৌলবাদী বলে, সন্ত্রাসের উৎস বলে তার যত দুর্নাম আছে, এই একটা চালাকি দিয়ে সব মুছে ফেলতে চায় সে। দেশে ও দেশের বাইরে তার জনপ্রিয়তা বেড়ে গেলে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা দখল তখন। তাই আমাদের শকুনের খাবার বানাবার প্ল্যান করা হয়েছে।'

'এটা আখমত ইয়াজিদের অনেক পুরানো একটা প্ল্যান', বললো সুলেমান আজিজ। 'শুধু এটা নয়; আরও অনেক কুকাজ আমাদেরকে দিয়ে করিয়ে নিয়েছে সে। আমরা বেঁচে থাকলে সব ফাঁস হয়ে যেতে পারে।'

'আর ক্যাপটেন ম্যাকাডো ও তার মেক্সিকান ক্রুদের কপালে কি ঘটবে? আমাদের তারা খুন করলো, তারপর?'

'ওদের ব্যাপারটা সামলাবে সম্ভত টপিটজিন। মেক্সিকোয় ফেরার পর স্রেফ গায়েব হয়ে যাবে তারা।

'তার আগে আরও বিপদ আছে ওদের কপালে', মৃদুকণ্ঠে বললো ইবনে। 'মেক্সিকোয় ফেরার আগে জাহাজ থেকে পালাতে হবে ওদের।'

'হ্যাঁ।' চিন্তিত দেখার সুলেমান আজিজকে। রাগের সাথের কমিউনিকেশন রুমে পায়চারি শুরু করলো সে। 'আখমত ইয়াজিদকে আমি ছোট করে দেখেছি। তার চালাকি আমি আগে ভালো করে বুঝিনি। ম্যাকাডোকে আমি গ্রাহ্য করিনি, কারণ ধরে নিয়েছিলাম আজেন্টিনার নিরাপদ একটা এয়ারপোর্টে আমাদের পালাবার আয়োজন সম্পর্কে তার কিছু জানা নেই। এখন বুঝতে পারছি, আখমত ইয়াজিদকে ধন্যবাদ, মেক্সিকান আতঙ্কবাদী লিডারের নিজস্ব একটা প্ল্যান আছে কেটে পড়ার।'

'তাহলে এখনও সে আমাদেরকে খুন করেনি কেনো?'

'জিম্মিদের মুক্ত করার ব্যাপারে আলোচনার ভান করছে আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিন, ওদিকটা পুরোপুরি না গুছিয়ে ম্যাকাডোকে তারা কাজ শেষ করার নির্দেশ দেবে না।'

হঠাৎ ঘুরে গিয়ে রেডিওম্যানের কাঁধ খামচে ধরলো সুলেমান আজিজ। আতঙ্কিত লোকটা তাড়াতাড়ি হেড ফোন খুলে ফেলল। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোকে উদ্দেশ্য করে পাঠানো কোনো মেসেজ পেয়েছো তুমি?'

'আশ্চর্য!' ঢোক গিলে বললো রেডিওম্যান। 'দশ মিনিট পর পর এসে একই প্রশ্ন করছে আমাদের ল্যাটিন বন্ধুরা। ওদের আমি গবেট ভাবছিলাম। যে-কোন ডাইরেক্ট ট্র্যান্সমিশন ধরা পড়ে যাবে আমেরিকান-ইউরোপিয়ান ইন্টেলিজেন্স লিসনিং স্টেশনে। কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে আমাদের পজিশন বের করে ফেলবে তারা।'

'রেডিও বন্ধ করে দাও', নির্দেশ দিলো সুলেমান আজিজ। 'মেক্সিকানরা যেনো দেখতে পায় তুমি তোমার শোনার কাজ ঠিকমত করে যাচ্ছ। যখনই কোনো মেসেজ এসেছে কিনা জিজ্ঞেস করবে, বলবে আসেনি।'

আগ্রহের সাথে সুলেমান আজিজের দিকে গলাটা লম্বা করলো ইবনে। 'আমাকে কি নির্দেশ দেবেন, জনাব?'

'মেক্সিকান ক্রুদের ওপর কড়া নজর রাখো। বন্ধুর মতো আচরণ করে অবাক করে দাও ওদের। লাউঞ্জ বার খুলে মদ খাবার জন্যে ডাকো। কঠিন কাজগুলো আমাদের লোককে দাও, মেক্সিকানরা যাতে বিশ্রাম নিতে পারে। আমি চাই ওরা অসতর্ক অবস্থায় থাকুক।'

'ওরা আমাদের খুন করার আগে আমরা ওদেরকে খুন করব', চকচকে চোখে প্রত্যাশা নিয়ে জিজ্ঞেস করলো ইবনে, 'জনাব?'

'না', বললো সুলেমান আজিজ, তার চেহারায় হিংস্র হাসি ফুটে উঠল। 'কাজটা আমরা ছেড়ে দেব গ্লেসিয়ারের ওপর।'

একান্ন

'আইসবার্গের সংখ্যা ওখানে এক মিলিয়নের কম নয়', হতাশ সুরে বললো জিওর্দিনো। 'নির্দিষ্ট একটাকে খুঁজে বের করতে কয়েক মাস লেগে যেতে পারে।'

কর্নেল মরটন হোলিস বললো, 'লেডি ফ্ল্যামবোরোর আকৃতির সাথে মিল পাওয়া যাবে। খুঁজতে থাকুন।'

'মনে রেখো', বললো রুডি, 'অ্যান্টার্কটিকের আইসবার্গ সাধারণত সমতল হয়। সুপারস্ট্রাকচারের ওপর প্লাস্টিক থাকলেও, জাহাজটা দেখতে হবে গা ঘেঁষা কয়েকটা ছোটোবড় পিরামিডের সমষ্টি।'

ম্যাগনিফাইং গ্লাসের ভেতর মেজর ডিলিঞ্জারের চোখ চারগুণ বড় দেখালো। 'মেঘ না থাকলে ভালো হত', বিড়বিড় করলো সে।

সাউন্ডারের কমিউনিকেশন কমপার্টমেন্টে রয়েছে ওরা, ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছোট্ট একটা টেবিলকে, ক্যাসপার থেকে তোলা বিশাল কালার ফটোটা পরীক্ষা করছে সবাই। প্লেনটা ল্যান্ড করার চল্লিশ মিনিট পর সার্ভে জাহাজের লেয়ার রিসিভারের মাধ্যমে এরিয়াল রিকনাইসন্স ফিল্ম প্রসেস করে পাঠানো হয়েছে।

বিশদ বিবরণসহ ফটোয় দেখা যাচ্ছে পেনিনসুলার পূর্ণ দিক, লারসেন আইস শেলফ ভেঙে বেরিয়ে এসেছে আইসবার্গের একটা সাগর। পশ্চিম দিকেও কয়েকমো আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে, গ্লেসিয়ারের কাছাকাছি, গ্রাহাম ল্যান্ডের খানিক সামনে।

পিটের ধ্যান অন্য দিকে। একধারে,সবার কাছ থেকে দূরে বসে আছে ও, কোলের ওপর বড় একটা নটিকাল চার্ট। মাঝে মধ্যে চোখ তুলে ওদের দিকে তাকাচ্ছে, শুনছে, কিন্তু আলোচনার যোগ দিচ্ছে না।

স্কিপার ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্টের দিকে তাকালো কর্নেল হোলিস, মাইক্রোফোনের সাথে জোড়া লাগানো একটা হেডসেট পরে রিসিভারের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'ক্যাসপারের ইনফ্রারেড ফটো কখন আমরা পেতে পারি?'

হাত তুলে চুপ থাকার অনুরোধ জানাল ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট, হেডসেট আরও জোরে চেপে ধরলো কানের সাথে, সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টার ওয়াশিংটন থেকে ভেসে আসা ভারী একটা কণ্ঠস্বর মনোযোগ দিয়ে শুনতে চেষ্টা করছে। কয়েক সেকেন্ড পর জবাব দিলো সে, 'ল্যাংলি ফটো ল্যাব জানাল, আধ মিনিটের মধ্যে ট্র্যান্সমিশন শুরু করবে ওরা।'

অস্থিরভাবে পায়চারি আরম্ভ করলো কর্নেল। পিটের দিকে তাকালো একবার, একজোড়া ডিভাইডার নিয়ে দূরত্ব মাপছে ও।

জাহাজের আর সব লোকের কাছ থেকে গত কয়েক ঘণ্টায় পিটের কথা অনেক কিছু জানতে পেরেছে কর্নেল। লোকজন ওর সম্পর্কে এমন সুরে কথা বলে, ও যেনো একটা বিশেষ কিছু।

'আসছে', জানাল স্কিপার। হেডসেট খুলে ধৈর্যের সাথে অপেক্ষায় থাকলো সে, খবরের কাগজ আকারের একটা ফটো বেরিয়ে এলো রিসিভার থেকে।

সাথে সাথে টেবিলে বিছানো হলো সেটা। সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়লো, চোখ পেনিনসুলার ওপর দিকে, তীররেখা বরাবর।

'কালো শীতলতম আবহাওয়ার প্রতিনিধিত্ব করছে', ব্যাখ্যা করলো স্কিপার। 'গাঢ় নীল, হালকা নীল, সবুজ, হলুদ আর লাল ক্রমশ বেশি উত্তাপের লক্ষণ প্রকাশ করছে। সাদা মানে ওখানে তাপের মাত্রা সবচেয়ে বেশি।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরো থেকে কি রিডিং আশা করতে পারি আমরা?' ডিলিঞ্জারের প্রশ্ন।

'ওপরের দিকে কোথাও, হলুদ আর লালের মাঝখানে কিছু হবে।'

'গাঢ় নীলের কাছাকাছি', মৌনব্রত ভাঙল পিট।

সবাই ওর দিকে এমনভাবে তাকালো, ও যেনো দাবা প্রতিযোগিতার উত্তেজনাকর মুহূর্তে হাঁচি দিয়েছে।

'তা যদি হয়, ফটোয় আমরা জাহাজটাকে দেখতেই পাব না', প্রতিবাদের সুরে বললো কর্নেল।

রেডক্লিফ তর্ক করলো, 'এঞ্জিন আর জেনারেটর থেকে হিট র‍্যাডিয়েশন ধরা পড়তে বাধ্য, সবুজ মাঠে গলফ বলের মতো পরিষ্কার দেখতে পাবার কথা জাহাজটাকে।'

'এঞ্জিন বন্ধ থাকলে?'

চেহারায় অবিশ্বাস নিয়ে জন ডিলিঞ্জার জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি নিশ্চয়ই একটা মরা-জাহাজ-এর কথা বলছেন না?'

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল পিট। সবার দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো ও, ওদেরকে ভিজে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেও এমন অস্বস্থি বোধ করতো কিনা সন্দেহ। তারপর বললো, 'সন্ত্রাসবাদীদের নেতাকে ছোটো করে দেখলে ভুল করব আমরা।'

ওরা পাঁচজন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো, তারপর একযোগে ফিরল পিটের দিকে ব্যাখ্যা পাবার আশায়।

নটিক্যাল চার্ট এক পাশে সরিয়ে রেখে চেয়ার ছাড়ল পিট। হেঁটে চলে এলো টেবিলের কাছে, ইনফ্রারেড ফটোটা নিয়ে দুই ভাঁজ করলো, এখন সেটায় শুধু চিলির নিচের অংশটা দেখা যাচ্ছে। 'কেউ লক্ষ করেনি', জিজ্ঞেস করলো ও, 'যখনই জাহাজটা কোর্স বদলেছে বা চেহারা পাল্টেছে, তার মাত্র খানিক আগে কোনো না কোনো একটা স্যাটেলাইট চলে গেছে মাথার ওপর দিয়ে?'

'এ থেকে বোঝা যায় সন্ত্রাসবাদীদের প্ল্যানে কোনো ফাঁক নেই', বললো রুডি। 'সাইন্টিফিক তথ্য সংগ্রহকারী স্যাটেলাইটগুলোর কক্ষপথ সম্পর্কে অর্ধেক দুনিয়া জানে। ওরাও তথ্যটা যোগাড় করেছে।

'বেশ রা জানল, কখন তাদের দিকে স্যাটেলাইট ক্যামেরা তাক করা হবে', অস্থির গলায় বললো কর্নেল। 'তাতে কি?'

'তাতে করে ইনফ্রারেড ফটো তোলার সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে সে, পাওয়ার সাপ্লাই স্থগিত রেখে। প্লাস্টিকের ওপর বরফের স্তর জমেছে, পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকায় তা-ও গলছে না।'

পাঁচজনের মধ্যে চারজনের মনে হলো পিটের যুক্তি মেনে নেয়া যায়। মানল না একা শুধু রুডি। আর কারও আগে তার চোখেই ত্রুটিগুলো ধরা পড়লো। 'তুমি পেনিনসুলার চারদিকে হিমাঙ্কের নিচে তাপমাত্রার কথা ভুলে যাচ্ছ, পিট। নো পাওয়ার,

লো হিট। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে জাহাজের সবাই নিরেট বরফে পরিণত হবে। তোমার কথা সত্যি হলে, ধরে নিতে হবে রা জিম্মিদের খুন করার সাথে সাথে নিজেরাও আত্মহত্যা করছে।'

'রুডির কথায় যুক্তি আছে', বললো জিওর্দিনো। 'উপযুক্ত কাপড়-চোপড় আর খানিকটা উত্তাপ না পেলে কেউ ওরা বাঁচবে না।

পিটের হাসি দেখে মনে হলো, যেনো মোটা টাকার লটারির জিতেছে। 'রুডির সাথে শতকরা একশো ভাগ একমত আমি।'

'হেয়ালি আমার একদম পছন্দ নয়', চটে উঠে বললো কর্নেল হোলিস। 'সহজ ভাষায় কেউ ব্যাখ্যা করবেন, প্লীজ?'

'এর মধ্যে জটিল কিছু নেই–লেডি ফ্ল্যামবোরো অ্যান্টার্কটিকায় ঢোকেনি।'

'অ্যান্টার্কটিকায় ঢোকেনি', যন্ত্রচালিতের মতো পুনরাবৃত্তি করলো কর্নেল। 'তথ্য-প্রমাণ তো তা-ই বলে। স্যাটেলাইটের শেষ ফটোতে দেখা গেছে, পেনিনসুলার ডগা আর কেপ হর্নের মাঝখানে রয়েছে লেডি ফ্ল্যামবোরো, ছুটছে দক্ষিণ দিকে। আর আপনি বলছেন...'

'আর কোনো দিকে যাবার জায়গাও তো নেই জাহাজটার', ডিলিঞ্জারের গলাতেও প্রতিবাদের সুর।

ম্যাগেলান প্রণালীর চারদিকে ছড়িয়ে থাকা দ্বীপগুলোর ওপর একটা আঙুল বুলালো পিট। 'বাজি ধরতে চান?'

ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে থাকলো কর্নেল হোলিস, মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব। তারপর সে উপলব্ধি করলো। 'ওহ, গড! বুঝেছি! ফেরত এসেছে লেডি ফ্ল্যামবোরো!'

'রুডির কথাই ঠিক', স্বীকার করলো পিট। 'রা আত্মহত্যা করবে না, ইনফ্রারেড ফটোয় ধরা পড়ার ঝুঁকি নিতেও তারা রাজি নয়। আইসপ্যাকে ঢোকার কোনো ইচ্ছেই তাদের ছিলো না। তার বদলে তারা উত্তর পশ্চিম দিকে গেছে, ব্যারেন আইল্যান্ড ঘুরে...'

স্বস্তির একটা নিঃশ্বাস ফেলে রুডি বললো, 'টিয়েরা ডেল ফুগোর চারদিকে তাপমাত্রা ভয়াবহ কিছু নয়। উত্তাপের ব্যবস্থা না থাকায় জাহাজের সবাই ভুগবে, তবে কেউ মারা যাবে না।'

'আইসবার্গ আইসবার্গ খেলাটা তাহলে কি জন্যে?' জানতে চাইলো জিওর্দিনো।

'নিজেদেরকে গ্লেসিয়ার থেকে বিচ্ছিন্ন একটা অংশ বলে চালাবার জন্যে।'

ইনফ্রারেড ফটোর দিকে ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে থাকলো জিওর্দিনো। 'এত দক্ষিণে গ্লেসিয়ার?'

'আমরা পান্টা অ্যারেনাসের যেখানে নোঙর ফেলেছি, সেখান থেকে আটশো কিলোমিটার দূরে কয়েকটা প্রবাহ পাহাড় থেকে নেমে সাগরে পড়েছে', জানাল পিট।

'লেডি ফ্ল্যামবোরো কোথায় আছে বলে আপনার ধারণা?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

টেবিল থেকে একটা চার্ট তুলে নিলো পিট, টিয়েরা ডেল ফুগোর পশ্চিমে নিঃসঙ্গ কয়েকটা দ্বীপ দেখানো হয়েছে ওটায়। 'দুটো সম্ভাবনার কথা ভাবছি আমি', বললো ও। স্যাটেলাইট ফটোয় জাহাজটাকে শেষবার কোথায় দেখা গেছে আমরা জানি, তার সাথে পাল-তোলা দূরত্বের হিসেব ধরলে...', চার্টের গায়ে দুটো নামের পাশে ক্রস চিহ্ন

আঁকার জন্যে থামলো ও। '...এখান থেকে সরাসরি দক্ষিণে, মাউন্টস ইটালিয়া ও সারমিন্টো গ্লেসিয়ার প্রবাহ।'

'তারমানে প্রচলিত পানিপথ থেকে দূরে...', বললো কর্নেল, তার কথা শেষ হবার আগেই পিট কথা বললো।

'তবে তেল খনিগুলোর কাছাকাছি। কোম্পানির সার্ভে প্লেনগুলো বরফের ছদ্ম আবরণ দেখে ফেললে অবাক হবার কিছু নেই। আমি যদি সন্ত্রাসবাদীদের নেতা হতাম, আরও একশো ষাট কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে সরে যেতাম। তাহলে সান্টা ইনেজ দ্বীপে একটা গ্লেসিয়ারের কাছে থাকত ওরা।'

চার্টটা টেনে নিলো জন ডিলিঞ্জার। দ্বীপটা ছোটো, আঁকাবাঁকা তীররেখার ওপর চোখ বুলালো সে। তারপর কালার ফটোটার দিকে তাকালো, চিলির দক্ষিণ প্রান্তের নিচের অংশ ঢাকা পড়ে আছে মেঘে। সেটা সরিয়ে রেখে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে পরীক্ষা করলো ইনফ্রারেড ইমেজের ওপরের অংশটুকু, ইমেজটা ভাঁজ করে তল্লাশি এলাকা আগেই ছোটো করে দিয়েছে পিট।

'কয়েক সেকেন্ড পর চেহারায় মুগ্ধ বিস্ময় নিয়ে চোখ তুললো সে। প্রকৃতি দেবী যদি চোখা বো আর গোল পাছা সহ আইসবার্গ তৈরি করে না থাকে, তাহলে ধারণা করি, আমরা আমাদের ছলনাময়ী লেডি ফ্ল্যামবোরোকে খুঁজে পেয়েছি।'

মেজরের হাত থেকে গ্লাসটা নিলো কর্নেল, আয়ত আকৃতিটা পরীক্ষা করলো খুঁটিয়ে। 'নকশাটা যে মিলছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আর. মি. পিট যেমন বলেছেন, র‍্যাডিয়েশনের কোনো আভাসও দেখছি না। রীডিঙে দেখা যাচ্ছে গ্লেসিয়ারের মতই ঠাণ্ডা ওটা। একেবারে নিখুঁত কালো না হলেও, অত্যন্ত গাঢ় নীল।'

আরও একটু ঝুঁকল রুডি। 'হ্যাঁ, আমিও দেখতে পাচ্ছি। দু'একটা মাঝারি আকৃতির আইসবার্গ দেখা যাচ্ছে, ভেঙে বেরিয়ে এসেছে গ্লেসিয়ার দেয়াল থেকে।' গ্লাসের ভেতর চোখে বিস্ময়ে ফুটে উঠল। 'আশ্চর্য, লেডি ফ্ল্যামবোরোকে গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিলের সরাসরি নিচে কেনো রেখেছে ওরা?'

ছোট হয়ে গেলো পিটের চোখ। 'সরো, দেখতে আমাকে।' জন ডিলিঞ্জার, রুডির মাঝখানে ঢুকে পড়লো ও, সামনের দিকে ঝুঁকল, চোখ রাখল গ্লাসে। খানিক পর সিধে হলো, সমস্ত রক্ত যেনো এক নিমেষে মুখে উঠে এল।

'কি দেখলেন?' জানতে চাইলো স্কিপার।

'সাইকে ওরা মেরে ফেলার বুদ্ধি করেছে।'

বাকি সবার দিকে তাকালো স্কিপার, হতভম্ব। 'উনি জানলেন কিভাবে?'

'গ্লেসিয়ারের একটা টুকরো ভেঙে যদি জাহাজের ওপর পড়ে', শুকনো গলায় ব্যাখ্যা করলো জিওর্দিনো, ওটার চাপে তালিয়ে যাবে লেডি ফ্ল্যামবোরো, তলার সাথে বাড়ি খেয়ে গুঁড়িয়ে যাবে। কোনো দিনই ওটার আর হদিশ পাওয়া যাবে না।'

পিটের দিকে কঠিন চোখে তাকালো জন ডিলিঞ্জার। 'এতদিন সুযোগ পেল, প্যাসেঞ্জার বা ক্রুদের খুন করলো না, আর আপনি বলছেন এখন তারা সবাইকে মেরে ফেলবে?'

'হ্যাঁ, ফেলবে।

'তাহলে আগে কেনো ফেলেনি?'

'ওদের পালিয়ে বেড়ানোর একটাই কারণ, সময় নষ্ট করা। হাইজ্যাকিং-এর নির্দেশ যেই দিয়ে থাকুক, প্রেসিডেন্ট দু'জনকে বাঁচিয়ে রাখার দরকার ছিলো তার। দরকারটা কি, তা বলতে পারব না....'

'আমি পারব', পিটকে বাধা দিলো কর্নেল হোলিস। 'ভি.আই.পি. প্যাসেঞ্জারদের হাইজ্যাক করার নির্দেশ দিয়েছে মিশরের ধর্মীয় নেতা আখমত ইয়াজিদ। সেই আবার ঘোষণা করেছে, নিজের প্রাণ দিয়ে হলেও প্রেসিডেন্ট হাসান, মহাসচিব হে'লা কামিল, সিনেটর পিট ও বাকি সবাইকে সন্ত্রাসবাদীদের কবল থেকে রক্ষা করবে। সন্ত্রাসবাদীদের সাথে যোগাযোগ, আলোচনা ইত্যাদি অজুহাত দেখিয়ে সময় নিচ্ছে সে, এই সুযোগে সেনাবাহিনীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে, গুছিয়ে নিচ্ছে নিজের ক্ষমতা, উন্মাদ ভক্তদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দিচ্ছে, যাতে সময় সময় হলেই সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতা দখল করতে পারে। হঠাৎ সে ঘোষণা করবে, জাহাজটার নিয়ন্ত্রণ এখন তার হাতে, তার লোকেরা উদ্ধার করছে প্যাসেঞ্জার আর ক্রুদের।'

'চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে তার প্রশংসা', রুডি বলল। 'সবাই জানবে আখমত ইয়াজিদ একজন মহৎপ্রাণ মানুষ।'

'মিশরে ফেরার পথে প্রেসিডেন্ট হাসান ও হে'লা কামিল যাতে একটা দুর্ঘটনায় পড়ে মারা যান, সে-ব্যবস্থাও করবে আখমত ইয়াজিদ।'

'বাহ্ কি চমৎকার!' দাঁতে দাঁত চাপল জিওর্দিনো। 'সাপও মরল, লাঠিও ভাঙল না।'

'প্ল্যানটা সত্যি ভাল', বললো পিট। 'তবে, সামরিক বাহিনী এখনও নিরপেক্ষ ভূমিকা থেকে নড়ে নি। মন্ত্রিসভাও পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল কর্নেল। 'হ্যাঁ, ইয়াজিদের এতো সাধের প্ল্যান ব্যর্থ করে দিচ্ছে ওরা।'

'কাজেই, প্ল্যানটা যাওয়ায়, কোণঠাসা হয়ে পড়েছে আখমত ইয়াজিদ। সময় ক্ষেপণের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে সে, পরিচয় গোপন রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছে, এবার তাতে সত্যি সত্যি লেডি ফ্ল্যামবোরোকে গায়েব করে দিতে হবে, তার না হলে ইন্টেলিজেন্স সোর্সগুলো জেনে ফেবে হাইজ্যাকিংয়ের পিছনের লোকটি কে।'

'তার মানে আমরা এখানে কথার মালা তৈরি করছি, আর সন্ত্রাসবাদীদের নেতা গ্লেসিয়ারের সাথে রাশিয়ান রুলেৎ খেলছে', তিক্ত গলায় বললো জিওর্দিনো। 'কে জানে, ইতোমধ্যে হয়তো সে তার লোকদের নিয়ে জাহাজ ত্যাগ করেছে বোট বা হেলিকপ্টরে চড়ে। অসহায় প্যাসেঞ্জার আর ক্রুরা বন্দী হয়ে আছে জাহাজের ভেতর।'

'হতে পারে, অসম্ভব নয়', ম্লান গলায় বললো জন ডিলিঞ্জার। বোটটাকে আমরা হয়তো দেখতে পা ইনি।'

কর্নেল ব্যাপারটাকে আরেক দৃষ্টিতে দেখছে। কাগজে একটা নম্বর লিখে স্কিপারের হাতে গুঁজে দিলো সে। 'ক্যাপটেন, এই ফ্রিকোয়েন্সিতে আমার কমিউনিকেশন অফিসারের সাথে যোগাযোগ করুন, প্লীজ। বলুন, আমি আর আমার মেজর এয়ারফিল্ডে ফিরে যাচ্ছি। সবাইকে জড় করতে বলুন, আমি ফিরেই ব্রিফিং করব ওদেরকে।'

'আমরাও আপনার সাথে যাচ্ছি', শান্ত প্রত্যয়ের সাথে বললো পিট।

মাথা নাড়লো কর্নেল মরটন হোলিস। 'সম্ভব নয়। আপনারা অ্যাসল্ট ট্রেনিং পান নি। সিভিলিয়ান। এ ধরনের অনুরোধ করাই আপনার বোকামি হয়ে গেছে।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরোয় আমার বাবা রয়েছেন।'

'আমি দুঃখিত', বললো কর্নেল।

ঠাণ্ডা চোখে কর্নেল হোলিসের দিকে তাকালো পিট। 'ওয়াশিংটনে স্রেফ একটা ফোন করে আপনার পুরো ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়ে দিতে পারি আমি।'

কর্নেলের চেহারা শক্ত হলো। 'আপনি আমাকে হুমকি দিতে সাহস করেন, মি. পিট?' পিটের দিকে এক পা সামনে বাড়লো সে। 'এই অপারেশনে আগামী বারো ঘণ্টার মধ্যে চল্লিশটা লাশ পড়তে যাচ্ছে। আমি আর আমার লোকজন যেভাবে ট্রেনিং পেয়েছি, কাজটা যদি সেভাবে করি, হোয়াইট হাউস বা কংগ্রেসে এক হাজার টেলিফোন করলেও আমার কিছু হবে না।' পিটের দিকে আরও এক পা এগোল সে। 'সারাজীবনে আপনি যত চালাকি শিখবেন, তার চেয়ে অনেক বেশি শেখা আছে আমার। ইচ্ছে করলে এই মুহূর্তে আপনাকে আমি খালি হাতে ছিঁড়ে টুকরো টুকরা করে ফেলতে পারি–'

আলোর একটা ঝলকের মতো বিদ্যুৎ খেলে গেলো পিটের শরীরে।

নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে পিট, হাতে একটা কোল্ট ফরটি ফাইভ অটোমেটিক, কর্নেলের দুই ঊরুর মাঝখানে তাক করা। 'শুধু যে উঠতে চেষ্টা করলে তা নয়', বললো ও, সম্পূর্ণ শান্ত ভঙ্গিতে 'আমার প্রস্তাব না মানলেও গুলি করব।'

সামনের দিকে ঝুঁকে লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে স্থির হয়ে রয়েছে জন ডিলিঞ্জার, লাফ দেয়ার ঠিক আগের মুহূর্তে তার ঘাড়ের ওপর পিস্তল চেপে ধরেছে জিওর্দিনো।

'বেশি কথা বলে সময় নষ্ট করব না', বললো পিট। 'শুধু জেনে রাখুন, আমরা তিনজন বন্দুকযুদ্ধে নিজেদের রক্ষা করতে জানি। কথা দিচ্ছি, আপনাদের কাজে আমরা নাক গলাব না। আপনারা সম্ভবত লেডি ফ্ল্যামবোরোর ওপর হামলা করবেন আকাশ ও সাগর থেকে। দুটোই এড়িয়ে যাবো আমরা, জাহাজে পৌঁছাব জমিন ধরে।'

চোখ পিটপিট করলো কর্নেল।

'ডার্ক আসলে খুব কম চাইছে আপনার কাছে', রুডির বলার সুরে সহিষ্ণুতা প্রকাশ পেল। 'আমার পরামর্শ যদি গ্রহণ করেন, ওর প্রস্তাবটা মেনে নিয়ে বাকি সম্মানটুকু বাঁচান।'

মুখ খুললো কর্নেল, 'আমাকে আপনি গুলি করে মারবেন, এ আমি বিশ্বাস করি না।'

'না, তা মারব না', বললো পিট। 'তবে কথা দিতে পারি', দুই ঊরুর মাঝখানে তাক করা অটোমেটিক এক চুল নড়ল না, 'যৌন জীবন বলতে কিছু থাকবে না আপনার।'

'আসলে আপনার আসল পরিচয়টা কি বলুন তো? কোন্ কোম্পানি? সিআইএ?

'সি.আই.এ?' হাসলো জিওর্দিনো। 'উঁহু, পছন্দ করতে পারি নি। আমরা নুমার সদস্য।'

মাথা নাড়লো কর্নেল। 'এ সবের আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

'দরকার ও তো নেই, 'বললো পিট। 'রাজি কিনা বলুন।'

'একটা প্লেন আপনাদেরকে জাহাজ থেকে দশ কিলোমিটারে মধ্যে পৌঁছে দেবে। দশ কিলোমিটারের বেশি নয়, কারণ তাহলে সন্ত্রাসবাদীদের আমরা বিস্ময়ের ধাক্কা

দিতে পারব না। ওখান থেকে আপনাদেরকে পায়ে হেঁটে যেতে হবে। ভাগ্য আমাকে সহায়তা করলে, পৌঁছে দেখবেন নাটক শেষ হয়ে গেছে।

'রাজি', বললো পিট।

পিছিয়ে গেলো কর্নেল, ঝট্ করে দিকে তাকালো। 'আমার সেকেন্ড ইন কমান্ডকে মুক্তি দিলে কৃতজ্ঞ বোধ করব।' তরপর আবার সে পিটের দিকে ফিরল। 'আমরা রওনা হচ্ছি, এখনই। জেনে রাখুন, আমাদের সাথে রওনা না হলে, আপনাদের যাওয়া হচ্ছে না। কারণ, আমি কমান্ড এয়ারক্রাফটে চড়ার পাঁচ মিনিটের মধ্যে গোটা অ্যাসল্ট দল আকাশে উঠে যাবে।'

'আমি আপনার পেছনে থাকছি', অটোমেটিকটা হোলস্টারে রেখে বললো পিট।

'আমিও থাকছি মেজরের পেছনে, বললো জিওর্দিনো, ডিলিঞ্জারের পিঠ চাপড়ে দিলো সে। 'বুদ্ধিমান লোক এক রাস্তায় চলে।'

তার দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানল জন ডিলিঞ্জার। 'তোমার বুদ্ধি নর্দমায় পেচে মরুক!।'

পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে খালি হয়ে গেলো কামরাটা। নিজের কেবিনে ফিরে গিয়ে একা ব্যাগ নিলো পিট, ব্রিজে এসে কথা বললো স্কিপারের সাথে। 'সান্তা ইনেজে পৌঁছাতে কতক্ষণ লাগবে সাউন্ডারের?'

চার্টরুমে ঢুকে দ্রুত একট হিসেবে করলো স্কিপার। 'গ্লেসিয়ারে কাছাকাছি পৌঁছাতে সময় নেব আমরা নয় কি দশ ঘণ্টা।'

'তাহলে পৌঁছান', নির্দেশ দিলো পিট। 'ভোরের দিকে আমরা আপনাকে খুঁজব।'

পিটের সাথে করমর্দন করলো স্কিপার। 'সাবধানে থাকবেন।'

'রাইট।'

ব্রিজ কাউন্টার টপকে ওদের সামনে এসে দাঁড়ালো জাহাজের একজন বিজ্ঞানী। লোকটা কালো, মাঝারি আকৃতি, থমথমে গম্ভীর ভাবটুকু মুখে যেনো খোদাই করা। লোকটার নাম ক্লেইটন ফিনলে, কথা বললো স্বভাবসুলভ কর্কশ সুরে, 'আড়াল থেকে শোনার জন্যে দুঃখিত। তবে শুনতে আমি ভুল করিনি, আপনারা সান্তা ইনেজ দ্বীপের কথা বলছিলেন।'

'হ্যাঁ, তো কি হয়েছে?'

'গ্লেসিয়ারের কাছে পুরানো একটা দস্তা খনি আছে। খাজনার চেয়ে বাজনা বেশি হওয়ায় চিলি সরকার বন্ধ করে দিয়েছে খনিটা।'

আগ্রহ প্রকাশ করলো পিট, 'দ্বীপটা সম্পর্কে আপনি জানেন?'

মাথা ঝাঁকাল ক্লেইটন ।

'আরিজোনা মাইনিং কোম্পানির চীফ জিওলজিস্ট ছিলাম না আমি। ওরা ভেবেছিলো, কম খরচে সারাতে পারলে খনিটা থেকে লাভ করা যায়। দু'জন এঞ্জিনিয়ারের সাথে সার্ভে করতে পাঠানো হয় আমাকে। নরকটায় তিন মাস ছিলাম। দস্তার মান ভালো নয়। আমরা নিরাশ হয়ে চলে আসার পর খনিটা পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হয়।'

'রাইফেলে হাত কেমন?'

'শিকারে গিয়ে একেবারে খালি হাতে কখনও ফিরিনি।'

তার বাহু চেপে ধরলো পিট। 'ফিনলে, বন্ধু, তোমাকেই আমি খুঁজছিলাম।'

বায়ান্ন

নিজের গুরুত্ব প্রমাণ করে দেখালো কেইটন ফিনলে।

খালি একটা অয়্যার হাউসে অ্যাসল্ট দলকে ব্রিফ করছে হোলিস, আরেক দিকে বাকি তিনজন ফিনলেকে সাহায্য করছে সান্তা ইনেজ দ্বীপের একটা মডেল তৈরি কাজে। এয়ারপোর্ট রানওয়ের পাশের মাছ থেকে কাদা সংগ্রহ করা হয়েছে, রঙ যোগাড় করেছে কর্নেলের একজন লোক। পুরারো একটা পিং-পিং টেবিলের ওপর তৈরি হলো মডেলটা। পিটের নটিক্যাল চার্ট দেখে দ্বীপটার ভুলে যাওয়া অংশগুলো চিনে নিলো ফিনলে।

পোর্টেবল একটা হিটারের সাহায্যে মডেলটা শুকিয়ে শক্ত করে নেয়া হলো, তারপর রঙ চড়াল ফিনলে–পাথুরে এলাকায় দেয়া হলো বাদামী, গ্লেসিয়ারের বরফ আর তুষার বোঝবার জন্যে ব্যবহার করা হলো সাদা। গ্লেসিয়ারের গোড়ায় এমনকি লেডি ফ্ল্যামবোরোও তৈরি করলো সে। কাজ শেষ করে এক পা পিছাল, তাকিয়ে থাকলো একদৃষ্টে।

দল নিয়ে টেবিলে সামনে চলে এলো কর্নেল হোলিস। এক মুহূর্ত কেউ কোনো কথা বললো না।

দ্বীপটার হাতা-মাথা ঠাওর করা মুশকিল। তীররেখা অসম্ভব উঁচু-নিচু, আঁকাবাঁকা চার চোখা। খাঁড়িগুলো দুর্গম, মুখ ব্যাদান সেগুলো। দ্বীপটা পূর্ব-পশ্চিমে লম্বা, পশ্চিম দিকে প্রশান্ত মাহাসাগর। অনুর্বর, মৃত একটা দ্বীপ। পঁচানব্বই কিলোমিটার লম্বা, চওড়ায় পঁয়ষট্টি কিলোমিটার, মাউন্ট হোয়ার্টন পর্বত এক হাজার তিনশো বিশমিটার উঁচু।

সৈকত বা সমতল ভূমি নেই বললেই চলে। নিচু পাহাড়গুলো পাথুরে জাহজের মতো দেখতে, খাড়া চালগুলো যেনো আহত কুমীরের পিঠ, যন্ত্রণাকাতর অস্থিরতার সাথে ঠাণ্ডা সাগরে নামছে।

দ্বীপটা যেনো গোড়া, আর প্রাচীন গ্লেসিয়ারটা যেনো ঘোড়ার পিঠে জিন। গরমের দিনে আকাশে মেঘ থাকায় আবহাওয়া ছিলো ঠাণ্ডা, বরফ গলেনি, তাই এরকম দেখাচ্ছে। জমাট বরফের দু'দিকে মরিয়া হয়ে মাথাচাড়া দিয়েচে কঠিন পাথর, মাঝখান দিয়ে সাগরের দিকে পথ করে নিয়েছে গ্লেসিয়ার, পানিতে নামার আগে আকৃতি পেয়েছে ফালি করা মাংসের লম্বা টুকরোর মত।

এমন ভয়াল দর্শন এলাকা খুব কমই আছে পৃথিবীতে। গোটা ম্যাগেলান দ্বীপপুঞ্জে স্থায়ীভাবে কোনো মানুষ বাস করে না। কয়েকশো বছর ধরে বহুজন দ্বীপটায় এসেছে, ফিরে গেছে তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে, পিছনে রেখে গেছে নিন্দাসূচক সব নাম–ঘাড় ভাঙা পেনিনসুলা, প্রতারক দ্বীপ, দুর্যোগ বে, জনশূন্য আইল, দুর্ভিক্ষের বন্দর। বরফ আর পাথর ছাড়া কিছুই নেই দ্বীপটায়, সবুজের চিহ্ন বলতে কোনো রকমে টিকে যাওয়া কুৎসিতদর্শন কিছু ঝোপ।

মডেলটার ওপর একটা হাত বুলালো ক্লেইটন ফিনলে। 'পাথুরে একটা এলাকার কথা কল্পনা করুন, উঁচু অংশগুলোর বরফ ঢাকা, আসল ছবিটা পেয়ে যাবেন।

'ধন্যবাদ, মি. ফিনলে', বললো কর্নেল হোলিস। 'আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'ঠিক আছে, কাজে নামা যাক। এয়ার-ড্রপ ফোর্সের নেতৃত্ব দেবে। জন ডিলিঞ্জরের ডাইভ টীমের কমান্ডে থাকব আমি।' সদস্যদের চেহারায় চোখ বুলানোর জন্যে থামল হোলিস। সবাই একহারা গড়নের, মেদ নেই এক ছটাক, লোহার মতো শক্ত পেশী। সবার পরনে কালো পোশাক। ওরা যে ট্রেনিং পেয়েছে, এতো কঠিন ট্রেনিং আর কোনো দল পায়নি পৃথিবীর কোথাও। এদের প্রত্যেককে নিয়ে গর্বিত কর্নেল। 'রাতের অন্ধকারে কিভাবে একটা জাহাজ দখল করতে হয়, সে ট্রেনিং নেয়া আছে আমাদের। তবে, আলোচ্যক্ষেত্রে শত্রুরা অনেকগুলো সুবিধে ভোগ করছে। ক্রিটিকাল ইন্টেলিজেন্স ইনফরমেশনের অভাব রয়েছে আমাদের, আবহাওয়া অনকূল নয়, এমন একটা গ্লেসিয়ারের সামনে দাঁড়াতে হবে যেটা যেকোন মুহূর্তে বসে পড়তে পারে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হামলা শুরু করব আমরা, তার আগে কিছু প্রশ্নের উত্তর পেলে ভালো হয়। জন ডিলিঞ্জার, শুরু করো।'

সাথে সাথে ফিনলের দিকে ফিরে প্রশ্ন করলো জন ডিলিঞ্জার, 'দ্বীপে লোকবসতি?'

'খনি বন্ধ ঘোষণার পর একজনও নেই।'

'আবহাওয়ার অবস্থা?

'প্রায় সারাক্ষণ বৃষ্টি পড়ছে। সূর্য দেখতে পাওয়া ভাগ্যের কথা। বছরের এই সময়টায় তাপমাত্রা হিমাঙ্কের কয়েক ডিগ্রী নিচে। তীব্র বাতাস বইছে প্রতি মুহূর্তে, মাঝে-মধ্যে ঝড়কেও হার মানায়।

কর্নেলের দিকে গম্ভীর চেহারা নিয়ে তাকালো জন ডিলিঞ্জার। 'নির্দিষ্ট জায়গায় রাতের বেলা এয়ার-ড্রপ সম্ভব নয়।'

'মিনি কপ্টার নিয়ে যাবো আমরা, রশি বেয়ে নামব।'

'আপনারা হেলিকপ্টার নিয়ে এসেছেন?' সবিস্ময়ে জানতে চাইর রুডি। 'কিন্তু স্পীড আর রেঞ্জ কি নাগাল পাবে?'

'ওগুলোর সামরিক নাম এতো বড় যে মুখস্ত করা ভারি কঠিন.' বললো কর্নেল 'আমরা বলি, ক্যারিয়ার পিজিয়ন। ছোটো একটা খাঁচা, পাইলট ছাড়া খুব বেশি হলে আরও দু'জনকে বহন করা যায়। সাথে ইনফ্রাবেড গম্বুজ আছে, আর আছে সাইলেন্সড টেইল রোটরস। খুলে আবার জোড়া লাগাতে মাত্র পনেরো মিনিট লাগে—হ্যাঁ, আমি একটা পোর্টেবল হেলিকপ্টারের কথাই বলছি। আমাদের সি-১৪০ ছ'টা বইতে পারে।'

'আপনাদের আরও একটা সমস্যা আছে, বললো পিট।

'বলুন।'

'এয়ারক্রাফট আসছে কিনা দেখার জন্যে লেডি ফ্ল্যামবোরোর রাডার চালু রাখতে পারে রা। আপার ক্যারিয়ার পিজিয়ন নিচু দিয়ে উঁড়তে পারে জানি, তবু স্ক্রীনে ওগুলোকে দেখার পর আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাবার জন্যে যথেষ্ট সময় পাবে তারা প্রস্তুতির।'

'হেলিকপ্টার বাদ', হতাশ গলায় বললো জন ডিলিঞ্জার।

'খাঁড়ি থেকে যদি হামলা করি অসুবিধে কি? ফিনলেকে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'অসুবিধে নয়, সুবিধে–ফ্রস্ট স্মোক।'

'ফ্রস্ট স্মোক?'

'কুয়াশার মতো মেঘ। গ্লেসিয়ার ওয়ালের কাছে পানি তত ঠান্ডা নয়, হিম বাতাস ওই পানির সংস্পর্শে এলো জিনিসটা উঠে আসে। দুই থেকে দশ মিটার পর্যন্ত ওঠে। তার সাথে থাকে বৃষ্টি, ফলে আপনার ডাউভ দল রওনা হবার মুহূর্ত থেকে আড়াল পাবে, ডেকে পৌঁছুনো পর্যন্ত।'

চিন্তিতভাবে গাল চুলকাল কর্নেল। 'এযার-ড্রপ ফাঁস হয়ে গেলে মারা পড়বে সবাই। বিস্ময়ের ধাক্কা দিতে না পারলে বিশজন লোকের ডাইভ টীমের পক্ষে কোনো রকম ব্যাকআপ ছাড়া চল্লিশজন আতঙ্কবাদীদের সাথে পেরে ওঠা কঠিন হবে।'

'প্যারাসুট নিয়ে জাহাজে নামতে যাওয়া যদি আত্মহত্যা হয়', বললো পিট, 'আপনারা গ্লেসিয়ারের আরও ওপরে কোথাও নামছেন না কেনো? ওখান থেকে কিনারায় চলে আসবেন, তারপর রশি ধরে নামবেন মেইন ডেকে।'

'চিন্তাটা আমার মাথায় এসেছে', বললো কর্নেল। 'মি. পিটের প্রস্তাবে কেউ কোনো বাধা দেখতে পাচ্ছেন?'

'গ্লেসিয়ারটাই আপনাদের সবচেয়ে বড় বিপদ', বললো রুডি। 'ওটার গায়ে বরফ চাকা অসংখ্য ফাটল বা গর্ত থাকতে পারে, থাকতে পারে নরম তুষার, পা ফেললেই নেমে যাবেন গভীরে। অন্ধকার, কাজেই সাবধানে এগোতে হবে।'

'আর কেউ কিছু বলবেন?' কেউ কিছু বললো না। মেজের ডিলিঞ্জারের দিকে ফিরল কর্নেল। 'এয়ার-ড্রপের র হামলা করতে কতক্ষণ সময় নেবে তোমরা?'

'বাতাসের তীব্রতা আর কোনো দিকে বইছে জানতে পারলে হিসেব করতে সুবিধে হত।'

'দশ দিনের মধ্যে ন'দিনই দক্ষিণপূর্ব দিক থেকে আসে বাতাস', জবাব দিলো ফিনলে। বোজা চোখে রাতের দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করলো সে।

গ্লেসিয়ারের পিছনে খাড়া হয়ে থাকা ছোটো পাহাড়গুলোর দিকে তাকালো জন ডিলিঞ্জার। আধবোজা চোখে রাতের দৃশ্য কল্পনা করার চেষ্টা করলো সে, আন্দাজ করলো বাতাসের তীব্রতা। তারর কর্নেলের দিকে তাকালো সে, বললো, 'এয়ার-ড্রপের পর চল্লিশ থেকে পয়তাল্লিশ মিনিট সময় নেব হামলা করতে।'

'ভাববেন না আপনাকে কাজ শেখাচ্ছি, বললো পিট। 'তবে, সময়টা আপনি খুব কমিয়ে ধরছেন।'

'আমি একমত', সায় দিলো ফিনলে। 'গ্লেসিয়ারটার ওপর কয়েকবার হেঁটেছি আমি। আইস রিজ থাকায় এগোনো খুব কঠিন।'

চোখের পলকে কোমরের খাপ থেকে লম্বা একটা ছুরি বের করলো জন ডিলিঞ্জার, ফলাটা বাঁকা, মাথার দিকটা সরু। মডেলের ওপর সেটাকে পয়েন্টার হিসেবে ব্যবহার করলো সে। 'গ্লেসিয়ারের ডানে, পাহাড়ের পিছন দিকে নামবো আমরা। তাহলে আমাদের সি-১৪০ জাহাজের রাডারে ধরা পড়বে না। ধরে নিচ্ছি বাতাসের সাধারণ প্যাটার্ন বদলাবে না, প্যারাসুট নিয়ে পাহাড় ঘুরে উড়ে যাবো সাত কিলোমিটার, গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল থেকে খুব বেশি হলে এক কিলোমিটার দূরে নামবো।

জাম্প করার পর নিচে নেমে একত্রিত হওয়া পর্যন্ত আঠারো মিনিট ধরেছি আমি। গ্লেসিয়ারের কিনারা পর্যন্ত হাঁটবো, আরও বিশ মিনিট। হামলা করার জন্যে প্রস্তুতি নিতে আরও ছয় মিনিট। সব মিলিয়ে চুয়াল্লিশ মিনিট।'

'আমি হলে সময়টা দ্বিগুণ করে নিতাম', বললো জিওর্দিনো। 'দলের কেউ একজন কোনো ফাটলে পড়লে, দ্বিতীয় দলটার সাথে নির্দিষ্ট সময়ে মিলিত হতে পারবেন না। আপনাদের পৌঁছুতে দেরি হবে, ডাইভ দল তা জানতে পারবে না।'

চেহারার বিরক্তি নিয়ে দিকে তাকালো কর্নেল। 'আমরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে অংশগ্রহন করতে যাচ্ছি না, মি. জিওর্দিনো। ইউনিফর্মের সাথে প্রত্যেকের কাছে একটা করে ছোট্ট রেডিও আছে, কানের সাথে ফিট করা, আর স্কি মাস্কের সাথে আছে মাইক্রোফোন। প্রতি মুহূর্তে যোগাযোগ থাকবে আমাদের মধ্যে।'

'আরেকটা কথা', বললো পিট। 'আশা করি আপনাদের আগ্নেয়াস্ত্রে সাইলেন্সার লাগানো আছে?'

'আছে', বললো কর্নেল। 'কেন?'

'সাইলেন্সার না থাকলে মেশিন গানের একটা বিস্ফোরণেই গ্লেসিয়ারের পাঁচিলটা ভেঙে পড়বে।'

'রা কি করবে আমি জানি না।'

'তাহলে যত তাড়াতাড়ি পারেন, খুন করবেন ওদের', নিচু গলায় বললো জিওর্দিনো।

'সন্ত্রাসবাদীদের বন্দী করার ট্রেনিং আমাদেরকে দেয়া হয়নি', নিষ্ঠুর ঠাণ্ডা হাসির সাথে বললো কর্নেল। 'এবার আমাদের অতিথিদের সমালোচনা যদি শেষ হয়ে থাকে, কারও কোনো প্রশ্ন আছে?'

ডাইভ টীমের রিচার্ড বেনিং হাত তুললো। 'স্যার?'

'বেনিং?'

'জাহাজে পৌছাবো আমরা কি পানির ওপর দিয়ে, নাকি তলা দিয়ে?'

পয়েন্টার হিবে একটা বল পয়েন্ট পেন ব্যবহার করলো কর্নেল। খাঁড়ির ছোট্ট একটা দ্বীপেরর ওপর টোকা দিলো সে, জাহাজ থেকে দ্বীপটা দেখা যায় না। 'পিজিয়ন ক্যরিয়ার, এই দ্বীপে পৌঁছে দেবে আমাদেরকে। ওখান থেকে লেডি ফ্ল্যামবোরো তিন কিলোমিটার দূরে। পানি এতো ঠান্ডা যে সাঁতার কাটা যাবে না, আমরা রাবার বোটে করে রওনা হব। ফ্রস্ট স্মোক যদি সত্যি থাকে, সন্ত্রাসবাদীদের চোখে ধরা পড়ে পৌঁছাতে পারব, আর যদি না থাকে, জাহাজ দুশো মিটার দূরে থাকতে পানিতে নামতে হবে, সাঁতরে পৌঁছাতে হবে খোলের গায়ে।'

'অনেকেরই, মানে, বেশ কয়েক জোড়া বিচি বরফ হয়ে যাবে–প্রথম পার্টির জন্যে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলে।'

অয়্যারহাউসে প্রায় আশি জন লোক জড় হয়েছে, সবাই হেসে ফেলল।

মুখে চওড়া হাসি নিয়ে কর্নেল হোলিস বললো, 'কাজেই সাবধান হওয়া দরকার- মেজর ডিলিঞ্জার তার দল নিয়ে আগেই রওনা হয়ে যাবে।'

একটা হাত তুললো রুডি।

'ইয়েস, মি. রুডি', হালকা ব্যঙ্গের সুরে বললো কর্নেল। 'আপনি আবার কি বলতে চান? আমার কোথাও ভুল হয়েছে?"

'কৌতুহলের শিকার, কর্নেল। হামলা সম্পর্কে আগে ভাগে যদি টের পেয়ে যায়, আমাদের জন্যে যদি ফাঁদ পেতে অপেক্ষা করে–আপনি জানবেন কিভাবে?'

'আমাদের একটা এয়ারক্রাফটে অ্যাডভান্সড ইলেকট্রনিক সার্ভেইল্যান্স ইকুইমেন্ট আছে, লেডি ফ্ল্যামবোরোর সাত মাইল ওপরে চক্কর দেবে ওটা, এলাকার বাইরে সহযোগীদের কাছে সন্ত্রাসবাদীদের পাঠানো যে–কোন ট্রান্সমিশন ধরে ফেলবে। স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের একটা দল জাল ছোটো করে আনছে টের পেলে হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর মতো চেঁচাবে ওরা।'

একটা আঙুল খাড়া করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করলো পিট।

'ইয়েস, মি. পিট', বাঁকা হাসি নিয়ে তাকালো কর্নেল।

'আশা করি আমাদের কথা, মানে নুমা পার্টির কথা আপনি ভুলে যাননি।'

একটা ভুরু উঁচু করলো কর্নেল। 'না, ভুলিনি।'

জিওলজিস্টের দিকে ফিরল সে। 'মি. ফিনলে, পুরানো খনিটা যেনো কোথায়?'

'মডেলে ওটাকে আমি দেখাইনি', শান্ত গলায় বললো ফিনলে। 'তবে আপনার যখন জানার আগ্রহ...', থেকে ছোটো একটা পাথুর উত্থানের পাশে দিয়াশলইয়ের একটা বাক্স রাখল সে, ওখান থেকে গ্লেসিয়ার আর খাঁড়ি দেখতে পাওয়া যায়। 'এখানে খনিটা, গ্লেসিয়ারের সামনের কিনারা আর জাহাজ থেকে প্রায় আড়াই কিলোমিটার দূরে।

পিটের দিকে ফিরল কর্নেল। 'ওটাই আপনাদের উপযুক্ত জায়গা। আপনারা অবজারভেশন পোস্ট হিসেবে ভূমিকা পালন করবেন।'

'আহা, কি আমার অবজারভেশন পোস্ট রে।' গোমড়ামুখে বললো জিওর্দিনো। 'অন্ধকার, বৃষ্টি, ফ্রস্ট স্মোক–বিপদ থেকে দূরে', সান্ত্বনা দিয়ে বললো পিট। 'ইচ্ছে করলে ওখানে আমরা আগুন জ্বেলে পিকনিক করতে পারি।'

'আপনাদের জন্যে সেটাই ভালো হবে', চেহারায় খানিকটা তৃপ্তি নিয়ে বললো কর্নেল। লোকজনদের ওপর চোখ বুলালো একবার। 'কথা বলে আর সময় নষ্ট করব না, চলো এবার, কিছু লোকের প্রাণ বাঁচানো যাক।'

'হ্যাঁ, বিশেষ করে প্রাণ বাঁচানোর একক এজেন্সি যখন পেয়ে গেছেন', বিড়বিড় করলো জিওর্দিনো।

'কি বললেন?'

'জিওর্দিনো বলছে, এলাইড ফোর্সের একজন হতে পারা ভারি সৌভাগ্যের ব্যাপার', বললো পিট।

জিওর্দিনোর দিকে এমন দৃষ্টিতে তাকালো কর্নেল, দু'জন যেনো জন্মশত্রু। 'স্পেশাল অপারেশন ফোর্স কাউকে অনারারি সদস্যপদ দেয় না। আপনারা সিভিলিয়ানা, আমাদের থেকে দূরে সরে থাকবেন।' ঝট করে ডিলিঞ্জারের দিকে ফিরল

মরটন হোলিস। 'আমার অনুমতি না পেয়ে নুমার কোনো লোক যদি লেডি ফ্র্যামবোরোর পা ফেলতে চেষ্টা করে, গুলি করবে। দ্যাটস অ্যান অর্ডার।'

'আ প্লেজার! ক্ষুধার্ত হাঙরের মতো হাসলো জন ডিলিঞ্জার।

কাঁধ ঝাঁকাল জিওর্দিনো। 'ঘৃণা ছড়াতে এরা দেখছি সাংঘাতিক পটু।'

পিট কিন্তু জিওর্দিনোর মতো মেজাজ গরম করলো না। কর্নেল হোলিসের মনোভাব পরিষ্কার উপলব্দী করলো ও। কর্নেলের লোকেরা প্রফেশনাল, একটা দল। আরেকবার সবার ওপর চোখ বুলালো ও। একহারা গড়নের দীর্ঘদেহী যুবক তারা, কারও বয়স পঁচিশের বেশি নয়, প্রত্যেকের চেহারায় দৃঢ়প্রত্যয় আর সংকল্পের ছাপ। একটা প্রশ্ন নাছোড়বান্দার মতো বারবার উদয় হলো পিটের মনে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এদের মধ্যে কে কে মারা পড়বে।

তিপান্ন

'আর কত দেরি?' জানতে চাইলো ম্যাকাডো, গা ছেড়ে দিয়ে ক্যাপটেন কলিন্সের সোফায় বসে রয়েছে।

পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ থাকায় ক্যাপটেনের কেবিনের টর্চলাইট জ্বালানো হয়েছে। সিলিঙের চারটে কোণ থেকে ঝুলছে সেগুলো।

কোরান পড়ছে সুলেমান আজিজ, মুখ না তুলে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল। 'কমিউনিকেশন রুমে আমার চেয়ে বেশি সময় কাটিয়েছেন আপনি, আপনিই বলুন।'

'পোয়াতি হাঁসের মতো অপেক্ষা করতে করতে হাঁপিয়ে উঠেছি আমি। আসুন, সবাইকে গুলি করে এই নরক থেকে কেটে পড়ি।'

হত্যা ষড়যন্ত্রের দোসর ম্যাকাডোর দিকে তাকালো সুলেমান আজিজ। মেক্সিকান লোকটা নোংরা। তার চুল তেল-চিটচিটে ময়লা, নখের ভেতর ধুলোবালি। দু'হাত দূর থেকে নাক টানলে দুর্গন্ধে ভূতও পালাবে। বিপজ্জনক হুমকি হিসেবে ম্যাকাডোকে শ্রদ্ধা করে সুলেমান আজিজ, তার বাকি সবকিছু ঘৃণার উদ্রেক করে।

সোফা ছেড়ে পায়চারি শুরু করলো ম্যাকাডো, মনটাকে শান্ত করতে না পেরে একটা চেয়ারে বসল। 'চব্বিশ ঘণ্টা আগেই নির্দেশ আসা উচিত ছিলো', বললো সে। 'টপিটজিন দ্বিধায় ভোগার মানুষ নন।'

'আখমত ইয়াজিদও নন', পবিত্র পুস্তকে চোখ রেখে বললো সুলেমান আজিজ। 'তাঁর আর পরম করুণাময় আল্লাহর উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তাঁরা আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ঠিকই করবেন।'

'কি ব্যবস্থা করবেন?' প্রায় চেঁচিয়ে উঠে জানতে চাইলো ম্যাকাডো। 'হেলিকপ্টার, জাহাজ, নাকি সাবমেরিন? আমাদের পরিচয় ফাঁস হবার আগে, না পরে? আপনি জবাবটা জানেন, মিশরীয় বন্ধু, তবু নিষ্প্রাণ মূর্তির ভূমিকা নিয়ে আছেন।'

চোখ না তুলে একটা পাতা ওল্টালো সুলেমান আজিজ। 'কাল এই সময় আপনি আর আপনার দল নিরাপদে পৌঁছে যাবেন মেক্সিকোয়।'

'আদর্শের জন্যে, বৃহত্তর স্বার্থে, আমাদেরকে বলি দেয়া হবে না, সে নিশ্চয়তা আপনি দিতে পারেন?'

'আমরা ধরা পড়া মানে আখমত ইয়াজিদ ও টপিটজিনের বিপদ', বললো সুলেমান আজিজ। 'কারণ শারীরিক নির্যাতন করা হলে আমরা মুখ খুলতে পারি। হাইজ্যাকিঙের সাথে তারা জড়িত, এ-কথা আমরা যদি ফাঁস করে দিই, তাদের সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হয়ে যাবে। আমার উপর বিশ্বাস রাখুন, আমাদের পালানোর ব্যবস্থা করা হবে। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন।'

'কি ব্যবস্থা?'

'প্ল্যানের ওই অংশটুকু আপনাকে জাননো হবে জিম্মিদের সম্পর্কে নির্দেশ আসার পর।'

অতিরঞ্জিত গল্পে ফাঁক-ফোকর দেখা দিতে শুরু করেছে। যে কোন মুহূর্তে সত্যের আভাস পেয়ে যাবে ম্যাকাডো। যতক্ষণ সুলেমান আজিজের নিজস্ব লোক জাহাজের কমিউনিকেশন, নেটওয়ার্ক অপারেট করবে, রেডিও সেট ভুল ফ্রিকোয়েন্সিতে থাকায় কোনো সঙ্কেত রিসিভ করা যাবে না। আখমত ইয়াজিদ, এবং সম্ভবত টপিটজিন, নির্ঘাত ঘেমে সারা হচ্ছে, যদি তারা ভেবে থাকে তাদের নির্দেশ অমান্য করে জিম্মিদেরকে খুন করে ফেলেছে সে। প্রচারণার স্বার্থে জিম্মিদেরকে বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে ওরা।

'নির্দেশের অপেক্ষায় থাকার দরকার কি। সবাইকে নিচে নিয়ে গিয়ে জাহাজটা ডুবিয়ে দিলেই তো হয়!'

'কাজটা নেহাতই বোকামি হয়ে যাবে। ক্রুরা বেশিরভাগ ব্রিটিশ, সিনেটের একজন কর্মকর্তাও রয়েছেন। রয়েছে মিশরীয় ও মেক্সিকান নাগরিকরা। এতগুলো মানুষকে খুন করলে পরিণতি কি ঘটতে পারে ভেবে দেখেছেন? আমাদের খোঁজে সারা দুনিয়া চষে ফেলা হবে।'

'তাছাড়া উপায়ই বা কি! সাক্ষী রেখে খুন করার মধ্যে আমি নেই।'

খাঁটি কথা, ভাবলো সুলেমান আজিজ, 'আমিও নেই।'

হ্যাঁচকা টানে খুলে ফেললো দরোজা। 'নির্দেশ তাড়াতাড়ি এলে ভাল', প্রায় হুমকির সুরে বললো ম্যাকাডো। 'তা না হলে, আগেই বলে রাখছি, আমার লোকদের সামলে রাখা কঠিন হবে। এরই মধ্যে তারা মিশনের দায়িত্ব আমাকে নেওয়ার জন্য চাপ দিতে শুরু করেছে।'

তাকে সমর্থন দিয়ে হাসলো সুলেমান আজিজ। 'দুপুরের মধ্যে... আমাদের নেতারা যদি দুপুরের মধ্যে কোনো নির্দেশ না পাঠান, মিশনের কমান্ড আমি আপনার হাতে তুলে দেব।'

সবেগে ঘুরে দাঁড়লো ম্যাকাডো। সন্দেহ আর অবিশ্বাসে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো তার চোখ। 'আমাকে কর্তৃত্ব দিয়ে আপনি সরে দাঁড়াবেন?'

'অসুবিধে কি? যে-কাজে পাঠানো হয়েছে তা আমি শেষ করেছি। বাকি আছে শুধু ছোট্ট একটা কাজ–প্রেসিডেন্ট হাসান আর হে'লা কামিলের ব্যবস্থা করা। সর্বশেষ ঝামেলাটা খুশি মনে আপনার কাঁধে তুলে দিতে পারি আমি।'

হঠাৎ করে খোদ শয়তানের হাসিতে কদাকার হয়ে উঠলো ম্যাকাডোর চেহারা। 'এই প্রতিশ্রুতি আপনাকে আমি রক্ষা করতে বাধ্য করব, মিশরীর বন্ধু। তখন সম্ভবত মুখোশের আড়ালে মুখটা দেখার সুযোগ হবে আমার।'

কেবিন থেকে বেরিয়ে গেলো সে।

দরোজাটা ক্লিক শব্দে বন্ধ হবার সাথে সাথে কোটের ভেতর থেকে মিনিয়েচর রেডিওটা বের করলো সুলেমান আজিজ। সুইচ অন করে বললো, 'ইবনে?'

'ইয়েস, সুলেমান আজিজ, হযরত।'

'তোমার লোকেশন?'

'জাহাজের পিছন দিকে আছি, জনাব।'

'তীরে ক'জন?'

'পুরানো খনির জেটিতে ছ'জনকে পাঠিয়েছি। জাহাজে আছি পনেরো জন, আপনাকে নিয়ে, হযরত। যেতে সময় লাগছে। বোটে একেক বারে তিনজন যেতে পারে। আটজনের রাবারের নৌকাটা এমনভাবে চেরা হয়েছে, মেরামত করা যাবে না।'

'স্যাবোটাজ?'

'অবশই, হযরত। ম্যাকাডো বাহিনীর কাজ।'

'আরো কোনো সমস্যা?'

'এখনও দেখছি না। ঠাণ্ডার ভয়ে বাইরের ডেকে ওরা কেউ বেরুচ্ছে না। বেশিরভাগ লাউঞ্জে বসে হুইস্কি খাচ্ছে। বাকিরা ঘুমিয়ে। বন্ধু হতে বলে কাজের কাজ করেছেন, জনাব। শৃঙ্খলা বলতে কিছুই নেই ওদের মধ্যে।

'বিস্ফোরক চার্জ?'

'গ্লেসিয়ারের মুখের সাথে একই রেখায় লম্বা একটা ফাটল আছে, সবগুলো এক্সপ্লোসিভ খানিক পরপর বসানো হয়েছে। বিস্ফোরণ ঘটলে গোটা সামনের পাঁচিল ধসে পড়বে জাহাজের ওপর।'

'জাহাজ ছাড়তে কতক্ষণ সময় লাগবে আমাদের?'

'স্রোত বেশ জোরালো, বৈঠা চালাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে আমাদের লোকেরা। আওয়াজের ভয়ে বোটের মোটর চালু করা যাচ্ছে না। স্যার, জাহাজ ছাড়তে সময় লাগবে আরও পঁয়তাল্লিশ মিনিট।'

'দিনের আলো ফোটার আগে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে হবে আমাদের।'

'সবাই জান-প্রাণ দিয়ে চেষ্টা করে যাবে, হযরত।'

'তোমাকে ছাড়া ফেরি অপারেশন চালাতে পারবে ওরা?' জানতে চাইলো সুলেমান আজিজ'

'পারবে।'

'একজন লোককে সাথে নিয়ে হাসানের কেবিনে আমার সাথে দেখা কোরো।'

'তার মানে কি, হযরত, ওদেরকে খতম করার সময় হয়েছে?' চাপা উত্তেজনার সাথে প্রশ্ন করলো ইবনে।

'না। ওদেরকে আমরা সাথে নিচ্ছি।'

রেডিওর সুইচ অফ করে পবিত্র কোরান পকেটে ভরলো সুলেমান আজিজ। তার সাথে বেঈমানী করা হয়েছে, কাজেই প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। ইয়াজিদের এতো সাধের প্ল্যানটা ভেঙে গুঁড়িয়ে দেবে সে। কাজের বিনিময়ে মূল্য বা পুরস্কার তো দূরের কথা, তার বদলে ম্যাকাডোকে দিয়ে তাকে আর তার হাইজ্যাক পার্টিকে খুন করার মতলব করেছে আখমত ইয়াজিদ। কেউ পিঠে ছুরি মারার চেষ্টা করলে সুলেমান আজিজ তাকে ক্ষমা করে না।

প্রেসিডেন্ট হাসান আর হে'লা কামিলকে বাঁচিয়ে রাখবে সুলেমান আজিজ। হ্যাঁ, বাঁচিয়ে রাখকে প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জোকেও। অন্তত কিছুদিনের জন্য হলেও। দর কষাকষিতে কাজে লাগবে। টেবিল উল্টে ফেলে দৃশ্যপট বদলে দেবে সে, সমস্ত দায় আর অভিযোগ চাপারে আখমত ইয়াজিদ ও টপিটজিনের ঘাঁড়ে। দুনিয়ার সামনে খুলে ধরবে তাদের মুখোশ।

নতুন একটা প্ল্যান তৈরি করার জন্যে সময় দরকার তার। তবে আগের কাজ আগে।

নিজের লোকদের নিয়ে জাহাজ থেকে সরে যেতে হবে তাকে। মেক্সিকান খুনীরা কিছু টের পাবার আগেই।

দরোজা খোলার শব্দে মুখ তুলে তাকালেন হে'লা কামিল, সন্ত্রাসবাদীদের নেতাকে ভেতরে ঢুকতে দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠলো বুক। অদ্ভুত মুখোশটার দিকে তাকিয়ে তার শুধু চোখ জোড়া দেখতে পেলেন তিনি, অনায়াস ভঙ্গিতে মেশিনগান ধরে আছে একহাতে। মেয়েলি কৌতূহলবশত তিনি ভাবলেন, অন্য কোনো পরিস্থিতিতে লোকটা কেমন কে জানে!

কেবিন স্যুইটের ভেতর ঢুকে কঠিন সুরে বললো সুলেমান আজিজ, 'আপনারা সবাই আসুন আমার সাথে।'

খারাপ কথাটাই আগে মনে আসে। এবার বোধহয় গুলি করা হবে ওদেরকে। ভয়ে কেঁপে উঠলেন হে'লা কামিল, চোখ নামিয়ে ডেকের দিকে তাকালেন, ভয় প্রকাশ করে ফেলায় রেগে উঠলেন নিজের ওপর।

উদ্বেশ বা দ্বিধা কোনোটাই প্রকাশ পেল না, প্রায় লাফ দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন সিনেটর পিট। দৃঢ়, দীর্ঘ পদক্ষেপে এগোলেন তিনি, সরাসরি সুলেমান আজিজের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, দু'জোড়া জুতোর ডগা ছোঁয় ছোঁয় অবস্থা। 'কোথায় নিয়ে যাচ্ছ আমাদের, এবং কেনো?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে উত্তর দাবি করলেন তিনি।

'ভুলে গেছেন আপনি আমার বন্দী?' ঠাণ্ডা স্বরে বললো সুলেমান আজিজ। 'যদি বলি, গুলি করার জন্যে নিয়ে যাচ্ছি, কি করার আছে আপনার?' বিদ্রূপের হাসি হাসলো সে। 'আর কখনও জেরা করবেন না আমাকে।'

'তোমার কথায় এতো গর্ব আর ধমক কেনো?' আরও তীক্ষ্ণ হলো সিনেটরের কণ্ঠস্বর। 'এভাবে কাউকে বন্দী করা কাপুরুষের কাজ, জানো না? আর বন্দীদের যারা গুলি করতে নিয়ে যায়, তারা নিশ্চয়ই অন্য কারো কেনা গোলাম।'

'বাজে কথা বলবেন না!' সিনেটরকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে কয়েক পা সামনে বাড়লো সুলেমান আজিজ, ম্লান চেহারাগুলোর দিকে এক এক করে তাকালো। 'বোটে চড়ে সবাই একটু বেড়াবেন আর কি? খানিকক্ষণ ট্রেন ভ্রমণের সুযযোগও পাবেন। আমার লোকেরা কম্বল দেবে একটা করে, সময়টা বেশ ভালই উপভোগ করবেন।'

কেউ কোনো কথা বললো না, শুধু তাকিয়ে থাকলো।

অসুস্থ, অসহায় অনুভূতি নিয়ে প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসানকে দাঁড়াতে সাহায্য করলেন হে'লা কামিল। একটানা কয়েকটা দিন মৃত্যুর হুমকির মধ্যে বাস করে জীবনের প্রতি আকর্ষণ হারিয়ে ফেলেছেন ভদ্রমহিলা। তাঁর এখন মনে হচ্ছে কিছুতেই কিছু এসে যায় না। অথচ অন্তরের গভীরে কোথাও আগুনের একটা ফুলকি ছুটোছুটি করছে, ইচ্ছাশক্তি একত্রিত করে বিদ্রোহ করার উৎসাহ দিচ্ছে তাকে। ধীরে ধীরে একজন যোদ্ধা অনুপ্রবেশ করলো তাঁর মধ্যে। যে জানে যুদ্ধে যাচ্ছে, জানে মৃত্যু অনিবার্য, সেইসাথে জানে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করবে সে।

ভেতরে ঢুকে কমিউনিকেশন রুম খালি দেখলো ম্যাকাডো। প্রথমে তার মনে হলো, সুলেমান আজিজের রেডিও অপারেটর সম্ভবত প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেছে। ব্যাথরুমটা পরীক্ষা করার পর তার ভুল ভাঙল।

রেডিও প্যানেলের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলো ম্যাকাডো। ঘুম না হওয়ায় লাল হয়ে আছে চোখ। চেহারায় সংশয়। ধীর পায়ে ব্রিজে চলে এলো সে, রাডার স্কোপের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা নিজের একজন লোকের দিকে এগোল। 'রেডিও অপারেটর কোথায়?' প্রশ্ন করলো সে।

ঘুরে দাঁড়ালো রাডার অবজারভার, কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললো, 'তাকে তো আমি দেখিনি, ক্যাপটেন কমিউনিকেশন নিমে নেই সে?'

'না, ঘরটা খালি।'

'ওদের লীডারকে জিজ্ঞেস করে দেখব?' ধীরে ধীরে মাথা নাড়লো ম্যাকাডো, মিশরীয় রেডিও অপারেটরের নিখোঁজ হওয়ার পিছনে কি কারণ থাকতে পারে বুঝতে পারছে না। 'জর্জ দেলগাদোকে ডেকে আনো এখানে। রেডিও বোঝে সে। আরবরা নয়, এখন থেকে কমিউনিকেশন রুমের দায়িত্বে থাকব আমরা।

ওরা কথা বলছে, দু'জনের কেউই খেয়াল করলো না, রাডারস্কোপে একটা জোরালো ব্লিপ উদয় হয়েছে। দ্বীপের মাঝখান দিয়ে উড়ে যাচ্ছে একটা আকাশ যান।

ব্লিপটা দেখে সতর্ক যদি হতোও ওরা, মেজর ডিলিঞ্জারের এয়ার অ্যাসল্ট টিমের অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছুই জানতে পারতো না শত্রুপক্ষ। স্পেশাল অপারেশন ফোর্সের সদস্যরা বিশেষ ধরনের চোরাগুপ্তা প্যারাসুট ব্যবহার করছে, রাডারে তা ধরা পড়বে না। এরই মধ্যে খুলে গিয়ে গ্লেসিয়ারে দিকে ভেসে যাচ্ছে সেগুলো।

চুয়ান্ন

টিল্ট-রোটর অসপ্রে বিমানে বসে আছে পিট। উঠা-নামা করে হেলিকপ্টারের মত, ঘণ্টায় ছয়শো কিলোমিটার গতিতে ওড়ে বাহনটা। ষোলো আনা জেগে আছে ও, অবিশ্বাস্য পাতলা প্যাড লাগানো অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি সীটে বসে, কানে এঞ্জিনের শব্দ নিয়ে শুধু বোধহয় একটা লাশের পক্ষেই ঘুমানো সম্ভব। শুধু একটা লাশের পক্ষে, তবে অ্যাল জিওর্দিনো বাদে। চুপসে আছে সে, মনুষ্য আকৃতির একটা বেলুন যেনো। কয়েক মিনিট পর পর, যেনো নির্দেশ দেয়া আছে মগজকে, চোখ না মেলে বা নিঃশ্বাসের ছন্দপতন না ঘটিয়ে পাশ ফিরে শুইছে।

'এটা কিভাবে সম্ভব?' সবিস্ময়ে জানতে চাইলো কেইটন ফিনলে।

'ওর জিনে আছে ব্যাপারটা', জবাব দিলো পিট।

'এরচেয়েও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে ওকে আমি ঘুমাতে দেখেছি', বললো রুডি।

কো-পাইলট ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকালো, 'ঠিক জানেন, উনি জ্ঞান হারাননি?'

সবাই ওরা হাসলো। তারপর নিস্তব্ধতা নেমে এলো অসপ্রের ভেতর, সবারই একটা চিন্তা, বাইরের হিম নরকে বেরুতে না হলে কি ভালই না হত। যতটা সম্ভব নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করছে পিট। খানিকটা তৃপ্তিও বোধ করছে ও। অ্যাসল্ট টিমে ওকে নেয়া হয়নি বটে, তবে কর্নেল হোলিস আর ডিলিঞ্জারের কাছাকাছি থাকার সুযোগ আদায় করা গেছে। জিম্মি উদ্ধারে ট্রেনিং পাওয়া প্রফেশনালরা দায়িত্ব পালন করুক। ওদের পিছু পিছু সমস্ত অ্যাকশন পর্যবেক্ষণে যাওয়ার অভিপ্রায় ওর।

বাবার ব্যাপারে তেমন কোনো দুশ্চিন্তা নেই ওর। সিনেটর পিট যে বেঁচে আছেন, এ ব্যাপারে মুহূর্তের জন্যে ওর মনে কোনো সংশয় জাগেনি। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করতে পারবে না, এমনকি নিজের কাছেও নয়, তবু কথাটা সত্যি–বাপের উপস্থিতি অনুভব করতে পারছে ও। বছরের পর বছর ধরে দু'জনের মধ্যে একটা মানসিক যোগাযোগ রয়েছে, অদৃশ্য বন্ধন বলা যেতে পারে, পরস্পরের মন খোলা বইয়ের মতো পড়তে পারে ওরা।

'ছ'মিনিটের মধ্যে ল্যান্ডিং পয়েন্টে পৌছে যাব', ঘোষণা করলো পাইলট।

বরফ ঢাকা চূড়াগুলোর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে অসপ্রে, তুমুল তুষার বৃষ্টির আড়ালে সেগুলো দেখা যাচ্ছে না, তবু চেহারায় কোনো উদ্বেগ নেই পাইলটের।

'আপনি জানছেন কিভাবে আমরা কোথায়?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

অলসভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো পাইলট। 'সব আমার কবজিতে।'

সামনের দিকে ঝুঁকে পাইলটের কাঁধের ওপর দিয়ে তাকালো পিট। কন্ট্রোলে কোনো হাত নেই। হাত দুটো বুকে ভাঁজ করে রেখেছে পাইলট, ছোট্ট একটা স্ক্রীনে তাকিয়ে আছে। জিনিসটা ভিডিও গেমের মতো দেখতে। গ্রাফিকস্ ডিসপ্লের নিচের দিকে অসপ্রের নাকটা শুধু দেখা যাচ্ছে। সচল ছবিতে রয়েছে পাহাড়, উপত্যকা-অসপ্রের নিচ দিয়ে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে সেগুলো। স্ক্রীনের ওপর দিকে, এক কোণে, দূরত্ব আর উচ্চতা লাল ডিজিটাল সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে।

'সমস্ত কিছুর বিকল্প হয়ে উঠছে কমপিউটার', মন্তব্য করলো পিট।

'ভাগ্য ভালো, যে এখনও ওরা এমন কোনো কমপিউটার বানাতে পারেনি যেটা যৌবনের চাহিদা মেটাতে পারে', বলে হো হো করে হেসে উঠলো রুডি।

'কিভাবে কাজ করে, বলবেন?' পাইলটকে জিজ্ঞেস করলো পিট।

'ইনফ্রারেড আর রাডার স্ক্যানারে নিচের গ্রাউন্ড স্টাডি করে, ত্রিমাত্রিক ডিসপ্লেতে স্টাডির রেজাল্ট রূপান্তর করে পাঠায় কমপিউটার।'

মাথা ঝাঁকাল পিট।

'ছোট্ট এই ইলেকট্রনিক গাইড যদি না থাকতো', বলে চললো পাইলট, 'পান্টা অ্যারেনাসে এখনও বসে থাকতাম আমরা দিনের আলো আর ভালো আবহাওয়ার অপেক্ষায়।' অদ্ভুত একটা শব্দ বেরিয়ে এলো ডিসপ্রে স্ক্রীন থেকে, আড়ষ্ট হলো পাইলট। 'সামনে আমাদের ল্যান্ড করার নির্ধারিত জায়গা। নামার জন্যে আপনার লোকদের প্রস্তুতি নিতে বলুন।'

'আপনাকে ঠিক কি নির্দেশ দিয়েছেন, কর্নেল হোলিস?'

পাহাড় চূড়ার পিছনে মাইনের ওপর দিকে কোথাও আপনাদের নামিয়ে দিতে হবে, জাহাজের রাডারে যাতে অসপ্রে ধরা না পড়ে। বাকি পথ আপনাদেরকে হেঁটে পেরুতে হবে।'

ফিনলের দিকে ফিরলো পিট। 'তোমার দিক থেকে কোনো সমস্যা?'

হাসলো ফিনলে। 'পাহাড়টা আমার স্ত্রীর পশ্চাৎদেশের মতই চেনা-ঢাল, খাদ, চড়াই, উতরাই ইত্যাদিসহ। খনির প্রবেশমুখ থেকে চূড়াটা তিন কিলোমিটার দূরে। ঢাল বেয়ে সহজেই নামা যায়। চোখ বুজে নামতে পারব।'

'আবহাওয়ার যা অবস্থা', ম্লান সুরে বললো পিট, 'ধরে নাও, ঠিক তাই তোমাকে করতে হবে।'

অসপ্রে এঞ্জিনের গর্জন থামলো, শুরু হলো তীব্রগতি বাতাসের একটানা আহাজারি। কার্গো হ্যাচ গ'লে বাইরে বেরিয়ে এসে শীতে ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলো নুমার সদস্যরা। নষ্ট করার সময় নেই, কোনো কথা হলো না, শুধু হাত নেড়ে বিদায় জানালো ওরা পাইলটদের। এক মিনিটের মধ্যে বাতাসের গায়ে হেলান দিয়ে রওনা হয়ে গেলো চারজন লোক, সাথে দুটো ব্যাগ। পাথুরে ঢাল বেয়ে চূড়ার দিকে উঠে যাচ্ছে দলটা।

নিঃশব্দে সবার সামনে চলে গেলো ফিনলে। আকাশে থাকতে যেমন দেখেছে ওরা, নিচে নামার পরও তাই দেখছে, তুষার বৃষ্টিতে খুব বেশি দূর দৃষ্টি চলে না। ফিনলের হাতের টর্চটা প্রায় কোনো কাজেই আসছে না। টর্চের আলোয় বৃষ্টির ফোঁটা চেনা যায়, এক কি দু'মিটার সামনের এবড়ো খেবড়ো পাথুরে জমি দেখা যায় কি যায় না।

একটা অ্যাসল্ট টিমের সাথে ওদের কোনো মিল নেই। দৃশ্যত কোনো অস্ত্র নেই। ঠাণ্ডা থেকে বাঁচার জন্যে চারজনের কাপড় চার রকম। পিট পরেছে ধূসর স্কি টগসটা গাঢ় নীল। রুডি পরেছে কমলা রঙের সারভাইভাল সুট, মাপ দুই সাইজ বড়। ফিনলের পরনে গলা-ঢাকা ওভারকোট, মাথায় কান-ঢাকা ক্যাপ। শুধু একটা জিনিস চারজনই ব্যবহার করছে, হলুদ লেন্স লাগানো স্কি গগলস।

বাতাসের গতিবেগ ঘণ্টায় বিশ কিলোমিটার। ভিজে পিচ্ছিল হয়ে আছে পাথর। পা হড়কে পিছলে গেলো ওরা, আছাড় খেলো। তবে কারো কোনো অভিযোগ নেই। না চাইলে কেউ কাউকে সাহায্যও করছে না।

মাঝে মধ্যে গগলস থেকে তুষার পরিষ্কার করতে হলো। খানিক পর সামনে থেকে ওরা দেখতে পেলো ঠিক যেনো তুষার মানব, অথচ পিছন দিকটা রীতিমতো শুকনো।

হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়লো ফিনলে। টর্চের আলো ফেলে বরফ-মুক্ত বোল্ডারগুলো পরীক্ষা করলো সে। বাতাসের গতি বেড়ে গেছে অনুভব করে বুঝতে পারলো, চূড়ার কাছাকাছি উঠে এসেছে ওরা। 'আর বেশি দেরি নেই', বাতাসের গর্জনকে ছাপিয়ে উঠলো তার গলা। 'এরপর শুধুই ঢাল বেয়ে নেমে যাওয়া।'

'দুর্ভাগ্য এখানে কোনো স্লেজগাড়ি ভাড়া পাওয়া যায় না।' ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে উঠলো জিওর্দিনো।

দস্তানা সরিয়ে ঢোকা ড্রাইভ ওয়াচের ডায়ালে চোখ রাখলো পিট। হামলার সময় নির্ধারিত হয়েছে সকাল পাঁচটা। আর আটাশ মিনিট পর। নাহ্, ওরা অনেক দেরি করে ফেলছে। 'চলো, তাড়াতাড়ি নামি। অনুষ্ঠানটা মিস করতে চাই না।'

পনেরো মিনিট দ্রুত নামলো ওরা। পাহাড়ের পা ক্রমশ চালু হয়ে নেমে গেছে। আঁকাবাঁকা একটা পথ খুঁজে পেল ফিনলে, খনির দিকে চলে গেছে। আরও নিচে নামার পর কুৎসিকদর্শন ঝোপের সংখ্যা কমে এল, পাথরগুলো এদিকে আগের চেয়ে ছোটো, আলগা। পাথুরে মাটিতে কাঁকর বেশি, পিছলে যাওয়ার আশঙ্কা কম। ভাগ্য ভালই বলতে হবে, বাতাসের গতিবেগ কমে এল, ধরে এলো তুষার বৃষ্টি। মেঘের নিরেট পর্দায় ফাঁক-ফোঁকর দেখা দিলো, উঁকি দিলো দু'চারটে করে তারা। চোখে গগলস না থাকলেও সামনেটা এখন ওরা দেখতে পাচ্ছে।

অন্ধকারের ভেতর উঁচু হয়ে থাকা আকরিক আবর্জনার একটা স্তূপ চিনতে পেরে আত্মবিশ্বাস বেড়ে গেলো ফিনলের। স্তূপটাকে ঘুরে ছোটো, ন্যারো-গেজ রেলরোড-এর পাশে পৌঁছুল দলটা, অন্ধকারের ভেতর অনুসরণ করলো সেটাকে।

ঘাড় ফিরিয়ে 'আমরা পৌঁছে গেছি' বলতে যাবে ফিনলে, কিন্তু বাধা দেয়া হলো তাকে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে, ঝট করে হাত বাড়িয়ে ফিনলের ওভারকোট খামচে ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো পিট, অপর হাত দিয়ে চেপে ধরলো তার মুখ।

'চুপ!' চাপা গলায় বললো পিট, ফিনলের মুখ থেকে হাত সরিয়ে টর্চটা ছোঁ দিয়ে কেড়ে নিয়ে বন্ধ করলো।

'কি...' শুরু করলো ফিনলে।

'চোপ!' ফিসফিস করলো পিট।

নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো রুডি, 'কিছু শুনেছ?'

'না, পরিচিতি একটা গন্ধ।

'পরিচিত গন্ধ?'

'বাচ্চা-ভেড়ার একটা পা', বললো পিট। 'আগুনে ঝলসানো হচ্ছে।'

পিছন দিকে মাথা কাত করে নাকে বাতাস টানলো ওরা।

'ঈশ্বর, তুমি ঠিক ধরেছ', বিড়বিড় করলো জিওর্দিনো। 'গন্ধটা আমিও পাচ্ছি।'

ফিনলেকে এতোক্ষণে ছেড়ে দিলো পিট। 'কি হে ফিনলে, তোমার আগেই দেখছি আরেকজন এসে দখল করে নিয়েছে খনিটা।'

'নিশ্চয়ই একদল গাধা। যদি ভেবে থাকে খনি থেকে দস্তা তুলতে পারবে...'

'একবারও ভাবছ না, ওরা দস্তা তুলতে না-ও এসে থাকতে পারে?'

একপাশে সরে গেলো রুডি। 'তুমি টর্চ নেভানোর আগে এদিকে কোথাও আমি কি যেনো একটা চকচক করতে দেখেছি।' ছোটো একটা বৃত্ত রচনা করে ঘুরতে শুরু করলো সে। বুটে লেগে কি যেনো একটা গড়িয়ে গেলো। সেটা তুলে আলোয় সামনে ধরলো সে। একটা স্কচ হুইস্কির খালি বোতল।

'অদ্ভুত ব্যাপার ঘটছে এখানে, বলতেই হবে', বিস্ময় প্রকাশ করলো ফিনলে। 'মাইনাররা এতো দামী মদ খায়, আমার জানা ছিলো না।'

রুডি বললো, 'হুইস্কি আর ভেড়ার পা, ধরে নেয়া চলে লেডি ফ্ল্যামবোরো থেকে এসেছে।'

'গ্লেসিয়ার যেখানে খাঁড়ির সাথে মিশেছে, সেখান থেকে কতটা দূরে আমরা?' জানতে চাইলো পিট।

'গ্লেসিয়ার উত্তর দিকে মাত্র পাঁচশো মিটার গেছে। খাঁড়ির দিকে মুখ করা পাঁচিলটা পশ্চিম দিকে দু'কিলোমিটারের কম।'

'ওর্ কিভাবে সরানো হয়?'

হাত তুলে খাঁড়ির দিকটা দেখালো ফিনলে। 'ন্যারো-গেজ রেলরোড রয়েছে না! খনির প্রবেশ মুখ থেকে ওর-ক্রাশার পর্যন্ত লম্বা লাইনটা, তারপর গেছে ডক পর্যন্ত, ওখানে জাহাজে তোলা হয় ওর।'

'কিন্তু তুমি কোনো ডকের কথা আগে বলোনি।'

'কেউ জিজ্ঞেস করলে তো বলব', কাঁধ ঝাঁকালো ফিনলে। 'ছোট একটা লোডিং জেটি।'

'জাহাজ থেকে আনুমানিক দূরত্ব?'

'হাতে জোর থাকলে, ডক থেকে একটা বল ছুঁড়ে জাহাজের খোলে লাগানো যায়।'

'দেখতে পাওয়া উচিত ছিলো', তিক্ত কণ্ঠে বিড়বিড় করলো পিট। 'কেউ আমরা দেখতে পাইনি।'

'কি বলছেন বুঝতে পারছি না!' ফিনলে অবাক।

'সন্ত্রাসবাদীদের সাপোর্ট দল', বললো পিট। 'জাহাজে যারা আছে, পালানোর জন্যে ওদের একটা অ্যাডভান্সড বেস দরকার। সাবমেরিনের ব্যবস্থা না থাকলে সাগরে নেমে ধরা পড়ার ঝুঁকি ওরা নেবে কেনো? আর সাবমেরিন যোগাড় করতে হলে বৈধ সরকারি সহযোগিতা লাগবে।'

'তাহলে সাপোর্ট দল, না অ্যাডভান্স বেস...', জিওর্দিনো শুরু করলো।

'পরিত্যক্ত খনিটা হেলিকপ্টার লুকিয়ে রাখার জন্যে আদর্শ জায়গা হতে পারে না?' তাকে থামিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করলো পিট। 'খাঁড়ি থেকে আসা-যাওয়া করার জন্যে এই রেইলরোডটাও ওরা ব্যবহার করতে পারবে।'

'কর্নেল হোলিস', দ্রুত, চাপা সুরে বললো জিওর্দিনো। 'তাকে ব্যাপারটা জানানো দরকার।

'সম্ভব নয়', বললো রুডি। 'আমাদের প্রতিবেশী কর্নেল যোগাযোগ রাখার জন্যে একটা রেডিও দিয়ে যেতে ভুলে গেছেন।'

'তাহলে কিভাবে তাকে জানানো যায়?'

'উপায় নেই', শ্রাগ করলো পিট। 'তবে, আতঙ্কবাদীদের হেলিকপ্টারগুলো অকেজো করে দিতে পারি আমরা। পারি খনিতে যারা আছে তাদের কোণঠাসা করে রাখতে।'

'সংখ্যায় ওরা পঞ্চাশজনও হতে পারে', প্রতিবাদ করলো ফিনলে। 'আমরা মাত্র চারজন।'

রুডি বললো, 'ওরা সতর্ক অবস্থায় নেই। নিশ্চয়ই ঝড়ের মধ্যে নির্জন একটা দ্বীপে ওদের ওপর হামলা চালানো হবে বলে আশঙ্কা করছে না।'

'রুডি ঠিক বলেছে', সায় দিলো জিওর্দিনো। 'ওরা সতর্ক থাকলে এতক্ষণে আমাদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়তো। চলো, আমরাই ওদের ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ি।'

'বিস্ময়ের ধাক্কা জিনিসটা আমারও খুব প্রিয়', বললো পিট। 'অন্ধকার আমাদেরকে সাহায্য করবে।'

'ওরা যদি টের পেয়ে যায়, ধাওয়া করে, আমরা কি পাথর ছুঁড়ব?' জিজ্ঞেস করলো ফিনলে।

'আমি বয় স্কাউটদের আদর্শে বিশ্বাসী', মুচকি হেসে বললো পিট।

পিটের সাথে একযোগে জিওর্দিনোও ঝুঁকে পড়লো, খুলে ফেললো ব্যাগ দুটো। জিওর্দিনো সবাইকে একটা করে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট বিলি করলো, আর পিট বিলি করলো আগ্নেয়াস্ত্র। ফিনলের দিতে বাড়িয়ে ধরলো একটা সেমি অটোমেটিক শটগান। বললো, 'বলছে, মাঝেমধ্যে শিকারে গেছ, তাই না? ধার করা জিনিস, তোমাকেও ধার দিলাম–টুয়েলভ-বোর বেনেলি সুপার নাইনটি।'

চকচক করে উঠলো ফিনলের চোখ। 'পছন্দ হয়েছে।' স্টকের ওপর এমন আলতোভাবে হাত বুলালো সে, ওটা যেনো কোনো কুমারীর গাল। এই সময় সে লক্ষ্য করলো, রুডি আর হাতে একটা করে হেকলার কোচ মেশিন গান রয়েছে, সাইলেন্সার সহ। 'এসব তো মোড়ের কোনো মনিহারী দোকানে কিনতে পাওয়া যায় না।'

'স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স-এর সম্পত্তি, বললো জিওর্দিনো। 'ধার করা হয়েছে, মরটন হোলিস আর জন ডিলিঞ্জার যখন অন্য দিকে তাকিয়ে ছিলো।'

আরও বিস্ময় অপেক্ষা করছিলো ফিনলের জন্যে, পিটকে একটা থম্পসন সাবমেশিন গানে গোল ড্রাম ঢোকাতে দেখে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেলো তার।

হাতঘড়ি দেখল পিট। মাত্র ছ'মিনিট পর জাহাজে হামলা চালাবে হোলিস আর ডিলিঞ্জার। 'আমি না বলা পর্যন্ত কোনো গোলাগুলি নয়। আমরা চাই না স্পেশাল ফোর্সের হামলাটা কেঁচে যাক। আতঙ্কবাদীদের ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে পারলে ওরাই জিম্মিদের উদ্ধার করতে পারবে।'

'কিন্তু গ্লেসিয়ারের ব্যাপারটা?' জিজ্ঞেস করলো ফিনলে। 'আমরা গুলি ছুঁড়লে শক ওয়েভ বরফের সামনের পাঁচিলে ফাটল তৈরি করবে না?'

'এই রেঞ্জ থেকে করবে না', তাকে আশ্বস্ত করলো রুডি। 'সবাই আমরা একসাথে গুলি করলেও দূর থেকে মনে হবে আঁতসবাজি পোড়ানো হচ্ছে।'

'মনে রেখো', বললো পিট। 'বন্দুকযুদ্ধ যতক্ষণ পারা যায় এড়িয়ে থাকতে চাই আমরা। আমাদের পথম কাজ হেলিকপ্টারগুলোকে কুঁজে বের করা।'

'সাথে কিছু বিস্ফোরক থাকলে ভালো হত', খেদ প্রকাশ করলো জিওর্দিনো।

'চাইলেই কি সব পাওয়া যায়?'

আশপাশই ভালো করে চিনে নেয়ার জন্যে ফিনলেকে কয়েক সেকেন্ড সময় দিলো পিট। তারপর মাথা ঝাঁকালো জিওলজিস্ট, ওদেরকে নিয়ে রওনা হয়ে গেলো। পুরানো, পড়ো পড়ো ভবনগুলোর পিছন দিয়ে এগোল ওরা, ছায়ার ভেতর থাকলো, পা ফেলছে যতটা সম্ভব নিঃশব্দে।

খনির চারপাশে ভবনগুলো বেশিরভাগই কাঠের মোটা পিলারের ওপর তৈরি করা হয়েছে, মাথার করোগেটেড টিনে মরচে ধরে গেছে। কোনোটা ছোটো দোচালা, কোনোটা তিন বা চারতলা উঁচু, দেয়ালগুলো অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। মাংস ঝলসানোর গন্ধ বাদ দিলে, পরিত্যক্ত ওয়েস্টার্ন শহরের মতো জায়গাটা।

হঠাৎ করে লম্বা একটা শেডের পিছনে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ফিনলে, একটা হাত তুললো, বাকি তিনজন তার কাছাকাছি আসার অপেক্ষায় থাকলো। কোণ থেকে উঁকি দিয়ে একবার তাকালো সে, তারপর আরেকবার, সবশেষে ফিরল পিটের দিকে। 'আমার ডান দিকে, কাছেই রিক্রিয়েশন আর ডাইনিং হল ভবন, ফিসফিস করে বললো সে। 'ভারী পর্দার ভেতর থেকে আলোর ফালি বেরিয়ে আসছে, দেখতে পাচ্ছি আমি।'

নাক টেনে বাতাসের গন্ধ নিলো জিওর্দিনো। 'পা-টা ওরা খুব ভালভাবে ঝলসাচ্ছে।'

'গার্ডদের দেখতে পাচ্ছ?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'না, কেউ কোথাও নেই।'

'হেলিকপ্টারগুলো কোথায় লুকাতে পারে?'

'মেইন মাইন হলো খাড়া একটা শ্যাফট, সিক্স লেভেল পর্যন্ত নেমে গেছে। কাজেই পার্কিং গ্যারেজ হিসেবে ওটা কোনো কাজে লাগবে না।'

'তাহলে কোথায়?'

ভোর-রাতের অন্ধকারে একটা হাত তুললো ফিনলে। 'সবচেয়ে বড় খোলা জায়গা ওর-ক্রাশিং মিল। হেভি ইকুইপমেন্ট রাখার জন্যে ওখানে একটা স্লাইডিঙ দরোজাও আছে। কপ্টারের রোটর ব্লেড যদি ভাঁজ করা যায়, ভেতরে অন্তত তিনটে ঢোকানো সম্ভব।'

'চলো তাহলে দেখানেই আগে দেখি', বললো পিট।

নষ্ট করার মতো সময় নেই। এখন থেকে যে কোন মুহূর্তে অ্যাসল্ট দল হামলা শুরু করবে। ডাইনিং হল পেরিয়ে সামান্য একটু এগিয়েছে ওরা, অকস্মাৎ দড়াম করে একটা দরোজা খুলে গেলো, বৃষ্টির ভেতর দিয়ে ছুটে এলো উজ্জ্বল আলোর একটা লম্বা ফালি, হাঁটুর নিচে থেকে ওদের পাগুলো আলোকিত করলো। স্থির মূর্তি হয়ে গেলো চারজনই, অস্ত্রগুলো ফায়ারিঙ পজিশনে চলে এসেছে।

ভেতরের আলোয় একটা মূর্তিকে দেখা গেলো কয়েক সেকেন্ডের জন্যে। দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে একটা প্লেট থেকে অভুক্ত খাবার ছুঁড়ে বাইরে ফেললো সে।

পিছিয়ে বন্ধ করলো দরোজা। আরও দু'সেকেন্ড পর সিধে হয়ে ক্রাশিং মিলের দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়ালো ওরা।

ঘাড় ফিরিয়ে ফিনলের কানে ঠোঁট ঠেকালো পিট। 'ভেতরে ঢুকব কিভাবে?'

'কনভেয়র বেল্ট আছে, ভবন থেকে ক্রাশারে আসে ওর, ক্রাশার থেকে পাঠানো হয় ট্রেনে। সমস্যা হলো, সবই আমাদের মাথার অনেকটা ওপরে।'

'নিচের দরোজা?'

'ইকুইপমেন্ট-স্টোরেজ-এর দরোজাটা বড়', বললো ফিনলে, তার গলাও পিটের মতো নিচু। 'আর আছে সদর দরোজা। যতদূর মনে পড়ে, একটা সিঁড়িও আছে পাশের অফিসে যাবার জন্যে....'

'সন্দেহ নেই তালা মারা', বললো জিওর্দিনো।

'সামনের দরোজা', বললো পিট। 'ভেতরে যারা আছে তারা সম্পূর্ণ অচেনা কাউকে আশা করছে না। শান্ত, স্বাভাবিকভাবে যাবো আমরা, যেনো দলেরই লোক। তিনজন বন্ধু ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে আসব।'

বিড়বিড় করে অ্যাল বললো, 'আমি একশো ডলার বাজি রাখতে পারি, ক্যাঁচ ক্যাঁচ করবে দরোজা।'

ক্রাশিং মিলের একটা কোণ ধীর পায়ে ঘুরলো ওরা, কোনো বাধা না পেয়ে ভেতরে ঢুকল উঁচু একটা দরোজা দিয়ে, কব্জাগুলো কোনো প্রতিবাদ করলো না।

'দরোজা আওয়াজ না করুক, নির্ঘাত মাথার ওপর ছাদ ভেঙে পড়বে।' দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে হিসহিস করে উঠলো জিওর্দিনো।

বিল্ডিঙের ভেতরটা বিশাল। হওয়ারই কথা। দানবাকৃতি একটা অক্টোপাসের মতো মাঝখানে রয়েছে মেকানিকাল মেশিনটা, সাথে কনভেয়র বেল্ট, ওয়াটার হোস আর ইলেকট্রিকাল ওয়্যারিংগুলো যেনো গুঁড়। ওর-ক্রাশারে রয়েছে বিভিন্ন মাপের ইস্পাতের বল সহ লম্বা সিলিন্ডার।

একদিকের দেয়াল বরাবর বসানো রয়েছে প্রকাণ্ড আকারের ট্যাংকগুলো। মাথার ওপরে ক্যাটওয়াক, ইস্পাতের মই বেয়ে উঠতে হয়। ক্যাটওয়াক রেইলিং থেকে কর্ডের ডগায় ঝুলছে আলোর মালা, বিদ্যুৎ সরবরাহ হয় পোর্টেবল জেনারেটর থেকে, সেটার এগজস্ট এককোণে বেরিয়ে আছে।

আন্দাজ করতে ভুল হয়েছে পিটের। দুটো, এমনকি তিনটে হেলিকপ্টার থাকবে বলে আশা করেছিলো ও। রয়েছে মাত্র একটা-বড়সড় ব্রিটিশ ওয়েস্টল্যান্ড কমান্ডো, পুরানো হলেও বিশ্বস্ত বাহন, সাধারণত ট্রুপস ট্র্যান্সপোর্টের কাজেই ব্যবহার করা হয়। ত্রিশজন বা আরও বেশি লোকের জায়গা হবে ভেতরে। উঁচু মেকানিক স্ট্যান্ডে কমব্যাট ফেটিগ পরা দু'জন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে, এঞ্জিনের পাশে অ্যাকসেস প্যানেলের ভেতর দিয়ে কি যেনো দেখছে তারা। নিজেদের কাজে একতই মগ্ন, ভোর রাতের আগন্তুকদের দিকে তাকালোই না।

ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে, খোলা ক্রাশিং রুমের ভেতর ঢুকলো পিট। ওর ডানদিকে ফিনলে, বাঁ দিকটা কাভার দিচ্ছে জিওর্দিনো, পিছনে রয়েছে রুডি। হেলিকপ্টারের ক্রু দু'জন এখনও ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে তাকাচ্ছে না। তৃতীয় লোকটাকে হঠাৎ করে দেখতে পেলো ওরা, চমকে উঠলো যেনো ভুত দেখেছে।

দরোজার দিকে পিছন ফিরে, ওল্টানো একটা বাক্সের ওপর বসে আছে সে, একটা সাপোর্ট বীম-এর পিছনে।

ইঙ্গিতে নির্দেশ দিলো পিট। ফিনলে আর জিওর্দিনোকে ছায়ার ভেতর দিয়ে হেলিকপ্টার ঘুরে উল্টোদিকে যেতে হবে, ওদিকে আর কোনো আছে কিনা দেখার জন্যে। ওরা অদৃশ্য হয়ে যেতেই ঘাড় ফিরিয়ে পিটের দিকে তাকালো গার্ড, খোলা দরোজা দিয়ে আসা ঠাণ্ডা বাতাস সতর্ক করে দিয়েছে তাকে।

তাড়াহুড়ো করলো না পিট, ইতিস্ততও করলো না। শান্তভাবে এগোল গার্ডের দিকে। লোকটা কালো কমব্যট ফেটিগ পরে আছে, মাথায় স্কি মাস্ক। দু'মিটার দূরে তাকতে মৃদু হাসলো পিট, হাতটা সামান্য একটু তুলে নাড়লো।

নিস্পলক তাকিয়ে থেকে আরবীতে কি যেনো বললো লোকটা।

হাসিটা আরও বড় হলো পিটের মুখে, কাঁধ ঝাঁকালো। বিড়বিড় করে কিছু একটা বললো, জেনারেটরের আওয়াজে শুনতে পাওয়া গেলো না।

হঠাৎ করেই ওর হাতের থম্পসন মেশিন গানের ওপর চোখ পড়লো গার্ডের। বিস্ময় কাটিয়ে উঠে হাতের আগ্নেয়াস্ত্র পিটের দিকে তাক করতে দু'সেকেন্ড দেরি করে ফেললো সে, দিতে হলো কঠিন মূল্য। থম্পসনের বাঁটটা সবেগে তার মাথায় নামিয়ে আনলো পিট।

সাপোর্ট বীমের আড়ালে কাত হয়ে পড়ে গেলো গার্ড, তার হাতের অস্ত্রটা মেঝেতে খসে পড়ার আগেই ধরে ফেললো পিট। অজ্ঞান দেহটাকে আগের ভঙ্গিতে বসালো সে, দেখে মনে হবে ঝিমুচ্ছে। হেলিকপ্টারের ফরওয়ার্ড ফিউজিলাজের তলা দিয়ে এগোল ও। মেকানিক দু'জন এঞ্জিনে কাজ করছে এখনও। মইটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো ও, মইয়ের মাথায় স্ট্যান্ডে দাঁড়ানো লোক দু'জন শূন্যে ছিটকে পড়, এতই চমকে গেছে যে, চিৎকার করতে ভুলে গেলো। কঠিন মেঝেতে বস্তার মতো পড়লো তারা, একজন মাথায় আঘাত পেয়ে সাথে সাথে জ্ঞান হারালো, আরেকজন কাত হয়ে পড়ায় তার একটা হাত ভেঙে গেলো। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠলো লোকটা, খুলিতে থম্পসনের বাড়ি খেয়ে থামলো।

'চমৎকার রিফ্লেক্স', নিস্তব্ধতা ভাঙল ফিনলে। 'প্রতিটি নড়াচড়ার ছবি বাঁধাই করে রাখার মত।'

'ক্যামেরা আনিনি, সেজন্যে তুমি আমাদেরকে ফায়ারিঙ স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করাতে পারো', বলে হাসলো রুডি।

'সবগুলোকে অচল করা গেছে, ঠিক?' দ্রুত জিজ্ঞেস করলো পিট।

'আরে না। হেলিকপ্টারের পিছনে চলুন, দেখতে পাবেন।'

সাবধানে হেলিকপ্টারের তলা দিয়ে এগোল ফিনলে, তাকে অনুসরণ করলো পিট। পিছন দিকে এসে হেসে ফেললো ও। একটা ফোল্ডিং চেয়ারে বসে রয়েছে জিওর্দিনো, তার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে চারজন বন্দী, প্রত্যেকের মাথায় একটা করে স্লীপিং ব্যাগ গলানো।

'নিখুঁত প্যাকেট তৈরিতে তোমার জুড়ি মেলা ভার', প্রশংসা করলো পিট।

বন্দীদের ওপর চোখ রেখে জিওর্দিনো বললো, 'আর তোমার স্বভাব হলো, শব্দ করা। এতো কিসের আওয়াজ, শুনি?'

'মেইন্টেন্যান্স স্ট্যান্ড থেকে দু'জন মেকানিক পড়ে গেছে, আমার কি দোষ!'

'সব মিলিয়ে ক'জনের উপকার করলাম আমরা?' জানতে চাইলো জিওর্দিনো।

'সাত জনের।'

'চারজন নিশ্চয়ই ফ্লাইট ক্রুদের অংশবিশেষ।'

মেকানিকদের একজনের দিকে ইঙ্গিত করলো ফিনলে। 'একটার জ্ঞান ফিরছে।'

থম্পসনটা কাঁধে ঝুলিয়ে নিলো পিট। 'ফিনলে, মুখে কাপড় গুজে হাত-পা বাঁধো ওদের। কপ্টারের ভেতর কাপড় পাবে। জিওর্দিনো, সব ক'টার ওপর নজর রাখো। রুডিকে নিয়ে বাইরেটা দেখে আসি আমি।'

'নো প্রবলেম!' আশ্বস্ত করলো জিওর্দিনো।

'সাবধান, সুযোগ পেলেই ওরা তোমাকে খুন করবে।'

দু'জন বন্দীর কাপড় খুলে নিয়ে পরল ওরা। পিট পড়লো গার্ডের কালো ফেটিগ আর স্কি মাস্ক। দরোজার দিকে হেঁটে গেলো ওরা, গা ঢাকা দেয়ার কোনো চেষ্টা করলো না। রাস্তার মাঝখান দিয়ে দৃঢ় পায়ে এগোল, দু'পাশের ভবনগুলোর ওপর চোখ বুলালো। ডাইনিং হলের কাছে এসে ছায়ার ভেতর আশ্রয় নিলো ওরা, উঁকি দিয়ে একটা জানালার ভেতর তাকালো।

পর্দার ফাঁক দিয়ে রুডিও তাকালো, 'সব মিলিয়ে বারোজনের মতো মনে হচ্ছে। সবাই সশস্ত্র। যেনো চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছে না?'

'কর্নেলের নিকুচি করি', ফিসফিস করে বললো পিট। 'একটা রেডিও দিয়ে গেলে....'

'এখন অনেক দেরি হয়ে গেছে।'

'দেরি হয়ে গেছে মানে?'

'সময়ের হিসাব রাখছ না? পাঁচটা। সময় মতো হামলা হয়ে থাকলে, কর্নেলের সাপোর্ট ফোর্স আর মেডিকের দল এই মুহূর্তে জাহাজের পথে আকাশে থাকার কথা।'

ঠিক ধরেছে রুডি। স্পেশাল ফোর্সের হেলিকপ্টার আকাশে উঠলে আওয়াজ পেত ওরা।

'চলো ওর ট্রেনটা খুঁজি', বললো পিট। 'ওটাকে অচল করে দিতে হবে। খনি আর জাহাজের মাঝখানে কিছুই যেনো চলাচল করতে না পারে।'

ডাইনিং হলের দেয়াল বরাবর নিঃশব্দে এগোল ওরা। প্রতিটি জানালার সামনে নিচু হলো, বাঁক ঘোরার আগে উঁকি দিয়ে দেখে নিলো সামনেটা। ছায়া থেকে খোলা জায়গায় বেরিয়ে এলো স্বাভাবিকভাবে, যেনো কোনো কাজে যাচ্ছে। রেইলরোডে পৌঁছুল ওরা, লাইন ধরে ছুটল। বৃষ্টি আর বাতাস থেমেছে, পূর্ব আকাশের তারাগুলো ম্লান হতে শুরু করেছে এরই মধ্যে। থম্পসনটাকে দু'হাতে শক্ত করে বুকের কাছে ধরে ছুটছে পিট, অশুভ আশঙ্কায় কুঁকড়ে আছে মন।

নিশ্চয়ই খুব খারাপ কিছু একটা ঘটেছে।

পঞ্চান্ন

কর্নেল হোলিসের মনে হলো, বোট ছাড়ার পর এক জনম পেরিয়ে গেছে।
ক্যারিয়ার পিজিয়ন হেলিকপ্টার উপকূল রেখা বরাবর খুব নিচ দিয়ে উড়ে খাঁড়ির মুখে খুদে একটা দ্বীপে কোনো রকম বিপদ ছাড়াই পৌঁছে দিয়ে গেছে দলটাকে। বোট পানিতে নামাতে বা বোটে চড়ে রওনা হতেও কোনো সমস্যা হয়নি। তবে খানিক পরই তীব্রগতি জোয়ারের মধ্যে পড়ে তারা, বোট সামলাতে হিমশিম খেতে হয়েছে। কপাল ফাটার ওই শুরু।

শব্দহীন টো বোট বেশ চলছিলো, রওনা হবার দশ মিনিট পর হঠাৎ সেটার মোটর অচল হয়ে পড়লো। অগত্যা বৈঠা মেরে এগোতে হলো দলটাকে, আঙুলের ফাঁক গলে বেরিয়ে যেতে শুরু করলো মহার্ঘ সময়, ভোরের প্রথম আলো ফোটার আগে লেডি ফ্ল্যামবোরোয় পৌঁছুনোর আশা ম্লান হয়ে এল।

কি এক রহস্যময় কারণে এরপর অকেজো হয়ে পড়লো কমিউনিকেশন সিস্টেম। হতাশায় মাথার চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করলো কর্নেলের, জন ডিলিঞ্জার বা গ্রাউন্ড টীমের আর কারো সাথে যোগাযোগ করতে পারলো না সে। জন ডিলিঞ্জার জাহাজে পৌঁছুল, নাকি হারিয়ে গেলো গ্লেসিয়ারে?

হামলা করার নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাচ্ছে, দ্বিতীয় টিমের অবস্থান জানা নেই, এখন আর অপারেশনটা বাতিল করাও সম্ভব নয়, করণ অসময়ে হামলা করার চেয়ে ঝুঁকি তাতে বেশি পাবেন। বাতিল করা হলে জন ডিলিঞ্জার তা জানবে না।

কর্নেলের একমাত্র সুবিধে 'ফগ স্মোক'। ছোটো বোটগুলোর চারধারে ঘন ধোঁয়ার মতো ভেসে আছে কুয়াশা, খানিকটা দূর থেকেও কেউ ওদেরকে দেখতে পাবে না।

একে অন্ধকর রাত, তার ওপর কুয়াশা, কয়েক মিটারের বেশি ওরাও কিছু দেখতে পাচ্ছে না। ইনফ্রারেড স্কোপ-এর সাহায্যে খুদে বহর নিয়ে এগাচ্ছে কর্নেল। সবগুলো বোটকে তিন মিটারের মধ্যে রেখেছে সে, কাউকে দিকভ্রান্ত হতে দেখলো মিনিয়েচার রেডিওতে নির্দেশ দিয়ে ফিরিয়ে আনছে পথে।

স্কোপটা লেডি ফ্ল্যামবোরোর দিকে ঘোরালো সে। আন্দাজ করলো, এখনও ওটা প্রায় এক কিলোমিটার দূরে। জাহাজের সুদৃশ্য কিনারাগুলো যেনো, শ্বেতপাথরের পাঁচিলের সামনে অ্যান্টিক বাথটাবে ভাসছে।

দেখি যা করার করিয়ে দিয়ে অবশেষে অকস্মাৎ মন্থর হয়ে পড়লো জোয়ারের গতি। কর্নেল লক্ষ্য করলো, তার লোকজন বৈঠা চালিয়ে ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেছে।

আড়াল করে রাখা কুয়াশা পাতরা হতে শুরু করলো। শত্রুপক্ষের সহজ নিশানায় পরিণত হতে হবে ভেবে ভয় পেলো কর্নেল। মুখ তুললো সে। কুয়াশার ফাঁকগুলো দিয়ে দেখলো হালকা নীল হতে শুরু করেছে কালো আকাশ।

তার বোটটা খাঁড়ির মাঝখানে রয়েছে, তীরের সবচেয়ে কাছাকাছি অংশটুকুতে আড়াল পেতে হলে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে ছাড়িয়ে আরও আধ কিলোমিটার এগোতে হবে।

'জোরে বৈঠা চালাও, আরও জোরে!' নির্দেশ লি কর্নেল, ইনফ্রারেড স্কোপ ছেড়ে দিয়ে নিজেও একা বৈঠা তুলে নিলো হাতে।

সরাসরি জাহাজের দিকে এগোল বোটগুলো। ক্ষীণ আশা দেখা দিয়েছে সবার মনে। দেরিতে হলেও, হামরা চালানোর সুযোগ এখনও আছে তাদের।

কিন্তু জন ডিলিঞ্জার? গ্লেসিয়ারের ওপর দ্বিতীয় দল? কোথায় তারা?

মেজর ডিলিঞ্জারও সুখে নেই। পরিস্থিতি সম্পর্কে তার বরং আরও আবছা ধারণা সি-১৪০ ট্র্যান্সপোর্ট প্লেন থেকে জাম্প করার পরপরই তীব্রগতি বাতাস আকাশময় চরকির মতো ঘোরাতে শুরু করলো তাদেরকে।

কার কি অবস্থা দেখার জন্যে চোয়াল শক্ত করে ওপর দিকে মুখ তুললো জন ডিলিঞ্জার। প্রত্যেকের কাছে ছোটো একটা নীল আলো আছে, কিন্তু তুষার বৃষ্টি আড়াল থাকায় দৃষ্টি চলে না। প্যারাসুট খোলার পরপরই তাদেরকে হারিয়ে ফেললো সে।

নিচের দিকে হাত বাড়ালো মেজর, পায়ের সাথে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো ছোটো কালো বাক্সটা নাগালের মধ্যে পেয়ে সুইচে চাপ দিলো। কথা বললো খুদে ট্র্যান্সমিটারে, 'মেজর ডিলিঞ্জার বলছি। মার্কার বীকন অন করেছি আমি। সাত কিলোমিটার গ্লাইড করে যেতে হবে আমাদের, কাজেই আমার কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করো সবাই, ল্যান্ড করার পর চলে এসো আমার কাছে।'

'এই জঘন্য অবস্থায় আইল্যান্ডে নামতে পারাটাই সাত পুরুষের ভাগ্য।' দলের একজন অসন্তুষ্ট সদস্য বললো।

'ইমার্জেন্সী ছাড়া রেডিও সাইলেন্স বহাল থাকবে', হুকুম করলো মেজর।

সবচেয়ে বড় ভয়, গ্লেসিয়ারের কিনারা ছাড়িয়ে খাঁড়িতে গিয়ে পড়তে পারে ওরা। ভাগ্য বিপদে ফেললো উল্টোভাবে, কিনারা থেকে বড় বেশি পিছনে ল্যান্ড করলো ওরা, প্রায় এক কিলোমিটার।

অন্ধকারের ভেতর ধীরে ধীরে উন্মোচিত হলো গ্লেসিয়ারটা; জন ডিলিঞ্জার দেখলো সরাসরি একটা ফাটলের ভেতর পড়তে যাচ্ছে সে। অসহায়ভাবে শূন্যে হাত-পা ছুঁড়লো, কিন্তু তাতে কি আর প্যারাসুট দিক বদলায় আকস্মিক দমকা বাতাসে খানিকটা কাজ হলো, ফাটলের ভেতর দিকের দেয়ালে বাড়ি খেলো মেজর, প্যারাসুটে টান পড়ায় ফাটলের ঠোঁট থেকে উঠতে পারলো। প্যারাসুট গুটাবার কোনো চেষ্টা না করে মিনিয়েচার রেডিওতে কথা বললো সে, 'আমি জন ডিলিঞ্জার। নিচে নেমেছি। আমার পজিশনে চলে এসো সবাই।'

কোটের পকেট থেকে হুইসেল বের করে দশ সেকেন্ড পর পর একবার করে বাজালো সে, প্রতিবার দিক বদলে। কয়েক মিনিট কেটে গেলো, কারো দেখা নেই। সাত-মিনিটের মাথায় একজন, আট মিনিটের মাথায় আরেকজন, এভাবে বারো মিনিটের মধ্যে হাজির হলো সবাই। চারদিকে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়েছিলো ওরা। একজনের গোড়ালি মচকে গেছে, কাঁধের হাড় ভেঙেছে আরেকজনের, সার্জেন্টের ভেঙেছে কবজি। আহতদের দিকে ফিরে মেজর বললো, 'সবার সাথে তাল মেলাতে পারবে না তোমরা, কাজেই পিছনে থাকো। আলোয় যেনো হুড থাকে।' সার্জেন্টকে নিজের পাশে দরকার তার। 'ফস্টার, রশি দাও সবার হাতে। গেট রেডি। আমি সামনে আছি।'

কে মিনিটের মধ্যে রওনা হয়ে গেলো দলটা।

ভাঙাচোরা, উঁচু-নিচু বরফের ওপর দিয়ে এগোনো সহজ নয়, তবু হাঁটা আর দৌড়ের মাঝখানে একটা ভঙ্গি নিয়ে বেশ দ্রুতই যাচ্ছে ওরা। সবা কোমরে রশি জড়ানো আছে, হঠাৎ ফাটলের ভেতর পা গলে গেলে খুব একটা ভয়ের কারণ নেই, বাকি সবাই তাকে টেনে তুলবে। দু'বার বিরতি নিলো মেজর, বিশ্রাম নেয়ার সাথেসাথে চরপাশে চোখ বুলিয়ে দিক সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া গেলো।

সামনে পড়লো একটা আইস রিজ। রিজের পর খোলা একটা খাদ। এতো চওড়া খাদটা, লাফ দিয়ে পেরুনোর প্রশ্নই ওঠে না। ওপারের শক্ত বরফে লোহার একটা আঁকশি আটকাতে সাত মিনিট বেরিয়ে গেলো। আটকানো গেলেও, বরফ ভেঙে সেটা খুলে আসতে পারে। সবচেয়ে হালকা লোকটা লাইন ধরে এক ইঞ্চি এক ইঞ্চি করে খাদ পেরুচ্ছে, রুদ্ধশ্বাসে দেখছে সবাই। ওপারে পৌঁছে আঁকশিটা ভালো করে বরফের ভেতর গাঁথলো সে। একজন একজন করে খাদ পেরোতে বেরিয়ে গেলো আরও দশটা মিনিট।

মন মেজাজের অবস্থা খুবই খারাপ মেজরের। টিমে মাত্র দু'জন লোক অক্ষত, হামলা করার নির্দিষ্ট সময় অনেক আগেই পার হয়ে গেছে। নুমা সদস্যদের পরামর্শ গ্রহণ করেনি বলে নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছে তার। বরফে নামার পর থেকে হামরা করার মধ্যবর্তী সময় দ্বিগুণ ধরা উচিত ছিলো।

ডাইভ টিমের অবস্থা কি হয়েছে ভাবতে গিয়ে শিউরে উঠলো জন ডিলিঞ্জার। তারা যদি লেডি ফ্ল্যামবোরোর খোলের পাশে ওদের জন্যে অপেক্ষায় থাকে, স্রেফ ঠাণ্ডায় মারা পড়বে সব কজন। বারবার সঙ্কেত পাঠিয়েও কর্নেলের কাছ থেকে কোনো সাড়া পায়নি সে। তার পিছনে ফুটতে শুরু করেছ ভোরের ক্ষীণ আলো, ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে গ্লেসিয়ারের সারফেস। চারদিকে অদ্ভুত এক নির্জনতা। ভীতিকর নিস্তব্ধতা স্নায়ুর ওপর যেনো একটা অত্যাচার। খাঁড়ির চকচকে ভাবটুকুও দেখতে পেল সে। যোগাযোগ ব্যবস্থা অচল হয়ে যাবার কারণটা হঠাৎ উপলব্ধি করতে পারলো জন ডিলিঞ্জার।

ইনফ্রারেড স্কোপ ছাড়াই এখন জাহাজটাকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে কর্নেল হোলিস। শ্যেনদৃষ্টি সন্ত্রাসবাদীদের একজন যদি এই মুহূর্তে সরাসরি তাকায়, গাঢ় রঙের পানির গায়ে বোটের ছায়া দেখতে পাবে সে। মাঝখানের দূরত্ব দ্রুত কমে আসছে, নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে কর্নেল।

আশা নেই জেনেও হাল ছাড়েনি সে, ডিলিঞ্জারের সাথে এখনো যোগাযোগের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

'হাঙর ডাকছি। বাজপাখি, সাড়া দাও।' এবার নিয়ে বোধহয় একশো পাঁচবার ডাকতে যাচ্ছে সে, এই সময় এয়ারপিস থেকে হঠাৎ করে বেরিয়ে এলো ডিলিঞ্জারের গলা।

'বাজপাখি বলছি, পরিস্থিতি জানান।'

'দেরি করছো তোমরা!' শান্তভাবে ফিসফিস করলো কর্নেল। 'আমার ডাকে সাড়া দাওনি কেনো?'

'এইমাত্র নাগালের মধ্যে এলাম। বরফের পাঁচিল আমদের সঙ্কেত ভেদ করতে পারেনি।'

'তোমরা কি পজিশনে পৌঁচ্ছে?'

'নেগেটিভ, ভোঁতা গলায় বললো জন ডিলিঞ্জার। একটা সঙ্কটে পড়েছি, উদ্ধার পেতে সময় লাগবে।'

'কাকে তুমি সঙ্কট বলো?'

'গ্লেসিয়াল ফ্রন্টের পিছনে, একটা আইস ফ্যাকচারে অনেকগুলো এক্সপ্লোসিভ রাখা হয়েছে, সিগন্যালের সাহায্যে ডিটোনেট করার জন্যে তৈরি অবস্থায়।'

'অকেজো করতে কতক্ষণ?'

'সবগুলোকে খুঁজে বের করতেই হয়তো এক ঘণ্টা পেরিয়ে যাবে।'

'সময় আছে মাত্র পাঁচ মিনিট', দ্রুত বললো কর্নেল। 'তার বেশি দেরি করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, মারা পড়ব।'

'বিস্ফোরণ ঘটলে মারা আমরা সবাই পড়ব, কারণ বরফের পাঁচিল সরাসরি জাহাজের ওপর ধসে পড়বে।'

'আমরা ঝুঁকি নেবো। হঠাৎ হামলা করে চমকে দেব আতঙ্কবাদীদের, বাধা দেব ডিটোনেট করতে। তাড়াতাড়ি করো। যে কোনো মুহূর্তে আমাদের বোট দেখে ফেবে ওরা।'

'গ্লেসিয়ারের কিনারা থেকে অস্পষ্টভাবে আপনাদের ছায়া দেখতে পাচ্ছি আমি।'

'তোমার দল আগে যাবে', নির্দেশ দিলো কর্নেল। 'গাঢ় অন্ধকার না থাকায় খোল বেয়ে উপরে ওঠা আমদের জন্যে বিপজ্জনক, তোমরা যদি ওদেরকে ডাইভার্ট করতে পারো খুব ভালো হয়।'

'সান ডেকে ককটেল পার্টি, ওখানে আমাদের দেখা হচ্ছে', সহাস্যে বললো জন ডিলিঞ্জার।

'সব বিল আমি দেব', জবাব দিলো কর্নেল হোলিস, হঠাৎ প্রত্যাশায় উৎফুল্ল হয়ে উঠলো সে। 'গুড লাক।'

***

ইবনের চোখে ধরা পড়ে গেলো ওরা।

জেটিতে দাঁড়িয়ে আছে সে, সুলেমান আজিজের পাশে, ওদের সাথে চারজন জিম্মিসহ বিশজন মিশরীয় ও রয়েছে। চোখে বাইনোকুলার তুলে গ্লেসিয়ারটা দেখছিলো সে, কিনারায় দাঁড়িয়ে থাকা কালো পোশাকে ঢাকা মূর্তিগুলো দেখেই চমকে উঠলো। রশি বেয়ে নামছে লোকগুলো, প্লাস্টিক আবরণ কেটে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে জাহাজের ভেতর।

জাহাজের খোলের নিচে বাইনোকুলার তাক করলো ইবনে। কয়েকটা বোট একজায়গায় জড়ো হয়ে রয়েছে, বোটের লোকজন রশির মাথায় লাগনো হুক ছুঁড়ে দিচ্ছে ছোটো যন্ত্রের সাহায্যে, রশি বেয়ে উঠে যাচ্ছে মেইন ডেক লেভেলে।

'ওরা কারা?' জিজ্ঞেস করলো সুলেমান আজিজ, তার চোখেও বাইনোকুলার।

'বলতে পারছি না, জনাব। ভাবসাব দেখে মনে হচ্ছে উদ্ধারকারী ফোর্স। আশ্চর্য, কোনো শব্দ তো শুনলাম না। অস্ত্রগুলোয় নির্ঘাত সাইলেন্সার লাগানো আছে। ওদের অ্যাসল্ট অপারেশনে কোনো খুঁত নেই, হযরত।'

'হুম্।'

'আমার ধারণা, জনাব, ওরা বোধহয় আমেরিকান স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সের লোক। ভোরের সাপোর্ট দল পৌঁছুনোর আগে আমাদের সরে যাওয়া দরকার, জনাব', তাগাদা দিলো ইবনে।

'ট্রেনের জন্যে সিগন্যাল পাঠিয়েছে?'

'ট্রেন এলো বলে, হযরত। মাইনে পৌঁছুতে পারলে....'

'কি ব্যাপার? প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো জানতে চাইলেন। 'কি ঘটছে এখানে?' সুলেমান আজিজের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্যে একটা হাত বাড়িয়ে তার কাঁধ ছুঁতে গেলেন তিনি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাতটা সরিয়ে দিলো সুলেমান আজিজ। 'দেখা যাচ্ছে, ঠিক সময়টিতে জাহাজ ছেড়ে চলে এসেছি আমরা। আল্লাহ হাসছেন। ওদের পরিচয় যাই হোক, জানে না এখানে আমরা আছি।'

'আর মাত্র ত্রিশ মিনিটের মধ্যে দ্বীপে গিজগিজ করবে আমেরিকান সৈন্য।' ধীর লয়ে বললেন সিনেটর পিট। 'আত্মসমর্পনের প্রস্তাবটা আমিই দিয়ে রাখছি।'

'চুপ করুন।' খেঁকিয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ।

চোখ কটমট করে তাকালো সে। 'উদ্ধার পাওয়ার আশা ত্যাগ করুন। যারা উদ্ধার করতে আসছে বলে আপনার বিশ্বাস, তারা পৌঁছে দেখবে উদ্ধার করার মতো অবশিষ্ট নেই কেউ।'

অত্যন্ত সাহসিকতার পরিচয় দিয়ে স্পষ্ট কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন হে'লা কামিল, 'তাহলে জাহাজেই কেনো আমাদের তুমি খুন করলে না?'

মুখোশের ভেতর হিংস্র হাসির সাথে সুলেমান আজিজের দাঁত দেখা গেলো। হে'লা কামিলের দিকে তাকালো সে, কিন্তু জবাব না দিয়ে ইবনের দিকে ফিরলো।

'চার্জগুলো ডিটোনেট করো।'

'জো হুকুম, হযরত।'

'চার্জ? কি চার্জ?' সুলেমান আজিজের দিকে এক পা সামনে বাড়লেন সিনেটর। 'কি বলছ তুমি?'

'ওহ হো? আপনারা তো আবার জানেন না। গ্লেসিয়াল ওয়ালের পেছনে এক্সপ্লোসিভ বসিয়েছি আমরা।' ইঙ্গিতে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে দেখালো সে। 'ইবনে।'

কোট পকেট থেকে ছোটো একটা ট্র্যান্সমিটার বের করলো ইবনে, সামনে বাড়িয়ে ধরলো যাতে মুখের দিকটা গ্লেসিয়ারের দিকে থাকে। সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত তাঁর চেহারা।

গর্জে উঠলেন সিনেটর পিট। 'থামো।'

সুলেমান আজিজের দিকে তাকালো, ইবনে ইতস্তত করছে।

'জাহাজটায় একশোর ওপর লোক রয়েছে, কেনো ওদেরকে তুমি মারতে চাইছ?'

'কারো কাছে জবাবদিহি করতে আমি বাধ্য নই!' ধমকে উঠলো সুলেমান আজিজ।

'ইয়াজিদ তোমাকে দেখে নেবে', বিড়বিড় করে বললেন হে'লা।

'কাজটা সহজ করে দিলেন কথাটা বলে', সুলেমান আজিজ বলে। 'ইবনে, তোমার কাজ তুমি করো।'

ট্র্যান্সমিটারের সুইচ অন করে দিলো ইবনে।

ছাপান্ন

গুড়গুড় শব্দে যেনো মেঘ ডেকে উঠলো কোথাও। গ্লেসিয়ারের সামনের চেহারায় ফাটল দেখা দিলো, গুঙিয়ে উঠলো বরফের প্রকাণ্ড স্তরগুলো। তারপর আর কিছুই ঘটলো না। বরফের পাঁচিল শক্ত আর খাড়াই থেকে গেল।

ফাটলের ভেতর আটটা আলাদা জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটার কথা, তবে জন ডিলিঞ্জার আর তার লোকজন জানে না, তল্লাশি বন্ধ করার আগে এটা বাদে সবগুলোকে অকেজো করে দিয়েছে।

খনির পুরানো লোকোমোটিভ-এর এঞ্জিন স্টার্ট দেয়ার চেষ্টা করছে দু'জন , সতর্কতার সাথে তাদের দিকে রুডিকে নিয়ে এগোচ্ছে পিট, এই সময় বিস্ফোরণের ভোঁতা আওয়াজটা শুনতে পেল ওরা।

স্থির হয়ে গেলো সন্ত্রাসবাদীদের দু'জোড়া হাত, পরস্পরের দিকে তাকালো তারা, আরবীতে বাক্য বিনিময় করলো। কি কথায় কে জানে হেসে উঠলো দু'জনেই, তারপর আবার মন দিলো নিজেদের কাজে।

'বিস্ফোরণের কারণ যা-ই হোক', বললো রুডি, 'ব্যাটারা অবাক হয়নি। যেনো শুনতে পাবে বলে আশা করছিলো।'

'গ্লেসিয়ার ভেঙে পড়ছে না', জনান্তিকে বললো পিট। 'পায়ের তলায় মাটি কাঁপত।'

ন্যারো-গেজ লোকোমোটিভটার দিকে তাকিয়ে আছে পিট। একটা কোল চেম্বারের সাথে পাঁচটা ওর-কার জোড়া হয়েছে। এ ধরণের ট্রেন আজকাল শুধু চাষাবাদ, ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্ল্যান্ট আর মাইনিং অপারেশনে ব্যবহার করা হয়। ধোঁয়া বেরুনোর জন্যে স্থূল চেহারার একটা চিমনি রয়েছে, ক্যাবে রয়েছে গোল আকৃতির জানালা। এঞ্জিনের চারদিক থেকে বাষ্প আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে অনর্গণ। ভোঁতা, কঠিন, জবড়জং চেহারার একটা ট্রেন।

'চলো', নিচু গলায় প্রস্তাব করলো পিট, 'প্রকৌশলী আর তার ফায়ারম্যানকে উষ্ণ বিদায়-সম্বর্ধনা দিয়ে আসি। করার মতো আর কিছু আমি খুঁজে পাচ্ছি না।'

অবাক বিস্ময়ে পিটের দিকে তাকালো রুডি, কিন্তু কিছু বলার আগেই দেখল মাথা নিচু করে ট্রেনের লেজ লক্ষ্য করে ছুটছে পিট। অগত্যা পিছু নিতে হলো তাকে। ট্রেনের পিছনে পৌঁছে আলাদা হয়ে গেলো দু'জন দুই পাশ ধরে এগোল ওরা, ওর-কারগুলোকে ব্যবহার করলো আড়াল হিসেবে। খোলা ফায়ারবক্সের আলোয় আলোকিত হয়ে রয়েছে ক্যাব। একটা হাত তুলে ইঙ্গিত দিলো পিট, রুডিকে অপেক্ষা করতে বলছে।

আরবদের একজন এঞ্জিনিয়ারের ভূমিকা নিয়েছে। ভালব ঘোরাতে ব্যস্ত সে, স্টীম-প্রেশার গজের ওপর স্থির হয়ে আছে চোখ। অপর লোকটা টেন্ডার থেকে কয়লা নিয়ে আগুনে ফেলছে। কাজ শেষ করে হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে কপালের ঘাম মুছলো সে, বেলচা দিয়ে বন্ধ করলো ফায়ারবক্সের দরোজা, সাথে সাথে প্রায় অন্ধকার হয়ে গেলো ক্যাবের ভেতরটা।

প্রথমে রুডির দিকে, তারপর এঞ্জিনিয়ারের দিকে আঙুল তাক করলো পিট। মাথা ঝাঁকিয়ে সঙ্কেত দিলো রুডি, ঠিক আছে। হাতলটা ধরে লাফ দিয়ে ক্যাবের ভেতর উঠে পড়লো সে।

প্রথমে পৌঁছুল পিট। সরাসরি ফায়ারম্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো, বললো, 'দিনটা আজ তোমার জন্যে শুভ নয়।'

লোকটা সিধে হবারও সময় পেল না, তার হাত থেকে বেলচাটা কেড়ে নিলো পিট, সেটা দিয়েই মাথায় একটা বাড়ি মারল।

প্রকৌশলী তাকাতে যাচ্ছিল, হেকলার অ্যান্ড কোচের মাজলে লাগানো সাইলেন্সার দিয়ে তার চোয়ালের নিচে গুঁতো মারলো রুডি, বস্তা ভর্তি সিমেন্টের মতো পড়ে গেলো লোকটা।

নতুন কেউ আছে কিনা দেখার জন্যে পাহারায় থাকলো রুডি, অজ্ঞান দেহ দুটোকে টেনে ক্যাবের দরোজার ওপর দিনে এলো পিট। দুটো শরীরই বাইরের দিকে অর্ধেক ঝুলছে। সিধে হয়ে গাদা গাদা পাইপ, লীভার আর ভালভের দিকে তাকালো ও।

'ভুলে যাও', মাথা নেড়ে বললো রুডি। 'এ-কাজ আমাদের দ্বারা সম্ভব নয়।'

'কেন', মাথা নেড়ে বললো পিট। 'আগে আমি ট্রেন চালিয়েছি।'

'তুমি ট্রেন চালিয়েছ?'

'একটা অ্যান্টিক অটোমোবাইল। ফায়ারবক্সের দরোজাটা খোলা। গজ পড়ার জন্যে আলো দরকার আমার।'

দরোজা খুলে গরম করার জন্যে আগুনের দিকে হাত দুটো বাড়ালো রুডি। 'যা করার তাড়াতাড়ি করো। আলোটা হাজার মাইল দূর থেকে দেখা যাচ্ছে।'

একটা লিভার টেনে নামালো পিট, ছোট্ট এঞ্জিনটা এক সেন্টিমিটারের মতো এগোল। 'বোঝা গেলো, এটা ব্রেক। কোনো হ্যান্ডেলের কি কাজ, বোধহয় বুঝতে পারছি। শোনো, ক্রাশিং মিল পেরিয়ে যাচ্ছি দেখলে লাফ দিয়ে নেমে পড়বে, কেমন?'

'লাফ দিয়ে নেমে পড়ব? কেনো? ট্রেনের কি হবে?'

'বিরতিহীন ট্রেন, চালক বিহীন।'

ভয়ে ভয়ে হাতল আর লিভারগুলো নাড়াচাড়া করলো পিট। ট্রেন যদি পিছন দিকে ছুটতে শুরু করে তাহলেই সেরেছে। ঝাঁকিটা স্বস্তির পরশ বুলিয়ে দিলো শরীরে, সামনে এগোতে শুরু করেছে ওরা। থ্রটলটা শেষ সীমা পর্যন্ত ঠেলে দিলো ও।'

ডাইনিং হলের সামনে দিয়ে ছুটলো ট্রেন, প্রতি মুহূর্তে গতি বাড়ছে। ডাইনিং হলের দরোজা খুলে বাইরের দিকে ঝুঁকলো একজন, হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানাচ্ছে, হঠাৎ ক্যাব থেকে দুটো দেহকে ঝুলতে দেখে ঝট্ করে হাতটা নামিয়ে নিলো সে। দরোজার সামনে থেকে চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলো লোকটা, যেনো কেউ তাকে হ্যাঁচকা টান দিয়ে সরিয়ে নিল। তার তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার শুনতে পেল ওরা।

ডাইনিং হলের দরোজা লক্ষ্য করে পরপর কয়েকটা গুলি করলো রুডি। ট্রেন ক্রাশিং মিলের দিকে ছুটে চলেছে। নিচে, মাটির দিকে তাকালো পিট, ট্রেনের গতি আন্দাজ করলো পনেরো থেকে বিশ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টায়।

হুইসেলের লিভারটা টানলো পিট, স্কি জ্যাকেটের পকেট থেকে খানিকটা নাইলন কর্ড বের করে বাঁধলো সেটা। বাষ্প উদ্গিরণের সাথে কান ফাটানো আওয়াজ ছাড়ছে বাঁশি।

'লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হও.' হুইসেলের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠলো পিটের চিৎকার।

রুডি জবাব দিলো না, কাঁকর ছড়ানো মাটির দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে সে। তার মনে হলো হাজার মিটার নিচে রকেটের বেগে পিছন দিকে ছুটে যাচ্ছে পাথুরে জমি।

'লাফ দাও!' নির্দেশ দিলো পিট।

মাটিতে পা পড়তেই ছুটতে শুরু করলো ওরা, হোঁচট খেলো, পিছনে গেলো, তবে ছিটকে পড়লো না। দু'জনের কারও মধ্যেই কোনো ইতস্তত ভাব নেই, দম ফুরোনোর লক্ষণ নেই, ট্রেনের সাথে পাশাপাশি ছুটছে। সামনে ক্রাশিং মিলের সিঁড়ি, তরতর করে উঠে এলো মাথায়, দোরগোড়া টপকে ডাইভ দিয়ে পড়লো মেঝের ওপর।

মুখ তুলতেই প্রথমে পিট, জিওর্দিনোকে দেখতে পেল। দরোজার পাশ থেকে ওদের দিকে এক পা এগোল জিওর্দিনো, হাতে রয়েছে মেশিন গান।

'বার্ থেকে মাতালদের ঘাড় ধরে বের করে দিতে দেখেছি', বললো জিওর্দিনো। 'কিন্তু ট্রেন থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিতে এই প্রথম দেখলাম।'

মেঝের ওপর দাঁড়ালো পিট। 'কথা বলে সময় নষ্ট কোরো না। তৈরি হও।'

'গুলির আওয়াজ। ওদের, না আমাদের?'

'আমাদের।'

'সত্যি তাহলে আসছে?'

'চাকভাঙা মৌমাছির মত', বললো পিট।

'লক্ষ্যস্থির করার সময় সাবধান থাকা উচিত ওদের, তা না হলে নিজেদেরই ক্ষতি–হেলিকপ্টার ভেঙে যেতে পারে।'

'সুবিধেটা পুরোপুরি কাজে লাগবে আমরা।'

গার্ড আর মেকানিক দু'জনকে একসাথে রশি দিয়ে শক্ত করে বাঁধলো ফিনলে, তারপর সিধে হলো। 'কোথায় চান আপনি ওদের, মি. পিট?'

'মেঝের যে-কোন জায়গায় থাকতে পারে ওরা', বলে চারিদিকে চোখ বুলালো পিট। মাঝখানে ক্রাশিং মিল নিয়ে ভবনটা বিশাল একটা গুহার মত। 'অ্যাল, ফিনলেকে সাথে নিয়ে ইকুইপমেন্ট বা ফার্নিচার যা পাও সব টেনে এনে ওর ক্রাশারাকে একটা দুর্গ বানাও। আমি আর রুডি যতক্ষণ পারি ওদেরকে ঠেকাব।'

'দুর্গের ভেতর আরেকটা দুর্গ?' চোখ কপালে তুললো ফিনলে।

'ভবনটাকে আমি নিরাপদ মনে করছি না', ব্যাখ্যা করলো পিট। 'রা প্রথমে সামনের দরোজাটা উড়িয়ে দেবে। এলোপাতাড়ি গুলি করতে করতে সবাই একসাথে ভেতরে ঢুকে হেলিকপ্টারটা ফিরে পাবার চেষ্টা করবে ওরা। ওদের বাধা দিতে হলে বিশজন লোক দরকার আমাদের। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে যে-ক'টাকে পারি ফেলব আমরা, তারপর পিছিয়ে গিয়ে পজিশন নেব মিলে।'

প্রকাণ্ড মিলটাকে দুর্গে পরিণত করার কাজে লেগে গেলো ফিনলে আর জিওর্দিনো। বিল্ডিঙের উল্টোদিকের কোণের জানালায় পাহারায় থাকলো পিট আর রুডি। পাহাড়ের অপরদিকের চালগুলোয় আলো ফেলতে শুরু করেছে সূর্য। অন্ধকার প্রায় নিঃশেষে মুছে গেছে।

মনে মনে উদ্বিগ্ন হয়ে উঠছে পিট। ওদের পালানোর পথ বন্ধ করার জন্যে সন্ত্রাসবাদীরা সম্ভবত ঘিরে ফেলবে ক্রাশিং মিল। তবু, বন্দুকযুদ্ধে জেতা হয়তো অসম্ভব নয়, কারণ ভালো একটা আড়াল রয়েছে ওদের। কিন্তু বিপদটা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে জাহাজের রা স্পেশাল ফোর্সকে ফাঁকি দিয়ে বেরিয়ে আসতে পারলে। জানা কথা, সবাই তারা হেলিকপ্টারের দিকে ছুটে আসবে। জারজনের ছোট্ট একটা দল আতঙ্কবাদীদের বড় একটা দলের বিরুদ্ধে কতক্ষণ লড়বে?

পাহাড়ের গা বেয়ে এখন উঠে যাচ্ছে ট্রেনটা। রেললাইন থেকে আগুনের ফুলকি উঠছে। ট্রেনের মাথার ওপর সমান্তরাল একটা টানেল তৈরি করেছে সাদা বাষ্প। হইসেলের তীক্ষ্ণ শব্দ নরকে হারিয়ে যাওয়া অতৃপ্ত আত্মার বিলাপ ধ্বনির মতো একঘেয়ে আর ভোঁতা লাগলো কানে।

সাতান্ন

গ্লেসিয়ারের সামনের অংশ ভাঙছে না দেখে হতবিহ্বল হয়ে পড়লো সুলেমান আজিজ। ঝট করে ইবনের দিকে ফিরলো সে।

'কি ব্যাপার, ইবনে?' কোথায় ভুল হলো?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলো। 'পরপর কয়েকটা বিস্ফোরণ হবার কথা ছিলো না?'

ইবনের মুখ যেনো পাথরে খোদাই করা। 'আপনি আমাকে ভালো করে জানেন, হযরত। কাজে আমি ভুল করি না। আয়োজনে কোনো খুঁত ছিলো না। গ্লেসিয়ার থেকে যাদেরকে নামতে দেখলাম, নিশ্চয়ই তারা এক্সপ্লোসিভগুলো দেখতে পেয়ে অকেজো করে দিয়েছে।'

মুহূর্তের জন্যে আকাশের দিকে তাকালো সুলেমান আজিজ, হাত দুটো উপরে তুলে আবার ঝট করে নামিয়ে নিল। 'ইয়া আল্লাহ, আমাদের জীবন নিয়ে কত রকম নকশাই না তৈরি করো তুমি।' ঠোঁট থেকে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো উজ্জ্বল হাসি। 'গ্লেসিয়ার এখনো ভাঙা যায়। হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে ওঠার পর, বার কয়েক আসা-যাওয়া করে ফাটলের ভেতর গ্রেনেড ফেলতে পারি আমরা।'

দু'কান লম্বা হাসি দিলো ইবনে। 'আল্লাহ আমাদেরকে ত্যাগ করেননি, হযরত। একটা কথা তো ঠিক, তীরে নেমে এসে সম্পূর্ণ নিরাপদে রয়েছি আমরা, আমেরিকানদের সাথে যুদ্ধ করার জন্যে রয়ে গেছে দুর্ভাগা মেক্সিকানরা। এ তো আল্লাহরই ইচ্ছা।'

'তুমি ঠিক বলেছ, ইবনে–আল্লাহর প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ।' চোখে ঘৃণা নিয়ে জাহাজটার দিকে তাকালো সুলেমান আজিজ। 'খানিক পরই আমরা জানতে পারব, মেক্সিকানদের আযটেক দেবতা ক্যাপটেন ম্যাকাডোকে রক্ষা করতে পারে কিনা।'

'দেখুন, হয়তো এতক্ষণে ব্যাটা মরে ভূত হয়ে....' হঠাৎ থামলো ইবনে, বাতাসে কান পাতলো, তারপর ঝট করে তাকালো পাহাড়ী ঢালের দিকে। 'গুলির আওয়াজ, জনাব।' ফিসফিস করে বললো সে। 'খনির দিকে থেকে আসছে।'

কান পাতলো সুলেমান আজিজও, তবে অন্য একটা শব্দ শুনলো সে। লোকোমোটিভ হুইসেলের বিরতিহীন আওয়াজ। ক্রমশ বাড়ছে। তারপর ধোঁয়া আর বাষ্পের আভাস চোখে পড়লো। পরমুহূর্তে পাহাড়ের মাথা টপকালো ট্রেন, ঢাল বেয়ে উন্মত্ত হাতির মতো ছুটে এলো জেটির দিকে।

'গাধার বাচ্চারা করছেটা কি!' হাঁপিয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ, তার চিৎকার প্রায় চাপা পড়ে গেলো হুইসেলের তীক্ষ্ণ আওয়াজে।

এ-ধরনের একটা ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিলো না সন্ত্রাসবাদী বা তাদের জিম্মিরা। প্রতি মুহূর্তে কাছে চলে আসছে যান্ত্রিক দানবটা। কি করা উচিত বুঝে উঠতে না পেরে অনড় পাথর হয়ে থাকলো সবাই।

'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করো!' আকুল আবেদন জানালো সন্ত্রাসবাদীদের একজন।

'নিজের চেষ্টার বাঁচো!' ধমক দিলো ইবনে। তারই প্রথম সংবিৎ ফিরলো, সবাইকে লাইন ছেড়ে সরে যাবার নির্দেশ দিলো সে।

শুরু হলো ছুটোছুটি, রেললাইন থেকে কে কার আগে নেমে যেতে পারে তারই প্রতিযোগিতা। ঠিক সেই মুহূর্তে সগর্জনে পৌঁছে গেলো ট্রেনটা। নিয়ন্ত্রণহীন এঞ্জিন পাঁচটা ওর-কার নিয়ে ছুটে গেলো ওদের পাশ ঘেঁষে, ওদেরকে ঢেকে দিলো বাষ্প আর ধোঁয়ার ধন মেঘ। খানিক দূর ঘিরে ধরলেও বয়লার বিস্ফোরিত হলো না। হিস্‌স্ আওয়াজের সাথে বাষ্পের বিশাল স্তম্ভ খাড়া হলো, খাঁড়ির পানিতে অদৃশ্য হলো এঞ্জিন, সেটাকে অনুসরণ করে এক এক করে ডুব দিলো ওর কারগুলো।

সুলেমান আজিজ আর ইবনে ছুটে গিয়ে দাঁড়ালো জেটির কিনারায়। অসহায় দৃষ্টিতে বুদ্বুদ আর বাষ্পের দিতে তাকিয়ে তারা।

'ক্যাব থেকে কয়েকজন লোক ঝুলছিলো', বললো সুলেমান আজিজ। 'দেখছে তুমি, ইবনে?'

'দেখেছি, জনাব।'

'ওরা আমাদের লোক?'

'আমাদের।'

'খানিক আগে গুলির আওয়াজ শুনেছ তুমি?' রাগে কেঁপে উঠলো সুলেমান আজিজ। 'খনিতে আমাদের লোকের ওপর হামলা করা হয়েছে।'

'হেলিকপ্টার!' আঁতকে উঠলো ইবনে।

'এখনও হয়তো সময় আছে, তাড়াতাড়ি পৌঁছুতে পারলে অক্ষত পাওয়া যাবে ওটা।'

নিজের লোকদের উদ্দেশে চিৎকার করে নির্দেশ দিলো সে। বন্দীদের এক লাইনে দাঁড় করাতে হবে, লাইনের পিছনে আর সামনে একজন করে গার্ড থাকবে।

কথা শেষ করেই রেললাইন দলে ছুটলো সুলেমান আজিজ, সবাই তাকে অনুসরণ করলো।

ভয়ে বুক শুকিয়ে গেছে সুলেমান আজিজের। হেলিকপ্টার নষ্ট হলে পালানোর কোনো উপায় থাকবে না। খালি দ্বীপটায় লুকানোরও কোনো জায়গা নেই। আমেরিকান স্পেশাল ফোর্স তাদেরকে একজন একজন করে খুঁজে বের করবে। তারও দরকার হবে না, স্রেফ ওদেরকে ফেলে চলে গেলেই না খেতে পেয়ে বা ঠাণ্ডায় মারা পড়বে সবাই।

ভয় পেলেও, বাঁচার আশা ছাড়তে রাজি নয় সুলেমান আজিজ। প্রাণের ওপর মায়া, সেটা কারণ নয়। প্রতিশোধ নিতে হবে তাকে। প্রথমে সে দেখে নেবে যারা তার এতো কষ্টের প্ল্যানটা বরবাদ করেছে তাদেরকে। তারপর মূল কাজে হাত দেবে সে। জানে, আখমত ইয়াজিদকে খুন করা সহজ হবে না, তবে নিজের ওপর তার আস্থা আছে। কেউ যদি পারে তো সেই পারবে বেঈমানটাকে খুন করতে।

পাহাড় থেকে গোলাগুলির আওয়াজ ভেসে আছে। ঢাল বেয়ে উঠতে কষ্ট হচ্ছে সুলেমান আজিজের। এরই মধ্যে ঘেমে নেয়ে উঠেছে সে।

লেডি ফ্ল্যামবোরোর হুইলহাউসে দাঁড়িয়ে আছে ক্যাপটেন ম্যাকাডো, বিস্ফোরণের আওয়াজটা ঠিক শুনল না, বলা চলে অনুভব করলো সে। কাঁধ আর ঘাড় আড়ষ্ট হয়ে গেল, সজাগ হলো কান, কিন্তু আর কিছু শুনতে পেল না।

হঠাৎ ছুটে কমিউনিকেশন রুমে চলে এলো ম্যাকাডো, দেখল একটা টেলিটাইপের দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছে তার একজন লোক।

'ক্যাপটেন, আমি যেনো বিস্ফোরণের শব্দ শুনলাম?'

পেটের ভেতরটা শিরশির করে উঠলো ম্যাকাডোর। 'রেডিও অপারেটর বা মিশরীয় নেতাকে দেখেছ?'

'না, কাউকে দেখিনি।'

'কাউকে দেখোনি মানে?'

'এক ঘণ্টার ওপর,হবে আরবদের একজনেরও ছায়া দেখছি না', রাডার অপারেটর থামলো, কি যেনো চিন্তা করলো, তারপর মুখ তুললো। 'ডাইনিং সেলুন থেকে বেরিয়ে এখানে এসে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকে ওদের কাউকে দেখিনি আমি। বাইরের ডেকগুলোয় টহল দেয়ার কথা ওদের, তাই না, ক্যাপটেন? কাজটা ওরা যেচে পড়ে নিয়েছিলো।'

রেডিওর সামনে খালি চেয়ারটার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে ম্যাকাডো বিড়বিড় করে বললো, 'ওদেরকে বোকা ভেবে আমি বোধহয় ভুলই করেছি।'

হেলমের সামনে কাউন্টারের দিকে এগোল ম্যাকাডো। ব্রিজ উইন্ডোর সরাসরি সামনে প্লাস্টিক শিট কয়েক জায়গায় ছোটো করে কাটা হয়েছে বাইরেটা দেখার জন্যে, জাহাজের সামনের অংশ পরিষ্কার দেখতে পাবার মতো যথেষ্ট আলো ফুটেছে ইতিমধ্যে।

ম্যাকাডো দেখলো, বেশ কয়েক জায়গায় চওড়া করে কাটা হয়েছে প্লাস্টিক। দেরিতে হলেও, চোখে পড়লো গ্লেসিয়ারের মাথা থেকে নেমে এসে ফাঁকগুলো দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে কয়েকটা রশি। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো তার। অনুপ্রবেশ ঘটেছে। এই মুহূর্তে সবাইকে সাবধান করা দরকার। কমিউনিকেশন সিস্টেমের দিকে ঠট করে ঘুরলো, সেই সাথে পাথর হয়ে গেলো।

দোরগোড়ায় একজন লোক।

লোকটা যে শুধু কালো পোশাক পরে আছে তাই নয়, হাত আর স্কি মাস্কের বাইরে মুখের সামান্য যে-টুকু দেখা যাচ্ছে তাও কালো রঙ করা। গলা থেকে ঝুলছে নাইটভিশন গগলস। বুকে পরেছে বুলেট প্রুফ চেস্ট পীস, তাতে অনেকগুলো পকেট আর ক্লিপ, ভেতরে গ্রেনেড ও তিনটে ছুরি ছাড়াও আরও মারাত্মক সব অস্ত্র রয়েছে।

চোখ কুঁচকে গেলো ম্যাকাডোর। 'কে তুমি?' কঠিন সুরে প্রশ্ন করলো সে, ভালো করেই জানে, তাকিয়ে রয়েছে মৃত্যুর দিকে। কথা বলার সময়ই বিদ্যুৎবেগে নাইন মিলিমিটার অটোমেটিক পিস্তলটায় ছোঁ দিল সে, শোল্ডার হোলস্টার থেকে বের করে গুলিও করলো একটা।

ম্যাকাডোর হাত সত্যি ভাল। ওয়েস্টার্ন যুগের নামকরা পিস্তলবাজরা থাকলে তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিত। গুলিটা সরাসরি আগন্তুকের বুকের ঠিক মাঝখানে গিয়ে ঢুকলো।

পুরানো দিনের বুলেট-প্রুফ ভেস্ট হলে সেটাকে ভেদ করে যেত বুলেটটা, একটা পাঁজর ভাঙত বা থামিয়ে দিত হৃৎপিণ্ডটাকে। স্পেশাল ফোর্সের লোকটা পরে আছে আধুনিক একটা আবিষ্কার, ভেস্টটা এমনকি ন্যাটোর একটা ৩০৮ রাউন্ডকেও ঠেকিয়ে দিতে পারে, বুলেটের ধাক্কা সমানভাবে ছড়িয়ে যায় চারদিকে, ফলে চামড়ায় সামান্য দাগ ছাড়া আর কোনো ক্ষতি হয় না।

মৃদু ঝাঁকি খেলো জন ডিলিঞ্জার, এক পা পিছিয়ে গিয়ে হেকলার অ্যান্ড কোচের ট্রিগার টেনে দিলো, সবই বিরতিহীন সাবলিলতার সাথে।

ভেস্ট একটা পরে আছে ম্যাকাডোও, তবে পুরানো মডেলের। ডিলিঞ্জারের বুলেটগুলো তার বুকের শক্ত আরবণটাকে তুবড়ে দিলো, তারপর ভেদ করে গুঁড়িয়ে দিলো পাঁজর। ধনুকের মতো বাঁকা হলো তার পিঠ, হোঁচট খেলো পিছন দিকে, ক্যাপটেনের চেয়ারের ঘষা খেয়ে পড়ে গেলো ডেকে।

মাথার ওপর হাত তুলে চিৎকার করলো মেক্সিকান গার্ড, 'থামুন!' গুলি করবেন না! আমি নিরস্ত্র....'

ডিলিঞ্জারের সংক্ষিপ্ত বিস্ফোরণ ছিন্নভিন্ন করে দিলো তার গলা, ছিটকে গিয়ে জাহাজের কম্পাস রাখার বাক্সের ওপর পড়লো সে, ঝুলে থাকলো তোবড়ানো পুতুলের মতো।

মেজর ডিলিঞ্জারকে পাশ কাটিয়ে এগোল সার্জেন্ট ফস্টার, পরীক্ষা করলো লোকটাকে। 'মারা গেছে, স্যার।'

'ওকে আমি সাবধান করেছিলাম', নির্লিপ্ত সুরে বললো জন ডিলিঞ্জার, হেকলার অ্যান্ড কোচে নতুন ক্লিপ ভরল।

পা দিয়ে লাশটা উল্টালো ফস্টার, কলারের নিচের খাপ থেকে ডেকে খসে পড়লো লম্বা একটা বেয়নেট। 'বুঝলেন কিভাবে, মেজর?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো সার্জেন্ট।

'বুঝিনি, তবে নিরস্ত্র বলে বিশ্বাসও করিনি....'

হঠাৎ থেকে গিয়ে কান পাতলো মেজর। শব্দটা দু'জনেই শুনতে পেল ওরা। পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। 'আরে, কি ওটা?' বিস্ময় প্রকাশ করলো মেজর।

'আমার জন্মের ত্রিশ বছর আগেকার জিনিস', বললো সার্জেন্ট। 'তবে আওয়াজটা চিনি।'

'মানে?'

'পুরানো একটা স্টীম লোকেমোটিভ।'

'শব্দ শুনে মনে হচ্ছে খনি থেকে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসছে।'

'কিন্তু আমি তো জানি খনিটা পরিত্যক্ত।'

'আমরা জাহাজ দখল না করা পর্যন্ত নুমার লোকজন ওখানে অপেক্ষা করার কথা।'

'হঠাৎ কি কারণে তারা একটা পুরানো লোকেমোটিভ চালু করতে যাবে?'

'কি জানি।' চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো জন ডিলিঞ্জার। 'হতে পারে ওরা বোধহয় আমাদের কিছু বলতে চাইছে।'

গ্লেসিয়ারে বিস্ফোরণ ঘটার সময় কর্নেল হোলিস আর তার দল লেডি ফ্ল্যামবোরোর ডাইনিং রুমে।

প্লাস্টিক কেটে নিরাপদেই জাহাজে উঠেছিলো ডাইভ দল। ভুয়া কার্গো কন্টেইনারের মাঝখান দিয়ে পথ করে নিলো ওরা, একটা দরোজা দিয়ে লাউঞ্জে ঢুকে কাউকে দেখতে পেল না। চারদিকে পিলার আর ফার্নিচার, ছড়িয়ে পড়ে আড়াল নিলো সবাই। দু'জনকে পাঠানো হলো সিঁড়ির গোড়ায়, দু'জনকে এলিভেটরের সামনে, বাকি সবাই ডাইনিং হলে ঢুকে চমকে দিল মেক্সিকান আতঙ্কবাদীদের।

বিরতিহীন গুলিবর্ষণে সব ক'টা আতঙ্কবাদী ধরাশায়ী হলো। তারা এমনকি নিজেদের অস্ত্রে হাত ছোঁয়ানোর সুযোগও পায়নি। দল নিয়ে সামনে অগ্রসর হলো কর্নেল হোলিস, লাশগুলোকে টপকে। এই সময় রক্ত পানি করা আওয়াজ হলো, ফাটল ধরছে বরফের পাঁচিলে।

শব্দটা থামার পর কর্নেল বললো, 'ডিলিঞ্জারের দল বোধহয় একটা এক্সপ্লোসিভ অকেজো করতে পারেনি।'

'এখানে কোনো জিম্মি নেই, স্যার', তার একজন লোক জানালো। 'সবাই আতঙ্কবাদী।'

কয়েকটা লাশের মুখ পরীক্ষা করলো কর্নেল। একজনকেও মধ্যপ্রাচ্যের লোক বলে মনে হলো না। 'এরা সবাই তাহলে জেনারেল ব্রাভোর ক্রু।' ডিলিঞ্জারের সাথে যোগাযোগ করলো সে।

রেডিওতে মেজর জানাল, চারজন আতঙ্কবাদীকে খতম করেছে তারা। ব্রিজ তাদের দখলে চলে এসেছে। সবগুলো এক্সপ্লোসিভ খুঁজে পায়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করলো সে।

কর্নেল তাকে জানাল, 'আরোহীদের উদ্ধার করার জন্যে মাস্টার স্টেটরুমে যাচ্ছি আমরা। এঞ্জিন রুম ক্রুদের অনুরোধ করো যে যার কর্তব্যে ফিরে যাক। প্রয়োজনের অতিরিক্ত এক সেকেন্ডও বরফ-পাঁচিলের নিচে থাকব না আমরা। ষোলোজন আতঙ্কবাদী মারা পড়েছে। সবাই তারা ল্যাটিন। জাহাজে আরও অন্তত বিশজন আরব আছে।'

'হতে পারে তারা তীরে চলে গেছে, স্যার।'

'কেন, এ কথা বলছ কেনো?'

'মিনিট দুই আগে একটা লোকোমোটিভ এঞ্জিনের আওয়াজ শুনেছি, স্যার। রাডার মাস্টে আমার একজন লোককে তুলেছিলাম। রেললাইন থেকে নেমে এসে ট্রেনটা পানিতে পড়ে গেছে, লাইনের ওপর বিশ-পঁচিশজন আতঙ্কবাদীকেও দেখেছে সে।'

'প্রথম কাজ জিম্মিদের উদ্ধার করা', বললো কর্নেল। 'জাহাজটাকে নিরাপদে সরিয়ে নেয়ার পর তীরে কে কি করছে ভাবা যাবে।'

স্টেটরুমগুলোর সামনে কোনো প্রহরীকে না দেখে অবাক হলো কর্নেল। তার লোকেরা লাথি মেরে দরোজা খুললো, ভেতরে মিশরীয় ও মেক্সিকান প্রেসিডেন্সিয়াল স্টাফের দেখা মিললেও, দু'জন প্রেসিডেন্ট বা সেক্রেটারি জেনারেলকে কোথাও খুঁজে পাওয়া গেলো না।

এক পশলা গুলি করে ভাঙা হলো হল ওয়ের শেষ দরোজাটা। ভেতরে ঢুকল কর্নেল। জাহাজের ইউনিফর্ম পরা পাঁচজন লোককে দেখতে পেল সে, জড়োসড়ো হয়ে বসে রয়েছে এক কোণে। তাদের একজন উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে এসে ঘৃণাভরে তাকালো কর্নেলের দিকে। 'গুলি না করে তালা ঘোরালেও পারতেন।' ভ্রূ কুঁচকে উঠলো তার।

'আপনি নিশ্চয় ক্যাপটেন কলিন্স?'

'হ্যাঁ... ভাব দেখাচ্ছেন আমাকে যেনো চেনেন না!'

'দরোজা ভাঙার জন্যে দুঃখিত। আমি কর্নেল হোলিস, স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স।'

'মাই গড!' ঘরের কোণ থেকে লাফ দিয়ে এগিয়ে এলো মাইকেল ফিনি, ফার্স্ট অফিসার। 'আমরা উদ্ধার পেয়েছি।'

'মাফ করবেন, কর্নেল', কলিন্স বললেন। 'আপনারা এসেছেন, ধন্যবাদ।'

'সব মিলিয়ে কতজন আতঙ্কবাদী?' দ্রুত জানতে চাইলো কর্নেল।

'মেক্সিকানরা জাহাজে আসার পর প্রায় চল্লিশজন। '

'আমরা মাত্র বিশজনকে পেয়েছি।'

ক্যাপটেনের মুখ থেকে সমস্ত রক্ত নেমে গেলো। বিশজনের ভাগ্যে কি ঘটেছে আন্দাজ করতে পারলেন তিনি। তাঁর মুখ ঝুলে পড়লেও, দাঁড়িয়ে থাকলেন ঋজু ভঙ্গিতেই। 'প্রেসিডেন্ট হাসান, প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো, মহাসচিব হে'লা কামিল আর সিনেটর পিটকে উদ্ধার করেছেন তো?'

মাথা নাড়লো কর্নেল। 'দুঃখিত, ওদেরকে এখনো আমরা পাইনি।'

'বলেন কি!' কর্নেলকে পাশ কাটিয়ে দরজার দিকে ছুটলেন কলিন্স। 'সবাই ওঁরা মাস্টার স্যুইটে আছেন।'

তাঁকে অনুসরণ করতে গিয়েও থমকে গেলো কর্নেল। 'কেউ নেই ওখানে', বললো সে। 'এই ডেকের সবগুলো স্যুইট দেখেছি আমরা।'

'মাই গড! রা ওদের নিয়ে গেছে!'

মাইক্রোফোনে ডিলিঞ্জারের সাথে কথা বললো কর্নেল। 'মেজর ডিলিঞ্জার।'

পাঁচ সেকেন্ড পর সাড়া দিলো মেজর। 'গো অ্যাহেড, কর্নেল।'

'শত্রুদের দেখা পেলে?'

'না।'

'কমপক্ষে বিশজন হাইজাকার আর ভি.আই.পি প্যাসেঞ্জারদের হিসাব মিলছে না।'

'আমিও কারো কোনো হদিস পাচ্ছি না।'

'ঠিক আছে, ক্রুদের বলো খাঁড়ি থেকে জাহাজ বের করে নিয়ে যাক।'

'সম্ভব নয়', জবাব দিলো জের রক।

'সমস্যা?'

'এঞ্জিনরুমে কিছু আস্ত রাখেনি সন্ত্রাসবাদীরা। জাহাজ আবার চালু করতে এক সপ্তাহ লেগে যাবে।'

'কোনো পাওয়ার নেই?'

'দুঃখিত, কর্নেল। এমনকি জেনারেটর পর্যন্ত ভেঙে দিয়ে গেছে বাস্টার্ডরা.... দুঃখিত।'

'তাহলে?'

'গ্লেসিয়ারের নিচে আটকা পড়েছি আমরা, স্যার। প্রকৌশলীরা কোথাও আমাদের নিয়ে যেতে পারবে না।'

কঠিন সুরে বললো কর্নেল। 'লাইফবোটে করে ক্রু আর প্যাসেঞ্জারদের পার করব। ম্যানুয়াল উইঞ্চ ব্যবহার করতে অসুবিধে কি?'

আবার দুঃখ প্রকাশ করে মেজর বললো, 'আমরা সত্যিকার বেজন্মাদের পাল্লায় পড়েছি, স্যার। লাইফবোটের তলা ফুটো করে দিয়েছে।'

ভরাট, গুরুগম্ভীর গর্জন ভেসে এলো গ্লেসিয়ার থেকে। জাহাজ কাঁপলো না, তবে শব্দটা শুনে বুকে কেঁপে উঠলো সবার। একটানা প্রায় এক মিনিটের মতো শোনা গেলো গর্জনটা। তারপর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে থেমে গেলো।

কর্নেল ও মেজর দু'জনেই সাহসী মানুষ, তাদের চোখেও আতঙ্ক ফুটে উঠল।

'গ্লেসিয়ার ভেঙে পড়ার সময় হয়েছে', গম্ভীর সুরে বললেন কলিন্স। 'আমাদের একমাত্র আশা, স্রোতে যদি খাঁড়ি থেকে বের করে নিয়ে যায় জাহাজাটাকে। নোঙরের চেইন কেটে দিয়ে অপেক্ষা করা যাক।'

'আগামী আট ঘণ্টার মধ্যে টান দেবে না ভাটা', বললো কর্নেল। 'আমি জানি।'

'তাহলে বিকল্প একটা ব্যবস্থা করুন। লেডি ফ্ল্যামবোরোর কত লোক আছে জানেন? এখুনি সবাইকে সরানো দরকার।'

'চলে যেতে বরলে গ্লেসিয়ারটা যাবে?' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে শান্তভাবে ব্যাখ্যা করলো কর্নেল,'আমাদের বোটে অল্প কিছু লোকের জায়গা হবে। হেলিকপ্টার আনিয়ে বাকিদের সরানো যেতে পারে। তাতেও সময় লাগবে এক ঘণ্টার কম নয়।'

'তাহলে তাই করুন....'

একটা হাত তুলে ক্যাপটেনকে থামিয়ে দিলো কর্নেল হোলিস। তার চেহারায় নগ্ন বিস্ময় ফুটে উঠল, ইয়ারফোনে অচেনা একটা গলা পাচ্ছে সে।

'কর্নেল হোলিস, আমি কি আপনার ফ্রিকোয়েন্সিতে? ওভার।'

'জানতে পারি কোত্থেকে কে আপনি কথা বলছেন?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

'নুমার জাহাজ সাউন্ডার থেকে, আমি ক্যাপটেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট, অ্যাট ইওর সার্ভিস। কোথাও আপনাকে লিফট দিতে পারি, কর্নেল?'

'ফ্রাঙ্ক!' বিস্ফারিত হলো কর্নেল। 'কোথায় আপনি, ক্যাপটেন?'

'সুপারস্ট্রাকচারের প্লাস্টিক সরিয়ে তাকান, পোর্ট সাইডে আধ কিলোমিটার দূরে দেখতে পাবেন আমাকে, আপনার দিকেই ছুটে আসছি।'

স্বস্তির বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলে ক্যাপটেন কলিন্সের দিকে তাকালো কর্নেল। 'একটা জাহাজ আসছে। আপনার কোনো পরামর্শ আছে?'

অবিশ্বাসে তাকিয়ে থাকলেন কলিন্স। এক সেকেন্ড পর তোতলাতে শুরু করলেন তিনি, 'গ-গুড গ-ড ম্যান ইয়েস, ম্যা-ম্যান। ওদের বলুন আমাদের টেনে নিয়ে যাক।'

সাউন্ডারের যা ওজন, তার দ্বিগুণ ওজন লেডি ফ্ল্যামবোরোর। লোহার মোটা চেইন দিয়ে বেঁধে দুটো জাহাজকে জোড়া লাগানো হলো। প্রতি মুহূর্তে বিপদটা ঝুলে থাকলো মাথার ওপর, যে-কোন মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল। বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ক্রু, প্যাসেঞ্জার ও স্পেশাল ফোর্সের লোকজন খোলা ডেকে বেরিয়ে এসেছে, আগেই সরিয়ে ফেলা হয়েছে প্লাস্টিকের আবরণ। সাক্ষাৎ মৃত্যুর দিকে মুখ তুলে তাকিয়ে আছে সবাই। দুই জাহাজের মাঝখানের চেইনগুলো টান টান হলো। 'ফুল অ্যাহেড', নির্দেশ দিলো ক্যাপটেন ফ্রাঙ্ক স্টুয়ার্ট, তার একটা চোখ ফ্ল্যামবোরোর ওপর, আরেকটা গ্লেসিয়ারের গায়ে।

টান পড়লেও বরফে আটকে থাকা লেডি ফ্ল্যামবোরো প্রথমে নড়লো না। তারপর বোমা ফাটালো মতো আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড ঝাঁকি খেল জাহাজটা, গ্লেসিয়ারের ছায়া থেকে বেরুতে শুরু করলো। রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে সবাই। আকাশ ছুঁয়ে থাকা বরফের পাঁচিল এখনও কাত হচ্ছে না।

ধীরে ধীরে গতি বাড়লো লেডি ফ্ল্যামবোরোর। খাঁড়ির মাঝখানে চলে এলো জাহাজটা। ডেকে দাঁড়িয়ে দুই জাহাজের লোকজন মহা আনন্দে নাচানাচি শুরু করে দিলো। এই সময় দুনিয়া কাঁপানো আওয়াজের সাথে কাত হতে শুরু করলো গ্লেসিয়ারের সামনের পাঁচিল। পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে এলো আওয়াজগুলো, শক ওয়েভে থরথর করে কেঁপে উঠলো জাহাজ দুটো। ভাঙা পাঁচিলের এক একটা টুকরোর ওজন হবে কয়েকশো, একটা একটা করে খাঁড়ির পানিতে লাফ দিলো, ছলকে ওঠা পানি স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে সিধে হলো আকাশের দিকে। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকলো দর্শকরা, বিশ্বাস করতে পারছে না সত্যি তারা বেঁচে গেছে।

আটান্ন

প্রথমটায় চিৎকার, ছুটোছুটি আর এলোপাথাড়ি গুলিবর্ষণের মধ্য দিয়ে যেনো নরক নেমে এলো। ডাইনিং হল লক্ষ্য করে যারা গুলি ছুঁড়েছে তাদের পরিচয় বা সংখ্যা সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই মিশরীয় আতঙ্কবাদীদের। ট্রেন থেকে গুলি করা হলেও, এই মুহূর্তে শত্রুরা কোথায় সে-সম্পর্কেও তারা কিছু জানে না। আলো নিভিয়ে দিলো তারা, ভোরের গাঢ় ছায়া লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ল। খানিক পর উপলব্ধি করলো পাল্টা গুলি হচ্ছে না। তারপরও বেশ কিছুক্ষণ ডাইনিং হল ছেড়ে বেরুল না কেউ।

বেরুল তারা দুটো দরোজা দিয়ে; সামনে থেকে দু'জন, পিছন থেকে চারজন। কেউ ডাইভ দিলো, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল, আগে থেকে ঠিক করা পজিশনে এসে গা ঢাকা দিলো সবাই। আড়াল পাবার পর একটা সঙ্কেতের অপেক্ষায় থাকলো তারা, তারপর চারদিকে গুলি ছুঁড়ে একটা বৃত্ত রচনা করলো, বাকি সঙ্গীরা যাতে নিরাপদে বেরিয়ে আসতে পারে। কালো পাগড়ি পরা এক লোক, ওদের নেতা, হুইসেল বাজিয়ে দিক নির্দেশনা দিলো লোকটাকে।

পিটের ভয়টা মিথ্যে নয়, মিশরীয় সন্ত্রাসবাদীরা প্রফেশনাল এবং উন্নতমানের ট্রেনিং পাওয়া যোদ্ধা। বাড়ি বাড়ি ঢুকে লড়াই করতে ওদের জুড়ি নেই, স্ট্রীট ফাইটিঙেও তারা অভিজ্ঞ ও দক্ষ। মাথায় কালো পাগড়ি জড়ানো নেতাও অত্যন্ত যোগ্য লোক, একাধিক গেরিলাযুদ্ধের অভিজ্ঞতা আছে তার।

ধীরে ধীরে এগোল তারা, সার্চ করলো প্রতিটি ভবন, অর্ধচন্দ্রের আকৃতিতে ঘিরে ফেললো ক্রাশিং মিলটাকে। অপ্রয়োজনীয় ঝুঁকি নিচ্ছে না কেউ, প্রতি মুহূর্তে আড়ালে থাকছে, ছোটো করে আনছে জাল।

আরবি ভাষায় কি যেনো বললো নেতা। কোনো সাড়া মিললো না। আরেক পজিশন থেকে অন্য এক আতঙ্কবাদী ডাক দিলো। ঠিকই আন্দাজ করতে পারলো পিট, ক্রাশিং মিলের ভেতর নিজেদের লোককে ডাকছে ওরা।

একেবারে কাছে চলে এসেছে লোকগুলো, জানালার সামনে কারো থাকা চলে না। টেরোরিসটদের স্কি মাস্ক আর পোশাক খুলে ফেললো পিট, নিজের স্কি জ্যাকেটের পকেট হাতড়ে ছোটো একটা আয়না বের করলো, টেনে লম্বা করা যায় এমন একটা হাতল লাগানো রয়েছে আয়নাটায়। জানালার কার্নিসের ওপর রাখল সেটা, টেনে লম্বা করলো হাতল, পেরিস্কোপের মতো ঘোরালো জিনিসিটাকে।

সুবিধেমতো একটা টার্গেট দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠলো পিট, শতকরা নব্বই ভাগ গা ঢাকা দিয়ে আছে, তবে যতটুকু বেরিয়ে আছে 'কিলিং শট'-এর জন্যে তা-ও যথেষ্ট।

ফায়ার সিলেক্ট লিভার 'ফুল অটো, থেকে 'সিঙ্গল'-এ ঘোরালো পিট। তারপর ঝট করে মাথা তুললো, জানালার কার্নিস ছাড়িয়ে গেলো চোখ। লক্ষ্যস্থির করলো, টেনে দিলো ট্রিগার।

গর্জে উঠলো পুরানো থম্পসন। দুই কি তিন পা সামনে বাড়ালো কালো পাগড়ি, হতভম্ব চেহারা। তারপর হাঁটু ভেঙে গেলো মুখ থুবড়ে পড়ে গেলো, পাথুরে মাটিতে।

জানালার নিচে মাথা নামাল পিট, অস্ত্রটা টেনে নিলো বুকের কাছে, আবার চোখ রাখল আয়নায়। মরচে ধরা মাইনিং ইকুইপমেন্টের বাতিল অংশ ও ছড়িয়ে থাকা ভবনগুলোর আড়ালে পজিশন নিয়েছে শত্রুরা। নেতা মারা গেলেও, পিট জানে, রণে ভঙ্গ দিয়ে পালানোর লোক ওরা নয়। নিজের দায়িত্ব সম্ভবত এরই মধ্যে বুঝে নিয়েছে সেকেন্ড ইন কমান্ড।

রাস্তার ওপারে একটা টিন শেড, বন্ধ কাঠের দরোজা লক্ষ্য করে একপশলা গুলি করলো রুডি। অত্যন্ত ধীরগতিতে খুলে গেলো দরোজার কবাট, পাক খেতে থাকা একটা রক্তাক্ত শরীরের ধাক্কায় খোলা দরোজার বাইরে ধরাশায়ী হলো সে।

তবু পাল্টা কোনো গুলি হলো না। লোকগুলো বোকা নয়, উপলব্ধি করলো পিট। মিশরীয় সন্ত্রাসবাদীরা বুঝতে পেরেছে, ক্রাশিং মিলে সংখ্যায় ওরা মাত্র কয়েকজন। সময় নিয়ে নিজেদের এক জায়গায় জড়ো করবে এবার তারা, আলোচনা করবে বিকল্প কি ব্যবস্থা নেয়া যায়। কারণ জানে, ক্রাশিং মিলের ভেতর হেলিকপ্টারও প্রতিপক্ষের দখলে চলে গেছে।

মাথা নিচু করে ছুটে এলো পিট, রুডির পাশে থামলো। 'তোমার এদিকে খবর কি?'

'শান্ত। মাথা ঘামাচ্ছে ওরা। নিজেদের হেলিকপ্টার নষ্ট করতে চায় না।'

'আমার ধারণা, সামনের দরোজায় আসার ভান করবে ওরা, ঢুকবে সাইড অফিস দিয়ে।'

মাথা ঝাঁকালো রুডি। 'সম্ভবত। জানালা ছেড়ে দিয়ে আরও ভালো কাভার পেতে হবে আমাদের। কোথায় আমাকে দেখতে চাও তুমি?'

চোখ তুলে উপরের ক্যাটওয়াকের দিকে তাকালো পিট। একসার স্কাইলাইটের দিতে হাত তুললো ও, ছোটো একটা উইঞ্চ টাওয়ারকে ঘিরে আছে। 'উপরে উঠে নজর রাখো। হামলা করতে যাচ্ছে দেখলে চিৎকার দেবে। সামনের দরোজায় এসে গেছে দেখলে ব্রাশ করবে। সাবধান, সময় থাকতে নেমে আসবে। কপ্টারের ওপর দিকে গুলি করতে ভয় পাবে না ওরা।

'উঠলাম আমি।'

মাথা নিচু করে সাইড অফিসের দিকে এগোল পিট, দোরগোড়ায় পৌঁছে জিওর্দিনো আর ফিনলের দিকে ঘাড় ফেরালো। 'তোমাদের কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

ফেলে যাওয়া ওর এক জায়গায় জড়ো করে একটা ব্যারিকেড তৈরি করছে জিওর্দিনো, মুখ তুলে কপালের ঘাম মুছল সে। 'ফোর্ট জিওর্দিনো সময় মতোই তৈরি হবে।'

কাজ থামিয়ে মুখ তুললো ফিনলে। 'বর্ণমালায় জি-এর আগে এফ আসে, দুর্গটার নাম ফোর্ট ফিনলে।'

কাজে হাত দেয়ার আগে ফিনলের দিকে অগ্নিদৃষ্টি হানলো জিওর্দিনো। 'আমরা হেরে গেলে ফোর্ট ফিনলে, জিতলে ফোর্ট জিওর্দিনো।'

দুই কাঁধ উঁচু করে অসহায় একটা ভাব প্রকাশ করলেও, নুমায় ওর এ-ধরনের অবিশ্বাস্য বন্ধু থাকায় ভাগ্যবান মনে করলো নিজেকে পিট। কৃতজ্ঞতা জানিয়ে কিছু একটা বলতে ইচ্ছে করলো তবে কিছু বলা বা না বলা সমান কথা, ওর মনের কথা

জানা আছে ওদের; এ-ধরনের লোকদের প্রশংসা করার বা উৎসাহ দেয়ার দরকার হয় না।

'এ-নিয়ে পরে তর্ক কোরো', নির্দেশ দিলো পিট। 'ওরা যদি আমাকে ছাড়িয়ে এগিয়ে আসে, লক্ষ্য রাখবে যেনো উষ্ণ সম্বর্ধনা পায়।'

স্যাঁতসেঁতে অফিসে ঢু লো ও। ভ্যাপসা একটা গন্ধ এলো নাকে। থম্পসনটা চেক করে একপাশে নামিয়ে রাখলো, হাত লাগালো কাজে। উল্টে পড়া দুটো ডেস্ক, ইস্পাতের একটা ফাইলিং কেবিনেট আর সম্ভবত ভারী লোহার একটা পেটমোটা স্টোভ দিয়ে তৈরি হলো ব্যারিকেড। মেঝেতে শুয়ে অপেক্ষায় থাকলো পিট।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো না। এক মিনিট পর পিটের মনে হলো, বাইরের কাঁকরে হালকা পায়ের আওয়াজ পেয়েছে ও। খানিক পর আবার শুনলো শব্দটা। নরম, তবে শুনতে ভুল করেনি। থম্পসনটা ধরে বুকের কাছে আনলো।

রুডি চিৎকার করলো, তবে অনেক দেরিতে। দরোজার উপরকার জানালার কাঁচ ভেঙে মেঝেতে পড়লো জিনিসটা, গড়াতে গড়াতে ছুটে এল। দ্বিতীয়া পড়লো এক সেকেন্ড পর। ব্যারিকেডের নিচে মাথা নামিয়ে নিয়ে স্টীল কেবিনেটের ভেতর সেঁধিয়ে যাবার চেষ্টা করলো পিট, দাঁত চাপলো নিজের বোকামির কথা ভেবে।

কান ফাটানো আওয়াজের সাথে বিস্ফোরিত হলো অফিসটা। চারদিকে ছুটে গেলো ফার্নিচারের ভাঙা টুকরো আর ডানা মেললো গাদা গাদা হলুদ কাগজ। একদিকের দেয়াল পড়ে গেলো, পড়লো বাইরের পাঁচিলটাও, নিচের দিকে ঝুলে পড়লো সিলিং।

দুটো গ্রেনেড প্রায় একসাথেই বিস্ফোরিত হয়েছে। বিস্ফোরণের ধাক্কায় ও প্রচণ্ড শব্দে আচ্ছন্ন বোধ করছে পিট। হাত পায়ে জোর নেই, মাথাটা ঠিকমতো কাজ করছে না।

পেটমোটা স্টোভটাই বেশিরভাগ শ্র্যাপনেল জম করেছে, কিন্তু আকৃতি হারায়নি, গায়ে শধু কর্কশ কিনারা নিয়ে অনেকগুলো ফুটো তৈরি হয়েছে। তুবড়ে, মোচড় খেয়ে আকৃতি বদলেছে ফাইল কেবিনেটটা। টুকরো হয়ে গেছে ডেস্ক দুটো। পিটও অক্ষত নয়। উধাও হয়েছে বুকের আধ ইঞ্চি চামড়া। আর উরুতে ছোটো, গভীর একটা গর্ত তৈরি হয়েছে।

চারদিকে বারুদের গন্ধ আর ধোঁয়া। যে-কোন মুহূর্তে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলে উঠবে ভেবে আতঙ্কিত বোধ করলো পিট। তারপরই ভয়টা দূর হলো, বৃষ্টি ভেজা বিল্ডিঙের পুরানো কাঠ কয়েক জায়গায় সামান্য ঝলসালেও, আগুন ধরলো না।

সচেতনভাবে চেষ্টা করার পর হাত-পা নাড়তে পারলো পিট। ফুল অটো-য় নিয়ে এলো থম্পসনটাকে, ভেঙে পড়া সামনের দরোজার দিকে লক্ষ্য স্থির করলো। কলারের নিচ থেকে গড়িয়ে নেমে যাচ্ছে রক্তের একটা ধারা, ভুরুর ওপর কালটা জ্বালা করছে। আউটার ওয়ালের ভাঙা অংশটা দিয়ে ভেতরে ঢুকে একসাথে গুলি করলো চারজন লোক, অনবরত। মাথার ওপর দিয়ে, ঝাঁক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গেলেও চোখের পাতা একটুও কাঁপলো না পিটের।

শান্তভাবে এক পশলা গুলি করলো ও। যেনো একটা টর্নেডো লাফিয়ে পড়লো হামলাকারীদের ঘাড়ের ওপর। হাতের অস্ত্র ফেলে দিলো তারা, হাত ছোঁড়ার বহন দেখে মনে হলো স্টেজে দাঁড়িয়ে নাচছে, ভাঙা ফার্নিচার ছড়ানো মেঝের ওপর পাক খেতে লাগল।

আক্রমণের প্রথম ঢেউয়ের পিছু নিয়ে ভেতরে ঢুকল আরও তিনজন আতঙ্কবাদী, তদেরকেও নির্দয় নৈপুণ্যের সাথে প্রতিহত করলো পিট। তিনজনের খানিক পিছনে এলো আরেকজন, তার ক্ষিপ্রতার বুঝি তুলনা হয় না, ডাইভ দিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত ও ধূমায়িত একটা লেদার সোফার পিছনে অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

কামান দাগার মতো আওয়াজ ঢুকল পিটের কানে, ওর পিছনের মেঝেতে হাঁটু গেড়ে শটগান থেকে তিনবার গুলি করলো ফিনলে, সোফার নিচের নিকটা লক্ষ্য করে।

লেদার, মোটা ক্যানভাস, স্পঞ্জ আর কাঠ ছড়িয়ে পড়লো বাতাসে। তারপর নিস্তব্দতা নেমে এল। সোফার বাঁকা পায়ার সামনে মরা সাপের মতো খসে পড়লো টেরোরিস্টের একটা হাত।

ধোঁয়ার ভেতর থেকে উদয় হলো জিওর্দিনো, পিটের দুই বগলের নিচে হাত গলিয়ে দিয়ে টান দিলো। ক্রাশিং মিলের দিকে, একটা ওর-কারের পিছনে নিয়ে যাচ্ছে ওকে।

'তোমার কেলেংকারী করার স্বভাবটা আর গেলো না', মুখভর্তি নিঃশব্দ হাসি নিয়ে বললো সে। 'যেখানেই যাও, সব কিছু এলোমেলো না করে পারো না। হঠাৎ উদ্বেগে কাতর হলো তার চেহারা। 'মারাত্বক কোনো আঘাত পেয়েছে?'

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে বুকের রক্ত মুছলো পিট, রক্তে ভেজা ট্রাউজারের দিকে তাকালো একবার। 'স্পেশাল ফোর্সের লোকেরা আসা পর্যন্ত বেঁচে থাকতে হবে আমাদের।'

হাঁটু গেড়ে বসলো ফিনলে, প্যান্ট কেটে ক্ষতটায় পট্টি বাঁধতে শুরু করলো। 'আপনি ভাগ্যবান, মি. পিট, নাকের সামনে দুটো গ্রেনেড ফাটলো অথচ দু'জায়গায় শুধু চামড়া উঠে গেছে।'

'গ্রেনেডের কথা আগে ভাবা উচিত ছিলো আমার', তিক্ত কণ্ঠে বললো পিট। মুখ তুলে দিকে তাকালো ও। 'বাইরে ওরা কি করছে?'

'সামনে থেকে আর হামলা করবে না', বললো জিওর্দিনো। 'বিস্ফোরণে ভেঙে গেছে বাইরের সিঁড়ি, ভাঙা বাঁশ বেয়ে দশ ফুট উঠতে সাহস করবে না ওরা।'

ফিনলে বললো, 'এই সুযোগ, হেলিকপ্টারে আগুন ধরিয়ে দিয়ে চলুন আমরা কেটে পড়ি।'

'দুঃসংবাদ', একটা মই বেয়ে মেঝেতে নেমে এলো রুডি। 'দাবাগ্নির মতো ছুটে আসছে ওদের আরও বিশজন লোক, রেললাইন ধরে। সাত থেকে আট মিনিটের মধ্যে পৌঁছে যাবে।'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রুডিক্লিফের দিকে তাকালো জিওর্দিনো। 'কতজন বললে?'

'পনেরোর পর আর গুনি নি।'

'লেজ গুটিয়ে পালানোর এখনই সময়', বিড়বিড় করলো ফিনলে।

'কর্নেল তার দলবল নিয়ে আসছে না ?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

ক্লান্ত ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো রুডি। 'ওদের কোনো খবর নেই।'

বড় একটা নিঃশ্বাস ফেলার জন্যে থামলো সে, তারপর সরাসরি পিটের দিকে তাকালো। লোকগুলো সন্ত্রাসবাদীদের রি-ইনফোর্সমেন্ট, পিট। পাহারা দিয়ে নিয়ে

আসছে চারজন জিম্মিকে, রিনকিউলার থাকায় কোনো রকমে চিনতে পেরেছি। একজন তোমার বাবা। তিনি আর একজন ভদ্রমহিলা বাকি দু'জনকে হাঁটতে সাহায্য করছেন।'

'হে'লা কামিল।' স্বস্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে বললো পিট। 'থাঙ্ক গড! বাবা বেঁচে আছে!'

'বাকি দু'জন?' প্রশ্ন করলো জিওর্দিনো।

'সম্ভবত প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জো আর প্রেসিডেন্ট হাসান।'

'আমার কাজ শেষ', পট্টি বাঁধা শেষ করে সিঁধে হলো ফিনলে। 'আবার গ্রেনেড ফাটলে খবর দেবেন আমাকে।

'ওঁদের বাঁচিয়ে রাখা হয়েছে বীমা হিসেবে', বললো পিট। 'ওঁদের মুক্তির বিনিময়ে হেলিকপ্টার ফেরত চাইবে সন্ত্রাসবাদীরা।'

'হেলিকপ্টার যদি না দিই, একজন একজন করে খুন করবে জিম্মিদের', নিচু গলায় মন্তব্য করলো রুডি।

'কোন সন্দেহ নেই', বললো পিট। 'তবে হেলিকপ্টার পেলেও যে খুন করবে না তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। এর আগে দু'বার তারা হে'লা কামিলকে খুন করার চেষ্টা করেছে। প্রেসিডেন্ট হাসানকেও মেরে ফেলার ইচ্ছে ওদের।'

'আমার ধারণা, ওরা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দিয়ে বসবে, এসো আলোচনায় বসি।'

হাতঘড়ি দেখলো পিট। 'দর কষাকষিতে খুব বেশি সময় নষ্ট করবে না ওরা। জানে, স্পেশাল ফোর্স পৌঁছে যেতে পারে। তবু, খানিকটা দেরি করাতে পারব আমরা।'

'তুমি একটা প্ল্যান দাও', অনুরোধ করলো জিওর্দিনো।

'যতক্ষণ পারা যায় আমরা লড়ব। রুডির দিকে তাকালো পিট। 'জিম্মিদের কি ওরা ঘিরে রেখেছে?'

'না, হাইজ্যাকারদের অন্তত দুশো মিটার পেছনে রয়েছেন ওঁরা, দুজন গার্ড পাহারা দিয়ে নিয়ে আসছে।'

পিটের কালো চোখে কিসের যেনো ইঙ্গিত দেখতে পেল রুডি, মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো ওকে। 'তুমি চাও গার্ড দু'জনের উপযুক্ত ব্যবস্থা করি আমি, স্পেশাল ফোর্স না পৌঁছুলো পর্যন্ত জিম্মিদের নিরাপদ কোথাও লুকিয়ে রাখি?

'আমাদের মধ্যে তুমিই দেখতে সবচেয়ে ছোটোখাটো, ছুটতেও পারো সবার চেয়ে জোরে। ওদের চোখে ধরা না পড়ে একমাত্র তোমার পক্ষেই ভবন থেকে বেরুনো সম্ভব। ঘুরপথে যাবে তুমি, তই না? গার্ড দু'জনের পেছনে পৌঁছুতে হলে।'

হাত দুটো তুলে বুকে ভাঁজ করলো রুডি। 'কৃতজ্ঞবোধ করছি, আমার ওপর তোমার এতো আস্থা দেখে। পারব কি না জানি না, তবে চেষ্টা করব।'

'পারলে তুমিই পারবে, রুডি।'

'তারমানে দুর্গ রক্ষার জন্যে তোমরা মাত্র তিনজন থাকছ।'

'তিনজনেই চালিয়ে নেব।' আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়ালো পিট, সামান্য খোঁড়াতে খোঁড়াতে মেঝেতে পড়ে থাকা আতঙ্কবাদীদের কাপড়গুলোর দিকে এগোল। ফিরে এসে

রুডির দিকে বাড়িয়ে ধরলো সেগুলো। 'পরে নাও, ওরা তোমাকে নিজেদের একজন মনে করবে।'

অনড় দাঁড়িয়ে থাকলো রুডি, বন্ধুদের ছেড়ে যেতে মন চাইছে না তার। তার ছোটোখাটো কাধে ভারী একটা হাত রাখলো জিওর্দিনো, হাঁটিয়ে নিয়ে এলো একটা মেইন্টেন্যান্স প্যাসেজের সামনে, মেঝে থেকে নিচের দিকে নেমে গেছে সেটা, বিশাল ক্রাশিং মিলটাকে চারদিকে থেকে ঘিরে রেখেছে। 'এই পথ দিয়ে নেমে যেতে পারো তুমি', বললো জিওর্দিনো। 'পরিস্থিতি গরম না হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে, তারপর ছুটবে।'

রুডি কিছু বলার আগেই টানেলের ভেতর তাকে অর্ধেকটা নামিয়ে দিলো জিওর্দিনো। শেষবার পিটের দিকে তাকালো রুডি, যেনো কোনো উপদেশ শুনতে চাইছে। অভয় দিয়ে হাসলো পিট, হাত নাড়লো। মুখ খুলে দিকে তাকালো রুডিক্লিফ। উজ্জ্বল হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে চেহারা, ঢাকা পড়ে গেছে সমস্ত উদ্বেগ। তালুতে চুমো খেয়ে হাতটা বাতাসে ছুঁড়ে দিলো সে। সবশেষে ফিনলের দিকে তাকালো রুডি। সে-ও হাসছে। নুমার এরা সবাই তার শুধু বন্ধু নয়, জীবনেরও অংশবিশেষ, জানে না আবার ওদেরকে জীবিত দেখার সুযোগ হবে কিনা।

'ফিরে এস যেনো তোমাদের সব ক'টাকে এখানে আমি দেখতে পাই', চড়া গলায় বললো রুডি। 'কি বলছি বুঝতে পারছ?'

পরমুহূর্তে টানেলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলো সে।

উনষাট

তাড়াহুড়ো করে লেডি ফ্ল্যামবোরোর সুইমিংপুলের ওপর তৈরি করা হয়েছে ল্যান্ডিং প্যাডটা, অস্থিরভাবে সেটার পাশে পায়চারি করছে কর্নেল হোলিস। এইমাত্র একটা ক্যারিয়ার পিজিয়ন হেলিকপ্টার নামাল, তাতে চড়ার জন্যে একপাশে অপেক্ষা করছে কয়েকজন লোক।

খনির দিক থেকে নতুন করে গুলির আওয়াজ ভেসে আসছে শুনে মুহূর্তের জন্যে পায়চারি থামালো কর্নেল, চিন্তার রেখা ফুটলো কপালে।

'তাড়াতাড়ি, মেজর, তাড়াতাড়ি!' তাগাদা দিলো সে। 'লোকজনকে শুধু পার করলেই হবে না, আরও কাজ আছে আমাদের। বুঝতে পারছ তো, ওদিকে এখনও বেঁচে আছে কারা যেনো, আমাদের যুদ্ধটা লড়তে হচ্ছে তাদের।'

'খনিটা বোধহয় সন্ত্রাসবাদীদের এস্কেপ পয়েন্ট ছিলো', বললেন ক্যাপটেন কলিন্স। তিনিও কর্নেলের পাশে পায়চারি করছেন।

'কৃতিত্বটা আমার। ডার্ক পিট আর তার দল সন্ত্রাসবাদীদের একেবারে ঘাড়ে লাফিয়ে পড়েছে', গম্ভীর সুরে বললো কর্নেল।

'সময়মতো পৌঁছে জিম্মি আর ওদেরকে বাঁচাতে পারবেন কিনা, সেটাই হলো প্রশ্ন।'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়লো কর্নেল হোলিস। 'আমি তো কোনো আশা দেখছি না।

হঠাৎ ঝমঝম বৃষ্টি শুরু হওয়ায় কৃতজ্ঞবোধ করলো রুডি। ক্রাশিং মিল থেকে বেরিয়ে খালি কয়েকটা ওর-কারের পাশ দিয়ে ক্রল করে এগোচ্ছে সে, ডোরাকাটা কাপড়ের মতো ওকে আড়াল করে রেখেছে বৃষ্টি। খনির নিচের পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামার সময় আর কোনো আড়াল থাকলো না। নিচে নেমে এসে ছুটলো সে।

রেললাইনে পৌঁছে গেলো রুডি। কোনো শব্দ না করে হাঁটতে লাগলো সে। খানিক পর বৃষ্টির ফাঁকে অস্পষ্ট কয়েকটা মূর্তি দেখতে পেরে দাঁড়িয়ে পড়লো। চারজন আছে, দাঁড়িয়ে আছে দু'জন।

দ্বিধায় পড়ে গেলো রুডি। তার ধারণা, জিম্মিরা বসে আছেন, তাঁদের ওপর চোখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে গার্ডরা। কিন্তু ধারণাটা ঠিক কিনা গুলি করার পর পরীক্ষা করা যায় না। কে বন্ধু আর কে শত্রু জানতে হলে ওদের কাছাকাছি যেতে হবে তাকে। ধোঁকা দেয়ার জন্যে ভরসা করতে হবে পিটের দেয়া টেরারিস্টদের কাপড়চোপড়ের ওপর। বিষয়ম একটা অসুবিধে হলো, খুব বেশি হলে তিন কি চারটে আরবি শব্দ জানে সে।

বড় করে শ্বাস টেনে এগোল রুডি। একবার সালাম করলো, আস্তে বলা হয়ে গেছে ভেবে গলা একটু চড়িয়ে আরও দু'বার উচ্চারণ করলো শব্দটা।

ওকে পৌঁছুতে দেখে দাঁড়িয়ে থাকা লোক দু'জন বিশেষ গ্রাহ্য করলো না। তাদের হাতে মেশিনগান রয়েছে, সেগুলো ওর দিকে ধরা, তবে ঠিক তাক করা ভঙ্গিতে নয়।

উত্তরে দু'জনের একজন কি যেনো বললো, অর্থটা ধরতে পারলো না রুডি। আন্দাজ করলো, ওর নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে।

'মুহাম্মদ', বিড়বিড় করে বললো সে, ভাবছে মহানবীর নাম নিয়ে যদি এই যাত্রা পার পাওয়া যায়। হেকলার অ্যান্ড কোচটা বুকের সাথে চেপে ধরে আছে, মাজলটা আরেক দিকে ঘোরানো।

গার্ড দু'জনকে হাতের অস্ত্র আরেক দিকে ঘুরিয়ে নিতে দেখে স্বস্তি বোধ করলো রুডি, একযোগে মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকার তারা।

শান্তভাবে, অলসভঙ্গিতে, ওদের পাশে চলে এলো রুডি, এখন গুলি করলে জিম্মিদের গায়ে লাগার ভয় নেই।

রেললাইনের ওপর বসে আছেন জিম্মিরা, তাঁদের ওপর চোখ রেখে, সন্ত্রাসবাদীদের দিকে সরাসরি না তাকিয়ে, হেকলার অ্যান্ড কোচের ট্রিগার টানলো সে।

খনির কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই ক্লান্তির চরমে পৌঁছে গেলো সুলেমান আজিজ আর তার লোকজন। তুমুল বর্ষণ অত্যাচার হয়ে দেখা দিলো ভিজে ভারী হয়ে উঠেছে পরনের কাপড়চোপড়। পুরানে একটা দোচালা দেখতে পেয়ে হুড়হুড় করে ভেতরে ঢুকলো সবাই। এক সময় এখানে মাইনিং ইকুইপমেন্ট রাখা হত।

কাঠের একটা বেঞ্চে ধপ্ করে বসলো সুলেমান আজিজ, বুকের ওপর ঝুলে পড়লো মুখ, হাপরের মতো হাঁপাচ্ছে। এক লোককে সাথে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ইবনে, পায়ের আওয়াজ পেয়ে চোখ তুললো সুলেমান আজিজ। 'ও ওসমান', বললো ইবনে। 'বলছে, সশস্ত্র একটা কমান্ডো গ্রুপ ওদের নেতাকে খুন করেছে, তারপর আশ্রয় নিয়েছে ক্রাশিং মিলের ভেতর। ওখানে আমাদের হেলিকপ্টারটা আছে, জনাব।'

বেঞ্চ ছেড়ে দাঁড়ালো সুলেমান আজিজ, রাগে থরথর করে কাঁপছে। 'এইজন্যে পাঠানো হয়েছিলো তোমাদের?'

আতঙ্কে নীল হয়ে গেলো ওসমান। 'আমরা... আমরা কোনো ওয়ার্নিং পাইনি জনাব। পাহাড় বেয়ে কখন নেমে এসেছে ওরা কিছুই আমরা জানতে পারিনি। সেন্ট্রিদের কাবু করে, ট্রেনটা দখল করে, তারপর আমাদের লিভিং কোয়ার্টার লক্ষ্য করে গুলি ছোঁড়ে। আমরা যখন পাল্টা হামলা শুরু করি, ক্রাশিং মিল থেকে জবাব দেয়া ওরা।'

'হতাহত?' হিসহিস করে জানতে চাইলো সুলেমান আজিজ।

'বেঁচে আছি আমরা মাত্র সাতজন।'

দাঁতে দাঁত চাপলো সুলেমান আজিজ। যা ধারণা করেছিলো, পরিস্থিতি তারচেয়ে অনেক খারাপ। 'ওরা?'

'বিশজন তো হবেই, ত্রিশজনও হতে পারে।'

'তোমরা সাতজন ওদের ত্রিশজনকে কোণঠাসা করে রেখেছ?' খেকিয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ। 'ঠিক করে বলো। ক'জন ওরা? মিথ্যে বললে ইবনে তোমাকে জবাই করবে।'

ভয়ে সুলেমান আজিজের চোখে তাকাতেই পারলো না। 'চার-পাঁচজন হতে পারে, কমও হতে পারে ... জনাব–'

'চারজন লোক এতো কিছু করেছে?' বিস্মিত হলো সুলেমান আজিজ। রাগ সামলানোর চেষ্টা করলো সে। 'হেলিকপ্টারের খবর বলো। ওটার কোনো ক্ষতি হয়েছে?'

একটু যেনো উজ্জ্বল হলো ওসমানের চেহারা। 'না, জনাব, কোনো ক্ষতি হয়নি। খুব সাবধানে গুলি করেছি আমরা। আমার বাপজানের সম্মানের কসম, একটা গুলিও হেলিকপ্টারে লাগেনি....'

'কমান্ডোরা ওটার কোনো ক্ষতি করেছে কিনা আল্লাহ মালুম', ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললো ইবনে।

'ওটাকে অক্ষত অবস্থায় না পেলে খুব শিগগিরই সবাই আমরা আল্লাহর কাছে পৌঁছে যাব', শান্তভাবে বললো সুলেমান আজিজ। 'কমান্ডোদের কাবু করার একমাত্র উপায়, চারদিক থেকে ঝাঁপিয়ে সোজা ভেতরে ঢুকে পড়া–স্রেফ সংখ্যার জোরে হারাতে হবে ওদেরকে।'

'শেষ পর্যন্ত হয়তো জিম্মিদের মুক্তির বিনিময়ে হেলিকপ্টার ফেরত চাইতে হবে।'

ইবনের দিকে তাকিয়ে মাথা ঝাঁকালো সুলেমান আজিজ। 'হয়তো। শোনো–কমান্ডোদের সাথে আলোচনা শুরু করব আমি, তুমি হামলার প্রস্তুতি নাও।'

'সাবধানে, হযরত।'

'মুখোশ খুলে ফেলতে দেখলেই তুমি হামলা শুরু করবে।'

সশস্ত্র লোকদের একপাশে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্দেশ দিতে শুরু করলো ইবনে।

একটা জানালার পর্দা টেনে ছিঁড়ে ফেললো সুলেমান আজিজ। এককালে কাপড়টা হলুদ ছিলো, রঙ উঠে সাদা হয়ে গেছে। একটা লাঠির মাথায় কাপড়টা বাঁধলো সে। শান্তির পতাকা হাতে বেরিয়ে এলো দোচালা থেকে।

মাইনারদের সার সার বাঙ্কহাউসকে পাশ কাটিয়ে এলো সে, সতর্ক থাকলো ক্রাশিং মিল থেকে তাকে যেনো কেউ দেখতে না পায়। তারপর সামনে পড়লো রাস্তা। একটা বিল্ডিঙের কোণ থেকে শান্তির পতাকাটা সামনে বাড়িয়ে নাড়লো সুলেমান আজিজ।

কোন গুলি হলো না, তবে আর কিছুও ঘটল না। ইংরেজিতে চিৎকার করলো সুলেমান আজিজ, 'আমরা কথা বলতে চাই।'

কয়েক মুহূর্ত পর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল, '*নো হাবলো ইংলেস*।'

মুহূর্তের জন্যে পিছিয়ে এলো সুলেমান আজিজ। চিলিয়ান সিকিউরিটি পুলিশ? তার ধারণা ছিলো, চিলিয়ান পুলিশ তেমন দক্ষ নয়। ইংরেজি ভালো বলতে পারে সে, কাজ চালাবার মতো ফ্রেঞ্চও জানে কিন্তু স্প্যানিশে দখল নেই।

দ্বিধায় ভুগলে বিপদ শুধু বাড়বে। যেভাবে হোক শত্রুপক্ষের পরিচয় ও শক্তি সম্পর্কে জানতে হবে তাকে। গা বাঁচিয়ে পালানোর পথে ওরাই একমাত্র বাধা। আবার পতাকাটা সামনে বাড়িয়ে ধরলো সুলেমান আজিজ। কোণ থেকে বেরিয়ে এলো এক লোক, থামলো তার কাছ থেকে কয়েক পা রাখলো।

পাজ অর্থ শান্তি, জানে সুলেমান আজিজ। শব্দটা কয়েকবার গলা চড়িয়ে উচ্চারণ করলো সে। অবশেষে সদর দরোজা খুলে খোঁড়াতে খোঁড়াতে রাস্তায় রেবিয়ে এলো এক লোক, থামলো তার কাছ থেকে পা দূরে।

লোকটা লম্বা, গভীর সবুজ চোখ, কোনো দ্বিধা নেই হাবে ভাবে। সোজা সুলেমান আজিজের দিকে চেয়ে আছে। লম্বা চুলগুলো, কালো, ঢেউখেলানো; সূর্য্যের তাপে পোড়া তামাটে চামড়া। ঘন ভ্রূ, ঠোঁটে বিদ্রূপাত্মক হাসি।

গালে সরু একটা কাটা দাগ।

এক হাত খালি, দস্তানা পড়া অপর হাত স্কি জ্যাকেটের পিছনে ঝুলছে।

মাত্র তিন সেকেন্ডের মধ্যে যা বোঝার বুঝে নিলো সুলেমান আজিজ, বিপজ্জনক এক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে আছে সে। সতর্ক হবার প্রয়োজন বোধ করলো। মনে মনে স্প্যানিশ শব্দ খুঁজল সে। 'আমরা কথা বলতে পারি?' হ্যাঁ, এভাবে শুরু করা যায়। বললো, '*পোডেমস হাবলার?*'

উত্তরে প্রতিপক্ষের ঠোঁটের ক্ষীণ হাসিটুকু সামান্য উজ্জ্বল হলো।

ভাঙাচোরা স্প্যানিশ ভাষায় এরপর সুলেমান আজিজ জিজ্ঞেস করলো, 'আমরা হেলিকপ্টারটা ফেরত পেতে পারি কি?'

হঠাৎ হেসে উঠলো পিট। 'তোমার স্প্যানিশ আমার চেয়ে খারাপ।' ইংরেজিতে বললো ও। 'উত্তর হলো–না, হেলিকপ্টারটা ফেরত দেয়ার জন্যে দখল করা হয়নি।'

প্রতিপক্ষ ইংরেজি জানে, তবে বিস্ময়টা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ। সাথে সাথে প্রস্তাব দিলো সে, 'আমি আপনাদেরকে আত্মসমর্পণ করার পরামর্শ দিচ্ছি।'

'প্রস্তাবটা গিলে ফেলো।'

এরই মধ্যে হিসেব কষতে শুরু করেছে সুলেমান আজিজ। যোদ্ধার পোশাক নয়, প্রতিপক্ষের পরনে দামী স্কি জ্যাকেট। সি.আই.এ. নাকি?

'আপনার নাম জানতে পারি?'

'ডার্ক পিট।'

'আমি সুলেমান আজিজ ওমর।'

'তুমি কে বা কি, আমার তাতে কিছুই আসে যায় না', ঠাণ্ডা সুরে বললো পিট।

'বেশ, মি. পিট', রাগলো না সুলেমান আজিজ। হঠাৎ তার একটা ভুরু উঁচু হলো। 'আপনার সাথে সিনেটরের কোনো সম্পর্ক নেই তো?'

'রাজনৈতিক মহল আমার মিত্র নয়।'

'কিন্তু নামে মিল আছে। চেহারাও। সে কি আপনার বাবা?'

'যদি কিছু বলার থাকে, তাড়াতাড়ি করো। বৃষ্টিতে ভিজতে চাই না।'

'আমার জিনিসটা আমি ফেরত পেতে চাই', মৃদু হাসির সাথে বললো সুলেমান আজিজ। 'অক্ষত অবস্থায়।'

'কোনো জিনিস কেউ খুঁজে পেলে বা দখল করতে পারলে সেটা তার হয়ে যায়। তোমার যদি খুব দরকার থাকে, ভেতরে ঢুকে নিয়ে এসো।'

হাত দুটো ঘন ঘন মুঠো করলো আর খুললো সুলেমান আজিজ। শক্ত লোকের পাল্লায় পড়েছে সে। তীক্ষ্ণ, চাপা গলায় বললো, 'আমাদের কিছু লোক মারা যাবে, আপনি মারা পড়বেন, এবং অবশ্যই আপনার আত্মীয় বা ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাও মারা পড়বেন, হেরিকপ্টারটা যদি আমার হাতে তুলে না দেন।'

চোখের পাতা একচুল কাঁপলো না, পিট বললো, 'দু'জন প্রেসিডেন্ট আর হে'লা কামিলের কথা বলছ না। নিজের কথাটাও ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি তোমার। ঘাসের সার হিসেবে তুমিও অবদান রাখবে।'

লাল হয়ে উঠলো সুলেমান আজিজের চেহারা। 'আপনার গোয়ার্তুমি অসহ্য! রক্তপাত ঘটিয়ে কি লাভ আপনার?'

'যুদ্ধ চাইলে, ঘোষণা করো তুমি', তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললো পিট। 'দেখতে পাবে যুদ্ধ কাকে বলে, প্রতিপক্ষ কেমন লড়তে জানে। কিন্তু সে সাহস কি তোমার আছে? মহিলা, অসহায় বৃদ্ধদের যারা জিম্মি রাখে তারা যদি কাপুরুষ না হয়, আর কাকে কাপুরুষ বলা যায়? তবে, সন্ত্রাসের ইতি ঘটেছে ঠিক তুমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছ, সেখানে। আমি আমার নিজের আইনে চলি, এক পা সামনে এগিয়ে দেখো, ঝাঁঝরা হয়ে যাবে। আমাদের একজন মারা গেলে কথা দিচ্ছি, তোমাদের পাঁচজনের লাশ পড়বে।'

'আপনার সাথে আমি নীতিকথা বা মতপার্থক্য নিয়ে আলোচনা করতে আসিনি', রাগ সামলে নিয়ে বললো সুলেমান আজিজ। 'আমার জানা দরকার, হেলিকপ্টারটা অক্ষত আছে কিনা।'

'আঁচড়ের দাগ পর্যন্ত পড়েনি কোথাও', বললো পিট। 'তোমার পাইলটরাও বহাল তবিয়তে আছে, অন্তত ফ্লাই করতে পারবে।'

'অস্ত্র ফেলে দিয়ে আত্মসমর্পণ করাই হবে আপনাদের জন্যে বুদ্ধিমানের কাজ।'

কাঁধ ঝাঁকালো পিট। 'যাও, পাহাড়ের মাথা থেকে লাফ দাও।'

পিটের দিকে তির্যকদৃষ্টিতে তাকালো সুলেমান আজিজ। 'আপনারা ক'জন? চার, সম্ভবত পাঁচজন? আপনাদের একজনের সমান আমাদের আটজন।'

মুচকি হেসে পিট বললো, 'আর আমাদের হেলিকপ্টারের সমান–?

'ওটা আমাদের–'

'দখল নিতে পারলে', বললো পিট। 'ভাল কথা, ওটা অক্ষতই থাকবে। কিন্তু–'

'কি?....

'কিন্তু যদি জিম্মিদের কারও সামান্যতম কোনো ক্ষতি হয়, এক্সপ্লোসিভ দিয়ে ওরা আমি উড়িয়ে দেব।'

'এই আপনার শেষ কথা?'

'আপাতত, হ্যাঁ।'

হঠাৎ কি যেনো উপলব্ধি করে প্রায় চমকে উঠলো সুলেমান আজিজ। 'আপনি! হ্যাঁ, নির্ঘাত আপনি। আপনিই তাহলে আমেরিকান স্পেশাল ফোর্সকে পথ দেখিয়ে এখানে এনেছেন।'

'বেশিরভাগ কৃতিত্ব ভাগ্যের', বললো পিট। 'তবে পানির তলায় জেনারেলর ব্রাভো আর প্লাস্টিকের রোলটা আমিই খুঁজে বের করি। তারপর খাপে খাপে মিলে যায় সব।'

পিটের দিকে আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে এক সেকেন্ড তাকিয়ে থাকলো সুলেমান আজিজ, তারপর নিচু গলায় বললো সে, 'আপনার মেধা আপনি অপচয় করছেন, মি. পিট। নিজের মূল্য সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই। বলেন তো আমি একটা ধারণা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি।'

'পারো নাকি?'

'আমার সাথে হাত মেলান', প্রস্তাব দিলো সুলেমান আজিজ। 'মধ্যপ্রাচ্যের রাজা বানিয়ে দেব আপনাকে। আপনার মতো সাহসী ও বুদ্ধিমান লোক ইচ্ছে করলে দারুণ কিছু করতে পারে।'

হেসে উঠলো পিট। 'মিথ্যে প্রলোভন দেখাচ্ছ?'

'আপনি জানেন, মি. পিট', চোখ সরু করে পিটের দিকে তাকালো সুলেমান আজিজ, তার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে, 'আপনাকে আমি নিজের হাতে খুন করতে যাচ্ছি? পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে আপনার শরীর। এ-ব্যাপারে কি বলার আছে আপনার?'

পিটের দৃষ্টি বা চোখে কোনো আক্রোশ নেই, চেহারায় ঘৃণার ভাবও ফুটলো না। সকৌতুক তাচ্ছিল্যের সাথে সুলেমান আজিজের দিকে তাকিয়ে থাকলো ও। ছোট্ট করে বললো, 'আমি যা জানি তুমি তা জানো না।'

রাগের সাথে শান্তির পতাকা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সুলেমান আজিজ, ঝট করে ঘুরে হন হন করে ফিরে চললো সে, কোটের ভেতর পকেট থেকে রুগার পি-85 সেমি অটোমেটিক নাইন-মিলিমিটার বেরিয়ে এসেছে হাতে।

বিদ্যুৎবেগে ঘুরলো সে, একটানে মুখোশ খুলে দু'হাতে বাগিয়ে ধরলো রুগার, পিটের পিঠের ওপর মাজল সিধে হতেই পরপর ছ'টা গুলি করলো।

পিটের পিঠের ওপর স্কি জ্যাকেটে এক ঝাঁক গর্ত সৃষ্টি হতে দেখলো সে, দেখলো তার ঘৃণিত প্রতিপক্ষ হোঁচট খেয়ে ক্রাশিং মিলের দিকে এগোল, বাড়ি খেলো দেয়ালে।

পিটের পড়ার অপেক্ষায় থাকলো সুলেমান আজিজ। সে জানে, মাটিতে পড়ার আগেই মারা গেছে শত্রু।

ষাট

ধীরে সুলেমান আজিজ বুঝতে পারলো, যেমন হওয়া উচিত, কোনো যেনো ঘটনাবলী তেমন করে ঘটছে না।

পিট মারা যায়নি। এমনকি পড়েও নি। ধীরে ধীরে ঘুরে দাঁড়ালো ও।

এর মুখে খোদ শয়তানের হাসি দেখতে পেল সুলেমান আজিজ।

বিস্ময়ে স্তম্ভিত সে। বুঝতে পারলো, আজকের প্রতিযোগিতায় হার হয়েছে তার। ওকে যে পিছন থেকে কাপুরুষের মতো আক্রমণ করা হবে, আগেই আন্দাজ করেছিলো পিট। মোটা স্কি জ্যাকেটের ভেতর বুলেটপ্রুফ শীল্ড পরে ক্রাশিং মিল থেকে বেরিয়েছে ও।

আতঙ্কের একটা ঢেউ বয়ে গেলো সুলেমান আজিজের সারা শরীরে, দেখলো আস্তিনের বাইরে ঝুলতে থাকা দস্তানা পরা হাত দুটো কৃত্রিম। জাদুকরের হাত সাফাই। আসল হাতের একটা বেরিয়ে এলো জ্যাকেটের ভেতর থেকে, বড় কোল্ট ফরটিফাইভ অটোমেটিক নিয়ে।

আবার পিটের লক্ষ্যস্থির করলো সুলেমান আজিজ। তবে আগে গুলি করলো পিট।

পিটের প্রথম গুলিটা সুলেমান আজিজের কাঁধে লাগলো, আড়াআড়িভাবে ঘুরিয়ে দিলো তাকে। দ্বিতীয় বুলেট চোয়াল আর মুখের নিচের অংশ গুঁড়িয়ে দিলো। মুখে একটা হাত তুলতেই তৃতীয় বুলেট চুরমার করে দিলো কবজিটাকে। শেষ বুলেটটা মুখের একদিক দিয়ে ঢুকে আরেক দিক দিয়ে বেরিয়ে গেলো।

কাঁকরের ওপর একটা গড়ান দিয়ে চিৎ হলো সুলেমান আজিজ। শরীরে গুলির বর্ষণ সম্পর্কে সচেতন নয়, জানে না তার লোকজন ফায়ার ওপেন করার আগেই অক্ষত অবস্থায় লাফ দিয়ে দরোজা টপকে ক্রাশিং মিলের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেছে পিট।

আবছাভাবে শুধু বুঝতে পারলো, টেনে-হিঁচড়ে তাকে একটা পানির ট্যাংকের পিছনে সরিয়ে নিয়ে এসেছে ইবনে। ক্রাশিং মিলের জানালা থেকে গুলিবর্ষণ হচ্ছে। ধীরে ধীরে একটা হাত তুলে ইবনের লোহার মতো শক্ত কাঁধ আঁকড়ে ধরলো সুলেমান আজিজ। নিচের দিতে টেনে আনলো বিশ্বস্ত ভক্তকে।

'তোমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি না', কর্কশকণ্ঠে বললো সুলেমান আজিজ, ধমকের সুরে।

কোমরের বেল্ট থেকে একটা প্যাকেট বের করলো ইবনে, প্যাকেট থেকে বেরুল সার্জিক্যাল প্যাড। এক সময় যেখানে চোখ ছিলো সুলেমান আজিজের, প্যাডটা সেখানে, গর্তের ভেতর বসিয়ে বেঁধে দিলো। 'আল্লাহ আর আমি আপনার হয়ে দেখবো, জনাব।' সান্ত্বনা দিলো ইবনে।

কাশল সুলেমান আজিজ, গলার ভেতর থেকে ছলকে বেরিয়ে এলো খানিকটা রক্ত। 'আমি চাই ওই শয়তান, ডার্ক পিট, আর জিম্মিদের সবাইকে কেটে টুকরো টুকরো করা হোক।'

'আমাদের হামলা শুরু হয়ে গেছে, জনাব। আর মাত্র কয়েক সেকেন্ড বেঁচে আছে ওরা।

'আমি যদি মারা যাই ... আখমত ইয়াজিদকে তুমি খুন কোরো।'

'আপনি মারা যাবে না।'

কথা বলার আগে আবার কিছুক্ষণ কাশলো সুলেমান আজিজ। 'যাই ঘটুক না কেনো, শত্রুরা হেলিকপ্টারটা নষ্ট করবে। কিন্তু দ্বীপ থেকে পালাতেই হবে তোমাকে। চেষ্টা কোরো, পথ একটা পেয়ে যাবে। যাও, আমাকে রেখে চলে যাও। তোমার প্রতি এটা আমার নির্দেশ, ইবনে। আমার অসমাপ্ত কাজ শেষ করার জন্যে তোমার বেঁচে থাকা একান্ত দরকার।'

নিঃশব্দে, নির্দেশের উত্তরে কিছুই না বলে, সুলেমান আজিজতে দু'হাতের ওপর তুলে নিয়ে সিধে হলো ইবনে। ধীরে ধীরে রণক্ষেত্র থেকে সরে যাচ্ছে সে।

নিরাপদ দূরত্বে সরে এসে শান্তসুরে বললো ইবনে, 'মনটা শক্ত করুন, জনাব। আমাকে কড়া ধমক দিন। দু'জন আমরা একসাথে আলেকজান্দ্রিয়ায় পৌঁছুব।'

লাফ দিয়ে দরোজা দিয়ে মাত্র ভেতরে ঢুকলো পিট, ক্ষিপ্র হাতে কোর্টের পিছন থেকে বুলেটপ্রুফ ভেস্ট জোড়া খুলল, একটা ধরিয়ে দিলো হাতে, দ্বিতীয়টা নিজের বুকে আটকালো। অ্যালকে কিছু বলার আর সময় পাওয়া গেলো না, শুরু হয়ে গেলো ঝাঁক ঝাঁক বুলেটের বর্ষণ। পাতলা কাঠের দেয়াল ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

ডাইভ দিয়ে মেঝেতে পড়লো পিট, জনান্তিকে খেদ প্রকাশ করলো, 'এত দামী জ্যাকেটটাও গেছে।'

'বুকে গুলি করলে এতক্ষণে তুমি ঠাণ্ডা মাংস হয়ে যেতে', পাশ থেকে বললো জিওর্দিনো। 'বুঝলে কিভাবে, তুমি পিছন ফিরলে গুলি করবে?'

'ঢুলঢুলু চোখ দেখে। ব্যাটা ফ্যানাটিক, এবং কাপুরুষ।'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে একটা করে জানালার নিচে থামছে ফিনলে, পিন খুলে বাইরে ছুঁড়ে দিচ্ছে গ্রেনেডগুলো।

'ওরা এসে গেছে।' চিৎকার করলো সে।

কাঠের মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গেলো জিওর্দিনো, ওর ভর্তি একটা চাকা লাগানো ট্রলির পিছন থেকে এক পশলা গুলি চালালো। একেবারে শেষ মুহূর্তে থম্পসনের মাজল ঘুরিয়ে দু'জন আতঙ্কবাদীকে থামালো পিট, ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে কিভাবে যেনো বিধ্বস্ত সাইড অফিসে উঠে এসেছে তারা। পাক খেতে খেতে পড়ে গেলো দু'জনেই।

ক্রাশিং মিলটাকে চারদিকে থেকে আক্রমণ করলো সুলেমান আজিজের লোকেরা। গুলিবর্ষণে কোনো ছেদ পড়লো না, বিশ পঁচিশজন একনাগাড়ে গুলি করছে তারা। সবার হাতে স্মল-ক্যালিবারে এ-কে সেভেনটি ফোর।

ক্রাশিং মিলের মেঝেতে অনবরত গড়াগড়ি খেয়ে পিট আর ফিনলেকে কাভার দিলো জিওর্দিনো, একসময় তিনজনই ওরা অস্থায়ী আশ্রয় মিকি মাউজ দুর্গে পৌঁছে গেলো। তুমুল আক্রমণের মুখেও মাথার ওপর হাত তুলে ক্রাশিং মিল থেকে কেউ বেরিয়ে এলো না দেখে মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়লো সন্ত্রাসবাদীরা।

আক্রমণের প্রথম ঢেউটাকে ঠেকিয়েছে ওরা, তবে সন্ত্রাসবাদীরা অসম্ভব একরোখা, অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা নিতেও তাদের জুড়ি নেই। দ্বিতীয় আক্রমণ শুরু করলো তারা এবার। একটানা গুলিবর্ষণের সাথে যোগ হলো গ্রেনেডের বিস্ফোরণ। ছোটো দুটো দল গুলি করতে করতে ভেতরে ঢুকল, পিটের থম্পসন আর ফিনলের শটগান তাদেরকে ফেলে দিতেই লাশগুলোকে কাভার হিসেবে ব্যবহার করলো পিছনের দুটো ছোটো দল। ভীতিকর, বীভৎস একটা দৃশ্যের অবতারণা হলো। ক্রাশিং মিলের ভেতরে দশ-বারোটা আগ্নেয়াস্ত্র গর্জন করছে, একের পর এক গ্রেনেড ফাটছে, একাধিক ভাষায় চিৎকার করছে লোকজন। থরথর করে কাঁপছে গোটা ক্রাশিং মিল। শ্র্যাপনেল আর বুলেট বিশাল মেকানিকাল মিলের গায়ে লেগে পিছলে যাচ্ছে দিগ্বিদিক। বাতাসে ধোঁয়া আর গানপাউডারের গন্ধ।

আট-দশ জায়গায় আগুন ধরে গেলো, কিন্তু সেদিকে খেয়াল দেয়ার সময় নেই কারও। একটা গ্রেনেডে ছুঁড়ে হেলিকপ্টারের টেইল রোটর উড়িয়ে দিলো জিওর্দিনো। পালানোর শেষ সুযোগটা হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে দ্বিগুণ আক্রোশে আক্রমণের মাত্রা বাড়িয়ে দিলো সন্ত্রাসবাদীরা।

হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেলো পিটের হাতে পুরানো থম্পসনটা। পঞ্চাশ রাউন্ডের রোটারি ড্রাম ইজেক্ট করে আরেকটা ঢোকালো ও, এটাই শেষ। তিনজনের কেউই ওরা মৃত্যুকে ভয় পায় না, জানে পিছিয়ে যাবার সুযোগ অনেক আগেই হাতছাড়া হয়ে গেছে। কারও মধ্যে বিন্দুমাত্র ভাবাবেগ বা দ্বিধা দেখা গেলো না, গভীর নিষ্ঠার সাথে লড়ে যাচ্ছে। বেঁচে থাকার চেষ্টা করছে মৃত্যুভয়কে তুচ্ছ করে।

তিনবার পিছিয়ে গেলো সন্ত্রাসবাদীরা, প্রতিবার ভেতর আনার চেষ্টা করলো তারা। জানে, এটাই তাদের শেষ আক্রমণ হতে যাচ্ছে। সবাইকে বলে দেয়া হলো, এটা হবে সুইসাইড মিশন। ক্রাশিং মিলের চারদিকে বৃত্তটাকে এবার তারা ধীরে ধীরে ছোটো করে আনলো।

ধোঁয়া লেগে পিটের দু'চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে। ওর আস্তিন ফুটো হয়েছে চার জায়গায়, দু'চায়গায় মাংস পুড়ে গেছে, চামড়া ছড়েছে এক জায়গায়। দম ফেলার অবসর নেই ওদের কারও, কারণ বৃত্ত ছোটো করে এসে আবার ক্রাশিং মিলের ভেতর ঢুকে পড়েছে সন্ত্রাসবাদীরা, এবার তারা খানিকটা এগিয়ে পেরিয়ে এসেছে জিওর্দিনো আর ফিনলের তৈরি ব্যারিকেডটা। গুলিবর্ষণ প্রতিযোগিতা দ্রুত রূপান্তরিত হলো ধস্ত াধস্তিতে।

একপশলা গুলির একটা পেটে নিয়ে মেঝেতে নিচু হলো ফিনলে, হাঁটু গেড়ে খাড়া থাকার চেষ্টা করলো সে, হাতের খালি শটগানটা মন্থরগতিতে ঘোরাচ্ছে।

জিওর্দিনো আহত হয়েছে পাঁচ জায়গায়। ট্রলি থেকে একটা ওর পাথর তুলে নিলো সে ডান হাতে, বাঁ হাতটা শরীরের পাশে মরা সাপের মতো ঝুলছে, কাঁধের ক্ষতটা থেকে নেমে আসছে রক্তের একটা ধারা।

পিটের থম্পসন থেকে বেরিয়ে গেলো শেষ কার্ট্রিজটা, হঠাৎ উদয় হয়ো একজন আরবের মুখের ওপর সেটা ছুঁড়ে মারলো ও। কোমর থেকে ছোঁ দিয়ে কোল্ট অটোমেটিকটা হাতে নিলো ও, ধোঁয়ার ভেতর একটা মুখ দেখতে পেলেই ট্রিগার টানল।

ঘাড়ের গোড়ায় তীব্র চুলকানির একটা অনুভূতি হলো, বুঝলো আহত হয়েছে ও। দেখতে দেখতে খালি হয়ে গেলো কোল্ট, সেটা উল্টো করে ধরে সামনে যাকেই দেখলো তারই মুখ আর মাথা লক্ষ্য করে বাড়ি মারলো। পরাজয়ের তিক্ত স্বাদ পেতে শুরু করেছে।

পিটের মনে হলো, ঘটনাটা যেনো বাস্তবে ঘটছে না। এভাবে মানুষ সম্ভবত শুধু দুঃস্বপ্নের ভেতর লড়ে। একটা গ্রেনেড ফাটলো, এতো কাছে যে প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো ও। ওর গায়ের ওপর ঢলে পড়লো এক লোক। নাকি একটা লাশ?

স্টীলের একটা পাইপের সাথে মাথাটা ঠুকে গেছে পিটের। মগজের ভেতর যেনো আগুন জ্বলে উঠল। খালি কোল্টটার খোঁজে মেঝে হাতড়াচ্ছে ও, তারপর কি ঘটল জানে না।

একষট্টি

খনি আর বিল্ডিঙগুলো থেকে খানিক দূরে পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে আছে অসংখ্য ওর স্তূপ; ল্যান্ড করার পর এক জায়গায় জড়ো হলো স্পেশাল ফোর্সের লোকজন, তারপর ছড়িয়ে পড়ে পজিশন নিলো স্তূপগুলোর আড়ালে। খানিটাকে চারদিকে ঘিরে থাকলো স্নাইপাররা, ঢালের গায়ে শুয়ে চোখ রাখল যে-যার স্কোপে।

কর্নেল হোলিস, পাশে জন ডিলিঞ্জার, একটা স্তূপের মাথায় উঠে এসে উঁকি দিয়ে সামনে তাকালো।

গোলাগুলি থেকে গেছে। শেষ সারির তিনটে বিল্ডিঙে আগুন জ্বলছে, নিচু মেঘে গিয়ে মিশছে কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলীগুলো। ক্রাশিং মিলটাকে পরিষ্কার দেখতে পেল ওরা। মিলের সামনের রাস্তায় অনেকগুলো লাশ পড়ে রয়েছে। মনে মনে গুণল জন ডিলিঞ্জার, বললো 'রাস্তাতেই শুধু চারটা লাশ দেখতে পাচ্ছি।'

'খারাপ কিছু ভাবতে চাই না', বিড়বিড় করলো কর্নেল। 'তবে দেখে আমার ভালো মনে হচ্ছে না।'

'প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই', সায় দিলো জন ডিলিঞ্জার, তার চোখে শক্তিশালী বাইনোকুলার।

সতর্ক চোখে আরও পাঁচ সেকেন্ড বিল্ডিগুলো পরীক্ষা করলো কর্নেল, তারপর ট্র্যান্সমিটারে কথা বললো, 'ঠিক আছে, বুঝে-শুনে পা পেলে এগোনো যেতে পারে।

'এক মিনিট, কর্নেল', যান্ত্রিক একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এলো রিসিভারে।

'হোল্ড দি অর্ডার', তাড়াতাড়ি বললো কর্নেল।

'সার্জেন্ট বেকার বলছি, স্যার–ডান দিকের পজিশন থেকে। রেললাইন ধরে পাঁচজন লোককে এগিয়ে আসতে দেখছি আমি।'

'সশস্ত্র?'

'না, স্যার! মাথার ওপর হাত তুলে।'

'ভেরি গুড। তোমার লোকদের নিয়ে ঘিরে ফেলো ওদের। ফাঁদ কিনা লক্ষ্য রেখো। জন ডিলিঞ্জারকে নিয়ে আসছি আমি।'

ওর স্তূপ থেকে নেমে রেললাইনে চলে এলো ওরা, লাইন ধরে খাঁড়ির দিকে ছুটলো। সত্তর মিটারের মতো ছোটোর পর দেখলো, বৃষ্টির ভেতর লোকজনের ছোট্ট একটা ভিড় ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে।

ভিড়টা থেকে বেরিয়ে এসে রিপোর্ট করলো সার্জেন্ট বেকার।

'চারজন জিম্মি ও একজন আতঙ্কবাদীকে আমরা বন্দী করেছি, কর্নেল।'

'জিম্মিদের উদ্ধার করেছ?' নিজের অজান্তেই চিৎকার করে উঠলো কর্নেল। 'চারজনকেই?'

'জ্বী, স্যার', জবাব দিলো সার্জেন্ট বাট। 'ওঁরা খুব ক্লান্ত, তাছাড়া বহাল তবিয়তেই আছেন সবাই।'

'নাইস ওঅর্ক, সার্জেন্ট।' খুশিতে বেকারের সাথে সজোরে করমর্দন করলো কর্নেল, ব্যথা হজম করে হাসতে লাগলো লোকটা।

অফিসাররা দু'জন প্রেসিডেন্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্টর বিশেষ বন্ধু সিনেটর পিট ও জাতিসংঘ মহাসচিব হে'লা কামিলের ফটো দেখেছে, ভার্জিনিয়া থেকে রওনা হবার আগেই। ব্যাকুল চেহারা নিয়ে হনহন করে এগোলো তারা। লেডি ফ্ল্যামবোরোর ভি.আই.পি প্যাসেঞ্জারদের চিনতে পেরে আনন্দে নাচতে ইচ্ছে করলো ওদের।

পরম স্বস্তিবোধ বিস্ময়ে পরিণত হলো যখন তারা জানতে পারলো যে বন্দী আতঙ্কবাদী লোকটা আর কেউ নয়, তাদের পরিচিত নুমার সদস্য রুডি গান্।

এগিয়ে এসে কর্নেলের কাঁধে একটা হাত রাখলেন সিনেটর পিট। অবাক হয়ে বললেন, 'তোমাকে দেখে যে কি ভালো লাগছে!'

'দুঃখিত, দেরী করে ফেলেছি।' তোতলে বললেন কর্নেল।

এগিয়ে এলেন হে'লা কামিল, কর্নেলকে আলিঙ্গন করলেন তিনি, তাঁর পর প্রেসিডেন্ট হাসান ও প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোও আলিঙ্গন করলেন। এরপর রুডিকে আলিঙ্গন করার পালা, পাকা টমেটোর মতো লাল হয়ে উঠলো সে।

'আমাকে বলবেন, এখানে মূলত অবস্থাটা কি?' রুডিকে জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

খোঁচা দেওয়ার সুযোগটা ছাড়ল না রুডি। 'আপনি আমাদেরকে কঠিন একটা বিপদের মুখে ফেলে দিয়েছিলো, কর্নেল হোলিস। খনিতে প্রায় বিশজন আতঙ্কবাদীকে দেখতে পাই আমরা, সাথে ছিলো দ্বীপ থেকে পালানোর জন্যে লুকানো একটা হেলিকপ্টার। কমিউনিকেশন সিস্টেমের সাথে গেঁথে নিতে আমাদেরকে আপনি যোগ্য মনে করেননি, কাজেই ছুটন্ত একটা ট্রেন পাঠিয়ে আপনাদেরকে সতর্ক করার চেষ্টা করে পিট।'

মাথা ঝাঁকালো জন ডিলিঞ্জার। 'হেলিকপ্টারটাই ব্যাখ্যা করছে, মিশরীয়রা জাহাজ ছেড়ে কেনো বেরিয়ে আছে।'

'ট্রেনটাকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠিয়েছিলো ওরা', বললো রুডি। 'হেলিকপ্টারের কাছে পৌছুনোর জন্যে।'

কর্নেল জানতে চাইলো, 'আর সবাই কোথায়?'

'শেষ ওদের আমি দেখেছি ক্রাশিং মিলের ভেতর', বললো রুডিক্লিফ। 'জিম্মিদের সাথে মাত্র দু'জন গার্ড আছে দেখে পিটই তো আমাকে পাঠালো ওঁদেরকে উদ্ধার করার জন্যে। ওরা তখন আতঙ্কবাদীদের সাথে গুলি বিনিময় করছিলো।'

চোখে সন্দেহ আর অবিশ্বাস নিয়ে রুডির দিকে ঝুঁকে পড়লো কর্নেল। 'আপনারা মাত্র চারজন পঁচিশ-তিরিশজনের মতো ট্রেনিং পাওয়া আতঙ্কবাদীকে ঘায়েল করেছেন, বলতে চান?'

কাঁধ ঝাঁকাল রুডি। 'পিট আর অন্যরা আরবদের ঠেকিয়ে রাখছিলো বেশ সফলতার সাথে।'

'আপনি শেষটা দেখে আসেনিনি, তাই না?'

কিছু বলতে গিয়ে চুপ করে গেলো রুডি।

'একজনের বিরুদ্ধে প্রায় দশজন', বিড়বিড় করে বললো মেজর ডিলিঞ্জার।

শেষমেষ, হোলিন বললেন, 'চলো দেখা যাক, কি পাই ওখানে গিয়ে।'

এগিয়ে এলেন সিনেটর পিট। 'কর্নেল, রুডি বলছে, খনিতে আমার ছেলে, পিটকে দেখে এসেছে ও। তোমার সাথে ওখানে আমি যেতে চাই।'

'দুঃখিত, সিনেটর। গোটা এলাকা দখলে না এনে ওদিকে ভি.আই.পি. কাউকে আমি যেতে দিতে পারি না।'

এক হাতে সিনেটরকে জড়িয়ে ধরলো রুডি। 'ওদিকেটা আমি দেখব, স্যার। ডার্ককে নিয়ে চিন্তা করবেন না। আমাদের সবার চেয়ে বেশিদিন বাঁচবে ও।'

কর্নেল অতটা আশাবাদী হতে পারলো না। 'ওরা বোধহয় কচুকাটা হয়ে গেছে', ডিলিঞ্জারের কানে কানে বললো সে।

সায় দিয়ে মাথা ঝাঁকালো জন ডিলিঞ্জার। 'সন্ত্রাসবাদীরা অভিজ্ঞ, সংখ্যায় সাত আট গুণ বেশি, মাত্র তিনজন লোক তাদের সাথে পারেই বা কিভাবে।'

কর্নেলের সঙ্কেত পেয়ে তার লোকেরা ভূতের মতো নিঃশব্দে এগোল। কোনো তাড়াহুড়ো নেই, এক আড়াল থেকে বেরিয়ে আরেক আড়ালে পৌঁছুল, ভালো করে চারদিকে দেখে নিয়ে পরবর্তী আশ্রয়ের দিকে পা বাড়ালো। যত এগোল, লাশের সংখ্যা ততই বাড়তে লাগলো। ক্রাশিং মিলের বাইরে পাওয়া গেলো তেরোটা মৃতদেহ।

ক্রাশিং মিল ভবনটা বুলেট আর গ্রেনেড বিস্ফোরণে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। একটা জানালাতেও কোনো কাঁচ নেই। প্রতিটি দরোজা উড়িয়ে দেয়া হয়েছে।

দেয়ালে তৈরি বিশাল একটা গর্ত দিয়ে ভেতরে ঢুকলো কর্নেল, সাথে পাঁচজন লোক। এই সময় যেখানে মেইন ডোর ছিলো, এখন সেখানে মুখ ব্যাদান করে আছে বিশাল একটা গুহামুখ, সেটা দিয়ে ঢুকলো জন ডিলিঞ্জার আরও কয়েকজনকে নিয়ে। চারদিক থেকে এখনও ধোঁয়া উঠছে, নিস্তেজ আগুন জ্বলঠে এখানে সেখানে।

মেঝেতে ছড়িয়ে রয়েছে লাশের স্তূপ। ওর-ক্রাশারের সামরে স্তূপটা সবচেয়ে বড়। একটার ওপর আরেকটা, লাশের গাদা। গুনতে গিয়ে দু'বার ভুল হলো কর্নেলের। চৌদ্দ, নাকি ষোলো? বিশাল ঘরটার ভেতর যেনো একটা মহাযুদ্ধ ঘটে গেছে, অথচ অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা হেলিকপ্টারটা একদম নতুন আর ঝকঝকে দেখালো, শুধু লেজের দিকটা বিধ্বস্ত হয়েছে ওটার।

বধ্যভূমিতে বেঁচে আছে শুধু তিনজন লোক। এতই রক্তাক্ত তারা, ধোঁয়া আর কালি মেখে এমনই ভূতের মতো দেখতে হয়েছে, কোনো মানুষ এরকম করুণ আকৃতি পেতে পারে বলে বিশ্বাস হতে চাইলো না কর্নেলের। একজন শুয়ে আছে মেঝেতে, তার মাথা আরেকজনের কোলের ওপর, দ্বিতীয় লোকটার একটা হাত রক্ত ভেজা স্লিঙে ঝুলছে। আরেকজন দাঁড়িয়ে আছে নিজের পায়ে; রক্ত ঝরছে পা, কাঁধ আর ঘাড়ের সংযোগস্থল, খুলির কিনারা আর মুখের পাশ থেকে।

একেবারে কাছে এসে ঝুঁকে পড়ার আগে ওদের কাউকে চিনতেই পারলো না কর্নেল। বিস্ময়ে স্তম্ভিত হয়ে গেছে সে। ভেবে কূল পেল না, এই বিকৃত আকৃতি নিয়ে তিনজন লোক কিভাবে মনোবল বজায় রাখলো, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়ে কিভাবে পরাস্ত করলো পেশাদার তিন ডজন খুনীকে।

এখানে সেখানে জড়ো হয়ে প্রশংসার দৃষ্টিতে চারদিকে চোখ বুলালো স্পেশাল ফোর্সের লোকজন। দু'কান পর্যন্ত বিস্তৃত হলো রুডি গানের হাসি। কর্নেল হোলিস আর মেজর ডিলিঞ্জার দাঁড়িয়ে থাকলো, একদম যেনো বোবা।

তারপর ব্যথায় মুখ বিকৃত করে করে পুরোপুরি সিধে হলো পিট, বললো, 'ঠিক সময়েই পৌঁচেছেন আপনারা। কিছু করার থাকলে বলুন, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে কোনো কাজ নেই।'

চতুর্থ পর্ব

স্যামের
রোমান সার্কাস

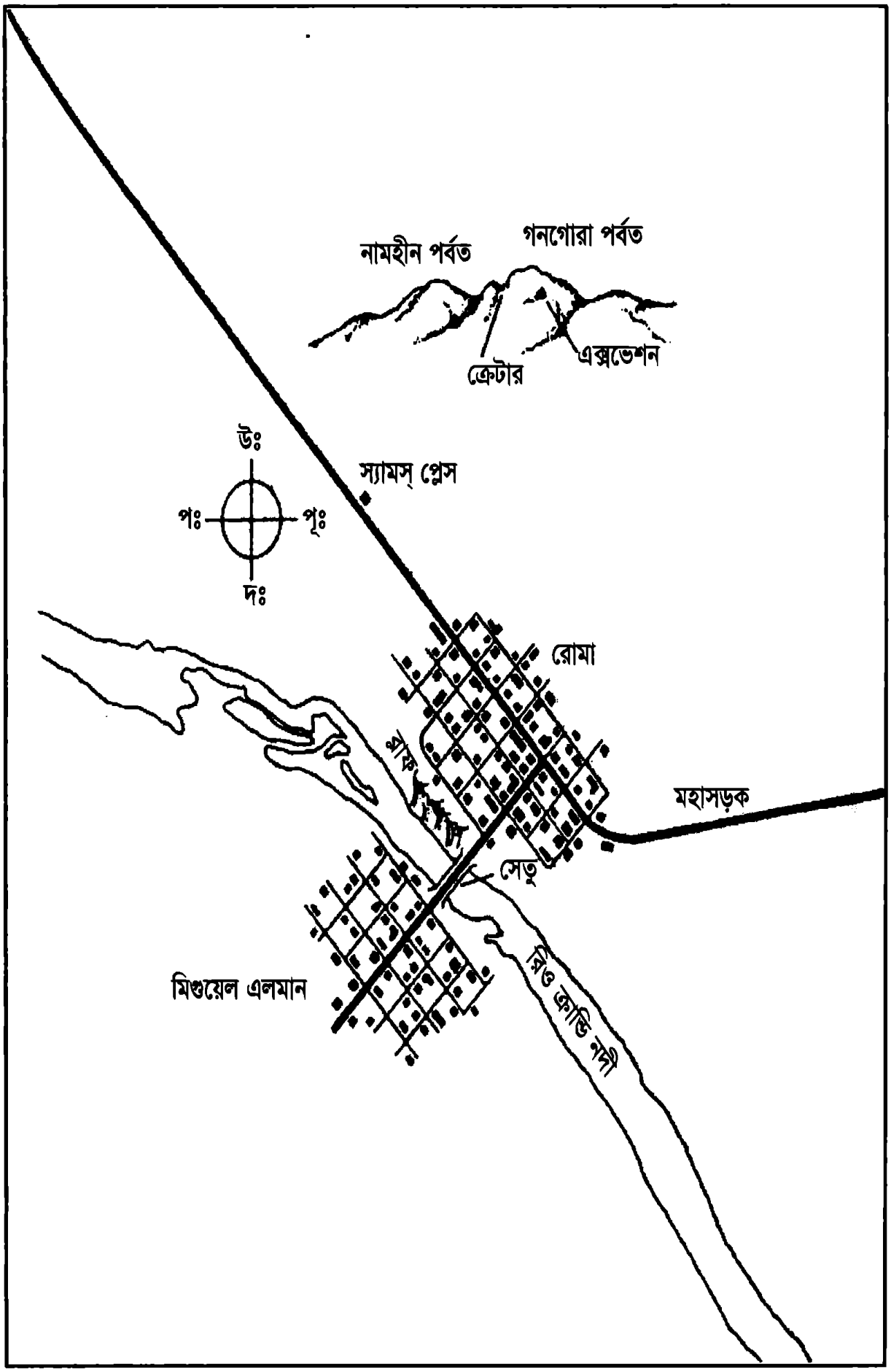
নামহীন পর্বত
গনগোরা পর্বত
ক্রেটার
এক্সভেশন
উঃ
পঃ
পূঃ
দঃ
স্যামস্ প্লেস
রোমা
মহাসড়ক
সেতু
মিগুয়েল এলমান
রিও ক্লান্তি নদী

২৭ অক্টোবর, ১৯৯১
ওয়াশিংটন, ডি.সি.

বাষট্টি

ডেইল নিকোলাস ও মারটিন ব্রোগান হোয়াইট হাউসের ভেতর সিঁড়ির একটা ধাপে দাঁড়িয়ে আছেন, হেলিকপ্টার থেকে নেমে সবুজ লনের ওপর দিয়ে ওঁদের দিকে হেঁটে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'আমার জন্যে কিছু আছে নাকি?' করমর্দনের সময় জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

উত্তেজনা চেপে রাখতে ব্যর্থ হলেন ডেইল নিকোলাস। 'জেনারেল ডজের কাছ থেকে এইমাত্র একটা মেসেজ পেয়েছি আমরা। তাঁর স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স, দক্ষিণ চিলি থেকে অক্ষত অবস্থায় পুনরুদ্ধার করেছে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে। সিনেটর পিট, হে'লা কামিল, প্রেসিডেন্ট হাসান ও দো লরেঞ্জো, সবাই তাঁরা ভালো আছেন।'

অটোয়ায় কানাডিয়ার প্রাইম মিনিস্টারের সাথে পরপর কয়েকটা বৈঠক করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন প্রেসিডেন্ট, তবু মেঘ থেকে বেরিয়ে আসা চাঁদের মতো উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর চেহারা। 'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। দারুন ভালো খবর। কেউ হতাহত হয়নি তো?'

স্পেশার ফোর্সের কয়েকজন আহত হয়েছে, সিরিয়াস নয়। তবে নুমার তিনজন সদস্য শরীরের এমন কোনো জায়গা নেই যেখানে আঘাত পায়নি', রিপোর্ট করলেন মার্টিন ব্রোগান।

'নুমা দৃশ্যপটে ছিলো নাকি?'

'প্রমোদতরী লেডিকে খুঁজে বের করেছে ডার্ক পিট। তিনজন সঙ্গীকে নিয়ে আতঙ্কবাদীদের বাধা দেয় সে, ফলে নিয়ে পালাতে পারেনি তারা।'

'তো, বাপকে নিজেই উদ্ধার করলো বেটা।'

দুই তালু একসাথে ঘষে মনের আনন্দ প্রকাশ করলেন প্রেসিডেন্ট।

'প্রায় দুপুর হয়ে গেছে, জেন্টলমেন। লাঞ্চের আগে আমরা কেনো একটা বোতল খুলে ওয়াইন পান করি না? সেই সুযোগে পুরো ঘটনাটাও শোনা যাবে।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস ওটস্, প্রেসিডেন্টের ন্যাশনাল সিকিউরিটি উপদেষ্টা অ্যালান মারসিয়ার ও জুলিয়াস শিলারও যোগ দিলেন লাঞ্চে। লাঞ্চ শেষ করে ফল ও মিষ্টি খাচ্ছেন সবাই, জেনারেল ডজের পাঠানো একটা রিপোর্ট প্রেসিডেন্টের সামনে টেবিলের ওপর রাখলেন অ্যালান মারসিয়ার।

পড়ার সময় হাতের ফর্কটা সারাক্ষণ নাড়াচাড়া করলেন প্রেসিডেন্ট। তারপর তিনি মুখ তুললেন, একাধানে আনন্দ ও বিস্ময় ফুটে উঠলো চেহারায়। 'টপিটজিন।'

'ব্যাটারটার সাথে পুরোপুরি জড়িত সে', মার্টিন ব্রোগান বললেন। 'জেনারেল ব্রাভো আর মেক্সিকান আতঙ্কবাদীদের সে-ই তো পাঠিয়েছে।

'তার মানে দুই ভাই আলোচনা করে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে হাইজ্যাক করেছিলো', বললেন প্রেসিডেন্ট।

মাথা ঝাঁকিয়ে ডেইল নিকোলাস বললেন, 'তবে ব্যাপারটা প্রমাণ করা সহজ হবে না।'

'অপারেশনের পিছনে মাস্টারমাইন্ড কে, তার পরিচয় জানা গেছে।'

'লোকটার ওপর আমরা একটা ফাইল তৈরি করেছি', মারটিন ব্রোগান জানালেন। ফাইলটা তিনি বাড়িয়ে দিলেন প্রেসিডেন্টের সামনে। 'হাইজ্যাক করার পর ক্যাপটেনের ছদ্মবেশ নিয়েছিলো, তারপর মুশোখ পরে। তবে পিট তার চেহারা দেখেছে। সে তার নাম জানিয়েছে সুলেমান আজিজ ওমর।'

জুলিয়াস শিলার বললেন, 'লোকটা সম্পর্কে যা শুনেছি, মনে হয় না ওটা তার আসল নাম।'

মার্টিন ব্রোগান মাথা নাড়লেন। 'আসল বলেই মনে হয়। তার অতীত ইতিহাসও উদ্ধার করতে পেরেছি আমরা। ইন্টারপোলও তাকে এ-নামে চেনে। সুলেমান আজিজ নিশ্চিতভাবে ধরে নিয়েছিলো, মি. পিট মারা যাচ্ছেন, তাই নামটা প্রকাশ করতে দ্বিধা করেনি সে।'

ছোটো হলো প্রেসিডেন্টের চোখ জোড়া। 'ফাইলে দেখছি, সরাসরি ও পরোক্ষভাবে পঞ্চাশটার ওপর খুনের সাথে জড়িত লোকটা, তার বেশিরভাগ শিকার খ্যাতনামা রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। এ কিভাবে সম্ভব?'

'এই পেশায় ও সবার সেরা।'

'অকুতোভয় আতঙ্কবাদী।'

'আততায়ী', সংশোধন করলেন মারটিন ব্রোগান। 'সুলেমান আজিজ শুধু রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডে অভ্যস্ত। কোল্ড-ব্লাডেড মার্ডারার বলতে যা বোঝায়, সে তাই। গানটা আপনারা সবাই শুনেছেন, তাই না... নো বডি ডাজ ইট বেটার। বেশিরভাগ হত্যাকাণ্ড এতো নিখুঁত যে দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। মুসলামান হলেও ফ্রেঞ্চ, জার্মান, এমনকি ইসরায়েলিদের হয়েও ভাড়া খাটে সে। তার পেশায় সে-ই সবচেয়ে বেশি টাকা পায়।'

'ধরা পড়েছে?'

'না, স্যার', ম্লান গলায় বললেন মার্টিন ব্রোগান। 'নিহত বা আহতদের মধ্যে পাওয়া যায়নি তাকে।'

'পালিয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট।

'এখনও যদি বেঁচে থাকে, বেশিদূর পালাতে পারেনি', তাঁকে আশ্বস্ত করলেন মারটিন ব্রোগান। 'ডার্ক পিটের ধারণা, তিনি অন্তত তিনটে বুলেট ঢুকিয়েছেন তার শরীরে। অত্যন্ত জোরাল ম্যানহান্ট-এর আয়োজন করা হয়েছে, ওই দ্বীপ থেকে পালানো কারও পক্ষে সম্ভব নয়। তাকে আমরা কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ধরতে পারব।'

'তাকে দিয়ে যদি কথা বলানো যায়, রীতিমত একটা ইন্টেলিজেন্স বিপ্লব ঘটে যাবে', প্রেসিডেন্ট বললেন।

'সন্ত্রাসবাদীদের আর কেউ বেঁচে নেই?'

'আটজনকে ইন্টারোগেট করা যাবে, তবে তারা শুধু সুলেমান আজিজের ভাড়া করা মার্সেনারি, ইয়াজিদের ফ্যানাটিক অনুসারী নয়।'

'সুলেমান আজিজ যে আখমত ইয়াজিদ আর টপিটজিনের হয়ে কাজ করছিলো। সেটা প্রমাণ করার জন্যে ওদের স্বীকারোক্তি দরকার হবে আমাদের', বললেন প্রেসিডেন্ট, তবে মোটেও আশাবাদী বলে মনে হলো না তাঁকে।

জুলিয়াস শিলার হতাশ হতে রাজি নন। 'ভাল দিকও কম নয়, মি. প্রেসিডেন্ট। জাহাজ ও জিম্মিদের অক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হাসান জানেন, আখমত ইয়াজিদই তাঁকে খুন করার চেষ্টা করেছিলো। অস্তিত্ব রক্ষার জন্যে এখন তিনি শয়তানটার বিরুদ্ধে উঠেপড়ে লাগবেন।'

অ্যালান মারসিয়ার সায় দিয়ে বলরেন, 'প্রেসিডেন্ট হাসানকে গোবেচারা মনে করার কোনো কারণ নেই, তার সাথে কেউ বেঈমানী করলে কিভাবে সত্যিকার নোংরা হতে হয় তিনি জানেন।'

ডগলাস ওটস্ ঘন ঘন মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, 'হাসান হয়তো বিদ্রোহের অভিযোগে ইয়াজিদের বিচার করার ঝুঁকি নেবেন না, কারণ তাতে দাঙ্গা বেঁধে যেতে পারে। তবে ইয়াজিদের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট করার জন্যে খুন ছাড়া বাকি সব কিছুই করবেন তিনি।'

'আখমত ইয়াজিদের রাজনৈতিক জীবন ধ্বংস করার জন্যে সেটা যথেষ্ট হবে', ভবিষ্যদ্বাণী করলেন মারটিন ব্রোগান। 'মিশরে মৌলবাদীদের মধ্যেও দুটো ভাগ আছে, বেশিরভাগই মধ্যপন্থী, সন্ত্রাস পছন্দ করে না। সব ফাঁস হয়ে গেলে ইয়াজিদের দিকে পিছন ফিরবে তারা, ওদিকে প্রেসিডেন্ট হাসান পার্লামেন্ট থেকে পেয়ে যাবেন বিপুল সমর্থন। সামরিক বাহিনীও আইভরি টাওয়ার থেকে নেমে এসে আবার হাসানের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে।'

ওয়াইনের গ্লাসে শেষ একটা চুমুক দিয়ে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'শুনতে ভালোই লাগছে, স্বীকার করছি।'

স্বরাষ্ট্রসচিব ওটস্ খুক করে কেশে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন।

গম্ভীর সুরে বললেন, 'পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে না, এ প্রতিশ্রুতি কেউ কামরা দিতে পারি না। হয়তো কিছু সময়ের জন্যে চাপা পড়ে যাবে ইয়াজিদের বিষয়টা, কিন্তু হাসানের অনুপস্থিতির সময়টাতে মৌলবাদী দলগুলো লেবার পার্টির সাথে একজোট হয়েছে। আমার ধারণা, হাসানের সরকার উচ্ছেদের পিছনে কাজ করবে এরা। আমরা লোকেরা মনে করছে, আঠেরো থেকে চব্বিশ মাসের মধ্যে শান্তি পূর্ণ অভ্যুত্থান ঘটেতে যাচ্ছে মিশরে। আমার পরামর্শ হলো, আমরা বরঞ্চ হাত গুঁটিয়ে অপেক্ষা করি, মি. প্রেসিডেন্ট। অন্য কারো কথা ভাবি।'

টেবিলে নিস্তব্ধতা নেমে এলো।

প্রথম নড়ে উঠলেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর ভ্রূ প্রশ্নবোধক চিহ্নের মতো কুঁচকে আছে। 'কার কথা ভাবছ তুমি?'

'মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী আবু হামিদ।'

'তোমার ধারণা, তিনি ক্ষমতা দখল করবেন?'

'উপযুক্ত সময়ে, হ্যাঁ', ভরাট গলায় ব্যাখ্যা করলেন ডগলাস ওটস্। 'তাঁর হাতে রয়েছে সামরিক বাহিনীর শক্তি। নরম ও মধ্যপন্থী মুসলিম মৌলবাদীদের সমর্থন আদায়ের জন্যেও কৌশলে চেষ্টা করে যাচ্ছেন তিনি।'

'তা যদি ঘটেও অর্থাৎ আবু হামিদ যদি ক্ষমতা দখল করেন', বললেন মারটিন ব্রোগান, 'আমেরিকার স্বার্থে বিঘ্ন ঘটবে বলে আমি মনে করি না। মিশরে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার পাঠিয়েছি আমরা, আর অনেকের মতো তিনিও তার কিছুটা ভাগ পাবার চেষ্টা করেননি এমন নয়। মৌলবাদীদের শান্ত করার জন্যে তিনি হয়তো মাঝে-মধ্যে আমেরিকাকে গালিগালাজ করবেন, তবে আমাদের সাথে সম্পর্ক ভালো না রেখে তাঁর উপায় নেই।'

ডেইল নিকোলাস বললেন, 'তাছাড়া, হে'লা কামিলের সাথে তার সুসম্পর্ক আমাদের জন্যে সুসংবাদ।

হাতের গ্লাসটা উঁচু করে ধরলেন প্রেসিডেন্ট। 'মিশরের সাথে অব্যাহত বন্ধুত্বের উদ্দেশ্যে।

'হিয়ার হিয়ার', অ্যালান মারসিয়ার ও মারটিন ব্রোগান একযোগে বলে উঠলেন।

'মিশরের উদ্দেশ্যে', বিড়বিড় করলেন ডগলাস ওটস্।

'এবং মেক্সিকোর উদ্দেশ্যে', জুলিয়াস শিলার নিজের গ্লাস উঁচু করলেন।

হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলিয়ে চেয়ার ছাড়লেন প্রেসিডেন্ট, তাঁর সহকর্মী ও উপদেষ্টারাও দাঁড়ালেন। 'বৈঠক ছোটো করে আনার জন্যে দুঃখিত, তবে ট্রেজারি কর্মকর্তাদের সাথে জরুরি মিটিং আছে আমার। জিম্মিদের যাঁরা উদ্ধার করেছেন, তাঁদের সবাইকে আমার অভিনন্দন জানাবেন।' ওটস্-এর দিকে ফিরলেন তিনি। 'ফেরামাত্র সিনেটর পিটের সাথে দেখা করতে চাই আমি, সাথে তুমিও থাকবে।

'প্রেসিডেন্ট হাসানের সাথে তাঁর কি কথা হলো জানতে চান, মি. প্রেসিডেন্ট?'

'আমি বরং শুনতে আগ্রহী প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোর সাথে তাঁর কি কথাবার্তা হলো। আমাদের দক্ষিণ সীমান্তে একটা সঙ্কট মাথাচাড়া দিচ্ছে, কেউ যেনো অবহেলা না করি। মিশর আমাদের দ্বিতীয় সমস্যা, প্রথম সমস্যা মেক্সিকো। আখমত ইয়াজিদকে মোটামুটি একটা ব্যবস্থা হয়েছে। এখনও বিপজ্জনক হুমকি হয়ে রয়েছে টপিটজিন। তার ওপর নজর দিন, জেন্টলমেন। মেক্সিকোকে যদি শান্ত করতে না পারি, সামনে খারাপ দিন আসছে।'

তেষট্টি

ধীরে ধীরে ঘুম ভেঙে অচৈতন্য অন্ধকার জগত থেকে চৈতন্যের আলোকিত জগতে প্রবেশ করলো পিট। সারা শরীরে আড়ষ্ট ভাব আর ব্যথা অনুভব করে ইচ্ছে হলো আবার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু নড়ে উঠে আপনা থেকেই খুলে গেলো চোখের পাতা, পুরোপুরি সচেতন হয়ে উঠলো ও। দেখলো হাসিখুশি লাল একটা মুখ ঝুঁকে রয়েছে ওর মুখের ওপর।

'দারুন, দারুন-উনি জ্যান্ত প্রাণিজগতে ফিরে এসেছেন।' খুশিমনে চিৎকার করলো ফার্স্ট অফিসার মাইকেল ফিনি। 'যাই, ক্যাপটেনকে খবরটা দিই।'

মাইকেল ফিনি দরোজা দিয়ে বেরিয়ে যাবার পর মাথা না ঘুরিয়ে এদিক ওদিক তাকালো পিট। কাছেই একটা চেয়ারে বসে নিঃশব্দে হাসছেন এক ভদ্রলোক। চিনতে পারলো ও, জাহাজের ডাক্তার। 'দুঃখিত, ডাক্তার সাহেব, আপনার নামটা আমার মনে পড়ছে না।'

'হেনরি ওয়েবস্টার', সহাস্যে বললেন ভদ্রলোক। 'কোথায় রয়েছেন বলুন তো? লেডি ফ্ল্যামবোরোর সবচেয়ে সুন্দর স্যুইটে। সাউন্ডার টো করে নিয়ে যাচ্ছে লেডি ফ্ল্যামবোরোকে, পান্টা অ্যারেনাসে পৌঁছুতে খুব বেশি দেরি নেই?'

'ধন্যবাদ, ডাক্তার সাহেব, কতক্ষণ ঘুমিয়েছি আমি?'

'কর্নেল হোলিসের সাথে আপনি কথা বলছিলেন, আমি আপনার ক্ষতগুলো পরীক্ষা করছিলাম। একটু পরই ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াই আপনাকে।' হাতঘড়ি দেখলেন ডাক্তার। 'বারো ঘণ্টা।'

'তাই তো বলি, পেট চোঁ চোঁ করছে কেনো!'

চেয়ার ছাড়লেন ভদ্রলোক। 'আপনাকে পরিবেশনের জন্যে তৈরি হয়ে আছে শেফ...'

'আমার বন্ধুরা কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করলো পিট। 'জিওর্দিনো আর ফিনলে?'

'শরীর থেকে চারটে বুলেট বের করা হয়েছে, তবে তার কোনো অঙ্গহানি ঘটেনি, সেরে উঠতে খুব বেশি সময় নেবে না। ফিনলের ফুসফুস আর কিডনির কাছাকাছি আটকে আছে কয়েকটা বুলেট। যতটুকু করা সম্ভব করা হয়েছে, ওয়াল্টার রীড মেডিকেল সেন্টারে তার অপারেশন করা হবে।'

পিটকে ইঞ্জেকশন দিয়ে ঘুম পাড়াবার পরপরই হেলিকপ্টারে তুলে পান্টা অ্যারেনাসে পাঠানো হয় জিওর্দিনো আর ফিনলেকে, একট প্লেন তাদেরকে ওয়াশিংটনে নিয়ে গেছে। পিটের চেয়ে ওদের দু'জনের অবস্থা খারাপ, তাই ওদের সাথে রুডি গেছে।

কথা শেষ করে পিটের মুখে একটা ডিজিটাল থার্মোমিটার গুঁজে দিলেন হেনরি ওয়েবস্টার। রীডিঙে চোখ বুলিয়ে খুশি হয়ে উঠলেন তিনি। 'জ্বর নেই। প্রায় সেরে উঠেছেন বলা যায়। কেমন বোধ করছেন?'

'এখুনি ম্যারাথনে যোগ দিতে পারব না', ম্লান হাসলো পিট। 'তবে বাড়িতে ডাকাত পড়লে ধাওয়া করতে পারব।'

'আপনি আসলে ভাগ্যবান', বললেন ওয়েবস্টার। 'একটা বুলেটও বোন, আর্টারি বা ইন্টারনাল অরগান স্পর্শ করেনি। আপনার ঘাড় আর পা সেলাই করে দিয়েছি আমি চোয়ালের উপরটাও। তবে, ওখানে প্লাস্টিক সার্জারি লাগবে, যদি না দাগটাকে বিউটি স্পট হিসেবে রেখে দিতে চান-অনেক মেয়ে কিন্তু পছন্দ করে।'

হাসলো পিট, সাথে সাথে আড়ষ্ট হয়ে উঠলো ব্যথায়।

উদ্বিগ্ন হলেন ডাক্তার। 'দুঃখিত। বিছানার পাশে রসিকতা না করে আমি থাকতে পারি না।'

পেশি ঢিল করলো পিট, ধীরে ধীরে ব্যথা গেলো।

'ওঁরা সবাই অপেক্ষা করছেন', বলে ইঙ্গিতে দরোজাটা দেখিয়ে দিলেন ওয়েবস্টার। 'আমি তাহলে যাই এখন।'

'ধন্যবাদ, ড. ওয়েবস্টার।'

চোখ মটকে মাথা ঝাঁকালেন ভদ্রলোক, দরোজার কাছে পৌঁছে কবাট খুলে সরে দাঁড়ালেন একপাশে। হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকে পড়লেন সবাই।

প্রথমে ঢুকলেন সিনেটর পিট। তাঁর পিছনে হে'লা কামিল, কর্নেল হোলিস ও ক্যাপটেন কলিন্স।

হে'লা চুমো খেলো ওর কপালে।

'আশা করি, আমার জাহাজে আপনার সেবা-যত্নের কোনো ত্রুটি হচ্ছে না, মি. পিট?' জানতে চাইলেন কলিন্স।

'স্বর্গে আছি, ক্যাপটেন...', শুরু করলো পিট।

'আর মাত্র নব্বই মিনিটের জন্যে', ভারী গলায় বললেন সিনেটর পিট। 'তুমি, আমি আর মিস কামিল পান্টা অ্যারেনাস থেকে এয়ারফোর্সের একটা প্লেনে করে ওয়াশিংটন যাচ্ছি।'

ওঁরা ভেতরে ঢোকার পর এক মিনিটও পেরোয়নি, নিজের গরজেই কাজের কথা পাড়ল কর্নেল হোলিস। 'সুলেমান আজিজকে আবার দেখলে আপনি চিনতে পারবেন, মি. পিট?'

'পারব', সংক্ষেপে বললো পিট। 'কেন, ঘুমিয়ে পড়ার আগে আপনাকে তো আমি সুলেমান আজিজের চেহারা সম্পর্কে বলছি। সে ধরা পড়েনি?'

কর্নেল হোলিস ওর হাতে কয়েকটা ফটো ধরিয়ে দিলো। 'জাহাজের ফটোগ্রাফার তুলেছে এগুলো, বন্দী ও নিহত হাইজ্যাকাদের লাশ। দেখুন তো, এদের মধ্যে আলসুলেমান আজিজ আছে কিনা?'

ফটোগুলো মনোযোগ দিয়ে দেখলো নারা। 'না, নেই।'

নিঃশব্দে আরও একটা ফটো পিটের দিকে বাড়িয়ে দিলো কর্নেল। 'এটা দেখুন।

অন্যগুলোর চেয়ে আকারে বড় ফটোটা। একবার চোখ বুলিয়েই মুখ তুললো পিট। 'কি শুনতে চান আপনি?'

'ফটোর লোকটা কি সুলেমান আজিজ?'

কর্নেলের হাতে ফটোটা ফিরিয়ে দিলো পিট। 'আপনি খুব ভালো করেই জানেন, ওটা সুলেমান আজিজের ফটো। তা না হলে এমন নাটকীয় ভঙ্গিতে আমাকে দেখাতেন না।'

'হোলিস আসলে চেপে রাখার চেষ্টা করছে যে', বললেন সিনেটর, 'মৃত বা জীবিত সুলেমান আজিজকে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।'

'জেনারেল ফ্রাঙ্ক ডজ সুলেমান আজিজরে এই ফটোটা রেডিওতে পাঠিয়েছেন', বললো কর্নেল। 'আমার পরবর্তী অ্যাসাইনমেন্ট তাকে খুঁজে বের করা।'

'ধরা যখন পড়েনি', বললো পিট, 'নিশ্চয়ই তার লোকজন তাকে দ্বীপে কোথাও কবর দিয়েছে। লক্ষ্য ব্যর্থ হয়নি আমার। কাঁধে আর মুখে তিনটে গুলি লেগেছে। পড়ে যাবার পর তাকে নিরাপদ আড়ালে টেনে নিয়ে গেছে এক লোক। হাঁচার ক্ষমতা তার ছিলো না।'

'মরে গিয়ে না থাকলে সুলেমান আজিজ আপনার জন্যে একটা দুঃসংবাদ, মি. পিট', শান্ত গলায় বললো কর্নেল। 'কারণ, তা না হলে, সে তার পরবর্তী খুনের তালিকায় সবার উপরে লিখবে-ডার্ক পিট।'

'ডার্ক অত্যন্ত দুর্বল', দু'হাত দু'দিকে বাড়িয়ে পিটকে যেনো আগলানোর চেষ্টা করলেন হে'লা কামিল। 'ভাল খাবার দরকার ওর, বিশ্রাম দরকার। মাত্র এক ঘণ্টার মতো সময় আছে, আমাদের উচিত ওকে একটু একা থাকতে দেয়া।'

ফটোগুলো এনভেলাপে ভরে পিটের দিকে তাকালো কর্নেল। পিটের দিকে একটা হাত বাড়ালো সে।

'তাহলে এখুনি আপনাকে শুভেচ্ছা জানাতে হয়, মি. পিট। সুলেমান আজিজকে খোঁজার জন্যে সান্টা ইনেজ দ্বীপে যেতে হবে আমকে, একটা হেলিকপ্টার অপেক্ষা করছে।'

'মেজর ডিলিঞ্জারকে আমার ধন্যবাদ জানাবেন', বললো পিট।

'জানাব।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করলো কর্নেল, যেনো অস্তস্তি বোধ করছে, তারপর বললো, আপনার ও আপনার বন্ধুদের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী, মি. পিট। খুবই দুঃখের বিষয় আপনাদেরকে আমি ছোটো করে দেখেছিলাম। যদি কখনও নুমা থেকে স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সে বদলি হতে চান, আইন বাধা না হলে, সবার আগে আমি সই করব সুপারিশে।'

'আমি ঠিক যোগ্য বলে বিবেচিত হব না', নিঃশব্দে হাসলো পিট। 'ওই যে, অ্যালার্জি আছে-কারও হুকুম মানতে পারি না।'

'হ্যাঁ, তা আপনি প্রমাণ করেছেন', ক্ষীণ হেসে বললো কর্নেল।

পিটের ঘাড়ের ওপর প্রায় চড়াও হয়ে সিনেটর পিট জানালেন, 'তোমার সাথে ডেকে দেখা হচ্ছে আমার।'

'আমিও আপনাকে ওখানে বিদায় জানাব', বললেন কলিন্স।

হে'লা কামিল কিছুই বললেন না। দু'দিকে দু'হাত মেলে দিয়ে তিনি সবাইকে প্রায় তাড়িয়ে নিয়ে গেলেন দরোজার দিকে। স্যুইট থেকে ওরা বেরিয়ে যাবার পর দরোজাটা বন্ধ করে দিলেন তিনি, ফিরে এসে বিছানার পাশে দাঁড়ালেন।

'একটা জিনিস দেওয়ার আছে আমার', ফিসফিস করে বললেন তিনি, স্কুলে পড়া মেয়ের মতো দুষ্টামিভরা হাসি খেলে গেলো আয়ত চোখে।

পিট ভাবে, সেলাই কেটে গেলে ডাক্তার ওয়েবস্টার ওকে কাঁচা গিলে খাবে!

জ্ঞান ফেরার পর চারদিকে অন্ধকার দেখতে পেল সুলেমান আজিজ। তার কাঁধে যেনো জ্বলন্ত একটুকরো কয়লা চেপে ধরা হয়েছে। হাত দুটো মুখে তোলার চেষ্টা করলো সে, একটা হাত যেনো বিস্ফোরিত হলো অসহ্য ব্যথায়। তারপর মনে পড়লো, কাঁধ আর কবজিতে বুলেট ঢুকেছে। অক্ষত হাতটা তুললো বটে, কিন্তু চোখের জায়গায় শক্ত করে বাঁধা কাপড়ে ঠেকলো আঙুলগুলো। চোখ, কপাল, মাথা, সবই ব্যান্ডেজে মোড়া।

জানে, চোখ দুটো রক্ষা পাবে না। অন্ধ হয়ে বেঁচে থাকা ... না, সে তা মানবে না। যেকোন একটা অস্ত্র দরকার তার। হাতড়াতে শুরু করলো। আত্মহত্যা করা ছাড়া পথ নেই।

স্যাঁতসেঁতে, ঠাণ্ডা পাথুরে মেঝে ছাড়া কিছুই ঠেকলো না হাতে।

বেপরোয়া হয়ে উঠলো সুলেমান আজিজ, অসহায় জীবনকে সে ভীষণ ভয় করে। টলমল করতে কতে দাঁড়ালো সে, কিন্তু পড়ে গেলো। এই সময় তার দুই কাঁধ আঁকড়ে ধরলো একজোড়া হাত।

'নড়াচড়া করবেন না, হযরত। আওয়াজ করলে আমরা ধরা পড়ে যাব', ইবনের ফিসফিসে গলা। 'আমেরিকানরা আমাদেরকে হন্যে হয়ে খুঁজছে।'

আশ্বস্ত হবার জন্যে ইবনের হাত দুটো শক্ত করে খামচে ধরলো সুলেমান আজিজ। কথা বলার চেষ্টা করলো সে, কিন্তু অর্থপূর্ণ কোনো আওয়াজ বেরুলো না গলা থেকে। আহত পশুর মতো গুঙিয়ে উঠলো সে। ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে তার চোয়াল, রক্ত জমাট বেঁধে আছে গলার ভেতর আর দাঁতের গোড়ায়।

'মাইন টানেলের ভেতর, ছোটো একটা চেম্বারে রয়েছি আমরা', নিচু গলায় বললো ইবনে। 'ওরা খুব কাছাকাছি চলে এসেছিলো, তবে তার আগেই একটা দেয়াল গেঁথে ফেলেছি আমি।'

মাথা ঝাঁকালো সুলেমান আজিজ, ইবনের কথা বুঝতে পারছে সে।

ইবনে যেনো তার মরে কথা টের পেলে গেছে। 'আপনি মরতে চান, হযরত? না, তা হতে পারে না। কাজ শেষ না করে, আপনি বা আমি, দু'জনের একজনও মরব না। একসাথে যাবো আমরা, তবে আল্লাহ যখন চাইবেন তার এক মিনিটও আগে নয়।'

হতাশায় নেতিয়ে পড়লো সুলেমান আজিজ। আগে কখনও এমন উদ্ভ্রান্ত হয়নি সে। নিজের ওপর তার এক ফোঁটা নিয়ন্ত্রণ নেই। ব্যথায় পাগল হয়ে যাচ্ছে সে। তার ওপর দুঃস্বপ্নটা থেকে বেরুতে পরছে না–জেলখানা রসেলে কড়া পাহারায় আটকে রাখা হয়েছে তাকে, পঙ্গু ও অন্ধ।

'মনটাকে শান্ত করুন, জনাব', তার কানে কানে নরম সুরে বললো ইবনে। 'দ্বীপ থেকে পালানোর সময় আপনার সবটুকু শক্তি দরকার হবে।'

পাশ ফিরলো সুলেমান আজিজ। টানেলের মেঝেতে কোথাও কোথাও পানি রয়েছে, কাঁধের ক্ষতটা ডুবে যাওয়ায় ঠাণ্ডা আরাম লাগলো। না চাইলেও, চোখের সামনে ছবির মতো একের পর একভেসে উঠলো ভীতিকর কয়েকটা দৃশ্য। ঠোঁটে ক্ষীণ হাসি নিয়ে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়ছে ডার্ক পিট। সে দেখতে পেল, তার সামনে পাহাড়ের মতো দৈর্ঘ্য নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আখমত ইয়াজিদ, তাকে ভেংচাচ্ছে। আক্রোশে চিৎকার করতে ইচ্ছে হলো তা-তুমি আমার সাথে বেঈমানী করেছ। হঠাৎ এক ঝলক আলো দেখতে পেল সুলেমান আজিজ। সেই আলোয় মরে চোকে ধরা পড়লো ভবিষ্যৎ।

মৃত্যু সমাপ্তি নয়। মৃত্যুর পর মানুষের কীর্তি বেঁচে থাকে। সে বেঁচে থাকবে প্রতিশোধের মধ্য দিয়ে। আমি প্রতিশোধের মধ্যে বেঁচে থাকব, কথাটা মনে মনে আওড়াতে শুরু করলো সে। এক সময় সু-সংহত হরো আর চিন্তাধারা, মানসিক সুস্থতা প্রায় পুরোটাই ফিরে এল।

যে সিদ্ধান্তটা নিতে চেষ্টা করলো সুলেমান আজিজ, সেটা হচ্ছে; তার নিজের হাতে প্রথমে কে মারা যাবে–পিট, নাকি আখমত ইয়াজিদ? একা তার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়। দু'জনকে খুন করার মতো শারীরিক সামর্থ্য তার নেই। ধীরে ধীরে একটা প্ল্যান তৈরি হতে লাগলো মাথার ভেতর। প্রতিশোধের ভাগ দিতে হবে ইবনেকেও।

ব্যাপারটা পছন্দ না হলেও, শেষ পর্যন্ত নিজের সাথে আপস করলো সুলেমান আজিজ।

কয়োট আর সাপ– দু'জনের একজনকে নিজ হাতে হত্যা করবে সে। বাকি একজন মারা যাবে ইবনের হাতে।

চৌষট্টি

স্ট্রেচারে শুয়ে আকাশভ্রমণে রাজি হয়নি পিট। আরামদায়ক একটা এক্সিকিউটিভ চেয়ারে বসে আছে ও, পা তুলে দিয়েছে প্লেনের একটা সিটের ওপর। জানালা দিয়ে চকচকে আন্দিজ পর্বতমালা দেখছে সে। কিছু সময় পর ক্যারিবিয়ান সাগরের উপর দিয়ে উড়ে যেতে লাগলো তারা।

ছোটোখাটো বিমানে দীর্ঘদেহী পিটের এমনকি দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। আরাম-আয়েশের কোনো ব্যবস্থার অবশ্য কমতি নেই।

পিটের বাবা ঠিক কথা বলার মুডে নেই। ভ্রমণের বেশিরভাগ সময় একটা ব্রিফকেস খুলে প্যাডে নোট লিখতে ব্যস্ত থাকলেন সিনেটর পিট।

লেডি ফ্ল্যামবোরোর উনি কিভাবে গেলেন, পিটের এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার সময় মুখ তুলে তাকালেন না। 'প্রেসিডেন্ট আমাকে একটা কূটনৈতিক দায়িত্ব দিয়েছিলেন।'

নিজের কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকলেন হে'লা কামিলও। প্লেনের ইনফ্লাইট টেলিফোনটা সারাক্ষণ দখল করে রাখলেন তিনি, জাতিসংঘের নিউইয়র্ক বিল্ডিঙে তাঁর এইডদের একের পর এক নির্দেশ দিয়ে গেলেন। পিটের উপস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে সচেতন মনে হলো শুধু চোখাচোখি হবার সময়, প্রতিবার ছোট্ট করে হাসলেন।

কতো দ্রুত ওরা ভুলতে পারে– দীর্ঘশ্বাস পেলে পিট ভাবে।

অগত্যা আলেকজান্দ্রিয়া গুপ্তধন নিয়ে চিন্তা করতে লাগলো সে। হে'লা কামিল ফোনটা ছালে হেনরি ইয়েজারের সাথে কথা বলতে পারতো ও। লাইব্রেরিটা সে খুঁজে পেল কিনা কে জানে। তারপর ইচ্ছেটা বাতিল করে দিলো, সশরীরে উপস্থিত হয়েই জানা যাবে সব।

আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির অমূল্য সম্পদগুলো লুকানোর আগে কোনো নদী পাড়ি দিয়েছিলেন ভেনাটর? ইয়েজারের ধারণা, আজ যেটাকে নিউ জার্সি বলা হচ্ছে, সেখানে মেরামত করা হয়েছে সেরাপিসকে। অচেনা নদীটা দক্ষিণে হতে বাধ্য।

জাহাজ বহর নিয়ে গালফ অব মেক্সিকোয় পৌঁচেছিলেন ভেনাটর, সম্ভব? আজ যে স্রোত বইছে, ষোলোশো বছর আগের থেকে নিশ্চই আলাদা। এমন কি হতে পারে না, ভেনিজুয়েলার এরিনকোতে নেমেছিলেন ভেনাটর। নাকি আমাজন?

বেচারা এরিকসন ও কলম্বাসের নাম নেমে আসবে ফুটনোটে।

এনড্রুস এয়ারফোস বেস্-এ নামলো প্লেন। অ্যালুমিনিয়াম টিউবের ভেতর দিয়ে পিটকে নিয়ে নিচে নেমে এলো হুইল লাগানো চেয়ারটা। সিঁড়ি বেয়ে নামলেন হে'লা কামিল, পিটকে শুভেচ্ছা জানাবেন। তাঁকে নিয়ে নিউইয়র্ক যাবে প্লেনটা। পিটের কাঁধে একটা হাত রেখে ভদ্রমহিলা বললেন, 'আমার জীবনে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটা স্মৃতি হয়ে থাকবেন আপনি, ডার্ক পিট।'

'ডিনার খাওয়ার কথাটা কিন্তু বেমালুম ভুলে গেছেন।'

'সময় করে কায়রোতে একবার আসুন না, প্লীজ। আগেই বলে রাখছি, বিল কিন্তু আমি দেব।'

ওদের কথা শুনতে পেয়ে এগিয়ে এলেন সিনেটর পিট। 'কায়রো, মিস কামিল, নিউইয়র্ক নয়?'

হে'লা কামিলের নয়, হাসিটা যেনো রানী নেফারতিতির। বললেন, 'না, নিউ ইয়র্কে নয়, কায়রোয়। মহাসচিবের পদে ইস্তফা দিয়ে দেশে ফিরে যাচ্ছি শীঘ্রি। গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটতে যাচ্ছে মিশরে। ওটাকে রক্ষার জন্যে নিজের লোকদের মধ্যে থেকে অনেক বেশি সাহায্য করতে পারব আমি।'

'কিন্তু আখমত ইয়াজিদ?'

'প্রেসিডেন্ট হাসান আমাকে কথা দিয়েছেন,তাকে গৃহবন্দী করা হবে।'

চিন্তার রেখা ফুটলো সিনেটর পিটের কপালে। 'সাবধান থাকবেন। গৃহবন্দী অবস্থায়ও বিপজ্জনক একটা পশু সে।'

'হয় আখমত ইয়াজিদ, নয়তো তার মতো আর কেই বা সব সময়েই আশপাশে থাকবে', হে'লার হাসিতে দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠল। 'ওদেরকে ভয় করা কাজের লোকের সাজে না। মার্কিন প্রশাসনে আপনার অনেক বন্ধু আছেন, দয়া করে ওঁদের জানাবেন, মিশর কোনোদিনই মৌলবাদীদের খেলনার সামগ্রী হবে না।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকালেন সিনেটর পিট।

আবার মাথা ঝাঁকাতে গিয়ে স্থির হয়ে গেলেন সিনেটর পিট। তিনি দেখলেন, পিটের চেয়ারের হাতল ধরে ওর দিকে ঝুঁকে পড়লেন হে'লা কামিল, চুমো খেলেন পিটের কপালে।

সিধে হলেন তিনি, একটা হাত বাড়িয়ে এলোমেলো করে দিলেন পিটের চুল। 'আমাকে ভুলে যাবেন না', বলে চেয়ারটাকে ঘুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করলেন প্লেনে। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে থাকলো পিট।

'ওরা তোমার জন্যে একটা অ্যাম্বুলেন্স পাঠিয়েছে', সিনেটরের কথায় সংবিৎ ফিরল পিটের।

'অ্যাম্বুলন্স? হাসপাতালে যেতে হবে? কিন্তু, ...' কথা শেষ না করে মুখ আর মাথার ব্যান্ডেজ খুলে ফেলে দিলো ও। 'আমি তো সম্পূর্ণ সুস্থ বোধ করছি–'

'বেশি বাড়াবাড়ি করছো বলে মনে হচ্ছে না?'

'জানি', গম্ভীর সুরে বললেন সিনেটর পিট। 'সেজন্যেই তো ফেরত পাঠিয়েছি অ্যাম্বুলেন্স। তুমি নুমা হেডকোয়ার্টারে যাচ্ছ।'

'তুমি হোয়াইট হাউসে যাবে কিভাবে?'

অপেক্ষারত একটা হেলিকপ্টারের দিকে ইঙ্গিত করলেন সিনেটর পিট। 'প্রেসিডেন্ট আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন।'

'যাবার পথে আমাকে একটু নামিয়ে দেবে নুমা হেডকোয়ার্টারে?'

'এসো, তোমাকে হেলিকপ্টারে তুলি', বলে পিটের চেয়ারটা নিজেই পিছন থেকে ঠেলতে শুরু করলেন সিনেটর পিট।

উত্তেজনা বাড়তে বাড়তে টান পড়া গিঁটের মতো অনুভূতি হলো পিটের তলপেটে। এলিভেটরে দাঁড়িয়ে আছে ও, সংখ্যাগুলোকে উঠে যেতে দেখছে নুমার কমপিউটার

কমপ্লেক্সে। দরোজা খুলে গেলো, খোঁড়াতে খোঁড়াতে বেরুবার সময় আউটার অফিসে লিলিকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল ও। হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে মুখ।

পিটের বিধ্বস্ত চেহারা দেকে ধীরে ধীরে ম্লান হয়ে গেলো হাসিটা। পিটের চোয়ালে এখনো প্লাস্টার লাগানো রয়েছে, বসের কাছ থেকে ধার করা সোয়েটারের ভেতর থেকে উঁকি দিচ্ছে সাদা ব্যান্ডেজ, হতে ছড়ি থাকলেও একটু একটু খোঁড়াচ্ছে। তারপর, পিটের কথা ভেবে, ওকে সাহস দেয়ার জন্যে, উজ্জ্বল হাসিতে আবার চেহারাটা উদ্ভাসিত করে তুললো লিলি। 'ওয়েলকাম হোম, সেইলর!'

সামনে এগিয়ে এসে হাত দুটো পিটের গলার দু'পাশে ছুঁড়ে দিলো সে। কুঁকড়ে গেলো পিট, নিঃশ্বাসের সাথে গুঙিয়ে উঠল।

লাফ দিয়ে সের যাবার চেষ্টা করলো লিলি। 'ওহ্ দুঃখিত।'

তাকে আঁকড়ে ধরলো পিট। 'হয়ো না', বলে তার ঠোঁটের ওপর নিজের ঠোঁট দুটো রাখল সে। লিলির নরম মসৃণ চামড়ায় খোঁচা খোচা শক্ত দাঁড়ি বিঁধে গেলো, পুরুষ সুলভ গন্ধ ঢুকলো নাকে।

ছাড়া পেয়ে, প্রথম সুযোগেই. অভিযোগের সুরে লিলি বললো, 'যে-সব পুরুষ সপ্তাহয় একতবার বাড়ি ফেরে তাদের সম্পর্কে কিছু বলার আছে।'

'আর যেসব মেয়েরা অপেক্ষা করে তাদের সম্পর্কেও কিছু বলার আছে।' পিছিয়ে গেলো পিট। চারদিকে তাকালো। 'আমি যাবার পর কি আবিষ্কার করলে তোমরা?'

'ইয়েজারের মুখ থেকেই শোনা', চাপা উত্তেজনার সাথে বললো লিলি, পিটের হাত ধরে টেনে নিয়ে বললো কমপিউটার সেকশনের দিকে।

নিজের অফিস থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো ইয়েজার। পিটের চেহারা ধেকে তার কোনো প্রতিক্রিয়া হলো না। অভিনন্দন বা সহানুভূতি জানানোর কথাও মনে থাকলো না। প্রায় নাচতে শুরু করলো সে, চিৎকার করে ঘোষণা করলো, 'পেয়ে গেছি! পেয়ে গেছি!'

'নদীটা?' ব্যগ্রতার সাথে জানতে চাইলো পিট।

'শুধু নদীটা নয়। যে গুহার ভেতর শিল্পকর্মগুলো রাখা আছে, তোমাকে আমি তার দু-মাইলের মধ্যে পৌঁছে দিতে পারি।'

'কোথায়?'

'টেক্সাস! ছোট্ট একটা সীমান্ত শহর রোমায়।'

ইয়েজার আর লিলির কাঁধে ভর দিয়ে অফিসে ঢুকছে পিট, জানতে চাইলো, 'ঠিক তো?'

'একশো ভাগ ঠিক', পিটের কানের কাছে মুখ এনে গলা ফাটাতে শুরু করলো ইয়েজার। 'সাতটা পাহাড়ের নামকরণ করা হয় রোম। তেমন উঁচু নয় কোনোটাই, প্রায় কোনো গুরুত্বই বহন করে না, স্বীকার করছি। কিন্তু রিপোর্ট আছে, অনেক দিন আগে থেকেই এলাকার মাটি খুঁড়ে রোমান শিল্পকর্ম উদ্ধার করা হচ্ছে। বড়বড় নামকরা আর্কিওলজিস্টরা ভুয়া বলে অগ্রাহ্য করেছেন, কিন্তু তাঁরা কি জানেন?'

'তাহলে নদীটা হলো...?'

'রিয়ো ব্র্যাভো, স্প্যানিশ ভাষায় এই নামেই ডাকা হয়', মাথা ঝাঁকালো ইয়েজার। 'সীমান্তের এদিকে সবাই ওটাকে রিয়ো গ্র্যান্ড বলে।'

'রিয়ে গ্র্যান্ড।' শব্দটা ধীরে ধীর কয়েকবার উচ্চারণ করলো পিট। নদীটাকে খুঁজে বের করতে এতো বেগ পেতে হয়েছে সে সত্যি ওটা পাওয়া গেছে বলে বিশ্বাস করতে পারছে না ও।

'সত্যি অত্যন্ত দুঃখজনক একটা ঘটনা', হঠাৎ বিষণ্ন সুরে বললো ইয়েজার।

'কি ব্যাপার, এ কথা বলছ কেনো?'

মাথা নাড়তে নাড়তে ইয়েজার বললো, 'টেক্সানরা কেমন তা তো জানো তুমি। যখন জানবে ষোলোশো বছর ধরে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির ওপর বসে আছে ওরা, কোনো ভদ্রলোকের পক্ষে ওদের সাথে বসবাস করা সম্ভব হবে?'

পঁয়ষট্টি

পরদিন দুপুরে, কর্পাস ক্রিস্টি ন্যাভার এয়ার স্টেশনে ল্যান্ড করার পর, নুমার ওশেন রিসার্চ সেন্টার থেকে পাঠানো একজন সীম্যান ফার্স্ট ক্লাস পিট, লিলি ও অ্যাডমিরাল স্যানডেকারকে গাড়িতে তুলে নিল। লম্বা একটা ডকের পাশে কংক্রিট প্যাডে অপেক্ষারত হেলিকপ্টারে কাছে থামার নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। মাথার ওপর কোনো মেঘ নেই, গোটা আকাশে একাই রাজত্ব করছে সূর্য। তাপমাত্রা সামান্য, তবে আর্দ্রতা যথেষ্ট, গাড়ি থেকে নামার সাথে সাথে ঘামতে শুরু করলো ওরা।

হাত নেড়ে ওদের দিকে সাহায্যে এগিয়ে এলো নুমার চীফ ভূ-তত্ত্ববিদ, হার্ব গার্জা। তেমন লম্বা নয় সে, মুখে দু'একটা বসন্তের দাগ, গায়ের রঙ তামাটে, মাথায় চকচকে কালো চুল। লাল আর উজ্জ্বল হলুদ সুতী কাপড়ের শার্ট পরে আছে সে। 'ড. হার্ব', ভারী গলায় বললেন অ্যাডমিরাল। 'আবার তোমার সাথে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম।'

'আপনাদের আসার অপেক্ষায় ছিলাম', বাদাম চিবাতে চিবাতে বললো হার্ব গার্জা। 'এখুনি আপনারা রওনা হতে পারেন।' জো মিফিন, পাইলটের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলো সে, লোকটা স্মাইলিং জ্যাক সানগ্লাস পরে আছে।

ডক্টর হার্বের সাথে দক্ষিণ আফ্রিকায় কিছুদিন কাজ করেছে পিট, সময়টা ওদের ভালোই কেটেছিলো।

'কদ্দিন হলো বলো তো, হার্ব? তিন, নাকি চার বছর?' 'কে হিসাবে রাখে?' করমর্দনের সময় চওড়া হাসি উপহার দিলো হার্ব গার্জা। 'তোমার সাথে আবার জোট বাঁধতে রীতিমত রোমাঞ্চ অনুভব করছি।'

'ড. লিলি শার্পের সাথে পরিচয় করিয়ে দিতে পারি?।'

সম্ভ্রমের সাথে বাউ করলো হার্ব গার্জা। 'সমুদ্রবিজ্ঞানী?'

মাথা নাল লিলি। 'ল্যান্ড আর্কিওলজি।'

চেহারায় কৌতূহল নিয়ে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালো হার্ব গার্জা। 'এটা কি সী প্রজেক্ট, অ্যাডমিরাল?'

'না, হার্ব। সবটা তোমাকে জানানো হয়নি বলে দুঃখিত। কি জানো, আমাদের আসল উদ্দেশ্য কিছুদিন গোপন রাখতে হবে।'

নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকালো হার্ব গার্জা। 'আপনি হলেন বস্।'

'আমাকে শুধু একটা দিক বলে দিন', বললো জো মিফিন।

'দক্ষিণ', জানালো পিট। 'দক্ষিণে রিয়ো গ্র্যান্ড নদী।'

ইন্টারকোস্টাল ওয়াটারওয়ে বরাবর উড়ে চললো হেলিকপ্টার। সাউথ পাদ্রী দ্বীপের হোটেল আর বাড়িঘর ছাড়িয়ে এলো ওরা, হেলিকপ্টারের নাক ঘুরে গেলো পশ্চিম দিকে। নিচে এলো এল্ পোর্ট ইসাবেল, ওখানে রিয়ো গ্র্যান্ড-এর পানি গালফ অভ মেক্সিকোতে গিয়ে মিশেছে।

নিচের দ্বীপটায় ঝোপ-ছাড় আর মরুভূমি পাশাপাশি জায়গা করে নিয়েছে। চাতালের মতো সমতল, বড়বড় গাছের পাশে ক্যাকটাস গজিয়েছে। একটু পরই সামনে দেখা গেলো ব্রাউনসভিল শহর। ব্রিজের কাছে সরু হয়ে গেছে নদীটা। ব্রিজের ওপারে মাটামোরোস, মেক্সিকো।

'কি সার্ভে করতে হবে, আমাকে বলা যায়?' জিজ্ঞেস করলো হার্ব গার্জা।

'তুমি তো রিয়ো গ্র্যান্ড উপত্যকায় মানুষ হয়েছ, তাই না?' জবাব না দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

'লরেডো নদীর উজানে জন্মেছি, বড় হয়েছি। লেখাপড়া শিখেছি ব্রাউনসভিল কলেজে। এইমাত্র ছাড়িয়ে এলাম ওটকে।'

'রোমার চারপাশের জিওলজি সম্পর্কে তুমি তাহলে পরিচিত।'

'এলাকাটায় কয়েকবারই সার্ভের কাজ করেছি, হ্যাঁ।'

আলোচনায় যোগ দিলো পিট, আজকের তুলনায় যিশু খ্রিস্টের কয়েকশো বছর পর নদীটা কত দূরে ছিলো?'

'পানির প্রবাহে খুব একটা পরিবর্তন ঘটেনি', বললো হার্ব গার্জা। 'তবে, অবশ্যই, বন্যার কারণে পানির গতিপথ বদলেছে দু-মাইলের কিছু বেশি। কয়েকশো বছরে কয়েকবারই পুরানো গতিপথে ফিরে এসেছে নদী। তখনকার দিনে রিয়ো গ্র্যান্ড সম্ভবত অনেক উঁচু ছিলো। মেক্সিকোর সাথে যুদ্ধের আগে নদীটা চওড়া ছিলো দুশো থেকে চারশো মিটার। মেইন চ্যানেল ছিলো খুবই গভীর।

'প্রথম একজন ইউরোপিয়ান কবে ওটাকে দেখে?'

'পনেরোশো উনিশ সালে এই নদীতে জাহাজ নিয়ে এসেছেন আলোনজা ডি পিনেডা।'

'মিসিসিপির সাথে ওটার কি সম্পর্ক ছিলে সেই আমলে?'

এক মুহূর্ত ভেবে নিলো হার্ব। 'আসলে নীল নদের সাথে বেশি সম্পর্ক ছিলো নদীটার।'

এঁকেবেঁকে এগিযেছে নদী। ঢেউ খেলানো দু'চাটে পাহাড় দেখা গেলো। সীমান্তের ওপারে, মেক্সিকোয় দেখা গেলো ছোটো ছোটো কয়েকটা শহর, ধুলোয় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে। কিছু ঘর-বাড়ি পাথরে তৈরি, কিছু ইট দিয়ে গাথা, মাথার ওপর লাল টালি। শহরের বাইরে কুঁড়েঘর। নদীটা কোথাও গভীর নয়, পানির রঙ গাঢ় সবুজ।

রিয়ো গ্র্যান্ড সম্পর্কে ওদের আগ্রহ আছে বুঝতে পেরে অনেক কথাই বলে গেলো হার্ব গার্জা। প্রাচীন যুগেও নদটিায় জাহাজ চলাচল করতো। বসতি স্থাপনকারীরা নদীটার দুই তীর ধরে আসা-যাওয়া করেছে। এক সময় ঘোষণা করলো সে, রোমার ওপর চলে আসছি আমরা। নদীর ওপারে মিগুয়েল এলমান, রোমার সিস্টার সিটি বলা হয়। নামকাওয়াস্তে শহর, ট্যুরিস্টদের জন্যে দু'একটা অ্যান্টিকস শপ ছাড়া তেমন কিছু নেই ওখানে। রাস্তার ওপর স্রেফ একটা বর্ডার ক্রসিং, রাস্তাটা চলে গেছে মন্টেরিরর দিকে।'

হেলিকপ্টার খানিকটা ওপরে তুললো পাইলট, ইন্টারন্যাশনাল ব্রিজ ছাড়িয়ে এসে আবার নদীর কাছাকাছি নেমে এল। মেক্সিকোর দিকে নারী-পুরুষ পাশাপাশি দাঁড়িয়ে গাড়ি ধুচ্ছে, বাগান পরিস্কার করছে, মাছ ধরার জাল মেরামত করছে, হাঁটু পানিতে

দাঁড়িয়ে গোসল করছে অনেকে। আমেরিকার দিকে নদীর পাড় থেকে খাড়া হয়েছে হলদেটে স্যান্ডস্টোন ব্লাফ রোমা শহরের মাঝখান পর্যন্ত সেটার বিস্তার। ভবনগুলো বেশ পুরানো, তবে কোনোটাই ভেঙে পড়েনি, কয়েকটার মেরামত দরকার।

'ভবনগুলো সম্পর্কে কিছু শোনাবেন নাকি?' হার্ব গার্জাকে জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'সামরিক ও বাণিজ্যিক বোট তৈরির যখন হিড়িক পড়লো, সে-সময় অত্যন্ত ব্যস্ত বন্দর ছিলো রোমা', লেকচার দিলো হার্ব গার্জা। 'বাড়ি ও ব্যবসাকেন্দ্র তৈরির জন্যে সওদাগররা নামী-দামী আর্কিটেক্টদের ভাড়া করে আনে। ওগুলো কম দিন তো টিকল না।'

'এক-আধটা বিখ্যাত হয়ে ওঠেনি?'

'বিখ্যাত?' হেসে উঠলো হার্ব গার্জা। 'হ্যাঁ, তাও আছে। আঠারোশো সালে তৈরি ওটা। "রোজিটা'স ক্যানটিনা" হিসেবে ব্যবহার করা হয়। "ভিভা জাপাটা" ছবিতে। মার্লোন ব্যান্ডো ছিলো, রোমায় তোলা, আপনারা জানেন।'

শহরের ওপর উঁচু হয়ে থাকা পাহাড়টাকে চক্কর দেয়ার জন্যে পাইলটকে নির্দেশ দিলেন অ্যাডমিরাল। 'রোমার নাম রোমের অনুকরণে রাখা হয়েছে এই কারণে কি যে এই শহরটাকেও সাতটা পাহাড় ঘিরে রেখেছে?'

'নিশ্চয় করে বলা সম্ভব নয়', জবাব দিলো হার্ব গার্জা। 'সাতটা পাহাড়কে আলাদাভাবে আপনি খুঁজেই পাবেন না। চোখে পড়ার মতো চূড়া আছে মাত্র দুটোর, বাকিগুলো পরস্পরের সাথে জোড়া লেগে আছে।'

'জিওলজি কি বলে?' প্রশ্ন করলো পিট।

'বেশিরভাগ খড়িমাটি বা ওই ধরনের আবর্জনা। এক সময় গোটা এলাকা সাগরের নিচে ছিলো। মাটির নিচে ফসিল, ঝিনুকের খোল দেদার। কাছাকাছি একটা গ্র্যাভেল পিট আছে, বিভিন্ন জিওলজিক্যাল পিরিয়ডের নিদর্শন ওখানে পেতে পারো। ঠাণ্ডা হয়ে কোথাও বসার সুযোগ দিলে এ-বিষয়ে বিস্তারিত জানাতে পারি তোমাকে।'

'এখুনি নয়', বললো পিট। 'এলকায় কোথাও প্রাকৃতিক গুহা নেই?'

'সারফেসে দেখা যায় না। তারমানে এই নয় যে নদীর নিচে নেই। প্রাচীন সাগর কত গুহা তৈরি করেছিলো কে তার হিসাব রাখে, আপার লেয়ারের নিচে সব চাপা পড়ে আছে। ঠিক জায়গাটিতে যথেষ্ট গভীর করে খোঁড়া, প্রচুর সম্ভাবনা বড় আকৃতির একটা লাইমস্টোন ডিপোজিট পেয়ে যাবে তুমি। প্রাচীন ইন্ডিয়ান কিংবদন্তী হলো, মাটির তলায় আত্মারা বসবাস করে।'

'আত্মা? কি ধরনের আত্মা?'

কাঁধ ঝাঁকালো হার্ব গার্জা। 'প্রাচীন আত্মা, যারা অপদেবতাদের সাথে যুদ্ধ করার সময় মারা গেছে।'

নিজের অজান্তেই পিটের বাহু আঁকড়ে ধরলো লিলি। 'পুরানো কোনো শিল্পকর্ম রোমার আশপাশে পাওয়া গেছে?'

"অল্প কিছু তীর আর বর্শার পাথুরে ডগা, পাথুরে ছুরি আর বোট-স্টোন।'

'বোট-স্টোন কি জিনিস?' প্রশ্ন করলো পিট।

'ফাঁপা পাথর, আকৃতিতে ঠিক যেনো একটা বোটের খোল', জবাব দিলো লিলি, ক্রমশ উত্তেজিত হয়ে উঠছে সে। 'ওগুলোর আদি উৎস সম্পর্কে কারও স্পষ্ট কোনো

ধারণা নেই। মনে করা হয়, শখের জিনিস। ইন্ডিয়ানরা ওগুলো ব্যবহার করতো ভূত তাড়নের কাজে। কাউকে ডাইনী বলে সন্দেহ করা হলে, ইন্ডিয়ানরা তার প্রতিমূর্তির সাথে একটা বোট-স্টোন বেঁধে নদীতে ফেলে দিত, তাতে নাকি সমস্ত অপশক্তি থেকে মুক্তি পেত ডাইনী।'

পিট আরও একটা প্রশ্ন করলো হার্ব গার্জাকে, 'এমন কিছু পাওয়া গেছে, যেটাকে প্রাচীন বা ঐতিহাসিক বলা যায়?'

'কিছু কিছু পাওয়া গেছে, তবে মনে করা হয় সে-সব নকল।'

উত্তেজনা চেপে রেখে লিলি জানতে চাইলো, 'কি ধরনের জিনিস?'

'তলোয়ার, ক্রস, বর্ষের ভাড়া অংশ, বর্শা দণ্ড, বেশিরভাগই লোহার তৈরি। নদীর কিনারায়, ব্লাফ খুঁড়ে একটা পাথুরে নোঙর পাবার কথাও মনে পড়ছে আমার।'

'সম্ভবত স্প্যানিশ', মন্তব্য কররেন অ্যাডমিরাল।

মাথা নাড়লো হার্ব গার্জা। 'স্প্যানিশ নয়, রোমান। স্টেট মিউজিয়ামের অফিসাররা পাত্তা দেয়নি। তাদের ধারণা, ওগুলো ঊনবিংশ শতাব্দীর জালিয়াতি নকল।'

পিটের বাহু আরও জোরে চেপে ধরলো লিলি। 'ওগুলো দেখার কোনো সুযোগ আমি পাব?' ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো সে। 'নাকি সব হারিয়ে গেছে?'

জানালার দিকে হাত বাড়িয়ে নিচের রাস্তাটা দেখিয়ে দিলো হার্ব গার্জা, রোমা থেকে উত্তর দিকে চলে গেছে। 'ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই, সবই আপনারা ওখানে পাবেন। একজন লোকের কাছে সব জমা আছে, বেশিরভাগ তারই খুঁজে পাওয়া। বুড়ো টেক্সান স্যাম ট্রিনিটিকে এখানকার লোকেরা পাগলা স্যাম হিসেবে চেনে। এদিকে পঞ্চাশ বছর ধরে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ করছে সে। যিশুর কিরে খেয়ে দাবি, করে এখানে নাকি রোমান সেনাদের একটা বাহিনী তাঁবু ফেলেছিলো। ছোটো একটা গ্যাস স্টেশন আর দোকান আছে তার, পিছনের ঘরটার নাম দিয়েছে রোমান মিউজিয়াম।'

'বুড়ো স্যামকেই তো আমরা খুঁজছি', মৃদু হেসে বললো পিট। পাইলটের দিকে ফিরল ও। 'স্যামের বাড়ির কাছে নামতে পারবেন? ওর সাথে আমাদের কথা হওয়া দরকার।'

ছেষট্টি

বিশাল একটা সাইনবোর্ড, ক্ষতবিক্ষত একজোড়া কাঠের ওপর দাঁড়িয়ে আছে পিছন দিকে কাত হয়ে। রূপালি জমিতে বড়বড় লাল হরফে লেখা 'স্যামের রোমান সার্কাস' অনেক কষ্টে পড়া গেলো। সামনে একটা তিনকামরার দোতলা বাড়ি, সামনের ঘরটা দোকান। দোকানের গায়ে, এক পাশে, আরও একটা সাইনবোর্ড টাঙানো রয়েছে, তাতে লেখা, আটচল্লিশ সেন্টে এক লিটার মেথানল মেশানো ফুয়েল কিনুন। ঠাণ্ডা পানীয় থেকে শুরু করে চকলেট, মনিহারি দ্রব্যাদি, সবই পাওয়া যায় এখানে।

অনেক বয়স স্যামের, পঁচাত্তরের কম নয়, চামড়ায় প্রচুর ভাঁজ আর রেখা, কিন্তু তার পেশিতে সামান্যতম ঢিল পড়েনি। এমন চটপটে, এখনও যেনো তরতাজা যুবক সে। গাঢ় সবুজ রঙের শার্ট পরে আছে, হলুদ স্ল্যাকস, পায়ে লিজার্ড গলফ শু, মাথায় সাদা ক্যাপ। হাতে একজোড়া গলফ ক্লাব নিয়ে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছে।

হেলিকপ্টার থেকে প্রথমে হার্ব গার্জা নামলো।

'এই যে, স্যাম কাকা, তোমার মাটি আঁচড়ানোর কাজ কেমন চলছে?'

'আরে, এ যে দেখছি আমাদের মাটি মাপার ঠিকাদার হার্ব গার্জা। তা কেমন আছ হে?' বুড়ো স্যাম ভাঙা দাঁত বের করে হাসলো।

স্যামের সাথে সবার পরিচয় করিয়ে দিলো হার্ব গার্জা, তবে ভাব দেখে বোঝা গেলো খেয়াল করে শুনছে না সে। বাতাসে হাত ঝাপটা নিয়ে হার্বকে থামিয়ে লি বুড়ো, বললো, 'আপনারা আসায় আমি খুশি হয়েছি। স্যাম'স রোমান সার্কাসে আপনাদেরকে স্বাগতম জানাই।' হঠাৎ পিটের মুখের দিকে চেয়ে থমকে গেলো সে। 'একি, ভাগ্নে, লরির তলায় পড়েছিলে নাকি?'

হেসে ফেলে পিট বললো, 'ঘাতক ট্রাক-হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছেন।'

'এখানে গলফ খেলেন কোথায়?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল। দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি।

'রিয়ো গ্র্যান্ড সিটি গলফ কোর্সে', গর্বের সাথে জবাব দিলো স্যাম। 'কয়েকজন বুড়ো আর্মি অফিসার আছে, আমার বন্ধু-বান্ধব, তাদের সাথে খেলি। এই তো ফিরলাম।'

হার্ব গার্জা বললো, 'স্যাম কাকা, আমরা তোমার নিউজিয়ামে একবার উঁকি দিতে চাই।'

'ভারী মিশুক লোক', বিড়বিড় করে বললেন অ্যাডমিরাল।

'আপনি যদি ভালো হন', নিচু গলায় জবাব দিলো হার্ব গার্জা। 'আর যদি ওর কমতি করার চেষ্টা করেন, আপনার লাইফ স্রেফ হেল করে ছেড়ে দেবে।'

দোকানের ভেতর দিয়ে ওদেরকে মিউজিয়ামে নিয়ে এলো সে। ঘরটা বড়ই, পাশাপাশি দুটো গাড়ি রাখা যাবে। কাঁচমোড়া অনেক বাক্স দেখা গেলো। অসংখ্য মোমের তৈরি পুতুল রয়েছে, রোমান যুগের পোশাক পরা। শিল্পকর্ম রাখা হয়, তাই ধুলো ঠেকানোর জন্যে জানালা আর দরোজায় কাঁচ আছে। প্রতিটি শিল্পকর্ম চকচক করছে, একটাতেও মরচে ধরেনি।

লিলির সাথে একটা অ্যাটাশে কেস রয়েছে। সেটা থেকে ছবি বহুল মোটা একটা বই বেরুলো। স্যামের শিল্পকর্মগুলো ছবির সাথে মেলাতে শুরু করলো সে।

'লক্ষণ তো ভালই মনে হচ্ছে', কয়েক মিনিট মিলিয়ে দেখার পর বললো সে। 'তলোয়ার আর বর্শার মাথাগুলোর সাথে চতুর্থ শতাব্দীর রোমান অস্ত্রের মিল আছে।'

'উত্তেজিত হবেন না', সতর্ক করে দিলো হার্ব গার্জা। 'স্যাম কাকা সম্ভবত নিজের হাতে তৈরি করেছে ওগুলো, রোদে ফেলে রেখে আর এসিড ঢেলে বয়স বাড়িয়েছে।'

'উহুঁ, উনি এগুলো তৈরি করেননি', স্পষ্ট করে বললেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার।

চোখে কৌতূহল নিয়ে তাঁর দিকে তাকালো হার্ব গার্জা। 'কিভাবে বলেন, অ্যাডমিরাল? গালকে প্রি-কলোম্বিয়ান কন্ট্যাক্টের কোনো রেকর্ড নেই।'

'এখন আছে।'

'আমার জন্যে একটা বিস্ময়কর খবর, স্যার!'

'ঘটনাটা ঘটে ছিলো তিনশো একানব্বই সালে', ব্যাখ্যা করলো পিট। 'জাহাজের একটা বহর রিয়ো গ্র্যান্ড ধরে এসেছিলো। আজ যেখানে রোমা, সেখানে। শহরের পিছনে কোনো একটা পাহাড়ে, রোমান মার্সেনারি, তাদের ক্রীতদাস ও মিশরীয় পণ্ডিতরা আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির বিশাল সংগ্রহ লুকিয়ে রেখে গেছে।'

'জানতাম! আমি জানতাম!' খোলা দরোজা থেকে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো বুড়ো স্যাম। হাতের ট্রে একটুর জন্যে পড়লো না। 'রোমানরা অবশ্যই টেক্সাসের মাটিতে পা রেখেছিলো।'

'আপনার বিশ্বাসই ঠিক, মি. ট্রিনিটি', অ্যাডমিরাল বললেন। 'বাকি সবাই ভুল করেছে।'

'কয়েক যুগ ধরে চিৎকার করছি আমি, কেউ আমার কথা শোনেনি!' গলা খাদে নামিয়ে বিড়বিড় করে বললো বুড়ো স্যাম। ছলছল করছে চোখ। 'জানেন, পাথরের লেখাগুলো যখন দেখালাম, বলে কিনা এগুলো আমি নিজে লিখেছি!'

'পাথর? পাথরের ওপর লেখা? কোথায়? তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইলো লিলি।

'ওই কোণে, খাড়া করে রাখা আছে। অনেক কষ্টে লেখাটা আমি অনুবাদও করি। অফিসাররা দেখে হেসেই অস্থির, বলে তোমার ল্যাটিন তো চমৎকার, স্যাম, চালিয়ে যাও, বুড়ো বয়েসে দু'পয়সা কামালে আমরা কেন বাধা দিতে যাই। ওদের ধারণা আমি নকল করেছি।'

'অনুবাদ করা মেসেজের কোনো কপি আছে?' জিজ্ঞেস করলো লিলি।

'ওদিকে, দেয়ালে পাবে। টাইপ করিয়ে, কাঁচ দিয়ে বাঁদিয়ে রেখেছি।'

বাঁধানো ফ্রেমটার সামনে দাঁড়িয়ে পড়তে শুরু করলো লিলি, সবাই তার দু'পাশে ভিড় করলো।

"আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি আমি লুকিয়ে রেখেছি। এই পাথরে তার সূত্র থাকলো।

"অসভ্যরা আমার জাহাজ বহরে আগুন ধরিয়ে দিলো, আমি পানিতে নেমেও অবশিষ্ট একমাত্র জাহাজটাকে ধরতে পারলাম না। তবে, কোনো রকমে প্রাণে বেঁচে গেলাম, দক্ষিণ দিকে যাত্রা করে আশ্রয় পেলাম প্রাচীন পিরামিড গোষ্ঠির কাছে, তারা আমাকে উদ্ধারকর্তা ও প্রেরিত পুরুষ হিসেবে গ্রহণ করলো।

'নক্ষত্র এ বিজ্ঞান সম্পর্কে যা কিছু জানি, সব ওদেরকে শেখালাম আমি। কিন্তু আমার শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে খুব কমই ব্যবহার করলো ওরা। ওরা বরং মূর্তিপূজা বেশি পছন্দ করে, অজ্ঞ ওঝাদের পরামর্শমতো মানুষ বলি দেয়।

'এখানে আশ্রয় পাবার পর সাতটি বছর পেরিয়ে গেছে। ফিরে এসে দেখি আমার পুরানো বন্ধু-বান্ধবদের হাড়গোড় চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। আমি সেগুলো মাটি চাপা দেয়ার ব্যবস্থা করলাম। আমার জাহাজ তৈরি হয়ে গেছে। খুব শিগগিরই রোমের উদ্দেশে যাত্রা করব আমি।

''আজও যদি থিয়োডোসিয়াস বেঁচে থাকেন, আমার গর্দান নেয়া হবে। তবে শেষবার আমার পরিবারের সাথে মিলিত হবার জন্যে খুশি মনে ঝুঁকিটা নেব আমি।

'আমার অস্তিত্ব বিলীন হবার পর, যারা এই লেখা পড়বে, তাদেরকে বলছি, শিল্পকর্ম ও বই সম্পদ পাহাড়ের ভেতর বিশাল একটা চেম্বারে রাখা হয়েছে। সুড়ঙ্গ পথ আছে। উত্তরে দাঁড়াও, সোজাসুজি দক্ষিণে তাকাও, নদীর পাড় লক্ষ্য করে।'

জুনিয়াস ভেনাটর।

১০ই আগস্ট, তিনশো আটানব্বই খ্রিস্টাব্দ।

'তার মানে ইন্ডিয়ানদের হামরা থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন ভেনাটর, সাত বছর পর রোমে ফেরার পথে মারা যান', বললো পিট।

'কিংবা রোমে হয়তো ঠিকই তিনি পৌঁছেছিলেন, তাঁর মৃত্যুদণ্ড চুপচাপ সেরে ফেলা হয়', বললেন অ্যাডমিরাল।

'না', মাথা নেড়ে বললো লিলি। 'থিয়োডোসিয়াস মারা গেছেন তিনশো পঁচানব্বই সালে। ভেবে আশ্চর্য লাগছে, এতো বছর, ধরে মেসেজটা পথে আছে এখানে, অথচ নকল বলে অগ্রাহ্য করা হয়েছে!'

বুরু কুঁচকে স্যাম জানতে চাইলো, 'তোমরা এই ভেনাটর ভদ্রলোককে চেনো নাকি?'

'আমরা তার খোঁজ করছিলাম', বললো পিট।

'চেম্বারটা কখনও খুঁজেছেন আপনি, মি. স্যাম?' জিজ্ঞেস করলেন অ্যাডমিরাল।

বুড়ো স্যাম গম্ভীর হলো। 'এদিকের সব কটা পাহাড় খোঁড়াখুঁড়ি করেছি। পাবার মধ্যে, এখানে যা কিছু দেখছেন।'

'কতটা গভীর?'

'বছর দশেক আগে ছ'মিটার গভীর একটা গর্ত করেছিলাম, ওই যে-শুধু একটা স্যান্ডেল পেয়েছি–কেসের ভেতর দেখতে পাচ্ছেন।'

'পাথর আর শিল্পকর্মগুলো যেখানে পেয়েছেন, জায়গাটা আমাদেরকে দেখাতে পারবেন?'

প্রশ্নটা পিট করলেও, বুড়ো স্যাম ডক্টর হার্বের দিকে তাকালো। 'কোন অসুবিধে নেই তো হার্ব?'

'এদের তুমি বিশ্বাস করতে পারো, স্যাম কাকা। এরা তোমার শিল্পকর্ম চুরি করতে আসেনি।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে', ঘন ঘন মাথা ঝাঁকালো স্যাম ট্রিনিটি। 'চলো তাহলে, এখুনি রওনা দিই। বাইরে আমার জীপ আছে।'

মেঠো পথ ধরে ছুটলো স্যামের পুরানো জীপ। কয়েকটা আধুনিক বাড়িকে পাশ কাটিয়ে এলো ওরা। সামনে পড়লো কাটাতারের দীর্ঘ রেড়া জীপ থেকে নেমে গিয়ে হুক খুলে বেড়ার একটা অংশ সরালো স্যাম, সামনের পথটা ঝোপ-ঝাড়ে প্রায় ঢাকা পড়ে আছে।

খানিক পর একটা ঢাল বেয়ে উপরে উঠে এলো জীপ, এঞ্জিন বন্ধ করে স্যাম জানাল, 'এই জায়গা। গনগোরা হিল। অনেক দিন আগে কে যেনো বলেছিলো আমাকে, পাহাড়টার নাম রাখা হয়েছ সপ্তদশ শতাব্দীর এক স্প্যানিশ কবির নামে। আবর্জনার একট স্তূপ কেনো একজন কবির নাম পেল, ঈশ্বরই বলতে পারবেন।'

উত্তর দিকে চারশো মিটার দূরে একটা পাহাড়ের দিকে ইঙ্গিত করলো পিট। 'ওই রিজটাকে কি নামে ডাকা হয়? '

'ওটার কোনো নাম আছে বলে আমার জানা নেই।'

'পাথরটা আপনি কোথায় পান?' লিলির প্রশ্ন।'

'দাঁড়াও, আরেকটু সামনে।' এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে ঢাল বেয়ে ধীরে ধীরে নামতে শুরু করলো স্যাম, ঘন ঝোপগুলোকে সাবধানে এগিয়ে যাচ্ছে। মিনিট দুয়েক ঝাঁকি খাবার পর অগভীর বড়সড় একটা গর্তের পাশে থাকলো জীপ। নিচে নেমে কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালো সে, ঝুঁকে নিচে তাকালো। 'ঠিক এখানে পেয়েছি। একটা কোণ পার থেকে বেরিয়ে ছিলো।'

গর্তের দিতে ইঙ্গিত করলো পিট। 'এই শুকনো গর্ত', বললো ও, 'গনগোরা আর দূরের ওই পাহাড়ের মাঝখানে জোরালো বাতাস থাকায় তৈরি হয়েছে।'

মাথা ঝাঁকাল বুড়ো স্যাম। 'হ্যাঁ, কিন্তু ওখান থেকে গনগোরার নিচের ঢালে পাথর নেমে আসার কোনো উপায় নেই, যদি না কেউ টেনে আনে।'

'এলাকাটা সমতল নয় যে বন্যা হতে পারে', বললেন অ্যাডমিরাল। 'অবশ্য দীর্ঘদিন তুমুল বৃষ্টি হলে গণগোরার চূড়া থেকে পঞ্চাশ মিটার নেমে আসা বিচিত্র কিছু নয়, কিন্তু পরবর্তী চূড়ার আধ কিলোমিটারের মধ্যে এনে ফেলা সম্ভব নয়।'

'আর সব শিল্পকর্ম?' প্রশ্ন করলো লিলি। 'ওগুলো কোথায় পেয়েছেন?'

নদীর দিকে হাত তুললো স্যাম। 'ঢালের আরও খানিক নিচ থেকে শহরের মাঝখান পর্যন্ত ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলো ওগুলো।'

'জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছেন?'

'দুঃখিত, মিস, আমি তো আর আর্কিওলজিস্ট নই।'

হতাশ বোধ করলেও চুপ করে থাকলো লিলি।

'আপনি নিশ্চয়ই মেটাল ডিটেকটর ব্যবহার করেছেন?'

পিটের দিতে ফিরল স্যাম। 'নিজেই ওটা তৈরি করে নিই। আধ মিটার দূরে একটা পেনি পড়ে থাকলেও ধরা পড়ে।'

'জায়গাটার মালিক কে?'

'টেক্সাস রিপাবলিক হবার সময় থেকে বারোশো একর আমার, পারিবারিক সূত্রে।'

'আইনগত ব্যাপারে ঝামেলা হবে না', স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন অ্যাডমিরাল।

হাতঘড়ি দেখল পিট। পাহারে ওদিকে ঢলে পড়েছে সূর্য। ইন্ডিয়ান আর রোমান-ঈজিপশিয়ানদের তুমুল যুদ্ধটা নদী ও প্রাচীন জাহাজগুলোর দিকে সরে যাচ্ছে, মনের চোখ দিয়ে দেখার চেষ্টা করলো ও। আহত মানুষদের কাতর চিৎকার, অস্ত্রের ঝনঝনানি, সবই যেনো শুতে পাচ্ছে। কত শত বছর আগের ঘটনা অথচ মনে হলো গতকাল ঘটেছে, ওর চোখের সামনে। লিলির প্রশ্ন শুনে বাস্তবে ফিরে এলো পিট।

'আশ্চর্য, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আপনি কোনো হাড় খুঁজে পাননি?'

'স্প্যানিশ নাবিকরা', স্যামের বদলে জবাব দিলো হার্ব গার্জা, 'টেক্সাস গালফ কোস্টে যাদের জাহাজডুবি ঘটে, অল্প দু'চারজন দেশে ফিরতে পেরেছিলো, মেক্সিকো সিটিতে ফিরে গিয়ে নরখাদক ইন্ডিয়ানদের গল্প করেছে তারা।'

শিউরে উঠে লিলি বললো, 'নিহত লোকগুলোকে খেয়ে ফেলা হয়েছে, এ কথা আপনি জোর গলায় বলতে পারেন না।'

'সম্ভবত কয়েকজনকে', বললো হার্ব গার্জা। 'কুকুর বা বন্য জন্তু যেগুলোকে টেনে নিয়ে যায়নি, পরে ফিরে এসে ভেনাটর সে-সব মাটি চাপা দেন। আমরা ধরে নিতে পারি, সেগুলোও ধুলো হয়ে গেছে।'

'হার্ব ঠিকই বলছে', সায় দিলো পিট। 'সারফেস গ্রাউন্ডে থাকলে যে কোন হাড় এক সময় ভেঙে যাবে।'

স্থির পাথর হয়ে গেলো লিলি। গনগোরা হিলের একটা চূড়ার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলো সে, যেনো সম্মোহিত হয়ে পড়েছে। 'গুপ্তধনের কয়েক মিটার দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছি, সত্যিই কি তাই? এখনও আমার বিশ্বাস হতে চাইছে না।'

'ষোলোশো বছর আগে তখনকার জ্ঞানভাণ্ডার রক্ষার জন্যে অনেক মানুষ প্রাণ দিয়েছেন', নিচু গলায় বললো পিট। 'তাঁরা তাঁদের দায়িত্ব পালন করেছেন। এবার আমাদের পালা। মাটি খুঁড়ে ওগুলো উদ্ধার করা দরকার।'

সাষট্টি

পরদিন সকালে লেক ওজার্কস, মিসৌরীতে পৌঁছুলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। লোহার প্রকাণ্ড গেট খুলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দিলো সিক্রেট সার্ভিস গার্ডরা। আঁকাবাঁকা পথ ধরে নিজেই গাড়ি চালিয়ে প্রেসিডেন্টর হান্টিং লজে চলে এলেন তিনি।

শিপস্কিন জ্যাকেট পরে পোর্চ থেকে ধাপের ওপর নেমে এলেন প্রেসিডেন্ট। 'সময়মতো আসতে পেরেছেন, সেজন্যে ধন্যবাদ, অ্যাডমিরাল।'

'ওয়াশিংটনে ডাকলে আরও দেরি হত।'

'আপনাকে ব্যস্ততার মধ্যে ফেলে দেয়ায় সত্যি আমি দুঃখিত।'

'বৈঠকের গুরুত্ব সম্পর্কে আমি সচেতন।'

অ্যাডমিরালের পিঠে একটা হাত রাখলেন প্রেসিডেন্ট, ধাপ বেয়ে উঠছেন। 'চলুন, আগে ব্রেকফাস্টটা সেরে নেবেন। ডেইল নিকোলাস, জুলিয়াস শিলার আর সিনেটর পিট অপেক্ষা করতে পারেননি, ডিম আর ভেড়ার মাংসের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছেন।'

'আপনার আবিষ্কারের প্রতিক্রিয়া নিয়ে অর্ধেক রাত আলোচনা করেছি আমরা।'

'লোক মারফত যে রিপোর্ট পাঠিয়েছি, নতুন আর কিছু বলার নেই আমার', জানালেন অ্যাডমিরাল।

'কোথায় খুঁড়বেন তার কোনো ডায়াগ্রাম পাঠাননি।'

'রিপোর্ট পাঠানোর পর স্থির করা হয়েছে, কোথায় খোঁড়া হবে।'

হালকা সুরে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'ব্রেকফাস্টের সময় সবাই আমরা দেখব।'

কয়েকটা সুদৃশ্য কামরা পেরিয়ে লম্বা লিভিংরুমে চলে এলেন তাঁরা। পাথুরে ফায়ারপ্লেসে ছোট্ট আগুন জ্বলছে, সেটাকে পাশ কাটিয়ে আরেক দরোজা দিয়ে ডাইনিংহলে ঢুকলেন। ডেইল নিকোলাস আর জুলিয়াস শিলার জেলেদের পোশাক পরে আছেন, সিনেটর পিট পরেছেন সোয়েটসুট খাওয়ায় ছেড়ে তিনজনই ওরা মুখ তুলে তাকালেন। সিনেটরের গম্ভীর চেহারা দেখে মনে মনে সতর্ক হয়ে উঠলেন অ্যাডমিরাল।

এক ভদ্রলোকের কথা প্রেসিডেন্ট উল্লেখ করেননি- হ্যারল্ড উইজমার, প্রেসিডেন্টর একজন উপদেষ্টা, প্রশাসনে তাঁর বিরাট প্রভাব রয়েছে। ইনি কেনো উপস্থিত রয়েছেন বুঝতে পারলেন না অ্যাডমিরাল।

সাদা কোট পরা একজন স্টুয়ার্ড অ্যাডমিরালের অর্ডার নিয়ে চলে গেলো।

কুশলাদি বিনিময়ের পর প্রথম কথা বললেন হ্যারল্ড উইজমার। কোনো ভণিতার মধ্যে গেলেন না ভদ্রলোক, সরাসরি বললেন, 'আবিষ্কারটা বিস্ময়কর, কাজেই আমরা সবাই আপনাকে অভিনন্দন জানাই।' ঘন দাঁড়ি গোঁফ তাঁর ঠোঁট দুটো প্রায় ঢেকে রেখেছে, টাক-মাথাটা ঠিক যেনো একটা বাস্কেটবল। বাদামী চোখ। 'মাটি আপনারা কখন সরাবেন বলে টিক করেছেন?'

'কাল।' ব্রীফকেস থেকে একটা জিওলজিককাল সার্ভে ম্যাপ বের করলেন অ্যাডমিরাল, তাকে রোমার উপরকার টপোগ্রাফি দেখানো হয়েছে। কোথায় কোথায় খোঁড়া হবে তা দেখানোর জন্যে ব্রীফকেস থেকে বের করলেন আরেকটা নকশা। 'চূড়া থেকে আট মিটার নিচে দুটো টানেল তৈরি করে এগোব আমরা।'

'চূড়াটা গনগোরা হিল-এর?'

'হ্যাঁ। টানেলগুলো উল্টোদিকের ঢালে বেরুবে, নদীর সামনে, দুটো আলাদা লেভেলে। দুটোর একটা, আমরা আশা করছি, পাথরে লেখা জুনিয়াস ভেনাটরের স্মারক বা আদি এন্ট্রি শ্রাফট ছুঁয়ে যাবে।'

'আপনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত যে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির শিল্পকর্ম ওখানে আছে?' তীক্ষ্ণকণ্ঠে জানতে চাইলেন হ্যারল্ড উইজম্যান।

'কোন সন্দেহ নেই', শান্তসুরে বললেন অ্যাডমিরাল। 'গ্রীনল্যান্ডের জাহাজ থেকে উদ্ধার করা ম্যাপ রোমায় স্যামের পাওয়া শিল্পকর্মের কাছে নিয়ে গেছে আমাদেরকে, ফলে খাপে খাপে মিলে গেছে সব।'

'কিন্তু ওগুলো কি–'

'না, জিনিসগুলো খাঁটি রোমান', উইজম্যানকে মাঝপথে থামিয়ে দিলেন অ্যাডমিরাল। 'এরমদ্যে কোনো ফাঁকিবাজি বা জালিয়াতি নেই, কেউ ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে না কাউকে। জিনিসগুলো ওখানে আছে, আমরা জানি একামাত্র প্রশ্ন হলো ভাণ্ডারটা কত বড়।'

'গুপ্তধন, সম্পদ, লাইব্রেরি বা শিল্পকর্ম যাই বলি না কেনো, ওগুলোর অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সন্দিহান নই', পরিবশে হালকা করার জন্যে বললেন জুলিয়াস শিলার। 'আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে চাইছি, তা হলো, এ-ধরনের বিশাল একটা আবিষ্কারের ফলে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া কি হবে। আমার ধারণা, প্রতিক্রিয়া আন্দাজ করা অত্যন্ত কঠিন। আরও কঠিন পরিস্থিতিটা সামাল দেয়া।'

নিস্পলক চোখে শিলারের দিকে তাকিয়ে থাকলেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'প্রাচীন দুনিয়ার জ্ঞান প্রকাশ পেলে দাঙ্গা বেঁধে যাবে, এরকম মনে করার কি কারণ আছে আমি বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, বিষয়টা নিয়ে আলোচনা আরও আগে করা উচিত ছিলো না কি? হে'লা কামিল তো তাঁর ভাষণে ঘোষণা করেছেন...'

'তিনি সম্ভাবনার কথা বলেছেন', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'আপনি বোধহয় জানেন না, মি. স্যানডেকার, লাইব্রেরির নকশাগুলো দাবি করতে পারেন প্রেসিডেন্ট হাসান। তিনি যদি সমস্ত শিল্পকর্ম চেয়ে বসেন, আমি আশ্চর্য হব না। গ্রীস চাইতে পারে আলেকজান্ডারের সোনার কফিন। কে বলতে পারে, ইটালি কি দাবি করে বসে?'

'মিশরের ব্যাপারে আমিতো কোনো সমস্যা দেখছি না', অ্যাডমিরাল বললেন। 'আমার জানা মতে, আমরাই মিশরকে জানিয়েছি, আকেজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি গোটা দুনিয়ার, যাদের যা পাপ্য তাদেরকে তা দেয়া হবে। আমার ধারণা, এটা একটা রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত।'

'হ্যাঁ, কিন্তু লোকেশনটা রিয়ো গ্র্যান্ড হওয়াতে পরিস্থিতি খানিকটা বদলে গেছে। এখন মেক্সিকোও একটা পক্ষ। টপিটজিন যদি দাবি করে বসে, রোমা এক কালে মেক্সিকোর অংশ ছিলো, কাজেই আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির মালিকানা তাদের?'

'এ-ধরনের দাবি তার মতো লোক করতেই পারে', অ্যাডমিরাল বললেন। 'কিন্তু দাবির পিছনে আইনগত ভিত্তি থাকতে হবে না? আইন বলে, যার জায়গায় পাওয়া যাবে সে-ই মালিক।'

'স্যাম ট্রিনিটি তার জায়গায় উচিত মূল্য পাবেন, পাবেন সম্পদের অধিকার মূল্য। তাকে দেয় সব টাকা ট্যাক্স ফ্রি হবে।'

শিলারের দিকে চোখ কুঁচকে তাকালেন অ্যাডমিরাল্ 'সম্পদের মূল্য কয়েকশো মিলিয়ন ডলার হতে পারে । সরকার কি অত টাকা দিতে রজি আছে?'

'অবশ্যই না।'

'আর যদি মি. স্যাম আপনার প্রস্তাব গ্রহণ না করেন?'

'চুক্তি করার আরও অনেক পদ্ধতি আছে', নিলিংপ্ত, ঠাণ্ডা স্বরে বললেন হ্যারল্ড উইজমার।

'জানতে পারি, কবে থেকে শিল্প নিয়ে ব্যবসা শুরু করলো সরকার?'

'শিল্প, ভাস্কর্য আর আলেকজান্ডার দি গ্রেটের অবশিষ্ট শুধু ঐতিহাসিক মূল্য পেতে পারে', উইজম্যান বললেন। 'সত্যিকার মুল্য পাবে পার্চমেন্টের লেখাগুলো।'

'সেটা নির্ভর করে যার হাতে থাকবে ওগুলো তার দৃষ্টিভঙ্গির ওপর।'

বৈজ্ঞানিক রিপোর্টে যে-সব তথ্য আছে, বিশেষ করে জিয়োলজিকাল ডাটাগুলো, মধ্যপ্রাচ্যের সাথে আমাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্ক নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে', জেদের সুরে বলে গেলেন উইজম্যান। 'ধর্মীয় দিকটাও আমাদেরকে বিবেচনা করতে হবে।'

'বিবেচনা করার কি আছে? হিব্রুতে লেখা ওল্ড টেস্টামেন্টের গ্রীক অনুবাদ লাইব্রেরিতে বসে করা হয়েছিলো। এই অনুবাদই সমস্ত বাইবেল বইয়ের ভিত্তি।'

'কিন্তু নিউ টেস্টামেন্ট নয়', ভুল ধরার সুরে বললেন উইজম্যান। 'এমন ঐতিহাসিক সত্য ঘটনার কথা টেক্সাসের মাটির তলায় থাকতে পারে যা প্রকাশ পেলে খ্রিস্টান ধর্মের প্রবর্তন সম্পর্কে বিতর্ক সৃষ্টি হবে। এমন সব ঘটনা, যা হয়তো গোপন থাকাই খ্রিস্টানদের জন্যে ভাল।'

ঠাণ্ডা, শ্বাপদের দৃষ্টিতে উইজম্যানকে দেখলেন অ্যাডমিরাল, তারপর প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন। 'আমি ষড়যন্ত্রের গন্ধ পাচ্ছি মি. প্রেসিডেন্ট। এখানে আমার উপস্থিতির পিছনে কারণটা কি জানতে পারলে কৃতজ্ঞবোধ করব।'

'এখানে অন্যায় কিছু ঘটছে না, অ্যাডমিরাল, আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি। তবে, আমরা সবাই একমত যে ব্যাপারটা বিরাট প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে, কাজেই সময় থাকতে সাবধানে এগোনো উচিত আমাদের।'

অ্যাডমিরাল ভোঁতা নন, কি ঘটতে যাচ্ছে আগেই তিনি আন্দাজ করতে পেরেছেন।

'তার মানে তো এই যে নুমা–বিশেষত আপনার ছেলে, সিনেটর– যেই কঠিন কাজটা শেষ করেছে, অমনি তাদেরকে ঠেলে সরিয়ে দেয়া হবে, তাই কি?'

'আপনাকে স্বীকার করতে হবে, অ্যাডমিরাল', হ্যারল্ড উইজমার কর্তৃত্বের সুরে বললেন, 'পানির নিচে যারা দায়িত্ব পালন করে এমন একটা আধা-সরকারি সংস্থার কাজ এটা নয়।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে উইজম্যানের কথাটা ঝেড়ে ফেললেন তিনি, বললেন, 'কাজটা আমরাই এতদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছি, বাকিটুকুও শেষ করতে না পারার আমি তো কোনো কারণ দেখছি না।'

'আমি দুঃখিত, অ্যাডমিরাল', প্রেসিডেন্ট দৃঢ়তার সাথে বললেন। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে দায়িত্বটা আপনার হাত থেকে নিয়ে পেন্টাগনকে দিতে চাই।'

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অ্যাডমিরাল। 'সেনাবাহিনী।' প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন তিনি। 'আইডয়াটা কার মাথা থেকে বেরিয়েছে?'

প্রেসিডেন্টের চোখে বিব্রত দৃষ্টি। পলকের জন্য শিলারের দিকে তাকালেন। 'নতুন প্ল্যানটা যাঁরই হোক, সিদ্ধান্ত আমার।'

'একজন বন্ধু হিসেবে বলছি', এই প্রথম মুখ খুললেন সিনেটর, 'ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় ভাবতে হবে। জিম, তোমরা যা আবিষ্কার করেছ তা শুধুমাত্র আর্কিওলজি নয়। ওই পাহাড়টার ভেতর এমন সব তথ্য থাকা সম্ভব, যা আমাদের মধ্যপ্রাচ্য নীতি চিরকালের জন্যে বদলে দিতে পারে।

'আমরা চাইছি তথ্য যাই উদ্ধার হোক, আগে পরীক্ষা ও বিচার-বিশ্লেষণ করা হবে। অর্থাৎ গোটা অপারেশনটা ক্লাসিফায়েড হওয়া দরকার।'

'ভেবে দেখেছ, তাতে বিশ বা একশো বছর লেগে যেতে পারে? ষোলোশো বছর আগের প্যাপিরাস, কি অবস্থায় আছে আমরা জানি না। ওগুলোর সংখ্যা সম্পর্কেও আমাদের কোনো ধারণা নেই।'

'তাই যদি হয়...', কাঁধ ঝাঁকিয়ে চুপ করে গেলেন প্রেসিডেন্ট।

অ্যাডমিরালের ব্রেকফাস্ট নিয়ে ভেতরে ঢুকলো স্টুয়ার্ড। খিদে নষ্ট হয়ে গেছে, হাত নেড়ে তাকে বিদায় করে দিলেন অ্যাডমিরাল।

'আসলে আমরা চাইছিটা কি? আলেকজান্ডারের হাড় গ্রীসের হাতে তুলে দিয়ে ওখানে আমাদের নৌ-ঘাঁটি রাখার মেয়াদ বাড়িয়ে নেব? আমার তো ধারণা, পাবলিককে ভয় পাওয়া উচিত আপনাদের।'

'আপনি যা ভয় করছেন, সেই একই ভয় আমরাও করছি, অ্যাডমিরাল', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'সেজন্যেই ব্যাপারটা গোপনে সারা দরকার। জনগণকে জানানোর ব্যাপরটা, হ্যাঁ, আপনার সাথে আমরা সবাই একমত–তারাও জানবে, তবে আমাদের তৈরি হবার আগে নয়।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা একটা খবরের কাগজ বের করলেন অ্যাডমিরাল। 'আসার পথে কিনেছি। তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন, খবরটা আমি লাইনটা কালিতে দাগিয়ে রেখেছি।'

হ্যারল্ড উইজমার কাগজটার ভাঁজ খুলে খবরটা পড়তে শুরু করলেন, বাকি সবাই মন দিয়ে শুনলেন।

"রোমানরা টেক্সাসে এসেছিলো?

"ওয়াশিংয়টন থেকে রয়টার; উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানানো হয়েছে যে প্রাচীন মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি নামে খ্যাত শিল্পকর্ম ও জ্ঞানভাণ্ডারের বিপুল সম্পদ টেক্সাসের রিয়ো গ্র্যান্ড নদরি উত্তরে রোমায় মাটির নিচে আবিস্কৃত হয়েছে।

মি. স্যাম ট্রিনিটি নামে এক ভদ্রলোক গত কয়েক বছর ধরে যে সব শিল্পকর্ম উদ্ধার করেছেন, প্রমাণ হয়েছে সেগুলো রোমান যুগের নির্ভেজাল নিদর্শন।

এলকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির অনুসন্ধান শুরু হয়েছিলো গ্রীনল্যান্ডে একটা বাণিজ্যিক জাহাজ আবিষ্কৃত হবার পর–"

পড়া শেষ করে চাপাকণ্ঠে গর্জে উঠলেন উইজম্যান। 'লিক হয়ে গেছে। ফাঁস করে দিয়েছে কেউ!'

'কিন্তু কিভাবে....কে?' বিস্ময় প্রকাশ করলেন ডেইল নিকোলাস।

'উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তা', পুনরাবৃত্তি কররেন অ্যাডমিরাল। 'তার মানে হোয়াইট হাউসের কেউ, এমনকি তিনি একজন উপদেষ্টাও হতে পারেন।'

জুলিয়াস শিলার প্রেসিডেন্টের দিকে তাকালেন, তাঁর গলা থমথমে শোনাল, 'গোটা একালাকায় হাজার হাজার লোক ভিড় করবে। আমার পরামর্শ, এলাকাটা ঘিরে ফেরার জন্যে সামরিক বাহিনীকে নির্দেশ দিন আপনি।'

ডেইল নিকোলাস মাথা ঝাঁকালেন। 'বাধা না দিলে ট্রেজার হান্টাররা, সব কটা পাহাড় মাটির সাথে সমান করে দেবে।'

'ঠিক আছে, ডেইল। জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল মেটক্যাফকে লাইনে ডাকো।'

দ্রুত পায়ে ডাইনিং হল থেকে বেরিয়ে স্টাডিরুমে চলে গেলেন ডেইল নিকোলাস, ঘরটা পাহারা দিচ্ছে সিক্রেট সার্ভিসের লোকজন, ভেতরে রয়েছে হোয়াইট হাউসের কমিউনিকেশন টেকনিশিয়ানারা।

'আমরা প্রচার করব', হ্যারল্ড উইজমার বললেন, 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি না ছাই, যা কিছু পাওয়া গেছে সব ভুয়া।'

অ্যাডমিরাল কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাকে থামিয়ে দিয়ে জুলিয়াস শিলার বললেন,' সেটা উচিত কাজ হবে না, মি. প্রেসিডেন্ট। আমেরিকান জনসাধারণকে মিথ্যে তথ্য দিলে তার পরিণতি ভালো হয় না। নিউজ মিডিয়া সন্দেহ করবেই, আপনার পিছনে উঠে পড়ে লাগবে তারা।'

অ্যাডমিরাল ক্লান্ত গলায় বললেন, 'জায়গাটা ঘিরে ফেলুন, তবে খোঁড়ার কাজ বন্ধ করবেন না বা পাবলিকের কাছে কিছু গোপন করবেন না।'

নিকলসনের দিকে ফিরে প্রেসিডেন্ট বললেন, 'দুঃখিত, হ্যারল্ড। অ্যাডমিরালের কথায় যুক্তি আছে।'

'বেশ ভাল', খবরের কাগজে নাক ডুবিয়ে থাকলেন উইজম্যান। 'উন্মাদ টপিটজিন, ব্যাপরটাকে যদি একটা ইস্যু বানাতে চায়, কি ঘটবে আমি ভাবতে চাই না।'

আষট্টি

জীপের পিছনে রাখা জোড়া ধাতব বাক্সের দিকে তাকিয়ে থাকলো স্যাম ট্রিনিটি।
'কি যন্ত্র এটা? নাম কি?'

একটা বাক্সে স্ক্রীন রয়েছে, স্ক্রীনে ফুটে উঠেছে মাটির নিচ থেকে ফিরে আসা শব্দ-তরঙ্গের ছবি। অপরটার সরু ফাটল থেকে বেরিয়ে আসছে চ্যাপ্টা জিভ আকৃতির কাগজ।

'কেতাবী নাম, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রিফ্লেকশন প্রোফাইলিং সিস্টেম ফর সাবসারফেস এক্সপ্লোরেশন', জবাব দিলো পিট। 'সোজা ভাষায়, এটা একটা গ্রাউন অ্যান্ড প্রোবিং রাডার ইউনিট।'

'রাডার পাথর আর মাটির ভেতরও কাজ করে?' বুড়োর চোখে সন্দেহ।

'এটা করে। দশ মিটার গভীরে কি আছে জানিয়ে দিতে পারে।'

'কি খুঁজছেন আপনি?'

'মাটি ও পাথর চাপা একটা গর্ত বা টানেল।'

'আসলটা বাদ দিয়ে, অন্য একটা পাহাড়ের পিছন দিকে কেনো খুঁজছেন?' কৌতূহলের সীমা নেই স্যামের।

'ইউনিটটা পরীক্ষা করারও হচ্ছে', বললো পিট, 'সেই সাথে ভেনাটর অন্য কোথাও কিছু রেখেছেন কিনা তা-ও জানা যাবে।'

বিশ মিটার পর পর একটা করে মার্কার রেখে ফিরে এলো লিলি। প্রোব ওয়াগন-এর হাতল ধরে মন্থরগতি জীপের পিছু পিছু চললো পিট। আকাশে হালকা মেঘ আছে, হলদেটে সূর্য, রোদের অত্যাচার সইতে হলো না। সকাল থেকে দুপুর, দুপুর থেকে বিকেল। লাঞ্চ খাবার, কথা মনে থাকলো না কারও। মার্কার বসানো তিনটে পথের শেষেরটার মাঝখানে পৌঁছে থামলো লিলি, রেকর্ডিং পরীক্ষা করে নোট নিচ্ছে।

'গুড রীডিং?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

'কিছু একটার কিনারায় পৌঁচেছি, ইন্টারেস্টিং বলে মনে হচ্ছে', বললো লিলি, নিজের কাজে মশগুল।

এই সুযোগে জীপ থেকে স্যান্ডউইচ নিয়ে নেমে এলো স্যাম, বগলের নিচে বিয়ারের ক্যান। ক্ষণস্থায়ী বিরতির সময় পিট লক্ষ্য করলো, গনগোরা হিলের নিচে দুটো-পাঁচটা করে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে। উপরের ঢালে ছড়িয়ে পড়েছে লোকজন, প্রত্যেকের হাতে মেটাল ডিটেকটর।

স্যাম ওদেরকে আগেই লক্ষ করেছে। 'প্রবেশ নিষেধ সাইনবোর্ড ঝুলিয়েও কাজ হয়নি। দু'একজন হলে কথা ছিলো, এতো লোককে কি করে ঠেকানো সম্ভব!'

'কোত্থেকে আসছে ওরা?' জিজ্ঞেস করলো লিলি। 'প্রজেক্টের কথাটা এতো তাড়াতাড়ি জানলোই বা কিভাবে?'

সানগ্লাসের ওপর দিয়ে তাকালো স্যাম। 'বেশিরভাগ স্থানীয় লোক। কেউ নিশ্চয়ই ফাঁস করেছে। কাল সকালের মধ্যে দেখবেন সবগুলো রাজ্য থেকে পিলপিল করে লোক আসতে শুরু করেছে।'

জীপ থেকে বেজে উঠলো টেলিফোনটা। রিসিভার তুললো স্যাম। তারপর পিটের দিকে বাড়িয়ে ধরলো। 'তোমার কাছে, অ্যাডমিরাল স্যানডেকার।'

রিসিভারে কথা বললো পিট, 'বলুন অ্যাডমিরাল।'

'ছুরি মারা হয়েছে পিঠে। মাটি কাটার কাজ কেড়ে নিয়েছে ওরা। হোয়াইট হাউসের উপদেষ্টারা প্রেসিডেন্টকে রাজি করিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট গোটা অপারেশন তুলে দিয়েছেন, পেন্টাগনের হাতে।'

'ব্যাপারটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয়', শান্ত সুরে বললো পিট। 'কিন্তু পেন্টাগন কেনো? দেশে আর্কিওলজিস্টদের অনেক সংগঠন আছে, এ ধরনের কাজে তাদের জ্ঞান ও দক্ষতা একান্ত দরকার।

'হোয়াইট হাউস প্যাপিরাসগুলো পরীক্ষা ও বিশ্লেষণ করতে চায়। অন্যান্য দেশ মালিকানা দাবি করতে পারে, এই ভয়ে সবাই অস্থির।'

জীপের ছাদে ঘুসি মারলো পিট। 'সর্বনাশ। ওগুলো আজকের তৈরি কাগজ নাকি যে ট্রাক ভর্তি করে তুলে নিয়ে গিয়ে কোথাও গাদা করবে? ঠিকমত যত্ন না নিলে বালির মতো ঝুরঝুরে হয়ে যাবে সব।

'কে কার কথা শোনে!' ক্ষোভ প্রকাশ করলেন অ্যাডমিরাল। 'এদিকে আরেক কাণ্ড, হোয়াইট হাউস থেকে খবরটা ফাঁস হয়ে গেছে। মহামারীর মতো ছড়িয়ে পড়েছে, টেক্সাসে পাওয়া গেছে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি।'

'সাইটে এরই মধ্যে ভিড় করছে মানুষ।'

'যা ভেবেছি।'

'জমিটা স্যামের, আপনাদের সরকার এ-ব্যাপারে কি ভাবছে?'

'সংক্ষেপে, এমন একটা প্রস্তাব দেয়া হবে, স্যাম ট্রিনিটি প্রত্যাখ্যান করতে পারবেন না। দুঃখের কথা কি জানো, তোমার বাবাও উপদেষ্টাদের সুরে সুর মিলিয়েছেন!'

'বাবা ওদরে সুরে সুর মিলিয়েছে?'

'ফোর্ট হুড থেকে এক কোম্পানি আর্মি প্রকৌশলী। ইকুইপমেন্ট নিয়ে ট্রাকে করে পৌঁছুবে ওরা। হেলিকপ্টার নিয়ে পৌঁছুবে সিকিউরিটি ফোর্স, যে কোনো মুহূর্তে, গোটা এলাকা সীল করার জন্যে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করলো পিট। 'কাজ করতে না দিক, সাইটে আমদের থাকার কোনো ব্যবস্থা হয় না?'

'উপযুক্ত কারণ দেখাতে পারো? হোক সেটা কাভার স্টোরি।'

'হিরাম ইয়েজারকে বাদ দিলে, যারা খুঁড়তে আসবে তাদের চেয়ে আমি আর লিলি সার্চ পার্টি হিসেবে অনেকে বেশি অভিজ্ঞ। দাবি করুন, প্রজেক্টের কনসালট্যান্ট হিসেবে আমদের উপস্থিতি একান্ত দারকার। ব্যাকআপ হিসেবে ব্যবহার করুন লিলির অ্যাকাডেমিক কোয়ালিফিকেশন। ওদের বলুন, সারফেস আর্টিফ্যাক্টস-এর ওপর আমরা একটা আর্কিওয়জিক্যাল সার্ভে চালাচ্ছি যা খুশি বলুন, অ্যাডমিরাল, যেভাবে হোক হোয়াইট হাউসকে বোঝান সাইটে আমাদের থাকা দরকার।'

'দেখি কি করতে পারি', বললেন অ্যাডমিরাল, আইডিয়াটা উৎসাহিত করে তুললেও, পিট আসলে কি করতে চাইছে সে-সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণা নেই।

'একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়াবে হ্যারল্ড উইজমার। তবে, সিনেটর যদি আমাদেরকে সমর্থন করে, কাজ হতে পারে।'

'বাবাকে তাহলে আমি কি চাইছি জানান।'

'ঠিক আছে।'

রিসিভারটা স্যামের হাতে ধরিয়ে দিয়ে লিলির দিকে ফিরলো পিট। 'শুনলে তো? আমাদেরকে বাদ দেয়া হয়েছে।'

'সর্বনাশ হয়ে যাবে!' হাঁপিয়ে উঠে বললো লিলি। 'ষোলোশো বছর ধরে পার্চমেন্ট আর প্যাপিরাস পাণ্ডুলিপিগুলো আন্ডারগ্রাউন্ড ভল্টে রয়েছে, আঙুলের টোকা লাগলেও গুঁড়িয়ে যেতে পারে ওগুলো। আকস্মিক তাপমাত্রা পরিবর্তনেও ক্ষতি হতে পারে।'

জীপ থেকে বুড়ো স্যাম জানতে চাইলো, 'কাজ তাহলে বন্ধ করে দেব? এখুনি?'

'আরে না! আগে আসুকই না ওরা!' বললো পিট। 'দেখা যাক না কি হয়।'

ঊনসত্তর

আলেকজান্দ্রিয়ার বন্দরের ইয়ট ক্লাব, ডকে এসে থামলো মার্সিডিজটা। নিচে নেমে দরোজা খুলে দিলো শোফার, পিচনের সিট থেকে বেরিয়ে এলো রবার্ট ক্যাপেসটার। সাদা লিনেনের সুট পরেছে সে, পাইডার ব্লু শার্ট আর টাই, এই মুহূর্তে টপিটজিনের সাথে কোনো মিলই খুঁজে পাওয়া যাবে না তার চেহারায়।

পথ দেখানোর জন্যে লোক আছে। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামালো রবার্ট, অপেক্ষারত লঞ্চে চড়ল। নরম কুশনে হেলান দিয়ে বসল সে, রওনা হয়ে গেলো লঞ্চ।

বন্দরের প্রবেশমুখ ছাড়িয়ে এলো লঞ্চ। প্রাচীন দুনিয়ার সপ্ত আশ্চর্যের একটা, বিখ্যাত লাটি হাউস, ফারোস অভ আলেকজান্ডার, ঠিক এখানটাতেই দাঁড়িয়ে ছিলো- একশো পঁয়ত্রিশ মিটার উঁচু বিধ্বস্ত লাইট হাউসটাকে একটা দুর্গে রূপান্তরিত করা হয়, ধ্বংসাবশেষ হিসেবে রয়ে গেছে অল্প কয়েকটা পাথর।

বন্দর ছাড়িয়ে, দীর্ঘ সৈকতে নোঙর করেছে একটা বড় ইয়ট, সেটার দিকে এগোল লঞ্চ। ওটার ডেকে আগেও কয়েকবার হাঁটাহাঁটি করেছে রবার্ট ক্যাপেসটার। সে জানে, পঁয়তাল্লিশ মিটার লম্বা ওটা। ত্রিশ নট গতিতে ছুটতে পারে।

ইয়েটের পাশে থামলো লঞ্চ। সিঁড়ি বেয় উঠে এলো রবার্ট। খোলা সিল্ক শার্টম শর্টস আর স্যান্ডেল পরা এক লোকের সাথে দেখা হলো। পরস্পরকে আলিঙ্গন করলো ওরা।

'ওয়েলকাম, ব্রাদার', পল ক্যাপেসটার বললো। 'অনেক দিন পর দেখা হলো।'

'তোমাকে বেশ মোটাতাজা লাগছে, পল। তোমার আর ইয়াজিদের ওজন সম্ভত আট পাউন্ড বেড়েছে।'

'বারো।'

'মোল্লাদের ড্রেস না পরায়, বিশ্বাস করো, অদ্ভুত দেখাচ্ছে তোমাকে', হাসলো রবার্ট।

কাঁধ ঝাঁকালো পল। 'আখমত ইয়াজিদের অ্যারাবিয়ান ড্রেস আর পাগড়ি ক্লান্ত করে তুলেছে আমাকে।' পিছিয়ে গিয়ে ভাইকে খুঁটিয়ে দেখল সে। 'তোমাকেও তো আমি আয়টেক দেবতার ড্রেসে দেখছি না।'

'টপিটজিন সাময়িক ছুটিতে আছে', থেমে ডেকের দিকে ইঙ্গিত করলো রবার্ট। 'তুমি দেখছি আঙ্কল থিওডোরের বোটটা ধার করেছ।'

'ড্রাগ ব্যবসা বাদ দেয়ার পারিবারিক সিদ্ধান্তের পর এটা তিনি ব্যবহার করেন না বললেই চলে।' ঘুরে দাঁড়ালো পল ক্যাপেসটার, ভাইকে নিয়ে ডাইনিং সেলুনের দিকে এগোল। 'এসো, লাঞ্চ তৈরি হয়ে আছে। শ্যাম্পেনের স্বাদ নিতে শিখেছ জেনে আঙ্কেল থিওডোরের কাছ থেকে কয়েকটা বোতলও চেয়ে এনেছি।'

ডাইনিং সেলুনে ঢুকে ভাইয়ের হাত থেকে একটা গ্লাস নিলো রবার্ট। 'আমি ভেবেছিলাম প্রেসিডেন্ট হাসান তোমাকে গৃহবন্দী করে রেখেছে।'

'দেখতে হবে তো গৃহটা কার!' হেসে উঠলো পল। 'ওটা আমি কিনেইছিলাম গোপন একটা টানেল আছে বলে। মাটির নিচ দিয়ে একশো মিটার গেছে ওটা, উঠেছে একটা মেকানিকের রিপেয়ার শপে।'

'সেটার মালিকও তুমি।'

'অবশ্যই।'

রবার্ট তার গ্লাসটা উঁচু করলো। 'মা ও বাবার পুণ্য স্মৃতি এবং তাদের রাজকীয় পরিকল্পনা উদ্দেশ্যে।'

মাথা ঝাঁকালো পল। 'যদিও এই মুহূর্তে সাম্রাজ্য বিস্তারের পরিকল্পনাটা আমার দ্বারা মিশরে নয়, বরং তোমার দ্বারা মেক্সিকোয় বাস্তবায়িত হবার সম্ভাবনাই বেশি দেখা যাচ্ছে।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরো নাটকের জন্যে তোমাকে দায়ী করা যায় না। পরিবারের তরফ থেকে পরিকল্পনাটা অনুমোদন করা হয়। আমেরিকানদের চালাকি সম্পর্কে আগে থেকে কিছু আন্দাজ করা সত্যি ভারি কঠিন।'

'আমাকে আসলে ডুবিয়েছে সুলেমান আজিজ। অপারেশনটা সামলাতে পারেনি সে। দুঃখ এই যে আমি তাকে নিজের হাতে শাস্তি দিতে পারলাম না।'

'কেউ বাঁচেনি?'

'পারিবারিক এজেন্টরা রিপোর্ট করেছে, বেশিরভাগই মারা গেছে, সুলেমান আজিজ ও ম্যাকাডো সহ। কয়েকজনকে বন্দী করা হয়েছে, তবে তারা কেউ আমাদের ভূমিকা সম্পর্কে কিছু জানেন না।'

'সেক্ষেত্রে নিজেদেরকে আমরা ভাগ্যবান ধরে নিতে পার। ম্যাকাডো, সুলেমান আজিজ নিহত হওয়ায়, দুনিয়ার কোনো ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি আমাদেরকে ছুঁতে পারবে না। ওরা দু'জনেই একমাত্র লিঙ্ক ছিলো।'

'প্রেসিডেন্ট হাসান দুয়ে দুয়ে চার মিলিয়ে নিয়েছে, তা না হলে আমাকে গৃহবন্দী করতো না।'

'তা ঠিক', একমত হলো রবার্ট। 'তবে নিরেট প্রমাণ ছাড়া তোমার বিরুদ্ধে কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। সে-চেষ্টা করলে তোমার ভক্ত আর অনুসারীরা দাঁড়িয়ে যাবে, ঠেকিয়ে দিবে যে কোন ট্রায়াল। পরিবারের তরফ থেকে পরামর্শ হলো, ধৈর্য ধরে চুপচাপ থাকো, এই ফাঁকে তোমার শক্তির ভিতগুলো শক্ত করে নাও। অন্তত একটা বছর কোনো শব্দ কোরো না, দেখেই না কোনো দিকে তাকাস বয়।'

'বাতাস এখন শুধু হাসান, হে'লা কামিল আর আবু হামিদের পিঠে লাগবে', তিক্তকণ্ঠে বললো পল।

'আরে, রসো! ধর্মীয় উন্মাদনা কি জিনিস, বোঝোই তো। মোল্লা-মৌলবীদের যদি ঠিকমতো উত্তেজিত করতে পারো, ওরাই তোমাকে মিশরের পার্লামেন্টে বসাবে। এই আফিম আজও বিক্রি হয়, বিপুল চাহিদা আছে, আর সেজন্যেই তো আমাদের দু'ভাইকে জিনিসটা বিলি করতে পাঠানো হয়েছে।'

চোখ কুঁচকে রবার্টের দিকে তাকালো পল। 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির গুপ্তধন আবিষ্কার হলে ঘটনার গতি সম্ভবত খানিকটা দ্রুত হত।'

'শেষ খবরটা পড়েছ তুমি?' জিজ্ঞেস করলো রবার্ট।

'হ্যাঁ, আমেরিকানরা দাবি করছে স্টোরেজ চেম্বারটা নাকি টেক্সাসে পেয়েছে তারা।'

'প্রাচীন জিওলজিকাল চার্টগুলো হাতে পেলে তোমার খুব কাজে লাগবে। তেল ও সোনার খনি পাওয়া গেলে, মিশরের অর্থনীতি বদলে দেয়ার সমস্ত কৃতিত্ব নিজের বলে দাবি করতে পারবে তুমি।'

'সম্ভাবনাটা নিয়ে ভেবেছি', বললো পল। 'আমেরিকানদের যতটুকু চিনি, আরেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সম্পদ নিয়ে দর কষাকষি করবে ওরা, আর মিশরের প্রাপ্য জিনিসগুলো থেকে সামান্য কিছু পাবার জন্যে ওদের হাতে-পায়ে ধরবে হাসান। আমি জনগণকে সাথে নিয়ে দাবি তুলতে পারি, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির সমস্ত সম্পত্তি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের, কাজেই আংশিক নয়, সবটুকু চাই আমাদের।' বাঁকা হাসি ফুটলো তার ঠোঁটে। 'ইসলামের ইতিহাস এক-আধটু রঙ চড়িয়ে আর পবিত্র কোরানের ব্যাখ্যায় সামান্য হেরফের ঘটিয়ে জেহাদের ডাক দিলেই সাধারণ ধর্মভীরুরাও হাসানের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।'

হেসে উঠলো রবার্ট। 'ভাষণ দেয়ার সময় সাবধান। তিনশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টানরা হয়তো বেশিরভাগ পার্চমেন্ট আর প্যাপরিরাস পুড়িয়ে ফেলেছিলো, তবে লাইব্রেরিটাকে চিরতরে ধ্বংস করে দেয় মুসলমানরা ছয়শো ছেচল্লিশ সালে।'

ইরানের ক্যাভিয়ার আর স্কটল্যান্ডের স্মোকড স্যামন পরিবেশন করলো একজন ওয়েটার। খাওয়ার সময় কয়েক মিনিট চুপচাপ থাকলে দুই ভাই।

তারপর পল বললো, 'লাইবেরীর সম্পদ দখল করার গুরুদায়িত্ব তোমার কাঁধে পড়েছে, আশা করি ব্যাপারটা তুমি উপলব্ধি করতে পারছ?'

শ্যাম্পেন ভর্তি গ্লাসের কিনারা দিয়ে পলের দিকে তাকালো রবার্ট। 'তুমি আমার সাথে কথা বলছ, নাকি টপিটজিনের সাথে?'

হেসে উঠলো পল। 'টপিটজিনের সাথে।'

গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রাখল রবার্ট, তারপর ধীরে ধীরে হাতদুটো মাথার দু'পাশে খাড়া করলো, যেনো সিলিঙের একটা পোকাকে ধরতে চায়। তার চোখে সম্মোহিত দৃষ্টি ফুটে উঠল, উদাত্ত কণ্ঠে শুরু করলো সে, 'আমরা হাজারে হাজারে মাথাচাড়া দেব। আমরা মাথাচাড়া দেব লাখে লাখে। লক্ষ জনতা, কিন্তু এক দেহ এক প্রাণ। জনতা আমরা নদী পেরুব। নদী পেরিয়ে আমাদের ভূমি থেকে উদ্ধার করব প্রাচীন সম্পদ। ওই জমি আমাদের, কারণ আমেরিকানরা ওটা আমাদের কাছ থেকে চুরি করে নিয়েছিলো। হয়তো বহুলোক প্রাণ হারাবে, কিন্তু সেটা হবে আত্মত্যাগ। দেবতারা চান, ন্যায্য অধিকার সূত্রে যা মেক্সিকানদের, তা প্রাণ বিসর্জন দিয়ে হলেও উদ্ধার করতে হবে।' হাত নামিয়ে লাজুকে হাসি হাসলো সে। 'তবে একটু মাজা-ঘষা করতে হবে।'

'বুঝতে পারছি, আমার ভাষণের ভাবটুকু ধার করছো তুমি।'

'ভাইয়ের কাছ থেকে ধার করার লজ্জা কি।' মুখে চামচ ভর্তি ক্যাভিয়ার পুরুলো রবার্ট। 'ভারি মজার জিনিস। ট্রাক বোঝাই করে ক্যাভিয়ার দাও, আমার অরুচি হবে না। লাইব্রেরির গুপ্তধন দখল করলাম, তারপর কি?'

'আমি শুধু ম্যাপগুলো চাই। বাকি যা কিছু সরিয়ে আনা যাবে, দু'চারটে পারিবারিক মিউজিয়ামের জন্যে রেখে, কালোবাজারে সব বিক্রি করে দেয়াই ভাল। তুমি কি বলো?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে রবার্ট বললো, 'তাই হবে।'

ট্রে হাতে ফিরে এলো ওয়েটার। ট্রে-তে গ্লাস, ব্র্যান্ডির বোতল আর সিগারের বাক্স রয়েছে।

ধীরে সুস্থে একটা সিগারের ধরালো পল। ধোঁয়া ছেড়ে চোখ কুঁচকাল, সে, ভাইয়ের দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকালো। 'লাইব্রেরির সম্পদ কিভাবে তুমি দখল করবে ভেবেছ কিছু?'

'আমার প্ল্যান ছিলো, ক্ষমতায় আসার পর নিরস্ত্র জনতাকে সাথে নিয়ে সীমান্ত পথে আমেরিকার দিকে মিছিল করে যাব। ক্ষমতায় যাবার আগে একটা রিহার্সেল হয়ে গেলে মন্দ কি। গ্লাসের ভেতর ব্র্যান্ডিটুক ঘন ঘন ঢাললো রবার্ট। 'আমার রাজনৈতিক দলের কর্মীরা শহরের বস্তিবাসী আর গ্রামের বেকার চাষীদের উত্তেজিত করবে। সীমান্তের দিকে রওনা হবার জন্যে প্রত্যেক লোককে পথ খরচা দেয়া হবে। অবশ্য, গরীব মানুষদের মনে একবার দেশপ্রেমের আগুন ধরিয়ে দিতে পারলে আর কিছু লাগে না। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষকে নিয়ে আসার জন্যে ট্রাক আর বাসের ব্যবস্থা করা হবে। পাঁচ থেকে সাত লাখ লোক, রিয়ো গ্র্যান্ডে, আমাদের তীরে, অনায়াসে জড়ো করতে পারব আমি।'

'আমেরিকানরা বাধা দেবে না?'

'টেক্সাসের প্রতিটি সৈনিক, সীমান্তরক্ষী আর শেরিফ অসহায় দর্শকের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে, মিছিল বা অনুপ্রবেশ ঠেকাতে পারবে না প্রথম সারিতে মহিলা আর শিশুদের রাখব আমি, ওরাই সবার আগে ব্রিজ আর নদী পেরুবে। আমেরিকানরা আধ-মাতাল বা বলতে পারো ভাবপ্রবণ জাত। ভিয়েৎনামে গ্রামবাসীদের খুব করতে পারলেও, নিজেদের দোরগোড়ায় নিরস্ত্র শিশু ও মহিলাদের পাইকারী হারে খুন করতে পারবে না। দুনিয়াজুড়ে অমানবিক বলে নিন্দা করা হবে, ওদের এই ভয়টারও সুযোগ নেব আমি। গুলি করার নির্দেশ দেয়ার সাহস করবে না প্রেসিডেন্ট। আর একবার সীমান্ত পেরোতে পারলে, লাখ লাখ মানুষ চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে, কে ওদেরকে ঠেকায়! রোমায় পেঁছানো পানির মতো সহজ। যে পাহাড়ে গুপ্তধন আছে সেটা তারা ঘিরে ফেলবে।'

'আর টপিটজিন তাদেরকে নেতৃত্ব দেবে?'

'আর আমি তাদেরকে নেতৃত্ব দেব।'

'কিন্তু চেম্বারটা কতক্ষণ তুমি দখল করে রাখতে পারবে?' প্রশ্ন করলো পল।

'তাতে সময় যাই লাগুক, ওখানে আমরা টিকে থাকতে পারব।'

'কয়েক সপ্তাহ লাগতে পারে', চিন্তিতভাবে বললো পল। 'অত সময় তুমি পাবে না, রবার্ট। আমেরিকান সৈন্যরা গুলি না করেও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করে দিতে পারবে। কয়েক দিনের মধ্যে মেক্সিকানদের সীমান্তের দিকে ঠেলে দেবে তারা।'

হাসলো রবার্ট। 'কিন্তু আমি যদি লাইব্রেরির সমস্ত সম্পদ পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দিই?' একটা ন্যাপকিন তুলে নিয়ে আলতো ভাবে ঠোঁট মুছল সে। 'ইতিমধ্যে বোধহয় আমার জেটে ফুয়েল ভরা হয়ে গেছে। মেক্সিকোয় ফিরে গিয়ে আমি বরং কর্মীদের নির্দেশ দিই।'

রবার্টর দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলো পল। 'প্ল্যানটা সত্যি ভাল। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে তোমার সাথে একটা চুক্তিতে আসতে বাধ্য হবে আমেরিকানরা। সত্যি খুব ভালো লাগছে।

'আমার আরও বেশি ভালো লাগছে, এই ব্রিটিশ অভ্যুত্থানের পর এতো বড়ো জনগোষ্ঠি আর আমেরিকার মাটিতে অনুপ্রবেশ করে নি।'

সত্তর

প্রথম দিন তারা এক হাজার দু'হাজার করে এল, পরদিন এলো দশ হাজার বিশ হাজার করে। গোটা উত্তর মেক্সিকোর মানুষ উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটছে, শুরু হয়ে গেছে ব্যানার আর ফেস্টুন নিয়ে কে কার আগে যোগ দেবে তারই তীব্র প্রতিযোগিতা। প্রতিটি ব্যানারে আযটেক দেবতার পাশে রয়েছে টপিটজিনের বিশাল প্রতিকৃতি, নিচে লেখা–'দেবতাদের আশীর্বাদ পুষ্ট মেক্সিকোর ত্রাণকর্তা টপিটজিনের ডাকে সাড়া দিন, দেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে যোগ দিন।' সীমান্তের দিকে মানুষের যেনো ঢল নেমেছে। হাজার হাজার বাস আর ট্রাক ভর্তি লোকজন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রওনা হয়ে গেছে। সমস্ত যানবাহন আর মিছিলের একটাই গন্তব্য–রোমার উল্টোদিকে, নদীর আরেক ধারে, ধুলো ঢাকা মিগুয়েল এলমান শহর। রাস্তায় রাস্তায় যানজট লেগে গেলো। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অচল হয়ে পড়ার রিজার্ভ পুলিশ বাহিনীকে ডেকে পাঠানো হলো, কিন্তু সংখ্যায় কম বলে মিছিলের স্রোতে খড়কুটোর মতো ভেসে গেলো তারাও। সীমান্তরক্ষীরা সংখ্যায় আরও কম, নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা ছাড়া তাদেরও কিছু করার থাকলো না।

জরুরি মীটিং ডাকলেন প্রেসিডেন্ট দো লরেঞ্জো। সিদ্ধান্ত হলো, যে কোনভাবে এই জনস্রোতকে থামাতে হবে। সেনাবাহিনীকে তিনি নির্দেশ দিলেন, রাস্তা বন্ধ করো। কিন্তু সেনাবাহিনী দেখল, এরচেয়ে বরং জলোচ্ছ্বাস থামানো অনেক সহজ। সমস্ত প্রচেষ্টা যখন ব্যর্থ হলো, বাধ্য হয়ে গুলি চালালো সৈনিকরা। সামনের মিছিলো থেকে পঁয়তাল্লিশজন মানুষ লুটিয়ে পড়লো রাস্তার ওপর, বেশিরভাগই নারী ও শিশু। লাশের ওপর দিয়ে ধেয়ে এলো উত্তেজিত জনতা, যেনো মৌমাছির চাকে ঢিল পড়েছে।

টপিটজিনের কালো হাতে খেলনা পুতুল হয়ে উঠলেন দো লরেঞ্জো। দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো খবরটা, সেনাবাহিনী নিরীহ নারী ও শিশুদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়েছে। আর যায় কোথায়, রাজধানী মেক্সিকো সিটি সহ বড় বড় সব শহরে আগুন জ্বলে উঠল। পুলিশ, সরকার সমর্থক আর সেনাবাহিনীর সাথে দাঙ্গা বেঁধে গেলো উত্তেজিত জনতার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে দেখে বাধ্য হয়ে সেনাবাহিনীকে প্রত্যাহার করে নিলেন প্রেসিডেন্ট। হোয়াইট হাউসে বিশেষ বার্তা পাঠিয়ে নিজের অক্ষমতার কথা জানিয়ে দিলেন তিনি। দুঃখ করে বললেন, সেনাবাহিনীর অনেক লোকও মিছিলে যোগ দিয়েছে।

সমস্ত বাধা নির্মূল করে নিয়ে রিয়ো গ্র্যান্ডের দিকে ছুটল উন্মত্ত জনতা।

গোটা অপারেশনটা সূচারুভাবে পরিচালনা করার জন্যে প্রফেশনাল প্ল্যানারদের ভাড়া করেছে ক্যাপেসটার পরিবার। রবার্ট ক্যাপেসটারের অনুসারী ও কর্মীবাহিনী পাঁচ বর্গ কিলোমিটার জায়গা নিয়ে একটা তাঁবু শহর তৈরি করলো, সারি সারি রান্নাঘর থাকলো সেখানে, খাবার পরিবেশনের জন্যে নিয়োগ করা হলো কয়েক হাজার লোকে। পয়ঃনিস্কাশন ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি থাকলো না, ভিড়ের চাপে ও সক দুর্ঘটনায় আহতদের চিকিৎসা করার জন্যে রাস্তার ঘারে তাঁবুর ভেতর তৈরি থাকলো মেডিকেল

ইউনিটগুলো। লাখ লাখ মানুষের মিছিলো ও সমাবেশের কথা মনে রেখে সম্ভাব্য সমস্ত সদস্য সুরাহা করার ব্যবস্থায় কোনো ত্রুটি নেই। জনতার স্রোতে এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয় যারা এতো উন্নতমানের খাবার জীবনে আর কখনও খায়নি বা এধরনের সযত্ন চিকিৎসা পায়নি। শুধু রাস্তার ধুলো আর গাড়ির ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করা গেলো না।

নদীর কিনারা ব্যানার দিয়ে সাজানো হয়েছে। সেগুলোর লেখা, 'আমেরিকা আমাদের মাটি চুরি করেছে',

'আলেজকান্দ্রিয়া লাইব্রেরির মালিক মেক্সিকানরা' ইত্যাদি। শ্লোগানগুলো ইংরেজি, স্প্যানিশ ও প্রাচীন নাহুয়াটল ভাষায় উচ্চারিত হলো। জনসমুদ্রের ভেতর উপস্থিত হলো টপিটজিন, বজ্রকণ্ঠে আমেরিকার বিরুদ্ধে বিষোদগার করলো সে। প্রচণ্ড আবেগ ও উত্তেজনায় ফুঁসে উঠলো জনতা।

রোমা শহরে জড়িয়ে পড়লো আতঙ্ক। শহরের অধিবাসীরা ভয়ে রাজ্যের ভেতর দিকে সরে গেলো। বিভিন্ন সংবাদ সংস্থা ও টিভিনেটওয়অর্কের কর্মীরা ভিড় করলো সীমান্তে। চব্বিশটা টিভি ক্যামেরা নিয়ে ভ্যান ও ট্রাকের একটা বহর থেমেছে নদীর কিনারায়, সীমান্তের ওপারে যা ঘটছে তর ছবি তুলতে ব্যস্ত ক্যামেরাম্যানরা।

মেক্সিকোর দিকেও, সমাবেশের ছবি তোলা হচ্ছে, সাক্ষাৎকার নেয়া হচ্ছে লোকজনের। সাংবাদিকরা প্রশ্ন করলে কি বলতে হবে, প্রত্যেক পরিবার প্রধানকে ভালোভাবে শিখিয়ে-পড়িয়ে রেখেছে টপিটজিনের রাজনৈতিক কর্মীরা। চোখে পানি নিয়ে পরিবারের কর্তারা বলছে, তারা ক্যালিফোরিয়া, আরিজোনা, নিউ মেক্সিকো আর টেক্সাসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে চায়। কর্তার সুরে সুর মেলাল ক্রন্দনরতা স্ত্রী ও কন্যা। সারা দুনিয়ার টিভি নিউজে দেখানো হলো সে-সব দৃশ্য।

গম্ভীর আর অচঞ্চল থাকলো শুধু মার্কিন সীমান্ত টহল-বাহিনী। গুজব আগেই ছড়িয়ে পড়েছিলো, তারা জানত একটা হুমকি মোকাবিলা করতে হতে পারে। তাদের সবচেয়ে বড় ভয়টাই বাস্তব চেহারা নিয়ে সামনে হাজির হয়েছে। নিজেদের দায়িত্ব থেকে তারা বিচ্যুত হবে না, অপেক্ষা করছে নির্দেশের।

সীমান্ত টহল-বাহিনীকে অস্ত্র তাক করার নির্দেশ দেয়া একটা দুর্লভ ঘটনা। বেআইনী অনুপ্রবেশকারীর সাথে মানবিক আচরণ করে তারা, সীমান্ত রেখার ওপারে আবার তাকে চলে যেতে বলার সময় ভদ্র ব্যবহার করে। আজ তারা নদীর কিনারায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। তাদের অটোমেটিক রাইফেল ও বিশটা ট্যাংক নদীর ওপারে, মেক্সিকোর দিকে তাক করা।

সৈনিকরা সবাই তরুণ হলেও সম্মুখ-যুদ্ধে যথেষ্ট অভিজ্ঞ। মুশকিল হলো, তারা কেউ নিরস্ত্র সিভিলিয়ানদের সাথে যুদ্ধ করেনি। অস্বস্তি বোধকরার সেটাই কারণ।

কমান্ডিং অফিসার, ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্টিস চ্যান্ডলার, ট্যাংকে ও আর্মারড কার দিয়ে ব্যারিকেড তৈরি করেছেন ব্রিজের ওপর। তবে এ-ধরনের বাধা সম্পর্কে আগেই ধারণা করেছিলো টপিটজিন। নদরি কিনারায় গিজ গিজ করছে নারা আকৃতির ছোটো বোট, কাঠের ভেলা, ট্রাকের টিউব। দুশো মাইলের মধ্যে ছোটো নৌ-যান যা পাওয়া গেছে সব জড়ো করা হয়েছে সীমান্ত বরাবর। নদীর ওপর রশি ফেলা হয়েছে, যারা সাঁতরে পার হবে তাদের জন্যে। আর আছে বাঁশের তৈরি সাঁকো। জনতার প্রথম মিছিলোটা ওগুলো বয়ে নিয়ে যাবে ওপারে।

প্রথম ধাক্কায়, জেনারেল কার্টিসের ইন্টেলিজেন্স অফিসাররা হিসাব করলো, বিশ হাজার লোক নদী পেরুবে। এই হিসেবে শুধু জলযানে করে যারা আসবে তাদের সংখ্যা ধরা হয়েছে। সাঁতার কেটে কত আসবে বলা সম্ভব নয়। তাঁর একজন মেয়ে এজেন্ট একটা ডাইনিং ট্রেইলারে ঢুকে টপিটজিনের সহকারীদের কথাবার্তা শুনেছে। রেডিওযোগে পাঠানো মেসেজে জানিয়েছে সে, সন্ধ্যার পর জনতার উদ্দেশে ভাষণ দেবে তাদের আধুনিক আযটেক দেবতা। টপিটজিনের সেই ভাষণ শুনে মেক্সিকানরা উন্মাদ হয়ে যাবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ভাষণ থামার পরপরই শুরু হবে সীমান্ত পেরোনোর কাজ। তবে কোনো দিন সন্ধ্যার পর তা সে জানতে পারেনি।

ভিয়েৎনামে তিনবার দায়িত্ব পালন করেছেন কার্টিস। বিনা নোটিসে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে আসা উন্মত্ত নারী ও পুরুষদের হত্যা করার তিক্ত অভিজ্ঞতা আজও ভুলে যাননি তিনি। মেক্সিকানরা নদী পেরুতে শুরু করলে তাদের মাথার ওপর ফাঁকা গুলি করার নির্দেশ দিয়েছেন সৈনিকদের।

তাতে যদি তারা না থামে, সৈনিক হিসেবে নিজের দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করবেন কার্টিস চ্যান্ডলার। যতই রক্তপাত ঘটুক না কেনো, মারা যাক নারী ও শিশু, নির্দেশ পেলে নির্বিচারে গুলিবর্ষণের আদেশ দেবেন তিনি।

টেলিস্কোপটা শখের জিনিস, ছাদে শুয়ে মাঝে মধ্যে তারা দেখে স্যাম ট্রিনিটি। সেটা চেয়ে নিয়ে তার দোকানের ছাদে উঠে পড়েছে পিট।

পশ্চিম পাহাড় সারির পিছনে ঢলে পড়েছে সূর্য, দ্রুত অন্ধকার নেমে আসছে চারদিকে। হঠাৎ করে রিয়ো গ্র্যান্ডের অপর তীর উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো উজ্জ্বল আলোর বন্যায়। একসাথে জ্বলে উঠলো অসংখ্য বহুরঙা ফ্লাডলাইট, কোনোটা অন্ধকার আকাশের গায়ে নকশা তৈরি করলো, কোনোটা শহরের মাঝখানে খাড়া করা উঁচু টাওয়ারের গায়ে স্থির আলো ফেলল।

রঙচঙে কাপড় ও পাখির পালক দিয়ে মাথা ঢাকা একটা মূর্তির ওপর স্থির হলো পিটের দৃষ্টি। নল ঘুরিয়ে মূর্তিটাকে আকারে বড় করলো ও। টাওয়ারের মাথায়, সরু একটা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে সে। পরনে হাঁটু ঢাকা সাদা আলখেল্লা। তার হাত না আর লাফঝাঁপ লক্ষ্য করে পিট অনুমান করলো, বক্তৃতা দিচ্ছে।

'কে হতে পারে লোকটা?' জিজ্ঞেস করলো পিট, নির্দিষ্ট কাউকে উদ্দেশ্য করে নয়। সার্ভের ফলাফল, আন্ডারগ্রাউন্ড প্রোফাইল রেকর্ডিং পরীক্ষা করছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার ও লিলি।

'অদ্ভুত কাপড় পরে আছে, ভাব দেখে মনে হচ্ছে লোকজনকে উত্তেজিত করার চেষ্টা করছে সে।'

মুখ তুলে পিটের দিকে তাকালেন অ্যাডমিরাল। 'কে আবার হবে, নিশ্চয়ই ভুয়া টপিটজিন।'

লিলি জানতে চাইলো, 'লক্ষণ দেখে কি বুঝছ, আজ রাতে ওরা সীমান্ত পেরুবে?'

টেলিস্কোপ থেকে চোখ সরিয়ে মাথা নাড়লো পিট। 'সবকিছু গুছিয়ে আনার জন্যে অমানুষিক পরিশ্রম করছে ওরা। আমার ধারণা, আরও আটচল্লিশ ঘণ্টা সময় নেবে। কাঁচা কাজ করার লোক টপিটজিন নয়।'

'টপিটজিন ওর আসল নাম নয়', পিটকে জানালেন অ্যাডমিরাল। 'ওর আসল নাম রবার্ট ক্যাপেসটার।'

'ব্যবসাটা ভালোই ধরেছে', মন্তব্য করলো পিট।

দুটো আঙুল খাড়া করলেন অ্যাডিমিরাল, দুটো মাঝখানে এক ইঞ্চির মতো ব্যবধান। 'এটুকু দূরত্ব পেরোতে পারলেই মেক্সিকো দখল করে নেবে রবার্ট।'

'নদীর ওপারে ওই সমাবেশ যদি কোনো লক্ষণ হয়, লোকটা আমেরিকার গোটা দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চল দাবি করে বসবে।'

দাঁড়ালো লিলি, কোমরে হাত রেখে আড়মোড়া ভাঙল। 'কাজ ছেড়ে দিয়ে এইভাবে বসে থাকা, একদম ভাল্লাগছে না। সব কাজ আমরা করলাম, আর কৃতিত্ব চলে যাচেছ সামরিক প্রকৌশলীদের ভাগে। খোঁড়াখুঁড়ির কাজ দেখতে দিতেও আপত্তি ওদের, স্যাম সাহেবের সম্পত্তি থেকে সরে আসতে বাধ্য করলো। ওরা মানুষকে যেনো মানুস বলেই গণ্য করে না।'

পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করে হাসলো পিট ও অ্যাডমিরাল, কেউ কোনো মন্তব্য করার ঝুঁকি নিলো না।

কলমের মাথাটা চিবাচ্ছে লিলি। 'সিনেটর সাহেব, তোমার বাবা, তিনিই বা কেনো যোগাযোগ করছেন না?'

'কি জানি!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল, 'পিট কি চায় আমি তাকে জানিয়েছি। বললো, যা হোক একটা ব্যবস্থা করবে সে।'

'হোয়াইট হাউসে কি ঘটছে জানতে পারলে ভালো হতো', বিড়বিড় করলো লিলি।

অ্যাপ্রন পরে ছাদে উঠে এলো স্যাম ট্রিনিটি।

'সুপ যে ঠাণ্ডা হয়ে এল!' উত্তরে কেউ কিছু বলার আগে ঘাড় ফিরিযে তাকাতেই সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে রাস্তার ওপর এক সার আলো দেখতে পেল সে।

'সন্দেহ নেই, আরেকটা আর্মি কনভয়', ঘোষণার সুরে বললো সে। দাড়িওয়ালা জেনারেল

রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে, গাড়ি বা ট্রাকের এ-পথে আসার কথা নয়।'

পাঁচটা ট্রাক দেখতে পেল ওরা, সামনে একটা জীপ। পিছনের ট্রাকটা টেনে আনছে ইকুইপমেন্ট বোঝাই লম্বা এক ট্রেইলরকে, ক্যানভারস দিয়ে ঢাকা। কনভয়টা বাঁক নিয়ে গনগোরা হিলে প্রকৌশলীদের ক্যাম্পের দিকে বা সোজা পথে রোমার দিকে গেলো না। জীপের পিছু পিছু ট্রাকগুলো চলে এলো স্যাম'স মিউজিয়ামের ড্রাইভওয়েতে, থামলো গ্যাস পাম্প আর দোকানের মাঝখানে। জীপ থেকে নিচে নেমে চারদিকে তাকালো আরোহীরা, কাকে যেনো খুঁজছে।

তিনটে চেনামুখ দেখতে পেল পিট। দু'জন ইউনিফর্ম পরে আছে, অপরজন পরেছে সোয়েটার আর ডেনিম। ছাদের কার্নিস থেকে সানশেডে নামল পিট, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে। সানশেডের কিনারা ধরে ঝুলে পড়লো ও। কোনো শব্দ করেনি। কিনারা ছেড়ে দিতেই লোকগুলোর মাঝখানে ঝুপ করে পড়লো, আহত পায়ে ব্যথা লাগায় গুঙিয়ে উঠল। পিট যেমন ওদেরকে এখানে দেখে অবাক হয়েছে, ওরাও তেমনি হঠাৎ করে পিটকে দেখে বিস্মিত হলো।'

'আকাশ থেকে পড়ার অভ্যেসটা দেখছি তোমার গেলো না!' দু'কান বিস্তৃত হাসি নিয়ে বললো অ্যাল জিওর্দিনো। ফ্লাডলাইটের আলোয় রক্তশূন্য, ম্লান দেখার তার চেহারা, স্লিঙে ঝুলছে একটা হাত। তবে হাসিখুশি ভাব আর মনের জোর আগের মতই অটুট আছে তার।

'সে অভিযোগ তো আমারও।'

সামনে এগিয়ে এলো কর্নেল হোলিস। 'ভাবিনি এতো তাড়াতাড়ি আবার দেখা হবে আমাদের।'

'আমিও না', যোগ করলো জন ডিলিঞ্জার।

ওদের বাড়ানো হাতগুলো এক এক করে মুচড়ে দেয়ার সময় আকস্মিক স্বস্তির একটা পরশ অনুভব করলো পিট।

'যদি বলি তোমাদের দেখে খুশি হয়েছি, তালকে তিল করার একটা উদাহরণ হবে সেটা। জানতে পারি, আপনারা এখানে কেনো?'

'আপনার বাবা, সিনেটর তার প্রভাব খাটিয়েছেন হোয়াইট হাউসে। লেডি ফ্ল্যামবোরো মিশন সম্পর্কে রিপোর্ট দেয়া মাত্র শেষ করেছি', ব্যাখ্যা করলো কর্নেল, 'এই সময় অর্ডার হলো, দল রেডি করে এখানে হাজিরা দিতে হবে, মেঠোপথ ধরে। গোটা ব্যাপারটা চুপিচুপি সারার জন্যে বারবার সতর্ক করা হয়েছে। ক্লাসিফায়েড, ক্লাসিফায়েড! আমাকে বলা হয়েছে, আমি রিপোর্ট করার পর শুধু আমাদের উপস্থিতি সম্পর্কে জানতে পারবেন ফিল্ড কমান্ডার।'

পিট বললো, 'এখানে ফিল্ড কমান্ডার কে জানেন?'

'ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কার্টিস চ্যান্ডলার।'

'জানি, স্টীল-ট্রাপ চ্যান্ডলার। আট বছর আগে ন্যাটোয় তাঁর অধীনে কাজ করেছি। এখনও তাঁর ধারণা, শুধু আর্মার দিয়েই যুদ্ধে জেতা যায়।'

'আপনার ওপর দায়িত্বটা কি?'

'আপনার ও ড. শার্পের প্রজেক্ট যাই হোক, আপনাদের অ্যাসিস্ট করা। অ্যাডমিরাল, সিনেটরের সাথে পরামর্শ করে সরাসরি পেন্টাগনে রিপোর্ট করবেন। ব্যস, এইটুকুই জানি আমি।'

'হোয়াইট হাউসের কথা উঠছে না?'

'কাগজে কিছু লেখা হয়নি', অ্যাডমিরাল ও লিলির দিকে তাকালো কর্নেল, সিঁড়ি বেয়ে এইমাত্র নেমে এসেছেন ওরা।

অ্যাল জিওর্দিনোকে আলিঙ্গন করলো লিলি, অ্যাডমিরালকে নিজের পরিচয় জানালো জন ডিলিঞ্জার। পিটকে একপাশে টেনে নিয়ে গেলো কর্নেল।

'এখানে আসলে ঘটছেটা কি বলুন তো?' নিচু গলায় জিজ্ঞেস করলো সে। 'সার্কাস?'

ঠোঁট টিপে হাসলো পিট। 'খুব একটা ভুল বলেননি।'

'আমার স্পেশাল ফোর্সের কাজটা কি হবে?'

'ওরা যখন এসে পড়বে', বললো পিট, হঠাৎ গম্ভীর হয়ে উঠলো ও, 'আপনার কাজ হবে পাহাড়টা উড়িয়ে দেয়া।'

একাত্তর

ভার্জিনিয়া থেকে মাটি কাটার বিরাট এক যন্ত্র ব্যাক-হো নিয়ে এসেছে স্পেশাল অপারেশনস্ ফোর্স। মার্কার পতাকা গাঁথা ঢালের ওপর উঠে এলো সেটা। দশ মিনিট চেষ্টা করার পর যন্ত্রটা কিভাবে চালাতে হয় শিখে ফেললো পিট। আড়াই মিটার চওড়া বালতিতে করে পাথর আর মাটি সরানোর কাজ আরম্ভ হয়ে গেলো।

এক ঘণ্টাও লাগলো না, ছ'মিটার গভীর, বিশ মিটার লম্বা একটা ট্রেঞ্চ তৈরি করা হলো পাহাড়টার পিছন দিকের ঢালে। এই সময় বাধা পড়লো কাজে। তীর বেগে আগে আগে এলো একটা স্টাফ কার, পিছনে ট্রাক ভর্তি সশস্ত্র সৈনিকের দল।

স্টাফ কারের ঢাকা পুরোপুরি থামেনি, লাফ দিয়ে নিচে নামলো খাড়া মেরুদণ্ড নিয়ে একজন ক্যাপটেন। 'এটা একটা নিষিদ্ধ এলাকা, চিবুক উঁচু করে ধমকের সুরে বললো সে। 'কাল আমি নিজে আপনাদের এদিকে আসতে নিষেধ করেছি। ইকুইপমেন্ট নিয়ে চলে যান, এখুনি চলে যান।'

ব্যাক-হো-র সিট থেকে ধীরে সুস্থে নামলো পিট, ট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়িয়ে ঝুঁকে ভেতরে তাকালো, ক্যাপটেন বা সৈনিকদের উপস্থিতি সম্পর্কে যেনো সচেতন নয়।

লাল হয়ে উঠলো ক্যাপটেনের চেহারা। সার্জেন্টের উদ্দেশে হুঙ্কার ছাড়লো সে, 'সার্জেন্ট ও হারা, তোমার লোকজনকে তৈরি হতে বলো, এলাকা থেকে সিভিলিয়ানদের সরিয়ে দিতে হবে।'

ধীরে ধীরে ঘুরলো পিট, মৃদু হাসলো। 'দুঃখিত, আমরা কোথাও যাচ্ছি না।

হাসলো ক্যাপটেনও, তবে সেটা তাচ্ছিল্যের হাসি। 'তিন মিনিট, মিস্টার। ইকুইপমেন্ট নিয়ে কেটে পড়ার জন্যে তিন মিনিট সময় দেয়া হয়েছে আপনাদের।'

'কাগজ-পত্র দেখবেন না? এখানে আমাদের থাকার অধিকার আছে কিনা জানতে চান না?

'কাগজটা জেনারেল কার্টিসের সই করা না হলে, আমি বলব, আপনি অযথা সময় নষ্ট করছেন।'

'আপনার জেনারেলের চেয়েও ক্ষমতাবান একজন সই করেছেন যে।'

'তিন মিনিট', উপহাসের সুরে বললো ক্যাপটেন। 'তারপর আপনাদেরকে আমি জোর করে সরিয়ে দেব।'

লিলি, জিওর্দিনো আর অ্যাডমিরাল বসে আছেন ছায়ার ভেতর, স্যামের জীপে। ঘটনাটা উপভোগ করার জন্যে এগিয়ে এলো সবাই। শুধু হল্টার আর টাইট শর্টস পরে আছে লিলি। এক লাইনে দাঁড়ানো সৈনিকদের চোখের সামনে সুস্বাদু পাকা ফলের মতো হাঁটাহাঁটি শুরু করলো সে। প্রতিটি সৈনিক গিলছে তাকে।

ধীরে ধীরে মেজাজ গরম হচ্ছে পিটের।

'আপনারা মাত্র বারোজন, ক্যাপটেন। বারোজন প্রকৌশলী, সব মিলিয়ে একশো ঘণ্টা কমব্যাট ট্রেনিংও পাননি। আমাকে সাহায্য করছে চল্লিশজন, তাদের যেকোন দু'জন ত্রিশ সেকেন্ডেরও কম সময়ে আপনাদের সব ক'টাকে শুইয়ে দিতে পারবে। আমি আবেদন করছি না, ওদের নিয়ে আপনাকে ফিরে যেতে বলছি।'

শান্তভাবে এদিক-ওদিক তাকালো ক্যাপটেন। পিটের এক পাশে লিলিকে সৈনিকদের সামনে হাঁটাহাঁটি করতে দেখলো সে। আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্লিপ্তভঙ্গিতে বড় একটা চুরুট ফুঁকছেন অ্যাডমিরাল। তাঁর পাশে গোবেচারা চেহারা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরেকজন, স্লিঙের সাথে ঝুলছে একটা হাত।

'লোকগুলোকে এই মুহূর্তে ঝেঁটিয়ে বিদায় করো!' গলার রগ ফুলে উঠলো তার।

সৈনিকরা দু'পা এগোবার আগেই, যেনো ভোজবাজির মতো উদয় হলো কর্নেল হোলিস। আশাপাশের কালচে সবুজ ও পাথুরে ধূসর পরিবেশের সাথে তার ক্যামোফ্লেজড্ ব্রাটল ড্রেস ও গ্রিজ মাখানো হাত দুটো বিশ্বস্ততার সাথে প্রায় হুবহু সঙ্গতি বজায় রেখেছে। মাত্র পাঁচ মিটার দূরে দাঁড়িয়ে আছে সে, ঝোপ-ঝারে ভেতর প্রায় গোটা শরীরটাই আড়াল করা।

'আমরা কি কোনো সমস্যায় পড়েছি?' ক্যাপটেনকে জিজ্ঞেস করলো সে, খোশগল্পের সুরে।

মুখ ঝুলে পড়লো ক্যাপটেনের, তার সৈনিকরা স্থির হয়ে গেলো। কয়েক পা সামনে বাড়লো সে, কর্নেলকে ভালো করে দেখলো। কিন্তু এমন কোনো চিহ্ন চোখে পড়লো না যা দেখে পদ সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। 'কে আপনি?' কড়া সুরে জিজ্ঞেস করলো সে। 'কোন আউটফিটের?'

'কর্নেল মরটন হোলিস, স্পেশাল অপারেশনস ফোর্স।'

'ক্যাপটেন লুইস ক্রেনস্টোন, স্যার-চারশো পাঁচ এঞ্জিনিয়ারিং ব্যাটালিয়ান।'

সালুট বিনিময় হলো। বাগিয়ে ধরা অটোমেটিক অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা প্রকৌশলীদের দিকে ইঙ্গিত করলো কর্নেল।

'তুমি ওদেরকে স্ট্যান্ড-অ্যাট-রেস্ট-এর অর্ডার দিতে পারো।'

আকাশ থেকে পড়া চেনা একজন কর্নেলকে কিভাবে গ্রহণ করবে, ঠিক বুঝতে পারলো না ক্যাপটেন।

'জিজ্ঞেস করতে পারি, কর্নেল স্পেশাল ফোর্সের একজন অফিসার এখানে কি করছে?'

'ওরা আর্কিলজিক্যাল সার্ভে চালাচ্ছে, আমরা লক্ষ্য রাখছি কেউ যাতে ওদেরকে বিরক্ত না করে।'

'আপনাকে মনে করিয়ে না দিয়ে উপায় নেই, স্যার, যে নিষিদ্ধ ঘোষিত মিলিটারি জোনে সিভিলিয়ানদের প্রবেশ করার অনুমতি নেই।'

'ধরো, যদি বলি, এখানে থাকার পূর্ণ অধিকার ওদের আছে?'

'দুঃখিত, কর্নেল। জেনারেল কার্টিস চ্যান্ডলার সরাসরি অর্ডার করেছেন আমাকে। তাঁর নির্দেশে কোনো অস্পষ্টতা নেই। ব্যাটালিয়ানের সদস্য নয় এমন কেউ এই এলাকায় প্রবেশ করতে পারবে না, তাদের মধ্যে আপনিও পড়েন, স্যার।'

'তারমানে ধরে নিতে পারি, আমাকেও তুমি ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিতে চাও?'

'জেনারেল কার্টিসের সই করা অনুমতি-পত্র যদি দেখাতে না পারেন', নার্ভাস ভঙ্গিতে বললো ক্যাপটেন লুইস। 'নির্দেশ দেয়া হলে, সেটা আমি পালন করি।'

'গোয়ার্তুমি করলে তোমার বিপদ হবে, ক্যাপটেন। কিসে নিজের ভালো হবে সেটা আরেকবার চিন্তা করে দেখো।'

'প্লীজ, নো ট্রাবল, কর্নেল।'

'তাহলে যা বলছি করো। লোকদের নিয়ে বেসে ফিরে যাও, পিছন ফিরে তাকাবার কথা চিন্তা পর্যন্ত কোরো না।'

বিতর্কটা উপভোগ করছিলো পিট, তবে চেহারায় অনিচ্ছার একটা ভাব নিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরলো ও, ঢাল বেয়ে নেমে গেলো ট্রেঞ্চে। পায়ের নিচের আলগা মাটি সরাতে শুরু করলো। অলস পায়ে এগিয়ে এসেট্রেঞ্চের কিনারায় দাঁড়ালেন অ্যাডমিরাল, তাঁর পাশে জিওর্দিনো। দু'জনেই পিটের কাজ দেখছে।

এখনও ইতস্তত করছে ক্যাপটেন লুইস। পদের দিক থেকে অনেক ছোটো সে, কিন্তু তাকে দেয়া নির্দেশটা পরিষ্কার। সিদ্ধান্ত নিল, সে যে ভূমিকা নিয়েছে সেটাই সঠিক। তদন্ত হলে জেনারেল কার্টিস তাকে সমর্থন করবেন।

এলাকাটা খালি করার জন্যে সার্জেন্টকে নির্দেশ দিতে যাচ্ছে সে, তার আগেই ঠোঁটে হুইসেল তুলে বাজিয়ে দিলো কর্নেল হোলিস।

হরর ফিল্মেই শুধু এ-ধরনের দৃশ্য দেখা যায়, কবর থেকে একযোগে উঠে দাঁড়ায় অতৃপ্ত আত্মারা। এতক্ষণ যেগুলোকে ঝোপ-ঝাড় বলে মনে হচ্ছিল, হঠাৎ সেগুলো সটান দাঁড়িয়ে পড়লো খাড়া হয়ে। সচল ঝোপগুলো দ্রুত ক্যাপটেন আর তার সৈনিকদের ঘিরে ফেললো এটা অর্ধবৃত্তের ভেতর।

অগ্নিদৃষ্টি হানলো কর্নের হোলিস। 'বুম্‌ম্‌ , তুমি মারা গেছ!'

ক্যাপটেন লুইসের জেদ চুরমার হয়ে গেলো। 'আমি... আমি অবশ্যই রিপোর্ট করব.. জেনারেল কার্টিসের কাছে ...', হাঁপাতে শুরু করলো সে।

'করবে বৈ কি', ঠাণ্ডা সুরে বললো কর্নেল। 'তাকে তুমি আরও রিপোর্ট করবে, আমি যে নির্দেশ পেয়েছি সেটা এসেছে জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল মেটক্যাফের কাছ থেকে। পেন্টাগনের সাথে যোগাযোগ করে সত্যতা যাচাই সম্ভব। সিভিলিয়ান না আমরা, গনগোরা হিলে তোমরা যে কাজ করছো তাতে বাধা দিতে আসিনি এখনও। বা, নদীর কিনারায় জেনারেল যে দায়িত্ব পালন করছেন, তাকেও নাক গলাবার কোনো ইচ্ছে আমাদের নেই। আমাদের কাজ হলো রোমান সারফেস আর্টিফ্যাক্টস খুঁজে বের করা ও সংসরক্ষণ করা, হারিয়ে বা চুরি হয়ে যাওয়ার আগে। ঢু ইউ রীড, ক্যাপটেন?'

'বুঝেছি, স্যার', জবাব দিলো ক্যাপটেন হিল, চঞ্চল দৃষ্টিতে স্পেশাল ফোর্সের ঝোপ ঢাকা সদস্যদের দেখছে। রঙ লাগানো মুখগুলোয় কোনো ভাব ফোটেনি।

'পেয়েছি! আরেকটা পেয়েছি!' ট্রেঞ্চ থেকে পিটের চিৎকার ভেসে এল।

সবাইকে হাতছানি দিয়ে ডাকলেন অ্যাডমিরাল। 'কিছু একটা আবিষ্কার করেছে ও।'

অধিকার নিয়ে ঝগড়াটা ভুলে যাওয়া হলো, দু'দলের সব ক'জন ভিড় করলো ট্রেঞ্চের কিনারায়। ট্রেঞ্চের মেঝেতে হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে রয়েছে পিট, লম্বা একটা ধাতব বস্তুর গা থেকে আলগা মাটি পরিষ্কার করছে। কাজটা শেষ করতে প্রায় দু'মিনিট সময় নিলো ও। তারপর, অত্যন্ত সতর্কতার সাথে ধরিয়ে দিলো লিলির হাতে।

রাগ বা রেষারেষি দূর হয়েছে, সবাই আগ্রহের সাথে তাকিয়ে থাকলো লিলির দিকে। গভীর মনোযোগের সাথে জিনিসটা পরীক্ষা করছে ড. শার্প। চতুর্থ শতাব্দীর তলোয়ার, সমস্ত রোমান, বৈশিষ্ট্য উপস্থিত', ঘোষণা করলো সে।

'সামান্য মরচের ছাপ, প্রায় অক্ষতই বরা যায়।'

'মে আই?' জিজ্ঞেস করলো কর্নেল।

তলোয়ারটা তার দিকে বাড়িয়ে দিলো লিলি, দুহাত দিয়ে সেটার হাতলটা শক্ত করে ধরলো কর্নেল, ফলাটা মাথার ওপর খাড়া করে তুললো। 'ভেবে দেখো, একাবার শুধু কল্পনা করো, শেষ যে লোক এটা ধরেছিলো সে ছিলো রোমান সেনাবাহিনীর একজন সৈনিক। সতর্কতার সাথে তলোয়ারটা ক্যাপটেনের হাতে ধরিয়ে দিলো সে। 'অটোমেটিক ফায়ার আর্মের বদলে এটা দিয়ে যুদ্ধ করতে কেমন লাগবে তোমার?'

'বুলেট খেতে রাজি', চিন্তিত সুরে বললো লুইস, 'কচু-কাটা হতে আপত্তি আছে।'

কাছাকাছি ক্যাম্পে ফিরে গেলো প্রকৌশলীরা। তারা অদৃশ্য হতেই কর্নেলের দিকে ফিরল পিট। 'আপনাদের ক্যামোফ্লেজ সত্যি দারুণ। গোটা টিমের মধ্যে আমি মাত্র তিনজনকে চিনতে পেরেছি।'

'আমার রীতিমতো ভৌতিক লাগছিলো পরিবেশটা', বললো লিলি। 'জানি আপনারা সবাই চারপাশে আছেন অথচ কাউকে দেখতে পাচ্চি না!'

নির্ভেজাল লজ্জা পেল কর্নেল, কাঁধ দুটো আড়ষ্ট হয়ে গেলো।

'সত্যি নিখুঁত', কর্নেলের হাত মুচড়ে দিয়ে বললেন অ্যাডমিরাল।

'এখন শুধু বেচারা ক্যাপটেনের রিপোর্ট জেনারেল কার্টিস গিললে হয়', মন্তব্য করলো জিওর্দিনো।

'যদি শোনার মতো সময় দিতে পারেন', বললো পিট। তাঁর সামনে লাখ খানেক শত্রু নদী পেরুবার জন্যে প্রস্তুতি নিচ্ছে। আমাদের সাথে লাগালাগি করার সময় কোথায় তাঁর?'

'রোমান তলোয়ারটা নিয়ে কি করা হবে?' আবার সেটা মাথার ওপর খাড়া করে ধরলো কর্নেল।

'যেখান থেকে এসেছে সেখানে ফিরে যাবে, আঙ্কেল স্যামের মিউজিয়ামে।'

ঝট করে পিটের দিকে তাকালো কর্নেল, চোখ বিস্ফারিত।

'এটা আপনি ট্রেঞ্চে পাননি?'

'না।'

'মাই গড! আপনি দেখছি আমাকেও বোকা বানিয়েছেন।'

পিট ভাব দেখালো, কথাটা যেনো শুনতে পায়নি। সামান্য হেঁটে চূড়ার ওপর উঠে এলো ও, ঢাল ছাড়িয়ে মেক্সিকোর দিকে নেমে গেলো ওর দৃষ্টি। ষোলো ঘণ্টা আগে যেমন দেখেছিলো, তাঁবুর সংখ্যা আজ তার দ্বিগুণ হয়েছে। কাল রাতে, ভাবল ও। ঝড়ের লাগাম কাল রাতে ছাড়বে টপিটজিন। বাঁ দিকে ঘুরলো ও, একটু বেশি উঁচু গনগোরা হিলের দিকে তাকালো।

চারদিন আগে লিলি যেখানে আন্দাজ করেছিলো, ঠিক সে-জায়গাতেই মাটি খুঁড়ছে আর্মি প্রকৌশলীরা। দুটো আলাদা জায়গায় খুঁড়ছে ওরা। মাথায় ঝুলপাথরের ছাদ নিয়ে একটা টানেল আগে থেকেই আছে, সেটার বন্ধ মুখ থেকে মাটি কাটা হচ্ছে। দ্বিতীয়টা খোলা একটা মানি, পাহাড়ের পাশে গভীর একটা গর্ত, ভেতরে ঢোকার জন্যে আবর্জনা

পরিষ্কার ও পথটা চওড়া করা হচ্ছে। খুবই ঢিলে তলে এগোচ্ছে কাজ, কারণ বেশিরভাগ প্রকৌশলীকে সীমান্তে ডেকে নিয়েছেনে জেনারেল কার্টিস।

ঢাল বেয়ে নেমে এলো পিট। থামলো কর্নেলের সামনে। 'আপনার সেরা ডিমোলিশন এক্সপার্ট কে?'

'গোটা আর্মিতে সেরা এক্সপ্লাসিভ এক্সপার্ট জন ডিলিঞ্জার। কেনো?'

জবাব না নিয়ে পিট বললো, 'দু'কিলোগ্রাম সি-সিক্স নাইট্রোগ্লিসারিন জেল চাই আমার।'

অবাক দৃষ্টিতে পিটকে দেখলো কর্নেল। 'দু'কিলো সি-সিক্স? দশ কিলোর একটা যুদ্ধজাহাজ ডুবিয়ে দেয়া যায়। কি চাইছেন আপনি জানেন? জানেন নাইট্রোজেন সিক্স শক–বিপদজনক?'

'আরও চাই অনেকগুলো স্পটলাইট', বলে গেলো পিট। 'ওগুলো আমরা কোনো রক-কনসার্ট গ্রুপের কাছ থেকে ধার করতে পারব। স্পটলাইট, স্ট্রোবলাইট আর কান-ফাটানো অডিও ইকুইপমেন্ট।' এরপর লিলির দিকে ফিরল ও। 'তোমার কাজ হলো, একজন কাঠ মিস্ত্রী যোগাড় করা, তাকে একটা বাক্স বানাতে হবে।'

'ফর গডস সেক, এ-সব দিয়ে কি করবে তুমি?' কৌতুহলে হাঁপিয়ে উঠলো লিলি।

'সে তুমি বুঝবে না', গুঙিয়ে ওঠার সুরে টিটকারি মারল জিওর্দিনো।

'পরে আমি ব্যাখ্যা করব', এড়িয়ে গেলে পিট।

'শুনে আমার পাগলামি মনে হচ্ছে', ভুরু কুঁচকে বললো লিলি।

কমিয়ে বলেছে লিলি, ভাবল পিট। ওর প্ল্যানটা পাগলামিরও বেশি। তবে, আপাতত সবাইকে অন্ধকারে রাখকে হবে। ও যে মঞ্চে অভিনয় করতে চায়, সে কথা বলার সময় এখনও আসেনি।

বাহাত্তর

গায়ে ট্যাক্সি লেখা ভলভো গাড়িটা আলেকজান্দ্রিয়ার কাছাকাছি ইয়াজিদের প্রাসাদতুল্য ভিলার গাড়ি-পথে থামলো। প্রেসিডেন্ট হাসানের ব্যক্তিগত নির্দেশে মিশরীয় আর্মি গার্ডরা পাহারায় রয়েছে গেছে। গাড়িটা থেকে কাউকে নামতে না দেখে সতর্ক হয়ে উঠলো তারা।

পিছনের সিটে বসে আছে সুলেমান আজিজ, তার চোখ আর চোয়ালে মোটা ব্যান্ডেজ। নীল সিল্কের আলখেল্লা পরে আছে সে, মাথায় ছোটো আকারের লাল পাগড়ি। সান্টা ইনেজ দ্বীপ থেকে পালাবার পর আর্জেন্টিনার মার ডেল প্লাটা শহরের একজন সার্জেনের হাতে দু'ঘণ্টার জন্যে নিজেকে ছেড়ে দিয়েছিলো সে। তারপর একটা প্রাইভেট জেট ভাড়া করে মহাসাগর পেরিয়ে চলে এসেছে শহরের বাইরে ছাট একটা এয়ারপোর্টে।

খালি চোখের কোটরে কোনো ব্যথা নেই, কাজ হয়েছে ওষুধে। তবে গুঁড়িয়ে যাওয়া চোয়াল নিয়ে কথা বলতে এখনও তার জান বেরিয়ে যাবার উপক্রম হয়। গোটা অস্তিত্বে আচ্ছন্ন, ঘুমঘুম ভাব থাকলেও তার মন আর মাথা আগের মতোই নির্দয় দক্ষতার সাথে কাজ করছে।

'আমরা পৌঁছে গেছি', ড্রাইভারের সিট থেকে বললো ইবনে।

কল্পনার চোখে ইয়াজিদের ভিলাটা দেখতে পেল সুলেমান আজিজ, এতো পরিষ্কারভাবে,যেনো চক্ষুস্মান একজন লোক টিলার ভিতর দিয়ে হাঁটছে।

'জানি', মৃদুকণ্ঠে বললো সে।

'এ-কাজ আপনার না কররেও চলে, হযরত।'

'আর কোনো ভয় নেই আমার, আর কোনো আশা নেই', শান্ত গলায়, ধীর ধীরে বললোসুলেমান আজিজ, প্রতিটি শব্দ উচ্চারণ করতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করলো। 'এ আল্লাহরই ইচ্ছা।'

দরোজা খুলে নিচে নামলো ইবনে, সুলেমানকে নামতে সাহায্য করলো। গাড়ি পথ ধরে কয়েক পা সামনে এসে দাঁড় করালো তাকে।

'আপনার পাঁচ মিটার সামনে গেট, জনাব', থেমে থেমে, আবেগে বুজে আসা গলায় বললো। সুলেমান আজিজকে বুকে টেনে নিয়ে আলিঙ্গন করলো ওস।

'বিদায়, হযরত। আপনার কথা আমি কখনও ভুলব না।'

'প্রতিজ্ঞা রক্ষা কোরো, বিশ্বস্ত বৎস। শিষ্যদের মধ্যে তুমিই আমার সবচেয়ে প্রিয়। বেহেশতের বাগানে আবার আমাদের দেখা হবে।'

দ্রুত ঘুরলো ইবনে, হন হন করে ফিরে এলো গাড়ির কাছে। স্থির পাথরের মতো দাঁড়িয়ে থাকলো সুলেমান আজিজ, এক সময় দূরে মিলিয়ে গেলো এঞ্জিনের আওয়াজ। এবার সে ধীর পায়ে গেটের দিকে এগোল।'

'এই যে, অন্ধ, থামো ওখানে!' নির্দেশ দিলো একজন গার্ড।

'আমি আমার ভাগ্নের সাথে দেখা করতে এসেছি। আমার ভাগ্নে, আখমত ইয়াজিদ।'

গার্ড তার এক সঙ্গীর উদ্দেশে মাথা ঝাঁকালো। গার্ডহাউসে ঢুকে আবার বেরিয়ে এলো সঙ্গী, হাতে বিশজনের একটা তালিকা।

'বলছেন মামা। কি নাম আপনার?'

ছদ্মবেশী হিসেবে জীবনের শেষ অভিনয়টা উপভোগ করছে সুলেমান আজিজ। পুরানো উপকারের শোধ চেয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্নেলের কাছ থেকে কিছু লোকের একটা তালিকা পেয়েছে সে, ইয়াজিদের ভিলায় যাদের প্রবেশাধিকার আছে। তালিকা কে এমন একজনকে বেছে নিয়েছে, সাথে সাথে তার সাথে যোগাযোগ করার উপায় নেই।

'মোস্তফা মাহফুজ।'

'এখানে আপনার নাম আছে তা ঠিক, তবে পরিচয়-পত্র দেখাতে হবে।' সুলেমান আজিজের জাল করা জাগজ-পত্র পরীক্ষা করলো গার্ড, ব্যান্ডেজ ঢাকা চেহারার সাথে ফটোর মিল খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা করলো সে।

'আপনার মুখের এই অবস্থা হলো কি করে?'

'আল মনসুরা বাজারে একটা গাড়ি-বোমা ফেটেছে, শোনোনি?'

'শুনব না কেনো!' রাগের সাথে গার্ড। 'ফাটিয়েছে তো আপনার ভাগ্নের লোকেরাই।' সঙ্গীর দিকে ফিরল সে, 'মেটাল ডিটেকটর আওয়াজ না করলে, পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর দিয়ে এসো।'

মেটাল ডিটেকটরে কিছু ধরা পড়লো না।

সামনের দরোজা, তৃপ্তির সাথে ভাবলো সুলেমান আজিজ। আখমত ইয়াজিদের সাথে দেখা করার জন্যে আজ তাকে পিছনের দরোজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হবে না। দুঃখ এই যে তাদের দেখা হবার সময় ইয়াজিদের চেহারাটা সে দেখতে পাবে না।

বড় হল ঘরে নিয়ে আসা হলো সুলেমান আজিজকে। পাথরের একটা বেঞ্চে বসল সে।

'অপেক্ষা করুন এখানে।'

সুলেমান শুনতে পেল, গেটে ফিরে যাবার আগে কার সাথে যেনো নিচু গলায় ফিসফিস করলো গার্ড। কয়েক মিনিট চুপচাপ বসে থাকলো সে। তারপর পায়ের আওাজ ঢুকলো কানে। শব্দটা এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ, কঠিন একটা গলা শোনা গেলো, 'আপনি ?'

গলার আওয়াজটা সাথে সাথে চিনতে পারলো সুলেমান আজিজ। 'হ্যাঁ, সহজ সুরে জবাব দিলো সে। তোমাকে আমি চিনি?'

'আমাদের দেখা হয়নি। আমার নাম খালেদ ফৌজি, জনাব ইয়াজিদের বৈপ্লবিক কাউন্সিলের নেতা।'

'আপনার সম্পর্কে অনেক কথা শুনেছি আমি', সাথে সাথে বললো সুলেমান আজিজ।

ভাবল, তুমি চিরকাল আমার পিছনে লেগে আছ। আমার ভাগ্য ভালো যে চিনতে পারোনি। 'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে গর্ববোধ করছি।'

'আসুন', সুলেমান আজিজের একটা হাত ধরে বললো খালেদ ফৌজি। 'আপনাকে আমি জনাব ইয়াজিদের কাছে নিয়ে যাই। তাঁর ধারণা, এখনও আপনি বাগদাদে রয়েছেন মিশরের কাজে। আপনি যে আহত হয়েছেন তিনি বোধহয় জানেন না।'

'তিন দিন আগে আমার ওপর হামলা করা হয়েছে', অবলীলায় মিথ্যে বলে গেলো সুলেমান আজিজ। 'আজই সকালে হাসপাতাল থেকে বেরিয়েছি, প্লেন ধরে সোজা চলে এসেছি ভাগ্নের সাথে দেখা করার জন্যে।

'আপনার এই অবস্থা দেকে দুঃখ পাবেন জনাব ইয়াজিদ। তবে, অসময়ে এসেছেন আপনি।'

'তার সাথে আমার দেখা হবে না?'

'তিনি নামাজে দাঁড়িয়েছেন।

এত ভোগান্তির মধ্যেও গলা ছেড়ে হেসে উঠতে ইচ্ছে করলো সুলেমান আজিজের। ধীরে ধীরে সচেতন হলো সে কামরায় আরেকজন উপস্থিত রয়েছে। 'কিন্তু তার সাথে আমার দেখা না করলেই যে নয়।'

'যা বলার আমাকে বলতে পারেন, মাহফুজ।' নামটা ব্যঙ্গের সুরে উচ্চারণ করলো খালেদ ফৌজি। 'আপনার কথা জনাব ইয়াজিদের কাছে পৌঁছে দেব আমি।'

'আখমতকে বলুন, আমি তার মিত্র সম্পর্কে একটা খবর নিয়ে এসেছি?'

'মিত্র? কে?'

'টপিটজিন।'

নামটা যেনো ঘরের বাতাসে অনন্তকাল ধরে ঝুলে থাকলো। জমাট বাঁধলো নিস্তব্ধতা। তারপর, হঠাৎ সেটা খান খান হলো নতুন একটা কণ্ঠের ভারী আওয়াজে।

'মরে গিয়ে দ্বীপটাতেই ভূত হয়ে থাকা উচিত ছিলো তোমার, সুলেমান আজিজ', তিরস্কার করলো আখমত ইয়াজিদ।

স্থির থাকলো সুলেমান আজিজ। আক্রোশ আর ক্রোধের লাগামে ঢিল পড়তে দিলো না, বুদ্ধি আর সর্বশেষ শক্তিটুকু এই মুহূর্তের জন্যে ধরে রেখেছে সে। মৃত্যুর জন্যে অপেক্ষা করার কোনো ইচ্ছে তার নেই। এগিয়ে গিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করবে সে। পঙ্গু, অসহায়, অন্ধকারময় জীবন তার জন্যে নয়। প্রতিশোধই হতে পারে জীবনের শেষ অর্জন।

'কি করে মরি, জনাব? আপনার সামনে দাঁড়িয়ে শেষবার ক্ষমা না চেয়ে কি করে মরি!'

'বন্ধ করো তোমার প্রলাপ! ন্যাকামি তোমাকে মানায় না! আবার ব্যান্ডেজ জড়িয়ে আসা হয়েছে। খোলো ওসব! মাহফুজের ছদ্মবেশ নিতে গিয়ে কি কাণ্ড করেছ তুমি নিজেও জানো না। রীতিমতো হাস্যকর লাগছে তোমাকে।'

সুলেমান জবাব দিলো না। ধীরে ধীরে ব্যান্ডেজটা খুলতে শুরু করলো সে। সবটুকু খুলে ফেলে দিলো মেঝেতে।

আঁতকে উঠলো আখমত ইয়াজিদ। নিজের অজান্তেই এক পা কিছু হটল সে, সুলেমান আজিজের বিকৃত চেহারায় চুম্বকের মতো আটকে থাকলো তার দৃষ্টি।

খালেদ ফৌজির গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গেলো। রক্তাক্ত, ক্ষতবিক্ষত মানুষের শরীর আগেও তাকে অদ্ভুত এক শিহরণ উপহার দিয়েছে।

'আপনার সেবা করতে গিয়ে', ধীরে ধীর বললো সুলেমান আজিজ, এই মূল্য দিতে হয়েছে আমাকে।'

'তুমি বেঁচে আছ কি করে?' জিজ্ঞেস করলো আখমত ইয়াজিদ, তার গলা কেঁপে গেলো।

'আমার বিশ্বস্ত ভক্ত ইবনে দ্বীপটায় দু'দিন লুকিয়ে রাখে আমাকে। নিজের হাতে কাঠের একটা ভেলা তৈরি করে সে। স্রোত আমাদের টেনে নিয়ে যায় একটানা দশ ঘণ্টা। আল্লাহ মেহেরবান, চিলির একট ফিশিং বোট আমাদের তুলে নিয়ে নামিয়ে দেয় তীরে, সেখান থেকে প্লেনে করে চলে আসি ডেল পান্টায়। ওখান থেকে প্লেন চার্টার করে মিশরে পৌঁছুতে তেমন অসুবিধে হয়নি।'

'মৃত্যু তোমার সাথে পেরে উঠছে না', বিড়বিড় করে বললো আখমত ইয়াজিদ।

'কিন্তু বুঝতে পারছ তো', ব্যঙ্গের সুরে প্রশ্ন করলো খালেদ ফৌজি, 'এখানে এসে নিজের মৃত্যু পরোয়ানায় সই করেছ তুমি?'

'আমি অন্ধ হলেও, বুদ্ধি হারাইনি।'

'সুলেমান আজিজ', বিষণ্ন সুরে বললো আখমত ইয়াজিদ। 'তার সময়ের শ্রেষ্ঠ আততায়ী, যাকে যমের মতো ভয় করতো সি.আই.এ. আর কেজিবি.। অসমসাহস আর অতুলনীয় চাতুর্যের পরিচয় দিয়ে গত দুই দশকের বহুল আলোচিত অন্তত পঞ্চাশটা রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, তার কৃতিত্ব ও দাপটের এখানেই সমাপ্তি। কৃতিত্ব ও দাপটের, তবে অস্তিত্বের নয়। নাম-ঠিকানা বদলে তোমাকে ঠাঁই নিতে হবে ফুটপাথে, মেনে নিতে হবে অন্ধ ভিক্ষুকের অসহায় জীবন। সত্যি, অত্যন্ত দুঃখজনক। আমার কথা বুঝতে পারছ, সুলেমান আজিজ?'

'কি বলছেন আপনি, জনাব?' অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলো খালেদ ফৌজি।

'হ্যাঁ, লোকটা আগেই মারা গেছে।' ইয়াজিদের চেহারায় ধীরে ধীরে তৃপ্তির ভাব ফুটে উঠল। 'আমাদের ফাইন্যানশিয়াল এক্সপার্টরা ওর বিষয় সম্পত্তি আর ইনভেস্টমেন্ট আমার নামে লিখিয়ে নেবে। ওকে রাস্তার মোড়ে বসিয়ে দিয়ে, ওর ওপর চব্বিশ ঘণ্টা নজর রাখার ব্যবস্থা হবে। জীবনের বাকি কয়টা দিন ভিক্ষা, করে কাটবে ওর। আকস্মিক মৃত্যুর চেয়ে অনেক বেশি কঠিন শাস্তি সেটা।

আখমত ইয়াজিদের মুখের ওপর হাসলো সুলেমান আজিজ। 'যা শোনাব, আপনি আমাকে সাথে সাথে খুন করবেন, জনাব।'

'কি শোনাবে।'

'লেডি ফ্ল্যামবোরো অপারেশন সম্পর্কে ত্রিশ পাতার একটা রিপোর্ট লিখেছি আমি। তাতে আপনার সাথে টপিটজিনের সম্পর্ক, আপনাদের পারিবারিক ইতিহাস ইত্যাদি সবই আছে। রিপোর্টের অনেকগুলো কপি তৈরি করেছি, এই মুহূর্তে সেগুলো বিভিন্ন ইন্টেলিজেন্স হেডকোয়ার্টার ও নিউজ সেন্টারে পড়া হচ্ছে। আমাকে নিয়ে আপনি যাই করুন না কেনো, জনাব আখমত ইয়াজিদ, ওরফে মি. পল ক্যাপেসটার, আপনার দিনও শেষ হয়ে এসেছে– '

হঠাৎ থামলো সুলেমান আজিজ, তার গোটা মাথা যেনো প্রচণ্ড ব্যথায় বিস্ফোরিত হলো। খালেদ ফৌজি নিজেকে সামলাতে না পেরে বেমক্কা একটা ঘুসি বসিয়ে দিয়েছে তার মাথায়। টলতে টলতে পিছিয়ে এলো সুলেমান আজিজ প্রায় জ্ঞান হারাবার মতো অবস্থা। আবার তাকে খালেদ আঘাত করতে যাচ্ছে দেখে চিৎকার করলো আখমত ইয়াজিদ, 'থামো, বুঝতে পারছ না, লোকটা মরতে চায়? মিথ্যে ভয় দেখাচ্ছে ও, এই মুহূর্তে যাতে ওকে আমরা খুন করি।'

ধীরে ধীরে নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ ফিরিয়ে আনলো সুলেমান আজিজ। ধীরে ধীরে ঘুললো সে, ইয়াজিদের গলার আওয়াজ লক্ষ্য করে। খালেদ ফৌজির ঘন ঘন নিঃশ্বাসের শব্দও শুনতে পেল সে।

সামনের দিকে সামান্য ঝুঁকল সুলেমান আজিজ, আচমকা বাঁ হাত বাড়িয়ে খপ করে খামচে খরল আখমতের ডান হাত। খালি হাতটা উঠে গেছে পিঠের ওপর, ঘাড়ের পিছনে।

খুনির নিচে, শিরদাঁড়ার সাথে সাদা সার্জিকাল টেপ দিয়ে আটকানো ছুরিটা তার হাতে চলে এলো। গুপ্তঘাতকরাই এ ধরনের ছুরি ব্যবহার করে, এমনভাবে তৈরি করা হয় যাতে মেটাল ডিটেকটরের ধরা না পড়ে। বিদ্যুৎবেগে ছুরি ধরা হাতটা নামিয়ে আরল সে, তারপর ঢুকিয়ে দিলো ছুরিটা ইয়াজিদের বুকে, আঠারো সেন্টিমিটার লম্বা ব্লেডটা আমুল গেঁথে গেলো বুকের খাঁচার নিচে।

ধাক্কা খেয়ে মেঝে থেকেশূন্যে উঠে পড়লো আখমত ইয়াজিদ। বিস্ময় ও আতঙ্কে বিস্ফারিত হয়ে উঠলো পল ক্যাপেসটারের চোখ জোড়া। গলা থেকে বেরুল আহত পশুর গোঙানি।

'বিদায়, নরকের কীট!।' হ্যাঁচকা টানে ছুরিটা বের করলো সুলেমান আজিজ, খালেদ ফৌজির নিঃশ্বাসের শব্দ লক্ষ্য করে ঝট করে ঘুরল। ছুরিটা জায়গা মতো লাগলো না, প্রতিপক্ষের নাকের পাশে মাংশ দু'ভাগ করে দিলো।

সুলেমান আজিজ জানে, খালেদ ফৌজি ডান-হাতি, সাথে সব সময় একটা আগ্নেয়াস্ত্র রাখে, বাম বগলের নিচে পুরানো একটা নাইন মিলিমিটার ল্যুগার। তার গায়ে ঢলে পড়লো সে, মৌলবাদী আতঙ্কবাদী নেতাকে আঁকড়ে ধরে থাকলো, সেই সাথে চেষ্টা করলো মোক্ষম কোথাও ছুরিটা ঢোকাতে।

অন্ধ বলে দেরি করে ফেললো সে। ল্যুগারটা খালেদ ফৌজির হাতে চলে এসেছে। তার হৃৎপিণ্ডে সুলেমান আজিজের ছুরি ঢোকার পূর্ব মুহূর্তে ল্যুগারের মাজল থেকে আগুনের ফুলকি ছুটল। পেটে দুটো বুলেট নিয়ে খালেদকে ছেড়ে দিলো সুলেমান আজিজ। টলতে টলতে পিছিয়ে এলো খালেদ, বুকে বিদ্ধ ছুরিটার হাতল ধরে আছে দু'হাতে। চোখ উল্টে পেল তার, ধপাস করে পড়লো মেঝের ওপর ইয়াজিদের দেহ থেকে সামান্য দূরে।

ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ হলো সুলেমান আজিজের। মেঝের ওপর শুয়ে পড়লো সে। আশ্চর্য, কোথাও কোনো ব্যথা নেই তার।

এক লোকের সাথে অল্প সময়ের জন্যে দেখা হয়েছিলো তার, সেই লোকটাই তার নিয়তি নির্ধারণ করে দিয়েছে। লম্বা, ঘন সবুজ চোখের সেই লোকটা– ঠোঁটে ব্যাঙ্গের হাসি।

ঘৃণায় তার সারা শরীর কেঁপে উঠল। ডার্ক পিট– তোমাকে আমি... এর বেশি কিছু ভাবতে পারলো না সুলেমান আজিজ। মারা গেলো সে, তবে একটা আশা নিয়ে। ইবনেকে সব বলে গেছে সে, তার হয়ে ইবনেই করবে যা করার।

তেয়াত্তর

লেদার আর্মচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়ে টেলিভিশন মনিটরগুলোর দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট। প্রথম শ্রেণীর নেটওঅর্ক-এর টিউন করা হয়েছ তিনটে, অপরটা সরাসরি রোমার একটা আর্মি কমিউনিকেশন ট্রাক থেকে খোরাক সংগ্রহ করছে। ক্লান্তি বোধ করছেন তিনি, তবে চকচকে চোখে ফুটে আছে তীব্র দৃষ্টি। পালা করে এক মনিটর থেকে আরেক মনিটরে তাকাচ্ছেন।

'বিশ্বাস করা কঠিন এতো অল্প জায়গায় এতো বেশি লোক জড় হতে পারে', মৃদুকণ্ঠে বললেন তিনি।

'ওদের খাবার প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।' সি.আই.এ. তাজা একটা রিপোর্ট থেকে মুখ তুললেন জুলিয়াস শিলার। 'খাবার পানির সঙ্কট চলছে। প্রায় অচল হয়ে পড়েছে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা।'

'আমার ধারণা আজ রাতেই।' রুদ্ধশ্বাসে বললেন ডেইল নিকোলাস। 'টপিটজিন আর সময় নেবে না।'

'কত লোক দেখা যাচ্ছে?' জানতে চাইলেন প্রেসিডেন্ট। 'সংখ্যাটা আসলে কত হতে পারে?'

'এরিয়ার ফটোগ্রাফ থেকে কমপিউটর মাথা শুনেছে–চার লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার', জবাব দিলেন জুলিয়াস শিলার।

'এক কিলোমিটারেরও কম চওড়া একটা করিডর ধরে হুরমুড় করে বেরিয়ে আসবে।' গম্ভীর হলেন ডেইল নিকোলাস।

'ড্যাম দ্যাট মার্ডারিং বাস্টার্ড।' হাঁটুর ওপর মৃদু ঘুসি মেরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'হারামজাদা বুঝতে পারছে না, ধাক্কাধাক্কিতেই মারা যাবে কয়েক হাজার লোক। আর ডুবে যে কত মরবে.... '

'বেশিরভাগ মহিলা আর শিশু', ডেইল নিকোলাস যোগ করলেন।

'এখনও দেরি হয়ে যায়নি', মার্টিন ব্রোগান বললেন, 'ওকে আমরা শেষ করার কথা ভাবতে পারি।'

'কিন্তু আপনার আততায়ীকে ওর যথেষ্ট কাছাকাছি পৌছাতে হবে তো', বললেন ডেইল নিকোলাস। 'তারপর কি ঘটবে? ওর ভক্তরা ছিঁড়ে টুকরো করে ফেরবে আপনার লোককে।'

'চারশো মিটার দূরে থেকে হাই পাওয়ারড রাইফেলের কথা বলছি আমি।'

জুলিয়াস শিলার মাথা নাড়লেন। 'এটা কোনো সমাধান নয়। উঁচু কোথা থেকে গুলি করা হয়েছে, বুঝতে পারবে ওরা। টের পেয়ে যাবে, আমরা দায়ী। শান্তিপূর্ণ সমাবেশ বা মিছিলের বদলে জেনারেল কার্টিসকে সামলতে হবে বিশাল উন্মত্ত জনতাকে। সত্যিকার যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে আমাদের।'

'আমি একমত', ডেইল নিকোলাস জানালেন। 'আমেরিকান নাগরিক ও সৈনিকেদের বাঁচাবার জন্যে মেক্সিকানদের ওপর ফায়ার ওপেন করা ছাড়া জেনারেল কার্টিসের আর কোনো উপায় থাকবে্ না।'

হাঁটুর ওপর আবার মৃদু ঘুসি মেরে প্রেসিডেন্ট জানতে চাইলেন, 'পাইকারী হত্যাকাণ্ড ছাড়া আর কোনো সমাধান নেই?'

'আছে। ওদেরকে শান্তিপূর্ণ মিছিল নিয়ে সীমান্ত পেরোতে দেয়া।'

'আর যদি আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি প্রেসিডেন্ট লরেঞ্জোর হাতে তুলে দিই?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। 'তাতে অন্তত লাইব্রেরির ওপর টপিটজিনের নোংরা হাত পড়বে না।'

'টপিটজিন তো আসলে লাইব্রেরিটাকে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করছে', মার্টিন ব্রোগান বললেন। 'আমাদের ইন্টেলিজেন্স সোর্স রিপোর্ট করেছে, এই একই ধরনের জন-সমাবেশের আয়োজন করতে যাচ্ছে সে সাউদার্ন ক্যালিফোর্নিয়া আর আরিজোনা সীমান্তে।'

চারটে টেলিফোন, একটা বেজে উঠল। রিসিভার তুলে শুনলেন ডেইল উইলপোর্স। 'জেনারেল কার্টিস মি. প্রেসিডেন্ট। মনিটরে আসছেন তিনি।'

প্রায় সাথে সাথে মনিটরে ফুটে উঠলো জেনোরেল কার্টিসের ছবি। বয়স পঞ্চাশ, বাঘের মতো চেহারা, মাথা জোড়া প্রকাণ্ড চকচকে টাক। নীল চোখে কঠোর দৃষ্টি।

'গুড মর্নিং, জেনারেল', বললেন প্রেসিডেন্ট। 'দুঃখের বিষয় আপনাকে আমি দেখতে পেলেও, আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। এদিকে কোনো ক্যামেরা নেই।'

'বুঝতে পারছি, মি. প্রেসিডেন্ট।'

'পরিস্থিতিটা কি?'

'এইমাত্র তুমুল বৃষ্টি শুরু হয়েছে। বেচারা মেক্সিকানদের জন্যে আশীর্বাদ বলা যায়। পানির সঙ্কট কিছুটা ঘুচবে, ধুলো থাকবে না।'

'ওদিক থেকে কোনোভাবে প্ররোচিত করার চেষ্টা হয়েছ?'

'আপত্তিকর স্লোগান শুনছি, ব্যানারের লেখাগুলোও গা জ্বালিয়ে দেয়ার মতো, তবে কোনো ভায়োলেন্সের লক্ষণ এখনও দেখছি না।'

'হতাশ হয়ে ফিরে যাচ্ছে লোকজন, এমন ঘটনা দু'একটা ছোখে পড়েনি?'

'না, স্যার। উৎসাহ বরং প্রতি মুহূর্তে বাড়ছে। সবার ধারণা ওদের আধুনিক আযটেক দেবতা বৃষ্টি আনিয়েছে। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে নিজের বুকে চাপড় মারতে মারতে সেই দাবি করছে টপিটজিন।'

'আমার উপদেষ্টাদের ধারণা, জনতাকে নিয়ে আজ রাতেই সীমান্ত পেরোবে সে।'

'আমার ইন্টেলিজেন্স রিপোর্টও তাই বলে।' খানিক ইতস্তত করে জেনারেল কার্টিস চ্যান্ডলার জানতে চাইলেন, 'স্যার, আগের নির্দেশই কি বহাল থাকবে? যে কোনো মূল্যে ওদেরকে হটিয়ে দেব আমি?'

'যতক্ষণ না নতুন নির্দেশ দিই, জেনারেল।'

'আপনি স্যার, আমাকে উভয় সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন। নির্দেশ দিলেও আমার লোকেরা নিরীহ শিশু আর মহিলাদের ওপর নির্বিচারে গুরি করবে কিনা আমি জানি না।'

'নিয়তি আপনাকে এই ভূমিকা দান করেছে', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কিন্তু রোমায় যদি ওদেরকে ঢুকতে দেয়া হয়, মেক্সিকানরা মনে করবে বিনা বাধায় অন্যান্য সীমান্ত

দিয়েও অনায়াসে ঢুকতে পারে তারা। তখন কয়েক মিলিয়ন মেক্সিকানকে সামলাতে হবে আমাদের।'

'আপনার নির্দেশ নিয়ে তর্ক চলে না, আমি জানি, মি. প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কিন্তু পাঁচ লাখ লোক কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে এগিয়ে এলে, আমাকে যদি তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে হয়, ইতিহাসে মানবতার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে সেটা।'

'এখন মনে হচ্ছে বটে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে ভেতরে ঢোকার পর মিছিলগুলো শান্তিপূর্ণ থাকবে না', বললেন প্রেসিডেন্ট। 'উন্মত্ত জনতা আমেরিকানদের যাকেই সামনে পাবে, নির্মমভাবে খুন করবে। কোনো আমেরিকান-মেক্সিকান নাগরিক আজ আর নিরাপদ নয়।'

ঝাড়া বিশ সেকেন্ড চুপ করে থাকলেন জেনারেল কার্টিস। কামরার প্রতিটি লোক বুঝতে পারছে, কি দ্বিধা কাজ করছে জেনারেলের মনে।

'আমি চাই কমিউনিকেশন লাইন সারাক্ষণ খোলা থাকুক।'

'থাকবে।'

'ধন্যবাদ, প্রেসিডেন্ট।'

'তো', শিলার মন্তব্য করলেন, 'যতোটা সম্ভব চেষ্টা আমরা করেছি। এখন শুধু অপেক্ষা।'

চুয়াত্তর

সন্ধ্যার এক ঘণ্টা পর রওনা হলো ওরা।

জনস্রোতের সামনের অংশে থাকলো মহিলা, শিশু, পুরুষ। সবার হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি। বৃষ্টি থেমে যাবার পরও আকাশে ইতস্তত করছে মেঘ, অগণিত মোমবাতির শিখা গোলাপি আভা দান করলো মেঘের গায়ে।

বিশাল একটা ঢেউ-এর মতো নদীর তীর লক্ষ্য করে এগোল তারা, লাখো জনতার সম্মিলিত কণ্ঠ থেকে ধর্মীয় সঙ্গীতের সুর প্রথমে গুঞ্জনের মতো শোনাল, ক্রমশ বদলে গিয়ে হয়ে উঠলো গুরুগম্ভীর গর্জন। পাহাড়ের গায়ে লেগে ফিরে এলো প্রতিধ্বনিগুলো, থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো রোমার জানালা দরোজা।

নদীর পাড়ের দিকে পথটা কাদায় থকথক করছে। শুধু আছাড় খেয়ে পড়ে নয়, অনেক শিশু ভয়েও কেঁদে উঠছে, গ্রাম্য মায়েরা বুকে তুলে নিয়ে আদর করছে বাচ্চাদের। বড়দের কারও চেহারায় ভয় বা উদ্বেগের চিহ্নমাত্র নেই। বেশিরভাগ তারা বস্তিবাসী, আধপেটা খেয়ে জীবন ধারণ করছে যুগের পর যুগ। আধুনিক আযটেক দেবতা টপিটজিন তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছ, সীমন্ত পেরিয়ে পূর্ব-পুরুষদের হাপিট শহরগুলো দখল করতে পারলে গরিব মানুষের ভাগ্য রাতারাতি বদলে যাবে। দখলদার আমেরিকানদের তাড়িয়ে দেয়া কোনো সমস্যা নয়, এতো লোককে একসাথে সীমান্ত পেরুতে দেখলে ভয়েই তারা লেজ গুটিয়ে পালাবে। সরল, নিরীহ মেক্সিকানরা বিশ্বাস করেছে তার কথা। নদীর পাড় থেকে ধীরে ধীরে, সতর্কতার সাথে পানিতে নামল তারা, পরস্পরকে যথাসম্ভব সাহায্য করলো। দেখতে দেখতে হাজার হাজার নৌকো, ইঞ্জিনচালিত বোট আর ভেলা ভর্তি হয়ে গেলো। নদীর পাড়ে তারপরও দাঁড়িয়ে থাকতে রাজি নয় অনেকে, কাঁধে বাচ্চাকে নিয়ে পানিতে নামল তারা, সাঁতার কেটে নদী পেরুবে। জনস্রোতের আরেকটা অংশ ব্রিজের দিকে এগোল। কিছু লোকের নদীতে নামার ইচ্ছে ছিলো না, কিন্তু পিছন থেকে ভিড়ের প্রচণ্ড চাপ নামতে বাধ্য করলো তাদেরকে।

ভয়ার্ত চিৎকার শোনা পেল। আছাড় খেয়ে পড়ার পর সঙ্গীদের পায়ের তলায় চ্যাপ্টা হলো বহু লোক। অনেক নৌকো উল্টে গেলো, ডুবে গেলো সাঁতার না জানা বহু শিশু ও বৃদ্ধ । তবু, জনস্রোতের অগ্রযাত্রা থামলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে বহু শিশু আর বৃদ্ধ। তবু, জনস্রোতের অগ্রযাত্রা থামলো না। কয়েক মিনিটের মধ্যে গোটা নদীতে ছড়িয়ে পড়লো ছোটো ছোটো জলযানগুলো।

মার্কিনীদের আর্মি সার্চলাইট আর টেলিভিশন ক্রুদের ফ্লাডলাইট নদীর ওপর বিশৃঙ্খল দৃশ্যটাকে আলোকিত করে রেখেছে। আনাড়ি লোকজনের করুণ পরিণতি এবং সচল মানব-পাঁচিলের অগ্রযাত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে দেখতে সৈনিকরা।

রাফ-এর মাঝখানে রোমার পুলিশ স্টেশন, তার ছাদে দাঁড়িয়ে রয়েছেন জেনারেল নিউগল কার্টিস। উজ্জ্বল আলোয় ফ্যাকাসে দেখার তাঁর চেহারা, চোখে উদভ্রান্ত দৃষ্টি। কপালের সাথে ক্লিপ দিয়ে আটকনো খুদে মাইক্রোফোনে কথা বললেন তিনি,

'দেখতে পাচ্ছেন, মি. প্রেসিডেন্ট? দেখতে পাচ্ছেন কি রকম পাগলামি?'

সাবইকে নিয়ে সিচুয়েশন রুমে রয়েছেন প্রেসিডেন্ট, একদৃষ্টে তাকিয়ে আছেন বিশাল মনিটরের দিকে।

'হ্যাঁ, ট্র্যান্সমিশন পরিষ্কার আসছে। লম্বা একটা টেবিলের মাথায় বসে আছেন তিনি, সাথে রয়েছেন ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও উপদেষ্টারা এবং চারজন জয়েন্ট চীফস অভ স্টাফ-এর দু'জন।

তীরে পৌঁছাল প্রথম দ্রুতগামী বোটগুলো। ঝটপট নেমে পল আরোহীরা। হাজার হাজার নৌকো ও বোট তীরে ভেড়ার পর জনস্রোতের প্রথম ঢেউটা ধীরে ধীরে বিশাল এক মিছিলের আকৃতি পেল। আরোহীদের নামিয়ে দিয়েই ফিরতি পথে রওনা হয়ে গেছে জনযানগুলো।

নারী ও শিশুদের সাথে অল্প কিছু পুরুষ এ পারে এসেছে, মিছিলের মধ্যে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো তারা, সবার মুখে একটা করে বুলহর্ন, মহিলা নেত্রীদের উৎসাহ ও নির্দেশ দিচ্ছে।

মহিলাদের এক হাতে জ্বলন্ত মোমবাতি, অপর হাত বুকের সাথে চেপে ধরে আছে দুগ্ধপোষ্য শিশুকে, মুখে প্রাচীন আযটেক গান, ব্লাফটাকে ঘিরে চক্কর দিতে শুরু করলো। ব্লাফের নিচের ঢালগুলোতে উঠে পড়লো অনেকে, সার সার বসানো কামান আর সৈনিকদের হাতে ধরা রাইফেলের মাজল তাক করা হয়েছে দেখে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠলো বাচ্চারা। মায়েদের মনে কোনো ভয় নেই, কারণ আযটেক অবতার টপিটজিন আশ্বাস দিয়েছে, তার আধ্যাত্মিক শক্তিই রক্ষা করবে তাদেরকে।

'গুড লর্ড!' আঁতকে উঠলেন ডগলাস ওটস্। 'প্রথমে শুধু দেখছি মহিলা আর শিশুদের পাঠিয়েছে।'

কেউ কোনো কথা বললেন না, কারণ মনিটরে দেখা যাচ্ছে ব্রিজের ওপর ব্যারিকেডের দিকে এগোচ্ছে বিশাল একটা মিছিল। তাদের সামনে বড় বড় ট্যাংকে আর আর্মারড কার, পথরোধ করে দাঁড়িয়ে আছে।

'জেনারেল, ওদের মাথার ওপর ফাঁকা গুলি করতে পারেন?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট।

'ইয়েস, স্যার', জবাব দিলেন জেনারেল কার্টিস।

'ব্ল্যাঙ্ক রাউন্ড লোড করার জন্যে আগেই নির্দেশ দেয়া হয়েছে।'

'ফাইন', জয়েন্ট চীফস-এর জেনারেল মেটক্যাফ বললেন, 'কার্টিস তার কাজ বোঝে।'

এইডদের একজনের দিকে ফিরলেন জেনারেল কার্টিস। 'এক পশলা ফাঁকা গুলি করার নির্দেশ দাও।

এইড, একজন মেজর, রেডিও রিসিভারে গর্জে উঠল, 'ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার।'

বিকট আওয়াজের সাথে রাতের আকাশে লাল শিখার একটা চাদর উড়ল। কানের পর্দা ফাটানো কামানের শব্দগুলো ফিরে এলো পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে। শকওয়েভে নিভে গেলো অনেক মোমবাতি। বিরতিহীন আওয়াজে কেঁপে উঠলো উপত্যকা।

মাত্র দশ সেকেন্ড পর নির্দেশ হলো 'সীজ ফায়ার।'

নিশ্চয় অনারণ্যে নেমে এলো অটুট নিস্তব্ধতা। পরমুহূর্তে সম্মিলিত নারীকণ্ঠের তীক্ষ্ণ চিৎকার শোনা খেলো, শুরু হলো শিশুদের গলা ফাটানোর প্রতিযোগিতা। অনেকেই আতঙ্কে শুয়ে পড়েছিলো, কোথাও ব্যথা লাগেনি বা রক্ত ঝরছে না দেখে আবার তারা দাঁড়াল।

সীমান্তের ওপারে হঠাৎ জ্বলে উঠলো সার সার স্পটলাইট। সাদা আলখেল্লা পরা কিছু লোক কাঁধে একটা প্ল্যাটফর্ম নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, যীশুর মতো হাত তুলে ছোট্ট প্ল্যাটফর্মে স্থির হয়ে রয়েছে টপিটজিন, লাউডস্পীকারের মাধ্যমে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার ভাষণ। 'হোক গুলি, কিন্তু প্রিয় শিষ্যরা আমার পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তিবলে তোরা কেউ আহত হবে না। এক ফোঁটা রক্ত, দেখাতে পারো কেউ। কেউ কি তোমরা আহত হয়েছ? আমার ওপর বিশ্বাস রাখো, মা ও বোনেরা।'

উন্মাদিনীর মতো হেসে উঠলো অনেক মহিলা। দুলে উঠলো জনসমুদ্র।

'কার্টিসের আর কোনো উপায় থাকলো না, বিষণ্ন কণ্ঠে বললেন ডেইল নিকোলাস।

মাথা ঝাঁকালেন জেনারেল মেটক্যাফ। 'হ্যাঁ, সমস্ত দায়িত্ব এখন ওকেই কাঁধে নিতে হবে।'

থমথমে চেহারা নিয়ে ব্লাফের মাথায় দাঁড়িয়ে আছেন জেনারেল কার্টিস। সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকানদের দ্বিতীয় স্রোতটা হুড়মুড় করে ভেতরে ঢুকছে। প্রথম স্রোতটা এরই মধ্যে পৌঁছে গেছে ট্যাংক বহরের কাছে।

'স্যার, গুলি করার অর্ডার?' একজন এইড জিজ্ঞেস করলো।

অসহায় শিশুদের কান্না শুনতে পাচ্ছেন জেনারেল, দেখতে পাচ্ছেন আদর করে মায়েরা চুমো খাচ্ছে তাদের। মা ও শিশু, দু'জনেই হাঁ করে তাকিয়ে আছে ট্যাংকার কামানগুলোর দিকে।

'জেনারেল, আপনার অর্ডার?' প্রায় চিৎকার করে উঠলো এইড।

বিড়বিড় করে কি যেনো বললেন জেনারেল, কিন্তু মেক্সিকানদের মহা হৈ-চৈ এর মধ্যে এইড তা শুনতে পেল না।

'স্যার! দুঃখিত, স্যার, আমি কি শুনলাম ... ফায়ার?'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকালেন জেনারেল, চোখ দুটো চকচক করছে। 'ওদের আসতে দাও।'

'স্যার?'

'আমার অর্ডার তুমি শুনতে পেয়েছো, মেজর। শিশু হত্যাকারী হিসেবে নাম কেনার কোনো ইচ্ছে আমার নেই। ফর গডস সেক, ভুলে এমনকি ডোন্ট ফায়ার শব্দ দুটো উচ্চারণ কোরো না। হাঁদা কোনো প্লাটুন কমান্ডার ভুল করতে পারে।'

দ্রুত মাথা ঝাঁকায়ে ব্যস্ত সুরে মাইক্রোফোনে কথা বললো এইড।

'মাফ করবেন, মি. প্রেসিডেন্ট', ক্যামেরার দিকে তাকিয়ে বললেন জেনারেল কার্টিস, 'জানি, কমান্ডার ইন-চীফ-এর সরাসরি নির্দেশ অমান্য করে ক্যারিয়ারের বারোটা বাজিয়েছি। কিন্তু সব দিক বিবেচনা করে আমি বুঝেছি...'

'চিন্তা করবেন না', জেনারেলকে থামিয়ে দিয়ে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'সঠিক সিদ্ধান্তই নিয়েছেন আপনি।'

জেনারেল মেটক্যাফের দিকে ফিরলেন তিনি। 'সিনিয়রিটি তালিকায় জেনারেল কার্টিস কোথায় রয়েছেন আমি জানতে চাই না, দেখতে চাই আরেকটা স্টার পেয়েছেন উনি।'

'ওটা সত্যিই ওর পাওনা হয়েছে। আমি আপনার সাথে একমত, মি. প্রেসিডেন্ট।

'কার্টিস আর আমি', মৃদু স্বরে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'কোরিয়ায় একসঙ্গে লড়েছি। কোনো দিনও আর নারী, শিশুদের উপর গুলি বর্ষণ করবো না।'

জেনারেল মেটক্যাফে অবশ্য খারাপ দিকটাও দেখলেন। 'এখন তো আমেরিকার জনতার কাছে আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে।'

মাথা ঝাঁকালেন প্রেসিডেন্ট।

'তবে মানবিক দিকটা বিচার করে দেখতে হবে তাদেরও। ঠিকমত ব্যাখ্যা করতে পারলে, শুধু দেশে নয়, ল্যাটিন আমেরিকাতেও আপনার জনপ্রিয়তা ও গুরুত্ব অনেক বেড়ে যাবে, মি. প্রেসিডেন্ট।

অ্যালান মারসিয়ার বললেন, 'দাঙ্গা বেঁধে যাবার আগে মেক্সিকান পুরুষগুলোকে ঘিরে ফেলবে আমাদের বাহিনী, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে সীমান্তের ওপারে পাঠিয়ে দেয়া হবে ওদের।'

'এটা কথা বোধহয় আমরা সবাই ভুলে যাচ্ছি।'

'ইয়েস, জেনারেল?' জেনারেল মেটক্যাফের দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্টভ।

'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। শিল্পকর্মগুলো লুট করে দেবে টপিটজিন।'

বিদেশী একজন অতিথির দিকে ফিরলেন প্রেসিডেন্ট, ভদ্রলোক টেবিলের আরেক প্রান্তে চুপচাপ বসে আছেন।

'সিনেটর', তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন তিনি। 'দেখতেই পাচ্ছেন, আমেরিকান সৈনিকরা নিরুপায়। প্লীজ, আপনি কি বিকল্প প্ল্যানটা সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করবেন?' উপস্থিত সবার দিকে পালা করে তাকালেন তিনি।

টেবিলের দিকে তাকিয়ে সিনেটর পিট বললেন, 'প্ল্যানটা কি, অল্প সময়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়, মি. প্রেসিডেন্ট। পুরো ব্যাপারটা আমার ছেলে, ডার্ক পরিকল্পনা করেছে। সব যদি ঠিকঠাক মতো ঘটে তাহলে টপিটজিন অর্থাৎ রবার্ট ক্যাপেসটার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে হাত লাগাতে পারবে না, এইটুকু প্রতিশ্রুতি আপনাদের আমি দিতে পারি। তবে, প্ল্যানটা যদি ব্যর্থ হয়, ক্যাপেসটার পরিবার চিরকাল শাসন করবে মেক্সিকোকে, এবং চিরকালের জন্যে হারিয়ে যাবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি।'

পঁচাত্তর

সবাই এই ভেবে কৃতজ্ঞ বোধ করলো যে লাখো মানুষের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং টপিটজিনের ক্ষমতা দখলের লোভ এখনও কোনো রক্তপাত ঘটায়নি। বুলেটের আঘাতে মারা যায়নি কেউ। শুধু প্রথমবার নদী পেরুতে গিয়ে কিছু লোক ডুবে মারা গেছে।

মিছিলের পর মিছিল আর্মি ইউনিটগুলোকে পাশ কাটিয়ে এলো, রোমা শহরের ভেতর দিয়ে ধীরগতিতে গনগোরা হিলের দিকে এগোচ্ছে জনস্রোত। গান থেমে গেছে, শুরু হয়েছে আযটেক ভাষার স্লোগান, বেশিরভাগ মেক্সিকান দর্শক বা আমেরিকানরা তার কিছুই বুঝলো না।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো মিছিলোগুলো, নেতৃত্ব দিচ্ছে টপিটজিন। সাফল্যের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে আত্মবিশ্বাস বহুগণ বেড়ে গেছে তার। মিশরীয় গুপ্তধন হাতের নাগালে চলে আসছে। লাইব্রেরির দলিল, নকশা, শিল্পকর্ম ইত্যাদি সবই নগদ টাকায় রূপান্তর করা হবে। হাতে অঢেল টাকা থাকলে তার রাজনৈতিক সংগঠনের ভিত সারা দেশে শক্তিশালী করা কোনো সমস্যা নয়। ইলেকশনের জন্যে অপেক্ষা করার দরকার কি, পেশাদার ও সুসংগঠিত কর্মীবাহিনীকে দিয়ে, পেশী-শক্তির সহায়তায়, দো লরেঞ্জো সরকারকে উৎখাত করলেই তার স্বপ্ন সার্থক হবে। আর, একবার যদি ক্ষমতা পায় সে, মেক্সিকোকে ক্যাপেসটার পরিবারের সাম্রাজ্য ঘোষণা করা সময়ের ব্যাপার মাত্র।

মিশরে তার ভাইয়ের মৃত্যু সংবাদ এখনও তার কানে আসে নি। তুমুল উত্তেজনার মুহূর্তে তার উপদেষ্টা আর ঘনিষ্ঠ সহকারীরা কমিউনিকেশন ট্রাক ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিলো, ফলে জরুরি বার্তাটা শুনতে পায়নি। হাতে ধরা প্ল্যাটফর্মের পিছু পিছু আসছে তারা, গুপ্তধন দেখার লোভ সামলাতে পারেনি।

সাদা আলখেল্লা পরেছে টপিটজিন, মাথা আর কাঁধ থেকে ঝুলে আছে একটা বাঘের ছাল। তার হাতে, কাপড় পেঁচানো সরু বাঁশের মাথায় এটা ব্যানার, তাতে সাপ ও ঈগলের ছবি আঁকা। এক গাদা পোর্টেবল স্পটলাইটের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে আছে প্ল্যাটফর্মটা। হাত-ইশারায় সামনের ঢালে আলো ফেলার নির্দেশ দিলো সে।

ভারী কিছু ইকুইপমেন্ট ছাড়া দেখার মতো কিছু নেই। খোঁড়াখুড়ির কাজ ফেরে চলে গেছে সবাই। গভীর গর্তটায় বা টানেলে কাউকেই দেখা গেলো না। পরিবেশটা পছন্দ হলো না টপিটজিনের। একটা হাত তুলে মিছিলোগুলোকে থামার নির্দেশ দিলো সে।

আচমকা পাহাড়ের চূড়া থেকে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো নারীকণ্ঠের সুতীক্ষ্ণ বিলাপধ্বনি। তীব্র থেকে তীব্রতর হলো আধিভৌতিক আওয়াজটা, যেনো কোনো বিদেহী আত্মা বা বাস্তপরী আর্তনাদ করে। চিৎকারটা এতই জোরাল, এতই কর্ণবিদারক যে মিছিলে উপস্থিত নারী ও পুরুষরা কানে হাত চাপা দিতে বাধ্য হলো।

এরপর হঠাৎ করেই অনেকগুলো স্ট্রোবলাইটের অত্যুজ্জ্বল আলো সরাসরি মেক্সিকান জনতার মুখের ওপর ঘুসির মতো আঘাত করলো। আরেকটা আলোর

টানেল, নিঃসঙ্গ উত্তর আকাশের কালো গায়ে বিচিত্র আকৃতির নকশা বোনায় ব্যস্ত। হতভম্ব, সম্মোহিত জনতা নির্বাক তাকিয়ে থাকলো আলোটার দিকে।

প্রতি মুহূর্তে উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হলো আলোর প্রদর্শনী। বাতাসে চাবুক মারার সাথে প্রায় হুবহু মিল রেখে অদৃশ্য নারীকণ্ঠের আর্তনাদ বিরতিহীন অত্যাচার হয়ে দাঁড়াল।

তারপর হঠাৎ করেই নিভে গেলো স্ট্রোবলাইট, থেমে গেলো বিলাপধ্বনি।

তারপরও ঝাড়া প্রায় এক মিনিট ধরে সেই রোমহর্ষক চিৎকার শুনতে পেল জনতা, চোখে লেগে থাকলো আলোর বিস্ফোরণ। তারপর, অজানা, উৎস থেকে তাক করা এক টুকরো আলো ধীরে ধীরে উদ্ভাসিত করে তুললো দীর্ঘদেহী এক ছায়ামূর্তিকে. দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়-চূড়ায়। দৃশ্যটা নিখাদ ভৌতিক। ছায়ামূর্তিকে ঘিরে থাকা ধাতব আবরণে লেগে বিচ্ছুরিত হলো আলো, পাহাড়ের ঢালে দাঁড়িয়ে থাকা জনতার মধ্যে অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেলো।

দীর্ঘদেহীর সারা শরীর আলোকিত হয়ে উঠল। এখন তাকে চেনা যাচ্ছে। যোদ্ধার পোশাকে একজন রোমান সৈনিক। তার কোমরে রয়েছে দু'ফলা তলোয়ার, একহাতে বর্শা, অপর হাতে গোল ঢাল।

হতচকিতভাব নিয়ে তাকিয়ে থাকলো টপিটজিন। খেলা, নাকি কৌতুক? আমেরিকানদের ফন্দিটা কি? আলোকিত রোমান সৈনিকের দিক থেকে আযটেক দেবতার দিকে ফিরল জনতা, প্রত্যাশায় অধীর হয়ে অপেক্ষায় থাকলো তিনি কি করেন দেখার জন্যে।

মরিয়া হয়ে ধোঁকা দেয়ার চেষ্টা করতে আমেরিকানরা, সিদ্ধান্ত নিলো টপিটজিন। মিছিল নিয়ে গুপ্তধনের কাছে তাকে পৌছাতে না দেয়ার হাস্যকর অপচেষ্টা।

'ব্যাপারটা ফাঁদ হতে পারে', তার উপদেষ্টাদের একজন মন্তব্য করলেন, 'আপনাকে কিডন্যাপ করে জিম্মি রাখতে চায়।'

ঘৃণার সাথে তার দিকে তাকালো টপিটজিন।

'চালাকি হতে পারে। বাট কিডন্যাপ, নো আমার গায়ে হাত দিলে জনতা খেপে উঠবে, আমেরিকানরা জানে। ওরা আসলে আমার সাথে আলোচনায় বসতে চাইছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টে অফিসারদের সাথে বৈঠক করার অনেক প্রস্তাব আগে আমাকে দিয়েছে ওরা, কান দিইনি আমি। ভৌতিক পরিবেশটা তৈরি করা হয়েছে স্রেফ আমার সাথে মুখোমুখি বসার শেষ একটা চেষ্টা হিসেবে। কি বলার আছে ওদের শুনতে পেলে মন্দ হয় না।'

প্ল্যাটফর্ম নিচে নামাতে বললো টপিটজিন। উপদেষ্টারা কথা বলতে চাইলেও, ইশারায় তাদের থামিয়ে দিলো সে। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করলো একা, স্পটলাইটের উজ্জ্বল আলো উদ্ভাসিত করে রাখল তাকে। আলখেল্লার নিচে তার পা দেখা যাচ্ছে না, মনে হলো উড়ে হলেছে সে।

মাপা পদক্ষেপে এগোল টপিটজিন, কোল্ট পাইথন .৩৫৭ রিভলভারটা আলখেল্লার ভেতর বেল্টে রয়েছে, হাত দিয়ে ছুয়ে আছে সেটা। আরেক হাতে রয়েছে একটা স্মোক বম্ব।

কাছাকাছি পৌঁছে টপিটজিন দেখলো রোমান সৈনিক জ্যান্ত নয় বা রোমান সৈনিকও নয়, ওটা একটা ম্যানিকিন, ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে এ ধরনের অনেক ডামি

সাজিয়ে রাখতে দেখেছে সে। ডামির মুখে স্থির হয়ে আছে বিদ্রুপাত্মক এক চিলতে হাসি, রঙ করা চোখে নিষ্প্রাণ দৃষ্টি, প্লাস্টার করা হাত আর মুখ নিস্প্রভ।

ডামিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে কৌতূহল আরও বেড়ে গেলো টপিটজিনের, তবে প্রতিপক্ষের উদ্দেশ্য বুঝতে না পারায় অস্বস্তিও বোধ করছে সে। এরইমধ্যে ঘাম ফুটে উঠেছে তার কপালে।

তারপর একটা ঝোপের আড়াল থেকে সিধে হলো দীর্ঘদেহী এক লোক। তার পায়ে রেঞ্চ বুট, পরনে ডেনিম আর সাদা টার্টল নেক সোয়েটার। এগিয়ে এসে আলোর বৃত্তে দাঁড়ালো সে। ঘন সবুজ চোখ তার, আর্কটিক বরফের মতো ঠাণ্ডা দৃষ্টি। ম্যানিকিনের ঠিক পাশে দাঁড়িয়েছে সে।

তার কৌতূহলের জয় হয়েছে ভেবে খুশি হয়ে উঠলো টপিটজিন। ইংরেজিতে কথা বললো সে, 'ডামি আর আলোর আয়োজন থেকে কি পেতে চাও তোমরা?'

'তোমার মনোযোগ।'

'দেখা যাচ্ছে সফল হয়েছ। এবার বলো, কি বরতে চায় তোমার সরকার?'

'তোমাকে দেখতে ভীষণ বমিজাগানিয়া লাগছে।'

দপ করে জ্বলে উঠলো টপিটজিনের চোখ দুটো। 'সরাসরি ঈশ্বরের সাথে যে অবতার কথা বলেন, তাঁর প্রতি অসম্মান দেখিয়ে বহুলোক নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছে।'

'আমার নাম, পিট– ডার্ক পিট। আমি আমেরিকার যোগ্য নাগরিক। তুই ব্যাটা গোল্লায় যা!'

'মুখ সামলে কথা বলো।'

'কথা যদি বলতেই হয়, তবে শোনো', পিট বলে, 'তোমার এই অহেতুক ভাব বাদ দাও। তোমার, এবং তোমার পয়গম্বর ভাইটির কথা জানি আমরা। লেডি ফ্ল্যামবোরোকে হাইজ্যাক করে আরোহীদের খুন করার জন্যে যাকে তোমরা ভাড়া করেছিলে, সে কি করেছে শুনবে?' হেসে উঠলো পিট। 'যে সাম্রাজ্য তোমরা গড়ে তুলতে পারোনি, সেই সাম্রাজ্যের ভাবি সম্রাট পল ক্যাপেসটারকে খুন করেছে সে।'

'আমার ভাই...',

পল ক্যাপেসটার 'মারা গেছে' শব্দ দুটো উচ্চারণ করতে পারলো না টপিটজিন।

'তোমার কথা আমি বিশ্বাস করি না।'

'এখনও তাহলে জানো না?' একটু অবাকই হলো পিট।

'চব্বিশ ঘণ্টা হয়নি তার সাথে কথা হয়েছে আমার', জেদের সুরে বললো টপিটজিন। 'পল... আখমত ইয়াজিদ অবশ্যই সুস্থ শরীরে বেঁচে আছে।'

'তোমার ভাই তো ছদ্মবেশে রাজা, তাই না? লাশের ছদ্মবেশ নিয়ে আছে কিনা, দেখলে বলতে পারবে?'

'এই সব মিথ্য কথা বলে তোমার সরকার কি করতে চাইছে?'

'ভালোই হলো, তুমি নিজে থেকে কথাটা তুললে', পিট বললো, 'আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। তোমার অনুসারীরা ডিপোজিটরি চেম্বারে একবার ঢুকলে সব তছনছ করে ফেলবে। মূল্যবান নকশা, দলিল, পাণ্ডুলিপি সব নষ্ট হবে। চুরি হতে শিল্পকর্মগুলো...'

'আমি যা বলি, আমার অনুসারীরা তো শোনে।'

'তাহলে ওদের বলো, সবাই যেনো সীমান্ত পেরিয়ে মেক্সিকোয় ফিরে যায়। মার্কিন সরকারের পক্ষ থেকে বলছি, ওয়াশিংটনের সাথে আলোচনায় বসতে হলে তোমাকে কথা দিতে হবে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিকে একটা সাইন্টিফিক প্রজেক্ট হিসেবে গণ্য করবে তুমি।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে পিটর মুখে কি যেনো খুঁজল টপিটজিন। টান টান করলো শিরদাঁড়া। লম্বায় পিটের চেয়ে দশ সেন্টিমিটার ছোটো সে। ফণা তোলা কেউটের মতো মৃদু দুলছে শরীরটা।

'কথা দিতে হবে, তাই না?' কর্কশ স্বরে হেসে উঠলো সে। 'আমেরিকানদের স্পর্ধা দেখে অবাক হচ্ছি আমি। শর্ত তো যা দেয়ার আমি দেব। পাঁচ লাখ লোক নিয়ে সীমান্ত পেরিয়েছি আমি, আমেরিকান সেনাবাহিনী ঠেকাতে পারে নি। সমস্ত ভালো তাস এখন আমার হাতে। মিশরীয় গুপ্তধন আমার। গোটা সাউথওয়েস্টার্ন স্টেটস আমার হতে যাচ্ছে। আমার ভাই পল শাসন করবে মিশরকে। আমাদের ছোটো ভাইও একদিন ক্ষমতা দখল করবে ব্রাজিলে। আমেরিকানদের জানিয়ে দাও, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি মেক্সিকোয় তুলে নিয়ে যাচ্ছি আমরা। বাধা দেয়া হলে পাঁচ লাখ লোককে লেলিয়ে দিব আমি। আগুন ধরিয়ে দেব লাইব্রেরিতে।'

'বলতে বাধ্য হচ্ছি, তোমার চিন্তাভাবনা অত্যন্ত উন্নাসিক, ক্যাপেসটার। নিজেকে কি নেপোলিয়ন ভাবো নাকি?'

পিটের শান্ত, নিরুদ্বিগ্ন হাবভাব লক্ষ করে অস্বস্তিবোধ করছে টপিটজিন। 'গুডবাই, মি. পিট। ফালতু আলাপ করার সময় নেই আমার হাতে। চিন্তা কোরো না, তোমার ছাল ছাড়িয়ে পাঠিয়ে দেয়া হবে হোয়াইট হাউসে।'

'দুঃখের বিষয়, আমার চামড়ায় কোনো উল্কি নেই–কেউ চিনবে ওটাকে।'

টপিটজিনের অস্বস্তি বাড়লো আরও। এমন নির্লিপ্ত তাচ্ছিল্যের সাথে কেউ তার সাথে কথা বলে না। পিটের দিকে পিছন ফিরল সে, নিচে দাঁড়ানো জনসমুদ্রের উদ্দেশে হাত দুটো তুলতে শুরু করলো। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি লুট করার সময় হয়েছে।

'বিশাল সম্পদ, সব কিছুর মালিক তুমি হতে যাচ্ছ, জনতার মধ্যে বিলিয়ে দেয়ার আগে নিজের চোখে একবার দেখবে না? আলেকজান্ডার দি গ্রেটের সোনার কফিন রয়েছে ওখানে। রয়েছে....'

ধীরে ধীর শরীরের দু'পাশে নেমে এলো টপিটজিনের হাত দুটো। তার মুখ লালচে হয়ে উঠলো উত্তেজনায়।

'কি বললে? আলেকজান্ডারের কফিন? সত্যি ওটার অস্তিত্ব আছে?

'অবশ্যই আছে। শুধু তাই নয়, আলেকজান্ডারের দেহাবশেষ দেখাতে পারি তোমাকে। যদি ভয় না পাও, আমি তোমার গাইড হতে রাজি আছি।'

ভুরু কুঁচকে পিটের দিকে তাকিয়ে থাকলো টপিটজিন। জনতার দিকে পিছন ফিরে রয়েছে সে, আলখেল্লার ভেতর থেকে রিভলভারটা বের করে আস্তিনের একটা পকেটে রাখল্ ভক্তরা জানে, আধ্যাত্মিক শক্তিই রক্ষা করবে তাকে,তাদের আযটেক অবতার সাথে কোনো রকম অস্ত্র রাখেন না। অপর হাতে স্মোক বমটা শক্ত করে ধরলো সে।

'যদি ভেবে থাকো আমার কোনো ক্ষতি করবে, ভুলে যাও। টানেলে আর কেউ যদি থাকে, দেখামাত্র প্রথমে তোমার শিরদাঁড়ায় গুলি করব আমি।'

চেহারায় কৃত্রিম গোবেচারা ভাব ফুটিয়ে পিট বললো, 'তোমার ক্ষতি করে আমার কি লাভ? ভেছে জানি না, তোমার ক্ষতি হলে মেক্সিকান জনতা আমাকে টুকরো টুকরো করবে?'

'প্রকৌশলীরা কোথায়, টানেলে যারা কাজ করছিলো?'

'সবাইকে ডেকে নেয়া হয়েছে নদীর ধারে।'

কথাটা সত্যি বলে বিশ্বাস করলো টপিটজিন।

'তোমার শার্ট তোলো, আমাকে দেখাও বগলের নিচে বা শোল্ডার ব্লেডের মাঝখানে কিছু লুকিয়ে রখেছ কি না।'

'এত লোকের সামনে?'

'যা বলছি করো', ধমক দিলো টপিটজিন। 'বুট দুটোও খুলবে।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তাই করলো পিট। লুকানো ট্র্যান্সমিটার বা অস্ত্র, কিছুই টপিটজিনের চোখে পড়লো না।

মাথা ঝাঁকাল সে। শ্যাফটের প্রবেশ মুখের দিকে ইঙ্গিত করলো। 'তুমি আগে থাকো, আমি অনুসরণ করব।'

'ডামিটা ভেতরে বয়ে নিয়ে গেলে তুমি কিছু মনে করবে? অস্ত্রগুলো সত্যি রোমান যুগের।'

'ভেতরে ঢোকার পর একপাশে নামিয়ে রাখবে ওগুলো', অনুমতি দিলো টপিটজিন। পিটের দিকে পিছন ফিরে উপদেষ্টাদের সঙ্কেত দিলো সে, জানাল সব ঠিক আছে।

কাপড়চোপড় ঠিকঠাক করে নিয়ে তৈরি হলো পিট। ডামি থেকে অস্ত্রগুলো খুলে নিয়ে শ্যাফটের ভেতর ঢুকল।

ছাদটা দু'মিটারের চেয়ে কম উঁচু, হাঁটার সময় মাথা নিচু করে রাখতে হলো পিটকে। বর্শা আর তলোয়ারটা টানেলের দেয়াল ঘেঁষে নামিযে রাখল ও, শুধু ঢালটা সাথে থাকলো। মাথার ওপর আড়াল হিসেবে ধরে রাখল সেটাকে, যেনো ভয় করছে ছাদ থেকে পাথর খসে পড়তে পারে।

ব্যাপারটা দেখেও গুরুত্ব দিলো না টপিটজিন। .৩৫৭ ম্যাগনাম হ্যান্ডগানের একটা বুলেটের সামনে ঢালটা একটা পাতলা কাগজ ছাড়া আর কি।

টালের মেঝে প্রথম বারো ফুট চালু হয়ে নেমে গেছে। ছাদ থেকে ঝুলে আছে খানিক পর পর একটা করে ফ্লাডলাইট। আর্মি প্রকৌশলীরা। দক্ষতার সাথে পরিছন্ন কাজ করেছে, মেঝে ও দেয়াল প্রায় সমতল ও মসৃণ। হাঁটতে কোনো অসুবিধে হলো না ওদের। তবে ভাপসা একটা গন্ধ আছে বাতাসে। আর পায়ের চারধারে উড়ছে ধুলো।

'ছবি আর শব্দ রিসিভ করছেন, মি. প্রেসিডেন্ট?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল কার্টিস চ্যান্ডলার।

'সব ঠিক আছে, জেনারেল। ওদের কথাবার্তা পরিষ্কার কোনা যাচ্ছে। তবে টানেলে ঢোকার পর ক্যামেরার নাগাল থেকে বেরিয়ে গেছে।'

'কফিন চেম্বারে আবার ওদেরকে দেখতে পাব আমরা, ওখানেও আমাদের লুকানো ক্যামেরা আছে।

'পিটের সাথে যোগাযোগের কি ব্যবস্থা করা হয়েছে?' মার্টিন ব্রোগানের প্রশ্ন।

'প্রাচীন ঢালের ভেতর ঢোকানো আছে মাইক্রোফোন আর ট্র্যান্সমিটার।'

'উনি কি সশস্ত্র?'

সিচুয়েশন রুমে নেমে এলো নিস্তব্ধতা। উপস্থিত সবার দৃষ্টি সরে গেলো দ্বিতীয় মনিটরে, গনগোরা হিলের নিচের একটা সদ্য খোঁড়া চেম্বার দেখা যাচ্ছে সেটায়। ক্যামেরা তাক করা রয়েছে চেম্বারের মাঝখানে রাখা সোনালি ক্যাসকিটের ওপর।

'ও আবার কে?' কঠিন সুরে জিজ্ঞেস করলেন ডেইল নিকোলাস।

চোখ সরু হয়ে গেলো ব্রোগানের। 'কার কথা বলছেন?'

টানেলে ঢোকার প্রবেশমুখে তাক করে থাকা ক্যামেরার ছবি প্রথম মনিটরে এখনও ফুটে রয়েছে, সেটার দিকে হাত তুললেন ডেইল নিকোলাস। 'পরিষ্কার দেখলাম ক্যামেরার সামনে দিয়ে একটা ছায়া সরে গেলো। টানেলে ঢুকেছে কেউ।'

'আমি কিছু দেখি নি', বললেন জেনারেল মেটক্যাফ।

'আমিও দ্বিতীয় মনিটরের দিকে তাকিয়েছিলাম', বললেন প্রেসিডেন্ট। সামনে ঝুঁকে মাইক্রোফোনের বোতামে চাপ দিলেন তিনি।

'জেনারেল কার্টিস?'

'মি. প্রেসিডেন্ট', তাড়াতাড়ি সাড়া দিলেন জেনারেল।

'ডেইল নিকোলাস বলছেন, পিট ও টপিটজিনের পিছু পিছু আরেকজন কেউ টানেলে ঢুকেছে।'

'আমার এইডদের একজনও তাই বলছে।'

ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলেন ডেইল নিকোলাস, 'আমি তাহলে ভূত দেখিনি।'

'কোন ধারণা আছে, কে হতে পারে লোকটা?'

'যে-ই হোক', বললেন জেনারেল কার্টিস, উদ্বেগ ফুটে উঠলো তাঁর চেহারায়, 'লোকটা আমাদের কেউ নয়।'

ছিয়াত্তর

'তুমি দেখছি খোঁড়াচ্ছে', বললো রবার্ট। 'কেন?'

'ও কিছু না, সামান্য চোট পেয়েছি', বললো পিট। 'বিনিময়ে রক্ষা পেয়েছে দুজন প্রেসিডেন্ট আর মহাসচিব হে'লা কামিলের প্রাণ।'

পিটের প্রতিটি নড়াচড়ার ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে রবার্ট। মনে প্রশ্ন ও কৌতূহল থাকলেও, এপ্রসঙ্গে আলোচনাটা বাড়তে দিলো না সে।

আরও খানিকটা সামনে চওড়া হয়ে গেছে টানেল, মিশেছে বৃত্তাকার একটা গ্যালারিতে। চারটে পায়ার ওপর রয়েছে সোনালি কফিনটা, পায়াগুলো দেখতে অনেকটা চাইনিজ ড্রাগনের মতো। মাথার ওপর থেকে আলো পড়ায় সোনালি রঙ চকচক করছে। একদিকে দেয়ালে কাত করে রাখা হয়েছে রোমান সৈনিকদের বিভিন্ন ধরনের অস্ত্রশস্ত্র।

'আলেকজান্ডার দি গ্রেট', ঘোষণার সুরে বললো পিট। 'শিল্প আর প্যাপিরাস রয়েছে পাশের চেম্বারে।'

মুগ্ধ চেহারা নিয়ে ধীরে ধীরে এগোল রবার্ট, একটা চোখ পিটের ওপর। ক্যাসকিটের পাশে গিয়ে দাঁড়ালো সে। হাত বাড়িয়ে ছুঁলো। তারপর, হঠাৎ ঝট করে হাতটা তুলে নিয়ে পিটের দিকে পুরোপুরি ঘুরলো সে। 'আমার সাথে চালাকি, তাই না? দু'হাজার বছরের পুরানো কফিন এটা, তাই না?' রাগে, আক্রোশে হাঁপাচ্ছে সে। 'এখনও রঙ পর্যন্ত শুকায়নি।'

'গ্রিক বিজ্ঞানীরা অত্যন্ত অ্যাডভান্সড....'

'শাট আপ!' গর্জে উঠলো রবার্ট, ডান আস্তিন থেকে হাতে চলে এলো রিভলভারটা। 'আর একটা কথাও শুনতে চাই না। আমি জানতে চাই, গুপ্তধনগুলো কোথায়?'

পিছু হটতে শুরু করলো পিট, চেহারায় কৃত্রিম আতঙ্ক।

'আমাকে মেরো না, রবার্ট। প্রাচীন বর্শা আর তলোয়ার ঝুলে থাকা দেয়ালে পিঠ ঠেকল্ 'তোমাকে আমি সত্যি কথাটা বলে দিচ্ছি। মেইন ডিপোজিটরি চেম্বার এখনও পাইনি আমরা।' পিটের দৃষ্টি প্রতি মুহূর্তে সোনালি কফিন আর রবার্টর মুখে ওঠা নামা করছে, যেনো ওটা থেকে হঠাৎ কেউ বেরিয়ে আসবে বলে ভয় পাচ্ছে ও।

পিটের চোরাদৃষ্টি লক্ষ করে হাসতে শুরু করলো রবার্ট। কফিনটার দিকে রিভলভার তাক করলো সে। ট্রিগার টেপার সময় তার চোখে পলক পড়লো না। চারটে ফুটো তৈরি হলো কফিনের গায়ে। পাথুর চেম্বারের ভেতর কামান দাগার শব্দ হলো।

চালাকিটা ধরলো রবার্ট। 'তোমার ব্যাক আপ, মি. পিট?' খেঁকিয়ে উঠলো সে। 'তুমি দেখছি একটা রামছাগল।'

'ওকে লুকিয়ে রাখার আর কোনো জায়গা পাইনি', হতাশ সুরে বললো পিট।

এক ঝটকায় কফিনের চাকনিটা তুলে ভেতরে তাকালো রবার্ট। আচমকা রক্তশূন্য দেখালো তাকে। আতঙ্কে কেঁপে উঠলো গোটা শরীর, হাত থেকে খসে গিয়ে সশব্দে বন্ধ হলো ঢাকনিটা। ঠোঁটের ফাঁক গলে বেরিয়ে এলো অস্পষ্ট গোঙানির শব্দ।

সামান্য একটু ঘুরলো পিট, ফলে ঢালের আড়ালে ওর ডান হাতের নড়াচড়া ধরা পড়লো না রবার্টর চোখে। চেম্বারের দেয়াল ঘেঁষে সরে যাচ্ছে ও, এক সময় রবার্টর বাম দিকে মুখ করলো। অস্বস্তির সাথে চোখ বুলালো একবার হাতঘড়ির ওপর। ওর জন্যে নির্দিষ্ট করা সময় এরই মধ্যে পেরিয়ে গেছে।

কাঁপা হাতে আরেকবার কফিনের ঢাকনিটা ধরলো রবার্ট। এবার ঢাকনিটা পুরোপুরি তুললো সে, ফলে ছেড়ে দেয়ার সাথে সাথে উল্টো দিকে পড়লো সেটা, খোলা তাকল কফিন। ভেতরে তাকিয়ে বিড়বিড় করে উঠলো সে,

'পল....সত্যি পল ও...।' শোকে ও বিস্ময়ে পাথর হয়ে গেছে লোকটা।

'প্রেসিডেন্ট হাসান চাননি আখমত ইয়াজিদকে মিশরে কবর দেয়া হোক', মৃদুকণ্ঠে বললো পিট। 'মৌলবাদীরা তাকে শহীদ বানিয়ে ফেলতে পারে। সেজন্যেই লাশটা এখানে পাঠানো হয়েছে, তোমরা দু'জনেই যাতে এক জায়গায় শুয়ে থাকতে পারো।'

কফিনের দিক থেকে চোখ তুললো রবার্ট। উদ্‌ভ্রান্ত দুষ্টি। 'এসবের সাথে তোমার কি সম্পর্ক?'

'যে দলটা লাইব্রেরি আর ট্রেজার খুঁজে বের করেছে, আমি সেই দলের নেতা', মৃদু হাসলো পিট। 'লেডি ফ্ল্যামবোরোকেও আমি খুঁজে পেয়েছি। টানেলে আমারই সাথে গোলাগুলিতে মারা গেছে আখমতের ডান হাত, সুলেমান। দুঃখিত, এবারে তোমার মরণ এসে গেছে।'

'তুই মরার আগে নয়!' বলেই লাফ দেয়ার ভঙ্গিতে নিচু হলো রবার্ট, রিভলভার ধরা হাতটা লম্বা করলো পিটের দিকে।

তৈরি ছিলো পিট। দেয়াল থেকে আগেই একটা তলোয়ার নিয়েছে ও। ইতোমধ্যে মাথার ওপর তুলেও ফেলেছে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নামিয়ে আনলো সেটা।

গুলি হলো। মাত্র এক মিটার দূর থেকে পিটের মাথা লক্ষ্য করে দু'হাতে ধরা রিভলভারের ট্রিগার টেনেছে রবার্ট। ঢালে লেগে পিছলে গেলো বুলেট। পরমুহূর্তে বিকট আর্তনাদ বেরিয়ে এলো তার গলা চিরে। অবিশ্বাসে বিস্ফারিত চোখে কনুই থেকে বিচ্ছিন্ন জোড়া হাতের দিকে তাকিয়ে আছে সে, ছিটকে খানিকটা ওপরে উঠে এসেছে সেগুলো।

শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে নিচে নেমেলে জোড়া হাত, এখনও এক হয়ে আছে, দুই তালুর মাঝখানে আটকে রয়েছে রিভলভারটা। লাইমস্টোন মেঝেতে পড়ার পরও দুটো হাত আলাদা হলো না।

রবার্টের গলা ফাটানো চিৎকারে চেম্বারে টেকা দায় হয়ে উঠল। ধীরে ধীরে হাঁটু দুটো ভাঁজ হলো তার বিকৃত চেহারা নিয়ে তাকিয়ে আছে হাত দুটোর দিকে যেনো বিশ্বাস করতে পারছে না ওগুলো এখন আর তার শরীরের অংশ নয়।

মেঝেতে হাঁটু গেড়ে থাকলো রবার্ট, এদিক ওদিক দুলছে। ধীরে ধীরে মুখ তুলে পিটর দিকে কাতাল সে। চোখে ঢুলু ঢুলু দৃষ্টি।

'এটা কেনো?' ফিসফিস করে জানতে চাইলো সে। 'একটা বুলেট নয় কেনো?'

'তোমাকে দিয়ে ছোট্ট একটা ঋণ শোধ করানো হলো', বললো পিট। 'গাই রিভাসের কথা মনে পড়ে?'

'রিভাস তোর পরিচিত?'

মাথা নাড়লো পিট। 'তার বন্ধুদের কাছে শুনছি, কিভাবে তুমি তাকে কষ্ট দিয়েছ। শুনেছি, আত্মীয়স্বজনরা জানতো না যে তারা শুধু তার চামড়াটুকু কবর দিচ্ছে।'

'বন্ধু?' বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো রবার্ট।

'আমার নয়, আরেক ভদ্রলোকের, যিনি হোয়াইট হাউসে বাস করেন', ঠাণ্ডা সুরে বললো পিট। আরেকবার হাতঘড়ির ওপর চোখ বুলালো তারপর তাকালো রবার্ট ক্যাপেসটারর দিকে। লোকটার করুণ পরিণতি দেখে বিন্দুমাত্র সহানুভূতি জাগল না মনে। 'দুঃখিত, জায়গাটা পরিষ্কার করার কাজে তোমাকে আমি সাহায্য করতে পারছি না। আমাকে কেটে পড়তে হবে।' ঘুরলো পিট, পা বাড়াল এগজিট টানেলের দিকে।

দু'পা এগিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো পিট। বেঁটেখাট, স্থূল এক লোক চেম্বারে ঢোকার মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে, হাতে একটা শটগান-পিস্তল, সরাসরি পিটের তলপেট লক্ষ্য করে ধরা।

'তাড়াহুড়োর কোনো দরকার নেই. মি. পিট।' কর্তৃত্বের সুরে, থমথমে গলায় বললো সে। 'কেউ আপনারা কোথাও যাচ্ছেন না।'

সাত্তার

তৃতীয় পক্ষের উপস্থিতি সম্পর্কে ধারণা থাকলেও, লোকটাকে আচমকা উদয় হতে দেখতে সিচুয়েশন রুমের দর্শকরা প্রায় সবাই আঁতকে উঠলেন। গনগোরা হিলের গভীর পাতালে উত্তেজনাকর নাটকটা বিপজ্জনক মোড় নিতে যাচ্ছে।

'জেনারেল কার্টিস, তীক্ষ্ণকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন প্রেসিডেন্ট, 'কি ঘটছে ওখানে? কে এই লোক?'

'মনিটরে আমরাও ওকে দেখতে পাচ্ছি, মি. প্রেসিডেন্ট। ঠিক বুঝতে পারছি না, সম্ভবত টপিটজিনের লোকই হবে।'

'পিটকে সাহায্য করার জন্যে একটা দল পাঠান', নির্দেশ দিলেন জেনারেল মেটক্যাফ।

প্রতিবাদ করলেন জেনারেল কার্টিস, 'স্যার, জনতা বাধা দেবে। ভিড়ের ভেতর দিয়ে ছাড়া ওখানে ওঠার আর কোনো পথ নেই।'

'উনি ঠিকই বলছেন', সায় দিলেন জুলিয়াস শিলার। 'জনতা খেপে উঠলে সামলানো যাবে না।'

'আগন্তুক গেলো কিভাবে?' জিজ্ঞেস করলেন জেনারেল মেটক্যাফ। 'সে যদি পারে, তোমরা দু'জন লোক পাঠাতে পারবে না কেনো?'

'সেটা দশ মিনিট আগের ঘটনা, এখন আর সম্ভব নয়, স্যার। টপিটজিনের লোকেরা আরও ফ্লাডলাইটের ব্যবস্থা করেছে। গোটা এলাকায় গিজ গিজ করছে মেক্সিকানরা। ঢালগুলোয় পা ফেলার জায়গা নেই। গাড়ি নিয়ে এগোনো তো অসম্ভব।'

সিনেটরের দিকে তাকালেন প্রেসিডেন্ট কথা বলার আগে বড় করে দম নিলেন তিনি। 'জর্জ, মেক্সিকানরা যদি পাহাড়ের ওপর উঠতে শুরু করে, আপনার ছেলে বেরিয়ে আসার আগেই অপারেশনের ইতি ঘটাতে হবে আমাদের।'

চোখের ওপর একবার হাত বুলালেন সিনেটর পিট। তারপর মনিটরের দিকে তাকালেন। 'ডার্ক পারবে', ছোট্ট করে বললেন তিনি।

আচমকা চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন ডেইল নিকোলাস। মনিটরের দিকে একটা হাত লম্বা করে দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন তিনি, 'পাহাড় বেয়ে উঠছে ওরা!'

আড়াই হাজার কিলোমিটার দূরে সবাই যখন ওর প্রাণরক্ষার সম্ভাবনা নিয়ে তর্ক করছেন, ঠিক সেই মুহূর্তে পিটের প্রধান মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়িয়েছে শটগান পিস্তলের কালো মুখ। অস্ত্রটা বাগিয়ে ধরার ভঙ্গি দেখেই বুঝতে পারলো এ লোক আরও বহুবার খুন করেছে। অস্ত্রের পিছনে লোকটার মুখ ম্লান, চোখে উৎসাহহীন দৃষ্টি, সব মিলিয়ে যেনো একঘেয়েমির শিকার। আরেকজন জাতখুনী, ভাবল

'কে তুমি?'

'ইবনে তেলমুক। সুলেমান আজিজ আমাকে তাঁর বিশ্বস্ত ভক্ত হিসেবে চিনতেন।'

হ্যাঁ, ভাবল পিট। কল্পনার চোখে ক্রাশিং মিলের সামনের রাস্তায় আতঙ্কবাদীদের দেখতে পেল ও। 'তোমরা দেখছি প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভোলো না।'

'তাঁর শেষ ইচ্ছে ছিলো আমি যেনো তোমাকে খুন করি।'

ডান হাতটা অত্যন্ত ধীর নিচে নামাল পিট, তরোয়ালের ডগাটা চেম্বারের মেঝের দিকে তাকল করলো। তার এই ভঙ্গি, সাহসী লোকের পরাজয় মেনে নেয়ার ভঙ্গি। পেশী শিথিল করে দিলো ও, ঝুলে পড়লো কাঁধ, সামান্য বাঁকা হলো হাঁটু দুটো।

'সান্টা-ইনেজে ছিলে তুমি।'

'হ্যাঁ, সুলেমান আজিজ আর আমি একসাথে মিশরে পালিয়ে যাই।'

পিটের ঘন কালো ভুরু দুটো এক হলো। গুলি খাবার পর সুলেমান আজিজ তাহলে বেঁচে গিয়েছিলো? নাহ, আর বোধ হয় পালাবার সময়ও হাতে নেই। কথার জবাব না দিয়ে লোকটার উচিত ছিলো ওকে লক্ষ্য করে গুলি করা। লোকটা ওকে নিয়ে খেলছে, বিড়াল যেমন ইঁদুরকে নিয়ে খেলে। পঞ্চাশটা পেলেট ছুটে আসবে কথার মাঝখানে হঠাৎ।

সময় নষ্ট করলেও পুরস্কার পাওয়ার কোনো উপায় নেই। ইবনের দিকে তাকিয়ে দূরত্বটা আন্দাজ করার চেষ্টা করলো পিট। কোনো দিকে লাফ দেয়া যায়, যখন গুলি হলে? সহজ ভঙ্গিতে ঢালটা শরীরের সামনে আনলো।

রক্তাক্ত দুই কনুইয়ে আলখেল্লা, জড়ানো শেষ করলো রবার্ট ক্যাপেসটার। সারাক্ষণ ফোঁপাচ্ছে সে। রক্তে ভিজে আলখেল্লার একটা অংশ লালে লাল। ইবনের দিকে তাকালো সে।

'মারো ওকে!' নিস্তেজ গলা থেকে চিঁচিঁ আওয়াজ বেরুল। 'দেখো আমার কি অবস্থা করেছে ও! মারো! গুলি করো।'

'তুমি কে?' জিজ্ঞেস করলো ইবনে, পিটের ওপর চোখ।

'আমি টপিটজিন।'

'ওর আসল নাম রবার্ট ক্যাপেসটার', বললো পিট। 'শাল এক নম্বরের ভন্ড।'

ক্রল করে ইবনের দিকে এগোল রবার্ট, তার পায়ের কাছে এসে থামলো। কাঁদছে, হাঁপাচ্ছে, মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ইবনের দিকে। 'ওর কথায় কান দিয়ো না', আবেদনে কাঙালের সুর। 'এই ব্যাটা ছিঁচকে চোর একটা।'

এই প্রথম নিঃশব্দে হাসলো ইবনে। 'তা কি করে হয়। ওর ফাইল আমি পড়েছি। কোনো ব্যাপারেই ছিঁচকে নয় ও।'

পরিস্থিতি অনুকূল, ভাবল পিট। মুহূর্তের জন্যে হলেও, ইবনের মনেযোগ কেড়ে নিতে পেরেছে রবার্ট। এক পাশে সরতে শুরু করলো ও, প্রতিবার এক সেন্টিমিটারের বেশি নয়, চেষ্টা করছে ওর এবং ইবনের মাঝখানে যেনো চলে আসে রবার্ট।

'সুলেমান আজিজ কোথায়?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো পিট।

'উনি মারা গেছেন', জানালো ইবনে। হঠাৎ জ্বলে উঠলো তার চোখ দুটো। 'শুওরের বাচ্চা আখমত ইয়াজিদটাকে খুন করার পর উনি মারা গেছেন।'

চেম্বারে যেনো বোমা ফাটল, অন্তত রবার্টকে চমকে উঠতে দেখে তাই মনে হলো পিটের। নিজের অজান্তেই রবার্টর দৃষ্টি ছুটে গেলো সোনালি কফিনটার ওপর। আবার সেই চিঁচিঁ, অস্পষ্ট গলায় বললো সে, 'তারমানে আমার ভাই নিজের লোকের হাতে খুন হয়েছে। ওই লোককেই তো পল, লেডি ফ্ল্যামবোরো হাইজ্যাক করার দায়িত্ব দিয়েছিলো।'

আরেক সেন্টিমিটার সরলো পিট।

ভুরু কপালে তুলে মিশরীয় আততায়ী জিজ্ঞেস করলো, 'আখমত ইয়াজিদ তোমার ভাই ছিলো?'

'দেখলে তুমি আখমত ইয়াজিদকে চিনতে পারবে?' জিজ্ঞেস করলো পিট।

পিটের দিকে ফিরে নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ইবনে। 'মিশরে কে তাকে চেনে না?'

মরিয়া হয়ে ভাবল পিট, কিছু সুবিধে সে পাচ্ছে, কিন্তু সময় মতো কাজে লাগাতে পারবে তো? আখমত ইয়াজিদকে দেখার পর ইবনের কি প্রতিক্রিয়া হয় তার ওপর নির্ভর করছে সব।

'তাহলে কফিনটার ভেতর উঁকি দাও।'

'নোড়ো না, পিট। নড়ার কথা ভাবতেও নিষেধ করছি তোমাকে', বলতে বলতে কফিনটার দিকে এগোল ইবনে। পিটের দিকে তাকিয়ে আছে সে, পা ফেলছে ধীরে ধীরে, প্রতিবার একটা করে। তার ডান নিতম্বে কফিনের একটা কোণ ঠেকল। হাতের শটগান পিটের দিকে স্থির রেখে কফিনের ভেতর একবার তাকালো সে, পরমুহূর্তে পিটের দিকে ফিরল।

এক চুলও নড়েনি পিট।

এ এক ধরনের জুয়া খেলা। অপ্রত্যাশিত কিছু দেখলে একবার নয়, অন্তত দুইবার তাকায় মানুষ। প্রথমবার ইবনে শুধু চোখ বুলিয়েছে। আরেকবার ভালো করে দেখার একটা তীব্র ইচ্ছে তার অজান্তেই মনের ভেতর মাথাচাড়া দিচ্ছে। পিটের বিশ্বাস, দ্বিতীয় বার কফিনের ভেতর তাকাতেই হবে ইবনেকে। ঠিক তাই করলো সে।

গনগোরা পাহাড়ের আধ কিলোমিটার পশ্চিমে রয়েছে স্পেশাল অপারেশনস ফোর্সের কমান্ড ট্রাক। টিভি মনিটরের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার, তাঁর দু'পাশে বাকি সবাই।

অনড় মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে লিলি, মুখ রক্তশূন্য।

অস্থির পায়ে পায়চারি করছে কর্নেল হোলিস। তার একহাতে ছোটো একটা আলট্রা হাই-ফ্রিকোয়েন্সি ডিটোনেশন ট্র্যান্সমিটার, অপর হাতে শক্ত করে ধরা ফোনের রিসিভার। রিসিভার চিৎকার করছে সে, জেনারেল কার্টিসের একজন এইডের উদ্দেশে,

'বললেই আমি ডিটোনেট করব? সবদিক আমাকে ভেবে দেখতে হবে না? মেক্সিকানরা আগে ডেঞ্জার পেরিমিটার পেরুক, তারপর দেখা যাবে।'

এইড, একজন কর্নেল, বললো, 'ঢাল বেয়ে প্রায় উঠে পড়েছে লোকজন।'

'আরও ত্রিশ সেকেন্ড পর। তার আগে নয়!' হুঙ্কার ছাড়ল কর্নেল হোলিস।

'জেনারেল কার্টিস চাইছেন এই মুহূর্তে আপনি উড়িয়ে দিন পাহাড়টা। পাল্টা হুঙ্কার ছাড়ল এইড। 'আপনার প্রতি এটা একটা অর্ডার, স্বয়ং প্রেসিডেন্টের তরফ থেকে।'

'আপনি টেলিফোনে একটা কণ্ঠস্বর ছাড়া কিছু নন, কর্নেল', প্রায় বিদ্রূপের সুরে বললো কর্নেল হোলিস। 'অর্ডারটা আমি সরাসরি প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পেতে চাই।'

'আপনি কোর্ট-মার্শালের ঝুঁকি নিচ্ছেন, কর্নেল স্যার।'

'এই প্রথমবার নয়।'

ভয়ে আর অস্থিরতায় হাঁপাচ্ছেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার। 'পারবে না। ডার্ক পারবে না।'

'আপনারা শুধু বসে বসে চিৎকার করবেন আর মাথার চুল ছিঁড়বেন। কিছু করতে পারেন না? আবেদনভরা দৃষ্টিতে অ্যাডমিরালের দিকে তাকালো লিলি। 'ওর সাথে কথা বলুন। টিভি ক্যামেরার সাথে লাগানো স্পীকারে আপনাদের গলা শুনতে পাবে পিট।'

'ওর মনোযোগ নষ্ট করলে সর্বনাশ ঘটে যাবে', জবাব দিলো কর্নেল। 'স্পীকার থেকে আওয়াজ বেরুলেই চমকে উঠবে পিট, সাথে সাথে ওকে খুন করবে ইবনে।'

'পেয়েছি!' হ্যাঁচকা টানে কমান্ড ট্রাকের দরোজা খুলে নিচে লাফ দিয়ে পড়লো সে, ছুটল স্যামের জীপ লক্ষ্য করে। কর্নেল হোলিসের লোকজন বাধা দেয়ার আগেই তীরবেগে রওনা হয়ে গেলো জীপটা গনগোরা হিলের উদ্দেশে।

দ্রুত লাফ দিলো পিট, যেনো কুণ্ডলী খুলে ছোবল দিলো একটা সাপ। আবার ঝিক করে উঠলো তলোয়ারের ফলা।

ওর পেশীবহুল হাতটা কাঁধের সমস্ত শক্তি নিয়ে নিচে নামল। অনুভব করলো, শুনতেও পেল, তলোয়ারের ফলা নরম কিছুতে সেঁধোবার আগে কঠিন কিছুর সাথে ঘষা খেয়েছে। একটা বিস্ফোরণ ঘটল, ঠিক যেনো ওর মুখের ওপর। বিস্ফোরণের ধাক্কা প্রায় সবটুকু ঢালের মাঝখানে লাগল, পিছলে সিলিংয়ের দিকে উঠে গেলো পেলেটগুলো। প্রাচীন ঢালের গায়ে শক্ত কাটের আবরণ লাগিয়েছে আজ দুপুরে জন ডিলিঞ্জার, সেটায় গর্ত হলেও ফুটো হলো না তলোয়ার ধরা রার হাত বৃত্ত রচনা শেষ করলো। দেরি না করে আবার সেটাকে হ্যাঁচকা টানে ওর ওপর দিকে তুললো পিট।

ইবনে যথেষ্ট ক্ষিপ্র, তবে আখমত ইয়াজিদকে কফিনের ভেতর দেখে, বিস্ময়ের ঘোর কাটতে এক সেকেন্ড দেরি হলো তার। চোখের কোণ থেকে পিটকে লাফ দিতে দেখতে পেয়ে ঠিকমত লক্ষস্থির না করেই শটগানের টিগার টেনে দেয়, পরমুহূর্তে ঘটগনের ব্রিচে ঘষা খেয়ে কব্জির কয়েক ইঞ্চি নিয়ে আঘাত করলো তলোয়ারের ফলা। পাঁচটার মধ্যে চারটে আঙুলই হাত থেকে খসে মেঝেতে পড়ে গেলো।

এমনভাবে গোঙাতে শুরু করলো ইবনে, যেনো বিষম খেয়েছে। রবার্ট ক্যাপেসটারের জোড়া হতে এখনও ধরা রয়েছে কোল্ট পাইথন, ঠিক সেটার পাশে ছিটকে পড়েছে শটগানটা। তবে নিচের দিক থেকে উঠে আসা পিটের দ্বিতীয় আঘাতটা এগিয়ে গেলো ইবনে ছোট্ট একটা লাখ দিয়ে। পরমুহূর্তে, দমকা বাতাসের মতো শরীরে মোচড়া দিয়ে পিটকে লক্ষ্য করে ঝাঁপিয়ে পড়লো সে।

সরে যেতে গিয়ে বিপদটা টের পেল পিট। লাফ দিলো, কিন্তু ভাঁজ হয়ে গেলো ডান হাঁটু। দেরিতে হলেও, কারণটা বুঝতে পারলো ও। শটগানের একটা কি দুটো পেলেট ওর পায়ের ঢুকেছে। আহত পা-টাই জখম হয়েছে আবার।

ভাঁজ করা হাত-পা নিয়ে পিটের ওপর আছড়ে পড়লো ইবনে। তাল সামলাতে গিয়ে তলোয়ারটা হাতছাড়া হয়ে গেলো পিটের। অপর হাতটা ঢালের ভেতর দিকে স্ট্র্যাপের সাথে আটকে গেছে। ধীরে ধীরে, সচেতনভাবে, অক্ষত হাতটা দিয়ে পিটের গলা চেপে ধরলো ইবনে।

'কিল হিম!' উন্মাদের মতো চিৎকার জুড়ে দিলো রবার্ট ক্যাপেসটার। 'এই সুযোগ ছেড়ো না! খুন করো ওকে! কিল হিম! কিল হিম!'

ইবনের ভারী শরীর বুকে নিয়ে ঘড়ির কাঁটার মতো ঘুরতে চেষ্টা করলো পিট, হাতের কিনারা দিয়ে কোপ মারল শত্রুর কণ্ঠায়। এ ধরনের আঘাতে বেশিরভাগ মানুষ দম আটকে মারা যায়, অন্তত জ্ঞান না হারিয়ে পারে না। ইবনে শুধু ঘর্ঘর ঘর্ঘর আওয়াজ ছেড়ে দুহাতে চেপে ধরলো নিজের গলাটা, গড়িয়ে নেমে গেল পিটের বুক থেকে।

মাতালের মতো টলতে টলতে দু'জনেই দাঁড়ালো ওরা। এক পায়ে এই জায়গায় লাফাচ্ছে পিট, বাতাসের অভাবে হাঁপাচ্ছে ইবনে, মাত্র একটা আঙুল নিয়ে তার ডান হাতটা ঝুলে আছে শরীরের পাশে। পরস্পরের দিকে তাকিয়ে আছে ওরা।

প্রথম হামলাটা এলো তৃতীয় পক্ষ থেকে। হঠাৎ মেঝের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো রবার্ট তার কোল্ট লক্ষ্য করে। বগল আর বাহুর মাঝখানে ফোল্টটা আটকাতে চেষ্টা করছে সে। সন্দেহ নেই, অস্ত্রটা ইবনেকে দেয়ার ইচ্ছে তার। কিন্তু তার নিজের বিচ্ছিন্ন হাত শক্ত হয়ে আটকে গেছে, বগলের নিচে আটকে টান দিতেও কোল্টটা বেরুল না আঙুলগুলো থেকে টানটা আরও জেকারে না হলে বেরোবে না।

পিট আর ইবনে, দু'জনেই ওরা আশপাশে তাকালো অস্ত্রের খোঁজে।

হার হলো পিটের। শটগানটা ইবনের দিকে পড়ে রয়েছে। তার পাশে রোমান তলোয়ারটাও। ঝড়ের সময় যে-কোন বন্দরে নোঙর ফেলা যায়, ভাবল পিট। ঢাল সহ হাতটা ইবনের দিকে ছুঁড়ল ও, আহত ডান পা দিয়ে সরাসরি লাথি মারল রবার্টের বুকে। শর্টগানটা তোলার জন্যে ঝুঁকতে যাচ্ছিল ইবনে, ঢালের বাড়িটা কাঁধে লাগলো তার। ভারসাম্য রক্ষার জন্য অস্থির হয়ে উঠলো সে। ঝুঁকল পিট রবার্টর বিচ্ছিন্ন হাতে আটকে থাকা কোল্টটা ধরে হ্যাঁচকা টান দিলো। জোড়া হাতসহ উঠে এলো সেটা।

লাথি খেয়ে ত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে রবার্ট। জোড়া হাত থেকে কোল্টটা ছাড়াতে চেষ্টা করছে পিট। মুক্ত হলো, কিন্তু আঙুল থেকে পিছলে বেরিয়ে গেলো সেটা, শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। লাফ দিয়ে ধরে ফেললো পিট।

ট্রিগার গার্ড রক্তে পিচ্ছিল হয়ে আছে।

তাল সামলে শর্টগানের দিকে বাম হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছে ইবনে। ধরলো। তুলছে। এই সময় গুলি করলো পিট।

পরবর্তী রিকয়েলের জন্যে মুঠো শক্ত করলো পিট। চেম্বারের দেয়ালে বাড়ি খেয়ে ধপাস করে মেঝেতে পড়ে গেলো ইবনে।

দু'সারি দাঁতের ফাঁক দিয়ে শিসের মতো শব্দ করে বাতাস ছাড়ল পিট। এতক্ষণে ওর খেয়াল হলো, টিভি ক্যামেরায় সংযুক্ত স্পীকার থেকে কর্নেল হোলিসের চিৎকার ভেসে আসছে, 'বেরিয়ে আসুন, ফর গডস সেক, বেরিয়ে আসুন।'

দিগভ্রান্ত হয়ে পড়েছে পিট। অস্তিত্ব রক্ষার যুদ্ধে এতই মগ্ন ছিলো, এখন মনেই করতে পারছে না কোনো পথ ধরে টানেল থেকে বেরুতে হবে। অনেকগুলো সুড়ঙ্গ, মাত্র একটা দিয়ে বেরুনো সম্ভব।

শেষবার রবার্ট ক্যাপেসটারের দিকে একবার তাকালো পিট। ভয়ে নয়, রক্তক্ষরণে সাদা হয়ে গেছে মুখটা। অর্ধনির্মীলিত নেত্রে পিটের দিকে তাকিয়ে আছে সে, দৃষ্টিতে রাজ্যের ঘৃণা। ক্লান্ত, মৃদু হেসে বললো পিট, 'নরকের পথে যাত্রাটা উপভোগ করো!'

জবাবে স্মোক বমটা ফাটিয়ে দিলো রবার্ট। যেভাবেই হোক, পিনটা খুলে ফেলেছে সে। এক পলকে ঘন কমলা রঙের ধোঁয়ায় ঢাকা পড়ে গেলো চেম্বারটা।

'কি ঘটল?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। কমলা রঙের কুয়াশায় ক্যামেরা কোনো ছবি পাঠাতে পারছে না।

'রবার্ট সম্ভবত একটা স্মোক বোমা ফাটিয়ে দিয়েছে', জেনারেল কার্টিস রুদ্ধশ্বাসে বললেন।

'এক্সপ্লোনিভ গুলো এখনও ফাটছে না কেনো?'

'এক সেকেন্ড, স্যার।' রাগের সাথে একজন এইডের দিকে ফিরলেন জেনারেল। কথা বলে ক্যামেরার দিকে তাকালেন আবার।

'কর্নেল হোলিস বলছেন সরাসরি আপনি অর্ডার দিলে তবে সে বিস্ফোরণ ঘটাবে।'

'যোগাযোগ চাই!' ধমকের সুরে বললেন প্রেসিডেন্ট।

চার সেকেন্ড পর একটা মনিটরে দেখা গেলো কর্নেল হোলিসকে।

'আপনি আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না, কর্নেল হোলিস', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'আশা করি, আমার গলা চিনতে পারছেন?'

'পারছি, প্রেসিডেন্ট।'

'আপনার কমান্ডার ইন-চীফ হিসেবে, আপনাকে আমি অর্ডার দিচ্ছি, পাহাড়টা উড়িয়ে দিন–এই মুহূর্তে।'

'ঢাল বেয়ে প্রায় চূড়ায় উঠে পড়েছে জনতা', ডেইল নিকোলাস বললেন। আতঙ্কের সাথে সবাই মনিটরে দৃশ্যটা দেখলেন। আবার মিছিলো শুরু হয়েছে। পাহাড়ের নিচ থেকে হাজার হাজার লোক বেয়ে উঠছে চূড়ার দিকে, সবার মুখে টপিটজিনের নাম, সুর করে উচ্চারণ করছে।

'এরপরও যদি অপেক্ষা করো, কর্নেল হোলিস', থমথমে গলায় বললেন জেনারেল মেটক্যাফ, 'কয়েক হাজার লোককে খুব করবে তুমি। ফাটিয়ে দাও।'

সুইচের ওপর স্থির হয়ে আছে কর্নেল হোলিসের একটা আঙুল। ট্র্যান্সমিটারে ঘোষণা করলো সে, 'ডিটোনেশন!'

তারপরও সুইচটা টিপল না সে। হুকুম মানতে রাজি না হলে বিচার হবে। কিন্তু যদি হুকুম মানতে দেরি করা হয় বা দেরি হয়ে যায়? কোর্ট মার্শাল হলেও, অযোগ্যতা প্রমাণ করা ভারি কঠিন কাজ।

সুইচ টিপবে কর্নেল, কিন্তু তার আগে যতটা পারা যায় সময় দেবে সে পিটকে।

ধোঁয়া নয়, যেনো গভীর আর ভারী পানির তলায় রয়েছে পিট। চোখ বুজে আছে ও, দম বন্ধ করে রেখেছে। ইচ্ছাশক্তির জোরে পা দুটো নাড়তে চাইছে, ইচ্ছে হচ্ছে দৌড় দেয় বা হামাগুড়ি দিয়ে এগোয়। আতঙ্কভরা চেম্বার থেকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দূরে সরে যেতে চায়। একটা প্যাসেজে বেরিয়ে এসেছে বটে, কিন্তু জানে না এটাই ঠিক পথ কিনা। ছোটার ক্ষমতা নেই, দেয়াল ধরে এক পা এক পা করে এগোচ্ছে। হয়

টানেলের মুখে বেরুতে হবে, নয়তো মাইনের মুখে। দুটোই যদি হারিয়ে ফেলে, মাটি খুঁড়ে ওর লাশ বের করতে হবে।

ম্যাসেজের মেঝে ক্রমশ উঁচু হতে শুরু করলো। কমলা রঙের ধোঁয়া এখনও আছে, তবে আগের চেয়ে অনেক হালকা। একটু কি বাড়লো তাপমাত্রা? গায়ে কি মৃদু বাতাসের ছোঁয়া পেল? প্রথমে অস্পষ্ট, তারপর উজ্জ্বল লাগলো চোখে আলোটা। টানেল থেকে বেরিয়ে এলো পিট। সামনে তারা জ্বলছে, ফ্লাডলাইটের আলোয় ম্লান দেখাচ্ছে।

পিট জানে, বিপদ এখনও কাটেনি। মাইনের মুখ থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে ও। ক্রমশ উঁচু হয়ে আরও পাঁচ মিটারের মতো উঠে গেছে সামনের মেঝে। উঠতে গিয়ে পিছলে নেমে আসছে শরীরটা। মাত্র একটা পা ব্যবহার করতে পারছে, ডান পা বোঝা হয়ে আছে পিছলে। গর্তের মুখটা এতো কাছে অথচ কত দূরে। মাত্র পাঁচ মিটার। ঢালু মেঝের নিচে মৃত্যু, ওপরে জীবন।

চুপ মেরে গেছে কর্নেল হোলিস। তার আর কিছু বলার নেই। তৃতীয়বার ঢাল থেকে নিচে খসে পড়ে পিট উপলব্ধি করলো, নিজের হাতে সাজানো মৃত্যু ফাঁদে ধরা পড়ে গেছে ও। বিস্ফোরকগুলো সাজাবার সময় ডিলিঞ্জারের সাথে সে-ও ছিলো।

প্রায় যখন হাল ছেড়ে দিয়েছে পিট, গর্তের খোলা মুখে একটা ছায়ামূর্তি উদয় হলো। গর্তের কিনারায় শুয়ে একটা হাত পিটের দিকে লম্বা করে দিলো সে। শত্রু না মিত্র? না জেনেই হাতটা ধরলো পিট। ওকে টেনে গর্তের মুখে তুললো লোকটা। সমতল মাটিতে পৌঁছে হাঁপাতে লাগলো পিট।

লোকটা দু'হাতে ধরলো পিটকে, অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিলো বুকে। ছুটতে ছুটতে এগোল জীপের দিকে।

জিওর্দিনোকে চিনতে পেরেছে পিট। কৃতজ্ঞতায় চোখে পানি এসে গেলো ওর। স্টার্ট নিলো জীপ, একশো মিটারও এগোতে পারেনি, বিস্ফোরিত হলো গনগোরা হিল।

বিশাল মিছিল প্রচণ্ড ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়লো মাটির ওপর। প্রথমে থরথর করে কাঁপল পাহাড়টা। তারপর আগ্নেয়গিরির নিক্ষিপ্ত লাভার মতো মাটি আর পাথর সবেগে ছুটল আকাশের দিকে। গনগোরা হিলের গোটা চূড়াটা লাফ দিয়ে দশ মিটার শূন্যে উঠে পড়লো। চারদিকে এখন শুধু পাথর আর ধুলো।

৫ই নভেম্বর, ১৯৯১
রোমা, টেক্সাস

আটসত্তর

পাঁচ দিন পর, মাঝরাত হতে আর মাত্র তিন মিনিট বাকি, রোমার কয়েক মাইল দূরে ছোট্ট একটা এয়ারপোর্টে নামল প্রেসিডেন্টের হেলিকপ্টার। তাঁর সফর সঙ্গীদের মধ্যে সিনেটর পিট ও সিনেটর পিট রয়েছেন। ওঁদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন অ্যাডমিরাল স্যানডেকার।

'কংগ্রাচুলেশন্স, অ্যাডমিরাল', সহাস্যে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'তবে স্বীকার করতে আপত্তি নেই, বিশ্বাস করতে পারিনি নুমা এতো নিখুঁতভাবে করতে পারবে কাজটা।'

'ধন্যবাদ, মি. প্রেসিডেন্ট। আপনি আমাদের প্ল্যান অনুমোদন করায় আমরা সবাই আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

'আমাকে রাজি করানোর জন্যে আপনার ধন্যবাদ দেয়া উচিত সিনেটরকে', জর্জ পিটের কাঁধে একটা হাত রেখে বললেন প্রেসিডেন্ট। 'উনি, সত্যি কথা বলতে কি, আমার একেবারে ঘাড়ে চেপে বসেছিলেন।'

দশটা চাকা লাগানো বিরাট একটা ট্রাকে উঠে পড়লেন ওঁরা। ড্রাইভারের পাশে আগেই দু'জন সিক্রেট সার্ভিস এজেন্ট উঠে বসেছে। ট্রাক রওনা হয়ে গেলো, পিছু নিলো একটা ডজ ভ্যান।

'গোটা এলাকায় মৌমাছির মতো হেলিকপ্টার উড়ে বেড়াচ্ছে', বললেন অ্যাডমিরাল, 'ব্যাপারটা গোপন রাখার স্বার্থে এই ট্রাক ছাড়া উপায় ছিলো না।' ভেতরে ছয়টা চেয়ার রয়েছে। ট্রাকের দুই পাশ ও মাথার দিকটা মোটা ক্যানভাস দিয়ে ঢাকা।

খানিক পর প্রেসিডেন্ট বললেন, 'আমরা আসলে ভাগ্যবান। টপিটজিন মারা গেছে জানার পর মেক্সিকান জনতা দাঙ্গা বাধিয়ে দিলে আমরা সামলাতে পারতাম না।'

'পাহাড়টা ভেঙে পড়ার পর চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে লোকজন', বললেন অ্যাডমিরাল 'বাচ্চা আর মেয়েরা ছিলো বলে দাঙ্গা বাধেনি। তাছাড়া, জনতাকে উত্তেজিত করার জন্যেও কেউ ছিলো না। টপিটজিনের ঘনিষ্ঠ অনুসারীরা অবস্থা সুবিধের নয় বুঝতে পেরে সীমান্ত পেরিয়ে পালিয়ে যায়। খিদে, পরিশ্রম, আর হতাশায় ক্লান্ত হয়ে নদীর দিকে হাঁটা ধরে সবাই।'

সিনেটর পিট বললেন, 'সীমান্তের ওপারে মেক্সিকান পুলিশ টপিটজিনের বেশিরভাগ অনুসারীকে গ্রেফতার করেছে।'

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন প্রেসিডেন্ট। 'নিরীহ মানুষজনের রক্তপাত ঘটেনি তাতেই আমি খুশি।'

'কিন্তু ক্যাপেসটার পরিবার?' প্রশ্ন করলেন অ্যাডমিরাল।

'এ-দেশে ওদের কোনো সম্পত্তি আছে কিনা খোঁজ নিয়ে দেখছে বিচার বিভাগ', প্রেসিডেন্ট বললেন। 'কর্নেল হোলিস তার স্পেশাল ফোর্সকে নিয়ে ক্যারিবিয়ানের একটা দ্বীপে হানা দেয়ার প্ল্যান করছে। ক্যাপেসটার পরিবারের কেউ যদি ওখানে থাকে, তার কপালে খারাপি আছে।'

সিনেটর পিট হেসে বললেন, 'ইয়াজিদ আর টপিটজিন মারা যাওয়ায় আমাদের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ বেশ নাকে তেল দিয়ে ঘুমাবে এবারে।'

মাথা নেড়ে অসম্মতি জানালেন শিলার। 'মনে হয় না। কেবল দুটো আবর্জনা গিয়েছে। আরো বহু বহু বাকি।'

'আরে, এতো বাজে চিন্তা করো না তো, জুলিয়াস।' বললেন প্রেসিডেন্ট। 'মিশর আপাতত শান্ত। স্বাস্থ্যগত কারণে প্রেসিডেন্ট নাদাভ হাসান পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, ক্ষমতা ছেড়ে দিচ্ছেন আবু হামিদের হাতে। মুসলিম মৌলবাদীরা দারুণ চাপে আছে ওখানে।'

'হে'লা কামিল, আবু হামিদকে বিয়ে করার ফলে পরিস্থিতি আরো স্বাভাবিক হচ্ছে।' বললেন সিনেটর পিট।

ট্রাক দাঁড়িয়ে পল, খুলে গেলো দরোজা, সিঁড়ি বেয়ে সবাই নামতে শুরু করলেন।

নিচে নেমে ওঁরা দেখলেন, সাধারণ তারের বেড়া দিয়ে ঘেরা হয়েছে জায়গাটা। গেটে একটা সাইনবোর্ড ঝুলছে। তাতে লেখা 'স্যাম ট্রিনিটি স্যান্ড অ্যান্ড গ্র্যাভেল কোম্পানি। বড় আকারের কিছু বালতি, একটা ট্রাক, গোটা দশের কোদাল আর বেলচা ছাড়া গোটা এলাকা খালি পড়ে আছে।

সিকিউরিটি গার্ড ইউনিট, ইলেকট্রনিক ডিটেকশন ইকুইপমেন্ট ইত্যাদি সবই আছে, তবে চোখের আড়ালে।

'মি. স্যাম ট্রিনিটির সাথে আমার দেখা হতে পারে?' জিজ্ঞেস করলেন প্রেসিডেন্ট। মাথা নাড়লেন অ্যাডমিরাল। 'খুব ভালো মানুষ। স্বেচ্ছায় সরকারকে তার সম্পত্তি লিখে দেয়ার পর গলফ খেলার জন্যে ওয়ার্ল্ড ট্যুর করতে বেরিয়েছে সে।

'আশা করি তাকে ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়েছে, তাই না?'

'ট্যাক্সমুক্ত দশ মিলিয়ন ডলার', বললেন অ্যাডমিরাল। 'নিতে রাজি করার জন্যে রীতিমত হাতে-পায়ে ধরতে হয়েছে।' কয়েকশো মিটার দূরে গভীর একটা গর্ত দেখালেন অ্যাডমিরাল, 'গনগোরা হিলের ওই হলো অবশিষ্ট। এখন ওটা নুড়ি পাথর আর কাঁকরের খনি। ওগুলো বিক্রি করেও লাভের মুখ দেখব আমরা।'

প্রেসিডেন্ট জিজ্ঞেস না করে পারলেন না, 'টপিটজিন আর ইয়াজিদের লাশ দুটো কি আপনারা খুঁজে পেয়েছেন?'

মাথা ঝাঁকালেন অ্যাডমিরাল। 'দু'দিন আগে। যতটুকু পাওয়া গেছে আর কি। সব রক ক্রাশারে ঢেলে দেয়া হয়েছে। আমার বিশ্বাস দু'জনেই তারা রাস্তার উপকরণ হয়ে আছে।'

প্রেসিডেন্টকে সন্তুষ্ট দেখালো, 'যার যা প্রাপ্য।'

'টানেলটা কোথায়?' চারদিকে তাকালেন মার্টিন ব্রোগান।

'এই যে, এদিকে।' ইঙ্গিতে একটি মোবাইল ট্রেইলর দেখালেন অ্যাডমিরাল, ওটাকে একটা অফিসে রূপান্তর করা হয়েছে। জানালায় বড় বড় অক্ষরে লেখা- ডিসপ্যাচার।'

মোবাইল অফিসে উঠে এলেন ওঁরা, আরেক দরোজা দিয়ে নেমে পড়লেন সবাই সমতল টানেলের মেঝেতে। শুরু হলো আধুনিক ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির প্রদর্শনী। একাদিক টিভি ক্যামেরা রয়েছে সিলিং আর দেয়ালে। দরোজায় মেটাল ডিটেকটর

মেশিন। জেনারেটরের আওয়াজ শোনা গেলো। সিলিঙে সার সার টিউব লাইট জ্বলছে। খানিক দূর এগিয়ে এলিভেটরে চড়লেন ওঁরা।

সারফেস থেকে ত্রিশ মিটার নেমে এলো এলিভেটর। টানেলে বেরিয়ে এসে সার সার দাঁড় করানো ভাস্কর্ড দেখতে পেলেন ওঁরা, দেয়াল ঘেঁষে রাখা হয়েছে।

একজন তরুণী এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানাল ওদের।

'মি. প্রেসিডেন্ট', অ্যাডমিরাল বললেন, 'আপনার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি ড. শার্প, ক্যাটালগিং প্রোগ্রামের ডিরেক্টর।'

'ড. শার্প, আমরা আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ।'

লালচে চেহারা নিয়ে লিলি বললো, আমার অবদান খুবই সামান্য...'

সবার সাথে করমর্দনের পর অতিথিদের নিয়ে রওনা হলো লিলি। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি দেখানোর জন্যে তাকেই গাইড নির্বাচিত করা হয়েছে।

'চারশো পঁচিশ ধরনের স্কাল্পচার ক্যাটালগে তুলেছি আমরা, ব্যাখ্যা করলো সে। 'তার মধ্যে খ্রিস্টা-পূর্ব তিন হাজার সালের ব্রোঞ্জমূর্তিও আছে। শেষ দিকের, অর্থাৎ চতুর্থ শতাব্দীর মূর্তিও অনেক। সামান্য দাগ ছাড়া ওগুলোর কোনো ক্ষতি হয়নি, দাগগুলোও কেমিকেলের সাহায্যে তোলা যাবে।'

দীর্ঘ প্যাসেজ ধরে নিঃশব্দে হাঁটছেন প্রেসিডেন্ট। মূর্তিগুলোর দিকে তাকিয়ে বিস্ময় বাধ মানছে না তাঁর। কোনো কোনোটা পাঁচ হাজার বছরের পুরানো। মূর্তির সংখ্যা দেখেও অবাক হলেন। প্রতিটি যুগের, প্রতিটি সাম্রাজ্যের শিল্পকর্ম স্থান পেয়েছে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরিতে যা চোখে দেখতে পাব।'

'বিস্ফোরণে কোনো ক্ষতিই হয়নি লাইব্রেরির', বললো লিলি। 'টানেলের ভেতর সামান্য মাটি খসে পড়েছিলো শুধু।'

একটানা দু'ঘণ্টা দরে প্রদর্শনী দেখার পর সর্বশেষ শিল্পকর্মটির পাশে এসে দাঁড়ালেন ওঁরা। সবাইকে নিয়ে এবার প্রধান গ্যালারিতে ঢুকবে লিলি। হাত বাড়াল সে, ফিসফিস করে বললো, 'ওই যে, আলেকজান্ডার দি গ্রেট এর স্বর্ণের কফিন।'

প্রেসিডেন্টর অনুভূতি হলো, তাঁর সাথে যেনো ঈশ্বরের দেখা হতে যাচ্ছে। দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ নেতাদের একজন, মহাবীর আলেকজান্ডার। কাঁপা পায়ে এগোলেন প্রেসিডেন্ট।

কফিনটা খোলা রয়েছে। আলেকজান্ডারের বর্ম ও হেলমেট খাঁটি সোনার তৈরি। পারস্যের সিল্ক দিয়ে তৈরি হয়েছিলো তাঁর টিউনিক, বেশিরভাগই অদৃশ্য হয়েছে, প্রায় চব্বিশ শতাব্দীর পর অবশিষ্ট আছে সামান্য কিছু ওঁড়ো। মহাবীর আলেকজান্ডারের অবশিষ্ট বলতেও রয়েছে শুধু ক'খানা হাড়।

'ক্লিওপেট্রা, জুলিয়াস সিজার, মার্ক অ্যান্টনি, সবাই শ্রদ্ধাবনত মস্তকে দাঁড়িয়েছেন এই মহানায়কের কফিনের পাশে', লেকচার দিলো লিলি।

প্রায় ত্রিশজন লোক কঠোর পরিশ্রম করছে। গ্যালারির মাঝখানে জড় করা কাঠের বাক্সের ভেতর কি আছে দেখার কাজে একদল লোক ব্যস্ত। একদিকের দেয়ালে সার সার সাজানো রয়েছে পেইন্টিং। হাতির দাঁত, মার্বেল, সোনা, রুপা ও তামা দিয়ে অদ্ভুত সব খেলনা, মূর্তি, ব্যবহারিক উপকরণ ইত্যাদি বানানো হয়েছে। শ্রেণীবিভাগের কাজ চলছে, কাজ চলছে নতুন বাক্সে ভরার। পার্চমেন্ট ও প্যাপিরাসগুলো পাঠিয়ে দেয়া হবে মেরিল্যান্ডে, বিশ্লেষণ ও সংরক্ষণের জন্যে।

হাত নেড়ে গ্যালারির চারদিকটা দেখালো লিলি। 'এই হলো প্রাচীন দুনিয়ার জ্ঞান আর শিল্প, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি। এরই মধ্যে হোমারের সমস্ত রচনা উদ্ধার করেছি আমরা। যেসব গ্রিক দার্শনিকদের দর্শন হারিয়ে গিয়েছিলো, বেশিরভাগই রয়েছে এখানে। আদি হিব্রু সাহিত্য পাবার পর খ্রিস্টধর্মের ওপর নতুন আলোকপাত সম্ভব হবে। কিছু ম্যাপ থেকে অজানা মন্দির, প্রাচীন রাজা ও রানীদের সমাধি, নাম-না-জানা বাণিজ্যিক শহর, সোনা আর হীরের খনি, তেলখনি ইত্যাদির ঠিকানা জানা যাচ্ছে। ইতিহাসের মাঝখানে যে-সব সভ্যতার কথা আমরা কখনও শুনিওনি, সহজবোধ্য রূপকথার গল্পের মতো সমস্ত কিছু পড়ে ফেলছেন আমাদের বিশেষজ্ঞরা।'

মুহূর্তের জন্যে বাকশক্তি হারিয়ে ফেললেন প্রেসিডেন্ট। আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির তাৎপর্য এতো বিরাট, ধারণার মধ্যে আনতে হিমশিম খেয়ে গেলেন তিনি। শিল্প হিসেবে এগুলোর প্রত্যেকটি অমূল্য। জ্ঞান হিসেবে এগুলোর মূল্য অপরিসীম। অবশেষে অস্পষ্ট কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'এখানে কাজ শেষ করতে কত দিন লাগবে আপনাদের?'

'প্রথমে আমরা প্যাপিরাস সরাব, তারপর শিল্পকর্ম', জানাল লিলি। 'প্রথমে যাবে স্কালচার। শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিনে চব্বিশ ঘণ্টা করে কাজ চলবে। ধরুন, আগামী বছরের জানুয়ারি নাগাদ শেষ করতে পারব আমরা।'

'তারমানে প্রায় ষাট দিন', বললেন অ্যাডমিরাল।

'স্ক্রোল আর সাহিত্য?'

'আসলে, অনুবাদ বেশ কষ্টসাধ্য কাজ। প্রায় পঁচিশ বছর কিংবা তার বেশি লেগে যেতে পারে। এছাড়া অর্থ-কড়ির ব্যাপারটাও আছে।' লিলি জানালো।

'বাজেট নিয়ে ভাববেন না', প্রেসিডেন্ট নিজে আশ্বস্ত করলেন। 'ওটাকে এক নম্বর গুরুত্ব দেয়া হবে।'

অস্বস্তিভরে লিলি বললো, 'যদি কিছু মনে না করেন, সবকিছু খোলাসা করার আগে দশদিন সময় চাই আমি। ততোদিনে আমি এবং আমার দলের সদস্যরা একটা চমৎকার ভিডিও টেপ প্রস্তুত করে ফেলতে পারবো।'

সিনেটর পিট প্রেসিডেন্টের উদ্দেশ্যে ফিরলেন। 'ডক্টর শার্প চমৎকার একটা ফিল্মের মাধ্যমে পুরো দুনিয়াকে চমকে দেবেন, হোয়াইট হাউসের পক্ষ থেকে। কি বলেন?'

লিলির হাত নিজের হাতে নিয়ে নিলেন প্রেসিডেন্ট। 'ধন্যবাদ, ডক্টর শার্প। আপনি আমাকে চিন্তা মুক্ত করলেন।'

অতিথিদের নিয়ে আরেক দিকে এগোল লিলি। ওদিকে একজন বিশেষজ্ঞ, গ্রিক-ল্যাটিন অনুবাদক, একটা প্যাপিরাস পরীক্ষা করছেন। তাঁর দুই কাঁধের ওপর হুমড়ি খেয়ে রয়েছে পিট আর জিওর্দিনো। ওদেরকে চিনতে পেরে তাড়াতাড়ি পা বাড়ালেন প্রেসিডেন্ট।

'আপনি সুস্থ শরীরে বেঁচে আছেন দেখে আমি ভারি আনন্দিত, ডার্ক', বললেন তিনি, আন্তরিক হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তাঁর মুখ। 'গোটা আমেরিকান জাতি আপনার প্রতি কৃতজ্ঞ। আমেরিকানদের পক্ষ থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।'

যতটা সম্ভব সিধে হলো পিট, একটা ছড়িতে ভর দিয়ে। 'ভাগ্যের একটা ভূমিকা, আর বন্ধুদের অবদান আছে, মি. প্রেসিডেন্ট', স্মিত হেসে বললো পিট। 'আমার বন্ধু অ্যাল জিওর্দিনো আর কর্নেল হোলিস যদি না থাকত, এখনও আমি গনগোরা হিলের নিচে থাকতাম।'

'রহস্যটা পরিষ্কার করবেন, প্লীজ?' জিজ্ঞেস করলেন জুলিয়াস শিলার। 'এই ছোটো পাহাড়টার নিচে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরি আছে, আসলে গনগোরা হিলে নেই, আপনি জানলেন কিভাবে?'

'ভুল করে আপনি লাইব্রেরিটাই উড়িয়ে দিচ্ছেন কিন', এই ভয়ে সবাই আমরা রীতিমত অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, ডার্ক।' প্রেসিডেন্ট স্বীকার করলেন।

'তখন সব কিছু ব্যাখ্যা করার সময় ছিলো না', বললো পিট। 'আপনারা আমার ওপর বিশ্বাস রেখেছিলেন, সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। তবে, আসলে কোনো সন্দেহ ছিলো না। পাথরে যে সূত্র দিয়ে গেছেন জুনিয়াস ভেনাটর, সেটা অত্যন্ত পরিষ্কার, ভুল বোঝার অবকাশ নেই বললেই চলে। তিনি লিখেছেন, উত্তরে দাঁড়িয়ে দক্ষিণে তাকিয়ে আমি কি দেখলাম? দেখলাম আধ কিলোমিটার দূরে, আমার ডান অর্থাৎ পশ্চিম দিকে রয়েছে রোমা-ব্লাফ। নদীর দিকে তাকাতে বলেছেন ভেনাটর, তারমানে পাহাড়টা নদীর সবচেয়ে কাছে হবে। গনগোরা হিল নদীর সবচেয়ে কাছে নয়, রোমা ব্লাফ-ও নয়। কাজেই খানিকটা পশ্চিম দিকে এবং সামান্য উত্তর দিকে সরে গেলাম আমি, ফলে প্রথম যে পাহাড়টা গেলাম সেটা আকারে তত বড় না হলেও, নদীর সবচেয়ে কাছাকাছি।'

'পাহাড়টার নাম কি, ডার্ক?' জিজ্ঞেস করলেন সিনেটর।

'এই পাহাড়টার? কেউ কোনো নাম বলতে পারছে না। বোধ হয় রাখা হয়নি।'

'রাখা হয়েছে', সহাস্যে বলরেন প্রেসিডেন্ট। 'এইমাত্র। যে মুহূর্তে ডক্টর শার্প আর তার দল আমাকে পুরো আবিষ্কার ঘোষণার ব্যাপারে সবুজ সংকেত দেবেন, ওটার নাম হবে নাম-নেই পাহাড়!'

জ্ঞানের বিপুল সমারোহ দেখে আচ্ছন্ন প্রেসিডেন্টের বাহিনী যখন ওয়াশিংটনে পৌছলেন, ততক্ষণে রাত পেরিয়ে ভোর হতে চললো। রিও গ্রান্ড নদী কুয়াশার অবগুণ্ঠন খুলছে।

নাম-নেই পাহাড়ের চূড়ায় বসেছিলো পিট আর লিলি। ভ্যাঁপসা বাতাসে বসে রোমার আলো নিভে যেতে দেখছে ওরা।

ওর চোখে তাকিয়ে হাসলো লিলি। নরম, আদুরে একটা ভঙ্গি ওর দৃষ্টিতে। প্রথম সূর্যের আলো পড়ছে পিটের মুখে, কিন্তু লিলি জানে, ব্যাপারটা সম্পর্কে সচেতন নয় দুরন্ত এই পুরুষ, তার মন ঘুরে ফিরছে অতীতের কোনো এক সময়ে।

গত কয়েক দিনে লিলি জেনেছে, কোনো মেয়ের পক্ষেই একে সম্পূর্ণভাবে পাওয়া সম্ভব নয়। দিগন্তের ওপারে, অজানা কোনো স্থানে, ঘোর রহস্য ওর একমাত্র ভালোবাসা। আবেগঘন প্রেম করা যেতে পারে এর সাথে, বিয়ে নয়। লিলি জানে, ওর এই প্রেম ভাঙলো ব'লে। হঠাৎ একদিন হারানোর আগে এখনই ওর প্রাপ্যটুকু আদায় করে নিতে চাইছে মেয়েটা।

ডার্কের কাঁধে মাথা রেখে হেলান দিলো লিলি। 'আচ্ছা, বলোতো, ওই টুকরোটাতে কি লিখা ছিলো?'

'টুকরো?'

'ওই যে, যে স্ক্রোলটা নিয়ে তুমি আর অ্যাল খুব উত্তেজিত ছিলে।'

'আরো অনেক মহামূল্যবান আর্টিফ্যাক্টের অবস্থানের জোরালো সূত্র', ধীরে, শূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে মন্তব্য করলো পিট।

'কোথায়?'

'সাগরের নিচে। স্ক্রোলটার নাম, "মূল্যবান মালামালসহ ডুবে যাওয়া জাহাজের সন্ধান।" '

পিটের দিকে তাকায় লিলি। 'পানির তলায় পড়ে থাকা ট্রেজারের মানচিত্র?'

'সবসময়ই কোথাও না কোথাও ট্রেজার থাকবেই।' দূরাগত গলায় বললো পিট।

'আর তুমি ওগুলো খুঁজে বের করবে?'

হাসলো পিট। 'খুঁজে দেখতে কি ক্ষতি। দুর্ভাগ্য হলো, আঙ্কল স্যাম আমাকে সময়ই দিতে চায় না। সোনালি শহর, এল্ ডোরাডো খুঁজে দেখতে পারলাম না এখনো, ব্রাজিলের জঙ্গলে।'

চিৎ হয়ে শুয়ে আকাশের বিলীন হতে থাকা তারাদের দিকে তাকিয়ে রইলো লিলি। 'ভাবছি, কোথায় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে ওঁদের?'

ধীরে, যেনো বাস্তবে ফিরে এলো পিট। 'কাদের?'

'সাহিত্যকর্মগুলো রক্ষা করার জন্যে যে অভিযাত্রীরা সাহায্য করেছিলো ভেনাটরকে।'

মাথা নাড়লো পিট। 'জুনিয়াস ভেনাটর অত্যন্ত চালাক লোক। হতে পারে, নিজের বাইজেন্টাইন সহযাত্রীদের এইখানে আর–'

এক হাত দিয়ে পিটকে ধরে ওর উপর উঠে আসে লিলি। পরস্পরকে খুঁজে নেয় ওদের ঠোঁটজোড়া। মাথার উপরে অযথাই চিৎকার করে উঠে একটা শিকারী বাজ। চোখ খুলে, পিটকে সরিয়ে দেয় লিলি।

'কি মনে হয়, ওরা মাইন্ড করবে না তো?'

অবাক হয়ে ওর দিকে তাকায় পিট। 'মাইন্ড করবে মানে?'

'অভিযাত্রীরা। যদি ওঁদের কবরের উপরে প্রেম করি আমরা। জোড়ালো সম্ভাবনা আছে, এই মুহূর্তে ওঁরা আমাদের নিচে চিরনিদ্রায় শুয়ে আছেন।'

এক ঝটকায় লিলিকে নিজের শরীরের নিচে নিয়ে এলো পিট। ওর চোখে চোখে তাকিয়ে রইলো, ঠোঁটে শয়তানী হাসি।

'মনে হয় না, এতে উনাদের কিছু আসে যায়। আমার অন্তত কিছু যায় আসে না।'

(শেষ)